৭

দণ্ডী : শূদ্রক

প্রধান উপদেষ্টা

ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী

সম্পাদকমণ্ডলী :

জ্যোতিভূষণ চাকী / তারাপদ ভট্টাচার্য /

ডঃ রবিশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় / শ্রীমতী গৌরী ধর্মপাল

সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার

নির্বাহী সম্পাদক / প্রসূন বসু

সহযোগী / রত্না বসু

নবপত্র প্রকাশন

৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট / কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : ২৫শে সেপ্টেম্বর / ১৯৬৯

প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট / কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক : মহামায়া রায়
সনেট প্রিন্টিং হাউস
১৯ গোয়াবাগান স্ট্রীট / কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

বিক্রয় মূল্য : ৬৫ টাকা

SANSKRITA SAHITYASAMBHAR
Vol. VII

প্রধান উপদেষ্টার কথা

বিশ্বের বিখ্যাত ক্লাসিক সাহিত্যের ভাষান্তরিকরণ বর্তমান যুগের একটি উল্লেখযোগ্য দাবী। সেই কারণেই রাশিয়া, জাপান, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশগুলি একে অন্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নিজের ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া স্বদেশের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।

সংস্কৃত আধুনিক বহু ভারতীয় ভাষারই উৎস—যে বিস্ময়কর সম্পদ সংস্কৃত সাহিত্যে সঞ্চিত রহিয়াছে তাহা মাতৃভাষায় প্রতিফলিত দেখিতে কাহার না সাধ হয়! কেবল আত্মতৃপ্তির কথা বলিতেছি না, আমার মনে হয়, 'নবপত্র প্রকাশন'-এর এই ব্রতপালন বাঙলা ভাষাকেই সমৃদ্ধ ও শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিবে। আশা ও আনন্দের কথা, হাজার বছরের সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষান্তরীকরণের এই ব্যাপক উদ্যম সমগ্র ভারতে এই প্রথম। আমি মনে করি, ইহা এক সুমহৎ জাতীয় কর্তব্যপালন। একথাও আমার মনে হইয়াছে, সম্প্রতি সংস্কৃত ভাষাকে বিলুপ্ত করিবার জন্য যে হাস্যকর অপচেষ্টা চলিয়াছে, 'নবপত্রে'র সংস্কৃত-সাহিত্য প্রকাশনা তাহার বিরুদ্ধে এক প্রদীপ্ত প্রতিবাদ।

যে গভীর আগ্রহে গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ আমাদের এই প্রচেষ্টাকে অভ্যর্থনা জানাইয়াছেন, তাহাতে উৎসাহিত হইয়া আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি—বিপুল সংস্কৃত সাহিত্যের যে সকল কবি-কর্ম সুধীজন কর্তৃক অভিনন্দিত অথচ স্থানাভাবে পরিকল্পিত আটটি খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই, সেই সব কাব্য ও নাটক আরও দশটি খণ্ডে আমরা প্রকাশ করিব।

শ্রীগৌরীনাথশাস্ত্রী

দণ্ডী : দশকুমারচরিতম্

ভূমিকা ও অনুবাদ অমিতা চক্রবর্তী

শূদ্রক মৃচ্ছকটিকম্

ভূমিকা তারাপদ ভট্টাচার্য

অনুবাদ জ্যোতিভূষণ চাকী

দণ্ডী

দশকুমারচরিতম্



ভূমিকা

গদ্য-কাব্যের কথা

সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাসে দণ্ডীর রচিত 'দশকুমারচরিত' একটি বিশিষ্ট 'গদ্যকাব্য'। অবশ্য 'গদ্যকাব্য' এই আলংকারিক পরিভাষাটির বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। সাধারণত বাংলা ভাষায় 'কাব্য' বলতে ছন্দোবন্ধ রচনাকেই বোঝায়। কিন্তু সংস্কৃত-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই কথাটির তাৎপর্য আরও ব্যাপক। এখানে সাহিত্য-কর্ম মাত্রই কাব্যপদবাচ্য। অতএব শুধু পদ্য বা ছন্দোবন্ধ রচনাই নয়, গদ্য তথা ছন্দ-নিরপেক্ষ রচনাকেও কাব্য শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে।

বহু প্রাচীন কাল থেকেই সংস্কৃত রচনায় গদ্যের ব্যবহার দেখা যায়। অবশ্য প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ ছন্দে রচিত হলেও বৈদিক যুগ থেকেই গদ্যশৈলীকে লিখন-রীতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন যজুর্বেদের যাগযজ্ঞ সংক্রান্ত নির্দেশ এবং অথর্ববেদের কিছু কিছু রচনা গদ্যে লিখিত। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির ভাষাও মূলত গদ্য। শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র জাতীয় রচনাগুলিও গদ্যে লেখা। পরবর্তীকালে পতঞ্জলির মহা-ভাষ্য ও অন্যান্য বহু ভাষ্যগ্রন্থে যে-গদ্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় তা যথেষ্ট উন্নত। কিন্তু তবুও এই গদ্যভঙ্গিকে সাহিত্যের বাহন হিসাবে গ্রহণ করা চলে না, কারণ শুধু-মাত্র বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যার প্রয়োজনেই এর ব্যবহার। সাহিত্যের মাধ্যম-রূপে গদ্য শৈলীর স্বীকৃতি লাভ আরও অনেক পরের ব্যাপার।

কিছু কিছু রাজ-প্রশস্তিতে সাহিত্যরস-বিশিষ্ট গদ্যের ব্যবহার দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ রুদ্রদামনের জুনাগড়লিপির কথা বলা যেতে পারে। রচনাকাল খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক। এক রাজকর্মচারী হ্রদ-সংস্কারের পর তাঁর প্রভুর এই প্রশস্তি উৎকীর্ণ করিয়ে দিয়েছিলেন" …স্বয়মভিগতজনপদপ্রণিপতিতায়ুষশরণদেন · স্ফুটলঘুমধুরচিত্রকান্ত-শব্দসময়োদারালংকৃত গদ্যপদ্যপ্রবীণেন · নরেন্দ্রকন্যা-স্বয়ং বরানেকমাল্যপ্রাপ্তদাম্না মহাক্ষত্রপেন রুদ্রদাম্না…" ইত্যাদি।

অধীনস্থদের শরণস্থান, কাব্যরস প্রবীন, বহু রাজকন্যার বরমাল্যের পাত্র মহাবীর রুদ্রদামনের স্তুতির ভাষায় অলংকারবহুল সংস্কৃত-গদ্যের ব্যবহার নিঃসন্দেহে সাহিত্য-লক্ষণাক্রান্ত।

অবদানশতক, দিব্যাবদান, মহাবস্তু, ললিত বিস্তার, বোধিসত্ত্বাবদান প্রমুখ বৌদ্ধ সাহিত্যের গ্রন্থগুলি সরল গদ্যশৈলীর চমৎকার নিদর্শন। "তত্রচ শ্রীমতী নামান্তঃ পুরিকা। সা স্বকং জীবিতমগণয়িত্বা বুদ্ধস্তাংশ্চানুস্মৃত্য কেশনখ স্তুপং সংমৃজ্য দীপমালামকাৎ। যাবদজাতশত্রুঃ উপরিপ্রাসাদতলগতস্তমুদারমবভাসং, দৃষ্টা পপ্রচ্ছ, 'কিমিদমিতি' যাবদন্যায়া কথিতম্—'শ্রীমত্যা কেশনখস্তুপে দীপমালা-কৃতেতি'।"

(শ্রীমতী, অবদানশতক)

এ-ছাড়া সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাসে পশুপাখির চরিত্র হিসাবে গ্রহণ করে নীতি-শিক্ষামূলক বহু গল্প সংকলনও আছে। যেমন পঞ্চতন্ত্র, তন্ত্রাখ্যায়িকা, হিতোপদেশ ইত্যাদি। আরও আছে গদ্যে লেখা বিরাট গল্প-সাহিত্যের ভাণ্ডার। বেতালপঞ্চবিংশতি, সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা, শুক-সপ্ততি প্রমুখ গ্রন্থগুলির ভাষার সাবলীলতা লক্ষণীয়।

সংস্কৃত পদ্যকাব্যের অনুসরণে গদ্যেও যে বিরাট কাব্যগ্রন্থ বা রমন্যাস জাতীয় রচনা সম্ভব তার প্রমাণ দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত', সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' ও বাণভট্টের 'কাদম্বরী'। ইতিহাসমূলক গদ্য-কাব্য 'হর্ষচরিত' বাণভট্টেরই রচনা।

এখন প্রশ্ন—এঁরাই কি এই বিশেষ ধারাটির প্রথম দিশারী? এই রচনাগুলির আগে আর কোন গদ্যকাব্যের অস্তিত্ব কি ছিল না? উত্তরে বলা চলে—বাণ পূর্বসূরী রূপে আঢ্যরাজ ও ভট্টারহরিচন্দ্রের উল্লেখ করেছেন ("ভট্টারহরিচন্দ্রস্য গদ্যবন্ধো নৃপায়তে"—হর্ষচরিত) কিন্তু এঁদের কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় নি। আবার মহাভাষ্যে পতঞ্জলি তিনখানি গদ্যকাব্যের উল্লেখ করেছেন—'বাসবদত্তা', 'সুমণোত্তরা', 'ভৈমরথী'। জলহনের 'সূক্তি-মুক্তাবলী' গ্রন্থে শীলভট্টারিকা নামে একজন গদ্যকাব্যের রচয়িত্রীর নাম পাওয়া যায়। কিন্তু এই রচনাগুলি দুর্লভ। অতএব সংস্কৃত গদ্যকাব্যের আলোচনা সুবন্ধু, বাণভট্ট ও দণ্ডীর বিষয়েই সীমাবদ্ধ।

এবার এসে যাচ্ছে 'গদ্যকাব্য' এই শব্দটির শাস্ত্রগত রূপের আলোচনা। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র মতে কাব্যের প্রধান ভাগ দুটি—দৃশ্য ও শ্রব্য। নাটক জাতীয় সমস্ত লেখাগুলি দৃশ্যকাব্যের অঙ্গীভূত। অবশিষ্ট সব ধরনের রচনাই শ্রব্য কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। শ্রব্য কাব্য ভাষার ভিত্তিতে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—গদ্যময়, পদ্যময় ও মিশ্র। সাহিত্যতত্ত্বের কোন কোন আলোচক গদ্যকাব্যকে দু-ভাগে ভাগ করেছেন—'কথা' ও 'আখ্যায়িকা'। অবশ্য এ-দুয়ের সংজ্ঞা অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পর নির্ভরশীল। ভামহের মত অনুসারে আখ্যায়িকার নায়ক নিজেই নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবেন। ভাষা হবে সংস্কৃত। নায়কের বীরত্বের কথা, অবশ্যই স্থান পাবে। এবং নায়ক নিজে 'স্বচেষ্টিত' বর্ণনা করবেন। আখ্যায়িকার অধ্যায়ের নাম 'উচ্ছ্বাস'। মাঝে 'বক্ত্র' বা 'অপরবক্ত্র' নামে ছন্দ থাকবে। কথার কাহিনী হবে কাল্পনিক, নায়ক ব্যতীত অন্য কেউ বক্তব্য উপস্থাপিত করবে। এই বক্তব্যগুলির বিষয়ে অগ্নিপুরাণ ও ভামহের প্রদত্ত সূত্রেরও মিল আছে।

কিন্তু দণ্ডী স্বয়ং এই পার্থক্য স্বীকার করেন না। তিনি বলেন 'কথাখ্যায়িকেত্যেকাজাতিঃ সংজ্ঞা দ্বয়াঙ্কিতা'—আসলে দুটিই প্রায় একধরনের রচনা, শুধু নামেই ভিন্ন। অবশ্য এদের মৌলিক পার্থক্য হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে 'কথা' জাতীয় রচনা প্রধানত কবির কল্পনাশক্তি-নির্ভর ('প্রবন্ধ-কল্পনাকথা'—অমরকোষ) আর আখ্যায়িকার মধ্যে সাধারণত ইতিহাসাশ্রয়ী ঘটনারই দ্বারস্থ হতে হয়। এ-ব্যাপারে বাণভট্টের 'কাদম্বরী', ও হর্ষচরিত' যথাক্রমে 'কথা' ও আখ্যায়িকা'র উদাহরণরূপে সুপরিচিত।

দশকুমারচরিত—গদ্যকাব্য

এখন প্রশ্ন হলো—দণ্ডীর রচনা 'দশকুমারচরিত'কে কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা সঙ্গত? 'অগ্নিপুরাণ' ও ভামহ-কথিত কোন বিশেষ একটি সজ্ঞার সংগে এর একাত্মতার অভাব। কারণ—

(ক) এতে কবির বংশ বৃত্তান্তের বর্ণনা অনুপস্থিত।

(খ) বর্ণনীয় বিষয়ের দিক থেকে একে আখ্যায়িকা মনে হলেও সর্বদা নায়কমুখে ঘটনা বিবৃত হয় নি।

গ) উচ্ছ্বাস হিসাবে বিভাজন থাকায় 'কথা' শ্রেণীভুক্তও করা চলে না। আবার বক্তৃ বা অপরবক্তৃ ছন্দের ব্যবহারও অনুপস্থিত। সুতরাং দণ্ডীর মতানুসারেই 'দশকুমারচরিত'কে স্বতন্ত্র কোন উপবিভাগের অন্তর্ভুক্ত না করে শুধু গদ্যকাব্য রূপে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। সাহিত্য দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজও এ-ক্ষেত্রে দণ্ডীরই মতানুসারী (আখ্যায়িকা কথাবৎ স্যাৎ)।

গদ্যকাব্য এই আংকারিক পরিভাষাটির মধ্যেই এই শ্রেণীর কাব্যের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত। অর্থাৎ এ-ক্ষেত্রে ভাষা গদ্য হলেও পদ্য কাব্যের মৌলনীতিই অনুসৃত। নিসর্গ বর্ণনা, নায়ক-নায়িকার রূপগুণের অসামান্যতার পরিচয়, শৃঙ্গারাদি রসের প্রাধান্য ও একাধিক অঙ্গরসের উপস্থিতি যেমন কাব্যবৈশিষ্ট্যের সূচক, তেমনি শব্দ ও অর্থালংকারের প্রাচুর্য, দীর্ঘ সমাসবন্ধ পদপ্রয়োগ ইত্যাদি ভাষাগত কৌশলগুলিও 'রাজসভা পৃষ্ঠপোষিত কাব্যের' লক্ষণাক্রান্ত। দণ্ডী, সুবন্ধু ও বাণভট্ট তিন-জনের রচনাতেই এই আঙ্গিকগুলি বর্তমান।

সুবন্ধু : বাণভট্ট

দণ্ডী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে সুবন্ধু ও বাণভট্টের রচনা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আলোচ্য বিষয়ের স্বরূপকে স্পষ্টতর করে তুলতে সাহায্য করবে। রাজপুত্র কন্দর্পকেতু ও রাজকন্যা বাসবদত্তার প্রেমের কাহিনীই সুবন্ধু-রচিত গ্রন্থ 'বাসবদত্তা'র উপজীব্য। নায়ক-নায়িকার স্বপ্ন-দর্শন পারস্পরিক আকর্ষণের উৎস। বন্ধু মকরন্দের সঙ্গে কন্দর্পকেতু যাত্রা করলেন স্বপ্নদৃষ্টা বাঞ্ছিতার অন্বেষণে। পথে বিশ্রাম কালে পক্ষী-দম্পতির আলাপের মাধ্যমে তিনি কুসুমপুরের রাজকন্যা বাসবদত্তার দূতী প্রেরণের বিষয়ে অবহিত হলেন। সখি তমালিকার সঙ্গে সাক্ষাতের পর গোপনে বাসবদত্তাসহ পলায়ন করে বিন্ধ্যপর্বতে উপস্থিত হলেন। শ্রান্ত দম্পতি নিদ্রিত হয়ে পড়েন এক আশ্রম সমীপে। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর কন্দর্পকেতু দেখলেন পাশে বাসবদত্তা অনুপস্থিত। প্রিয়তমার বিরহে আত্মহত্যার সংকল্প করলেন তিনি। কিন্তু দৈববাণীতে আশ্বস্ত হয়ে নিরস্ত হলেন। বহু অনুসন্ধানের পর এক পাষাণ প্রতিমাকে আলিঙ্গন করায় তা প্রাণময়ী বাসবদত্তায় পরিণত হয়। জানা গেল ফল সংগ্রহে আগতা বাসবদত্তার লাবণ্যে মুগ্ধ দুই কিরাতের মধ্যে কলহের পরিণতিতে উভয়েরই জীবনাবসান হয়। আশ্রমের শ্রীহীনতার কারণস্বরূপা বাসবদত্তার প্রতি ঋষির অভিশাপের ফলেই তার এই রূপান্তর। পরিশেষে নায়ক-নায়িকার মিলনে ঘটনার পরিসমাপ্তি।

সাধারণভাবে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষ বা সপ্তম শতকের প্রথম ভাগকে সুবন্ধুর কালরূপে চিহ্নিত করা অসংগত নয়। কারণ সপ্তম শতকের মধ্যভাগের কবি বাণভট্ট সুবন্ধুর উল্লেখ করেছেন। আবার সুবন্ধু স্বয়ং সম্ভবত কালিদাসকে লক্ষ্য করেই আক্ষেপ করেছেন যে বিক্রমাদিত্যের পর কাব্য ও কবিদের সমাদরের অভাব দেখা যাচ্ছে। অতএব বাণভট্টের পূর্ববর্তী ও কালিদাসের পরবর্তী যুগেই তাঁর আবির্ভাব। 'বাসবদত্তায়' ধর্মকীর্তি কর্তৃক ষষ্ঠ শতকে রচিত 'বুদ্ধসংগীতি' নামে গ্রন্থের ও উদ্যোতকরের উল্লেখও এই মতকে সমর্থন করে।

সুবন্ধুর সাহিত্যগত উৎকর্ষ সম্বন্ধে বাণভট্ট বলেছেন—'কবীনামগলদ্দর্পো নূনং বাসবদত্তয়া'। শ্লেষ প্রধান এই কাব্যটিকে রাঘবপাণ্ডবীয় গ্রন্থে কবিরাজ বক্রোক্তিমার্গ

নিপুণ কবি হিসাবে উচ্চ প্রশংসা করেছেন। এই ধরনের সপ্রশংস উক্তিগুলি সুবন্ধুর কাব্যোৎকর্ষ প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট।

কনৌজেশ্বর হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্টের (খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক) অবিস্মরণীয় সাহিত্যকৃতি 'কাদম্বরী'কে উপন্যাসধর্মী রচনারূপে স্বীকৃতি দেওয়া চলে। গন্ধর্বকন্যা কাদম্বরী ও তারাপীড়-পুত্র চন্দ্রাপীড়ের প্রেম এই গল্পের মূল সূত্র হলেও মহাশ্বেতা-পুণ্ডরীকের পার্শ্বকাহিনী ও 'পত্রলেখা' 'বৈশম্পায়ন' ইত্যাদি একাধিক চরিত্রের উপস্থিতি, নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত কাব্যের আকর্ষণ যথেষ্ট বর্ধিত করে তুলেছে। জন্মান্তরীণ সম্পর্কের যোগসূত্রের মাধ্যমে গল্পের মধ্যে গল্প বয়নের অপূর্ব কৌশল এই কাব্যকে এক মৌলিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে! তাছাড়া সুনিপুণ অলংকার প্রয়োগ, অসাধারণ বর্ণনাশক্তি ও অতুলনীয় বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের সমন্বয় বাণভট্টের কাব্য-দক্ষতাকে এক রাজকীয় মহিমা দান করেছে। অবশ্য ভাষাগত কাঠিন্য, সমাসবাহুল্য ইত্যাদি কারণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কাছে তাঁর রচনারীতি সমালোচিত হলেও তৎকালীন প্রাচ্য-সাহিত্যের মান অনুসারে গুণগ্রাহী পণ্ডিত মহলের সশ্রদ্ধ সমাদর লাভে বঞ্চিত হয় নি—'কাদম্বরী'র রসে নিমজ্জিত ব্যক্তি আহার্যের প্রতিও নিস্পৃহ হয়ে পড়ে'! প্রাসংগিকভাবে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য—"সংস্কৃত কবিদের মধ্যে চিত্রাংকণে বাণভট্টের সমতুল্য কেহ নাই···সমস্ত 'কাদম্বরী' কাব্য একটি চিত্রশালা।"

গদ্যকাব্য বিভাগে অনন্য সংযোজন 'দশকুমারচরিত' সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে রচয়িতা দণ্ডী সংক্রান্ত সমস্যাগুলির প্রতি আলোকপাতের প্রয়োজন আছে।

দণ্ডীর পরিচয় : দণ্ডীর কাল

নিজের কাল সম্বন্ধে নির্দিষ্ট প্রমাণ দাখিল করে গেছেন এমন সংস্কৃত কবির সংখ্যা খুবই বিরল। ফলে এঁদের যথার্থ সময় নিরূপণ যথেষ্ট গবেষণা সাপেক্ষ। এবং এ-ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের আলোকপাতের প্রয়াস কোনমতেই উপেক্ষণীয় নয়। দণ্ডীর কাল সম্বন্ধেও গবেষণা চলেছে, এখনও চলছে। এ-বিষয়ে উল্লেখ্য বক্তব্যগুলিরই আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়!

দণ্ডীর সময় নির্দ্ধারণের ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলিকে সংক্ষিপ্তাকারে এইভাবে উপস্থাপিত করা যেতে পারে—(ক) দণ্ডী নামে কি একজনই লেখক ছিলেন অথবা একাধিক লেখক কি এই নাম ব্যবহার করেছেন? (খ) 'কাব্যাদর্শ' ও 'দশকুমারচরিত' একই দণ্ডীর সৃষ্টি কি না? (গ) রাজশেখর 'ত্রয়ো দণ্ডীপ্রবন্ধাশ্চ···' এই উক্তির দ্বারা দণ্ডীর কোন্ কোন্ রচনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন ইত্যাদি।

কোন-কোন পণ্ডিতের মতে দণ্ডী নামে একাধিক লেখক ছিলেন। জি. জে. আগাশে (G. J. Agashe) মনে করেন যে অন্তত তিন জন দণ্ডীর অস্তিত্ব ছিল। এক—কাব্যাদর্শের রচয়িতা আচার্য দণ্ডী, দুই—'কবি দণ্ডী' যাঁর সব রচনা এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি, তিন—'দশকুমারচরিত' নামে গদ্যকাব্যের স্রষ্টা দণ্ডী। অতএব অলংকার গ্রন্থ 'কাব্যাদর্শ' ও গদ্যকাব্য 'দশকুমারচরিত'—এই দুই দণ্ডীর নামে প্রচলিত হলেও দুজন ভিন্ন ব্যক্তি—এ-রকম একটি ধারণা বর্তমান। এই মতবাদের স্বপক্ষে যুক্তি হিসাবে যে-সব বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে সংক্ষেপে তা হলো এইরকম—'কাব্যাদর্শে' কাব্যের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, 'দশকুমারচরিতে' তা ঠিকমতো

অনুসৃত হয় নি। কাব্যাদর্শে নির্দেশিত গদ্যের প্রাণ ওজঃগুণ তথা সমাসবহুল। কাব্য সর্বদা সৎ বিষয় অবলম্বনে রচিত হবে (সদাশ্রয়ত্ব)। এই সমস্ত নিয়মের বেড়াজাল 'দশকুমারচরিতে' অনেকস্থলেই লঙ্ঘিত। কাব্যের ভাষা তথা শব্দ-প্রয়োগ, বাক্য গঠন এবং ব্যাকরণগত যে সব নীতি কাব্যদর্শে প্রচারিত, 'দশকুমারচরিতে' বহুক্ষেত্রেই সেইগুলি উপেক্ষিত।

কিন্তু কীথ (Keith) শুধুমাত্র এই কারণে দুই পৃথক দণ্ডীর অস্তিত্ব স্বীকারে অনিচ্ছুক। তাঁর মতে দণ্ডী আলংকারিক তথা সাহিত্য-সমালোচক রূপে যে-সব নিয়মের বিধান দিয়েছেন, কবি হিসাবে সেগুলি সব সময় অনুসরণ করা তাঁর পক্ষে হয়তো সম্ভব হয় নি এবং এটাই স্বাভাবিক। কারণ প্রকৃত কবিদের কাছে নিয়মেয় বাঁধনের চেয়ে কাব্যসৃষ্টির তাগিদ অনেক বেশি জোরালো। তাই কালিদাস, শেক্সপীয়ার প্রমুখ বহু মহাকবির রচনাতেই আর্ষ প্রয়োগের উদাহরণ দুর্লভ নয়।

অনেকে মনে করেন 'কাব্যাদর্শ' দণ্ডীর পরিণত বয়সের রচনা। কিন্তু 'দশকুমারচরিত' অপেক্ষাকৃত অপরিণত লেখনীর সৃষ্টি। কীথ এই মতের সমর্থক। কিন্তু এরকম সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে জোরদার যুক্তি বেশি নেই, কারণ গদ্য কাব্যটিতে অপরিণত কাব্যক্ষমতার প্রমাণ হাজির করা খুবই আয়াসসাধ্য।

দণ্ডী নামটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দেখিয়ে অনেকে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে-কোন দণ্ডধারণকারী সন্ন্যাসীকেই এই আখ্যায় ভূষিত করা যায়। অতএব একাধিক 'দণ্ডী' সন্ন্যাসীর অস্তিত্বের সম্ভাবনার কথা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু এই ধারণার সমর্থনে আর কোন যুক্তির নিতান্তই অভাব। কালে (Kale) মহোদয় মনে করেন—নামের আগে শ্রী শব্দের ব্যবহার থাকায় (শ্রীদণ্ডী) দণ্ডী কথাটি এখানে ব্যক্তিগত অভিধা রূপে (proper name) প্রযুক্ত। কোন তৃতীয় দণ্ডীর অস্তিত্বের সমর্থনে ঐতিহাসিক প্রমাণ বিরল। এই তত্ত্ব শুধুমাত্র অনুমান নির্ভর। অতএব 'কাব্যাদর্শ' ও 'দশকুমারচরিত' একই লেখকের রচনা—এই মতবাদের বিরুদ্ধ-যুক্তিগুলি যথেষ্ট সবল না হওয়ায় সিদ্ধান্ত হিসাবে এই মতই গ্রহণযোগ্য।

কাব্যাদর্শ সপ্তম খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল—এ-বিষয়ে বহু প্রমাণ আছে। সুতরাং দুটি গ্রন্থ একই রচয়িতার সৃষ্টি রূপে গৃহীত হলে 'দশকুমারচরিতে'র রচনাকাল কোন মতেই খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের পরে হতে পারে না।

অবশ্য অধ্যাপক উইলসন (Wilson) খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের শেষ অথবা দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগকে 'দশকুমারচরিতে'র রচনাকাল রূপে নির্দেশ করেছেন। এই মতের স্বপক্ষে তাঁর প্রধান যুক্তি গ্রন্থমধ্যে (১) 'যবন' শব্দ ও (২) ভোজ বংশের উল্লেখ। তাঁর ধারণা 'যবন' বলতে এ-ক্ষেত্রে আরব জলদস্যুদের নির্দেশ করা হয়েছে যাঁরা মুসলিম আক্রমণের কাছাকাছি সময়ে দস্যুতার জন্য হিন্দুদের কাছে পরিচিত ছিল। অতএব মুসলিম আক্রমণের অল্পকাল পূর্বেই এই গ্রন্থ রচিত। কিন্তু এই যুক্তি সহজেই খণ্ডনযোগ্য। কারণ এই প্রাচীনকাল থেকেই 'ম্লেচ্ছ' বা বিদেশী বোঝাতে সংস্কৃত-সাহিত্যে যবন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রীকদের প্রতিও এই শব্দ প্রযুক্ত হতো। সংস্কৃত নাটকে 'যবনিকা' শব্দের ব্যবহারও উইলসনের বক্তব্যের বিপক্ষেই রায় দেয়। দ্বিতীয়ত উইলসন মনে করেন ভোজবংশীয় যে-নরপতির উল্লেখ গ্রন্থে আছে তিনি হলেন সেই ভোজরাজ যিনি দশম খ্রীষ্টাব্দে দণ্ডীর পৃষ্ঠপোষক রূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু এই মত সমর্থনের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তির অভাব। কারণ কালিদাসের রচনায়,

এমনকি মহাভারতেও ভোজবংশীয় রাজার উল্লেখ আছে। এই বংশের বিশেষ রাজার কথা 'দশকুমারচরিতে' বলা হয়েছে—তা অনুমান করা কঠিন। এইপ্রসঙ্গে শ্রীযুত কালে মনে করেন—ভোজরাজ দণ্ডীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এই কিম্বদন্তীর দ্বারাই উইলসন প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে হয় এবং এই মত গ্রহণ করার পেছনে যে-বইয়ের প্রভাব রয়েছে, সেই ভোজবংশের ঐতিহাসিক সারবত্তা বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। ঐ বইটিতে এমনিতে যা রয়েছে তা হলো সাহিত্য-সংক্রান্ত নানান পাঁচমিশেলি গল্প। অতএব দণ্ডীর কাল সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে গেলে প্রমাণ খুঁজতে হবে অন্যত্র।

'অবন্তিসুন্দরী কথা' বইটি আবিষ্কৃত হওয়ার পর দণ্ডীর জীবনালেখ্যের উপর বেশ কিছুটা আলোকপাত ঘটেছে! অনেকে মনে করেন (এটি দশকুমারচরিতের লুপ্ত পূর্বাংশ)। কৌশিক গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশে দণ্ডীর জন্ম। তিনি ছিলেন কবি ভারবির প্রপৌত্র, বীরদত্ত ও গৌরীর পুত্র। দণ্ডীর পূর্বপুরুষের আদি নিবাস গুজরাটের আনন্দপুরে, পরে তাঁরা দক্ষিণ-ভারতের কাঞ্চীতে বসবাস শুরু করেন। বাল্যে তিনি পিতা-মাতাকে হারান। চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য ৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে 'কাঞ্চী' আক্রমণ করলে তিনি দেশত্যাগ করেন। আবার পল্লবরাজ নরসিংহ বর্মা যখন সিংহাসন অধিকার করলেন তখন দণ্ডী ফিরে আসেন ও রাজসভায় উচ্চপদে নিযুক্ত হন। এই কাহিনী থেকেও দণ্ডীর কাল সম্বন্ধে কিছু কিছু উপাদান সংগ্রহ করা সম্ভব। ভারবি পল্লবরাজ সিংহবিষ্ণুর (৫৭০ খ্রীষ্টাব্দ) সভাকবি হলে তাঁর প্রপৌত্রের কাল হিসাবে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়কে অনায়াসে গ্রহণ করা যেতে পারে। নরসিংহ বর্মা কর্তৃক কাঞ্চী পুনরাধিকারের ঘটনাও প্রায় এই সময়ের।

দণ্ডী যে দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী ছিলেন এ-কথার যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্যতা আছে। কাব্যাদর্শে মাহারাষ্ট্রী ভাষার ও বৈদর্ভী রীতির প্রশংসা করা হয়েছে (কাব্যাদর্শ প্রথম —৩৪, ৪১, ৪২)। 'দশকুমারচরিতে' উল্লিখিত 'মোরগলড়াই' দক্ষিণ-ভারতের সাধারণ প্রমোদ। কাবেরীতীরপত্তন, কলিঙ্গ, অন্ধ্র ইত্যাদি দক্ষিণ-ভারতীয় স্থানগুলি সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা, পরিচয় আছে। বিশেষত 'গোমিনীর' গল্পে দক্ষিণ-ভারতের অভাবী পরিবার সম্বন্ধে খুবই বাস্তব-সম্মত বিবরণ পাওয়া যায়।

লেখক বাৎসায়নের 'কামসূত্র' ও কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রের' সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের সমাজচিত্রের সঙ্গেও 'দশকুমারচরিতে' প্রতিফলিত সমাজব্যবস্থার যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান। যে-ধরনের বিলাসবহুল নাগরিক জীবনের ছবি তাঁর কাব্যে চিত্রিত সেই ধরনের রাজকীয় আড়ম্বরময় জীবনের সঙ্গে তাঁর যে সাক্ষাৎ যোগ ছিল এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই।

সাধারণভাবে এ-কথা স্বীকৃত যে দণ্ডী ও বামন—এই দুই আলংকারিকের মধ্যে দণ্ডী পূর্বে, বামন পরে। কারণ বামন দণ্ডীর বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন তাঁর গ্রন্থে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষভাগ বামনের সময়রূপে চিহ্নিত। অতএব এইটি দণ্ডীর কালের শেষ সীমা। আবার কাব্যাদর্শে প্রবর সেন রচিত 'সেতুবন্ধ' কাব্যের উল্লেখ আছে (কাব্যাদর্শ—প্রথম - ৩৪)। প্রবর সেন খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের লোক, সুতরাং এই সময়টি দণ্ডীর ঊর্ধ্বসীমা।

দণ্ডী নিঃসন্দেহে বাণভট্টের পূর্বসূরী। ভাষার অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছতা, বাণসুলভ দীর্ঘ সমাস-বাহুল্যের অভাব ইত্যাদি বিষয়গুলিও প্রাক্-বাণ যুগের রচনারীতির

পরিচায়ক। বাণভট্টের রচনাকালরূপে হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল তথা খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষ ভাগকে গ্রহণ করা হলে দণ্ডীকে অনায়াসে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম দিকের কবিরূপে স্বীকৃতি দেওয়া চলে। 'দশকুমারচরিতে'র ভৌগোলিক বর্ণনাও প্রমাণ করে যে দণ্ডী হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালের পূর্ববর্তী সময়ের লেখক—এ-কথা বিখ্যাত গবেষক মার্ক কলিনস্‌ও স্বীকার করেছেন। (the geographical date of the Roghuvamsa and the Dasakumarcharita P—91)

কর্ণাটকের রাণী বিজ্জকা বা বিজয়া (খ্রীষ্টাব্দ ৬৫০) একটি শ্লোকে দণ্ডীর উল্লেখ করেছেন।

"নীলোৎপলদলশ্যামাং বিজ্জকাং মামজানতা
বৃথৈব দণ্ডিনা প্রোক্তং সর্বশুক্লা সরস্বতী"

(শার্ঙ্গধর পদ্ধতি)

অতএব দণ্ডীর কাল সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক হবে না যে তিনি অন্তত খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষ থেকে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন।

রচনারীতি

'দশকুমারচরিত'—এই একটি মাত্র গ্রন্থই সাহিত্যিক রূপে দণ্ডীকে চিরন্তনতার মর্যাদা দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। একদিকে যেমন পরবর্তী প্রাচ্য-পণ্ডিতেরা তাঁর মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বহু সপ্রশংস উক্তি রেখে গেছেন আর একদিকে তেমনি বহু আধুনিক বিদগ্ধজনও তাঁর কাব্য-নৈপুণ্যকে দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

কিংবদন্তীতে বলা হয়েছে 'বাল্মীকির জন্মের পরই 'কবি' শব্দটি তার যথার্থতা লাভ করল, ব্যাসের পর শব্দটি দ্বিবচনান্ত এবং দণ্ডীর কাব্যসৃষ্টির পর বহুবচনান্ত শব্দে পরিণত হলো।'

"জাতে জগতি বাল্মীকৌ কবিরিত্যভিধাঽভবৎ।
'কবী' ইতি ততোব্যাসে কবয়স্ত্বয়িদণ্ডিনি ॥"

অর্থাৎ এ-ক্ষেত্রে ব্যাস, বাল্মীকির সঙ্গে দণ্ডীকে একাসনে বসাতেও কুণ্ঠার কারণ ঘটেনি।

দণ্ডীর কবিখ্যাতি যে যথেষ্ট প্রসারিত ছিল তার প্রমাণ 'কবির্দণ্ডী, কবির্দণ্ডী, কবির্দণ্ডী ন সংশয়ঃ' ইত্যাদি উক্তি। রাজশেখর তো মন্তব্য করলেন যেমন 'তিনটি যজ্ঞাগ্নি (আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণ), তিন বেদ (ঋক্, সাম, যজুঃ) ও তিন দেবতা (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর) বিখ্যাত তেমনি দণ্ডীর তিনটি রচনার খ্যাতিও ত্রিভুবন-বিশ্রুত। কোন-কোন সমালোচক কালিদাসের উপমাশক্তি, ভারবির অর্থগৌরবের সঙ্গে দণ্ডীর পদলালিত্যকে সমমর্যাদা দিতে দ্বিধাবোধ করেন নি। গঙ্গাদেবী তাঁর 'মথুরাবিজয়' কাব্যে দণ্ডীর রচনাকে অমৃতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। 'আচার্যদণ্ডিনো বাচামাচান্তামৃতসংপদাম্…" (ম. বি ১ম, ১০)।

স্বভাবতই অনুসন্ধিৎসু পাঠকের মনে এই প্রশ্ন উদিত হতে পারে যে এইসব মন্তব্যগুলির বাস্তব ভিত্তি কি? বলা বাহুল্য গুণমুগ্ধতাজনিত উচ্ছ্বাস সবসময় ন্যায়ের অনুশাসন মেনে চলে না. আবার এ-কথাও তো ঠিক যে কিছু ক্ষমতা না থাকলে মুগ্ধ করাও সম্ভব হয় না। সুতরাং সাহিত্যিক হিসাবে দণ্ডীর কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য

তাঁকে অমর করে রেখেছে সেই দিকগুলির প্রতি আলোকপাত করার প্রয়োজন আছে।

দণ্ডীর আলোচ্য রচনার সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক তার বাস্তবধর্মিতা। জুয়াখেলা, প্রতারণা, লাম্পট্য, গণিকাসক্তি ইত্যাদি তৎকালীন নগরজীবনের নীতিহীনতার দিকগুলি তাঁর লেখনীতে যথার্থভাবেই রূপায়িত। একদিকে প্রমোদ ও বিলাসবহুল নাগরিক সমাজ অপরদিকে গ্রাম-জীবনের দারিদ্র্য, (যেমন গোমিনীর গল্পে) বৈপরীত্যের আভাসে উজ্জ্বল। মোরগলড়াই, পাশাখেলা জাতীয় নিষ্ফল উত্তেজনামূলক আমোদই সময় কাটাবার উপায় ছিল। নগর-সভ্যতায় ও রাজসভায় বারবণিতাদের প্রাধান্যও একটি স্বীকৃত ব্যাপার ছিল। আবার নায়কদের বীরত্ব, চাতুর্য, বুদ্ধিমত্তা, সাহসিকতা ইত্যাদি দিকগুলিও দণ্ডীর শিল্পনৈপুণ্যে সুচিত্রিত হয়েছে। কুমারেরা সকলেই নানা বিদ্যায় পারঙ্গম। কামশাস্ত্রেও যেমন তাঁদের অধিকার, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা তারচেয়ে কিছু কম নয়। অপহারবর্মা একদিকে যেমন চৌর্যবিদ্যায়, হস্তী-বশীকরণে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তেমনি অন্যদিকে কাব্যরচনায় ও সাহসিকতায়ও পটুতার বহু প্রমাণ রেখেছেন। নায়কদের মধ্যে সবচেয়ে প্রকট যে মনোভাব তা হলো অধিকার প্রতিষ্ঠার আগ্রহ—নারীর প্রতি ও ভূমির প্রতি। অধিকাংশ নায়কই ছলে-বলে-কৌশলে নিজ উদ্দেশ্য সাধন করেছেন ও বাঞ্ছিতাকে করায়ত্ত করেছেন। পুষ্পোদ্ভব প্রতিদ্বন্দ্বীকে ছদ্মবেশে হত্যা করেছেন, রাজবাহন ঐন্দ্রজালিকের সহায়তা নিয়েছেন, প্রমতি কৌশলের আশ্রয়ে শ্রাবস্তীর রাজাকে বাধ্য করেন তাঁর হাতে কন্যা সমর্পণ করতে ইত্যাদি।

বাৎস্যায়ন প্রভাবিত সমাজের সুস্পষ্ট চিত্রায়ন করেছেন দণ্ডী। বণিকপ্রধান নাগরিক সমাজ প্রমোদ-বিলাসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। রাজাদের মধ্যে নিত্য সংঘর্ষ একটি সাধারণ ঘটনা। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাব বিলুপ্ত-প্রায়। গ্রামীন জীবনের প্রতি ঔদাসীন্য নগর-জীবনের চাকচিক্যের প্রতি আকর্ষণ—ক্ষয়িষ্ণু সমাজ-ব্যবস্থার ইংগিতবাহী।

দণ্ডীর অতুলনীয় বর্ণনাশক্তির পরিচয় বহন করছে এই রচনাটি। প্রাকৃতিক বর্ণনা, চরিত্রগুলির রূপগুণের বর্ণনা, প্রেমবিহ্বল নায়ক-নায়িকার অবস্থার বর্ণনা, কন্দুকাবতীর ক্রীড়ার বিচিত্র বিবরণ এতই সজীব যে বাস্তব ঘটনার মতো সহজেই অনুভূতির জগতে আলোড়ন আনে।

কাহিনী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তিনি মৌলিকতার দাবী করতে পারেন। কিছু-কিছু ক্ষেত্রে 'বৃহৎকথা'র সঙ্গে সামান্য সাযুজ্য লক্ষিত হলেও সার্বিক ঋণের কোন প্রশ্নই ওঠে না। 'স্বকপোলকল্পনাই এই কাব্য রচনার মূল প্রেরণা।'

অনেকে অবশ্য এই অভিযোগ তোলার চেষ্টা করেছেন যে দণ্ডীর বর্ণনায় কোন কোন স্থলে সুরুচির অভাব লক্ষ্য করা যায় কারণ চুরি, হত্যা, প্রতারণা, নারীর উপর বলপ্রয়োগ ইত্যাদি কুরুচিকর ব্যাপারগুলিকেও এই রচনায় স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ-কথা ভুলে যাওয়া ঠিক নয় যে দণ্ডী এখানে কোন নীতি-প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন নি। সমকালীন জীবনকে, সমাজকে তিনি যেমন দেখেছেন, কাব্য-রূপের মাধ্যমে তাকেই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। উপদেশ দান তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তিনি দ্রষ্টা, স্রষ্টা, তিনি কবি।

ভৌগোলিক বর্ণনার জন্যেও এই গ্রন্থের গুরুত্ব যথেষ্ট। অন্ধ্র, কলিঙ্গ, মগধ, প্রমুখ বহুদেশ; উজ্জয়িনী, শ্রাবস্তী, বারাণসী, তাম্রলিপ্ত প্রমুখ বহু নগর; সমুদ্র, বিন্ধ্য পর্বত ইত্যাদির বিবরণ তাঁর ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিচয়বাহী।

সাধারণভাবে দণ্ডীর রচনারীতি সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত। কোথাও-কোথাও ব্যাকরণ তথা প্রচলিত বাগ্ধারার নিয়মভঙ্গ তাঁর লেখায় দেখা যায়। কিন্তু তা এমন কিছু উল্লেখ্য ত্রুটি নয়! বিশেষত বাণভট্টের তুলনায় তাঁর বাগভংগী যথেষ্ট সরল। বাণের সাড়ম্বর শব্দ ঝংকার, শ্লেষ, সুদীর্ঘ সমাসবাহুল্য ইত্যাদি কৃত্রিমতা থেকে দণ্ডীর কাব্য অনেকখানি মুক্ত। শব্দালঙ্কার ও অর্থালংকারের সুমিত ব্যবহার তাঁর ভাষাকে কখন আড়ষ্ট হতে দেয় নি। অবশ্য অনুপ্রাসের প্রতি তাঁর আকর্ষণের কথা অস্বীকার করা চলে না—'আরব্ধকামিজনবৃত্তং নিবৃত্তবৃত্তাভিলাষং 'অয়ুগ্মশরঃ শরশয়নে শায়য়িষ্যতি' — ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত বাক্যগুলিতে এই প্রবণতা লক্ষণীয়। জাগতিক সত্যগুলিকে সরল অথচ মনোগ্রাহী ভাষায় প্রকাশ করার ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট পারংগম—'ইহ জগতি হি ন নিরীহং দেহিনং শ্রিয়ঃ সংশ্রয়ন্তে' কিংবা 'স্বদেশো দেশান্তরমিতি নেয়ং গণনা বিদগ্ধস্য পুরুষস্য'—ইত্যাদি। সপ্তম উচ্ছ্বাসে ওষ্ঠ্যবর্ণের ঐকান্তিক পরিহার নিঃসন্দেহে তাঁর অনন্য বাক্‌বৈদগ্ধ্যের প্রমাণ। অধ্যাপক কীথের সংগে একসুরে বলা চলে—"লোক-কথার (folk tale) প্রতি প্রযুক্ত কাব্যরীতি কবিপ্রতিভার সমন্বয়ে এক সুষমামণ্ডিত রূপ লাভ করেছে।'

দণ্ডীর কবিত্বের প্রসিদ্ধি তথা জনপ্রিয়তা যে-সব কিংবদন্তীর জন্ম দিয়েছিল তাদের মধ্যে মাত্র একটির এখানে উল্লেখ করা যাক, দেখা যাবে কিংবদন্তীটি কেমন চিত্তাকর্ষক এবং দণ্ডীর কবিত্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় একদা যুগ-রুচি বিভোর ছিল।

একদা বাগ্‌দেবী এক সুদর্শনা তরুণীর বেশে আবির্ভূত হয়েছেন, হাতে তাঁর একটি কন্দুক। শুরু হলো তাঁর কন্দুক ক্রীড়া। তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে দণ্ডী, ভবভূতি ও কালিদাস প্রত্যেকে একটি করে শ্লোক রচনা করলেন, প্রতিটি শ্লোকে তাঁদের নিজ নিজ প্রতিভার স্বতন্ত্র স্বাক্ষর। দণ্ডী বললেন ঃ

"একোঽপি ত্রয় ইব ভাতি কন্দুকোঽয়ং
কান্তায়াঃ করতলরাগরক্তরক্তঃ।
ভূমৌ তচ্চরণনখাংশুগৌরগৌরঃ
স্বস্থঃ সন্নয়নমরীচিনীলনীলঃ॥"

কন্দুক (বল) একটি ঠিকই, কিন্তু দেখাচ্ছে যেন তিনটি। যখন তিনি তাঁর করতল দিয়ে এটিকে আঘাত করছেন, তখন ঐ লাবণ্যময়ীর করতলের রক্তিমায় রঞ্জিত হয়ে কন্দুকটি উজ্জ্বল বলে প্রতিভাত হচ্ছে। যখন ভূমিতে, তখন তাঁর পাদনখের শুভ্র ছটায় কন্দুকটি তখন ভাস্বর হয়ে উঠছে। আবার, যখন কন্দুক উচুঁতে তাঁর মাথার কাছাকাছি, শুভ্রতায় নীল আঁখি থেকে বিচ্ছুরিত আভায় কন্দুকটিকে দেখাচ্ছে যেন কতো নীল।

ভবভূতি বললেন ঃ

"বিদিতং ননু কন্দুকতে হৃদয়ং প্রমদাধরসঙ্গমলুব্ধ ইব।
বনিতাকরতামরসাভিহতঃ পতিতঃ পতিতঃ পুনরুৎপতসি॥"

ওহে কন্দুক, তোমার মতিগতি আমার বুঝতে বাকি নেই। ঐ তরুণীর অধর স্পর্শের লোভ তোমায় পেয়ে বসেছে। তার জন্যেই তো তুমি ঐ তরুণীর করকমলের আঘাত বারংবার উপেক্ষা করে ভূমিতে পতিত হওয়ামাত্র আবার লাফিয়ে উঠে ওপরদিকে (অধরপানে) ছুটছ।

কালিদাস বললেন ঃ

"পয়োধরাকারধরো হি কন্দুকঃ করেণ রোষাদভিহন্যতে মুহুঃ।
ইতীব নেত্রাকৃতিভীতমুৎপলং স্ত্রিয়ঃ প্রসাদায় পপাত পাদয়োঃ॥"

কন্দুকটি তাঁর স্তনের সুডৌল আকৃতির প্রতিদ্বন্দ্বী জেনে তরুণী রেগে গিয়ে তাকে সজোরে বার-বার করাঘাত করছেন। তাঁর কেশগুচ্ছে গোঁজা ছিল নীল পদ্ম, সেও তরুণীর নেত্রাকৃতির প্রতিদ্বন্দ্বী। এই মুহূর্তে ক্রুদ্ধা কামিনীর হাতে উদ্ধত কন্দুকের দুর্দশা দেখে ভয় পেয়ে সেই নীল পদ্মও লুটিয়ে পড়েছে তাঁর পায়ে; তরুণীর অনুগ্রহ পাবার জন্যে সে তাঁর পায়ে পড়ে মিনতি করছে।

এ-প্রসঙ্গ তুলনার নয়, এটা শুধু উপলব্ধির যে, সাহিত্যানুরাগী হিসেবে আমাদের পূর্বসূরীরা দণ্ডীকে কতটা উচ্চাসনে বসিয়েছেন। দণ্ডীর রচনা বলে প্রচলিত উদ্ধৃত শ্লোকটিতে তাঁর পদলালিত্য সহজেই পাঠকের শ্রুতিতে আকর্ষণ করে। এখানে দণ্ডীর 'দশকুমারচরিতে'র মূলভাগ থেকে তাঁর পদলালিত্যের দু-একটি দৃষ্টান্ত দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। যেমন—

'সখে, সৈষা সজ্জনাচরিতা সরণিঃ; যদণীয়সি কারণেঽনণীয়ানাদরঃ সন্দৃশ্যতে।' 'অসত্যেন নাসাস্যং সংসৃজ্যতে।' 'বহুশ্রুতে বিশ্রুতে বিকচরাজীবসদৃশং দৃশং চিক্ষেপ দেবো রাজবাহনঃ।' (সপ্তম উচ্ছ্বাস)

'ন মাং স্নিগ্ধং পশ্যতি, ন স্মিতপূর্বং ভাষতে, ন রহস্যানি বিবৃণোতি, ন হস্তে স্পৃশতি, ন ব্যসনেষ্বনুকম্পতে, নোৎসবেষ্বনুগৃহ্ণাতি···।' (অষ্টম উচ্ছ্বাস)

মহাকবি দণ্ডীর শব্দচয়ন, বর্ণবিন্যাস এবং রচনার পারিপাট্য তাঁকে যে পদলালিত্যের অনুপম শিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এ-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক কীথ মহোদয় যথার্থই বলেছেন, Dandin is unquestionably masterly in his use of language···. He aims both at exactness of expression and clearness of sense, at the avoidance of harsh sounds and exaggeration of bombust; he attains beauty, harmony of sound, and effective expression of sentiment." [ভাষার প্রয়োগে দণ্ডী নিঃসন্দেহে এক দক্ষ শিল্পী। তিনি যেমন সুনির্দিষ্ট পদাবলীর পক্ষপাতী, তেমনি অর্থের স্পষ্টতার দিকেও তাঁর সমান লক্ষ্য। শ্রুতিকটু বা কর্কশ ধ্বনি তিনি সযত্নে পরিহার করেন এবং গালভরা জাঁকালো শব্দের বাহুল্যকেও তিনি প্রশ্রয় দেন না। তাঁর লেখায় তাই কোমল সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি, অর্থের সঙ্গে শব্দের সুন্দর বোঝাপড়া, এবং ভাবপরিবাহী সার্থক বাগ্‌বিন্যাসের উপস্থিতি তিনি সম্ভব করে তুলতে পেরেছেন।]

পূর্ব-কাহিনী

'দশকুমারচরিত' এই নাম থেকে মনে হয় দশজন কুমারের কাহিনী গ্রন্থটির বিষয়বস্তু। কিন্তু দণ্ডীর রচিত যে-অংশটুকু পাওয়া গেছে সেখানে আটজন কুমারের বিবরণ আছে। কেউ-কেউ মনে করেন পরবর্তীকালে চক্রপাণি দীক্ষিত নামে দাক্ষিণাত্যবাসী এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পূর্ব-পীঠিকা ও উত্তর-পীঠিকা নামে দুটি অংশ মূল গ্রন্থের প্রথম ও শেষে যোগ করে ঘটনাগুলিকে একটি নিটোল পরিসমাপ্তির দিকে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

পূর্ব-পীঠিকার পাঁচটি উচ্ছ্বাসে সোমদত্ত ও পুষ্পোদ্ভব- এই দুজন কুমারের কাহিনী ও রাজবাহনের জীবনের প্রাথমিক ঘটনাগুলি সংযোজিত হয়েছে। উত্তর-পীঠিকায় দশকুমার বিশ্রুতের বিবরণ পরিশিষ্ট হিসাবে যুক্ত করা হয়েছে।

পূর্ব-পীঠিকা ঃ প্রথম উচ্ছ্বাস ঃ

মগধের রাজা রাজহংস, রাজধানী পুষ্পপুরী। পত্নী বসুমতী রূপে-গুণে অতুলনীয়া। তিন মন্ত্রী— ধর্মপাল, পদ্মোদ্ভব, সিতবর্মা। ধর্মপালের তিন পুত্র— সুমন্ত্র, সুমিত্র ও কামপাল। পদ্মোদ্ভবের দুই পুত্রের নাম সুশ্রুত ও রত্নোদ্ভব এবং সিতবর্মার পুত্রদ্বয়— যথাক্রমে সুমতি ও সত্যবর্মা। এঁদের মধ্যে কামপাল ছিলেন খুবই উচ্ছৃংখল। তিনি পরে গৃহত্যাগ করেন। রত্নোদ্ভব বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বহু দূরদেশে গমন করেন আর সত্যবর্মা সন্ন্যাস অবলম্বন করে পরিব্রাজক রূপে তীর্থ-স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বাকি চারজন—সুমন্ত্র, সুমিত্র, সুমতি ও সুশ্রুত মন্ত্রীরূপে পৈতৃক পদে নিযুক্ত হন।

মালবরাজ মানসারের সংগে রাজহংসের যুদ্ধ বাধে। প্রথমদিকে মগধরাজই জয়লাভ করেন কিন্তু পরে মানসার আরও শক্তি সঞ্চয় করে তাঁকে পরাজিত করেন। রাজহংস সস্ত্রীক বিন্ধ্যপর্বতে আশ্রয় নিলেন, মন্ত্রীরাও তাঁকে অনুসরণ করলেন। এখানেই রাণী বসুমতী পুত্র লাভ করলেন—তাঁর নাম হলো **রাজবাহন**। চার মন্ত্রীরও চার সন্তানের জন্ম হলো—এঁদের নাম যথাক্রমে **মিত্রগুপ্ত, মন্ত্রগুপ্ত, প্রমতি ও বিশ্রুত**। এঁরাও রাজবাহনের সংগেই মানুষ হতে থাকেন।

মিথিলারাজ প্রহারবর্মা রাজহংসের সাহায্যের জন্য আসছিলেন। অরণ্যপথে শবরেরা আক্রমণ করায় তাঁর দুই পুত্র ধাত্রীসহ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। একজন ব্রাহ্মণ কোনক্রমে শবরদের কবল থেকে এক পুত্রকে উদ্ধার করে রাজহংসের কাছে উপস্থিত করেন। এর নাম দেওয়া হয়—**উপহারবর্মা**। স্বয়ং রাজহংস এক শবর রমণীর কাছ থেকে আর এক পুত্রকে উদ্ধার করে তার নাম রাখেন **অপহারবর্মা**। রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্রদের সংগে এই কুমারেরাও পালিত হতে থাকে।

রত্নোদ্ভব বাণিজ্য উপলক্ষে সুদূর কাল যবনদ্বীপে উপস্থিত হয়ে কালগুপ্ত নামে এক বিত্তশালী বণিকের কন্যা সুবৃত্তাকে বিবাহ করেন। অন্তঃসত্বা পত্নীকে নিয়ে দেশে ফেরার সময় ঝড়ে জাহাজডুবি হয়। ধাত্রীর সহায়তায় সুবৃত্তা কোনক্রমে উদ্ধার পান ও পুত্রের জন্ম দেন। পরে এক ব্রাহ্মণ এই পুত্রকে উদ্ধার করে রাজহংসের আশ্রয়ে সমর্পণ করেন। এর নাম রাখা হয় **পুষ্পোদ্ভব**।

মন্ত্রী ধর্মপালের পুত্র কামপাল যক্ষকন্যা তারাবলীকে বিবাহ করেন। পুত্র লাভের পর তারাবলী রাজবাহনের ভবিষ্যৎ সহচররূপে তাঁর সন্তানকে বসুমতীর কাছে গচ্ছিত রাখেন। এই কুমারের নাম দেওয়া হলো **অর্থপাল**।

আর একদিন ঋষি বামদেবের এক শিষ্য অপর একটি কুমারকে রাজার কাছে উপস্থিত করে জানালেন যে কাবেরী নদীর তীরে এই শিশুটিকে পাওয়া গেছে। সিতবর্মার পুত্র সত্যবর্মা বিদেশ ভ্রমণের সময় কালী ও গৌরী দুই ভগিনীকে বিবাহ করেন। গৌরীর সন্তান হওয়ায় ঈর্যান্বিতা কালী ধাত্রীসহ ঐ শিশুকে নদীর জলে ফেলে দেয়। ধাত্রী শিশুটিকে নিয়ে কোনমতে সাঁতার দিয়ে গাছের ডাল ধরে তীরে

আসতে পারে কিন্তু সর্পাঘাতে তার প্রাণবিয়োগ ঘটে। মৃত্যুর পূর্বে ঐ শিষ্যকে দেখতে পেয়ে শিশুটির সমস্ত বিবরণ দিয়ে তাঁকে জানিয়ে দেয়। এই কুমারের নাম দেওয়া হলো—সোমদত্ত। এইভাবে দশজন কুমার একত্রে শিক্ষালাভ করতে থাকেন এবং নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস ঃ

কুমারেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ায় ঋষি বামদেবের পরামর্শ অনুসারে রাজহংস তাঁদের দিগ্বিজয় যাত্রার অনুমতি দিলেন। কিছুদিন ভ্রমণের পর তাঁরা বিন্ধ্যারণ্যে এসে উপস্থিত হলেন। রাজবাহনের সংগে এক ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হলো। সে নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে জানাল তার নাম মাতঙ্গ। কিরাতদের দলভুক্ত হয়ে কিছুকাল অনাচারে লিপ্ত থাকার পর এক ব্রাহ্মণের প্রাণ রক্ষার পুণ্যে সে নবজীবন লাভ করে। মহাদেব বর দান করেন যে, সে পাতালকন্যাকে বিবাহ করে পাতালের অধীশ্বর হবে যদি রাজবাহন তার সহায়তা করেন। রাজবাহন রাজী হলেন। মধ্যরাতে সবাই যখন নিদ্রামগ্ন—তখন মাতঙ্গের সঙ্গে তিনি যাত্রা করলেন। শিবমন্দিরের নিকটে তাম্রফলক তুলে ফেলে যে ভুগর্ভ পাওয়া গেল সে-পথে পাতালে উপস্থিত হয়ে মাতঙ্গের অভিষ্ট সিদ্ধিতে সাহায্য করলেন। পাতাল-কন্যা কালিন্দী তাঁকে উপহার দিল এক ক্ষুধাতৃষ্ণাহর মণি।

এদিকে অন্য কুমারেরা নিদ্রাভঙ্গের পর তাঁকে দেখতে না পেয়ে তাঁর অনুসন্ধানের জন্যে বিভিন্ন দিকে রওনা হয়ে গেলেন। রাজবাহন ভুগর্ভ পথে পূর্বস্থানে ফিরে এসে কুমারদের দেখা না পেয়ে তাদের সন্ধানে যাত্রা করলেন। বহু ভ্রমণের পর তিনি উপস্থিত হলেন উজ্জয়িনীর নগরদ্বারে। সেখানে দেখা হয়ে গেল সস্ত্রীক সোমদত্তের সঙ্গে। রাজবাহনকে দেখে আনন্দিত সোমদত্ত ঘটনার বিবরণ দান করেন।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস ঃ

অনুসন্ধানক্লান্ত সোমদত্ত তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে এক নদীতীরে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে একটি পরিত্যক্ত মূল্যবান রত্ন দেখতে পেলেন। ঐ রত্নটি তুলে নিয়ে নিকটস্থ শিবমন্দিরে আসার পর এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। সে জানাল—'লাট দেশের রাজা মত্তকাল উজ্জয়িনীর রাজকন্যা বামলোচনাকে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু উজ্জয়িনীরাজ বিরাটকেতু রাজী না হওয়ায় মত্তকাল রাজধানী অবরোধ করে রাখেন। বাধ্য হয়ে বিরাটকেতু কন্যাকে উপহার হিসাবে প্রেরণ করলেন। মত্তকালও হৃষ্টমনে দেশের দিকে যাত্রা করলেন। পথে ঐ নদীতীরস্থ অরণ্যে শিবির স্থাপন করেছেন। বিরাটকেতুর মন্ত্রী মানপালও তাঁর সহযোগীদের নিয়ে আর একটি শিবিরে রয়েছেন—প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগের অপেক্ষায়। ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য দেখে করুণাবশত সোমদত্ত প্রাপ্ত রত্নটি তাঁকে দান করলেন।

নিদ্রাভঙ্গের পর সহসা সোমদত্ত দেখলেন প্রহার জর্জরিত ঐ ব্রাহ্মণ কয়েকজন সৈন্যসহ তাঁর দিকে নির্দেশ করে বলছে—'এই সেই তস্কর'। সৈন্যরা ব্রাহ্মণকে মুক্ত করে তাকে বন্দী করে নিয়ে মত্তকালের শিবিরের কারাগারে নিক্ষেপ করে। অন্য বন্দীদের সঙ্গে পরিচয়ের পর জানতে পারলেন এরা আসলে মন্ত্রী মানপালের অনুচর। সুড়ঙ্গ খনন করে মত্তকালের শিবিরে এসে তাকে না পেয়ে ধনরত্ন নিয়ে চলে যায় কিন্তু মত্তকালের সৈন্যদের কাছে তারা পরে ধরা পড়ে। সব ধনসম্পত্তি উদ্ধার করা গেলেও

একটি বিশেষ রত্ন না পাওয়ায় তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। সোমদত্ত এইভাবে প্রাপ্ত রত্নটির সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য অবহিত হলেন। তারপর সোমদত্ত ঐ বন্দীদের উত্তেজিত করে রক্ষীদের পরাভূত করার পর মানপালের শিবিরে উপস্থিত হলেন। ফলে মত্তকালের সঙ্গে মানপালের যুদ্ধ শুরু হলো। কৃতজ্ঞ বিরাটকেতু সোমদত্তের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়ে তাকে যুবরাজরূপে বরণ করলেন।

পত্নীসহ মহাকালের মন্দিরে আসার সময় রাজবাহনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটল। এই সময় পুষ্পোদ্ভবও এসে উপস্থিত সেই উদ্যানে। সহর্ষ আলিঙ্গনের পর রাজবাহনের ইঙ্গিতে তিনিও শুরু করলেন তাঁর বৃত্তান্ত।

চতুর্থ উচ্ছ্বাস ঃ

রাজবাহনের সন্ধানে বহু ভ্রমণের পর পুষ্পোদ্ভব এলেন এক পর্বতে। পতনোন্মুখ এক ব্যক্তিকে রক্ষা করার পর জানতে পারলেন ইনিই তাঁর পিতা রত্নোদ্ভব। কিছুদূরে ক্রন্দনধ্বনি শুনে এগিয়ে এসে দেখেন আগুনে প্রাণত্যাগ করতে চলেছেন এক নারী। পুষ্পোদ্ভবের চেষ্টায় কোনক্রমে তিনি নিবৃত্ত হলেন। এই মহিলার বয়স্কা সংগিনীর কাছ থেকে জানতে পারলেন ইনিই রত্নোদ্ভব-পত্নী সুবৃত্তা। সিদ্ধ-পুরুষের কথামতো ষোল বছর প্রতীক্ষার পর স্বামী-পুত্রের দর্শন না পওয়ায় হতাশায় প্রাণত্যাগে উদ্যত হয়েছিলেন—কিন্তু এখন ভবিষদ্‌বাণী সফল হলো—পিতা-মাতা ও পুত্রের মিলনে।

পিতা-মাতাকে এক ঋষির আশ্রমে রেখে ঐ পর্বতের একাংশে গুপ্তধন উদ্ধার করে পুষ্পোদ্ভব উজ্জয়িনীতে চলে এলেন। সেখানে তিনি চন্দ্রপালের পিতা বন্ধুপালের গৃহে বাস করতে থাকেন। শ্রেষ্ঠীকন্যা বালচন্দ্রিকার প্রতি তাঁর আকর্ষণ জন্মে। কিন্তু রাজার আত্মীয় দারুবর্মা ঐ কন্যারত্ন লাভের জন্যে দারুণ আগ্রহী। তখন পুষ্পোদ্ভবের পরিকল্পনা অনুসারে প্রচার করা হলো যে এক যক্ষ বালচন্দ্রিকাকে আশ্রয় করে রয়েছে। সেই যক্ষকে হত্যা করতে পারলে তবেই পাওয়া যাবে বালচন্দ্রিকাকে। দারুবর্মা রাজী হয়ে গেলেন। পুষ্পোদ্ভব সখির ছদ্মবেশে বালচন্দ্রিকার সঙ্গে দারুবর্মার প্রমোদকক্ষে উপস্থিত হলেন। কামান্ধ দারুবর্মা যখন এগিয়ে আসছেন বালচন্দ্রিকাকে আলিঙ্গনের উদ্দেশ্যে তখন প্রচণ্ড প্রহারে পুষ্পোদ্ভব তাকে হত্যা করে আবার স্ত্রীবেশ ধারণ করে বালচন্দ্রিকাকে নিয়ে চলে এলেন। নগরবাসীরা মনে করল বালচন্দ্রিকার মধ্যে বাস করে যে-যক্ষ সেই দারুবর্মার নিধনকর্তা। কিছুদিন পরে পুষ্পোদ্ভবের সঙ্গে বালচন্দ্রিকার বিবাহ সম্পন্ন হলো।

ভবিষ্যদ্‌বক্তা বন্ধুপালের উক্তি অনুসারেই তিনি রাজবাহনের সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় উদ্যানে এসেছিলেন। এখন থেকে সোমাদত্ত ও পুষ্পোদ্ভবের সঙ্গে রাজবাহনও এই নগরে অবস্থান করতে থাকেন। নানা বিদ্যাবিশারদ এক ব্রাহ্মণকুমাররূপে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করলেন।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস ঃ

তখন বসন্তকাল। প্রকৃতি নিজেকে সাজিয়ে তুলেছে নয়নাভিরাম রূপে। এ-সময় একদিন পাখির কূজনে মুখরিত পত্রপুষ্পের সমারোহে শ্রীমণ্ডিত নগরোদ্যানে এলেন মানসারকন্যা অবন্তিসুন্দরী, সঙ্গে সখি বালচন্দ্রিকা ও পুরনারীরা, উদ্দেশ্য—কামদেবের

অর্চনা। রাজবাহনও তখন সেখানে উপস্থিত। দুজনেই দুজনকে দেখে মুগ্ধ। অবন্তিসুন্দরীর অপরূপ সৌন্দর্য রাজবাহনের হৃদয়কে সম্পূর্ণ অধিকার করল, আর রাজকুমারীও এই অপরূপ দর্শন কুমারের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। তাঁদের অবস্থা দেখে এগিয়ে এলেন বালচন্দ্রিকা। নানা বিদ্যায় নিপুণ ব্রাহ্মণ কুমাররূপে রাজবাহনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন অবন্তিসুন্দরী। রাজবাহনের মনে পড়ে গেল পূর্বজন্মের কথা। রাজা শাম্ব পত্নী যজ্ঞবতীকে সন্তুষ্ট করার জন্যে পদ্মদীঘির মধ্যে বিশ্রামরত এক রাজহংসকে বেঁধে উপহার দেন। সেই হংস বিনাকারণে অবমাননার জন্যে তাঁকে পত্নী বিচ্ছেদের অভিশাপ দেয়। অনেক অনুনয়-বিনয় করার পর হংসবেশী ঋষি বলেন—'দুই মুহূর্ত পদবন্ধনের জন্যে অন্তত দুমাস বিচ্ছেদ-দুঃখ সহ্য করতেই হবে। তারপর আবার ফিরে আসবে মিলন ও আনন্দের কাল।' অবন্তিসুন্দরী যখন কৌতুকচ্ছলে সখিকে উদ্যানে আগত রাজহংসকে বন্ধনের জন্যে বলছিলেন তখন সাবধান বাণী হিসাবে রাজবাহন এই কাহিনী উপস্থাপিত করেন। ফলে অবন্তিসুন্দরীর মনে পড়ে যায় পূর্বজন্মের কথা। তিনিই ছিলেন রাণী যজ্ঞবতী আর এই কুমারই রাজা শাম্ব। ফলে তাঁর অনুরাগ আরও দৃঢ়মূল হয়।

এমন সময় মানসার-পত্নী কন্যার ক্রীড়া দর্শনের জন্যে সেই কাননে এলেন। বালচন্দ্রিকা তাড়াতাড়ি রাজবাহন ও সঙ্গী পুষ্পোদ্ভবকে গাছের আড়ালে আত্মগোপন করার ইঙ্গিত করলেন। অবন্তিসুন্দরীকে ফিরে যেতে হলো মায়ের সঙ্গে। কিন্তু রাজবাহনের অদর্শনে তাঁর অবস্থা ক্রমশই খুব শোচনীয় হয়ে উঠল। রাজবাহনও তাঁর জন্যে ব্যাকুল। বন্ধুপত্নী বালচন্দ্রিকাই দূতীরূপে বয়ে নিয়ে আসে অবন্তিসুন্দরীর সংবাদ। রাজবাহনের মনের অবস্থার কথাও পৌঁছে দেয় তার বাঞ্ছিতার কাছে।

একদিন বিরহদগ্ধ রাজবাহন পুষ্পোদ্ভবসহ সেই উদ্যানে এসেছেন এমন সময় উজ্জ্বল সজ্জায় সজ্জিত এক ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত হলেন। পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় ব্রাহ্মণ জানালেন তাঁর নাম বিদ্যেশ্বর, পেশায় ঐন্দ্রজালিক। রাজবাহনের মুখের ম্লানিমা দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করায় পুষ্পোদ্ভব সব ঘটনা বিবৃত করলেন। বিদ্যেশ্বর আন্তরিকভাবে সাহায্যের আশ্বাস দেওয়ার আশান্বিত চিত্তে তাঁরা উদ্যান থেকে ফিরে এলেন।

পরদিন প্রভাতে সমস্ত দলবল নিয়ে বিদ্যেশ্বর রাজপ্রাসাদে চলে এলেন। অন্তঃপুরিকারা ইন্দ্রজাল দেখার আগ্রহ প্রকাশ করায় অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল। নানা চমকপ্রদ কৌশল প্রদর্শনের পর বিদ্যেশ্বর রাজাকে বললেন সবশেষে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই সুপাত্রে কন্যা সম্প্রদানরূপ শুভ ঘটনার প্রদর্শন হবে। এই ব্যাপারে অবন্তিসুন্দরীকে পূর্ব থেকেই সচেতন করা হয়েছিল। রাজবাহনও গোপনে উপস্থিত। অতএব অগ্নিসাক্ষী করে ব্রাহ্মণ ঐন্দ্রজালিক রাজবাহন ও অবন্তিসুন্দরীর পরিণয় সাধন করলেন উপস্থিত সকলের সম্মুখে। মালবরাজ এই ঘটনাকে শুধুমাত্র ইন্দ্রজালের কৌশল বলে মনে করে প্রচুর পুরস্কার দিলেন। অবাধে সাধিত হলো নবদম্পতি—রাজবাহন ও অবন্তিসুন্দরীর অন্তঃপুর প্রবেশ।

দশকুমারচরিত

প্রথম উচ্ছ্বাস

ঘটনাক্রমে রাজবাহন ও অবন্তিসুন্দরীর পরিণয়-রহস্য উদ্ঘাটিত হলো। পরিজনরা তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটি চণ্ডবর্মাকে জানাল। রাজবাহনকে চিনতে পেরে চণ্ডবর্মা ক্রোধে ক্ষিপ্ত হলেন, 'এ কী! এ যে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর একমাত্র কারণ দুষ্টা বালচন্দ্রিকার স্বামী পুষ্পোদ্ভবের বন্ধু!' রাজবাহনকে বধ করাই ছিল চণ্ডবর্মার কাম্য, কিন্তু বৃদ্ধ রাজা মানসারের হস্তক্ষেপে তা হলো না। রাজবাহনকে আপাতত কাষ্ঠনির্মিত পিঞ্জরে আবদ্ধ করে রাখা হলো এবং রাজা দর্পসারকে ঐ সংবাদ পাঠিয়ে তাঁর আদেশের অপেক্ষায় থাকা হলো! ইতিমধ্যে চণ্ডবর্মা সিংহবর্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে প্রবৃত্ত হলেন। অঙ্গরাজ সিংহবর্মার কন্যার প্রাণি-প্রার্থনা করলে সিংহবর্মা তাঁর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন—এ-অপমান চণ্ডবর্মা ভুলবেন কি করে? অতএব অঙ্গরাজকে উৎখাত করতে হবে। চণ্ডবর্মা পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় রাজবাহনকেও তাঁর সঙ্গে নিলেন। অঙ্গরাজ্যের রাজধানী চম্পানগরী অবরুদ্ধ হলো, সিংহবর্মা তাঁর কন্যাসহ বন্দী হলেন চণ্ডবর্মার হাতে। এদিকে কৈলাস থেকে দর্পসারের আদেশ-সহ দূত এল। দর্পসার আদেশ করেছেন—শীঘ্রই দুরাত্মা রাজবাহনের বিচিত্র বধের সংবাদ যেন তাঁকে জানানো হয়। তদনুসারে হাতির পায়ের তলায় তাঁর মৃত্যু ঘটানোর জন্য রাজবাহনকে বাইরে নিয়ে আসা হলো। সেই মুহূর্তেই তাঁর পদদ্বয় থেকে শৃঙ্খল আপনা-আপনি খুলে গেল এবং এক অপ্সরার রূপ ধারণ করল। মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের অভিশাপই ছিল অপ্সরার অনুরূপ পরিণতির কারণ। রাজবাহনের শৃঙ্খলমুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই রাজপ্রাসাদে তুমুল কোলাহল শোনা গেল—'কোন্ এক দুঃসাহসী তস্কর সিংহবর্মার কন্যা অম্বালিকার করস্পর্শ করতে উদ্যত চণ্ডবর্মাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।' রাজবাহন দেখে চিনতে পারলেন যে, ঐ দুঃসাহসী পুরুষ আর কেউ নন, তাঁরই প্রিয়বন্ধু অপহারবর্মা। আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে। আলিঙ্গনের পালা শেষ হলে অপহারবর্মা তাঁর অসমাপ্ত কাজ শুরু করলেন; চারদিক থেকে বেষ্টনকারী শত্রুসৈনিকদের তিনি ধরাশায়ী করলেন। তারপর দেখলেন তাঁর অনুগামী বাহিনীর সব সম্মুখে ধাবমান। এঁরা আর কেউ নন, স্বয়ং অঙ্গরাজ সিংহবর্মার মিত্রবাহিনী। অঙ্গরাজ ও তাঁর কন্যার নিরাপত্তার স্বার্থে এঁরা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। রাজবাহন ক্রমে জানতে পারলেন, এইসব শক্তিধর পুরুষ আসলে তাঁরই সব হারানো সঙ্গী। তাঁর আনন্দের আজ সীমা নেই। পরস্পর প্রগাঢ় আলিঙ্গনের পালা শেষে শুরু হলো বার্তাবিনিময়। এঁদের মধ্যে অপহারবর্মা প্রথম বলতে লাগলেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস

ভ্রমণ করতে-করতে একদিন ঋষি মরীচির সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। ঋষির কাছ থেকে তিনি রাজবাহনের সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করলেন। ঋষি তাঁকে এ-ব্যাপারে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং চম্পানগরীতে গিয়ে তাঁকে বাস করতে বললেন। প্রসঙ্গত মহর্ষি অপহারবর্মাকে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কাহিনীও বললেন—কিভাবে কামমঞ্জরী নামে এক বারাঙ্গনার প্রেমে তিনি আবদ্ধ হয়েছিলেন; প্রেমের জুয়াখেলায় বাজি জেতার

পর সেই রমণী তাঁকে কিভাবে প্রত্যাখ্যান করে লোকের কাছে তাঁকে পরিহাসের পাত্র করে তুলেছিল। মরীচির আশ্রমে রাত্রিবাসের পর অপহারবর্মা চম্পা অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে বিমর্দক নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হলো। ইনিও কামমঞ্জরীর প্রেমমৃগয়ার অন্যতম শিকার। সর্বস্ব খুইয়ে পরিণামে আজ তাই তিনি ভিখারী। হৃতভাগ্যের পুনরুদ্ধারে অপহারবর্মা তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

বৃত্তি হিসেবে অপহারবর্মা ইদানীং বেছে নিলেন জুয়াখেলা আর সিঁধকাটা। একদিন নৈশ অভিযানে বেরিয়ে দেখা পেলেন তিনি কুলপালিকা নামে এক সুন্দরী তরুণীর। তার পিতা কুবেরদত্ত ধনমিত্রের সঙ্গেই প্রথমে তাঁর কন্যার বিবাহ স্থির করেছিলেন। মুক্তহস্তে দান করে-করে ধনমিত্র একদিন দরিদ্র হয়ে পড়লেন। ধনমিত্রকে কুলপালিকা ভালোবাসত। কিন্তু তার পিতা নিজের প্রথম প্রতিশ্রুতি বিসর্জন দিয়ে সম্প্রতি অর্থপতি নামে জনৈক ব্যক্তির কাছে তাকে সমর্পণ করতে চাইলেন। অবাঞ্ছিত বিয়ে এড়াবার জন্য কুলপালিকা তাই চলেছে ধনমিত্রের গৃহে। অন্ধকারে ঐভাবে তাকে যেতে দেখে অপহারবর্মা তাকে সাহায্যের আশ্বাস দিলেন, সঙ্গে করে নিয়ে চললেন তার প্রেমিকের গৃহে। ধনমিত্র ও অপহারবর্মা তার সঙ্গে তার পিতৃগৃহে এলেন, লুণ্ঠন করলেন সে-গৃহের মূল্যবান সামগ্রী। কুলপালিকাকে ঐ গৃহেই তাঁরা রেখে গেলেন এবং যাবার পথে অর্থপতির বাড়িতে সিঁধ কাটলেন। এইসব উপদ্রবের দরুন বিয়ের তারিখ একমাস পিছিয়ে গেল। অপহারবর্মার চুরি-ডাকাতির অর্থে ধনমিত্র বিত্তবান হলেন। তখন একটি গল্প বানিয়ে রাষ্ট্র করে দেওয়া হলো যে, ধনমিত্র একটি আশ্চর্য থলি পেয়েছেন, ঐ থলি ঝাড়লে প্রতিদিনই প্রচুর সোনা ঝরে। এ-কথা শুনতে পেয়ে কুবেরদত্ত ধনমিত্রকে তাঁর কন্যা সম্প্রদান করলেন।

ঘটনাচক্রে অপহারবর্মা কামমঞ্জরীর বোন রাগমঞ্জরীর প্রেমে আকৃষ্ট হলেন। কামমঞ্জরী তাদের মিলনের শর্ত দিলেন—ঐ আশ্চর্য থলিটি তাকে এনে দিতে হবে। অপহারবর্মা ঐ শর্তপূরণে সম্মত হলেন, কিন্তু স্বর্ণপ্রসূ সেই থলির ফলপ্রসূতার জন্য কামমঞ্জরীকে কি করতে হবে, সে-নির্দেশও তিনি দিলেন। হ্যাঁ, কামমঞ্জরীকে তাঁদের সব সম্পদ ফিরিয়ে দিতে হবে, যাঁদেরকে সে সর্বশান্ত করেছে। রাজি হলো কামমঞ্জরী, বিমর্দক ফিরে পেলেন তাঁর হারানো ধন। এবার সেই থলি হস্তগত হলো কামমঞ্জরীর। আশ্চর্য থলিটি তাঁর চুরি গেছে বলে ধনমিত্র রাজার কাছে নিবেদন করলেন। কামমঞ্জরীকে ফেরত দিতে হলো সেই থলি, শাস্তি এড়াবার জন্য অপহারবর্মার কথামতো সে বলতে লাগল—থলিটি তাকে এনে দিয়েছে অর্থপতি। ফলে দাঁড়াল এই যে অর্থপতি দেশ থেকে বিতাড়িত হলো আর তার সম্পত্তি হলো বাজেয়াপ্ত।

একদিন রাতে হঠাৎ এক অকাণ্ড করে বসলেন অপহারবর্মা, চড়াও হলেন প্রহরারত এক রক্ষীর উপর। বন্দী হলেন সেই রক্ষীর হাতে; পাঠানো হলো তাঁকে কারাগারে। কারাধ্যক্ষ কণ্টক আবার আসক্ত ছিল রাজকন্যা অম্বালিকার প্রতি। পাকা সিঁধেল অপহারবর্মাকে সে কাজে লাগাতে চাইল। কারাগার থেকে প্রাসাদ পর্যন্ত যাবার ভূগর্ভ পথ খনন করতে হবে অপহারবর্মাকে। অপহারবর্মা সে-পথ তৈরি করলেন বটে কিন্তু কণ্টককে কৌশলে সরিয়ে দিলেন পৃথিবী থেকে। গোপন পথে নিজেই চললেন রাজকুমারী অম্বালিকার কক্ষে। রাজকুমারীকে দেখে ভালোবেসে ফেললেন তিনি। কিন্তু রাজকুমারী যেহেতু নিদ্রিতা, তাই তিনি তাঁর নিদ্রার ব্যাঘাত না করে ফিরে এলেন

সেখান থেকে। এরপর, চণ্ডবর্মা যখন চম্পানগরী অবরুদ্ধ করে রাজকুমারীকে তাঁর পিতাসহ বন্দী করে নিয়ে গেলেন, অপহারবর্মা তখন তাঁদের উদ্ধার করতে ছুটে গেলেন এবং আকস্মিক আক্রমণে চণ্ডবর্মাকে নিহত করলেন। এই ঘটনার সূত্র ধরেই রাজবাহনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটল। এমনিভাবে ঋষি মরীচির সেই ভাবিব্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হলো।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস

এবারে উপহারবর্মা শুরু করলেন তাঁর কাহিনী। রাজবাহনের সন্ধানে তিনি গিয়ে পেঁছিলেন তাঁর নিজের দেশ বিদেহে। সেখানে তাঁর সঙ্গে তাঁর বৃদ্ধা ধাত্রীর দেখা হয়ে গেল, ধাত্রী তাঁকে শোনাল সেই করুণ বৃত্তান্ত—কিভাবে তাঁর পিতার রাজ্য তাঁর অগ্রজের বিকটবর্মা-প্রমুখ পুত্রেরা দখল করে নিয়েছে এবং তাঁর পিতা-মাতাকে তারা কিভাবে কারারুদ্ধ করে রেখেছে। পিতা-মাতার মুক্তির জন্য সচেষ্ট হলেন তিনি। ধাত্রীকন্যার মাধ্যমে তিনি বিকটবর্মার পত্নীর স্নেহলাভের সুযোগ পেলেন।

বিকটবর্মার লাম্পট্যের জন্য তার পত্নী তাকে সহ্য করতে পারতেন না। উপহারবর্মার পরামর্শ মতো তিনি বিকটবর্মাকে প্ররোচিত করলেন এক অদ্ভুত যজ্ঞ করতে। তাকে বোঝানো হলো, এই যজ্ঞের ফলস্বরূপ সে তার কুৎসিত ও বিকলাঙ্গ দেহের পরিবর্তে এক পরম সুন্দর দেহ লাভ করবে। ফাঁদে পা দিতে দেরি হলো না তার এবং ফলে উপহারবর্মা তখন শক্ত হাতে রাজ্যের হাল ধরলেন। সকলে জানাল, তিনি সেই প্রাক্তন রাজা, তাঁর দেহটাই যা কেবল পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি ঘোষণা করলেন, তাঁর আকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিরও পরিবর্তন হয়েছে। মন্ত্রীরা পর্যন্ত তাদের রাজার এই অভিনব ভূমিকায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করল না। উপহারবর্মা প্রাক্তন রাজার যত পাপাচার, সেগুলোর প্রক্ষালনের জন্যই যেন যত পুণ্য কর্ম করতে লাগলেন। এরপর তিনি পিতা-মাতাকে মুক্ত করলেন এবং পিতাকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে হলেন যুবরাজ। যুবরাজ হিসাবে তিনি একটি সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়ে তাঁর মিত্র সিংহবর্মার সাহায্যে যখন এগিয়ে এলেন, তখন সেখানেই রাজবাহনকে দেখতে পেয়ে তিনি আনন্দে আত্মহারা হলেন।

চতুর্থ উচ্ছ্বাস

এরপর অর্থপাল তাঁর বৃত্তান্ত বিবৃত করলেন ঃ অর্থপাল কাশীতে গিয়ে এক বিপন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে কামপালের কাহিনী শুনলেন। কামপাল ছিলেন কাশীরাজের মন্ত্রী। অর্থপাল জানতে পারলেন - এই কামপাল তাঁর পিতা এবং যক্ষকন্যা তারাবলীর পতি। মহারাজ রাজবাহনের চরণ সেবার জন্য রাণী বসুমতীর হাতে ঐ যক্ষকন্যাই তাঁকে সঁপে দিয়েছিলেন। বৃদ্ধ কাশীরাজ চণ্ডসিংহের কাছ থেকে কামপাল তাঁর মন্ত্রিত্বের নিয়োগপত্র পেয়েছিলেন, কিন্তু নূতন রাজা সিংহঘোষ তাঁকে পদচ্যুত করলেন এবং আদেশ দিলেন তাঁর প্রাণদণ্ডের। এ-রাজার যৌবনের দৌরাত্ম্য এবং অবিমৃশ্যকারিতাই আজ কামপালকে এই চরম সঙ্কটে ফেলেছে। এ-কথা শুনে অর্থপাল সঙ্কল্প

করলেন– পিতাকে মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করতে হবে। তিনি একটি বিষাক্ত সাপ সংগ্রহ করলেন এবং তাঁর পিতাকে যখন বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তাঁর মাথার উপরে সাপটিকে ছুঁড়ে দিলেন। সাপটি তাঁকে দংশন করল এবং তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে লুটিয়ে পড়লেন। অর্থপাল সাপের বিষের মন্ত্রতন্ত্র জানতেন। রাজার অনুমতি নিয়ে তিনি প্রাণস্পন্দহীন ঐ দেহকে অন্যত্র সরিয়ে আনলেন এবং বিষহারী মন্ত্রগুণে ঐ দেহে প্রাণ ফিরিয়ে আনলেন। এবারে তাঁরা পিতা-পুত্রে সিংহঘোষকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে দেবার পরিকল্পনা করলেন। অর্থপাল রাজপ্রাসাদে প্রবেশের এক সুড়ঙ্গ পথ খনন করালেন ; এই পথ আবার ভূগর্ভে কুমারী মণিকর্ণিকার বাস-কক্ষের সন্ধান পাইয়ে দিল। মণিকর্ণিকার সহচারীরা অর্থপালকে অনুরোধ করল— তিনি রাজকুমারীকে বিবাহ করুন। অর্থপাল তাদের অনুরোধ রাখবেন বলে প্রতি-শ্রুতি দিয়ে রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন এবং দেখলেন, রাজা ঘুমিয়ে আছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজাকে বন্দী করে কামপালের কাছে নিয়ে গেলেন। এরপর রাজ্যের শাসনভার কামপাল নিজ হাতে তুলে নিলেন। পূর্বপ্রতিশ্রুতি মতো অর্থপাল মণিকর্ণিকাকে বিবাহ করলেন এবং যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হলেন। এরপর অঙ্গরাজ সিংহবর্মার সাহায্যার্থে চম্পানগরীতে তিনি তাঁর অনুগামী বাহিনী নিয়ে যখন অগ্রসর হলেন, তখন সৌভাগ্যবশত রাজবাহনের সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলন হলো।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস

অনন্তর প্রমতি আরম্ভ করলেন তাঁর কাহিনী। পর্যটন করতে করতে তিনি যখন বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করলেন, তখন রাত্রি নেমে এল। ঘন অন্ধকারে শ্বাপদসংকুল অরণ্যে আত্মরক্ষার জন্য তিনি বনভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কাছে প্রার্থনা জানালেন। পথভ্রমণ-জনিত শ্রম অপনোদনের জন্য তরুতলে শয়ন করা মাত্র তিনি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হলেন। ঘুমঘোরে তাঁর মনে হলো তিনি এক রাজপ্রাসাদে উপনীত হয়েছেন। সেখানে এক লাবণ্যময়ী তরুণীকে দেখে তিনি তাঁর প্রেমে আকৃষ্ট হলেন। ঘুম ভাঙলে তিনি অবাক হলেন দেখে যে, তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক অপ্সরা। প্রমতি ভাবতে পারছেন না— এ-কি স্বপ্ন না মায়া ? অপ্সরা বললেন, এ-সবই সত্যি। তিনি নিজে প্রমতিকে ঘুমন্ত অবস্থায় শ্রাবস্তীর রাজকন্যা নবমল্লিকার কক্ষে নিয়ে গিয়ে-ছিলেন। তাঁর স্বপ্নে-দেখা তরুণী তো সেই রাজকন্যা নবমালিকা। এরপর অপ্সরা তাঁর নিজের পরিচয় দিলেন। তিনি হলেন কামপালের পত্নী তারাবলী। প্রমতি তাঁর প্রণয় ব্যাপারে সাফল্য লাভ করবেন—এই কথা জানিয়ে তারাবলী বিদায় নিলেন। প্রমতি যাত্রা করলেন শ্রাবস্তীর পথে। সেই পথে তিনি দেখলেন, এক ব্রাহ্মণ মোরগের লড়াই নিয়ে ব্যস্ত। ব্রাহ্মণের সাথে তাঁর মিত্রতা হলো। দুজনে মিলে একটা পরিকল্পনা করলেন তাঁরা। প্রমতিকে স্ত্রীবেশে সাজিয়ে ব্রাহ্মণ তাঁর কন্যারূপে তাঁকে নিয়ে চললেন রাজার কাছে। কন্যার নিরাপত্তার জন্য তাঁকে তিনি রাজার তত্ত্বাবধানে রাখলেন এবং কালক্ষয় না করে বেরিয়ে পড়লেন সেই যুবকের সন্ধানে— যার কাছে তাঁর কন্যা বাগ্‌দত্তা হয়ে আছে। রাজা ব্রাহ্মণের চাতুরী ধরতে পারলেন না। অন্তঃপুরে প্রমতি নবমালিকার চিত্ত জয় করলেন। অতঃপর একদিন প্রমতি কৌশলে প্রাসাদ থেকে পালিয়ে গেলেন, যোগ দিলেন গিয়ে ব্রাহ্মণের সঙ্গে। ব্রাহ্মণ তখন চললেন রাজার কাছে

সঙ্গে রইলেন প্রমতি। রাজার কাছে গিয়ে ব্রাহ্মণ প্রমতিকে দেখিয়ে বললেন, ইনিই তাঁর ভাবী জামাতা। এবারে অন্তঃপুর থেকে ব্রাহ্মণ তাঁর কন্যাকে ফিরে পেলেই শুভকার্য সম্পন্ন হবে। কিন্তু কন্যা তো নিরুদ্দেশ, রাজা তাকে কোত্থেকে ফিরিয়ে দেবেন? ব্রাহ্মণ তখন অগ্নিতে আত্মাহুতি দেবার সংকল্প ঘোষণা করলেন। এই অঘটন নিবারণের জন্য বাধ্য হয়ে রাজা তাঁর নিজ কন্যাকেই প্রমতির কাছে অর্পণ করলেন। এইভাবে প্রমতি শ্রাবস্তীরাজের জামাতা হলেন এবং অচিরেই তাঁর অত্যন্ত আস্থাভাজন হলেন। এরপর সিংহবর্মাকে সহায়তা করতে তিনি যখন সেনা সহ অগ্রসর হলেন, তখন সৌভাগ্য ক্রমে রাজবাহনকে তিনি সেখানে দেখতে পেলেন।

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস

এরপর মিত্রগুপ্ত বিবৃত করলেন তাঁর রোমাঞ্চকর কাহিনী। ভ্রমণ করতে করতে তিনি গিয়ে পৌঁছলেন সুহ্মদেশের রাজধানী দামলিপ্ত নগরে। দেবী দুর্গার কৃপায় সুহ্মরাজ একটি পুত্র এবং একটি কন্যা সন্তান লাভ করেছিলেন। দেবীর নির্দেশ ছিল, রাজপুত্রকে তাঁর ভগ্নীপতির অনুগত হয়ে থাকতে হবে এবং রাজকন্যা বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে জনসমক্ষে কন্দুক ক্রীড়াকালে তাঁর পতি নির্বাচন করবেন। মিত্রগুপ্ত রাজধানীতে পৌঁছে উৎসবের কথা শুনে দেখতে গেলেন সেই উৎসব। রাজকন্যা মিত্রগুপ্তকে দেখতে পেয়ে তাঁকেই নিজ পতিরূপে নির্বাচিত করলেন। এই ঘটনায় রাজপুত্র ভীমধন্বা প্রচণ্ড রেগে গেলেন—কি করে তিনি একজন অপরিচিত ব্যক্তির অনুগত হয়ে থাকবেন। সুতরাং ভীমধন্বার আদেশে মিত্রগুপ্তকে বন্দী করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হলো। লৌহশৃংখলে বদ্ধ মিত্রগুপ্ত দৈবক্রমে একখণ্ড কাঠ পেয়ে তারই সাহায্যে দিনরাত সমুদ্রে ভেসে রইলেন। পরদিন প্রাতে ভাগ্যক্রমে এক যবন জাহাজের নাবিকেরা তাঁকে দেখতে পেয়ে জল থেকে তুলল। যবনদের ইচ্ছে ছিল তাঁকে দিয়ে ক্রীতদাসের কাজ করাবে। কিন্তু যবনদের জাহাজ জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হলো। যুদ্ধে যবনেরা পরাস্ত হলো। অবস্থাগতিকে মিত্রগুপ্তকে শৃংখলমুক্ত করলে তিনি জলদস্যুদের নৌকায় লাফিয়ে পড়লেন এবং একাকী-ই অনেক দস্যুকে হত্যা করে তাদের দলপতিকে বন্দী করলেন। দেখা গেল, ঐ দলপতি আর কেউ নয়, সেই দুরাত্মা ভীমধন্বা। যবনেরা মিত্রগুপ্তের বন্ধনশৃংখল দিয়েই তাকে বেঁধে ফেলল এবং মিত্রগুপ্তকে তাদের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানাল।

প্রতিকূল বায়ুবেগে যবনদের জাহাজখানি এক দূর দ্বীপে গিয়ে ঠেকল। দ্বীপে নেমে মিত্রগুপ্ত নানা রমণীয় দৃশ্য দেখতে দেখতে একটি সুরম্য সরোবরের তীরে উপস্থিত হলেন। সেখানে সহসা তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল এক ভয়াল রাক্ষস। মিত্রগুপ্তের কাছে চারটি প্রশ্ন রেখে রাক্ষস বলল, প্রশ্ন চারটির উত্তর না পেলে সে তাঁকে গিলে ফেলবে। মিত্রগুপ্ত তার প্রশ্নের উত্তর দিতে সম্মত হলেন। রাক্ষস একে একে জিজ্ঞেস করল: (১) 'নিষ্ঠুর কি?' (২) 'গৃহীর পক্ষে প্রিয় ও হিতকর কি?' (৩) 'চাওয়া বলতে কি বুঝায়?' এবং (৪) 'কিসের সাহায্যে দুঃসাধ্য সাধন সম্ভব?' মিত্রগুপ্ত একে একে উত্তর দিলেন: (১) স্ত্রী-হৃদয়; (২) ভার্যার গুণাবলী; (৩) সংকল্প এবং (৪) প্রজ্ঞার সাহায্যে। এই বলে মিত্রগুপ্ত তাঁর উত্তরের সমর্থনে যথাক্রমে ধূমিনী, গোমিনী, নিম্ববতী এবং নিতম্ববতী নামে চারজন রমণীর গল্প বললেন। ব্রহ্মরাক্ষস প্রসন্ন হয়ে

মিত্রগুপ্তকে সমাদর করল। সেই সময় আকাশপথে আর এক রাক্ষস একটি তরুণীকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। তরুণীটি প্রাণপণ চীৎকার করছিলেন। বিপন্ন তরুণীকে উদ্ধার করার পর দেখা গেল তিনি সেই কন্দুকাবতী, যিনি মিত্রগুপ্তকে তাঁর ভাবী পতিরূপে নির্বাচিত করেছিলেন। মিত্রগুপ্ত অবিলম্বে কন্দুকাবতীকে সঙ্গে নিয়ে দামলিপ্ত নগরের অভিমুখে যাত্রা করলেন। বৃদ্ধ রাজা তাঁকে পেয়ে পরম সমাদরে স্বীয় জামাতারূপে তাঁকে বরণ করে নিলেন। এরপর মিত্ররাজ সিংহবর্মার বিপদ শুনে তিনি সৈন্যসহ তাঁর সাহায্যার্থে চম্পায় এলে রাজবাহনকে দেখে বিস্ময়ে এবং আনন্দে অভিভূত হলেন।

সপ্তম উচ্ছ্বাস

এবার পালা মন্ত্রগুপ্তের। তিনি বলতে শুরু করলেন তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা ঃ

তিনি তো ঘুরতে ঘুরতে উপস্থিত হলেন কলিঙ্গরাজ্যে। সেখানে এক শ্মশানে রাজকন্যা কনকলেখা এক 'সিদ্ধ' পুরুষের হাতে বন্দিনী হয়ে মৃত্যুর দিন গুণছিলেন। এক প্রেতের মাধ্যমে 'সিদ্ধ' তাঁকে সেখানে নিয়ে এসেছে, উদ্দেশ্য তাঁকে বলি দিয়ে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়া। মন্ত্রগুপ্ত রাজকন্যাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেলেন। উভয়ের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি অনুরাগ জন্মাল। মন্ত্রগুপ্ত সংগোপনে রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর বাসকক্ষে থেকে গেলেন।

ইতিমধ্যে একদিন কলিঙ্গরাজ কর্দন সপরিবারে সমুদ্রতীরে দিন কয়েকের জন্য বেড়াতে গেলেন। সেখানে তিনি অন্ধ্ররাজ জয়সিংহের দ্বারা আক্রান্ত ও তাঁর হাতে বন্দী হলেন। মন্ত্রগুপ্ত কলিঙ্গরাজকে উদ্ধার করতে আগ্রহী হলেন এবং তদনুসারে শীঘ্র যথাযোগ্য উপায়ও উদ্ভাবন করলেন। অন্ধ্ররাজ জয়সিংহ ইচ্ছা করলেন, তিনি কলিঙ্গ-রাজকন্যা কনকলেখাকে বিবাহ করবেন। কিন্তু এ-কথা সর্বত্র রাষ্ট্র হয়ে গেছে যে, কনকলেখার উপর এক যক্ষ ভর করে আছে। অতএব ভূতে-ধরা কনকলেখাকে বিয়ে করার আগে তাঁর ভূত-নামানোটাই হবে প্রথম কাজ। এই সুযোগে মন্ত্রগুপ্ত এক মহা-তপস্বীর বেশ ধরে উপস্থিত হলেন গিয়ে জয়সিংহের কাছে। কনকলেখাকে যক্ষের প্রভাবমুক্ত করার জন্য তিনি তাঁর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। জয়সিংহের প্রতি তপস্বীর নির্দেশ রইল ঃ সরোবরে তাঁকে স্নান করতে হবে। তপস্বীর মন্ত্রবলে স্নানশেষে তিনি এক নূতন দেহ নিয়ে উঠে আসবেন সরোবর থেকে। এই নূতন দেহের অধিকারী হলেই তিনি যক্ষকে সমুচিত শাস্তি দিতে সমর্থ হবেন। তদনুসারে, জয়সিংহ সরোবরে অবগাহন করতে নামলেন এবং তপস্বীবেশী মন্ত্রগুপ্তের পাতা মৃত্যুর ফাঁদে পা দিলেন। জয়সিংহের পরিবর্তে সরোবর থেকে উঠে এলেন মন্ত্রগুপ্ত, লোকে জানল ইনিই নূতন দেহে তাদের পুরাতন রাজা জয়সিংহ। এরপর তাঁর কোন অসুবিধা রইল না কলিঙ্গরাজ কর্দন ও তাঁর কন্যাকে মুক্ত করতে। কর্দন অতঃপর অন্ধ্র ও কলিঙ্গ দু-রাজ্যেরই রাজা হলেন।

মন্ত্রগুপ্ত হলেন তাঁর জামাতা। তারপর মিত্ররাজ সিংহবর্মাকে সাহায্য করতে এসে মন্ত্রগুপ্ত তাঁর হারানো বন্ধু রাজবাহনকে সেখানে দেখতে পেয়ে উল্লাসে আত্মহারা হলেন।

অষ্টম উচ্ছ্বাস

এবার বাকি একজন। তিনি বিশ্রুত। বিশ্রুত শুরু করলেন তাঁর কথা ঃ

বিশ্ব্যারণের পথে যেতে যেতে তিনি একদিন দেখলেন, জনৈক বৃদ্ধ এক বালকের পরিচর্যা করছে। জিজ্ঞেস করে তিনি জানতে পারলেন, ঐ বালক বিদর্ভরাজ অনন্তবর্মার পুত্র। তার পিতা কুসঙ্গে পড়ে নানা কু-অভ্যাসে কাল কাটাতেন, রাজকার্যের প্রতি তাঁর ছিল চরম ঔদাসীন্য। ফলে প্রতিবেশী রাজা বসন্তভানু যখন তাঁর রাজ্য আক্রমণ করলেন, তখন তিনি যুদ্ধে পরাভূত ও নিহত হলেন। বসন্তভানু তাঁর সিংহাসন দখল করে বসলেন। স্বামীর মৃত্যুতে রাণী বসুন্ধরা কন্যা মঞ্জুবাদিনী ও পুত্র ভাস্করবর্মা সহ মাহিষ্মতীরাজ্যের অধীশ্বর মিত্রবর্মার আশ্রয়ে চলে গেলেন। মিত্রবর্মা ছিলেন অনন্তবর্মার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। কিন্তু ক্রমে বোঝা গেল যে মিত্রবর্মা আসলে বিশ্বাসঘাতকদেরই দলের লোক। তখন বসুন্ধরা তাঁর পুত্রকে একজন বিশ্বস্ত পরিচারকের হাতে সঁপে দিয়ে বললেন--সে যেন বালককে কোন নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়। বিশ্রুত অধীর আগ্রহে এদের কাহিনী শুনলেন এবং কথাবার্তার মধ্য দিয়ে রাজপুত্রের সঙ্গে তার একটা আত্মীয়তার সম্পর্কও বেরিয়ে পড়ল। বালককে তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন, হারানো রাজ্য ফিরে পেতে তাকে তিনি সাধ্যমত সাহায্য করবেন। ইতিমধ্যে এক বনচরের মুখে শোনা গেল যে মিত্রবর্মার ব্যবস্থাপনায় মাহিষ্মতীতে প্রচণ্ডবর্মার মঞ্জুবাদিনীর বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বিশ্রুত সেই বৃদ্ধ পরিচারককে পাঠালেন রাণী বসুন্ধরার কাছে, রাণীকে বলা হলো, তিনি যেন তাঁর পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ সর্বত্র প্রচার করেন। বিশ্রুত একটি বিষাক্ত কণ্ঠহারও পাঠালেন রাণীর কাছে যাতে তিনি ঐ হারের সাহায্যে মিত্রবর্মাকে মেরে ফেলতে পারেন। পুত্রের মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ রটানো এবং মিত্রবর্মার মৃত্যু ঘটানোর পর তাঁকে বিশ্রুতের উপস্থিতির অপেক্ষায় থাকতে হবে। অনতিবিলম্বে বিশ্রুত নিজে রাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন মিত্রবর্মার রাজধানীতে এবং কিছুকাল সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধারণ করে রইলেন। শীঘ্রই তিনি সুযোগ বুঝে প্রচণ্ডবর্মাকে হত্যা করলেন এবং তারপর দেবী দুর্গার মন্দিরে প্রবেশ করে মূর্তির পাদদেশের অধোভাগে গোপন গহ্বরে আত্মগোপন করে রইলেন। পূর্বপরিকল্পনা মতো রাণী বসুন্ধরা এসে উপস্থিত হলেন সেই মন্দিরে। তিনি আগে থেকেই দেবীর স্বপ্নাদেশের কথা প্রচার করেছিলেন যে, দেবীর অনুগ্রহে তাঁর মৃত পুত্র ঐদিন মন্দিরের মধ্য থেকে সশরীরে তাঁর কাছে ফিরে আসবে। যথাকালে বিশ্রুত রাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরগর্ভ থেকে বেরিয়ে এলেন এবং সমবেত জনতার কাছে ঘোষণা করলেন ঃ দেবী স্বয়ং রাজপুত্রকে তাঁর বিশেষ তত্ত্বাবধানে রক্ষা করে রেখেছেন এবং এতদিন পরে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তিনি রাজপুত্রকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দিচ্ছেন এই জন্যই যে, এই রাজকুমারই হবেন তাদের ভবিষ্যৎ শাসক। এইভাবে ভাস্করবর্মা মাহিষ্মতীর রাজা রূপে সকলের কাছে স্বীকৃতি পেলেন এবং বিশ্রুত তাঁর ভগ্নী মঞ্জুবাদিনীকে বিবাহ করে রাজার প্রধান উপদেষ্টার পদ অলংকৃত করলেন। ভাস্করবর্মার হয়ে রাজ্যের দায়দায়িত্ব বস্তুত তিনিই পালন করতে লাগলেন।

উত্তরপীঠিকা

বিশ্রুত অতঃপর সংকল্প করলেন বসন্তভানুর কাছ থেকে বিদর্ভের রাজসিংহাসন ছিনিয়ে নিয়ে ভাস্করবর্মাকে তা ফিরিয়ে দিতে হবে, কেননা ভাস্করবর্মাকে তাঁর পিতৃরাজ্য

ফিরিয়ে দিতে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অতএব বসন্তভানুর বিরুদ্ধে শুরু হলো তাঁর সুসংবদ্ধ অভিযান। অসিযুদ্ধে বিশ্রুত বসন্তভানুকে হত্যা করলেন। ভাস্করবর্মা এবারে অবাধে তাঁর পৈতৃক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন। বিশ্রুতের সকল প্রচেষ্টা এমনিভাবে সাফল্যমণ্ডিত হলো। তারপর, একসময় তিনি যখন মিত্ররাজ সিংহবর্মার দুর্দিনে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন, তখন দৈবাৎ সেখানে রাজবাহনকে দেখতে পেলেন।

এ-সকল কাহিনী যখন বলা শেষ হলো, তখন রাজবাহনের পিতা বৃদ্ধ রাজা রাজহংসের কাছ থেকে এক দূত এসে পেঁছিল। তার হাতে একটি পত্র। পুত্রের আকস্মিক অন্তর্ধানে এবং তার ফলশ্রুতিস্বরূপ অন্যান্য কুমারদের নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার দুঃসংবাদে রাজহংস অত্যন্ত শোকাহত হয়েছিলেন। তখন ঋষি বামদেব শোকার্ত রাজাকে সান্ত্বনা দেন এবং ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন যে ষোল বৎসর পরে তাঁরা সকলে সুস্থদেহে নিরাপদে ফিরে আসবেন। সেই সময় আজ অতিক্রান্ত; ঋষি রাজাকে জানিয়েছেন কিভাবে কুমারেরা সকলে চম্পায় একত্র মিলিত হয়েছেন। পত্রে তাঁর এ-নির্দেশও রয়েছে যে কুমারেরা যেন পত্রপাঠ স্বদেশে যাত্রা করেন। ঋষির অভিপ্রায় ও রাজার আদেশ কোনটাই উপেক্ষণীয় নয়। অতএব আর দেরি নয়; পুষ্পপুর অভিমুখে তাঁদের যাত্রা হলো শুরু। উজ্জয়িনীতে এসে তাঁরা মানসারকে পরাজিত ও নিহত করলেন এবং মালবরাজ্য অধিকার করলেন। এরপর তাঁরা এসে পেঁছিলেন পুষ্পপুরে। কুমারদের দেখে বৃদ্ধ রাজার যে কী আনন্দ হলো, তা ভাষায় বলার নয়। কুমারদের মধ্যে বিজিত রাজ্যগুলি সব বিতরণ করে দিয়ে বৃদ্ধ রাজা তাঁর গুরু দায়িত্ব থেকে অবসর নিলেন। উজ্জয়িনী ও পুষ্পপুরের যুক্তরাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত হলো রাজবাহনের উপর। রাজবাহন এবং তাঁর মিত্রগণ প্রত্যেকে নিজ নিজ রাজ্য ন্যায় ও নিষ্ঠার সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে শাসন করতে লাগলেন এবং নির্বিঘ্নে সুখ ও সমৃদ্ধির মধ্যে তাঁদের দিন অতিবাহিত হতে লাগল।

দশকুমারের পরিচয়

রাজহংস (মগধের রাজা) — প্রহারবর্মা (বিদেহরাজ)

রাজবাহন (১) — অপহারবর্মা (২) — উপহারবর্মা (৩)

ধর্মপাল (রাজহংসের মন্ত্রী) — সিতবর্মা (রাজহংসের মন্ত্রী)

সুমন্ত্র — সুমিত্র — কামপাল — সুমতি — সত্যবর্মা

মিত্রগুপ্ত (৪) মন্ত্রগুপ্ত (৫) অর্থপাল (৬) — প্রমতি (৭) সোমদত্ত (৮)

পদ্মোদ্ভব (রাজহংসের মন্ত্রী)

রত্নোদ্ভব — পুষ্পোদ্ভব (৯)

সুশ্রুত — বিশ্রুত (১০)

সুভাষিত

দণ্ডীর রচনায় সুভাষিতের বাহুল্যের অভাব আছে। মূল কারণ সম্ভবত নীতিকথা প্রচারে দণ্ডীর অনীহা ও ঘটনাকে বাস্তব-সম্মতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা। তাছাড়া গল্পগুলিতে চিন্তার প্রতিফলনের (reflection) চেয়ে ঘটনার বিবরণই (description) প্রাধান্য পেয়েছে। তবুও তৎকালীন সমাজজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু-কিছু মূল্যবোধেরও প্রকাশ ঘটেছে উদ্ধৃত বক্তব্যগুলির মাধ্যমে—

১ বরাকস্য সেবয়া কিং লভ্যম্ ? (পূর্বপীঠিকা, তৃতীয় উচ্ছ্বাস) ক্ষুদ্রলোকের সেবায় কি ফল ?

২. লোকে পণ্ডিতাঅপি দাক্ষিণ্যেন অকার্যং কুর্বন্তি। (পূর্বপীঠিকা পঞ্চম উচ্ছ্বাস) জগতে জ্ঞানী-লোকেরাও প্রিয়জনের প্রীতির জন্যে অকার্য করে থাকেন।

৩. সুহৃদামকথ্যঞ্চ কিমস্তি ? (ঐ) বন্ধুর কাছে সবকিছুই বলা চলে।

৪ 'ন ধর্মস্তত্ত্বদর্শিনাং বিষয়োপ-ভোগেনোপরুধ্যতে'। (দশকুমারচরিত, দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস) বিষয়সম্ভোগের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানীদের ধর্ম নষ্ট হয় না।

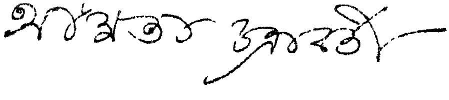
৫. 'নান্যৎ পাপিষ্ঠতমমাত্মত্যাগাৎ'। (ঐ) আত্মহত্যার চেয়ে গুরুতর পাপ আর নাই।

৬. 'কিং হি বুদ্ধিপ্রযুক্তং নাভ্যুপৈতি শোভাম্ ? (দশকুমারচরিত, চতুর্থ উচ্ছ্বাস) বুদ্ধি দিয়ে করলে কোন্ কাজটা না সুন্দর হয় ?

৭. 'কিং দুষ্কর সাধনম্—প্রজ্ঞা' (দশকুমারচরিত, ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস) দুষ্কর কার্যসিদ্ধি কি উপায়ে সম্ভব ? প্রজ্ঞাবলে।

৮. আগমদীপদৃষ্টেন খল্বধ্বনা সুখেন বর্ততে লোকযাত্রা। (অষ্টম উচ্ছ্বাস) শাস্ত্রজ্ঞানরূপ দীপের আলোতেই সংসারের পথে সুখে চলা সম্ভব।

৯. 'দেব্যাঃ শক্তেঃ পুরো ন বলবতী মানবী শক্তিঃ'। দেবতার শক্তির কাছে মানুষের শক্তি বলবতী নয়। (উত্তর পীঠিকা)



দশকুমারচরিত

পূর্বপীঠিকা

প্রথম উচ্ছ্বাস

মঙ্গলাচরণ— ব্রহ্মাণ্ডরূপ ছত্রের দণ্ড— ব্রহ্মার বাসস্থান নাভিপদ্মের নালদণ্ড—পৃথিবী-তরণীর মাস্তুলদণ্ড—প্রবাহিত মন্দাকিনীর পতাকাদণ্ড নক্ষত্রমণ্ডলের চক্রদণ্ড—ত্রিভুবনবিজয়ের স্তম্ভদণ্ড—দেবশত্রুদের যমদণ্ডের তুল্য ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর পাদদণ্ড তোমাদের কল্যাণ বিতরণ করুক।

মগধদেশের রাজধানী পুষ্পপুরী—সমস্ত নগরীর মধ্যে আদর্শস্থানীয়। সেখানে অসংখ্য বিপণীতে বিক্রয়ের জন্য সুসজ্জিত অগণিত বস্তু-সমূহের মধ্যে রত্নরাশি যেন রত্নাকর সমুদ্রের মতোই এই সর্বদা নগরীর মহিমা।

সেখানে এক রাজা ছিলেন নাম রাজহংস। মন্দরপর্বতের মতোই দৃঢ় তার বাহু। ভীষণ সমুদ্ররূপ শত্রুপক্ষকে এই বাহুর দ্বারা মন্থন করতেন। তাঁর দিগন্তব্যাপী কীর্তির শুভ্রতা শরতের চন্দ্র কুন্দকুসুম, কর্পূর, শিশির, মৃণাল, রাজহংস, ঐরাবত, কাশপুষ্প ইত্যাদির সঙ্গে তুলনীয়। সেই কাহিনী স্বর্গের অপ্সরারা উদ্যান ভ্রমণকালে গান গেয়ে প্রকাশ করতেন। তিনি ছিলেন সমুদ্রমেখলা পৃথিবীর অধীশ্বর। এই সমুদ্রের রত্নই সমুদ্রের দেবতারা মুকুটে ধারণ করতেন। তিনি যজ্ঞানুষ্ঠানের দক্ষিণা-দ্বারা শাস্ত্রজ্ঞ, গুণবান, বিদ্বান, যশস্বী ব্রাহ্মণদের পালন করতেন, প্রতাপে শত্রুদের সন্তপ্ত করতেন। সৌন্দর্যেও তিনি ছিলেন কামদেবের তুল্য এবং সকলের প্রিয়।

রাজা রাজহংসের মহিষীর নাম বসুমতী। মহাদেব যখন ক্রোধে কামদেবকে ভস্মে পরিণত করেছিলেন তখন ভ্রমরেরা বসুমতীকে রতিদেবী মনে করে তার কেশকলাপে আশ্রয় নিয়েছিল। পদ্মজয়ী চন্দ্র যেন তার মুখমণ্ডল, কামদেবের মীনকেতনের মৎস্য-দ্বয় যেন তার নয়ন যুগল, নিশ্বাস যেন মলয় সমীর। নবপল্লবের ইন্দ্র যেন তাঁর অধর-বিম্ব। ত্রিরেখা যুক্ত লাবণ্যময় গ্রীবা যেন বিজয় শঙ্খ। পূর্ণ কুম্ভদ্বয় চক্রবাক অনুকারী কুচযুগ। কামদেবের ধনুর জ্যা তাঁর কোমল মৃণাল ভুজ। পদ্ম কোরকের মতো রক্তিম নাভিদেশে— সেখানে গঙ্গার মতোই আবর্ত। যোগিদেরও ধ্যানভংগকারী নিবিড় জঘন—যেন কামদেবের জয়রথ[১]। তাঁর সুন্দর কদলীতরুর মতো উরুদ্বয় যেন কামদেবের জয়স্তম্ভ। সহস্রদলপদ্মের মতো চরণদ্বয় কামদেবের ছত্রতুল্য আর অন্য অংশগুলি কাম-দেবের কুসুমশর[২]। অমরাবতীর চেয়েও সুন্দর সেই পুষ্পপুরীতে ধরিত্রীর মতো দেবী বসুমতী মগধরাজের সঙ্গে সুখে বাস করতেন। রাজার বংশানুক্রমে তিন মন্ত্রী ছিলেন। তাঁরা অতিশয় অনুগত বৃহস্পতির চেয়েও বুদ্ধিমান এবং সুবিবেচক ছিলেন। তাঁদের নাম—ধর্মপাল, পদ্মোদ্ভব, ও সিতবর্মা। সিতবর্মার দুই পুত্র সুমতি ও সত্যবর্মা। ধর্মপালের তিন পুত্র—সুমন্ত্র, সুমিত্র, কামপাল। পদ্মোদ্ভবেরও দুই পুত্র— সুশ্রুত ও রত্নোদ্ভব। এদের মধ্যে ধর্মশীল সত্যবর্মা সংসারের অসারতার কথা ভেবে তীর্থযাত্রায় ইচ্ছুক হয়ে দেশ-দেশান্তরে গমন করতে লাগলেন। দুর্বিনীত কাম-পাল বীট নট ও বারনারীতে আসক্ত হয়ে পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ অগ্রাহ্য করে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। আর রত্নোদ্ভব সমুদ্রযাত্রা করলেন বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। অন্য

মন্ত্রী-পুত্রেরা নিজ নিজ পিতার স্বর্গপ্রাপ্তির পর মন্ত্রীপদ লাভ করেছিলেন। তারপর মগধরাজ, যিনি অস্ত্রনৈপুণ্যে বিপক্ষ রাজাদের পরাজিত করেছিলেন, তীব্র রোষে মালবরাজ মানসারের বিরুদ্ধে চতুরঙ্গ[৩] সেনাসহ যুদ্ধ যাত্রা করলেন। তার ভেরীর রবে সমুদ্রের শব্দ তিরোহিত, দিক্‌গজেরাও যেন ভয়ে আকুল। সৈন্যদের পদভারে পৃথিবী নত হওয়ায় অনন্ত নাগের মস্তক যেন দুর্বল হয়ে পড়ল। মালবরাজ বহু হস্তিসহ মূর্তিমান অমরের ন্যায় মগধরাজের অভিমুখে ধাবিত হলো।

আরম্ভ হলো তুমুল যুদ্ধ। রথচক্রের ঘর্ষণে, অশ্বখুরের আঘাতে ভূমি থেকে উত্থিত ধূলি হস্তিসমূহের কপোলদেশে মদধারার সংস্পর্শে কর্দমে পরিণত হলো। নিহত বীরদের বরণ করার জন্যে আকাশের সমতবেত স্বর্গ কন্যাদের আবৃত করেছিল সেই ধূলিরাশি, ঢক্কানিনাদে সবাই যেন বধির হয়ে গেল। পরস্পর অস্ত্রাঘাত ও প্রহারের ফলে ভয়ংকর যুদ্ধে বহু সৈন্য হতাহত হলো।

যুদ্ধে মালবরাজের সব সেনাদল হ্রাস পাওয়ায় মগধরাজ বন্দী করে ফেললেন তাঁকে. কিন্তু সদয় হয়ে আবার স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন। পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি হলেও মহারাজ রাজহংস নিঃসন্তান ছিলেন—তাই সৃষ্টির মূল কারণ নারায়ণের অর্চনায় ব্রতী হলেন।

একদিন প্রভাতে মহিষী বসুমতী স্বপ্ন দেখলেন—একজন যেন তাঁকে বলছেন, 'দেবি, আপনি রাজার সঙ্গে কল্পলতার ফল গ্রহণ করুন।' তারপর দেখা গেল রাণী গর্ভবতী হয়েছেন। এতদিনে স্বামীর মনোবাঞ্ছা পুষ্পিত হলো। তিনি ইন্দ্রের মতো শক্তিশালী মিত্র রাজাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে নিজের শক্তি সামর্থ্য অনুসারে দেবীর সীমন্তোন্নয়ন[৪] উৎসব সম্পন্ন করলেন।

রাজা হিতৈষী মিত্র ও পুরোহিতবর্গের সঙ্গে রাজসভায় আসীন—এমন সময় দ্বারপাল এসে নমস্কার জানিয়ে নিবেদন করল, 'প্রভু, এক পূজনীয় সন্ন্যাসী আপনার দর্শন কামনায় দ্বারে উপস্থিত।' রাজা অনুমতি দিলে সন্ন্যাসী উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে রাজা বুঝতে পারলেন যে ইনি একজন গুপ্তচর। অন্য সকলকে বিদায় দিয়ে শুধু মন্ত্রীদের সঙ্গে বসে প্রণত সেই চরকে মৃদু হেসে বললেন, 'হে তাপস, আপনি দেশান্তরে ভ্রমণ করে যে-যে সংবাদ জানতে পেরেছেন তা বলুন।' পৃথিবী পর্যটনকারী সেই তাপস করজোড়ে জানাল. 'প্রভু. আপনার আদেশ শিরোধার্য করে সন্ন্যাসীর বেশে মালবরাজের রাজধানীতে প্রবেশ করেছিলাম। সেখানে গোপনে অবস্থান করে রাজার সমস্ত বৃত্তান্ত জেনে ফিরে এসেছি।' মানী রাজা মানসার সৈন্য বিনষ্ট হওয়ায় পরাজিতের লজ্জা বহন করে আপনার দয়াতেই স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনি মহাকাল নিবাসী কালিকাপতি অবিনাশ মহাদেবের আরাধনা শুরু করে দিলেন—তাঁকে সন্তুষ্ট করে এক বীরনাশী ভয়ংকর গদা লাভ করলেন। এখন নিজেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে মহাগর্বে আপনাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছেন। এবার কর্তব্য নির্দ্ধারণের দায়িত্ব আপনার।' এই সংবাদ আলোচনা করে মন্ত্রীরা রাজাকে জানাল, 'প্রভু, দৈবসহায়ে শত্রু অপ্রতিরোধ্য, অতএব আমাদের এখন যুদ্ধ করা অনুচিত। আপনি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করুন। তাঁকে এইভাবে পরামর্শ দেওয়া হলেও মগধরাজ যুদ্ধ করাই মনস্থ করলেন।

এদিকে মহাদেব প্রদত্ত গদার প্রভাবে শক্তিশালী মানসার যুদ্ধোপকরণে সজ্জিত হয়ে

যোদ্ধাদের পুরোভাগে এসে অক্লেশে মগধে প্রবেশ করলেন। তখন মন্ত্রীরা মগধরাজকে কোনমতে অনুনয় করে অন্তঃপুরিকাদের পাঠালেন শত্রুর অগম্য বিন্ধ্যারণ্যে, মূল বাহিনীর উপর রইল রক্ষার ভার। কিন্তু রাজহংস নিজে নির্ভীক ও উত্তম সৈন্যদের সঙ্গে তীব্রগতিতে বেরিয়ে এলেন, গতিরোধ করলেন শত্রুর। দেবতারাও কৌতূহলী হয়ে যেন আকাশে উপস্থিত—উদ্দেশ্য এই দুই বীরের যুদ্ধ দর্শন। অবিচলভাবে ইন্দ্রের মতোই যিনি নানা অস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন—সেই রাজহংসের প্রতি জিগীষু মানসার মহাদেব প্রদত্ত গদা নিক্ষেপ করলেন। বহু শাণিত শরে সেই গদা খণ্ডিত হলেও সারথিকে নিহত করে শিববাক্যের অমোঘতা প্রমাণ করল। রথস্থ রাজাও মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

তখন বল্গাহীন অশ্বগুলি রথ নিয়ে দৈবক্রমে সেই মহারণ্যে প্রবেশ করল, যেখানে রাজ-অন্তঃপুরের রমণীগণ আশ্রয় নিয়েছিল।

মালবরাজ যুদ্ধে জয়লাভ করে বিশাল মগধরাজ্য অধিকার করে পুষ্পপুরীতে বাস করতে লাগলেন।

এদিকে অস্ত্রাঘাতে মূর্ছিত অমাত্যগণ ভাগ্যক্রমে প্রভাতের বায়ুতে জ্ঞান ফিরে পেয়ে রাজাকে চারদিকে খুঁজতে লাগলেন; কিন্তু দেখতে না পেয়ে বিষণ্ণ মনে রাজ্ঞীর কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁদের কাছে সমস্ত দুঃসংবাদ জেনে বসুমতী শোকে আকুল হয়ে স্বামীর অনুমরণের ইচ্ছা করলেন। তখন মন্ত্রী ও পুরোহিতেরা বহু অনুনয় করে তাঁকে বললেন, 'কল্যাণী, রাজার মৃত্যু অনিশ্চিত। দৈবজ্ঞেরা বলেছেন আপনার গর্ভে যে-কুমার বাস করছে সে ভবিষ্যতে উদ্ধত শত্রুকে পরাজিত করে সার্বভৌম রাজা হবে। অতএব আপনার এখন মৃত্যুকে বরণ করা অনুচিত।' এ-কথা শুনে রাণী বিষণ্ণভাবে মৌন হয়ে রইলেন।

তারপর রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে পরিজনগণ নিদ্রিত হয়ে পড়লে রাজ্ঞী বসুমতী দারুণ শোক সহ্য করতে না পেরে নিঃশব্দে সেনানিবাস অতিক্রম করে নির্জনে এগিয়ে গেলেন। ওদিকে বহু পথ অতিক্রম করায় রাজার রথের ক্লান্ত অশ্বরা এই অরণ্যেই থেমে পড়তে বাধ্য হয়েছিল, কারণ এখানেই এক বটবৃক্ষের কাণ্ডে রথটি আটকে গিয়েছিল। রাণী না জেনে ঐ বটগাছের শাখাতেই বস্ত্রাঞ্চলে গলদেশ বন্ধন করে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বিলাপ করতে লাগলেন, 'হে কামদেবতুল্য মগধরাজ, আপনাকেই যেন পরজন্মে স্বামীরূপে লাভ করি।'

এদিকে মগধরাজ প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে যদিও মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন, এমন চন্দ্রকিরণের শীতল স্পর্শে সংজ্ঞা ফিরে পেলেন। সেই বিলাপবাণী মহারাণীর কণ্ঠ-নিঃসৃত বুঝতে পেরে তাকে আহ্বান করলেন। রাণী দ্রুত এগিয়ে এসে রাজাকে দেখতে পেলেন—আনন্দে বিহ্বল হয়ে নির্নিমেষে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর স্পষ্ট স্বরে পুরোহিত ও অমাত্যদের আহ্বান করে রাজাকে দেখালেন। তাঁরা রাজাকে প্রণাম করে বললেন, 'প্রভু, নিশ্চয় সারথি নিহত হলে অশ্বগুলি রথটিকে এই অরণ্যে এনে ফেলেছিল?' রাজা বললেন, 'যুদ্ধে আমার সৈন্যরা নিহত হলে নির্দয় মালবরাজ শিবের আরাধনায় প্রাপ্ত গদা আমার দিকে নিক্ষেপ করেছিল, আমি সেই আঘাতে মূর্ছিত হয়ে পড়ি। এমন শীতল বায়ুতে চৈতন্য লাভ করে দেখি এই অরণ্যে রয়েছি।'

মন্ত্রীরা তখন শুভলগ্নে শুভ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজাকে শিবিরে নিয়ে এলেন;

সমস্ত শল্য তুলে ফেলে ক্ষতস্থানে ঔষধ প্রয়োগ করে রাজাকে সুস্থ করে তুললেন।

দৈববিরোধী থাকায় যুদ্ধে নিজপুরুষকার বিফল হয়েছিল—এজন্য মগধরাজের মলিনতা ও মনোকষ্ট দেখে মৃদুভাষিণী বসুমতী তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। 'প্রভু নৃপতিদের মধ্যে আপনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আজ আপনাকে বাস করতে হচ্ছে বিন্ধ্যপর্বতের গোপন অরণ্যে। অতএব সম্পদ জলের বুদ্‌বুদের মতো অল্পস্থায়ী, বিদ্যুতের মতোই চঞ্চল। সুতরাং জাগতিক সমস্ত কিছুকেই দৈবায়ত্ত বলেই মনে করতে হবে। হরিশ্চন্দ্র[৫], রামচন্দ্র প্রমুখ ঐশ্বর্যে ইন্দ্রতুল্য রাজগণও দৈবাধীন দুঃখ অনুভব করে পরে বহুকাল নিজেরা রাজত্ব করেছিলেন, আপনিও সেই রকম হতে পারেন। এখন কিছুদিন দেবার্চনার মাধ্যমে মনের কষ্ট লাঘব করুন।'

রাজহংস অবশিষ্ট সৈন্যসহ তেজস্বী ঋষি বামদেবের কাছে বাঞ্ছিত ফললাভের আশায় উপস্থিত হলেন। তাঁকে প্রণাম করার পর যথোচিত অতিথিসৎকারাদি লাভ করে কিছুকাল বিশ্রামের পর চন্দ্রবংশীয় মিষ্টভাষী রাজা নিজরাজ্য প্রাপ্তির ইচ্ছায় মুনিকে বলতে লাগলেন, 'ভগবন্, তপস্যাই আপনার ব্রত! মানসার প্রবল দৈববলে আমাকে পরাজিত করে রাজ্য ভোগ করছে। লোকশরণ আপনার করুণায় উগ্রতপস্যার দ্বারা সেই শত্রুকে নির্মূল করার জন্যে আপনার কাছে এসেছি।' ত্রিকালজ্ঞ তপস্বী বামদেব রাজাকে বললেন, 'সখে, শরীরের পক্ষে কষ্টকর তপস্যার প্রয়োজন নেই। বসুমতীর গর্ভে সমস্ত শত্রুকুল মর্দন রাজপুত্র শীঘ্রই জন্মগ্রহণ করবে। কিছুক্ষাল নীরবে অবস্থান করুন।'

সেই সময় আকাশবাণী শোনা গেল "এই বাক্য সত্য"। রাজাও ঋষির কথামত অপেক্ষা করতে লাগলেন। দশমাস পরে শুভলগ্নে বসুমতীর সুলক্ষণ-যুক্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করল। রাজা ব্রহ্মার ন্যায় তেজস্বী পুরোহিতদের নিয়ে সেই বালকের জাতকর্মাদি সংস্কার সম্পন্ন করলেন। উপযুক্ত অলংকারে মণ্ডিত করে নামকরণ করলেন 'রাজবাহন'। মন্ত্রী সুমতিরও এক পুত্র হয়েছিল নাম প্রমতি। সুমন্ত্রের মিত্রগুপ্ত, সুমিত্রের মন্ত্রগুপ্ত ও বিশ্রুতের সুশ্রুত নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করল। নবোদিত চন্দ্রের মতোই তাদের সৌন্দর্য। রাজবাহন সেই মন্ত্রীপুত্রদের বন্ধুরূপে লাভ করলেন। তাদের সঙ্গেই খেলাধুলা করে বড় হয়ে উঠতে লাগলেন।

একদিন এক তাপস রাজলক্ষণ যুক্ত এক সুকুমার কুমারকে রাজার হাতে সমর্পণ করে বললেন, 'মহারাজ আমি কুশ ও সমিধ্ সংগ্রহের জন্যে বনে গিয়ে দেখলাম এক নিরাশ্রয়া দীনা নারী ক্রন্দনরতা। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি জন্যে তুমি এই গভীর বনে অশ্রু বিসর্জন করছ? সে তখন চোখ মুছে রুদ্ধ কণ্ঠে বলতে লাগল—মিথিলার রাজা প্রহারবর্মা, যিনি সৌন্দর্যে কামদেবকেও পরাজিত করেছেন, দেবসভাতেও যাঁর যশ প্রচারিত, তিনি বন্ধু মগধ রাজমহিষীর সীমন্তোন্নয়ন অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য স্ত্রী-পুত্রসহ পুষ্পপুরীতে এসে কিছুদিন বাস করেছিলেন। এই সময় মালবরাজ মানসার মহাদেবের আরাধনার পর মগধরাজের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যুদ্ধরত দুই পক্ষের মধ্যে বিদেহরাজ প্রহারবর্মা মগধরাজের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর সৈন্যদল বিধ্বস্ত হলো। বিজয়ী মানসার তাঁকে করুণা করে মুক্তি দিলে অবশিষ্ট অস্ত্রহীন সৈন্যদের নিয়ে রাজধানীর দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন। তাঁকে প্রচণ্ডভাবে পথে দুর্গম অরণ্যে শক্তিশালী[৬] ব্যাধেরা আক্রমণ করল। তিনি

প্রধান সৈন্যদের নারীদের রক্ষায় নিযুক্ত করে কোনমতে পলায়ন করলেন। তাঁর দুই যমজ পুত্রের ধাত্রী ছিলাম আমি ও আমার কন্যা। কিন্তু দ্রুতগতি রাজাকে অনুসরণে অসমর্থ হয়ে পড়লাম। হঠাৎ দেখি মূর্তিমান্ ক্রোধের মতো ছুটে আসছে এক বিরাট বাঘ—ভয়ে উঁচু পাথরে উঠতে গিয়ে হোঁচট খাওয়ায় শিশুটি আমার হাত থেকে পড়ে গেল নিচে একটি গরুর মৃতদেহের মধ্যে—রাগে বাঘটি যেই সেই দেহটি টানতে গেল তক্ষুণি একটা বাণ এসে তার দেহে বিদ্ধ হলো— সংগে সংগে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হলো বাঘটি, এগিয়ে এলো তীর নিক্ষেপকারী শবরেরা, শিশুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে চলে গেল। আরেক কুমারকে নিয়ে আমার মেয়ে কোথায় গেছে তাও জানি না। আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলাম—কোন এক দয়ালু রাখাল নিজের কুটিরে নিয়ে গিয়ে সারিয়ে তুলেছিল আমার ক্ষতস্থানগুলি। সুস্থ হয়ে উঠে বিদেহরাজের কাছে ফিরে যেতে চাইলাম—কিন্তু আমি অসহায়, কন্যারও খোঁজ পাচ্ছি না তাই খুবই ব্যাকুল হয়ে পড়েছি। কিছুক্ষণ পর—আমি একাই প্রভুর কাছে যাই—এই কথা বলে সেই নারী চলে গেল, আমি তখন আপনার মিত্র বিদেহরাজের বিপদে বিষণ্ণ হয়ে তাঁর বংশের অংকুরতুল্য কুমারকে অন্বেষণ করতে করতে দেবী চণ্ডিকার সুন্দর এক মন্দিরে উপস্থিত হলাম। দেখলাম একদল ব্যাধ একটি শিশুকে ভবিষ্যৎ জয়ের আশায় দেবীর কাছে বলিদানে উদ্যত। একজন বলছে—একে গাছের ডালে ঝুলিয়ে তলোয়ারের আঘাতে কেটে ফেলব। আরেকজন বলছে—বালির গর্তের ভিতর পা ঢুকিয়ে রেখে ধারাল বাণ মেরে শেষ করে ফেলব। আবার অন্যরা বলছে—একে কুকুর দিয়ে খাওয়াব। আমি তাদের কাছে গিয়ে বিনীতভাবে বললাম কিরাত শ্রেষ্ঠগণ, আমি এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—এই ঘোর অরণ্যে পথভুলে আমার শিশুপুত্রকে ছায়ায় রেখে পথের অন্বেষণে কিছুদূরে গিয়েছিলাম—এখন আর তাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। কি করি, কোথায় গেলে তাকে পাই? আপনারা কি তাকে দেখেছেন? তারা বলল—হে ব্রাহ্মণ, একটি বালক এখানে আছে, এই কি আপনার পুত্র? তাহলে একে নিয়ে যান। এই বলে আমার হাতে তাকে অর্পণ করল। তাদের আশীর্বাদ জানিয়ে বালকটিকে গ্রহণ করলাম। শীতল জলসেচন ও শুশ্রূষায় আশ্বস্ত করে আপনার কাছে উপস্থিত করলাম. পিতারূপে আপনি এই আয়ুষ্মান বালককে রক্ষা করুন।' মিত্রের বিষাদজনিত শোকে রাজহংস অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন. এখন তাঁর পুত্রের মুখ দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। এর নাম দিলেন উপহারবর্মা। পুত্র রাজবাহনের মতোই তাকে পালন করতে লাগলেন।

এক পুণ্যদিনে রাজা তীর্থস্নানের জন্যে চণ্ডাল-পল্লীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন—সেখানে এক রমণীর ক্রোড়ে দেখতে পেলেন অনুপম দেহ এক বালককে। কৌতূহলী হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ভামিনি, এই রাজলক্ষণান্বিত সুদর্শন বালক তোমাদের বংশজাত নয়; এই শিশু কার সন্তান? কি করেই বা তোমার হস্তগত হলো? যথাযথ-ভাবে সব কিছু বল।'

শবরী প্রণাম করে মৃদু হেসে বলল, 'রাজন্, আমাদের পল্লীর কাছে শবরেরা মিথিলাপতির সর্বস্ব অপহরণ করে নিলে আমার স্বামী এই বালককে সরিয়ে এনে আমার হাতে দেয়—আমার কাছেই এ বেড়ে উঠেছে।' তার কথা শুনে রাজা বুঝতে পারলেন ওই বালক মিথিলারাজের দ্বিতীয় পুত্র। ধনদানে শবরীকে সন্তুষ্ট করে রাণীর হাতে পালনের জন্যে বালকটিকে অর্পণ করলেন—নাম দিলেন অপহারবর্মা।

এক সময় বামদেবের শিষ্য সোমদেবশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ একটি বালককে রাজার সামনে এনে বললেন—'মহারাজ, রামতীর্থে স্নান করে ফিরে আসার সময় বনে এক স্ত্রীলোকের কাছে এই উজ্জ্বল দর্শন কুমারকে দেখে সাদরে বললাম- হে বৃদ্ধা, কে তুমি? এই বনের মধ্যে শিশুকে কোলে নিয়ে কষ্ট করে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? স্ত্রীলোকটি বলল—হে মুনিবর, কালযবনদ্বীপে কালগুপ্ত নামে এক বণিক বাস করেন। তাঁর কন্যা সুন্দরী সুবৃত্তাকে বিবাহ করেছিলেন মগধরাজের এক মন্ত্রীপুত্র—রত্নোদ্ভব। ইনি বহুগুণের আধার—বাণিজ্য উপলক্ষ্যে ভূমণ্ডল ভ্রমণান্তে এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন—শ্বশুর তাঁকে বহু দ্রব্য ও ধন দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। কালক্রমে সেই কোমলাঙ্গী সুবৃত্তা গর্ভবতী হলেন। রত্নোদ্ভব তখন ভ্রাতার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে শ্বশুরের অনুমতি নিয়ে সুবৃত্তাসহ সমুদ্রপোতে আরোহণ করে পুষ্পপুরের দিকে যাত্রা করলেন। কিন্তু তরঙ্গের আঘাতে সেই পোত সমুদ্রের জলে নিমজ্জিত হলো। ধাত্রী আমি গর্ভবতী সুবৃত্তাকে দু-হাতে নিয়ে একটি ভেসে আসা কাঠের উপর উঠে দৈবক্রমে তীরভূমিতে উপস্থিত হলাম। রত্নোদ্ভব অন্য পরিজনদের সঙ্গে সমুদ্রে নিমগ্ন হয়েছেন বা কোন উপায়ে তীরে উঠেছেন কি-না তা জানি না। এদিকে খুব কষ্ট পেয়ে সুবৃত্তা এই বনের মধ্যে পুত্র প্রসব করেছেন। বেদনায় অচেতন হওয়ায় ছায়া-শীতল বৃক্ষতলে তাঁকে শুইয়ে রেখেছি। কিন্তু এই বিজন বনে থাকা অসম্ভব, তাই লোকালয়ের পথ খুঁজতে গিয়ে ভাবলাম চৈতন্যহীনা জননীর কাছে বালকটিকে ফেলে যাওয়া অনুচিত; অতএব কুমারকেও সঙ্গে নিয়ে এলাম।

হঠাৎ দেখা গেল একটি বন্যহস্তী এগিয়ে আসছে, অমনি সেই স্ত্রীলোক ভয়ে বালকটিকে ফেলে দৌড়ে পালিয়ে গেল। আমি কাছের লতাগুল্মের মধ্যে প্রবেশ করে কী হয় দেখার প্রতীক্ষায় রইলাম। গজরাজ সেই পড়ে থাকা বালকটিকে একগুচ্ছ পল্লবের মতো শুঁড়ে করে তুলে ধরা মাত্র এক সিংহ মহাগর্জনে আক্রমণের ইচ্ছায় ধেয়ে এল- ভীত হস্তী বালকটিকে উপরের দিকে ছুঁড়ে দেওয়ায় সে পড়ে যেতে লাগল—উঁচুডালে বসেছিল এক বানর—পাকাফল ভেবে সে পড়ন্ত শিশুটিকে ধরে ফেলল—কিন্তু পাকা ফল নয় দেখে তাকে দুই ডালের মধ্যে রেখে দিয়ে চলে গেল। দেহ শক্ত হওয়ায় ও আয়ু থাকার ফলে বালকটি রক্ষা পেয়ে গেল। সিংহ হাতিকে মেরে ফেলে চলে যাওয়ার পর আমি লতাকুঞ্জ থেকে বেরিয়ে এলাম। সেই তেজস্বী শিশুকে বৃক্ষ থেকে নামিয়ে দূর বনে সেই ধাত্রীর অনুসন্ধান করলাম, কিন্তু না পেয়ে গুরুর কাছে সব জানালাম। তাঁর আদেশেই আপনার কাছে এনেছি।'

দুর্ভাগ্যবশত বন্ধুদের একই সময়ে বিপদ ঘটেছে জেনে রাজা খুবই আশ্চর্য হয়ে রত্নোদ্ভবের কি হলো—একথা চিন্তা করে খুবই উদ্বেগবোধ করতে লাগলেন—তার পুত্রের নাম দিলেন পুষ্পোদ্ভব—কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রকে সুশ্রুতের হাতে সমর্পণ করলেন লালনপালনের জন্যে।

আরেকদিন আরেক বালককে ক্রোড়ে নিয়ে বসুমতী স্বামীর কাছে এলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—'একে কোথায় পেলে?' দেবী বললেন 'গতরাত্রে স্বর্গ-বাসিনী এক ললনা নিদ্রিত আমাকে জাগিয়ে কুমারকে আমার সামনে রেখে বিনীত-ভাবে বললেন—দেবি আপনার মন্ত্রী ধর্মপালের পুত্র কামপালের পত্নী আমি। নাম তারাবলী, যক্ষ মণিভদ্রের কন্যা। আমার এই পুত্রকে যক্ষরাজ কুবেরের অনুমতি

অনুসারে সমুদ্রবেষ্টিত পৃথিবীর ভাবী অধিশ্বর আপনার মহাযশস্বী পুত্র রাজবাহনের পরিচর্যার জন্যে এনেছি। আপনি এই কামদেবতুল্য রূপবান বালককে প্রতিপালন করুন।—একথা শুনে আমি খুবই বিস্মিত হলাম। স্বাগত ভাষণের পর সবিস্ময়ে তাঁকে সম্মানিত করলে সেই সুনয়না যক্ষিণী অন্তর্হিত হলো।'

কামপালের সংগে যক্ষকন্যার মিলনের কথা জেনে রাজাও খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তার আত্মীয় সুমিত্রকে ডেকে সব বৃত্তান্ত জানিয়ে ভ্রাতুষ্পুত্রের দায়িত্ব তার হাতেই অর্পণ করলেন—এই পুত্রের নাম হলো 'অর্থপাল'।

পরদিন বামদেবের আশ্রমবাসী এক ব্রাহ্মণ-শিষ্য এক কুসুমসুকুমার বালককে নরপতির কাছে এনে দিলেন। এই কুমার যেন দেবার্চনার লব্ধ ফল রূপে যেন কামদেবকেও পরাজিত করেছে। ব্রাহ্মণ বললেন, 'দেব, আমি তীর্থযাত্রা কালে কাবেরী নদী তীরে এসে দেখলাম এক বৃদ্ধা নারী কুঞ্চিত কেশ এক বালককে কোলে করে কাঁদছে। বললাম—হে বৃদ্ধে, তুমি কে ? এই শিশুটি কার সন্তান, কেন এই অরণ্যে এসেছ ? তোমার দুঃখেরই বা কারণ কি ?" সে দুহাতে অশ্রু মুছে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করল এই ভেবে যে আমি হয়তো তার শোকের কারণ দূর করতে পারি। তারপর বলল—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, মহারাজ রাজহংসের মন্ত্রী সিতবর্মার কনিষ্ঠ পুত্র সত্যবর্মা তীর্থযাত্রার ইচ্ছায় এই স্থানে এসেছিলেন ; তিনি প্রথমে কালী নামে এক ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করেন ; তিনি নিঃসন্তান হওয়ায় তারই গৌরবর্ণা ভগিনী গৌরীকে বিবাহ করার পর তার গর্ভে এক পুত্র লাভ করেন, কালী ঈর্ষান্বিত হয়ে একদিন এই শিশুটিকে কোন ছলে নদীতে ফেলে দিল। আমি তাড়াতাড়ি এসে এক হাতে ছেলেটিকে তুলে ধরে অন্য হাতে সাঁতার দিতে লাগলাম। স্রোতে ভেসে আসা একটি গাছের ডাল দেখতে পেয়ে তার উপর শিশুটিকে রেখে নিজে খরস্রোতে ভাসতে লাগলাম। কিন্তু সেই শাখায় লগ্ন কালসর্প যখন আমাকে দংশন করেছে এমন সময় অবলম্বন শাখাটি এই তীরে এসে লেগেছে, কিন্তু বিষের তাড়নায় আমি মারা গেলে অরণ্যে এই শিশুটির কোন আশ্রয় থাকবে না। এই ভেবেই কাঁদছি। তারপর দারুণ বিষের তীব্র যাতনায় অঙ্গ অবশ হওয়ায় সে ভূতলে পড়ে গেল। আমি দয়ার্দ্র চিত্তে মন্ত্রবলে তার বিষের যাতনা দূর করতে চেষ্টা করলাম কিন্তু না পেরে কাছের লতাকুঞ্জে গেলাম বিশেষ ওষধি খুঁজে বার করার জন্যে। ফিরে এসে দেখলাম তার মৃত্যু ঘটেছে। তখন মৃতদেহের অগ্নি সংস্কার করে শোকাকুল চিত্তে নিরাশ্রয় বালকটিকে নিয়ে এলাম কিন্তু সত্যবর্মার পিতৃর গ্রামের নাম না শোনায় তা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব বুঝতে পেরে আপনার কাছেই আনলাম, ভাবলাম আপনার মন্ত্রীর পুত্রকে আপনিই পালন করবেন।' রাজাও তার নিবাস সম্বন্ধে অনিশ্চিত ছিলেন। অতএব দুঃখিত অন্তরে মন্ত্রী সুমতিকে ডেকে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রকে তার হাতে সমর্পণ করলেন। এই শিশুর নাম হলো 'সোমদত্ত'। সুমতিও ভ্রাতার কথা ভেবে তাকে বিশেষভাবে পালন করতে লাগল।

এইভাবে রাজবাহন সমস্ত কুমারদের সঙ্গে কখন হস্তীতে আরোহণ কখন অশ্বে আরোহণ ইত্যাদি বাল্যখেলায় কালযাপন করতেন। পরে তাঁদের চূড়াকরণ উপনয়ন ইত্যাদি সংস্কার সম্পন্ন হয়েছিল।

ক্রমে কুমারেরা শিক্ষকের কাছে বহুরকমের লিপিজ্ঞান, বিভিন্ন ভাষা, ষড়ঙ্গবেদ, কাব্য-নাটক, আখ্যায়িকা, ইতিহাস, উপাখ্যান, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়ে স্মৃতি-শব্দ-জ্যোতিষ-

তর্কবিদ্যা-মীমাংসা ইত্যাদি জ্ঞানের নানা শাখায় শিক্ষিত হলেন। কৌটিল্য কামন্দীয় প্রমুখ নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করলেন, বীণা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রে, সংগীত ও সাহিত্যে, মণিমন্ত্রৌষধির দ্বারা মায়া বিস্তারে কুশলতা অর্জন করলেন। হস্তী, অশ্ব ইত্যাদি বাহনে আরোহণ পটুত্ব, নানা অস্ত্র প্রয়োগে চাতুর্য, চৌর্যবিদ্যা, পাশাখেলা ইত্যাদি প্রতারণা ব্যাপারে বিচক্ষণতা অর্জন করলেন।[৮] এইভাবে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী, যৌবনদীপ্ত, কর্তব্যে নিরলস কুমারদের দেখে রাজা রাজহংস আনন্দের সংগে ভাবলেন—'আমি শত্রুদের কাছে অজেয় হলাম।'

॥ শ্রীদণ্ডী বিরচিত দশকুমারচরিতে 'কুমারোৎপত্তি' নামে প্রথম উচ্ছ্বাস সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস × × × × × × × × × × × ×

একদিন মহারাজ রাজহংস বসে আছেন, তাঁর চারদিকে রয়েছেন সহোদরের মতো কুমারেরা। সকলেই কামদেবতুল্য সুন্দর, কার্তিকেয়ের চেয়েও সাহসী, সুকুমার, করতলে ধ্বজ-ছত্র-বজ্রের চিহ্ন অঙ্কিত। এমন সময় ঋষি বামদেব সেখানে উপস্থিত হলেন। অবনতশিরে রাজা তাঁকে পরিচর্যা করার পর ভাবী শত্রুজয়ী রাজবাহন ও অন্য কুমারেরা মহর্ষিকে প্রণামের সময় তাদের কেশরাজি ঋষির চরণ-স্পর্শ করল। মহর্ষি গাঢ় আলিঙ্গনের পর সংক্ষিপ্ত অথচ সত্য বাক্যে তাদের আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন, 'মহারাজ, আপনার পুত্র আপনার আকাঙ্ক্ষিত ফলস্বরূপ পরম সৌন্দর্যময় তারুণ্য লাভ করেছে, মিত্রদের প্রীতিভাজন হয়েছে। সহচরদের সংগে দিগ্বিজয়ের এখনই যথার্থ সময়। এখন সে কষ্টসহিষ্ণুও হয়েছে, সুতরাং রাজবাহনের দিগ্বিজয় যাত্রার ব্যবস্থা করুন।'

রামচন্দ্রের মতো অস্ত্রনিপুণ, ক্রোধে শত্রুজয়ী, বায়ুর চেয়েও বেগবানে, রাজহংসের মনে আবার দেখা দিল উন্নতির আশা। অপহারবর্মা ও অন্য কুমারদের রাজবাহনের সহচর নিযুক্ত করে, কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়ে শুভ মুহূর্তে সদলবলে কুমারদের দিগ্বিজয়ের জন্যে বিদায় দিলেন।

রাজবাহন শুভ লক্ষণ দেখে অগ্রসর হলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর তাঁরা বিন্ধ্যারণ্যে এমন এক ব্যক্তির দেখা পেলেন যার লৌহকঠিন শরীরে বহু অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন। ব্রাহ্মণোপযোগী যজ্ঞোপবীত থাকলেও দেহে অস্ত্রের চিহ্ন থাকায় ব্যাধ বলে মনে হতে পারে। সে এসে রাজবাহনকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করলে রাজবাহন প্রশ্ন করলেন, 'মহাশয়, এই হিংস্র প্রাণী সঙ্কুল বিন্ধ্যপর্বতের ভীষণ অরণ্যে আপনি একা কিজন্যে আছেন? আপনার স্কন্ধলগ্ন উপবীত আপনাকে ব্রাহ্মণ রূপে চিহ্নিত করলেও দেহের অস্ত্রচিহ্ন থেকে কিরাত বলে মনে হচ্ছে। ব্যাপার কি বলুন তো?

সে ব্যক্তি ভাবল—এই তেজস্বী ব্যক্তি নিশ্চয় সাধারণ মানুষ নন। তারপর তাঁর এক বয়স্যের কাছ থেকে নাম ও বংশ পরিচয় জেনে তাঁকে নিজের বৃত্তান্ত বলতে লাগল—'এই অরণ্যে নিকৃষ্ট ধরনের কিছু ব্রাহ্মণ বাস করে, তারা বেদপাঠ পরিত্যাগ করেছে, কুলাচার, সত্য ও শৌচাদি ধর্মকর্ম বাদ দিয়ে ম্লেচ্ছদের সংস্পর্শে পাপে লিপ্ত

হয়ে তাদেরই অন্ন গ্রহণ করে ; নিন্দনীয় চরিত্র এই রকম একব্যক্তিরই সন্তান আমি, নাম মাতঙ্গ। কিরাতদের সংগে লোকালয়ে প্রবেশ করে গ্রামের ধনীদের স্ত্রী-পুত্রসহ এই বনে এনে বেঁধে রেখে তাদের সর্বস্ব অপহরণ করতাম নিষ্ঠুরভাবে। তারপর উন্মত্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতাম।

একদিন সহচরেরা এক ব্রাহ্মণকে হত্যা করতে উদ্যত হলে আমার খুবই দয়া হলো। তাদের বললাম, 'ওরে পাপিষ্ঠরা, ব্রাহ্মণকে মারিস না।' তারা চক্ষু রক্তবর্ণ করে আমাকে নানাভাবে তিরস্কার করল। তাদের কথা সহ্য করতে না পেরে ব্রাহ্মণের জীবন রক্ষার জন্যে অনেকক্ষণ যুদ্ধ করলাম, কিন্তু তাদের মিলিত আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হলাম।

আমাকে যমপুরীতে আনা হলো—দেখলাম দেহধারী পুরুষবেষ্টিত সভার মধ্যে রত্নসিংহাসনে আসীন যমরাজ, তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি আমাকে দেখে চিত্রগুপ্তকে ডেকে বললেন, 'মন্ত্রী. এই ব্যক্তির মৃত্যুর সময় হয় নি, মন্দচরিত্রের হলেও এ ব্রাহ্মণের জীবন রক্ষার জন্যে প্রাণত্যাগ করেছে। এখন থেকে এর পাপ দূর হয়ে গেল, এবার ধর্মে মতি হবে। এখানে পাপিষ্ঠরা যে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে তা দেখে এই ব্যক্তি আবার পূর্বদেহ লাভ করুক।'

চিত্রগুপ্ত[১] আমাকে নরকের দৃশ্যগুলি দেখিয়ে পুণ্যের উপদেশ দিয়ে বিদায় দিলেন। দেখলাম—নরকে পাপীদের উত্তপ্ত লৌহস্তম্ভে বাঁধা হচ্ছে, ফুটন্ত তেলের কড়ায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে, লগুড়ের আঘাতে শরীর চূর্ণ করা হচ্ছে—ধারাল শাবল দিয়ে দেহের মাংস কেটে ফেলা হচ্ছে—এই রকম আরও অনেক শাস্তি!

আমি ফিরে এসে পূর্বদেহ প্রাপ্ত হলাম। জ্ঞান হলে দেখলাম সেই অরণ্যেই আছি, যে-ব্রাহ্মণকে রক্ষার জন্যে প্রাণ দিয়েছিলাম, তিনি আমাকে শিলাতলে শুইয়ে জলসেচন ও শুশ্রূষার পর পরীক্ষা করছেন দেহে প্রাণ আছে কি-না। জীবিত আছি জেনে আমার আত্মীয়েরা এসে গৃহে নিয়ে গেল, ক্ষতস্থানগুলিতে ঔষধ দিয়ে আমাকে সুস্থ করে তুলল।

সেই কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ আমার অক্ষর পরিচয় করালেন, নানা শাস্ত্র পড়িয়ে পাপনাশের হেতু সদাচার বিষয়ে উপদেশ দিলেন, জ্ঞান চক্ষুতে যাঁকে উপলব্ধি করা যায়, সেই চন্দ্রচূড় মহাদেবের পূজার বিধান শিখিয়ে আমার বন্দনা গ্রহণ করে বিদায় নিলেন।

আমি তখন থেকে কিরাতদের সংগ ত্যাগ করে ভগবান মহাদেবের ধ্যানে পবিত্রভাবে এই অরণ্যে বাস করছি।

রাজপুত্র, আপনাকে বলার কিছু গোপন বিষয় আছে, এইদিকে আসুন।'

বয়স্যদের কাছ থেকে রাজবাহনকে দূরে নিয়ে গিয়ে সে গোপনে বলতে লাগল—'রাজপুত্র, গতরাত্রি শেষে প্রসন্নকান্তি মহাদেব স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছেন—মাতঙ্গ, দণ্ডকারণ্যের[৩] মধ্যে প্রবাহিত নদীর তীরে একটি স্ফটিকময় শিবলিঙ্গ আছে। সিদ্ধ প্রমুখ দেবযোনিরা এঁর আরাধনা করেন। এই লিঙ্গের পশ্চাতে আছে ব্রহ্মার মুখবিবরের তুল্য এক গর্ত ; কাছেই আছে পার্বতীর পদচিহ্ন-লাঞ্ছিত এক পাথর। সেই গর্তে প্রবেশ করলে বিধাতার আদেশের মতো অব্যর্থ এক তাম্রশাসন[৪] দেখতে পাবে, তাতে লিখিত উপায় অবলম্বন করলে তুমি পাতালের অধীশ্বর হবে। আজ বা কাল এখানে এক রাজপুত্র আসবেন, তিনিই তোমাকে সাহায্য করবেন।

দেবতার আদেশ অনুসারে আপনারআগমন ঘটেছে অতএব পাতালের আধিপত্যের জন্যে আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থী। রাজবাহন প্রতিশ্রুতি দিলেন। মাতঙ্গ প্রণাম করে চলে গেল। তারপর রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে রাজবাহন নিদ্রিত বন্ধুদের পরিত্যাগ করে মাতঙ্গের সঙ্গে বনান্তর চলে গেলেন।

প্রভাতে সহচরেরা রাজকুমারকে না দেখে বিষণ্ণ মনে সমস্ত বনাঞ্চলে তাঁকে অন্বেষণ করে ব্যর্থ হলো। এবার তাঁর সন্ধানে বিভিন্ন দেশে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। একটি মিলনস্থান নির্দিষ্ট করে তারা পরস্পরের কাছে বিদায় নিয়ে বিভিন্ন দিকে চলে গেল।

পৃথিবীর অদ্বিতীয় বীর রাজবাহনের দ্বারা রক্ষিত হয়ে মাতঙ্গ হৃষ্টমনে মহাদেব কথিত চিহ্ন দেখে নির্ভয়ে গর্তে এসে প্রবেশ করল। তাম্রশাসনটি নিয়ে সেই পথে পাতালে এসে এক নগরের ক্রীড়া-কাননে পদ্মসরোবরের তীরে উপস্থিত হলো। দেবতার আদেশমত ঘৃত দ্বারা হোম করার পর সেই প্রজ্বলিত হোমাগ্নিতে মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে নিজের শরীর আহুতি দিয়ে মাতঙ্গ লাভ করল বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল কান্তিময় দেহ।

তখন রত্নালংকারে ভূষিত এক নারীরত্ন সখিদের সঙ্গে বিনীতভাবে এগিয়ে এলেন— ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মাতঙ্গকে উপহার দিলেন একটি উজ্জ্বল রত্ন।

মাতঙ্গ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কে?' কলস্বরে উত্তর দিলেন সেই রমণী, 'দ্বিজোত্তম, আমি অসুররাজের কন্যা, নাম কালিন্দী। আমার পিতা এই পাতালের অধীশ্বর ছিলেন। যুদ্ধে তিনি দেবতাদের পরাজিত করায় বিষ্ণু তাঁর পরাক্রম সহ্য করতে না পেরে তাঁকে নিহত করেন। আমাকে শোকে অভিভূত দেখে এক করুণাময় সিদ্ধ তাপস বলেছিলেন, 'দুঃখ কোরো না, এক দিব্য দেহধারী মানব তোমার স্বামী-রূপে সমগ্র পাতালরাজ্য পালন করবে। তাঁর আদেশের পর চাতকী যেমন মেঘের শব্দে বর্ষার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে, আমিও তেমনিভাবে আপনার প্রতীক্ষায় আছি। আপনার আগমনের কথা জেনে অমাত্যদের অনুমতি নিয়ে অনুরক্ত চিত্তে আপনার কাছে এসেছি। এই রাজ্যের রাজলক্ষ্মীকে বরণ করে আমাকে তাঁর সপত্নীরূপে গ্রহণ করুন।'

মাতঙ্গও রাজবাহনের অনুমতি নিয়ে সেই তরুণীকে বিবাহ করল। নারীরত্ন লাভের জন্যে সন্তুষ্ট চিত্তে সমগ্র রসাতলের অধীশ্বর রূপে আনন্দে বাস করতে লাগল। এখন রাজবাহন পৃথিবীতে ফিরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, কারণ বয়স্যদের অজ্ঞাতে তিনি মাতঙ্গের সঙ্গে চলে এসেছিলেন। কালিন্দীপ্রদত্ত ক্ষুৎপিপাসাহারী মণিটি মাতঙ্গ রাজবাহনকে সাহায্যের জন্যে সন্তুষ্ট হয়ে উপহার দিল। কিছু পথ তাঁর সঙ্গে আসার পর মাতঙ্গকে বিদায় দিয়ে রাজবাহন সেই গর্তমুখ দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

কিন্তু ফিরে এসে সেখানে আর বন্ধুদের দেখতে পেলেন না, ফলে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করতে লাগলেন; অবশেষে উপস্থিত হলেন এক জনপদের প্রান্তবর্তী এক উদ্যানে। সেখানে বিশ্রামের ইচ্ছায় অপেক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন—একজন এক রমণীর সঙ্গে দোলায়* চড়ে এসেছে—সঙ্গে পরিজনেরা আছে। হঠাৎ তাঁকে দেখে সেই ব্যক্তি আনন্দের সঙ্গে বলে উঠল, 'এইতো আমাদের প্রভু রাজবাহন; যিনি নির্মল যশের আধার, চন্দ্রবংশের অলংকার! সৌভাগ্যবশে এঁর দেখা পেয়ে আজ আমার দৃষ্টি উৎসবের আনন্দ লাভ করল।' এই বলে তাড়াতাড়ি দোলা থেকে নেমে রাজবাহনের দিকে

অগ্রসর হলেন, রাজবাহনও এগিয়ে এসেছিলেন। তার মাথার পুষ্পমাল্য রাজবাহনের চরণ স্পর্শ করল। আনন্দাশ্রুপূর্ণ রাজবাহনও পুলকিত দেহে তাঁকে গাঢ় আলিঙ্গন করে বললেন, 'আরে, এ যে সোমদত্ত!'

তাঁরা এক নাগেকেশরের ছায়ায় এসে বসলেন। রাজবাহন সস্নেহে বললেন, 'সখা, এতদিন কোথায় কিভাবে ছিলে? এখন কোথায় যাচ্ছ? এই তরুণীই বা কে? কি করে এইসব পরিচারক সংগ্রহ করলে? সোমদত্ত এখন নিশ্চিন্ত হয়ে করজোড়ে নিজের কাহিনী বিবৃত করতে লাগল।

॥ শ্রীদণ্ডী-বিরচিত দশকুমারচরিতে 'দ্বিজোপকৃতি' নামে দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × × তৃতীয় উচ্ছ্বাস × × × × × × × × × × × × ×

দেব, আপনার চরণসেবার অভিলাষে ভ্রমণ করতে করতে উপস্থিত হলাম এক বনভূমিতে, পিপাসার্ত হওয়ায় লতা-পরিবৃত নদের শীতল জল পান করতে গিয়ে তার ভিতরে দেখতে পেলাম এক উজ্জ্বল রত্ন। সেই রত্নটি নিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর সূর্যের খরতাপে আর অগ্রসর হতে অক্ষম হয়ে পড়লাম। তখন ঐ বনেই এক দেবালয়ে প্রবেশ করে দেখলাম মলিন বদন বৃদ্ধ এক ব্রাহ্মণকে, সঙ্গে তাঁর বহু সন্তান। দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে কুশল প্রশ্ন করলাম।

আশান্বিত হয়ে সেই দারিদ্র্যে মলিনমুখ ব্রাহ্মণ বললেন, 'মহাশয়, এই মাতৃহীন সন্তানদের নানাভাবে রক্ষা করে এখন এই কুস্থানে এসে পেঁছেছি। ভিক্ষালব্ধ অন্ন-মাত্র এদের দিয়ে এই শিবমন্দিরে বাস করছি।' আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্রাহ্মণ, (নিকটে অবস্থিত) এই সৈন্য শিবিরের অধিপতি কোন দেশের রাজা? তাঁর নাম কি? এখানে এঁর আসার কারণই বা কি?'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'ইনি লাটদেশের রাজা, নাম মত্তকাল। এই দেশের রাজা বীরকেতুর কন্যা বামলোচনা তরুণীরত্নস্বরূপা। তাঁর রূপ লাবণ্যের খ্যাতি শুনে মত্তকাল তাঁকে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু বীরকেতু এই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করায় মত্তকাল রাজধানী পাটলী নগরী অবরোধ করেন। ভীত বীরকেতু উপঢৌকন রূপে কন্যাকে মত্তকালের কাছে সমর্পণ করেন। ঐ তরুণীকে লাভ করে আনন্দিত চিত্তে লাটপতি নিজ রাজধানীতে গিয়ে এঁকে বিবাহ করবেন স্থির করলেন। দেশের দিকে যাত্রা করে এখন মৃগয়ার প্রতি আগ্রহী হয়ে এই বনে সৈন্যশিবির স্থাপন করেছেন।

কন্যার সহচর রূপে প্রেরিত মানগর্বী মন্ত্রী মানপালও চতুরঙ্গ বাহিনীসহ অন্যত্র শিবির রচনা করেছিলেন। নিজপ্রভুর অবমাননায় ক্লিষ্টমনে মত্তকালের সৈন্যদের মধ্যে ভেদনীতি প্রয়োগ করলেন।'

এই ব্রাহ্মণ বহু সন্তানের জনক, বিদ্বান ও বৃদ্ধ, অতএব দানযোগ্য এই ভেবে করুণার্দ্রচিত্তে তাকে রত্নটি দান করলাম। পরম আহ্লাদে তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। অনেক আশীর্বাদ করে তিনি চলে গেলেন। পথশ্রমে ক্লান্ত হওয়ায় আমিও সেখানে নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লাম।

তারপর হঠাৎ জেগে উঠে দেখলাম, পিছমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় সেই ব্রাহ্মণ এগিয়ে

আসছে সঙ্গে বহু খড়্গাধারী পুরুষ, ব্রাহ্মণের দেহে কশাঘাতের চিহ্ন। আমাকে দেখিয়ে বললেন—'এই সেই দস্যু'।[১] রাজভৃত্যরা তখন ব্রাহ্মণকে ছেড়ে আমাকে রজ্জু দিয়ে দৃঢ় ভাবে বেঁধে কারাগারে নিয়ে এল—'এরাই তোমার বন্ধু' এই বলে সেখানে কয়েকজন শৃঙ্খলাবদ্ধ পুরুষের সঙ্গে আমাকেও শৃঙ্খলিত করে রেখে দিল।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় আমি নিরাশ হয়ে ক্লিষ্ট মনে বললাম, 'হে বীর্যবান পুরুষেরা, কিজন্যে আপনারা দুঃসহ কারাবাসের দুঃখ ভোগ করছেন? কেনই বা আপনাদের আমার বন্ধু হিসাবে নির্দিষ্ট করা হলো?' আমাকে সেই অবস্থায় দেখে ব্রাহ্মণের কাছ থেকে লাটপতির যে-বৃত্তান্ত আমি শুনেছিলাম তা বিবৃত করে চৌরবীরেরা বলল, 'মহাশয়, আমরা বীরকেতুর মন্ত্রী মানপালের ভৃত্য। তাঁর আজ্ঞায় লাটপতিকে হত্যা করার জন্যে রাত্রে সুড়ঙ্গপথে কক্ষে প্রবেশ করলাম। রাজাকে দেখতে না পেয়ে বিষণ্ণচিত্তে বহু ধন অপহরণ করে মহারণ্যে প্রবেশ করলাম।

পরদিন রাজার অনুচরেরা আমাদের খুঁজে পেয়ে সকলকে ঘিরে ফেলে শক্ত করে বেঁধে ফেলল; তারপর রাজার কাছে এনে সমস্ত হৃতধন উদ্ধারের সময় বহুমূল্য একটি রত্ন না পাওয়ায় সেই রত্নটি গ্রহণের জন্যে ও হত্যা করার জন্যে আমাদের শৃঙ্খলিত করা হয়েছে।' সেই রত্নটির বিষয় ও প্রাপ্তিস্থানের কথা শুনে বুঝতে পারলাম যে ওইটি সেই ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত রত্ন। তখন ব্রাহ্মণকে দানের জন্য আমার দুরবস্থার কথা, নিজের নাম ও পরিচয়, আপনার অন্বেষণের জন্যে, ভ্রমরের কথা প্রকাশ করে সময়োচিত আলাপে তাদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করলাম।

তারপর অর্ধরাত্রে তাদের ও আমার বন্ধন ছিন্ন করে ফেললাম। তাদের সঙ্গে নিয়ে নিদ্রিত দ্বার-রক্ষীদের অস্ত্র সংগ্রহ করে সামনে আগত পুরোরক্ষকদের বিক্রমে অভিভূত করে মানপালের শিবিরে প্রবেশ করলাম।

মানপাল নিজের ভৃত্যদের কাছ থেকে আমার বংশ পরিচয় ও পরাক্রমের কথা শুনে আমাকে সম্মান প্রদর্শন করলেন। পরদিন মত্তকালের প্রেরিত কয়েকজন পুরুষ মানপালের কাছে এসে রূঢ় বাক্যে বলেছিল, 'মন্ত্রী, আমাদের রাজপ্রাসাদে সুড়ঙ্গ পথে এসে এই চোরেরা বহু ধন অপহরণ করে আপনার শিবিরে প্রবেশ করেছে তাদের সমর্পণ করুন নতুবা ভীষণ অনর্থের আশংকা।' সেই কথা শুনে রোষে আরক্ত চক্ষু মন্ত্রী এই বলে ভৎর্সনা করলেন—'লাটপতি কে? তার সঙ্গে বন্ধুত্বই বা কিসের? এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির সেবা করে কিই বা লাভ হবে?'' তারা মানপালের সেই বিরুদ্ধ ভাষণ মত্তকালকে সেইভাবে জানিয়ে দিল। ক্রুদ্ধ বলদর্পিত লাটপতি অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। মানী মানপাল যুদ্ধ করাই স্থির করেছিলেন, তাই সুসজ্জিত বাহিনী সহ যুদ্ধের ইচ্ছায় নিঃশংকভাবে যাত্রা করলেন। আমিও সেই মন্ত্রী মানপালকে অনুসরণ করলাম। সঙ্গে বহু অশ্বযুক্ত ও দক্ষ সারথি সমন্বিত রথ, দৃঢ় কবচ, আমার উপযুক্ত ধনু, বিবিধ বানপূর্ণ দুটি তুণীর এবং যুদ্ধের উপযোগী আরও অস্ত্রশস্ত্র। এইভাবে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হয়ে নিজ শক্তিতে বিশ্বাসহেতু শত্রু-জয়াভিলাষী সেই মন্ত্রীকে অনুসরণ করেছিলাম।

পরস্পর শত্রুতাহেতু তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। দুই পক্ষের সৈন্যদের অতিক্রম করে, বাহুবল গর্বে উদ্দীপিত হয়ে শত্রুদের অঙ্গে বাণ নিক্ষেপ করে প্রহার করতে লাগলাম। তারপর অতি বেগবান অশ্ব-বিশিষ্ট আমার রথ কাছে নিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম

শত্রুর রথে, ও তার শিরশ্ছেদ করলাম। মত্তকালের পতনের পরে অবশিষ্ট সৈন্যরা পলায়ন করতে লাগল। তখন মন্ত্রী মানপাল শত্রুদের হস্তী, অস্ত্র ও নানাবিধ দ্রব্য গ্রহণ করে পরমানন্দে আমাকে নানারূপে সম্মানিত করলেন। রাজা বীরকেতু মানপালের প্রেরিত অনুচরদের কাছ থেকে সব বৃত্তান্ত শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। আমার পরাক্রমে বিস্মিত হয়ে মন্ত্রী ও বন্ধুদের অনুমতি অনুসারে শুভদিনে নিজ কন্যাকে আমার হস্তে প্রদান করলেন।

যৌবরাজ্যে আমার অভিষেক হলো! রাজার মন সন্তুষ্ট রেখে বামলোচনা রাজকন্যার সঙ্গে নানাবিধ সুখ অনুভব করলেও আপনার বিরহ বেদনায় কাতর চিত্তে দিন কাটাতে লাগলাম। কোন সিদ্ধ পুরুষের আদেশানুসারে বন্ধুর দর্শনলাভের আশায় মহাকাল মন্দির-নিবাসী মহাদেবের আরাধনার উদ্দেশ্যে আজ পত্নীসহ এখানে উপস্থিত হয়েছি। ভক্তবৎসল গৌরীপতির করুণায় আপনার চরণকমল দর্শনের আনন্দ লাভ করলাম।'

এই কাহিনী শুনে রাজবাহন সোমদত্তের বীরত্বের প্রশংসা করলেন, নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও কারাদণ্ড ভোগ করার জন্য অদৃষ্টকে দায়ী করে ক্রমশঃ নিজের কথা বলার উপক্রম করলেন। এই সময়েই সামনে দেখতে পেলেন পুষ্পোদ্ভবকে। পুষ্পোদ্ভব সসম্ভ্রমে নিজ ললাটে রাজবাহনের চরণাঙ্গুলি স্পর্শ করিয়ে করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাজবাহন তাঁকে গভীর আলিঙ্গন করলেন। আনন্দাশ্রুতে তাঁর চক্ষু বিকশিত হয়ে উঠল, তিনি বললেন - 'সৌম্য সোমদত্ত, এই সেই পুষ্পোদ্ভব।'

এই বলে পুষ্পোদ্ভবের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। এতদিনের বিরহ-দুঃখ ভুলে তাঁরাও পরস্পরের আলিঙ্গন সুখ অনুভব করলেন। তারপর সেই বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করে রাজবাহন সহাস্যে বললেন, 'বন্ধু, তোমরা জেগে উঠে আমার কাজে বাধা দিতে পার এই ভেবে নিদ্রিত অবস্থায় তোমাদের পরিত্যাগ করে ব্রাহ্মণের কার্য সম্পাদনের ইচ্ছায় প্রস্থান করেছিলাম। তারপর মিত্ররা সব জাগরিত হয়ে কি স্থির করে আমার অন্বেষণের জন্য কোথায় যাত্রা করেছিল,তুমিই বা একাকী কোথায় গিয়েছিলে?' তখন পুষ্পোদ্ভব ললাটে অঞ্জলি স্পর্শ করে সবিনয়ে বলতে লাগলেন।

॥ শ্রীদণ্ডী বিরচিত দশকুমারচরিতে 'সোমদত্তচরিত' নামক তৃতীয় উচ্ছ্বাস সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × চতুর্থ উচ্ছ্বাস × × × × × × × × × × × × ×

দেব, ব্রাহ্মণের উপকারের জন্যই আপনি গেছেন, এ-সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও আপনার গন্তব্য স্থান নির্ণয় করতে পারল না ; তখন বয়স্যারা পরস্পর বিদায় নিয়ে আপনার অন্বেষণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দিকে যাত্রা করল। আমিও আপনার জন্যে পৃথিবী পর্যটন করতে লাগলাম। একসময় মধ্যাহ্নসূর্যের প্রখর তাপ সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে এক পর্বতের কাছে বৃক্ষের ছায়া শীতল তলদেশে কিছুক্ষণ বসে রইলাম।

হঠাৎ সামনে দেখলাম কচ্ছপাকৃতি এক মানুষের ছায়া—সূর্য আকাশের মধ্যস্থানে থাকায় ছায়াটি খুবই সংকুচিত দেখাচ্ছিল। উপর দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখতে পেলাম এক ব্যক্তি মহাবেগে আকাশ থেকে পড়ে যাচ্ছে। দয়ার্দ্র চিত্তে তাকে ধরে ফেললাম ভূতলে পড়ার কিছু আগেই। ধীরে ধীরে তাকে শুইয়ে দিলাম। খুব উঁচু থেকে পড়ার ফলে

তার সংজ্ঞা লোপ পেয়েছিল। জলসেক ও অন্যান্য শীতল প্রক্রিয়াতে জ্ঞান ফিরিয়ে আনলাম। অতিদুঃখে তার দৃষ্টি বাষ্পাকুল হয়ে উঠল। আমি তাকে পতনের কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। সে অশ্রু মুছে বলল, 'সৌম্য, আমি মগধরাজের অমাত্য পদ্মোদ্ভবের পুত্র রত্নোদ্ভব। বাণিজ্যের জন্যে কালযবন দ্বীপে উপস্থিত হয়ে এক বণিক কন্যাকে বিবাহ করেছিলাম।

তাকে সংগে নিয়ে সমুদ্র পথে ফিরে আসার সময় তীরের অনতিদূরে জলযানটি ভগ্ন হওয়ায় সকলে নিমজ্জিত হলো। দৈবাৎ আমি তীরে পৌঁছলাম, কিন্তু পত্নীর বিয়োগে দুঃখসাগরে ভাসতে লাগলাম। অবশেষে এক সিদ্ধ তাপসের কথামতো কোনমতে ষোল বৎসর অতিক্রম করলাম, কিন্তু তখনও দুর্ভাগ্যের শেষ না হওয়ায় জীবনে হতাশ হয়ে পর্বত থেকে ঝাঁপ দিলাম।'

পুষ্পোদ্ভব বলতে লাগল 'আমি ঠিক সেই সময়েই এক নারীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, সিদ্ধ পুরুষ কর্তৃক কথিত পতি ও পুত্রের সংগে মিলনের দিনে বিরহ সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে অগ্নিতে জীবন বিসর্জন দিতে যাচ্ছ, এ-কাজ উচিত নয়।'

আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে-ব্যক্তি পর্বত থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন তিনি আমার পিতা। তাঁকে বললাম, 'বাবা, আপনাকে বহু কথা বলার আছে, পরে সব জানাব। এখন এই নারীর কণ্ঠস্বরকে উপেক্ষা করা চলে না। কিছুক্ষণ আপনি এখানে অপেক্ষা করুন।'

তারপর আমি দ্রুতবেগে সেইদিকে গেলাম। দেখলাম—এক নারী কৃতাঞ্জলি হয়ে ভয়ংকর জ্বালাময় অগ্নিতে ঝাঁপ দেওয়ার উপক্রম করছে, সসম্ভ্রমে আমি তাঁকে সরিয়ে এনে নিষেধকারিণী বৃদ্ধাকে সংগে নিয়ে পিতার কাছে উপস্থিত করলাম। বৃদ্ধাকে বললাম—'বৃদ্ধে, তোমরা কোথা থেকে এসেছ। এই অরণ্যে কেনই বা তোমরা এই দুরবস্থা ভোগ করছ বল?' সে দুঃখে জড়িত স্বরে বলল—'পুত্র, ইনি কালযবন দ্বীপের অধিবাসী কালগুপ্ত নামে বণিকের কন্যা, নাম সুবৃত্তা। স্বামী রত্নোদ্ভবের সংগে আসার সময় জলযান সমুদ্রে নিমজ্জিত হলে, আমি এঁর ধাত্রী, আমি দৈবাৎ এক কাষ্ঠফলক অবলম্বন করে এঁকে তীরে নিয়ে এসেছিলাম। প্রসবের সময় আসন্ন হওয়ায় অরণ্যমধ্যেই ইনি পুত্রের জন্মদান করেছিলেন। আমার দুর্ভাগ্যবশত এক বন্যহস্তী ঐ বালকটিকে নিয়ে চলে গেল। তখন ইনি আমার সংগে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। অবশেষে এক সিদ্ধ পুরুষ বললেন—ষোল বৎসর পরে তোমার সংগে স্বামী-পুত্রের মিলন হবে। এই কথায় বিশ্বাস করে পবিত্র তপোবনে এতদিন অতিবাহিত করে, সীমাহীন দুঃখ সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে আজ, প্রজ্বলিত অগ্নিতে নিজেকে আহুতি দিতে উদ্যত হয়েছেন।

এ-কথা শুনে বুঝতে পারলাম ইনিই আমার জননী। তাঁকে প্রণাম করে আমার সমস্ত বৃত্তান্ত জানালাম। ধাত্রীর কথায় পিতার চক্ষু বিস্ময়ে বিকশিত ও মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল—মাতার সংগে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটালাম। মাতা-পিতা উভয়ে উভয়কে অভিজ্ঞান দেখে চিনতে পেরে খুবই আনন্দিত হলেন। আমি তাঁদের চরণে প্রণত হলাম—আমাকে প্রচুর অশ্রুবর্ষণে অভিষিক্ত করে গাঢ় আলিঙ্গন ও শিরচুম্বনের পর তাঁরা এক বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করেছিলেন।

পিতা প্রশ্ন করলেন—'রাজহংস কীভাবে আছেন?' তখন আমি তাঁর রাজ্যচ্যুতি,

আপনার (রাজবাহনের) জন্ম, সকল কুমারদের প্রাপ্তি, আপনার দিগ্বিজয় যাত্রা, মাতঙ্গের অনুগমন ও আমাদের অন্বেষণ সমস্ত কথা বললাম। তারপর তাঁদের এক মুনির আশ্রমে রেখে আপনার অন্বেষণে ব্যস্ত হলাম। ক্রমশ বুঝতে পারলাম অর্থই সমস্ত কর্মসাধনের উপায়। যেন আপনার অনুগ্রহেই এক তপস্বীর শিষ্যগণকে আমার সাহায্যে সম্মত করে বিন্ধ্যারণ্যে প্রাচীন নগরীর ধ্বংসস্থানে এসে সিদ্ধ পুরুষ প্রদত্ত অঞ্জন[৩] ব্যবহার করে বৃক্ষের নিচে বহু ধনরত্ন পূর্ণ কলসের অবস্থানের কথা জানতে পারলাম। খনন করে সেইগুলি উত্তোলন করলাম। অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রা রাশিকৃত করে অনতিদূরে অবস্থিত আধুনিক বণিক অধ্যুষিত এক আধুনিক নগরে উপস্থিত হলাম। শক্তিশালী কতকগুলি বৃষ ও বড় আকারের থলি কিনে ফেললাম। মুদ্রাগুলি সেগুলিতে ভর্তি করে, অন্য দ্রব্য নিয়ে যাওয়ার ছলে বৃষদের দ্বারা বহন করিয়ে ঐ বণিক নগরে চলে এলাম। সেই নগরের প্রধান চন্দ্রপাল নামে এক বণিকপুত্রের সংগে বন্ধুত্ব করে তাকে সংগে নিয়ে উজ্জয়িনী নগরে উপস্থিত হলাম। পরে পিতা-মাতাকে সেখানে নিয়ে এসে চন্দ্রপালের পিতা গুণবান বন্ধুপালের সংগে মালবরাজের কাছে এলাম ; পরে তাঁর অনুমতি গ্রহণ করে গোপনে সেই নগরে বাস করতে লাগলাম।

তারপর অরণ্যে আপনার অন্বেষণে উদ্যত হলে পরম মিত্র বন্ধুপাল বললেন— 'এই অনন্ত পৃথিবীতে তোমার পক্ষে অন্বেষণ করা সম্ভব নয়। মনোকষ্ট দূর করে কিছুদিন নিঃশব্দে থাক। তোমার প্রভুর সংগে সাক্ষাতের লক্ষণস্বরূপ মাঙ্গলিক পক্ষী দেখতে পেলে তোমায় জানিয়ে দেবো।'

তাঁর কথায় আশ্বস্ত হয়ে সর্বদাই তাঁর কাছে কাছে থাকলাম। একদিন নবযৌবনবতী ইন্দুমুখী, নয়নরঞ্জিকা বালচন্দ্রিকা নামে তরুণী রত্নকে দেখতে পেলাম। তিনি যেন বণিক গৃহের লক্ষ্মী স্বরূপিণী। তাঁর লাবণ্যে চঞ্চল হয়ে কামদেবের বাণে বিদ্ধ হয়ে পড়লাম। চকিত হরিণ শিশুর মতো চঞ্চল দৃষ্টি বালচন্দ্রিকাও আমার দিকে বারংবার পুষ্পধনুর বানের মতোই কটাক্ষপাত করতে লাগলেন। নিজেও কাঁপতে লাগলেন মৃদু বায়ুতে আন্দোলিত লতার মতোই। অনুরাগ ও লজ্জায় মিশ্রিত অঙ্গভঙ্গি ও দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে তার মনোভাব আমার কাছে প্রকাশিত হয়ে গেল। গোপন হাবভাবে তাঁর অনুরাগ বুঝতে পেরে ভাবতে লাগলাম, কিভাবে আমাদের সুখ মিলন সম্ভব হবে ?

ইতিমধ্যে একদিন বন্ধুপাল পাখির কাছ থেকে আপনার গতিবিধি জানার জন্য আমাকেও সংগে নিয়ে নগর প্রান্তের উদ্যানে এসে এক বৃক্ষে উপবিষ্ট পাখির ডাক শুনতে লাগলেন। আমি উৎকণ্ঠা দূর করার জন্য উদ্যানের প্রান্তে ভ্রমণ করতে করতে সাগরের তীরে চিন্তিত-হৃদয়া, মলিনমুখী, আমার বাঞ্ছিতা বালচন্দ্রিকাকে দেখতে পেলাম। হঠাৎ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় সে ব্যস্ততার সংগে প্রেম, লজ্জা ও কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিপাত করল। সুদতী বালচন্দ্রিকার বিষণ্ণ মুখমণ্ডলে মদন দহনের রেখা দেখে তার কারণ জানবার জন্য কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'সুমুখি, সুখকমলে মলিনতার কারণ কি বল ?' সে লজ্জা ভয় বিসর্জন দিয়ে গোপন সাক্ষাৎজনিত বিশ্বাসে ধীরে ধীরে বলতে লাগল—'সৌম্য, মালবরাজ মানসার বার্ধক্যহেতু নিজপুত্র দর্পসারকে উজ্জয়িনীতে অভিষিক্ত করেছেন। দর্পসার সপ্তসমুদ্র বিস্তৃত পৃথিবী পালন করে নিজ পিতৃস্বসার অত্যাচারী পুত্রদ্বয় চণ্ডবর্মা ও দারুবর্মাকে রাজ্যশাসনে

নিযুক্ত করে তপস্যার জন্য কৈলাস পর্বতে যাত্রা করেছেন। চণ্ডবর্মা নির্বিঘ্নে রাজ্য শাসন করছিলেন কিন্তু দারুবর্মা মাতুল ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ অবহেলা করে পরস্ত্রী গ্রহণ, পরদ্রব্য অপহরণ ইত্যাদি দুষ্কর্ম করতে লাগলেন। আমি আপনার কন্দর্প তুল্য রূপে আকৃষ্টা; আমাকে দেখে কন্যা সংসর্গ দোষ অগ্রাহ্য করে বলপ্রয়োগে আমাকে উপভোগ করার চেষ্টা করছেন। এই চিন্তাই আমার বিষণ্ণতার কারণ।' আমার প্রতি তার আন্তরিক অনুরাগ ও বাসনা সিদ্ধির বিঘ্নের কথা শুনে সেই অশ্রুলোচনাকে আশ্বাস দিলাম। দারুবর্মার বিনাশের উপায় ভেবে নিয়ে প্রিয়া বালচন্দ্রিকাকে বললাম —তরুণী, তোমার প্রতি আসক্ত দুষ্টমনা এই দারুবর্মার নিধনের এক সহজ উপায় চিন্তা করেছি। তোমার সত্যভাষী আত্মীয়েরা পৌরজনদের সামনে এই কথা বলবেন যে কোন এক যক্ষ বালচন্দ্রিকাকে আশ্রয় করে বাস করছে। রূপে আকৃষ্ট হৃদয়ে যদি উপযুক্ত কোন ব্যক্তি তাকে বিবাহ করতে চায় তাহলে তাকে সেই যক্ষকে পরাজিত করার পর রতিগৃহে একমাত্র সখির সংগে উপস্থিত মৃগাক্ষী বালচন্দ্রিকার সংগে আলাপ-সুখ অনুভব করে নির্গত হতে হবে।—সিদ্ধপুরুষ এই কথা বলেছেন।

তখন দারুবর্মা যদি এই কথা শুনে ভয়ে চুপ করে থাকে তাহলে ভাল, নতুবা যদি নিজের দুর্জনতা বশত তোমার সংগে মিলিত হতে চায়, তাহলে তোমার আত্মীয়দের বলতে হবে—সৌম্য, রাজা দর্পসারের মন্ত্রী আপনার পক্ষে আমাদের গৃহে এইরকম সাহসের কাজ করা অনুচিত। পৌরজনদের সমক্ষে এই কমলনয়নাকে নিজ গৃহে নিয়ে গিয়ে যদি এঁর সঙ্গে ক্রীড়া করতে পারেন, তাহলেই এই তরুণীকে বিবাহ করে বাঞ্ছিত সুখ লাভ করতে পারবেন। সে এই কথায় স্বীকৃত হবে। তুমিও সখিবেশধারী আমাকে সঙ্গে নিয়ে তার গৃহে যাবে। আমিও কক্ষের একাংশে তাকে মুষ্টি, জানু ও পদাঘাতে নিহত করে আবার সখির বেশে তোমার সংগে নিশঙ্কভাবে বেরিয়ে আসব।

তুমি এই পন্থা স্বীকার করে নাও, লজ্জা ও ভয় দূর করে জনক-জননী ও সহোদরদের কাছে আমাদের ভালবাসার বিষয় প্রকাশ করে বিবাহের জন্যে তাঁদের অনুনয় করবে। তাঁরাও উচ্চ বংশজাত সুন্দর ধনবান যুবক আমার হস্তে তোমাকে সম্প্রদান করবেন। দারুবর্মার নিধনের উপায় জানিয়ে আমাকে তাঁদের উত্তর এনে দাও।

বালচন্দ্রিকার মুখ আধফোটা পদ্মের মতো প্রফুল্ল হয়ে উঠল। সে বলল—'মহাশয়, ক্রূরকর্মা দারুবর্মাকে আপনিই হত্যা করতে সমর্থ। সে নিহত হলে আপনার অভিলাষ সফল হবে। এইরকমই করুন আপনিও যেমন বলেছেন সেইরকই করব'—এই বলে সে বারংবার আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে চলে গেল। আমিও পক্ষীতত্ত্বজ্ঞ বন্ধুপালের কাছে এসে শুনলাম যে ত্রিশদিন পরে আমার সঙ্গে মিলন হবে। তারপর বন্ধুপাল নিজগৃহে প্রবেশ করে আমাকে বিদায় দিল।

দারুবর্মা আমার উপায়রূপ জালে আবদ্ধ হয়ে বালচন্দ্রিকাকে রতিমন্দিরে আহ্বান করল— বালচন্দ্রিকা যেতে রাজী হয়ে আমার কাছে দূতী পাঠাল। আমিও মণি-নূপুর-মেখলা-কঙ্কণ বালা-কুণ্ডল-হার-ক্ষৌমবস্ত্র-কাজল ইত্যাদি নারীর উপযোগী বেশভুষায় নিপুণভাবে সজ্জিত হয়ে প্রিয়ার সঙ্গে দারুবর্মার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হলাম।

দৌবারিক গিয়ে আমাদের আগমন-সংবাদ জানালে দারুবর্মা এসে আমার সঙ্গে বালচন্দ্রিকাকে সংকেত কক্ষে নিয়ে গেল। দ্বারের সম্মুখে সমবেত পরিজনদের ভিতরে প্রবেশ নিষেধ করে দিল। নগরের অধিবাসীরাও বহুল প্রচারিত যক্ষের কথা পরীক্ষা

করার জন্য কৌতূহলে তার গৃহসংলগ্ন প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করতে লাগল। বিবেকবুদ্ধিহীন দারুবর্মা গভীর কামনায় রত্নখচিত স্বর্ণ-পালঙ্কে কোমল শয্যার উপরে সেই তরুণীকে আসন দিল; অন্ধকার রাত্রিতে আমার পুরুষভাব বুঝতে না পেরে স্ত্রী বেশেই আমাকে দেখেছিল। বালচন্দ্রিকাকে ও আমাকে মণিময় অলঙ্কার, নানা সূক্ষ্মবস্ত্র, কস্তুরী মিশ্রিত শ্বেতচন্দন, কর্পূরসহ তাম্বুল, সুগন্ধী পুষ্প ইত্যাদি নানা রকম সুন্দর বস্তু দান করে মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য হাসিমুখে আলাপ করতে লাগল। তারপর কামান্ধতা হেতু সুমুখী বালচন্দ্রিকাকে আলিঙ্গন করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। আমি ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে সেই পালঙ্কের তলদেশে তাকে নিক্ষেপ করে মুষ্টি, জানু ও পাদপ্রহারে নিহত করলাম।

যুদ্ধের ফলে স্থানভ্রষ্ট অলঙ্কারগুলিকে যথাস্থানে স্থাপিত করে ভয়কম্পিতা, অবনতাঙ্গী বালচন্দ্রিকাকে আশ্বস্ত করলাম! তারপরে প্রাঙ্গণে এসে যেন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করে বললাম—'হায়, বালচন্দ্রিকাতে অধিষ্ঠিত ভয়ংকর আকৃতির যক্ষ দারুবর্মাকে হত্যা করেছে। দ্রুত এসে একে দেখ।' উপস্থিত পৌরজনেরা একথা শুনে সাশ্রুলোচনে হাহাকার করতে লাগল। পরস্পর বলতে লাগল—'বালচন্দ্রিকাতে আশ্রিত বলবান যক্ষের কথা শুনেও মদান্ধ দারুবর্মা একে কামনা করেছে। অতএব নিজের কাজেই নিজে নিহত হয়েছে। তারজন্য আর বিলাপ করে কি হবে?' আমিও কোলাহলের মধ্যে বালচন্দ্রিকাকে নিয়ে নিজগৃহে চলে এলাম। তারপর কয়েকদিন কেটে গেলে পৌরজনদের সামনে সিদ্ধপুরুষের আদেশ অনুসারে সেই সুন্দরীকে বিবাহ করে, পূর্ব সংকল্পিত মিলনসুখ অনুভব করলাম। আজ আমি বন্ধুপালের পক্ষী-নির্দিষ্ট দিনে নগরের বাইরে এসে, নয়নের উৎসব স্বরূপ আপনার দর্শনসুখ অনুভব করলাম।'

অম্লান চিত্তে রাজবাহন মিত্র পুষ্পোদ্ভবের এই বৃত্তান্ত শুনে নিজের ও সোমদত্তের কাহিনী তাঁকে জানালেন আর সোমদত্তকে বললেন—'মহাকাল শিবের আরাধনার পর তোমার পত্নী ও পরিবারবর্গকে স্বস্থানে রেখে ফিরে এস।'—এইভাবে সোমদত্তকে নিযুক্ত করে, ভূস্বর্গতুল্য অবন্তিকাপুরে রাজবাহন প্রবেশ করলেন। সেখানে পুষ্পোদ্ভব 'ইনি আমার প্রভুপুত্র'— এই বলে বন্ধুপাল ইত্যাদি বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পুরবাসীদের জানালেন— 'ইনি একজন সকল কলাবিদ্যায় পারদর্শী ব্রাহ্মণ।' তারপর প্রতিদিন নিজ গৃহে রাজকুমারের স্নানাহারাদির ব্যবস্থা করলেন।

॥ শ্রীদণ্ডী-বিরচিত দশকুমারচরিতে 'পুষ্পোদ্ভবচরিত' নামক চতুর্থ উচ্ছ্বাস সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × পঞ্চম উচ্ছ্বাস × × × × × × × × × × × ×

তারপর এলো বসন্তকাল—সঙ্গে কামদেবের সেনাপতি দক্ষিণ সমীরণ; সেই সমীরণ মলয়-পর্বতের বৃক্ষবাসী সর্পদের দ্বারা ভুক্ত হয়েই যেন লঘু, আর চন্দনের সুগন্ধভার বহন করেই যেন মৃদুগতি। বিরহীহৃদয়ে জ্বলে উঠল কামানল, ভ্রমর ও কোকিলের কলকাকলীতে মুখরিত হয়ে উঠল চারদিক; আমের কিশলয় ও মধুপান করেই বুঝি তাদের কণ্ঠস্বর এত মধুর! মানিনীদের হৃদয়ে জাগল উৎকণ্ঠা, আকন্দ-

সিন্ধুবার-রক্তাশোক-কিংশুক ও তিলকতরুতে দেখা দিল কুঁড়ি, রসিকজনের চিত্ত মদনমহোৎসবের আশায় উল্লসিত হয়ে উঠল।

সেই রমণীয় বসন্তকালে মালবরাজ মানসারের কন্যা অবন্তিসুন্দরী প্রিয় বান্ধবী বালচন্দ্রিকা ও পুরবাসিনী ললনাদের সঙ্গে বিহারের ইচ্ছায় নগরপ্রান্তের রম্য উদ্যানে উপস্থিত হলেন। একটি ছোট আমগাছের[২] তলায় শীতল ছায়ায় চন্দন-পুষ্প-হরিদ্রা আতপচাল চীনাংশুক ইত্যাদি উপাচার ও নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্যে কামদেবের অর্চনা করে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।

বসন্তসখা কামদেবের মতোই পুষ্পোদ্ভব সহ রাজবাহন রতিদেবীর তুল্য সুন্দরী অবন্তিসুন্দরীর দর্শনের ইচ্ছায় সেই উপবনে এলেন। শুনতে পেলেন আমগাছের শাখায় উপবিষ্ট কোকিল ও ভ্রমর সমূহের মধুর আলাপ। ফুল-ফল পল্লবে সমৃদ্ধ এই শাখাগুলি মৃদু মলয় পবনে আন্দোলিত হচ্ছিল। দেখতে দেখতে যাচ্ছিলেন নির্মল ও শীতল জলপূর্ণ সরোবরগুলি, যেখানে ঈষৎ উন্মীলিত নীলপদ্ম কহ্লার কুমুদ লালপদ্মের মধ্যে ক্রীড়া করে বেড়াচ্ছে ও কলরবে মুখর করে রেখেছে কলহংস সারস—চক্রবাকের দল। ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন তাঁরা সেই ললনাদের কাছে। বালচন্দ্রিকা হাতের ইঙ্গিতে জানাল—'নিশঙ্কচিত্তে এদিকে আসুন', আহূত হয়ে তেজে ইন্দ্রময়ী রাজবাহন কৃশোদরী অবন্তিসুন্দরীর কাছে এগিয়ে গেলেন।

কামদেব যেন ইচ্ছা করে পত্নী রতির ক্রীড়াপত্তলি নির্মাণ করতে গিয়ে এই বিশিষ্ট নারী রচনা করেছেন। তাঁর চরণ দুখানি গড়েছেন নিজের ক্রীড়া সরোবরে শ্রেষ্ঠ পদ্মের সৌন্দর্য দিয়ে, তার গতিভঙ্গিতে পবনের দীর্ঘিকার মত্ত মরালীর গমন শোভা, জঙ্ঘা দুটিতে যেন কামদেবের বাণের মহিমা, মনোহর উরুদ্বয়ে যেন লীলামন্দিরদ্বারের কদলী স্তম্ভের শোভা-লালিত্য, ঘন নিতম্বে জৈত্র-রথচক্রের কান্তি, গঙ্গা জলের আবর্তসংকুল নাভিদেশে ঈষৎ বিকশিত পদ্মের মতোই শোভাময় মধ্যস্থান, ত্রিবলীরেখায় যেন সৌধ সোপানের পরিপাট্য। তাঁর রোমাবলী যেন পুষ্পশরে উপবিষ্ট ভ্রমর পংক্তির নীলিমায় রঞ্জিত, কুচযুগলে পূর্ণ সুবর্ণ কলসের শোভা, বাহুতে লতামণ্ডপের সৌকুমার্য, গ্রীবাদেশ যেন জয়শঙ্খ, অধরোষ্ঠে আম্রপল্লবের রক্তিমার প্রতিবিম্ব, শুচিহাস্যে পুষ্পবাসের লাবণ্য, বচনে মদনদূতী কোকিলার কলকণ্ঠের মাধুর্য, নিঃশ্বাসে মলয় পবনের সৌরভ, নয়নযুগলে ধ্বজাস্থিত মীনের সাদৃশ্য, ভ্রু-লতায় ধনুকের শ্রী, মুখমণ্ডলে চন্দ্রের কান্তি, কেশপাশে লীলাময়ূরের পুচ্ছশোভা, সমস্ত মধু ও কস্তুরী মিশ্রিত চন্দনরসে প্রক্ষালিত করে কর্পূরের পরাগে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মার্জিত করে মদনদেব অবন্তিসুন্দরীকে সৃষ্টি করেছেন।

সেই মূর্তিমতী লক্ষ্মীর মতো মালবরাজকন্যা অবন্তিসুন্দরী রাজবাহনকে দেখে ভাবলেন, 'বুঝি কামদেব দেহধারণ করে এসেছেন তাঁর আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে অভীষ্ট বরদানের জন্যে।' অনুরাগবশে মৃদুবায়ুতে আন্দোলিত লতার মতোই তিনি কাঁপতে লাগলেন। নিবৃত্ত হলেন খেলা থেকে। লজ্জায় কত না ভাবান্তর দেখা দিতে লাগল তাঁর মধ্যে।

'নারীসৃষ্টিকর্তা বিধাতা নিশ্চয় এঁকে ঘুণাক্ষর ন্যায়েই[৩] নির্মাণ করেছেন। নতুবা ব্রহ্মা যদি এইরকমই রচনাপটু হতেন তাহলে এঁর সমান লাবণ্যবতী অন্য কোন তরুণী সৃষ্টি করেন নি কেন?' এই ভেবে বিস্ময়ের সঙ্গে অনুরাগপূর্ণ দৃষ্টিপাত

করলে অবন্তিসুন্দরী তাঁর সামনে দাঁড়াতে লজ্জা পেলেন, তাই সখিদের আড়ালে সরে গিয়ে ভ্রূলতা কুঞ্চিত করে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে চিত্তহারী রাজবাহনকে দেখতে লাগলেন। রাজবাহনও কামদেবের শক্তিশালী শরের লক্ষ্য হয়ে পড়লেন। অবন্তিসুন্দরী মনে মনে ভাবলেন, 'ইনি অসাধারণ সৌন্দর্যের দ্বারা কোন নগরীর ভাগ্যবতী তরুণীদের নয়নানন্দের সৃষ্টি করেছেন। পুত্রবতী নারীদের মধ্যে কোন সীমন্তিনী এঁকে পুত্র-রূপে লাভ করে ধন্য হয়েছেন! এঁর পত্নী কে, এখানে আগমনের কারণই বা কী? রূপে কামদেবকেও পরাজিত করেছেন—আমি শুধুই এঁকে দেখছি বলে ঈর্ষাবশতই যেন আমার মনকে অতিশয় আলোড়িত করে কামদেব নিজের 'মন্মথ' নাম সার্থক করেছেন। কি করি, কিভাবে এঁর পরিচয় জানতে পারি!' বালচন্দ্রিকা তাঁদের হাবভাব দেখেই পরস্পরের প্রতি অনুরাগের কথা বুঝতে পারলেন, তবে উপস্থিত নারীদের কাছে রাজবাহনের সমস্ত বৃত্তান্ত বলা অনুচিত বিবেচনা করে সাধারণ ভাষায় বলতে লাগলেন, 'রাজকুমারী, এই ব্রাহ্মণকুমার সমস্ত রকম কলাবিদ্যায় সুশিক্ষিত, দেবতা সাক্ষাৎকারী, রণকুশল এবং রত্ন, মন্ত্র ও ঔষধির প্রভাব জানেন—অতএব আপনার পরিচর্যা লাভের যোগ্যপাত্র, এঁর অর্চনা করুন।'

বালচন্দ্রিকার কাছ থেকে একথা শুনে নিজের জ্ঞাতব্য জানার ফলে অবন্তিসুন্দরীর মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল, মৃদু বায়ু যেমন জলে তরঙ্গের সৃষ্টি করে, তেমনি তাঁর অন্তরেও দেখা দিল কামনার আলোড়ন। রাজকন্যা কামবিজয়ী রাজকুমারকে উপযুক্ত আসনে উপবেশন করিয়ে সুন্দরী সখিদের হাত দিয়ে গন্ধপুষ্প-আতপচাল-কর্পূর-তাম্বুল ইত্যাদি নানা অর্ঘ দিয়ে তাঁর অভ্যর্থনা করালেন।

রাজবাহন ভাবলেন, 'ইনি নিশ্চয় পূর্ব-জন্মে ছিলেন আমারই পত্নী যজ্ঞবতী। নতুবা আমার মনে এঁর প্রতি এই রকম অনুরাগ কখনই সৃষ্টি হতো না। সেই ঋষি বলেছিলেন অভিশাপের কাল শেষ হলে আমাদের দুজনের ক্ষেত্রে পূর্বজন্মের কথা মনে পড়বে। তবুও সময়োচিত বিশেষ ধরনের কথা বলে এঁর মনে স্মৃতি উৎপাদনের চেষ্টা করব।'

ঠিক এইসময় একটি সুন্দর রাজহংস কেলিকরার ইচ্ছায় সেই দিকে এল। উৎসুক রাজকন্যা বালচন্দ্রিকাকে সেই রাজহংসটিকে নিয়ে আসার জন্য নিয়োগ করলেন। এই ব্যাপার দেখে রাজবাহন ভাবলেন, 'বাক্যালাপের উপযুক্ত সময় এসেছে।' সুমধুর ভাষায় তিনি বলতে লাগলেন, সখি, পুরাকালে শাম্ব নামে এক রাজা নিজ পত্নীর সঙ্গে বিহারের ইচ্ছায় এক পদ্ম সরোবরের কাছে এসেছিলেন। পদ্মগুলির কাছে প্রায় নিদ্রিত এক রাজহংসকে ধরে মৃণাল সূত্র দিয়ে তার পা দুটি বেঁধে সানুরাগে প্রিয়ার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করে মৃদুহাস্যে বলেছিলেন, 'ইন্দুমুখি, আমি এই মরালকে আবদ্ধ করায় মুনির মতোই শান্তভাবে অবস্থান করছে। ইচ্ছামত একে নিয়ে যেতে পার।' তখন সেই রাজহংস শাম্বকে অভিশাপ দিল—'হে রাজন, এই পদ্মবনে ধ্যান মগ্ন হয়ে পরমানন্দে ব্রহ্মচারী আমি অবস্থান করছিলাম। অকারণে রাজ্যগর্বে গর্বিত হয়ে আমায় অপমানিত করলেন। অতএব এই পাপহেতু, তুমি পত্নীবিচ্ছেদ দুঃখ অনুভব কর।' মলিনবদন শাম্ব প্রিয়তমার বিচ্ছেদ-দুঃখ সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে ভূমিতে নত হয়ে প্রণাম করে সবিনয়ে বললেন, 'মহাভাগ, অজ্ঞানতাহেতু আমি যা করেছি তা ক্ষমা করুন।' তখন সেই তাপস করুণাপূর্ণ অন্তরে বললেন, 'রাজন, এই জন্মে তোমার

প্রতি এই অভিশাপ প্রযুক্ত হবে না কিন্তু আমার বাক্য অব্যর্থ হওয়ায় পরজন্মে এই কমলাক্ষী অন্য দেহ ধারণ করলে তুমিই এর স্বামী হবে কিন্তু দুই মুহূর্তে আমার চরণদ্বয় বেঁধে রেখেছ বলে দু-মাস তোমার পদদ্বয় শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকবে এবং পত্নী বিচ্ছেদ দুঃখ অনুভব করতে হবে। পরে বহুকাল ধরে আবার ভার্যার সঙ্গে রাজ্য-সুখ লাভ করতে পারবে।'

তারপর তিনি অনুগ্রহ করে জাতিস্মরত্ব বজায় থাকার আশীর্বাদও জানিয়েছিলেন। অতএব তোমার পক্ষে এই রাজহংসের বন্ধন অনুচিত। অবন্তিসুন্দরী রাজহংসের এই কথা শুনে নিজের পূর্ব-জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করতে সমর্থ হলেন। ভাবলেন নিশ্চয়ই ইনিই আমার প্রিয়তম। অনুরাগপূর্ণ অন্তরে মৃদু হেসে বললেন, 'সৌম্য, পুরাকালে শাম্বপত্নী যোগ্যবতীর বাক্য রক্ষার জন্যই হংসটিকে আবদ্ধ করেছিলেন। অতএব পৃথিবীতে পণ্ডিত ব্যক্তিরাও দাক্ষিণ্যহেতু অকার্য করে থাকেন।'

রাজকন্যা ও রাজপুত্র এইভাবে পরস্পরের পূর্ব-জন্মগত নামের পরিচয় পেলেন। পরস্পরের জ্ঞানের জন্য নানা বৃত্তান্ত বিবৃত করার পর তাঁদের অন্তর অনুরাগে পূর্ণ হয়ে উঠল। সেই সময় মালবরাজ-মহিষী পরিজনদের সঙ্গে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন কন্যা অবন্তিসুন্দরীর ক্রীড়া দর্শনের জন্য। কিন্তু বালচন্দ্রিকা তাঁকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে, পাছে এই গোপনতা প্রকাশ হয়ে পড়ে সেই ভয়ে হাতের ইংগিতে পুষ্পোদ্ভব সহ রাজবাহনকে বৃক্ষের অন্তরালে লুকিয়ে থাকতে বললেন। মানসার পত্নী সখিদের সঙ্গে অবন্তিসুন্দরীর ক্রীড়া কৌতুক উপভোগ করে কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করলেন, তারপর কন্যাসহ নিজগৃহ গমনে উদ্যোগী হলেন।

মাতার অনুগমন করতে করতে অবন্তিসুন্দরী বলতে লাগলেন, 'হে রাজহংস কুলশ্রেষ্ঠ, বিহারের বাসনায় তুমি এই ক্রীড়া কাননে আমার কাছে এসেছিলে, কিন্তু জননীর সঙ্গে যাওয়া উচিত এই কথা ভেবে তোমাকে অসময়ে পরিত্যাগ করে যাচ্ছি। এজন্যে আমার প্রতি তোমার ভালবাসার যেন হানি না ঘটে।' এইভাবে মরালের ছলে রাজকুমারের উদ্দেশ্যে বলতে বলতে বারবার ফিরে ফিরে দৃষ্টিপাত করতে করতে নিজগৃহে চলে গেলেন।[৭]

সেখানে বালচন্দ্রিকা রাজবাহনের প্রসংগে তার নাম ও বংশপরিচয় প্রকাশ করলেন। রাজকন্যা মন্মথ শরে বিদ্ধ হয়ে ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। বিরহ-বেদনায় দিনে দিনে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রকলার মতোই ক্ষীণ হয়ে যেতে লাগলেন তিনি। আহারাদি পরিত্যাগ করে গোপন কক্ষে চন্দনরসে ধৌত পত্রপুষ্পের কোমল শয্যায় নিজের তনুদেহ সমর্পণ করলেন।

কামানল-সন্তপ্তা সুকুমারী কুমারী অবন্তিসুন্দরীর সেই অবস্থা দেখে সখিরা বিষণ্ণ হয়ে উঠল। তারা কনক কলসে সঞ্চিত শ্বেতচন্দন, উশীর[৮] ও কর্পূর মিশ্রিত স্নানের জল, মৃণালতন্তু নির্মিত বস্ত্র, পদ্মপত্রের পাখা ইত্যাদি তাপহর দ্রব্য এনে তাঁর দেহ শীতল করার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু শৈত্য সাধক সেইসব প্রক্রিয়া ফুটন্ত তেলে জল দেওয়ার মতোই তাঁর অংগের উত্তাপ আরও বাড়িয়ে দিল।

অবনতাঙ্গী অবন্তিসুন্দরীর অধরোষ্ঠ বিরহতাপিত নিঃশ্বাসে ম্লান হয়ে উঠল। তিনি বাষ্পাকুল নয়নে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় বিষণ্ণ বালচন্দ্রিকার দিকে দৃষ্টিপাত করে রুদ্ধকণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'প্রিয়সখি, কামদেবকে যে-কুসুম নির্মিত মাত্র পাঁচটি শরের

অধিকারী বলা হয় তা মিথ্যা। কারণ তিনি যেন লৌহ নির্মিত অসংখ্য শর দিয়ে আমাকে প্রহার করছেন, চন্দ্র যেন আমার কাছে বাড়বানলের[৯] চেয়েও উত্তপ্ত, নানা দোষের আকর এই চন্দ্রের বর্ণনা আর কি করব? নিজ সহোদরা[১০] লক্ষ্মীর বাসস্থান পদ্মকেও সে বিনষ্ট করে। মলয় পবন আমার বিরহতপ্ত হৃদয় স্পর্শ করে উষ্ণ ও শুষ্ক হয়ে ওঠে। নবপল্লব নির্মিত শয্যাও যেন কামাগ্নি শিখায় অঙ্গকে সন্তপ্ত করছে। শ্বেতচন্দনও বৃক্ষস্থিত সর্পের বিষের স্পর্শেই যেন আমার দেহ দগ্ধ করছে, সুতরাং আমার শীতলতা-সম্পাদক প্রয়াসের প্রয়োজন নেই। রূপে মন্মথজয়ী রাজকুমারই আমার উত্তাপ দূর করতে পারেন। কিন্তু তাঁকে লাভ করা অসম্ভব, অতএব আমার এখন কি করণীয়?

বালচন্দ্রিকা বুঝতে পারলেন, কোমলাঙ্গী অবন্তিসুন্দরী রাজবাহনের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে মন্মথ তাপে চরম অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন। তাই তিনি ভাবলেন—কুমারকে শীঘ্র আনা দরকার—নাহলে কামদেব এঁর অবস্থা শোচনীয় করে তুলবেন। সেই উদ্যানে পরস্পরের সাক্ষাতের সময় উভয়েই কামশরে বিদ্ধ হয়েছিলেন; অতএব রাজকুমারকে আনা খুব কঠিন হবে না। তখন বালচন্দ্রিকা অবন্তিসুন্দরীর রক্ষণা-বেক্ষণের জন্যে নিপুণ সখিদের নিযুক্ত করে রাজকুমারের গৃহে উপস্থিত হলেন।

এদিকে কামবাণে হৃদয় বিদ্ধ হওয়ায় রাজবাহনের অবস্থাও শোচনীয়। অঙ্গের উত্তাপে ম্লান হয়ে গেছে পল্লবের শয্যা—তিনিও অবন্তিসুন্দরীর বিষয়েই আলাপ করেছিলেন পুষ্পোদ্ভবের সঙ্গে। এমন সময় দেখতে পেলেন, বালচন্দ্রিকা উপস্থিত। রোগনিরাময়ের প্রয়োজনীয় ওষধিরূপ লতাকেই যেন খুঁজে পাওয়া গেল! হৃষ্ট হলো রাজবাহনের অন্তর। বালচন্দ্রিকা পদ্মকলির মতো করপুট ললাটে ন্যস্ত করে অভিবাদন জানালেন। তারপর রাজবাহনের অনুরোধে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করে নম্রভাবে সমর্পণ করলেন অবন্তিসুন্দরী প্রেরিত তাম্বুল। রাজবাহন জিজ্ঞাসা করলেন প্রিয়ার বার্তা। সবিনয় বলতে লাগলেন বালচন্দ্রিকা, 'দেব, ক্রীড়াকাননে আপনাকে দেখার পর থেকে রাজকন্যা কামশরে এতই অভিভূতা হয়ে পড়েছেন যে পুষ্পশয্যাতেও তাঁর তাপ দূর হচ্ছে না, খর্বকায়া নারীর পক্ষে যেমন উঁচু ডালের ফল দুর্লভ তেমনি আপনার আলিঙ্গন তাঁর কাছে দুষ্প্রাপ্য হলেও ব্যাকুল কামনায় পত্র লিখে আপনাকে সমর্পণের জন্যে আমাকে পাঠিয়েছেন।'

রাজবাহন সেই পত্র নিয়ে পড়তে লাগলেন, 'হে সুন্দর, জগতে অতুলনীয় আপনার কুসুমসুকুমার রূপ দর্শন করে আমার মন আপনার প্রতি আসক্ত, (আশাকরি) আপনার অন্তরও আমার প্রতি কোমল হবে।' এই লেখা পড়ে রাজকুমার সাদরে বললেন, 'সখি, পুষ্পোদ্ভব ছায়ার মতো আমার অনুসরণকারী; তুমি তার প্রিয়তমা, আবার হরিণনয়না সেই অবন্তিসুন্দরীরও প্রাণতুল্য। তোমার চাতুর্যই আমাদের প্রথমদর্শনকে লতাদর্শনকারী আলবালের[১১] মতোই বেষ্টন করে রেখেছিল। যা করলে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় ও বাসনা সফল হয় তা সবই আমি করব। সেই কোমলাঙ্গী আমার মনের কাঠিন্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন, কিন্তু সেই উদ্যানে তাঁর দর্শনের পর থেকে তিনিই আমার মন হরণ করে নিয়ে চলে গেছেন। এখন তাঁর নিজের অধীনে মনের মাধুর্য বা কাঠিন্যের কথা তিনি নিজেই বুঝবেন। অন্তঃপুরে প্রবেশ দুঃসাধ্য ব্যাপার; অতএব উপযুক্ত উপায় স্থির করে আগামীকাল বা পরদিন সেই কোমলাঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হব! এইভাবে

আমার সমস্ত বৃত্তান্ত বলে যাতে তাঁর শিরীষকুসুমের মতো সুকুমার তনুর কোন পীড়া না হয়, সেইরকম আচরণ করবে।

বালচন্দ্রিকা রাজবাহনের প্রেমপূর্ণ কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে অন্তঃপুরে ফিরে গেল। রাজবাহনও পুষ্পোদ্ভবের সঙ্গে বিরহবেদনা অপনোদনের জন্যে সেই উদ্যানে গেলেন যেখানে প্রিয়তমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেখানে তিনি দেখতে লাগলেন সেই বৃক্ষগুলি যেখান থেকে সুনয়না অবন্তিসুন্দরী পুষ্প-পল্লব আহরণ করেছিলেন, সেই স্থান যেখানে সেই ইন্দুমুখী কামদেবের আরাধনা করেছিলেন, সেইসব বালুকাময় প্রদেশ সেই লতাঙ্গীর পদচিহ্নমালায় যারা চিত্রিত হয়েছিল, যা সেই সুদতী উপভোগ করেছিলেন। তিনি স্মরণ করতে লাগলেন তাঁকে দেখে অবন্তিসুন্দরী যেসব হাবভাব প্রকাশ করেছিলেন; চকিতভাবে দেখতে লাগলেন কামাগ্নি শিখার মতো আম্রপল্লব; শুনতে পেলেন প্রেমগুঞ্জনের মতো কোকিল, শুক ও ভ্রমরের রব—এইভাবে ভাববিহ্বল হয়ে কোথাও স্থির থাকতে না পেরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

সেই সময় একজন ব্রাহ্মণ এলেন সেখানে। পরণে তাঁর সূক্ষ্মবস্ত্র, কর্ণে উজ্জ্বল রত্নকুণ্ডল। মুণ্ডিতমস্তক এক ব্যক্তি ছিল তাঁর সঙ্গে, মনোরম বেশে তাঁকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। তিনি এসে দেহকান্তিতে চতুর্দিক উজ্জ্বলকারী রাজবাহনকে দেখে আশীর্বাদ করলেন। রাজকুমার সাদরে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কে? কোন্ বিদ্যায় নিপুণ?' তিনি উত্তর দিলেন—'আমার নাম বিদ্যেশ্বর, আমি ইন্দ্রজালবিদ্যা[১২] জানি। রাজাদের মনোরঞ্জনের জন্যে নানাদেশে ভ্রমণ করে এখন উজ্জয়িনীতে এসেছি।'

পুনরায় রাজবাহনকে ভাল করে দেখে সেই আগন্তুক মৃদু হেসে কোন অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই লীলাকাননে আপনার বিষণ্ণতার কারণ কি?' পুষ্পোদ্ভব ভাবলেন ঐন্দ্রজালিকের চতুরতা নিজেদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সহায়ক হতে পারে, তাই সাদরে তাকে বললেন, 'সৎ ব্যক্তিদের মধ্যে আলাপ মাত্রেই বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয়। এতক্ষণ সুমধুর আলাপের দ্বারা আপনি আমাদের বন্ধুতে পরিণত হয়েছেন। আর বন্ধুর কাছে বলা যায় না এমন কি কথাই বা থাকতে পারে? এই ক্রীড়াকাননে বসন্ত উৎসব উপলক্ষ্যে আগতা মালবরাজকন্যার সঙ্গে এই রাজকুমারের হঠাৎ সাক্ষাৎ হওয়ায় পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগের সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু মিলন সার্থক হওয়ার উপায় না থাকায় ইনি এই অবস্থা অনুভব করছেন।' বিদ্যেশ্বর রাজকুমারের লজ্জারক্তিম মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে মৃদু হেসে বললেন, 'দেব, আমি যদি আপনার অনুচর হই, তাহলে আপনার অসাধ্য আর কি থাকতে পারে? আমি ইন্দ্রজাল বিদ্যায় মালবরাজকে মুগ্ধ করে সমস্ত পুরবাসীদের সামনে তাঁর কন্যার বিবাহ সম্পন্ন করে অন্তঃপুরে প্রবেশের ব্যবস্থা করব। এই বৃত্তান্ত রাজকন্যাকে সখির মাধ্যমে পূর্বেই জানাতে হবে।'

এ-কথা শুনে রাজপুত্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন কারণ বন্ধু, বিদ্যেশ্বর ইন্দ্রজাল বিদ্যায় নিজের কৃতিত্বের কথা প্রকাশ করেছেন; প্রতারণা, মিথ্যা প্রেম, স্বাভাবিক সৌহার্দ বিচারে তিনি অভিজ্ঞ—সুতরাং সেই বিদ্যেশ্বরকে তিনি সম্মানের সঙ্গে বিদায় জানালেন।

তারপর রাজবাহন বিদ্যেশ্বরের কৌশলে নিজ-বাসনা পূর্ণ হওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে পুষ্পোদ্ভবের সঙ্গে নিজ-গৃহে ফিরে গেলেন। বালচন্দ্রিকার মাধ্যমে প্রিয়তমার কাছে বিদ্যেশ্বর কর্তৃক কথিত মিলনের উপায় জানিয়ে দিলেন। তারপর কিভাবে এই

রজনী অতিবাহিত করি এই কথা ভাবতে ভাবতে কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে অবস্থান করতে লাগলেন। পরদিন সকালে অভিনয়, গান ও ব্যবহারে নিপুণ বিদ্যেশ্বর নিজের উপযুক্ত বহু অনুগামীদের সঙ্গে রাজপ্রাসাদের দ্বারদেশে উপস্থিত হয়ে দৌবারিকদের নিজের বৃত্তান্ত জানালেন। দ্বারপালেরা মালবরাজকে প্রণাম করে বলল, 'এক ঐন্দ্রজালিক দ্বারে সমাগত।' দর্শনের জন্যে কুতূহলী রাজা উৎসুক অন্তঃপুরবাসীদের সঙ্গে তাকে আহ্বান জানালেন। বিদ্যেশ্বর কক্ষে প্রবেশ করে সবিনয়ে আশীর্বাদ জানিয়ে রাজার অনুমতি লাভ করলেন। অনুচরেরা বাজনা বাজাতে লাগল, মদমত্ত কোকিলের ধ্বনির মতো স্বর বিশিষ্টা গায়িকারা সভাসদদের মনোরঞ্জন করে গান করতে লাগল—ময়ূর-পাখার চামর[১৩] দোলান হতে লাগল—এইভাবে সপরিবারে রাজাকে মোহাভিভূত করে বিদ্যেশ্বর কিছুক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করে অবস্থান করলেন। তারপর ফণাশোভিত ভয়ঙ্কর সর্পকুল তীব্র বিষোদ্গার করে তাদের মস্তকের মণির প্রভায় রাজপ্রাসাদের ভিত্তিগুলি উদ্ভাসিত করে বিচরণ করতে লাগল। তখন বহু শকুনি চঞ্চুতে সেই সর্পগুলিকে গ্রহণ করে আকাশে উড়তে লাগল। তারপর ব্রাহ্মণ বিদ্যেশ্বর নরসিংহের দ্বারা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর[১৪] বক্ষ বিদারণরূপ অভিনয়ের পর রাজাকে খুবই আশ্চর্যান্বিত করে বললেন, 'মহারাজ, শেষকালে আপনার একটি শুভ অনুষ্ঠান দেখা উচিত। অতএব বহুবিধ কল্যাণলাভের জন্য আপনার জন্য আপনার কন্যার আকৃতি বিশিষ্ট এক তরুণীর সঙ্গে সর্ব সুলক্ষণযুক্ত রাজকুমারের বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করব। সেই ঘটনা দর্শনের আগ্রহে রাজা অনুমতি দিলেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশায় প্রফুল্লবদন বিদ্যেশ্বর মোহউৎপাদক কাজল চোখে দিয়ে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। সকলে এই ভেবে মুগ্ধ হতে লাগল যে ঘটনাগুলি সবই ইন্দ্রজালের ব্যাপার। তখন বিদ্যেশ্বর অনুরাগে উৎফুল্ল রাজবাহনের সঙ্গে পূর্ব সংকেত অনুসারে উপস্থিত সালঙ্কারা অবন্তিসুন্দরীকে অগ্নিসাক্ষী করে বিবাহের উপযোগী মন্ত্র-তন্ত্রের দ্বারা সম্মিলিত করে দিলেন।

কার্যসম্পন্ন হয়ে গেলে বিদ্যেশ্বর উচ্চৈস্বরে আদেশ দিলেন, 'হে ইন্দ্রজালবিদ্যায় অভিজ্ঞ সহকারিগণ, তোমরা সকলে চলে যাও।'

তখন সেই মায়ামানবেরা অন্তর্হিত হয়ে গেল। আর রাজবাহন পূর্বে স্থির করা গুপ্ত কৌশলে ইন্দ্রজালসৃষ্ট পুরুষের মতো কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। মালবরাজ এই ব্যাপারটিতে খুবই বিস্মিত হয়ে বিদ্যেশ্বরকে প্রচুর ধন দিয়ে বিদায় দিলেন। তারপর নিজে গৃহমধ্যে প্রবেশ করলেন।

অবন্তিসুন্দরী প্রিয়সখিদের সঙ্গে রাজবাহনসহ অন্তঃপুরে চলে গেলেন।

এইভাবে দৈব ও মানুষের সাহায্যে রাজবাহনের মনোবাসনা সফল হলো। সরস ও মধুর ব্যবহারে ধীরে ধীরে সেই হরিণনয়নার লজ্জা দূর করে তাঁর মধ্যে জাগিয়ে তুললেন মিলন-কামনা। গোপনতায় বিশ্বাস জাগিয়ে আলাপের মাধ্যমে প্রিয়ার বচনসুধা পানের আশায় চতুর্দশভুবনের[১৫] বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষক বিবরণ শোনাতে লাগলেন রাজবাহন।

॥শ্রীদণ্ডী-বিরচিত দশকুমারচরিতে 'অবন্তিসুন্দরী পরিণয়' নামক পঞ্চম উচ্ছ্বাস সমাপ্ত॥

দশকুমারচরিত

প্রথম উচ্ছ্বাস

রাজবাহনচরিত

ভুবনের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় বিষয়ক কাহিনী শুনে নারীশ্রেষ্ঠা অবন্তিসুন্দরীর চোখদুটি বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। স্মিতহাস্যে তিনি বললেন, 'প্রিয়তম, তোমার কৃপায় আমার কর্ণেন্দ্রিয় আজ পরিতৃপ্ত। আমার মন থেকে তুমি অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছ। তোমার পদসেবার ফল এখন লাভ করলাম। এই অনুগ্রহের প্রতিদান দিতে আমি কী-ই বা করতে পারি? তোমার কাছে আমার অদেয় তো কিছুই নাই। অথবা আমার মতো লোকেরও কোন কোন ব্যাপারে প্রভুত্ব থেকে যাচ্ছে। আমার ইচ্ছা না হলে তো সরস্বতীর চুম্বনোচ্ছিষ্ট তোমার ওষ্ঠ আমাকে দিয়ে চুম্বন করাতে পারবে না, কিংবা লক্ষ্মীর বক্ষস্পর্শলব্ধ তোমার বক্ষস্থলও আমাকে দিয়ে আলিঙ্গন করাতে পারবে না।'

তারপর বর্ষাকাল আকাশে যেমন মেঘরাজি বিন্যস্ত করে সেইরকম ময়ূরপুচ্ছের তুল্য, পুষ্পসজ্জিত, ভ্রমর পরিব্যপ্ত কেশদাম যুক্তা অবন্তিসুন্দরী গুরু পয়োধর প্রিয়ের বক্ষে স্থাপন করলেন এবং অধীরভাবে কেশরতুল্য রক্তবর্ণ কিরণ বিকীরণকারী কদম্ব-কলির মতো প্রিয়ের অধর চুম্বন করলেন। চুম্বনে প্রকাশিত অনুরাগের সমাপ্তি হলো মধুর মিলনে। ক্লান্ত নিদ্রিত দম্পতি স্বপ্ন দেখলেন, 'এক বৃদ্ধ রাজহংস, তার পা-দুটি মৃণালসূত্রে বাঁধা!' দুজনেই জেগে উঠলেন। দেখা গেল রাজকুমার রাজবাহনের চরণযুগল রৌপ্যশৃঙ্খলে আবদ্ধ; চন্দ্র যেন পদদ্বয়কে পদ্ম ভেবে কিরণরূপ রজ্জু দিয়ে বেঁধে রেখেছেন!

'এ কি!' ভয়বিহ্বলা রাজকন্যা চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন। তার ফলে অন্তঃপুরিকাগণ এমনভাবে ভয়ে কেঁপে উঠতে লাগল যে মনে হলো যেন আগুন তাদের পরিবেষ্টন করেছে; কিম্বা পিশাচ আক্রমণ করেছে। তারা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে কিছুই স্থির করতে পারছিল না। ঘটনার গোপনতা রক্ষার কথাও ভুলে গেল। ভূমিতে পড়ে নিজেদের দেহে আঘাত করে, উচ্চরোদনে কণ্ঠ বিদীর্ণ করে আকুল হয়ে পড়ল।

সেই তুমুল কোলাহলের সময় অন্তঃপুররক্ষী পুরুষদের প্রবেশের আর কোন নিয়ন্ত্রণ রইল না। 'কী হলো' 'কী হলো' বলতে বলতে তারা হঠাৎ উপস্থিত হয়েই রাজবাহনকে সেই অবস্থায় দেখতে পেল, কিন্তু তাঁর রূপের প্রভাবে কোন নির্যাতন করতে সমর্থ হলো না। তাই তারা সেই ঘটনা তৎক্ষণাৎ শাসন ভারপ্রাপ্ত চণ্ডবর্মার কাছে নিবেদন করল।

চণ্ডবর্মাও[১] এসে ক্রোধে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে দেখে বুঝতে পারলেন, 'এই সেই ব্যক্তি, যে তার অনুজের মৃত্যুর কারণ; তিনি চিনতে পারলেন—পাপিষ্ঠ এই ব্যক্তি বালচন্দ্রিকার স্বামী ধনগর্বী বিদেশী বণিকপুত্র পুষ্পোদ্ভবের বন্ধু; রূপাভিমানী,

কলাবিদ্যার জন্যে গর্বিত। মূর্খ পুরবাসীরা নানারকম প্রতারণায় বশীভূত হয়ে এঁর ওপর মিথ্যা দেবভাব আরোপ করেছে। এ-ব্যক্তি বাইরে ধার্মিকতার ভাণ করলেও অন্তরে পাপাচারী, চপলস্বভাব ও ব্রাহ্মণাধম। তিনি ভাবলেন, পাপীয়সী অবন্তিসুন্দরী তার মতো পুরুষসিংহকে অবজ্ঞা করে কি-না এই ব্যক্তির প্রতি অনুরক্তা হলো। আজই এই কুলটা দুশ্চরিত্রা নারী পতিকে শূলবিদ্ধ হয়ে মরতে দেখুক, এই বলে ভীষণ ভ্রূকুটিতে ললাট বিকৃত করে কৃষ্ণবর্ণ লৌহদণ্ডের মতো কর্কশ বাহুদ্বারা যমতুল্য চণ্ডবর্মা রাজবাহনের পদ্ম ও চক্ররেখাঙ্কিত হস্তধারণ করে সজোরে আকর্ষণ করল। রাজবাহন স্বভাব-শান্ত ও পৌরুষের আশ্রয় স্বরূপ; তিনি ভাবলেন—'এই দৈবী বিপদের প্রতিকার হচ্ছে সহিষ্ণুতা।' প্রাণত্যাগে উদ্যত প্রাণপ্রিয়াকে এই বলে আশ্বাস দিলেন—'হংস-গামিনি, সেই হংসের কাহিনী মনে কর। দু-মাস মাত্র বিচ্ছেদের দুঃখ সহ্য করে নাও।

এরপর তিনি শত্রুর বশ্যতা স্বীকার করে নিলেন। এই সংবাদ শুনে মালবরাজ ও রাজ্ঞী অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন। কিন্তু জামাতার আকৃতি দেখে তাঁরা পক্ষপাতযুক্ত হয়ে পড়লেন; তারা হত্যায় ইচ্ছুক চণ্ডবর্মার হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করার চেষ্টায় রইলেন—'এঁর অনিষ্ট হলে আমরা প্রাণ বিসর্জন করব।' কিন্তু ক্ষমতা না থাকায় বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারলেন না।

কোপনস্বভাব চণ্ডবর্মা এই সমস্ত বৃত্তান্ত কৈলাসপর্বতে তপস্যারত দর্পসারকে (অবন্তিসুন্দরীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) জানালেন। তারপর পুষ্পোদ্ভবের সমস্ত আত্মীয়দের বন্দী করে তাদের সর্বস্ব অপহরণ করলেন। দেবতুল্য রাজবাহনকে সিংহশিশুর মতো কাষ্ঠপিঞ্জরে আবদ্ধ করলেন। মস্তকে কেশরাজির মধ্যে রক্ষিত (কালিন্দী প্রদত্ত) মণির[২] প্রভাবে ক্ষুৎপিপাসাদি কষ্টের হাত থেকে রাজবাহন মুক্ত ছিলেন।

চণ্ডবর্মা অঙ্গদেশের[৩] রাজকন্যার পাণিপ্রার্থনা করায় অঙ্গরাজ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাই তাঁকে শাস্তিদানের জন্যে যুদ্ধযাত্রা করার সময় চণ্ডবর্মা অন্য কারও ওপর বিশ্বাস না থাকায় পিঞ্জরাবদ্ধ রাজবাহনকে সঙ্গে নিয়ে চললেন। তাঁর সৈন্য পদভারে কম্পিত হলো অঙ্গরাজধানী চম্পানগরী। সিংহের মতো পরাক্রমশালী চম্পেশ্বর সিংহবর্মা প্রাচীর অতিক্রম করে বিশালবাহিনীসহ নির্গত হলেন। তাঁর প্রেরিত দূতদের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে নানা দেশের রাজারা সাহায্যের জন্যে দ্রুত এগিয়ে আসছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁদের উপস্থিতির সম্ভাবনা থাকলেও তিনি অপেক্ষা করলেন না; প্রত্যক্ষ গর্বের মূর্তির মতোই অসহিষ্ণুভাবে বিপক্ষ সৈন্যদের আক্রমণ করে বসলেন। এই যুদ্ধে সিংহবর্মার সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হয়ে গেল এবং অজস্র অস্ত্রাঘাতে অসাধারণ প্রাণশক্তিসম্পন্ন চণ্ডবর্মা লম্ফ দিয়ে তাঁকে ধরে ফেললেন যেমন এক হস্তী আরেক হস্তীকে ধরে আনে।

সিংহবর্মার কন্যা রমণীরত্ন অম্বালিকার প্রতি গভীর প্রেমবশত তাঁর প্রাণ বিনষ্ট করলেন না, তবে অস্ত্রের অংশগুলি দেহ থেকে মুক্ত করে কারাগারে আবদ্ধ করে রাখলেন। দৈবজ্ঞদের দ্বারা গণনা করিয়ে স্থির করলেন—আজই রাত্রিশেষে রাজকন্যার বিবাহ নিষ্পন্ন করতে হবে।

বিবাহপূর্বের মাঙ্গলিকবিধি প্রায় শেষ, এমন সময় কৈলাস পর্বত থেকে এণজঙ্ঘ নামে এক দ্রুতগামী দূত ফিরে এসে প্রভু দর্পসারের আদেশ জানাল—'মূঢ়, যে অন্তঃপুরের শুচিতা দূষিত করেছে তার প্রতি কৃপার কোন অবকাশ আছে কী?

স্থবির রাজা, বার্ধক্যের জন্যে যাঁর মান-অপমানের জ্ঞান লুপ্ত হয়েছে, তিনি যদি দুশ্চরিত্রা কন্যার প্রতি পক্ষপাতবশত কিছু প্রলাপ বকেন তোমার কি তাকে অনুমোদন করা উচিত? অবিলম্বে সেই কামোন্মত্তের হত্যার সংবাদ প্রেরণ করে আমার শ্রবণের আনন্দ বিধান করবে। আর সেই দুষ্টা কন্যাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা কীর্তিসারের সঙ্গে শৃংখলাবদ্ধ করে কারাগারে রুদ্ধ করে রাখবে।'

এই কথা শুনে চণ্ডবর্মা আদেশ দিলেন—'এই দুরাত্মা অন্তঃপুরের শুচিতা কলঙ্কিত করেছে, ওকে প্রভাতেই রাজপ্রাসাদের দ্বারে উপস্থিত করবে। মাতঙ্গপতি চণ্ডপোতকেও উপযুক্ত বেশে সজ্জিত করে উপস্থিত করবে। বিবাহের অনুষ্ঠান শেষ হওয়া মাত্রই ওই অনার্যকে (রাজবাহনকে) চণ্ডপোতের ক্রীড়নকে পরিণত করব, তারপর ঐ হস্তীর উপর আরোহণ করে শত্রুর সাহায্যের জন্যে ধন ও বাহন সহ আগত রাজন্যবৃন্দকে বাধাদান করব।' এই বলে পার্শ্বচরদের প্রতি আদেশের ভঙ্গিতে তাকালেন।

পরদিন ঊষাকালেই রাজপুত্র রাজবাহনকে রক্ষিগণ রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে উপস্থিত করলেন। মদস্রাবী চণ্ডপোতকেও হাজির করানো হলো। ঠিক সেই মুহূর্তেই রাজবাহনের পদদ্বয় থেকে রৌপ্যশৃংখল খুলে গেল। সেই শৃংখল চন্দ্রকলাতুল্য এক অপ্সরায় পরিণত হয়ে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে করজোড়ে বলতে লাগল, 'প্রভু, প্রসন্নচিত্তে আমার কথা শুনুন। আমি সোমরশ্মি নামে গন্ধর্বের কন্যা; আমার নাম সুরতমঞ্জরী। কোন একদিন যখন আমি আকাশপথে বিচরণ করছিলাম তখন পদ্মলোভী এক ভ্রান্ত কলহংস আমার মুখের অনুসরণ করে আসছিল। তাকে বাধা দেওয়ায় চাঞ্চল্যবশত আমার কণ্ঠহার ছিন্ন হয়ে গেল। সেই সময় মহর্ষি মার্কণ্ডেয় হিমালয়ের অল্পজলযুক্ত সরোবরে স্নান করছিলেন। তাঁর কেশের শুভ্রতাকে যেন দ্বিগুণ বর্ধিত করে সেই হার তাঁর মস্তকে পতিত হলো। তখন ক্রুদ্ধ ঋষি অভিশাপ দিলেন—পাপিষ্ঠা, চৈতন্যহীন হয়ে ধাতুপদার্থে পরিণত হও। অনেক অনুনয়-বিনয় করার পর তিনি জানালেন যে দু-মাস মাত্র আপনার (রাজবাহনের) পদযুগলে বন্ধন রজ্জু রূপে থাকার পর এই বিপদ কেটে যাবে, পঞ্চেন্দ্রিয়ের শক্তিও হ্রাস পাবে না।

আমি কৈলাস পর্বতে রৌপ্য-শৃংখলে পরিণত। হয়তো গুরুতর কোন পাপের জন্যেই ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা বেগবানের পৌত্র, মানসবেগের পুত্র বীরশেখর নামে বিদ্যাধর আমাকে কুড়িয়ে পেয়ে আত্মসাৎ করল। তারপর বৎসরাজবংশীয় বিদ্যাধররাজ নরবাহনদত্তের সঙ্গে পৈতৃক সূত্রে শত্রুতা থাকায় বীরশেখর এই ভেবে তপস্যারত দর্পসারের সঙ্গে মিত্রতা করল যে সে (দর্পসার) নরবাহনদত্তের অপকার করতে পারবে। দর্পসারও নিজ ভগিনী অবন্তিসুন্দরীকে তার হস্তে প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

একদিন আকাশ জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলে মানসীপ্রিয়া অবন্তিসুন্দরীকে দেখার ইচ্ছায় কামার্ত বীরশেখর ইন্দ্রভবনের তুল্য (মালবরাজের) অন্তঃপুরে উপস্থিত হলো। তিরস্করিণী বিদ্যায় অদৃশ্য হয়ে এসে দেখতে পেল—ত্রিভুবনের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় বিষয়ক অমৃতবাণী শুনে অনুরাগপূর্ণ চিত্তা অবন্তিসুন্দরী ক্লান্তভাবে আপনার ক্রোড়ে শায়িতা। দুজনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে সুখে নিদ্রিত আছেন দেখে সে খুব ক্রুদ্ধ হলেও আপনার আকৃতির প্রভাবে পীড়নের ইচ্ছা রোধ করতে বাধ্য হলো। কিন্তু যেন দৈববশেই উৎসাহিত হয়ে রৌপ্যশৃংখলরূপী আমাদ্বারা আপনার চরণদ্বয় আবদ্ধ

করে সরোষে দ্রুতবেগে প্রস্থান করল। আজ আমার শাপের অবসান ঘটেছে। এই দুই মাস আপনার অধীনে ছিলাম, এখন প্রসন্ন হয়ে বলুন আমি আপনার জন্যে কী করতে পারি।' এই কথা বলে সুরতমঞ্জরী প্রণিপাত করলেন। 'প্রাণপ্রিয়া অবন্তি-সুন্দরীকে আমার বন্ধনমুক্তির সংবাদ জানিয়ে আশ্বস্ত কর।' এই বলে রাজবাহন তাকে বিদায় দিলেন।

তৎক্ষণাৎ এক কোলাহল শোনা গেল। সিংহবর্মার কন্যা অম্বালিকার পাণিগ্রহণের ইচ্ছায় বাহু প্রসারিত করা মাত্রই কোন এক দুঃসাধ্য সাধনকারী দস্যু সজোরে সেই বাহু আকর্ষণ করে ছুরিকা প্রহারে চণ্ডবর্মাকে নিহত করেছে। তারপর রাজপ্রসাদের দ্বার শত শত শবে আকীর্ণ করে নির্ভয়ে বিচরণ করছে। এ-কথা শুনে রাজবাহন মাহুতকে দূরে সরিয়ে দিয়ে নিজে সেই মত্ত হস্তীতে আরোহণ করে দ্রুত রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলেন। হস্তীর বেগে পদাতিক সৈন্যরা সরে গিয়ে পথ করে দিল। প্রাসাদের অভ্যন্তরে পুঞ্জীভূত মেঘগর্জনের মতো গম্ভীর স্বরে রাজবাহন ঘোষণা করলেন, 'কে সেই মহাশক্তিধর পুরুষ যিনি মানুষমাত্রেরই দুঃসাধ্য এই কাজ সম্পন্ন করেছেন? তিনি এগিয়ে আসুন, আমার সঙ্গে এই মত্ত হস্তীতে আরোহণ করুন। আমার কাছে থেকে দেবতা-দানবদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেও কোন ভয় নাই।' এ-কথা শুনে সেই পুরুষ আনন্দিত হয়ে করজোড়ে এগিয়ে এলেন; হস্তসংকেতে হস্তী দেহ কুঞ্চিত করে নিচু করায় রাজবাহনকে স্পর্শ না করেই হস্তীতে আরোহণ করলেন।

আরোহণকারীকে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে রাজবাহন বললেন, 'একি এসো প্রিয় সখা অপহারবর্মা!' তারপর পশ্চাতে উপবিষ্ট অপহারবর্মার হস্তদ্বয় নিজ বাহু-মূলের তলদেশ দিয়ে আকর্ষণ করে নিজেকে আলিঙ্গন করালেন এবং নিজের বাহুদ্বয় পশ্চাতে প্রসারিত করে তাকে বেষ্টন করলেন। আলিঙ্গনের পরই নিজেকে সংযত করে নিয়ে অপহারবর্মা বাণ-চক্র-কণপ-কর্পণ-প্রাস-পট্টিশ-মুষল-তোমর প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করে বলদর্পিত শত্রুপক্ষীয় আক্রমণশীল যোদ্ধাদের, যারা নানাভাবে যুদ্ধ করছিল, তাদের ভূমিতলে নিক্ষেপ করলেন। পরমুহূর্তেই দেখা গেল অন্য কোন একজন নিজের অগ্রগামী সৈন্যদের দ্বারা ঐ বিপক্ষ সৈন্যদের বেষ্টন করে ফেলেছে!

তারপর দেখা গেল স্থলপদ্মের মতো সুগৌর বর্ণবিশিষ্ট এক ব্যক্তি নিপুণ হস্তের বাণ বর্ষণে শত্রুপক্ষকে অভিভূত করে ফেললেন। তাঁর কেশ কুরুবিন্দের[৫] মতো কৃষ্ণ, স্নিগ্ধ নীল চক্ষুদ্বয় আকর্ণ বিস্তৃত, কটিতটে রত্নছুরিকা, পরণে পট্টবস্ত্র—তাঁর কটি ক্ষীণ ও বক্ষ বিশাল। তারপর পাদাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে বেগমান গজের কর্ণ তাড়না করে তাতে আরোহণ করে রাজবাহনের নিকটে এগিয়ে এলেন। উপরে লব্ধ উপদেশহেতু বুঝতে পারলেন—ইনিই নিশ্চয় রাজকুমার রাজবাহন, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে অপহারবর্মার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'আপনার আদেশ অনুসারে অঙ্গরাজকে সাহায্যদানের জন্যে আগত রাজন্যবৃন্দকে এখানে উপস্থিত করেছি; শত্রুসৈন্যকে এমনভাবে নিহত ও বিধ্বস্ত করেছি যে এখন স্ত্রীলোক বা বালকেরাও তাদের অস্ত্র-শস্ত্র কেড়ে নিতে পারে। এখন আর কি করণীয় আছে?'

অপহারবর্মা আনন্দিত হয়ে রাজবাহনকে বললেন, 'দেব, এই সেবকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে অনুগৃহীত করুন। এই ব্যক্তির নাম ধনমিত্র; আমার মতোই একে মনে করবেন—শুধু নামেই যা পার্থক্য। এ আজই অঙ্গরাজকে কারাগার থেকে মুক্ত করে ইতস্তত

বিক্ষিপ্ত তাঁর সৈন্য, বাহন ও ভাণ্ডার একত্র করে আমাদের পক্ষের এই রাজন্যবৃন্দের সঙ্গে এসে নির্জন স্থানে সুখে উপবিষ্ট আপনার সেবা করুক, যদি এতে কোন দোষ না মনে করেন।'

'তোমার যেরূপ অভিরুচি'—এই বলে রাজবাহন অপহারবর্মার প্রদর্শিত পথে নগরের বাইরে এসে বিশাল বটগাছের নিচে রেশমকোমল শুভ্র বালুকাময় স্থানে হস্তী থেকে অবতরণ করলেন। গঙ্গাতরঙ্গবাহী বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় স্থানটি ছিল শীতল। প্রথমে অপহারবর্মা নেমে স্বহস্তে স্থানটি সমান করে দিলেন; শ্বেতহস্তিতুল্য রাজবাহন স্ফটিকশুভ্র ভাগীরথী তীরে সুখে উপবেশন করলেন।

উপহারবর্মা—অর্থপাল—প্রমতি—মিত্রগুপ্ত—মন্ত্রগুপ্ত—বিশ্রুত, মিথিলারাজ প্রহারবর্মা, কাশীরাজ কামপাল, চম্পেশ্বর সিংহবর্মা—এঁদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে এসে ধনমিত্র উপবিষ্ট রাজবাহনকে প্রণাম করলেন। রাজবাহনও সানন্দে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'কি সৌভাগ্য! সমস্ত মিত্ররাই উপস্থিত হয়েছেন।' তারপর জ্যেষ্ঠের আশীর্বাদ, কনিষ্ঠের নমস্কার ইত্যাদি সমাপ্ত হলে তিনি সকলকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। কাশীরাজ, মিথিলাপতি ও অঙ্গরাজের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর তাঁদের প্রতি পিতৃতুল্য সম্মান প্রদর্শন করলেন, তাঁরা আনন্দে শুভ্রকেশ কম্পিত করে দ্রুত আলিঙ্গন করলে রাজবাহন খুবই হৃষ্ট হয়ে উঠলেন।

এবার প্রীতিপূর্ণ আলাপ শুরু হলো। প্রিয়বন্ধুদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে নিজের সোমদত্ত ও পুষ্পোদ্ভবের কাহিনী বর্ণনা করে ক্রমশ মিত্রদের বৃত্তান্ত শোনার প্রস্তাব এনে তাদের নিজ নিজ বিবরণ শোনাতে আদেশ দিলেন। প্রথম শুরু করলেন অপহারবর্মা।

॥ শ্রীদণ্ডী বিরচিত 'দশকুমারচরিতে' 'রাজবাহনচরিত' নামে প্রথম উচ্ছ্বাস সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × **দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস** × × × × × × × × × × × ×

অপহারবর্মাচরিত

দেব, আপনি মাতঙ্গ নামে ব্রাহ্মণের উপকারের জন্যে পাতালে প্রবেশ করার পর (আপনাকে না দেখতে পেয়ে) অন্য বন্ধুরা আপনার অন্বেষণে নানা দিকে রওনা হয়ে গেল। আমিও ঘুরতে-ঘুরতে অঙ্গদেশে এসে পড়লাম। রাজধানী চম্পানগরীর বাইরে গঙ্গার তীরে আলাপরত লোকদের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে তপস্যার প্রভাবে দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন মরীচি নামে এক মহর্ষি আছেন। আপনার গন্তব্য জানার ইচ্ছায় তাঁর কাছে গেলাম।

আশ্রমে এসে দেখতে পেলাম ছোট একটি আমগাছের ছায়ায় দুঃখে মলিন এক তাপস বসে আছেন। তিনি অতিথিরূপে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তাঁকে বললাম, 'ভগবান মরীচি কোথায়? তাঁর কাছ থেকে আমি বিদেশগত এক বন্ধুর গন্তব্যের সন্ধান জানতে চাই। কারণ এই ঋষি আশ্চর্য জ্ঞান-শক্তির জন্য পৃথিবীতে বিখ্যাত।' তিনি তখন উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এই আশ্রমে এইরকম এক মহর্ষি ছিলেন বটে। কিন্তু একবার কামমঞ্জরী নামে রাজধানীর

অলঙ্কার তুল্য এক গণিকা অশ্রুধারায় বক্ষ সিক্ত করে, দীর্ঘকেশ ভূমিতে লুণ্ঠিত করে তাঁকে প্রণাম করল। সে-সময় তার মা ও অন্যান্য আত্মীয়রা তাকে অনুসরণ করে সেখানে উপস্থিত হলো। দয়ালু ঋষি তাদের মিষ্টি কথায় আশ্বস্ত করে সেই গণিকার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সেও ঋষির প্রতি যথাযথ সম্মান প্রকাশের পর যেন লজ্জায় ও দুঃখে অভিভূত হয়ে বলতে লাগল, 'ভগবন্, আমি ঐচ্ছিক সুখভোগে অনধিকারী কিন্তু পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য আপনার চরণে শরণ নিলাম কারণ দুঃখীজনের প্রতি অনুগ্রহের জন্য আপনি সুপরিচিত।' তার মা তখন ভূমি স্পর্শ করে উঠে দাঁড়াল, বার্ধক্যে ধূসর কেশরাশি তার তখন গ্রন্থিমুক্ত ; সে করজোড়ে বলতে শুরু করল—'বৃত্তি অনুযায়ী কর্তব্য করতে আমি তাকে উৎসাহিত করেছি, কেবল এইটুকুই আমার অপরাধ। গণিকার মাতার প্রধান কর্তব্য এই—জন্মের পর থেকেই দেহের পরিচর্যা কি করে করতে হয় তা শেখাতে হবে ; এ-ছাড়া আছে উপযুক্ত খাদ্যের সাহায্যে অঙ্গের শ্রীবৃদ্ধি সাধন—যাতে দেহের দীপ্তি, শক্তি, বর্ণ এবং বুদ্ধি পুষ্ট হয়ে উঠতে পারে—যাতে মেজাজ ঠিক থাকে, উদরাগ্নির তৃপ্তি হয় এবং দেহের প্রধান রস প্রবাহগুলির সাম্য বিহিত হয়। এছাড়াও অন্য বক্তব্য আছে ঃ জন্মের পর পাঁচ বছর বয়স থেকে জন্মদাতা পিতার সঙ্গেও যাতে অধিক সাক্ষাৎ না হয় তার ব্যবস্থা করা ; জন্মদিনে এবং অন্যান্য শুভদিনে মহোৎসব রূপে চিহ্নিত মঙ্গলানুষ্ঠানগুলি পালন করা। কামশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় তাকে দীক্ষিত করা এবং নৃত্য, সঙ্গীত, গীত, যন্ত্রবিদ্যা, অভিনয়, চিত্রবিদ্যা এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন গন্ধদ্রব্য ও খাদ্য প্রস্তুতি বিষয়ে শিক্ষাদান করাও মায়েরই কর্তব্য। তাছাড়া. লেখাপড়া শেখানো, কিভাবে সুষ্ঠুভাবে আত্মপ্রকাশ করতে হয়, ব্যাকরণ, দর্শন ও জ্যোতিষশাস্ত্রের মূল বিষয়গুলিতে অভিজ্ঞ করে তোলা—এসব তো আছেই।

জীবিকার জন্য নির্বাচিত বৃত্তি বিষয়ে দীক্ষিত করতে গিয়ে বিচিত্র লীলাভঙ্গি, ভাগ্যের খেলায়, জীবনের সংগ্রামে শিক্ষিত করে তোলাও মায়েরই কাজ। বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের কাছে যাতে কন্যা কামলীলায় ও কামশাস্ত্রে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করতে পারে—সেদিকেও মায়ের দৃষ্টি থাকে। সযত্নে সজ্জিত হয়ে, অনুচর পরিবৃত হয়ে লোকানুষ্ঠানগুলিতে যাতে সে অংশ গ্রহণ করে মা সেদিকেও দৃষ্টি রাখেন। বিভিন্ন উপলক্ষ্যে উপযুক্ত সঙ্গীত বিদ্যায় তাকে অভিজ্ঞদের কাছে নৈপুণ্য লাভ করতে হবে—নানা কৌশলে বিভিন্ন বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সর্বত্র তার প্রচার করবেন—হস্তরেখা বিশারদ এবং জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণ তাকে সর্বসুলক্ষণযুক্তা বলে ঘোষণা করবেন।

পীঠমর্দ বিট-বিদূষক ও পরিব্রাজিকাদের দ্বারা নাগরিক পুরুষদের মধ্যে রূপ, স্বভাব, শিল্পচাতুর্য, বাক্যের মাধুর্য ইত্যাদি প্রচার করা, কোন যুবকের বাসনার পাত্রী হলে তার কাছ থেকে প্রচুর ধন আদায় করে তাকে আনা, ভাবাম্মত্ত ও অনুরাগে মুগ্ধ এমন স্বাধীন ব্যক্তিকে কন্যাপ্রদান যে জাতি, রূপ, বয়স, অর্থ, শক্তি, পবিত্রতা, ত্যাগশীলতা, নিপুণতা, সরলতা, শিল্পগুণ, সচ্চরিত্রতা ও আলাপপ্রিয়তায় বিশিষ্ট। অতিশয় গুণবান ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যদি স্বাধীন নাও হয় তাহলে সামান্য ধনের বিনিময়েও 'অনেক পাওয়া গেছে' মনে করে তার হাতে কন্যা সমর্পণ; পরাধীন কোন লোকের সঙ্গে গান্ধর্ব বিধিমতে মিলন হলে তার অভিভাবকের কাছ থেকে টাকা আদায় করা, আকৃষ্ট-জন যদি অর্থ না দেয় তাহলে তাকে রাজার কাছে বা বিচারালয়ে অভিযুক্ত করা,

একান্ত অনুগত লোকের প্রতি কন্যাকে সতীর নিয়ম পালন করান, উপনায়কের যে-ধন উপহার রূপে পাওয়া গেছে, তাছাড়া অবশিষ্ট সম্পদ নানা উপায়ে অপহরণ করা, লোভী কিন্তু কৃপণ লোকের সঙ্গে কলহ করা—প্রতিবেশীদের দ্বারা তাকে অর্থদানে উৎসাহিত করা, নির্ধন ব্যক্তিকে কটুকথা বলে লোকসমাজে হেয় করা ; এছাড়া লজ্জা দিয়ে, কন্যাকে আবদ্ধ রেখে বিচারলয়ে অভিযোগ এনে অপমানিত করে দূর করার পর শুল্কদানে সক্ষম, বিপদ নিবারণে সমর্থ ধনী প্রশংসাযোগ্য কোন ব্যক্তির সঙ্গে কন্যাকে মিলিত করান—এইরকম আরও অনেক কিছু।

গণিকা নায়কের প্রতি মিলনের ইচ্ছা প্রকাশ করবে, কিন্তু মিলিত হবে না, অনুরাগ থাকলেও মাতা মাতামহীর আদেশ লংঘন করবে না,—এইরকম নিয়ম থাকা সত্বেও আমার এই কন্যা বিধাতানির্দিষ্ট ধর্ম অতিক্রম করে বিদেশী এক রূপবান দরিদ্র যুবকের সঙ্গে নিজের অর্থ ব্যয় করেই একমাস কাটিয়েছে। ফলে ধনবান নায়করা প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় ক্রুদ্ধ। এর আত্মীয়রাও কষ্টে পড়েছে। আমি যখন নিবৃত্ত করার জন্যে বললাম—'তোমার এই কুবুদ্ধি ভাল নয়'—তখন রেগে সে বনবাসে চলে গেল। এখন এই সংকল্প যদি না ত্যাগ করে, তাহলে নিরুপায় আমাদের অনশনে মরতে হবে।' এই বলে কামমঞ্জরীর মা কাঁদতে লাগল।

ঋষি অনুকম্পা বশত কামমঞ্জরীকে বললেন, 'ভদ্রে, এই বনবাস খুবই কষ্টকর, এর ফল মুক্তি অথবা স্বর্গ। প্রথমটি তত্ত্বজ্ঞানলভ্য, অত্যন্ত দুঃসাধ্য। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ স্বর্গ কুলধর্মের আচরণকারী সকলের পক্ষেই লাভ করা সম্ভব। অতএব মুক্তির ইচ্ছা থেকে বিরত হয়ে মাতার মতানুসারে চল।' উত্তরে কামমঞ্জরী খুবই বিচলিত হয়ে বলল, 'আমি হতভাগিনী, যদি আপনার পদতলে আশ্রয় না পাই তাহলে অগ্নিদেবই আমার শরণ হোন।' ঋষি তখন কিছু চিন্তা করে তার মাকে বললেন, 'তোমরা এখন ফিরে যাও, কিছুদিন অপেক্ষা কর। এই সুখে অভ্যস্থা কোমলা বালিকা বনবাসের ক্লেশে কিছুদিনের মধ্যেই কাতর হয়ে পড়বে। আমরাও বারবার বুঝিয়ে বলতে থাকলে নিশ্চয় প্রকৃতিস্থ হবে।'

—'তাই হোক্' এই বলে তার আত্মীয়রা বিদায় নিল। কামমঞ্জরী ঋষির প্রতি খুবই ভক্তির ভাব দেখাতে লাগল। সে শুদ্ধ বস্ত্র পরে, শরীর সংস্কারের প্রতি উদাসীন হয়ে আশ্রম তরুদের জলসেচন, পূজার পুষ্পচয়ন, মহাদেবের আরাধনায় নৃত্যগীতবাদ্য, গন্ধমাল্য ও বিভিন্ন উপচারের আয়োজন ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। নির্জনে ধর্মার্থকাম সম্বন্ধে ও আত্মতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করে অল্প সময়ের মধ্যেই ঋষিকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলল।

কামমঞ্জরী ঋষি মরীচিকে অনুরক্ত বুঝতে পেরে একদিন নির্জনে মৃদু হেসে বলল, 'লোকেরা মূর্খ, তাই ধর্মের সঙ্গে অর্থ ও কামকে স্থান দেয়।' তপস্বী তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন সে কোন্ অংশে ধর্মকে কাম ও অর্থ থেকে বড় বলে মনে করে। কামমঞ্জরী যেন লজ্জাবশতই ধীরে ধীরে বলতে থাকল—'আমার মতো (তুচ্ছ) লোকের কাছ থেকে আপনার কি ত্রিবর্গের প্রবলতা ও দুর্বলতার জ্ঞান সম্ভব ? অথবা প্রকারান্তরে দাসীর প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ ? যাই হোক্ শুনুন। ধর্ম ব্যতীত অর্থ ও কামের উৎপত্তি সম্ভব নয় কিন্তু অর্থ কাম ব্যতিরেকেই ধর্ম নিবৃত্তি-সুখ উৎপাদনে সমর্থ ও বাহ্য কোন কারণের প্রতি নির্ভরশীল নয়। আবার ধর্ম বর্ধিত হয় তত্ত্বজ্ঞানের

দ্বারা, তাই অর্থ ও কাম কখনও তা নষ্ট করতে পারে না। তবে কিছু ফল কোন কারণে ক্ষয় পেলেও তা আবার অল্প আয়াসেই পূরণ করে নেওয়া চলে। এইভাবে দোষ নষ্ট হওয়ায় ধর্ম বহুতর মঙ্গলের আকর হয়। দেখুন—

পিতামহ ব্রহ্মার তিলোত্তমার প্রতি কামনা[২], মহাদেবের সহস্র ঋষিপত্নী গমন[৩], কৃষ্ণরূপী নারায়ণের ষোল হাজার নারীর সঙ্গে বিহার[৪], প্রজাপতির নিজ কন্যার প্রতি প্রণয় প্রবৃত্তি[৫], ইন্দ্রের অহল্যা কামনা[৬], চন্দ্রের গুরুপত্নী গমন[৭]. সূর্যের বড়বারূপী অশ্বের সঙ্গে মিলন[৮], বায়ুর বানর পত্নী অঞ্জনাগ্রহণ[৯], বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠভ্রাতা উতথ্যের পত্নীকে অঙ্কশায়িনী করা [১০], পরাশর কর্তৃক দাসকন্যা সত্যবতীর কুমারীত্ব হরণ[১১], ব্যাসের ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের পত্নী অম্বা ও অম্বালিকার সঙ্গে মিলিত হওয়া[১২], ঋষি অত্রির মৃগী সংগম[১৩]—ইত্যাদি কাহিনী কে না জানে? দেবতারা সমুদ্র মন্থন, অমৃত পান ইত্যাদি ব্যাপারে অসুরদের বঞ্চনা করেছিলেন; কিন্তু প্রজ্ঞাবলে বলীয়ান হওয়ায় তাঁদের ধর্মপীড়া ঘটেনি। আকাশে যেমন ধূলিস্পর্শ সম্ভব নয়, তেমনি ধর্মজ্ঞান হেতু পবিত্র মনে কখনও মালিন্য স্থায়ী হতে পারে না। সেইজন্যেই আমার মনে হয় অর্থ কাম ও ধর্মের শতাংশের একাংশও স্পর্শ করতে অসমর্থ।'

—একথা শুনে অনুরাগপূর্ণ চিত্তে মরীচি বললেন, 'অয়ি বিলাসিনি, যথার্থই বুঝেছ, বিষয় সম্ভোগের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানীদের ধর্ম নষ্ট হয় না। কিন্তু আমি তো জন্ম থেকেই অর্থ ও কামের বিষয়ে অনভিজ্ঞ। এই দুই বর্গের লক্ষণ কি, উৎপত্তির কারণ কি, ফলই বা কি—জানতে হবে।'

কামমঞ্জরী বলল, 'যে বস্তু অর্জন, বর্ধন ও পরিপালন করতে হয় তা অর্থ। কৃষি—পশুপালন—বাণিজ্য—সন্ধি—বিগ্রহ ইত্যাদি অর্থাগমের কারণ। সৎপাত্রে দান অর্থের ফল।

বিষয়ে আসক্ত স্ত্রী-পুরুষের অতিশয় সুখকর স্পর্শ বিশেষই কাম। পৃথিবীতে সুন্দর ও উজ্জ্বল যত কিছু আছে সবই কাম উদ্দীপনের কারণ; ফল আছে পরম আহ্লাদজনক পরস্পরের মর্দন-জনিত সুখ, যা স্মরণেও মধুর, অভিমান উৎপন্নকারী, সর্বোত্তম এবং কামীজনের দ্বারাই প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞেয়। এর জন্যে বিশিষ্ট জনেরাও কষ্টকর তপস্যা, প্রচুর দান, দারুণ যুদ্ধ, ভয়ংকর সমুদ্র-লঙ্ঘন প্রভৃতি কঠিন কাজ করে থাকেন।'

—একথা শুনে ঋষি হয় দৈববশে, নয় তো কামমঞ্জরীর কৌশলে, কিম্বা নিজের মন্দ বুদ্ধির জন্যে ব্রহ্মচর্যাদি নিয়মের অবহেলা করে গণিকার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লেন।

কামমঞ্জরী তখন সেই কর্তব্যজ্ঞান রহিত তপস্বীকে রথে করে নগরের সুশোভিত রাজপথ দিয়ে নিজগৃহে নিয়ে এল। ঘোষণা করা হলো—আগামী কাল মদনোৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

পরদিন মরীচি নিজের উপযুক্ত আচরণ ভুলে স্নানান্তে চন্দনলেপন মাল্যধারণ ও কামীজনোচিত বেশ-বিন্যাস করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কামমঞ্জরীর ক্ষণমাত্র অদর্শনও তাঁকে উৎকণ্ঠিত করে তুলছিল। অবশেষে কামমঞ্জরী সুসজ্জিত রাজপথ দিয়ে উৎসব স্থানে নিয়ে এলেন। উদ্যানের প্রান্তে যুবতী বেষ্টিত রাজার কাছে এসে উপস্থিত হলে রাজা হেসে বললেন, 'ভদ্রে, ভগবান্ মরীচির সঙ্গে উপবেশন কর।' এই আদেশের পর কামমঞ্জরী বিলাসভঙ্গি সহকারে প্রণাম করে মৃদু হেসে সেই ভাবে বসল। তখন

এগিয়ে এলো আরেক সুন্দরী, করজোড়ে ঘোষণা করল, 'প্রভু, কামমঞ্জরীর কাছে আমি হেরে গেছি, অতএব আজ থেকে আমি ওর দাসীত্ব স্বীকার করে নিচ্ছি।' জনসমাজে তখন বিস্মিত কোলাহল শুরু হয়ে গেছে। প্রীত রাজা মূল্যবান অলংকার ও পরিচ্ছদ দিয়ে কামমঞ্জরীকে অনুগৃহীত করলেন। গণিকারা ও পৌর-প্রধানেরা বারবার তার প্রসংশা করতে লাগল। এবার কামমঞ্জরী ঋষিকে জানাল, 'ভগবন্, অনুগৃহীত এই দাসী আপনাকে প্রণাম জানাচ্ছে, এখন আপনি নিজের কাজে যেতে পারেন।' তপস্বী স্তম্ভিত! উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে তিনি বলে উঠ্‌লেন, 'প্রিয়ে, এ কি! কি করে এমন উদাসীন হয়ে উঠ্‌লে? কোথায় গেল আমার প্রতি তোমার সেই অসাধারণ অনুরাগ!' হাসি মুখে কামমঞ্জরী উত্তর দিল, 'ভগবন্, আজ রাজার সামনে যে-নারী আমার কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিল—এক সময় তার সঙ্গে আমার কলহ হয়েছিল। সে আমাকে এই বলে তিরস্কার করেছিল—তুই যেন মহর্ষি মরীচিকে বশ করার মতো অহংকার করছিস্। আমিও দাসত্বের পণে এই সর্ত গ্রহণ করেছিলাম। আপনার কৃপায় সফলও হয়েছি।' এইভাবে প্রতারিত সেই তপস্বী অনুতপ্তচিত্তে কামমঞ্জরীর বিষয়ে নিবৃত্ত হলেন। —যার প্রতি ছলনা করা হয়েছিল, আমাকেই সেই তপস্বী বলে মনে করবেন। স্বপ্রবর্তিত অনুরাগ তুলে নিয়ে সেই গণিকা আমার অন্তরে মহৎ বৈরাগ্য সঞ্চার করেছে। 'আশাকরি শীঘ্রই নিজেকে আপনার উদ্দেশ্য সাধনের যোগ্য করে তুলতে পারব। এই সময়টুকু আপনি অঙ্গদেশের রাজধানী চম্পানগরীতে বাস করুন।'

তারপর সেই তপস্বীর মনের মোহরূপ অন্ধকারের ভয়েই যেন সূর্যাস্ত হয়ে গেল, আর তাঁর পরিত্যক্ত অনুরাগ যেন সন্ধ্যারাগে পরিণত হলো। তাঁর কাহিনী থেকে যেন বৈরাগ্যের শিক্ষা লাভ করে পদ্মবন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল।

আমিও মুনির কথামতো সন্ধ্যা-বন্দনান্তে একসাথে শয়ন করে সুখকর আলাপ আলোচনায় রাত্রি অতিবাহিত করলাম। ক্রমশঃ স্বীয় অরুণকিরণে কল্পবৃক্ষের পল্লবকে যেন ম্লান করে সূর্যদেব উদিত হলেন—উদয়গিরির শিখর দাবাগ্নির মতো আলোকিত হয়ে উঠল। তখন তাঁকে নমস্কার করে নগরের দিকে যাত্রা করলাম।

কিছুদূর যাওয়ার পর পথের পাশে এক বৌদ্ধ মঠের সামনে এলাম। বাইরে নির্জন অশোকবনে বসে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী।—মলিনবর্ণ কুৎসিত এই ক্ষপনকের মনঃকষ্টে শরীর ক্ষীণ—চোখের জলে বুকের ধুলো ধুয়ে যাচ্ছে। আমি তার কাছে বসে জিজ্ঞাসা করলাম—'মহাশয়, কোথায় বা তপস্যা আর কোথায় বা রোদন? যদি গোপনীয় না হয় তাহলে, আমি আপনার কষ্টের কারণ জানতে ইচ্ছুক।' সে বলল, 'তবে শুনুন, সৌম্য, আমি এই চম্পানগরীর বণিক নিধিপালিতের বড় ছেলে বসুপালিত, কুৎসিত রূপের জন্যে আমি 'বিরূপক' নামে বিখ্যাত। এখানে 'সুন্দরক' নামে সার্থকনামা কলাবিদ্যায় পারদর্শী ও নানাগুণসম্পন্ন কিন্তু অল্প ধনবিশিষ্ট আরেক ব্যক্তি আছে। পরস্পরের শত্রুতাই যাদের জীবিকা সেই ধূর্ত পুরবাসীরা দেহের সৌন্দর্য বনাম ধনকে নিমিত্ত করে আমাদের দুজনের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি করে দিল। তারাই আবার কোন উৎসব সভায় আমাদের শুনিয়ে বলল—সৌন্দর্য বা অর্থ পৌরুষের কারণ নয়, কিন্তু শ্রেষ্ঠ্য গণিকা যার যৌবন কামনা করে সেই প্রকৃত পুরুষ। অতএব কামমঞ্জরী যাকে প্রার্থনা করবে সেই যথার্থ ভাগ্যবান। আমরা তাদের এই সর্ত স্বীকার করে নিয়ে কামমঞ্জরীর কাছে দূত পাঠালাম। অবশেষে আমিই হলাম তার বাসনার উৎস।

সুন্দরক ও আমি দুজনেই বসে ছিলাম—কিন্তু আমার কাছেই এগিয়ে এল কামমঞ্জরী, বারবার নীলপদ্মমালার মতো কটাক্ষ বর্ষণ করতে লাগল, ফলে সুন্দরক লজ্জায় অধোবদন হয়ে গেল।

আমিও নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে কামমঞ্জরীকে ধন-জন-গৃহ-দেহ এমনকি জীবনেরও অধীশ্বরী করে তুললাম। শেষ পর্যন্ত সে সব অপহরণ করে নিল; তখন শুধু কৌপীন আমার সম্বল—সেই অবস্থায় আমাকে সে বাড়ি থেকে দূর করে দিল। ফলে আমি সকলের উপহাসের পাত্র হয়ে উঠলাম। পৌরবৃদ্ধদের ধিক্কার সহ্য করতে না পেরে এই বৌদ্ধ মঠে এসে এক ভিক্ষুর কাছে থেকে মোক্ষের উপদেশ গ্রহণ করলাম।

ক্রমশঃ বৈরাগ্যের সৃষ্টি হওয়ায় কৌপীনও ত্যাগ করে মল ও ধূলায় সর্বাঙ্গ লিপ্ত করলাম। জোর করে সব কেশ উৎপাটন[১৪] করায় দারুণ যন্ত্রণা ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। দুঃখে কাতর হয়ে মনে হচ্ছে—আমি বৈশ্য, অতএব এই পাষণ্ড-বৃত্তি অনুসরণ করা নিজের ধর্ম নয়। আমার পূর্বপুরুষেরা বেদ ও স্মৃতি বিহিত পথে চলেছিলেন, কিন্তু হতভাগ্য আমার শরীর এই নিন্দনীয় বেশধারণ করায় মহাদুঃখের আধার। নিরন্তর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের নিন্দা শুনতে থাকায় পরজন্মেও নরকে গতি হবে। প্রতারণাপূর্ণ নিষ্ফল এই অধর্ম পথ ধর্মের মতোই আমাকে অনুসরণ করতে হচ্ছে। এইসব দুঃখের কথা ভেবে এই নির্জন অশোকবনে বসে অশ্রুপাত করছি।'

এ-কথা শুনে সদয় হয়ে বললাম, 'মহাশয়, এখানেই কিছুদিন অপেক্ষা করে থাকুন, ঐ গণিকা যাতে নিজেই আপনার টাকা ফিরিয়ে দেয় আমি সেই চেষ্টাই করব—তার উপায়ও আমার জানা আছে।' এইভাবে আশ্বাস দিয়ে আমি চলে গেলাম। নগরে এসে লোকের কথাবার্তা থেকে জানতে পারলাম যে খুবই সমৃদ্ধ ঐ নগর। স্থানটিতে বহু অর্থলোভী লোকের বাস। ধনের নশ্বরতা প্রমাণ করে তাদের স্বভাব পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে চুরি করাই স্থির করলাম।

প্রথমে উপস্থিত হলাম এক পাশাখেলার আসরে! নিপুণ খেলোয়াড়দের কাছে গিয়ে দেখলাম তাদের খেলার নানা কৌশল, দান ফেলার সময় হাতের কায়দায় প্রতিপক্ষকে প্রতারণা, সদর্প আস্ফালন, প্রাণের মায়া না রেখে ক্রোধ প্রদর্শন, সভাধ্যক্ষের ন্যায্য আচরণ, নিপুণ ব্যক্তিদের প্রশংসা, অনভিজ্ঞদের নিন্দা, নিজের দলে টানার ক্ষমতা, নানারকম প্রলোভন, বিশেষ পণের বর্ণনা, লব্ধ ধন বণ্টনে উদারতা ইত্যাদি। অশ্লীলবাক্যপূর্ণ কোলাহল ও এই ধরনের আরও নানারকম ব্যবহার আমাকে আদৌ তৃপ্তি দিল না।

এক খেলোয়াড় ভুল দান ফেললে আমি হেসে ফেললাম। তখন প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় খুব রেগে গিয়ে রক্তচক্ষুতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হাসির ছলে তুই একে খেলার নিয়ম শিখিয়ে দিচ্ছিস্? তবে এই আনাড়ী খেলোয়াড়কে বাদ দিয়ে তোর মতো অভিজ্ঞ লোকের সঙ্গেই খেলা যাক্।' এই বলে সভাপতির অনুমতি নিয়ে আমার সঙ্গে খেলতে শুরু করে দিল।

শেষ পর্যন্ত আমিই ষাট হাজার দীনার জীতে নিলাম। অর্ধেক সভাধ্যক্ষ[১৫] ও সভ্যদের দিয়ে বাকি অর্ধেক নিজের জন্যে রাখলাম। আনন্দের সঙ্গে সবাই আমার প্রশংসা করতে লাগল। সভাধ্যক্ষের অনুরোধে আমি তার বাড়িতে গিয়ে গভীর তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন সমাধা করলাম।

যার জন্যে আমি দ্যূতসভায় গিয়েছিলাম তার নাম বিমর্দক। সে আমার দ্বিতীয় হৃদয়ের মতোই বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠল। তার কাছ থেকে নগরের কার কতখানি শক্তি, কি পরিমাণ ধন, কে কি কাজ করে, কার স্বভাবই বা কেমন—এইসব জেনে নিলাম। তারপর মহাদেবের কণ্ঠের মতো গাঢ় অন্ধকারে, নীলবস্ত্রে সমস্ত শরীর আবৃত করে সাবল-সাঁড়াশী-বাঁশী, কাঠের তৈরি নরমুণ্ড, যোগচূর্ণ, যোগবর্তিকা, পরিমাপের সূত্র, কর্কট অস্ত্র, রজ্জু, প্রদীপ, গৃহস্থের দীপ নেভাবার জন্যে ভ্রমরপাত্র প্রভৃতি অনেক রকম চৌর্যের উপকরণ[১৬] নিয়ে যাত্রা করলাম। এক লোভী বণিকের গৃহে সিঁদ কেটে প্রথমে ছোট ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে ভিতরের সব কিছু দেখে নিলাম, তারপর খুব সহজে প্রবেশ করে মূল্যবান রত্ন ও অর্থ সংগ্রহ করে বেরিয়ে এলাম।

ঘনমেঘের মতো গভীর অন্ধকারে ঢাকা রাজপথ। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো ক্ষণিক আলোতে দেখলাম সামনে উজ্জ্বল অলংকারে শোভিতা এক যুবতী, যেন চুরি করার জন্যে ক্রুদ্ধ হয়ে নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন।

যাইহোক, আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, 'বালিকা, কোথায় যাচ্ছ?' ভয়জড়িত কণ্ঠে সে বলল 'আর্য', এই নগরীতে কুবেরদত্ত নামে এক বৈশ্যশ্রেষ্ঠ বাস করেন। আমি তাঁর কন্যা। আমার জন্মের পরই ধনমিত্র নামে নগরের এক ধনীপুত্রের হাতে আমাকে অর্পণ করবেন বলে পিতা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

এই ধনমিত্র পিতা-মাতার মৃত্যুর পর অতিরিক্ত দানের ফলে খুবই দরিদ্র হয়ে পড়লেন। লোকেরা তখন তাঁকে প্রশংসা করে 'উদারক' নাম দিল। তিনি যখন আমাকে বিবাহ করতে চাইলেন; তখন দারিদ্র্যের জন্যে পিতা তাঁকে উপেক্ষা করে অর্থপতি নামে এক ধনী বণিকের হাতে আমাকে সম্প্রদান করাই স্থির করলেন। আজই প্রভাতে সেই অমঙ্গল অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে জানতে পেরে আমি আত্মীয়দের ছলনা করে বেরিয়ে পড়েছি। এখন শুধুমাত্র কামদেবের সহায়ে পূর্বসংকেত অনুসারে ছোটবেলার অভ্যস্ত পথে উদারকের গৃহের দিকে চলেছি। অতএব আমাকে যেতে দিন, বরং এই অলঙ্কার গ্রহণ করুন।'—এই বলে অলঙ্কার খুলে আমায় দিয়ে দিল।

আমি সদয় হয়ে বললাম, 'সাধ্বী এসো, তোমাকে তোমার প্রিয়তমের আবাসে পৌঁছিয়ে দিই।' এ-কথার পর তিন-চার পা মাত্র এগিয়েছি—দেখা গেল একদল নগররক্ষী এগিয়ে আসছে—হাতে তাদের লাঠি ও তরবারি। তাদের হাতের দীপের আলোয় অন্ধকার দূর হয়ে গেল। মেয়েটিকে ভয়ে কাঁপতে দেখে বললাম, 'আমার এই অসিধারী বাহু যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ভয়ের কোন কারণ নেই। কিন্তু তোমার কথা ভেবে আমি একটা সহজ উপায় স্থির করলাম। আমি বিষের ঘোরে বিকার দেখিয়ে শুয়ে পড়ব, তুমি এদের বলবে—রাত্রিতে এই নগরে আসার পর ঐ সভাকক্ষের কোণে এক বিষধর সর্প আমার স্বামীকে দংশন করেছে। যদি আপনাদের মধ্যে কেউ সর্পমন্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি থাকেন তিনি দয়া করে এঁকে বাঁচিয়ে এই অনাথার প্রাণদান করুন। সেই বালিকাও অশ্রুপ্লাবিত নয়নে ভয়রুদ্ধ কণ্ঠে আমার উপদেশমতো কথাগুলি বলল। আমিও বিষবিকারের ভাণ করে শুয়ে রইলাম। তাদের মধ্যে একজন, যে নিজেকে বিষবৈদ্য বলে মনে করত, সে আমার প্রতি নানারকম মন্ত্র-তন্ত্র-ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি প্রয়োগ করে ব্যর্থ হয়ে বলে দিল, 'একে কালসাপে দংশেছে, অতএব এর পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়ে গেছে। শরীর শীতল ও বিবর্ণ, দৃষ্টিশক্তিও লুপ্ত। এরজন্যে শোক

করা বৃথা। কাল দাহ করা হবে। দৈবকে কি অতিক্রম করা যায় ?'—এইসব বলে অন্য রক্ষীদের সঙ্গে চলে গেল।

আমি তখন তাকে উদারকের কাছে এনে বললাম, 'আমি এক তস্কর। এই নারী আপনার প্রতি অনুরক্ত চিত্তে আসছিলেন দেখে এঁকে পেঁাছে দিলাম। এইটি এঁর অলংকার'—এই বলে সেই উজ্জ্বল ভূষণ তাকে দিয়ে দিলাম। আনন্দিত উদারক সসম্ভ্রমে আমায় বলল, 'প্রিয়াকে যদিও ফিরিয়ে দিলেন—কিন্তু আমার বাক্‌শক্তি হরণ করে নিলেন। কি আর বলব জানি না ; অসাধারণ আপনার এই কাজ, অতুলনীয় আপনার স্বভাব।

এইরকম নিঃস্বার্থ উপকার আর কেউ কখনও করেনি। অন্য পুরুষের মতো ইত্যাদি দোষ আপনার নেই। আপনি আজ যে-সৌজন্য প্রকাশ করেছেন তার প্রশংসা করতে সংকুচিত হচ্ছি এই কারণে যে আপনি পূর্বে আরও যেসব মহৎকাজ করেছেন—সেগুলির হয়তো অবমাননা করা হবে। আপনার উদারতায় আমি মুগ্ধ। কিন্তু আপনার ইচ্ছা না জেনেই আমার কর্তব্য নির্ধারণ করা অনুচিত। এই সৎকাজের জন্যে আমি আপনার ক্রীতদাস হয়ে রইলাম। তবে আপনার বুদ্ধির গুণমান করতে পারলাম না, কারণ আমার মতো তুচ্ছ ব্যক্তিকে কিনে নেওয়ার জন্যে আপনি যা দিলেন তা অমূল্য। আমার প্রাণ দিয়েও তো আপনাকে কোন প্রতিদান দিতে পারব না, কারণ তা আপনারই দান,—প্রিয়াকে না পেলে তো আর বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না ! শুধু এ-কথাই বলতে পারি যে, আজ থেকে এই দাস আপনারই।'—এই বলে সে আমার পায়ে পড়ে গেল।

তাকে তুলে আলিঙ্গন করে বললাম—'এখন আপনার কি ইচ্ছা ?' সে বলল, 'আমি এই বালিকার পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া বিবাহ করলে এখানে বেঁচে থাকতে পারবো না। কাজেই আজ রাত্রেই এই দেশ ছেড়ে চলে যেতে চাই। কিংবা আপনি যা আদেশ করবেন সেই মতোই কাজ করব।' আমি বললাম, 'ঠিক কথা—এই ব্যাপারে বুদ্ধিমান লোক কখনও দেশ-বিদেশ বিবেচনা করে না, কিন্তু এই বালিকা খুবই কোমলা, পথ দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল, ফলে এর পক্ষে খুবই কষ্টকর। আবার এই গোপন দেশত্যাগও বুদ্ধি ও শক্তির পক্ষে অপমানকর। অতএব এই বালিকার সঙ্গে এখানে সুখেই বাস করুন—আসুন একে এর নিজের গৃহে নিয়ে যাই।' উদারক নির্বিবাদে আমার কথা স্বীকার করে নিল। তার সঙ্গে সেই কন্যাকে তার বাসগৃহে পেঁাছে দিয়ে তার কাছ থেকেই সেই গৃহের সব বৃত্তান্ত জেনে নিলাম। তারপর এমনভাবে চুরি করলাম যে শুধুই মাটির পাত্র অবশিষ্ট রইল। অপহৃত দ্রব্যগুলি একটি বিশেষ স্থানে রেখে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম—এমন সময় সামনে এসে পড়ল নগররক্ষীরা। আমরা তখন পাশে শায়িত এক মত্ত হস্তীর উপর উঠে পড়লাম। আমি যখন তার গলার দড়ির মধ্যে পা ঢুকিয়ে তাকে ওঠালাম তখন সে ভূতলে শায়িত মাহুতকে দাঁতের আঘাত শেষ করে দিয়েছে। এইভাবে নগররক্ষীদেরও বিধ্বস্ত করল। তারপর ঐ হস্তীর দ্বারা অর্থপতির গৃহ ধ্বংস করে নগর থেকে বেরিয়ে এক পুরাতন উদ্যানে গাছের শাখা ধরে মাটিতে নেমে পড়লাম ও পরে ঘরে ফিরে স্নান সেরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ধীরে-ধীরে সমুদ্রের মধ্য থেকে সূর্যের প্রকাশ ঘটল, উদয়গিরির চূড়া যেন পদ্মরাগ

মণির রঙে রাঙা হয়ে উঠল কল্পতরুর সোনালী পাতার বর্ণ, শোভায় ভাস্বর হলো যেন তার শিখরদেশ।

প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনের পর আমরা সেই নগরে বিচরণ করার সময় কুবেরদত্তের গৃহে দারুণ কোলাহল শুনতে পেলাম। কিন্তু অর্থপতি অর্থ দিয়ে কুবেরদত্তকে আশ্বস্ত করে তুলল, স্থির হলো একমাসের মধ্যে কুবেরদত্তের কন্যা কুলপালিকার সঙ্গে তার বিবাহ হবে। তখন আমি নিভৃতে ধনমিত্রকে শিখিয়ে দিলাম—বন্ধু, এই চামড়ার থলি নিয়ে অঙ্গরাজের কাছে চলে যাও, তাঁকে বল—মহারাজ আপনি তো জানেন যে আমি বহুধনের অধিকারী বসুমিত্রের একমাত্র পুত্র ধনমিত্র, কিন্তু প্রার্থীদের দান করার ফলে মূলধন পর্যন্ত নষ্ট হওয়ায় আজ আমি অবজ্ঞার পাত্র। তাই কুবের-দত্ত কন্যা কুলপালিকাকে আমার প্রতি বাগ্‌দত্তা হওয়া সত্ত্বেও, অর্থপতির হাতে সমর্পণ করা স্থির করেছে। আমি দুঃখে নগরের কাছে এক অরণ্যে প্রবেশ করে আত্ম-হত্যা করতে যাচ্ছিলাম তখন এক জটাধারী সন্ন্যাসী আমায় নিষেধ করে বললেন—তোমার এই দুঃসাহসের কারণ কি? আমি উত্তর দিলাম—দারিদ্র্যের সহোদর অবজ্ঞার জন্য। দয়ালু সেই সন্ন্যাসী আমায় অনুগ্রহ করে বললেন—বৎস, তুমি মূর্খ, আত্ম-হত্যার চেয়ে বড় পাপ আর নেই। বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজেকে দুঃখ না দিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা করে। অর্থোপার্জনের বহু উপায় আছে কিন্তু প্রাণ একবার গেলে আর ফিরে পাওয়ার কোন পথই নেই। অতএব, এই অপকর্মের কি দরকার?

আমি মন্ত্রসিদ্ধ, তপস্যাবলে এই 'চর্মথলিকা' সৃষ্টি করেছি, প্রত্যহ এখান থেকে লক্ষমুদ্রা পাওয়া যায়।—কামরূপে যখন বাস করতাম তখন এর দ্বারাই লোকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতাম। এখন বার্ধক্য আসায় ভোগে বাধার সৃষ্টি হয়েছে। ঘুরতে ঘুরতে এই ভূ-স্বর্গতুল্য নগরে এসে উপস্থিত হলাম। এই থলি এখন তুমিই গ্রহণ কর। আমি ছাড়া কোন বণিক বা শ্রেষ্ঠ বারাঙ্গনার জন্যে এটি পূর্ণ হতে পারে। তবে অন্যায়ভাবে কেউ যদি কারও অর্থ গ্রহণ করে, তবে তাকে তা প্রত্যর্পণ করতে হবে, আর অন্যায় পথে উপার্জিত সবকিছুই দেব-ব্রাহ্মণে দান করতে হবে। তারপর কোন পবিত্র স্থানে থলিটি রেখে দেবতার মতো পুজো করলে প্রতিদিন প্রভাতে এটি অর্থে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে—এইটিই নিয়ম। এই বলে কৃতাঞ্জলি আমাকে থলিটি অর্পণ করে ভূগর্ভে প্রবেশ করলেন। মহারাজকে না জানিয়ে আমার এটি ভোগ করা উচিত নয়—এজন্যেই এসেছি। এখন মহারাজই স্থির করে দিন আমার কি কর্তব্য। তখন রাজা নিশ্চয় বলবেন—ভদ্র, আমি খুসি হলাম। যাও, ইচ্ছামতো এটি ভোগ কর। তুমি আবার বলবে, আপনি অনুগ্রহ করে এমন ব্যবস্থা করে দিন, যাতে কেউ যেন চুরি করতে না পারে। রাজা অবশ্য সে-কথাও স্বীকার করে নেবেন। তারপর বাড়িতে ফিরে এসে সন্ন্যাসীর কথামতো টাকাকড়ি সব দান করে দিয়ে এই থলির পুজো করবে। তারপর চুরি করা ধনে রাত্রিবেলা থলি পূর্ণ করে রেখে সকালে লোককে দেখাবে। তখন ধনলোভী কুবেরদত্ত অর্থপতিকে তৃণজ্ঞান করে নিজেই তোমার হাতে কন্যা সমর্পণ করবে। ফলে ক্রুদ্ধ অর্থপতি তোমার সঙ্গে কলহ করতে চাইবে। আমরা তখন তাকে নানা পন্থায় শুধু কৌপীন-সম্বল করে ছেড়ে দেব।—এইভাবে আমাদের চৌর্যবৃত্তির কথাও গোপন থাকবে।

ধনমিত্র সন্তুষ্ট হয়ে আমার কথামতোই সব কাজ করল। সেদিন থেকে আমার

নির্দেশে বিমর্দক অর্থপতির সেবায় নিযুক্ত হয়ে উদারকের (ধনমিত্রের) প্রতি তার শত্রুতাও বাড়িয়ে দিতে লাগল। এদিকে অর্থলোভী কুবেরদত্ত অর্থপতিকে কন্যাদান না করে ধনমিত্রের হাতে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায় অর্থপতি বাধা দিতে এল।

এই সময় জানা গেল কামমঞ্জরীর ছোটবোন রাগমঞ্জরী পঞ্চবীরগোষ্ঠে[১৭] সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করবে। নাগরিকেরা সকলে খুব আগ্রহের সঙ্গেই সেই সভায় এসে উপস্থিত। আমিও (অপহারবর্মা) ধনমিত্রের সঙ্গে সেখানে গেলাম।

রাগমঞ্জরীর নৃত্য শুরু হলো। আমার মনই যেন তার দ্বিতীয় রঙ্গপীঠ। তার সবিলাস দৃষ্টিপাত যেন কামদেবের পদ্মশর, যা আমাকে বিদ্ধ করে ব্যথিত করে তুলল। রাগমঞ্জরী যেন স্বয়ং নগরলক্ষ্মী, আমার চৌর্যরূপ অপরাধের জন্যে তাঁর পদ্মনয়নের লীলাকটাক্ষমালার শৃঙ্খলে আমাকে বেঁধে ফেলা হলো।

নৃত্য সভা থেকে সে যখন উঠল তখন তার মুখ খুবই প্রফুল্ল। হয়তো অনুরাগ-হেতু, কিম্বা দৈববশেই সখীদের অলক্ষ্যে বারবার আমার দিকে সবিভ্রম দৃষ্টিপাত করতে লাগল। মৃদু হেসে আমার নয়ন ও মন আকর্ষণ করে চলে গেল।

আমি যদিও ফিরে এলাম, কিন্তু রাগমঞ্জরীর জন্যে অধীর উৎকণ্ঠার ফলে আমার আহারের ইচ্ছাও রইল না। মাথার যন্ত্রণার ছল করে নির্জনে শয্যায় শয়ন করলাম।

কামশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ধনমিত্র আমার কাছে এসে বলল, 'ধন্য সেই গণিকা, যার প্রতি তোমার মতো পুরুষ এতখানি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। অবশ্য তার মনেও যে বিকার জন্মেছে তাও আমি ভালভাবেই লক্ষ্য করেছি। শীগগীর কামদেব তাকেও শরশয্যায় শায়িত করবেন। তোমাদের আকর্ষণ পরস্পরের যোগ্য হওয়ায় সহজেই মিলন সম্ভব হবে। কিন্তু সে গণিকার কন্যা হলেও আচরণে বিপরীত। তার প্রতিজ্ঞা—আমি গুণবানকে বরণ করব, ধনবানকে নয়। বিবাহ না করলে আমার যৌবন কারও ভোগ্য হবে না।' এই প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে মাতা মাধবসেনা ও ভগিনী কামমঞ্জরী বহু নিষেধ করেও বিফল হয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে রাজাকে জানাল, 'মহারাজ, আপনার দাসী রাগমঞ্জরী তার অনুরূপ স্বভাব ও শিল্প কৌশল প্রভৃতি দ্বারা আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবে—এইটিই আমাদের বড় আশা ছিল। কিন্তু আজ সে আশার মূলোচ্ছেদ ঘটেছে। সে নিজের কুলধর্ম অতিক্রম করে, অর্থের প্রতিও নিস্পৃহ হয়ে গুণের কাছেই নিজের যৌবন বিক্রয়ে ইচ্ছুক। কুলস্ত্রীর মতো সে আচরণ করতে চায়। এখন আপনার আদেশে যদি সে প্রকৃতিস্থ হয় তবেই মঙ্গল।

রাজা তাদের অনুরোধে সেইরকমই উপদেশ দিলেন, কিন্তু রাগমঞ্জরীকে বশ করা গেল না। তখন আবার তারা কাঁদতে কাঁদতে রাজাকে জানাল, 'যদি কোন লম্পট আমাদের বিনা অনুমতিতে এই বালিকার সঙ্গে মিলিত হয় তাহলে তাকে চোরের শাস্তি দিয়ে বধ করতে হবে।' —এই নিয়ম নির্দিষ্ট হওয়ায় অর্থ না দিলে আত্মীয়দের অনুমতি পাওয়া যাবে না, আবার ধনদাতাকে রাগমঞ্জরী স্বীকার করে নেবে না—অতএব এইসব দিক চিন্তা করে মিলনের উপায় স্থির করতে হবে।

আমি বললাম, চিন্তার আর কি আছে? গুণে তাকে বশীভূত করে গোপনে আত্মীয়দের অর্থ দিয়ে সন্তুষ্ট করব।'

তারপর কামমঞ্জরীর প্রধানা দূতী ধর্মরক্ষিতা নামে বৌদ্ধ ভিক্ষুণীকে অন্নবস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে বশ করে তার মাধ্যমে কামমঞ্জরীর সঙ্গে এই সর্ত করলাম—উদারকের

(ধনমিত্রের) কাছ থেকে ঐ চর্মথলিকা নিয়ে এসে তাকেই (কামমঞ্জরীকে) দান করব যদি প্রতিদানে রাগমঞ্জরীকে পাই। সে রাজী হলো। আমিও কথা মতো কাজ করে গুণমুগ্ধা রাগমঞ্জরীর পাণি গ্রহণ করলাম। সেই রাত্রিতেই 'চর্মরত্ন' চুরির কথা প্রকাশ হয়ে গেল। এইভাবে প্রভাতে আমার গুপ্তচর বিমর্দক অর্থপতির পক্ষ নিয়ে ধনমিত্রকে এমনভাবে তিরস্কার করতে লাগল যাতে উপস্থিত পৌর প্রধানেরা শুনতে পায়। ধনমিত্র বলল, 'অপরের জন্যে আমায় তিরস্কার করছ কেন? তোমার উদ্দেশ্য কি? আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করেছি বলে মনে পড়ছে না।' বিমর্দক কিন্তু আরও উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগল—'তোমার এমনই ধনগর্ব যে পণে আবদ্ধ অন্যের স্ত্রীর পিতা-মাতাকে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে নিজের জন্যে পেতে চেষ্টা করছ। তুমিও বলতো আমিই বা তোমার কি অপরাধ করলাম? এ-কথা তো সকলেই জানে যে বিমর্দক বণিক অর্থপতির প্রাণের তুল্য প্রিয়বন্ধু। কাজেই আমি তার জন্যে প্রাণও দিতে কিংবা ব্রহ্মহত্যাতেও কুণ্ঠিত নই। আমার এক রাত্রির জাগরণই তোমার চর্মরত্ন লাভের অহঙ্কার জনিত উত্তাপের প্রতীকার করতে সমর্থ।' সে এইরকম বলতে থাকলে পৌর-প্রধানেরা রেগে তাকে নিষেধ করে সরিয়ে দিল। এদিকে ধনমিত্র কৃত্রিম দুঃখ প্রকাশ করে চর্মরত্ন চুরি হওয়ার বিষয়টি রাজাকে জানিয়ে দিল।

রাজা অর্থপতিকে ডেকে গোপনে জিজ্ঞাসা করলেন—'বিমর্দক নামে তোমার কেউ আছে কি?' মূর্খ অর্থপতি বলে ফেলল—'আছে মহারাজ, সে আমার পরম বন্ধু।' রাজা—'তাকে ডেকে আনতে পারবে?' 'হ্যাঁ, নিশ্চয় পারি'—এই কথা বলে অর্থপতি গৃহে, গণিকালয়ে, পাশাখেলার আসরে, বাজারে ও বহুস্থানে খোঁজ করল, কিন্তু কোথাও তাকে পেল না। কি করেই বা পাবে? কারণ বিমর্দক তখন আপনাকে (রাজবাহনকে) খোঁজার জন্যে আমার আদেশ মতো আপনার পরিচয় চিহ্ন নিয়ে উজ্জয়িনীর দিকে রওনা দিয়েছিল। অর্থপতি নানা জায়গায় ঘুরে তাকে না পেয়ে ভাবল—'বিমর্দকের সব অপরাধ তো আমারি ওপর পড়বে'—ফলে ভয়ে রাজার কাছে মূর্খের মতো বিমর্দকের সঙ্গে পরিচয়ের কথা অস্বীকার করল। তখন রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বন্দী করলেন।

এদিকে কামমঞ্জরী 'চর্মরত্ন'[১৮] থেকে প্রত্যহ অর্থ লাভের ইচ্ছায় যে বিরূপকের সর্বস্ব অপহরণ করেছিল তার কাছে গোপনে সমস্ত অর্থ ফিরিয়ে দিয়ে এল। শুধু তাই নয়, তাকে অনেক অনুনয় ও শপথবাক্যে সন্তুষ্ট করে তুলল। বিরূপকও সন্ন্যাসের কষ্ট থেকে নিজেকে মুক্ত করে আমার উপদেশ মতো খুব খুশি মনে স্বধর্মে ফিরে এল। কামমঞ্জরীও কয়েক দিনের মধ্যেই এই থলি থেকে অর্থ প্রাপ্তির আশায় শুধুমাত্র উনানটি অবশিষ্ট রেখে নিজের সব সম্পত্তি বিতরণ করে দিল।

তখন আমার নিযুক্ত ধনমিত্র রাজাকে গোপনে জানাল—'মহারাজ, এই কামমঞ্জরী নামে গণিকা অতিরিক্ত লোভের জন্যে 'লোভমঞ্জরী' নামে নিন্দিত হতো; আজ সে মুষল—উদূখলও বিতরণ করে দিচ্ছে। তাইজন্যে মনে হচ্ছে আমার 'চর্মরত্ন' তার কাছেই আছে, কারণ নিয়ম এই যে বণিক্ ও গণিকাই এখান থেকে অর্থলাভ করতে পারবে। কাজেই কামমঞ্জরী সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

রাজা তখনই কামমঞ্জরী ও তার মাকে ডেকে পাঠালেন। আমি যেন দুঃখিত ভাবে গোপনে কামমঞ্জরীকে বললাম—'আর্যে', আপনার সর্বস্ব বিতরণের কথা প্রকাশিত হয়ে পড়ায় ভয় হচ্ছে যে আপনি 'চর্মরত্ন' পেয়েছেন কিনা জিজ্ঞাসা করার জন্যই অঙ্গরাজ

ডেকে পাঠিয়েছেন। বার বার আপনাকে প্রশ্ন করতে থাকলে আপনি নিশ্চয়ই আমাকেই এই থলিকা প্রাপ্তির কারণ রূপে নির্দেশ করে দেবেন—তখন আমাকে বধ করা হবে। কিন্তু আমি মারা গেলে আপনার ভগিনী আর বাঁচবেন না। আপনিও নিঃস্ব হয়ে পড়বেন আর চর্মরত্নটি ধনমিত্রই ভোগ করবে। এই একটি বিবাদই চারিদিক থেকে অনেক বিপদ ডেকে আনবে। সুতরাং কিভাবে এর প্রতিবিধান করা যায় তা ভাবতে হবে।

তখন কামমঞ্জরী ও তার মা অশ্রুপাত করে বলল, 'ঠিক কথা, আমাদের মূঢ়তার ফলেই গোপনীয় বিষয়ের রহস্য ফাঁস হয়ে গেছে। রাজার জেরার মুখে কিছুক্ষণ গোপন করে রাখতে পারলেও পরে হয়তো বলে ফেলব—যে আপনি এই থলিটি পাওয়ার মূলে। একবার আপনাকে দেখিয়ে দিলেই সমস্ত আত্মীয়সহ আমাদের আর রক্ষা থাকবে না। আবার অর্থপতির উপরেও সন্দেহ আছে, তার সঙ্গে আমাদের মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তির ভালবাসার কথাও চম্পানগরীর সকলে জানে। অতএব এ-কথাই বলব যে অর্থপতিই আমাদের ঐ থলি দিয়েছে। অনন্তর এভাবে নিজেদের বাঁচাতে পারব।' —আমাকে এইরকম আশ্বাস দিয়ে তারা রাজার কাছে চলে গেল।

রাজা জিজ্ঞাসা করায় তারা প্রথমে বলল যে দাতার নাম প্রকাশ গণিকাদের নীতি-বিরুদ্ধ। পুরুষেরা ন্যায়পথে উপার্জিত অর্থে বেশ্যালয়ে আসে না। এইভাবে গোপন করার চেষ্টা করায় তাদের নাক-কান কেটে দেওয়ার ভয় দেখান হলো, তখন বাধ্য হয়ে তারা হতভাগ্য অর্থপতিকে চোর বলে জানিয়ে দিল। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে প্রাণদণ্ড দিতে উদ্যত হলে ধনমিত্র করজোড়ে বাধা দিয়ে বলল, মহারাজ, এই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ বণিক, শুধুমাত্র এই অপরাধে প্রাণ বিনাশ করা উচিত হবে না। যদি কুপিত হয়ে থাকেন তবে এই পাপাত্মার সর্বস্ব হরণ করে একে নির্বাসিত করুন।' এই কথা বলায় ধনমিত্রের প্রশংসা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। রাজাও সন্তুষ্ট হলেন। বস্ত্রখণ্ডমাত্র অবশিষ্ট রেখে গর্বিত অর্থপতিকে সব পুরবাসীদের সমক্ষে নির্বাসিত করা হলো। ধনমিত্রের কথামতো রাজা অর্থপতির অর্থের কিছু অংশ দয়া করে কামমঞ্জরীকে দিলেন কারণ সে ইতিমধ্যে মিথ্যা ধনের আসায় সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে বসেছিল। ধনমিত্র শুভ দিনে কুলপালিকার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো।

এদিকে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায় আমি রাগমঞ্জরীর গৃহ ধনরত্নে পূর্ণ করে দিলাম। এই নগরীর ধনলোভীদের গৃহে এমনভাবে চুরি করলাম যে হাতে ভিক্ষা-পাত্র নিয়ে তারা যাদের কাছে প্রার্থী হয়ে এল একসময় তারা নিজেরাই দরিদ্র ছিল, কিন্তু এখন আমার কাছ থেকে অর্থ লাভ করায় ধনী হয়ে উঠেছে।

কিন্তু কর্মদক্ষ মানুষও অনেক সময় বিধিলিপি অতিক্রম করতে পারে না। একদিন রাগমঞ্জরীর রাগভঞ্জনের জন্য তাকে বহু অনুনয় করে সুরা পান করালাম। সেও প্রেমের বশে বার বার আমার মুখে তার গণ্ডূষ দিতে থাকলে আমিও তার স্বাদ নিতে নিতে উন্মত্ত হয়ে উঠলাম। মদমত্ততা ও উন্মাদ রোগের লক্ষণ হচ্ছে—অনুচিত হলে স্বভাব অনুসারে কাজ করান। আমি মদমত্ত হয়ে বলে ফেললাম, 'এক রাত্রের মধ্যে এই নগরের সব ধন চুরি করে এনে তোমার ঘর ভরে দেব।' প্রিয়তমা রাগমঞ্জরী অনেক শপথ ও অনুনয় করে আমাকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করল কিন্তু আমি শৃঙ্খল-ছিন্ন মত্ত হস্তীর মতো তরবারি সম্বল করে নগরীর দিকে ছুটে চললাম। ধাত্রী শৃগালিকা আমাকে অনুসরণ করে আসতে লাগল।

কিছুদূর যাওয়ার পর নগররক্ষী সৈন্যদের সম্মুখীন হলাম। আমি নির্ভীকভাবে তাদের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করায় তারা আমাকে চোর ভেবে বেদম প্রহার দিতে শুরু করল। আমিও দু-তিনজনকে তরবারির আঘাতে ভূপাতিত করলাম। ক্রমশঃ আমার চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে উঠল, মাথা ঘোরায় আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। তারপর শৃগালিকা আর্তনাদ করতে করতে যখন আমার কাছে এগিয়ে এল তখন সৈন্যরা আমায় বেঁধে ফেলেছে। বিপদে পড়ে আমার মত্ততা কেটে গেল, বুদ্ধি ফিরে পেয়ে ভাবলাম যে আমার মূর্খতার জন্যেই এই বিষম বিবাদ ঘটে গেল। সকলেই জানে যে ধনমিত্র আমার বন্ধু, রাগমঞ্জরী আমার বধূ। আমার অপরাধে তারাও নিশ্চয়ই নিগৃহীত হবে। অতএব এখন এমন কিছু করা উচিত যাতে তারা অন্তত রক্ষা পায়। আমি নিজে কোন-না-কোনভাবে এই বিপর্যয় থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারব। এইভাবে মনে-মনে একটা উপায় চিন্তা করে শৃগালিকাকে বললাম—'দূর হ বুড়ি, তুই লোভী বেশ্যা রাগমঞ্জরীর চর্মরত্ন লাভে গর্বিত, কপট মিত্র ধনমিত্রদের সঙ্গে মিলিত করে দিয়েছি, তোর বিনাশ আসন্ন।

সেই দুরাচার ধনমিত্রের থলি চুরি করে নিয়ে, আর তোর মেয়ের সব গয়না সরিয়ে ফেলে এখন আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারব। অতি ধূর্ত শৃগালিকা আমার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে করজোড়ে সেই নগররক্ষীদের কাছে গিয়ে প্রণাম করে বলল, 'মহাশয়রা, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, যাতে আমি এর কাছ থেকে অপহৃত ধনের খবর জেনে নিই।' তারা রাজী হলে শৃগালিকা আমার কাছে এসে বলল, মহাশয়, এই দাসীর অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় ধনমিত্রদের প্রতি শত্রুতা হতে পারে, কিন্তু দাসী রাগমঞ্জরী বহুদিন ধরে আপনার সেবা করেছে, তাকে অবশ্যই আপনার অনুগ্রহ করা উচিত। রূপোপজীবিনীদের বেশভূষাই প্রধান—অতএব বলে দিন কোথায় তার অলংকার লুকিয়ে রেখেছেন।' —এই বলে পায়ে পড়ে গেল। আমি যেন তখন দয়া পরবশ হয়েই বললাম, 'আমি এখন মৃত্যু পথযাত্রী, তার সঙ্গে আর শত্রুতা করে কি হবে? শোন তবে—' তারপর যেন গুপ্তস্থান সম্বন্ধে বলার ছলেই কানে-কানে শিখিয়ে দিলাম কি-কি করতে হবে। সেও সব বুঝে নিয়ে বলল। 'বেঁচে থাক বাছা, দেবতারা তোমাকে দয়া করুন। প্রভু অঙ্গরাজও তোমার সাহসে সন্তুষ্ট হয়ে তোমাকে মুক্ত করে দিন। এই রক্ষীরা যেন তোমাকে কৃপা করেন।' তারপর শৃগালিকা চলে গেল।

রক্ষীদলপতির নির্দেশ মতো আমাকে কারাগারে আনা হলো। পরদিন কান্তক নামে কারাগারের অধ্যক্ষ আমার কাছে এল—পিতার মৃত্যুর পর তাকে ঐ পদ দেওয়া হয়েছিল। রূপ যৌবন ও সৌভাগ্যের জন্যে তার ছিল যথেষ্ট অহংকার। সে আমাকে তিরস্কার করে বলল, 'যদি ধনমিত্রের থলি ও নাগরিকদের চুরি করা ধন ফিরিয়ে না দাও তাহলে বহু শাস্তি ভোগের পর মৃত্যু অনিবার্য।'

আমি হেসে বললাম, 'ভদ্র, যদি জন্ম থেকে যা চুরি করেছি সবই ফিরিয়ে দিই তবুও অর্থপতির পত্নী অপহরণকারী প্রকৃত শত্রু অথচ মুখে বন্ধু ধনমিত্রের চর্মথলি লাভের ইচ্ছা পূর্ণ করব না। এর জন্যে আমি সবরকম যন্ত্রণাই সহ্য করতে রাজী আছি—এটাই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।' এইভাবে কখনও তর্জন করে কখনও বা সান্ত্বনার ছলে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো। উপযুক্ত পানাহারের ফলে কয়েক দিনের

মধ্যেই শরীরের ক্ষত সেরে যাওয়ায় আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলাম।

একদিন সূর্যাস্তের পর শৃগালিকা এসে উপস্থিত। সে আলিঙ্গন করে আমাকে বলল, 'সৌভাগ্যক্রমে আপনার উপায় সফল হয়েছে। আপনার আদেশ অনুসারেই আমি ধনমিত্রকে বললাম—তোমার বন্ধু বিপন্ন হয়ে জানিয়েছেন যে বারাঙ্গনা সংসর্গ-জনিত পানদোষের ফলে তিনি বন্দী। তুমি নির্ভয়ে রাজাকে বলবে—মহারাজ, অর্থপতি চুরি করার পর আপনার দয়াতেই 'চর্মরত্ন' ফেরত পেয়েছিলাম। তারপর রাগমঞ্জরীর স্বামী পাশাখেলায় নিপুণ, কলাবিদ্যা, কবিত্ব ও লোকচরিতে অভিজ্ঞ হওয়ায় তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলাম। এই জন্যেই প্রতিদিন বস্ত্র অলংকারাদি পাঠিয়ে তার ভার্যাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এ ধূর্ত অত্যন্ত নীচাশয় হওয়ায় ঈর্ষ্যাবোধ করল। ক্রুদ্ধ হয়ে তখন সে আমার 'চর্মরত্ন' ও রাগমঞ্জরীর অলংকারপাত্র অপহরণ করল। সে যখন আবার চুরি করার জন্যে নগরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তখন রক্ষীরা তাকে ধরে ফেলেছিল। তখন রাগমঞ্জরীর পরিচারিকা শৃগালিকা কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে অনুনয় করায় সেই অলংকারপাত্র রাখার স্থানের কথা বলে দিয়েছে। এখন আমার (ধনমিত্রের) কথায় বশীভূত হয়ে যদি চর্মরত্নটি ফিরিয়ে দেয় তাহলে মহারাজ তার প্রতি প্রসন্ন হবেন। এইভাবে অনুরোধ করলে রাজা হয়তো তোমার বন্ধুকে বধ নাও করতে পারেন—বরং মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে যাতে তুমি থলিটি উদ্ধার করতে পার, সেই চেষ্টাই করবেন। তাহলে সকলেরই মঙ্গল।'

নিজ ক্ষমতায় আস্থাবান ধনমিত্র ভয় না পেয়ে সুষ্ঠুভাবে সব কাজ সম্পন্ন করল। আমিও আপনার অভিজ্ঞান দেখিয়ে রাগমঞ্জরীর কাছ থেকে বাঞ্ছিত দ্রব্য লাভ করলাম। রাজকন্যা অম্বালিকার ধাত্রী মাঙ্গলিকীকেও আপনার আদেশ মতো সন্তুষ্ট করেছি। এই মাঙ্গলিকীর সাহায্যে পরম বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়ে, প্রতিদিন নতুন নতুন উপহার দিয়ে, নানারকম মনোহারী গল্প শুনিয়ে আমিও তাঁর (অম্বালিকার) অনুগ্রহ লাভ করেছি।

একদিন আমি রাজপ্রাসাদে রাজকন্যার কাছে থাকার সময় কারাধ্যক্ষ কান্তক নিচের প্রাঙ্গনে প্রবেশ করেছিল, তখন রাজকন্যার কানের পদ্মফুল যেন খসে যাচ্ছে, তাই তুলে নিয়ে পরিয়ে দেওয়ার ভাণ করতে গিয়ে তাকে মিলন ভীত পারাবত দেখানোর ছলে হাসতে হাসতে ফুল ছুঁড়ে প্রহার করলাম। কান্তক নিজেকে ধন্য মনে করে মৃদু হেসে উপর দিকে দৃষ্টিপাত করল। রাজকন্যাও আমার ব্যবহারে হেসে ফেললেন। তাঁর সেই বিলাসিনী মূর্তি দেখে কান্তক নিজের বাসনা চরিতার্থ হওয়ার আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল। আমিও চোখমুখের সেইরকম প্রশ্রয় প্রকাশ করলাম। সন্ধ্যেবেলা রাজকন্যার আংটির ছাপ দেওয়া একটি পেটিকাতে তাম্বুল, উত্তমবস্ত্র, কিছু অলংকার একটি বালিকার হাতে দিয়ে—ঐগুলি রাগমঞ্জরীর পথের লোককে এই—কথা বলে কান্তকের কাছে নিয়ে গেলাম। গভীর প্রেম দরিয়ায় মগ্ন কান্তক আমাকে দেখে যেন নৌকার সন্ধান পেল। আমিও রাজকন্যার অবস্থা খুব শোচনীয়—সেইসব কথা বলে তাকে উন্মত্ত করে তুললাম। আর একদিন আমার উচ্ছিষ্ট তাম্বুল, অনুলেপন, মালা, পরিহিত বস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে—'আপনার প্রিয়া পাঠিয়েছেন' এই বলে উপহার দিলাম। তাঁর দেওয়া দ্রব্যগুলিও রাজকন্যার জন্য নিচ্ছি—এই কথা বলে লুকিয়ে ফেলে দিলাম। এই পন্থায় তার কামাগ্নি উদ্দীপ্ত করে গোপনে বললাম, 'আর্য', নিঃসন্দেহে আপনার শরীরে রাজচিহ্ন আছে। আমার প্রতিবেশী দৈবজ্ঞ বলেছেন—কান্তকের হাতেই রাজ্যভার

পড়বে। সেইরকম লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। কারণ রাজকন্যা আপনার প্রতি আকৃষ্টা, ইনি রাজার একমাত্র সন্তান হওয়ায় রাজা ক্রুদ্ধ হলেও কন্যার মৃত্যুভয়ে আপনাকে হত্যা করবেন না বরং যৌবরাজ্য দান করবেন। অতএব একটি ঘটনা আর একটির পরিপূরক। সুতরাং আপনি নিজে উদ্যোগী হন। যদি কুমারীপুরে প্রবেশের উপায় না বুঝতে পেরে থাকেন তাহলে কারাগারের ভিত্তি থেকে অন্তঃপুরের উপবন পর্যন্ত দূরত্বটুকু কোন নিপুণ চোরকে দিয়ে সুড়ঙ্গ খনন করিয়ে প্রবেশ করুন। তারপর আসলকে রক্ষার দায়িত্ব আমার। রাজকন্যার পরিজনেরা তাঁর প্রতি খুব অনুরক্ত বলে গোপনতা কখনই প্রকাশ করবে না। কান্তক আমার পরামর্শ গ্রহণ করে জিজ্ঞাসা করল, 'এমন কোন চোর আছে কি যে খনন-ব্যাপারে সগররাজার পুত্রের মতো দক্ষ? তাকে পাওয়া গেলে অল্প সময়ের মধ্যেই এই কাজ সিদ্ধ হতে পারবে।' 'বহুজনের মধ্যে এরকম লোক কেনই বা পাওয়া যাবে না?' আমি (শৃগালিকা) একথা বলায় কান্তক এই কথা বলে তোমাকেই নির্দেশ করল 'যে ধনমিত্রের 'চর্মরত্ন' চুরি করে কারাগারে আছে সে পারবে।' আমি বললাম, 'যদি তাই হয় তাহলে তাকে বলবে – তুমি এই কাজ করে দিলে তোমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করিয়ে দেব।' এইরকম শপথের পর তার দ্বারা কার্যোদ্ধার হয়ে গেলে আবার বন্দী করে রাজাকে জানাবে, 'এই চোর খুবই ধৃষ্ট। নানাভাবে চেষ্টা করা সত্ত্বেও ধনমিত্রের সঙ্গে শত্রুতার জন্যে 'চর্মরত্ন' কোথায় রেখেছে তা দেখাবে না। তারপর তাকে হত্যা করাবে। তাহলে উদ্দেশ্যও সফল হবে, গোপনীয়তাও নষ্ট হবে না।' আমি একথা বলার পর কান্তক খুব খুশি হয়ে সব কথা মেনে নিল। এখন তোমাকে বশীভূত করার জন্যে আমাকে নিযুক্ত করে বাইরে অপেক্ষা করছে। এবার তুমি তোমার কর্তব্য স্থির কর। আমি (অপহারবর্মা) প্রীত হয়ে বললাম, 'আমি অল্পই বলেছিলাম, তুমি অনেক কিছুই করেছ। এখন ওকে নিয়ে আসতে পার।'

কান্তককে আনার পর সে আমার মুক্তির শপথ করল—আমিও গোপনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলাম।

বন্ধনমুক্তির পর আমি স্নানাহার ও প্রসাধন সেরে অন্ধকার কারাগারের দেওয়ালের কোণ থেকে সুড়ঙ্গ করতে লাগলাম। মনে মনে ভাবলাম—কান্তক যদিও শপথ করেছে মুক্তি দেওয়ার, প্রকৃতপক্ষে সে আমাকে হত্যা করবে। অতএব তাকে বধ করলে আমাকে কোন মিথ্যা ভাষণের অপরাধ স্পর্শ করবে না। সুতরাং সুড়ঙ্গ কেটে অন্তঃপুরের উদ্যানের দিকে বার হয়ে আসার সময় কান্তক আমাকে বেঁধে ফেলার জন্যে হাত বাড়াতেই তাকে পদাঘাতে ফেলে দিয়ে তারই ছুরিকা দিয়ে তার শিরশ্ছেদ করে ফেললাম। শৃগালিকাকে বললাম—'কন্যান্তঃপুরের অবস্থান সম্বন্ধে যা জান বল। আমার এই প্রচেষ্টা যেন বৃথা না হয়, কিছু চুরি করে তবে আমি ফিরে যাব।' সে আমাকে পথের নির্দেশ দিয়ে দিল। আমি অন্তঃপুরে প্রবেশ করে দেখলাম—মণিময় প্রদীপ জ্বলছে, সখীরা খেলার পর শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। মধ্যে এক হাতির দাঁতের পালঙ্ক—তার দন্তগুলি রত্নখচিত, উপরে শুভ্রকোমল শয্যা বিস্তৃত। পুষ্পাস্তীর্ণ এই শয্যার উপর রাজকন্যা নিদ্রিতা। তাঁর বামপদ দক্ষিণপদের নিচে রাখা আছে, সুন্দর গোড়ালী অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে, জঙ্ঘা দুটি পরস্পর সংলগ্ন, কোমল জানু ও উরুযুগল বঙ্কিম ভঙ্গিতে শোভমান, নিতম্বের উপর একটি হাত শিথিলভাবে

পড়ে আছে, আরেকটি হাত মাথার কাছে ন্যস্ত। দেহের আবরণ অতি সূক্ষ্ম চীনাংশুক, কৃশ উদর ঈষৎ কুঞ্চিত। দীর্ঘশ্বাসের ফলে বক্ষ কম্পিত, বন্ধুর কণ্ঠদেশে স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত পদ্মরাগমণির অলংকার, কর্ণাভরণের আভায় স্বর্ণালী কেশ পার্শ্বপরিবর্তনের জন্যে শিথিল, রক্তবর্ণ ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ উন্মুক্ত, নির্মল কপোলদেশে নানাবর্ণের পত্রলেখায় উজ্জ্বল, পদ্মনয়ন দুটি মুদ্রিত, ভ্রূযুগল পতাকার মতো স্থির, ঘর্মজলে চন্দনতিলকের একাংশ ধৌত, শুভ্র শয্যায় নিমগ্নশরীর রাজকন্যাকে শরতের মেঘের মধ্যে অবস্থিত বিদ্যুতের মতো দেখাচ্ছিল। আমি অনুরাগে অধীর হয়ে উঠলাম। আমার চুরির স্পৃহা নষ্ট হয়ে গেল, রাজকন্যাই আমার হৃদয় চুরি করে নিলেন। আমি কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়লাম। ক্ষণপরে ভাবলাম—যদি এই সুদর্শনাকে না পাই, কামদেব আমাকে জীবিত থাকতে দেবেন না। আবার পূর্বসংকেত ছাড়াই স্পর্শ করলে এই বালিকা ভয়ে আর্তনাদ করে উঠতে পারে; তখন আমার অভিলাষ নষ্ট হয়ে যাবে, প্রহরীরাও আমাকে প্রহার করবে।

এখন তবে এইরকমই করি—এই ভেবে হাতির দাঁতের দন্তসংলগ্ন নির্যাসরঞ্জিত উজ্জ্বল কাষ্ঠফলক সংগ্রহ করলাম; মণিময় পেটিকায় রক্ষিত তুলিকা তুলে নিয়ে সেই ফলকে শায়িতা রাজকন্যার প্রতিচ্ছবি আঁকলাম। তাঁর পদতলে করজোড়ে উপবিষ্ট আমার ছবিও চিত্রিত করে এই শ্লোকটি লিখলাম—

'অঞ্জলিবদ্ধ এই দাসের আপনার কাছে প্রার্থনা এই যে, আমার সঙ্গেও এরকম মিলনশ্রান্ত ভাবে শয়ন করুন।'

সোনার ডাবর থেকে একখিলি পান, কর্পূর-চূর্ণ ও সুগন্ধি খয়ের খেয়ে সাদা দেওয়ালে আলতার মতো রঙীন পিকের রসে চক্রবাকমিথুনের ছবি আঁকলাম! তারপর সন্তর্পণে রাজকন্যার সঙ্গে আংটি-বিনিময় করে কোনরকমে বেরিয়ে এলাম।

আবার সেই সুড়ঙ্গ পথে কারাগারে ফিরে এলাম। সেখানে সিংহঘোষ নামে যে নাগরিক বন্ধ ছিলেন—তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল। আমি তাঁকে জানালাম কিভাবে কান্তককে হত্যা করেছি। তারপর বললাম—'আপনি এই গুপ্ত ঘটনা রাজার কাছে প্রকাশ করে দিয়ে মুক্তিলাভ করতে পারবেন।' এরপর শৃগালিকার সঙ্গে পলায়ন করে রাজপথে আসামাত্র রক্ষীরা ধরে ফেলল। আমি ভাবলাম এরা আমাকে স্পর্শ করার আগেই দৌড়ে পালাতে পারি; কিন্তু শৃগালিকাকে এরা ধরে ফেলবে। সুতরাং এইরকম করি—তাড়াতাড়ি তাদের সামনে গিয়ে নিজের হাত পিঠের দিকে রেখে বললাম, 'যদি চোর হই তবে আমাকে বেঁধে ফেলুন, আপনাদের সে-অধিকার আছে, কিন্তু এই বুড়ির সে-অধিকার নেই।' শৃগালিকা এই কথাতেই আমার অভিপ্রায় বুঝতে পারল। রক্ষীদের প্রণাম জানিয়ে বলল, 'আমার এই পুত্র উন্মত্ত; বহুদিন ধরে চিকিৎসা চলছে। গতকাল যেন নির্দোষ ও প্রকৃতিস্থই ছিল, তাই আমি বিশ্বাস করে বন্ধন খুলে দিয়ে স্নান ও অঙ্গরাগের পর নতুন কাপড় পরিয়ে দিলাম। তারপর পরমান্ন খাইয়ে স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরার সুযোগ দিলাম। কিন্তু রাত্রে আবার বায়ুরোগগ্রস্ত হয়ে 'কান্তককে মেরে রাজকন্যার সঙ্গে মিলিত হব' এই কথা বলতে বলতে ছুটে রাজপথে এসে পড়েছে। আমি দেখতে পেয়েই এই অবস্থায় পুত্রের পেছনে ছুটেছি। আপনারা প্রসন্ন হয়ে ওকে বেঁধে আমার হাতে দিন'—এই বলে যখন শৃগালিকা কাঁদতে লাগল তখন বললাম, ওরে বুড়ি, বায়ুকে আগে কে বাঁধতে পেরেছে? কাকের তুল্য এই রক্ষীরা বাজপাখির

সমান আমাকে কি করে ধরবে ?'—এই বলে দৌড় দিলাম। 'তুমিই উন্মত্তা, কারণ সুস্থ ভেবে পাগল লোককে ছেড়ে দিয়েছ। এখন আর তাকে কি করে বাঁধা যাবে ?' —এই বলে রক্ষীরা শৃগালিকাকে ভর্ৎসনা করতে থাকলে সে কাঁদতে কাঁদতে আমার পেছনে ছুটতে লাগল।

আমি রাগমঞ্জরীর গৃহে এসে তাকে বহু চেষ্টায় আশ্বস্ত করে রাত্রি কাটিয়ে দিলাম। সকালে উদারকের সঙ্গে মিলে ঋষি মরীচির কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি গণিকার প্রভাবমুক্ত হওয়ার পর আবার তপস্যা করায় দিব্যদৃষ্টি ফিরে পেয়েছিলেন। তিনিই আমাকে জানালেন যে এইভাবে আপনার (রাজবাহনের) সঙ্গে দেখা হবে।

সিংহঘোষ কান্তকের দুর্ব্যবহার ও হত্যার কথা প্রকাশ করে দিলে রাজা প্রসন্ন হয়ে তাকেই কারাধ্যক্ষের পদ দিলেন। তার সাহায্যে সুড়ঙ্গপথে আবার কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করা আমার পক্ষে সম্ভব হলো। ইতিমধ্যে শৃগালিকা তাঁর কাছে আমার বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বলায় তিনি আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছিলেন—ফলে আমি সহজেই তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে পারলাম।

চণ্ডবর্মা অঙ্গরাজ সিংহবর্মার কন্যা অম্বালিকার পাণিপ্রার্থনা করেছিল। কিন্তু সিংহবর্মা প্রত্যাখান করায় সে এইসময় রাজধানী চম্পানগরী অবরোধ করেছিল। শত্রুপক্ষের গ্রাম কিভাবে লুণ্ঠন করা যায় এ-সব কথা যখন ভাবছিল তখন অঙ্গরাজও প্রাচীর ভেদ করে বেরিয়ে এসে আক্রমণ শুরু করলেন, সাহায্যের জন্য যেসব রাজারা আসছিলেন তাদের জন্যে তিনি অপেক্ষাও করলেন না। অতিশয় বলবান চণ্ডবর্মা ভীষণ যুদ্ধে সিংহবর্মার বক্ষে আঘাত করে বলপূর্বক বন্দী করলেন। অম্বালিকাকে বিবাহ করার জন্য নিজ ভবনে নিয়ে গেলেন এবং রাত্রিশেষে বিবাহের মঙ্গলসূত্রও বেঁধেছিলেন। আমিও অম্বালিকাকে বিবাহ করব স্থির করে ধনমিত্রকে বললাম— 'বন্ধু, অঙ্গরাজের সাহায্যের জন্য প্রায় সব রাজারা এসেছেন ; তুমি পৌরবৃদ্ধদের সঙ্গে মিলিত হয়ে গোপনে তাকে তোমার গৃহে নিয়ে এস, কার্যসিদ্ধি করে ফিরে এসে শত্রুর ছিন্ন মস্তক দেখতে পাবে।' ধনমিত্র রাজী হয়ে চলে গেল।

আমি দেখলাম চণ্ডবর্মার গৃহ উৎসব আয়োজনে পূর্ণ, পরিজনেরা নানারকম উপকরণ নিয়ে আসছে, আসা-যাওয়ার পথে বহু লোকের ব্যস্ততা। অন্যের অলক্ষ্যে ছুরিকা নিয়ে প্রবেশ করে দেখলাম—পুরোহিত অগ্নি সাক্ষী করে অথর্ববেদের বিধি অনুসারে অম্বালিকার পাণি প্রদানে উদ্যত। তখন পাণিগ্রহণে উৎসুক চণ্ডবর্মার দীর্ঘ বাহু আকর্ষণ করে বক্ষে ছুরিকাঘাত করলাম। আমাকে আক্রমণ করার জন্য যারা এগিয়ে এল তাদের যমালয়ে পাঠালাম। বহুজনকে আহত ও নিহত করার পর সামনে দেখলাম—বিশাল-নয়না কোমলা অম্বালিকা ভয়ে কম্পিতা। তার আলিঙ্গন সুখ লাভের ইচ্ছায় গৃহে প্রবেশ করলাম। এই সময় নবীন মেঘের গর্জনের মতো আপনার গম্ভীর স্বর শুনে খুবই আনন্দ হলো।

এই বিবরণ শোনার পর রাজকুমার রাজবাহন মৃদু হেসে বললেন 'তুমি নিষ্ঠুরতায় কর্ণীসুতকেও অতিক্রম করেছ।' তারপর উপহারবর্মার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন —'এবার তোমার কাহিনী শুরু কর'।

॥ শ্রীদণ্ডী-বিরচিত দশকুমারচরিতে 'অপহারবর্মাচরিত' নামক দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস সমাপ্ত ॥

উপহারবর্মাচরিত

নানা স্থানে পর্যটনের পর আমি বিদেহে[1] উপস্থিত হলাম। রাজধানী মিথিলা নগরীর বাইরে ছিল একটি ছোট মঠ, সেখানে বিশ্রামের জন্য গেলাম। এক বৃদ্ধা তাপসী পাদ্যার্ঘ দেওয়ায় আমাকে অলিন্দে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। আমাকে দেখার পর তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'মা, কেন আপনার চোখে জল?'

তিনি করুণ কণ্ঠে বলতে লাগলেন—'আয়ুষ্মন্, নিশ্চয় শুনেছ মিথিলার রাজা ছিলেন প্রহারবর্মা। মগধরাজ রাজহংস ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁদের রাণী বসুমতী ও প্রিয়ংবদার মধ্যেও গভীর বন্ধুত্ব ছিল। প্রথম অন্তঃসত্বা বসুমতীকে অভিনন্দিত করার জন্যে প্রিয়ংবদা স্বামীসহ পুষ্পপুরের দিকে যাত্রা করেছিলেন। এই সময় মগধরাজ ও মালবরাজের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ায় মগধরাজ অভাবনীয় দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হন। প্রহারবর্মা কোনমতে রক্ষা পেলেও রাজ্যে ফিরে এসে দেখলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র বিকটবর্মা সিংহাসন অধিকার করে বসেছে। তিনি তখন ভাগিনেয় সুহ্ম[2] রাজের সহায়তা লাভের জন্যে অরণ্যপথে অগ্রসর হলেন। কিন্তু বনচর দস্যুরা তাঁর সর্বস্ব লুণ্ঠন করল। আমি তাঁর কনিষ্ঠ সন্তানকে নিয়ে দস্যুদের তীরের ভয়ে অরণ্যের গভীরে প্রবেশ করলাম। এক ব্যাঘ্রের আক্রমণে শিশুটি আমার হস্তচ্যুত হয়ে একটি কপিশবর্ণের মৃত গাভীর শবদেহের উপর পতিত হলো। হঠাৎ এক তীর এসে বিদ্ধ হলো ব্যাঘ্রের দেহে; মুহূর্তেই তার প্রাণ বিয়োগ ঘটল। বনচরদের সন্তানেরা এসে শিশুটিকে নিয়ে চলে গেল।

আমি তখন অচেতন; কোন এক গোপালক আমার দেহ তার কুটিরে নিয়ে এসেছিল। তারই কৃপায় আমার ক্ষতস্থানগুলির আরোগ্যের ব্যবস্থা হলো। আমি যখন প্রভুর কাছে উপস্থিত হওয়ার আগ্রহ সত্বেও নিজের অসহায়তার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম তখন আমার কন্যা এক যুবকের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হলো। প্রথমে সে খুবই কাঁদতে লাগল, তারপর তার কাহিনী বিবৃত করে জানাল—বনচরদের কাছে সৈন্যরা পরাজিত হলে প্রহারবর্মার আরেক কুমারকে তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হলো। তবে একজন দস্যু তাকে সুস্থ করে তোলে। পরে এই ব্যক্তি তার পাণি প্রার্থনা করে। কিন্তু নীচ জাতি হওয়ার এই প্রস্তাব সে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করে। তখন এই বনচর ক্রুদ্ধ হয়ে আমার কন্যাকে হত্যায় উদ্যত হয়, কোনরকমে এই যুবক সেখানে উপস্থিত হওয়ায় সেই দুরাত্মা শাস্তি লাভ করে এবং এই যুবক আমার কন্যাকে বিবাহ করে। তারপর জানতে পারলাম এই ব্যক্তিও মিথিলারাজেরই কর্মচারী। কোন কাজের জন্যে পেছনে পড়ে গিয়েছিল। অতএব একই দিকে যাওয়ার উদ্দেশ্য থাকায় তার সঙ্গেই আমরা প্রভুর কাছে এসে পেঁছালাম। আমাদের কাছ থেকে পুত্রদের হারিয়ে যাওয়ার সংবাদ আগুনের মতোই তাঁদের দগ্ধ করল।

রাজা প্রহারবর্মা ভ্রাতুষ্পুত্রদের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ করা সত্বেও দুর্ভাগ্যবশতঃ বন্দী হলেন, রাণীকেও বন্দী করা হলো। হতভাগিনী আমি নিজের জীবন বিসর্জন দিতে না পেরে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলাম। আমার কন্যা কিন্তু প্রাণের মায়ায় বিকটবর্মার

মহিষী কল্পসুন্দরীর আশ্রয় নিল। প্রহারবর্মার সেই দুই পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে আজ তোমার মতোই হতো, আর তারা থাকলে মহারাজের আত্মীয়রা এত অত্যাচারী হয়ে উঠতে পারত না। —এই বলে গভীর দুঃখে সে অশ্রুবিসর্জন করতে লাগল। সেই বৃদ্ধার কথায় আমার চোখেও জল দেখা দিল। তাকে গোপনে বললাম—'মা, যদি তাই হয় তবে আপনি নিশ্চিত হোন। আপনার নিশ্চয় মনে আছে যে এক সন্ন্যাসীকে দেখতে পেয়ে সেই শিশুর কথা বলেছিলেন ? সেই সন্ন্যাসী পরে তাকে উদ্ধার করে তার রক্ষার ব্যবস্থা করেন। সে এক সুদীর্ঘ কাহিনী—এখন আর সেকথা বলে কি হবে। তবে জেনে রাখুন আমিই সেই শিশু। আমি যে-কোন সময়েই বিকটবর্মার কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে হত্যা করতে পারি। কিন্তু তার বহু ভাই আছে, পুরবাসীরাও এদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে। তাছাড়া এখানে কেউই আমার পরিচয় জানে না, এমন কি পিতামাতাও আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অতএব বিশেষ কৌশলে আমাকে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হবে।' এই কথা বলার পর বৃদ্ধা আমার শিরশ্চুম্বন করে আলিঙ্গন করল। সজল নেত্রে বলতে লাগল—'দীর্ঘজীবী হও বৎস, সৌভাগ্য তোমাকে আশ্রয় করুক। ভাগ্যদেবতা এখন নিশ্চয় প্রসন্ন হয়েছেন। আজই বিদেহ প্রহারবর্মার অধিকারে আসতে পারে, কারণ তোমার দৃঢ় বাহু সব বিপদ-সাগর পার হতে সমর্থ ; রাণী প্রিয়ংবদা সত্যিই ভাগ্যবতী।' আনন্দের সঙ্গে সে নানাভাবে আমার পরিচর্যা করল, এবং স্নানাহারের ব্যবস্থা করে দিল, আমি সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে ভাবলাম—কৌশল ছাড়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ সম্ভব নয়, স্ত্রীলোকেরাই কৌশলের উৎস, সুতরাং এই বৃদ্ধা ধাত্রীর মাধ্যমে অন্তঃপুর সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ করে এক পরিকল্পনা করব।

ক্রমশঃ রাত্রি শেষ হয়ে এল। সমুদ্রের অভ্যন্তর থেকে ক্ষীণপ্রভ প্রভাত সূর্য উদিত হলো। আমি গাত্রোত্থান করে প্রাভাতিক বিধিপালনের পর ধাত্রীমাতাকে দুর্বৃত্ত বিকটবর্মার অন্তঃপুরের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। সে-সময়ে এক রমণীকে ওই দিকে আসতে দেখা গেল। তাকে দেখেই বৃদ্ধা ধাত্রী আনন্দাশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, 'কন্যা পুষ্করিকা, প্রভুর পুত্রকে দেখ'। দুর্বিপাক বশতঃ অরণ্যে হারিয়ে যাবার পর আবার এইভাবে ফিরে এসেছে। রমণীটি আনন্দে অভিভূত হয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগল, তারপর বলল, 'রাজকুমার, কামরূপেশ্বরের কন্যা কল্পসুন্দরী রূপে গুণে অপ্সরাদেরও হার মানিয়েছেন। স্বামী বিকটবর্মা সম্পূর্ণরূপে তার দ্বারাই প্রভাবিত যদিও অন্তঃপুরে অনেক রমণীই আছেন। আমিই বললাম, 'রাণীর কাছে আমার প্রস্তুত এই মাল্য ও গন্ধদ্রব্য নিয়ে যাও। নানাভাবে স্বামীর প্রতি তাঁর ঘৃণার সৃষ্টি কর ও বিকটবর্মার দোষগুলি তুলে ধর। যে-সব নারীরা নিজেরাই পতি বরণ করে নিয়েছিলেন, যেমন বাসবদত্তা,[৩] তাদের উদাহরণ স্মরণ করিয়ে অনুতাপের সৃষ্টি করবে। অন্তঃপুরে অন্য নারীদের সঙ্গে রাজা কিভাবে সময় কাটান সেসব খবর তাঁকে জানিয়ে তাঁর ঈর্ষাকে জাগিয়ে তুলবে।' তারপর বৃদ্ধাকে বললাম—'আর এসব কাজ ফেলে প্রত্যহ আপনি রাণীর কাছে যাবেন এবং কি ঘটছে আমাকে জানাবেন। আপনার কন্যা যেন আমার কথামতো সবসময় রাণী কল্পসুন্দরীকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে, এর ফলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।' তারা দুজনে আমার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে লাগল।

কিছুদিন কেটে গেল। ধাত্রী আমাকে ডেকে জানালেন, 'বৎস, মাধবীলতার

নিমগাছ আশ্রয়ের মতো রাণী নিজেকে অযোগ্য পাত্রে সমর্পিত ভেবে দুঃখ পাচ্ছেন। আমার এখন আর কি করণীয় আছে?' আমি তখন নিজের একটি প্রতিকৃতি এঁকে তাঁকে দিয়ে বললাম, 'এইটি নিয়ে রাণীর কাছে যান। তিনি নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করবেন এইরকম আকৃতি বিশিষ্ট কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব সত্যিই আছে কিনা। আপনি বলবেন—যদি থাকে তাহলে কি হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি কি বলেন সে-কথা আমাকে জানাবেন। স্বীকৃতি জানিয়ে ধাত্রী প্রাসাদে চলে গেল। তারপর ফিরে এসে গোপনে আমাকে বলল 'বৎস, এই প্রতিকৃতিটি দেখানোর পর কল্পসুন্দরী খুব আশ্চর্য হয়ে বললেন কামদেবেরও এইরকম অতুলনীয় সৌন্দর্যের অভাব আছে এবং সেজন্য জগতের মঙ্গলই হয়েছে। চিত্রটি সেই কারণে আরও বিস্ময়কর যে অংকনবিদ্যায় এতখানি নিপুণ কোন ব্যক্তির পরিচয় আমার জানা নেই। কে এই চিত্রকর?' তার আগ্রহ দেখে আমি মৃদু হেসে বললাম, 'রাণী, আপনি ঠিকই বলেছেন। কামদেবও যে এত সুন্দর হতে পারেন এও যেন অবিশ্বাস্য। কিন্তু বিশাল এই পৃথিবীতে কখনও কখনও এমন অনুপম রূপও দৈবশক্তি বলে সম্ভব হতে পারে। কিন্তু সত্যিই যদি এইরকম কোন রূপবান যুবক উপযুক্ত বিদ্যা ও বংশমর্যাদা সহ আপনার কাছে উপস্থিত হয় তবে সে কি আশা করবে?' কল্পসুন্দরী বললেন, 'আমি কি আর বলতে পারি? আমার দেহ, মন, প্রাণ সবই তাঁর তুলনায় অতি নগণ্য। সুতরাং তাঁর আর কিই-বা পাওয়ার আছে? তবে যদি শুধু কল্পনা না হয় তাহলে এমন ব্যবস্থা করুন যাতে এই ব্যক্তির দর্শন লাভ করে আমার দৃষ্টি ধন্য হয়।' তাঁর কামনা আরও গভীরতর করার জন্যে আমি বললাম—'আত্মগোপনকারী এইরকম একজন রাজপুত্র আছেন। বসন্তোৎসবে যখন সখীদের সঙ্গে উদ্যানে বিহার করছিলেন তখন ভাগ্যক্রমে রতির তুল্য সুন্দরী আপনি তাঁর দৃষ্টি পথে এসেছেন। কামশরে জর্জরিত হয়ে সে আমার শরণ নিয়েছে। আমিও আপনাদের পরস্পরের যোগ্য রূপগুণের বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়ে তার প্রেরিত পুষ্পমালাবিলেপনে আপনাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছি। সেই ব্যক্তি নিজ প্রতিকৃতি অংকিত করে আপনার প্রতি গভীর ভালবাসার প্রমাণের জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছে। এই ব্যাপারে যদি নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তাহলে তার পথে কিছুই বাধা হবে না, কারণ সে অসাধারণ প্রতিভা ও শক্তির অধিকারী। তাকে আজই আপনাকে দেখাতে পারি, আপনি শুধু একবার সংকেত দিন।' কিছুক্ষণ পরে কল্পসুন্দরী বললেন, 'মা, আপনার কাছে আর গোপন করার কি আছে? তবে শুনুন—আমার পিতার সঙ্গে রাজা প্রহারবর্মার খুব বন্ধুত্ব ছিল। মাতা মানবতীর সঙ্গে দেবী প্রিয়ংবদার সখীত্বও ছিল খুবই গভীর। সন্তানজন্মের পূর্বেই তাঁরা স্থির করেছিলেন যে পরস্পর পুত্রকন্যার বিবাহ দিয়ে বন্ধন আরও গভীর করবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রিয়ংবদার পুত্র হারিয়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে তাঁরা বিকটবর্মার হাতে আমাকে সমর্পণ করলেন। আমার এই স্বামী অত্যন্ত নিষ্ঠুর, পিতার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতক, বিকৃতদেহ, কামক্রীড়ায় অনিপুণ, শিল্পচর্চা-কাব্য-নাটকের প্রতি নিরুৎসাহ, ধনোন্মত্ত, বৃথা অহংকারী, মিথ্যাবাদী ও অপাত্রে অনুগ্রহকারী। আমার রোপিত ও পালিত চম্পকলতা থেকে নিজে ফুল তুলে রময়ন্তিকাকে সাজালেন যখন আমার অন্তরঙ্গ সখী পুষ্করিকা সেখানে উপস্থিত। উদ্দেশ্য, বোধহয় আমার মনে সপত্নীর ঈর্ষার সৃষ্টি করা। এমনকি প্রমোদ-উদ্যানের গুহার যে-রত্নবেদিকায় আমাকে উপভোগ করেছেন, তারপরেই সেখানে তার সঙ্গে বিহার করতেও দ্বিধা করলেন না। ইনি

আমার অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও আমাকে অবজ্ঞা করতে শুরু করেছেন। তবে আর অপেক্ষা করে কি হবে? ইহজন্মের কষ্ট পরকালের দুঃখভোগের চিন্তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। কামদেবের শরে যে-রমণী একবার বিদ্ধ হয় অবাঞ্ছিত কোন পুরুষের সঙ্গ তার কাছে খুবই দুঃসহ। সুতরাং কোনভাবে উদ্যানের মাধবীলতামণ্ডপে এই ব্যক্তির সঙ্গে আমার মিলন ঘটিয়ে দিন—এঁর সব সংবাদ জেনে আমার মন গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। আমার যত ধনরত্ন আছে সবকিছুর বিনিময়ে তাঁকে বিকটবর্মার স্থানে বসিয়ে তাঁর সেবায় জীবন কাটিয়ে দিতে চাই।'—'এই প্রস্তাব গ্রহণ করে আমি ফিরে এলাম। এবার কি করতে হবে তা কুমার, আপনার ওপরই নির্ভর করছে।'

আমি তখন সেই ধাত্রীর কাছ থেকে অন্তঃপুরের অবস্থার কথা জেনে নিলাম। কোথায় রক্ষীরা পাহারা দেয়, কোথায় বা প্রমোদকাননের অবস্থান ইত্যাদি। তারপর অস্তশিখরের সংগে আঘাত লাগায় সূর্য যেন রক্তিমাভ হয়ে উঠলেন, জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো পশ্চিম সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ায় যেন উত্থিত ধূমরাশি অন্ধকার রূপে আকাশে ছড়িয়ে পড়ল। সন্ধ্যা নেমে এল ধরণীতে। ধীরে ধীরে উদিত হলেন চন্দ্র যিনি একসময় গুরুপত্নীর প্রতি অভিলাষী ছিলেন, তিনি যেন এখন পরস্পর গ্রহণের ব্যাপারে গুরু রূপেই আমাকে পথ দেখাতে লাগলেন। এই চন্দ্রকিরণই তো প্রতিফলিত হচ্ছে কল্পসুন্দরীর পদ্মাননে! ভুবনজয়ী কামদেবের প্রভাবে বাসনা আমার উদ্দাম হয়ে উঠল। শয্যায় শয়ন করে ভাবতে লাগলাম—আমার উদ্দেশ্য প্রায় সফল হতে চলেছে। কিন্তু পরস্ত্রীগমনের ফলে ধর্মপীড়া হতে পারে। অবশ্য শাস্ত্রকারেরা এই কাজও অনুমোদন করেছেন, যদি এর দ্বারা অর্থ ও কাম সাধিত হয়। আবার গুরুজনদের মুক্ত করার জন্যই আমি এই পন্থা গ্রহণ করেছি। অতএব পাপ তো কিছু হবেই না বরং ধর্মফল লাভ হতে পারে। কিন্তু একথা শুনে কুমার রাজবাহন ও অন্যসুহৃদেরাই বা কি বলবেন! এই কথা ভাবতে ভাবতে আমি নিদ্রিত হয়ে পড়লাম। স্বপ্ন দেখলাম—দেব গজানন বলছেন, 'সৌম্য উপহারবর্মা, দুশ্চিন্তা কোরো না, তুমি আমার অংশে জাত। আর কল্পসুন্দরী শিবের জটায় স্থিত গঙ্গার অংশ। কোন একসময় আমার আলোড়নে বিক্ষুব্ধ হয়ে ইনি অভিশাপ দিয়েছিলেন—মর্ত্যে যাও। আমিও পুনরভিশাপ দিলাম—"এখানেও যেমন তুমি বহুভোগ্যা তেমনি মর্ত্যে গিয়ে তুমিও বহু মানুষের ভোগ্যা হও।" তখন দেব-নদী বহু অনুনয় করে বললেন, "একজন ব্যক্তির পত্নী হওয়ার পর আবার যেন তোমারই পরিচর্যায় জীবন কাটাতে পারি।" অতএব সেই ঘটনা অবশ্যই ঘটবে এবং এ-ব্যাপারে তুমি নির্দোষ।"

আমি জেগে উঠে প্রিয়ার সংকেতের কথা মনে করে সারাদিন খুব আনন্দেই কাটালাম। পরদিন অন্য আর কোন কাজ ছিল না। নিঃসঙ্গ আমার উপর মদন তীক্ষ্ন শরধারা বর্ষণ করে চললেন। সেই ফুলশরের তেজেই যেন সূর্যরশ্মির উজ্জ্বলতাও ম্লান হয়ে এল, আর তমসারূপী কর্দম চারিদিকে ব্যপ্ত হয়ে গেল! দিনের শেষে বেরিয়ে পড়লাম কৃষ্ণ বসন পরে; কোমরে শক্ত কোমরবন্ধ, হাতে খড়্গ, সংগে এই ধরনের কাজে ব্যবহার যোগ্য অস্ত্রাদি। রাজপ্রাসাদের কাছে এসে উপস্থিত হলাম। চতুর্দিকে জলপূর্ণ পরিখা। ধাত্রীমাতার নির্দেশ মতো পেঁছে দেখতে পেলাম যে পুষ্করিকা পূর্ব থেকেই একটি বংশদণ্ড সেখানে রেখে দিয়েছে। ওই দণ্ডটি

আড়াআড়িভাবে রেখে পরিখা পার হলাম, তারপর প্রাচীরের উপরে উঠে গেলাম। সংলগ্ন গহ্বরের পাকা ইঁটের সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়লাম ভিতরে। বকুল-বীথির পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলাম। চম্পক তরুরাজির মধ্যে গিয়ে চলতে গিয়ে কিসের যেন শব্দ শুনতে পেলাম, পরে বুঝলাম তা চক্রবাক মিথুনের করুণ কূজন। আরও কিছুদূরে অগ্রসর হয়ে সন্ধান পেলাম অন্তঃপুরের প্রাচীরের।

পূর্বদিকের কাঁকর বিছানো পথ ধরে হেঁটে গেলাম। তার একদিকে রক্তিম অশোক আর অন্যদিকে শুভ্র যূথীর ঝাড়। আরও কিছু পথ অতিক্রম করে দক্ষিণের আম্রবাটিকায় প্রবেশ করলাম—আচ্ছাদিত দীপাধারের ক্ষীণ রশ্মিতে দেখতে পেলাম এক ঘন মাধবীলতার কুঞ্জ। আমি মণ্ডপের অভ্যন্তরে গর্ভগৃহে প্রবেশ করলাম। চারিদিকে শিশু কুরুবক শ্রেণীর বেষ্টন, দ্বারে রক্তাশোকের শাখা লাল কুঁড়ির ভারে ঝুঁকে পড়েছে। ভিতরে বিস্তৃত পুষ্পশয্যা, পদ্মপত্রে রক্ষিত কামোপভোগের নানাদ্রব্য, হস্তিদন্তের পাখা, সুগন্ধিজলপূর্ণ ভৃঙ্গার ইত্যাদি। মুহূর্তকাল সেখানে বসে বিশ্রাম করলাম, সুগন্ধ যেন জড়িয়ে গেল আমার সর্বাঙ্গে। হঠাৎ শুনতে পেলাম মৃদুপদ-ধ্বনি! তাড়াতাড়ি গাছের আড়ালে আত্মগোপন করলাম। ধীরে ধীরে প্রবেশ করলেন কামাহতা কল্পসুন্দরী, আমাকে দেখতে না পেয়ে খুবই ব্যথিত হয়ে পড়লেন। মত্ত রাজহংসীর মত গদ্গদ ভাষে বলতে লাগলেন, 'আমি প্রতারিত হয়েছি— একথা প্রমাণ হয়ে গেল। জীবন বিসর্জন দেওয়া ছাড়া আর কি উপায় আছে? হে হৃদয়, তুমি অসম্ভবকে সম্ভব বলে গ্রহণ করেছিলে, সুতরাং উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়ায় কেন আক্ষেপ করছ? ভগবান অনঙ্গ, আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি যে আমায় এইভাবে দহন করছ কিন্তু সম্পূর্ণ ভস্মে পরিণত করছ না?' এবার আমি তার সামনে এগিয়ে গেলাম। দীপের আবরণ সরিয়ে দিয়ে বললাম, 'ভামিনি, সত্যিই তুমি কামদেবকে অপমানিত করেছ, কারণ তার প্রাণপ্রিয়া রতি তোমার সৌন্দর্যে লজ্জিত, তার ধনুক তোমার ভ্রূলতায়, তার ভ্রমরমালা-পূর্ণ জ্যা তোমার ঘননীলকেশরাজির দ্যুতিতে, তোমার কটাক্ষ বর্ষণই তার শরক্ষেপ, তার অগ্নিবর্ণ কেতন তোমার ওষ্ঠকিরণে, তার প্রধান সখা মলয়-পবন তোমার অতি সুগন্ধি নিঃশ্বাসে, কোকিলের কূজন তোমার মিষ্ট-স্বরে আশ্রয় পেয়েছে। তোমার দীর্ঘ সবল বাহুদ্বয় তার পুষ্পময় ধ্বজদণ্ড, তোমার বক্ষ-যুগল তার দিগ্বিজয় যাত্রার জলপূর্ণ কুম্ভস্বরূপ। তোমার বৃত্তাকার গভীর নাভি যেন মদনেরই ক্রীড়া সরোবর, শ্রোণিদেশ যুদ্ধক্ষেত্র, জঙ্ঘাদ্বয়—কামগৃহের রত্নস্তম্ভ, তোমার চরণতলের প্রভা যেন তার কর্ণকিশলয়ের দ্যুতি— এইভাবে তোমার কাছে পরাজিত হয়ে কামদেব তোমাকে পীড়িত করতে পারেন, কিন্তু আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও আমার প্রতি তাঁর আক্রমণ খুবই কষ্টকর। সুতরাং সুন্দরি, প্রীত হও, তোমার দৃষ্টির সঞ্জীবনী সুধায় আমার কামগরল দূর কর'—এই কথা বলতে বলতে আমি তাকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলাম। অনুরাগরক্তিম তাঁর আঁখি, কপোলদেশে ঘর্মজাল, মুখে অনর্গল প্রলাপ ভাষণ, নখদন্তের রক্তাঘাত তাঁর দেহে। অঙ্গ অত্যন্ত শিথিল ও অসহায় দেখে তার মানসিক ও শারীরিক দুই ধারণাকেই সরিয়ে দিলাম। মিলনের পরবর্তী মিলনের পর রতি-পরবর্তী বিধিগুলি অনুভব করতে করতে চিরপরিচিতের মতো অতি অন্তরঙ্গভাবে কিছু সময় কাটালাম। পুনরায় চুম্বনের পর অশ্রুমুখী কল্পসুন্দরী অঞ্জলিপুটে বলতে লাগলেন, 'নাথ, যদি চলে যাও তবে আমাকেও

নিয়ে চল, নইলে আমার জীবনও শূন্য হয়ে যাবে।' উত্তরে বললাম, 'মুগ্ধে, এমন কে পুরুষ আছে যে নিজের প্রতি নারীর কামনাকে অভিনন্দিত না করে? যদি সত্যিই আমাকে ভালবাস তাহলে আমার কথামতো আচরণ কর। নিভৃতে রাজাকে আমার প্রতিকৃতি দেখিও এবং প্রশ্ন কোরো যে এই আকৃতি আদর্শ পুরুষরূপে আকর্ষণীয় কি-না? রাজা অবশ্যই এ-কথা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। তখন তুমি বলবে, একজন মাতৃতুল্যা পরিব্রাজিকা বহু দেশ ভ্রমণের পর নানা ক্ষমতা অর্জন করে আমার সামনে চিত্রটি রেখে বলেছিলেন—এমন এক মন্ত্র আছে যার দ্বারা নির্জন স্থানে শুক্লপক্ষের প্রথম রাত্রিতে উপবাসের পর পুরোহিত কর্তৃক আহুতি প্রদত্ত অগ্নিতে একাকী শত চন্দন কাষ্ঠ, শত অগুরু কাষ্ঠ, কর্পূরমুষ্টি, প্রচুর পট্টবস্ত্র প্রদান করলে এইরকম আকৃতি লাভ করা যাবে। তারপর তোমার সমস্ত গোপন কথা প্রকাশ করে আমাকে আলিঙ্গন করার পর এই আকৃতি লাভ করতে পারবে। যদি এই চিত্রের রূপে তুমি মুগ্ধ হয়ে থাক তাহলে তোমার বন্ধু, মন্ত্রী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পুরবাসী ও প্রজাদের সঙ্গে পরামর্শ করে এই ব্যাপারে অগ্রসর হতে পার। বিকটবর্মা নিশ্চয়ই এতে রাজী হয়ে যাবে। সেই বিশেষ দিনে এই প্রমোদ-উদ্যানে চারিটি পথের সংযোগস্থলে যখন অথর্ববেদ বিধি অনুসারে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দেওয়া হবে তখন আমি প্রবেশ করে লতামণ্ডপে নিজেকে গোপন করে রাখবো। রাত্রি গভীর হলে তুমি রহস্যময় হাসি হেসে বিকটবর্মার কাছে মৃদুস্বরে বলবে, সত্যিই তুমি ধূর্ত ও অকৃতজ্ঞ। আমারই কৃপায় তুমি মদনমোহন রূপ লাভ করে সপত্নীদের সঙ্গে কেলি করবে, অতএব আত্ম-বিনাশের জন্য আমি কখনই বেতাল-উপস্থাপনা করতে পারি না। তোমার এই প্রস্তাব শুনে সে কি উত্তর দেয় আমার কাছে এসে জানাবে, তারপর যা করণীয় তা আমিই করব। এখন পুষ্করিকাকে আমার পদচিহ্নগুলি মুছে ফেলতে বল।' কল্পসুন্দরী আমার পরামর্শ শাস্ত্রবচন রূপে গ্রহণ করে অন্তঃপুরে ফিরে গেল অতৃপ্তচিত্তে। আমিও যে-পথ ধরে ফিরেছিলাম সেই পথে আমার বাসস্থানে ফিরে এলাম।

অল্প সময়ের মধ্যেই কল্পসুন্দরী আমার পরামর্শমতো কাজ করেছিল। কুমূর্তি বিকটবর্মা ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করার পর সমস্ত নগরে এই বার্তা ছড়িয়ে পড়ল—রাজ্ঞীর মন্ত্রবলে রাজা বিকটবর্মা দেবতুল্য বপু লাভ করতে চলেছেন। ব্যাপারটি কোন প্রতারণা নয়, এক কল্যাণকর অনুষ্ঠান। কোন প্রমাদেরও কারণ নেই কারণ অন্তঃপুরের উদ্যানে দেবী স্বয়ং এই কর্ম সম্পাদন করবেন। বৃহস্পতিতুল্য মন্ত্রীরাও এই কাজ অনুমোদন করেছেন। ঘটনা সত্য হলে খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার হবে। এ-কথা প্রমাণিত হবে যে—রত্ন, মন্ত্র ও ওষধির প্রভাব প্রকৃতই অচিন্তনীয়।

অবশেষে সেই বিশেষ দিনটি এসে গেল। রাত্রির অন্ধকার গাঢ়তর হলে অন্তঃপুরের উদ্যান থেকে শিবের কণ্ঠের মতো ঘননীল ধূম উদ্গীর্ণ হতে লাগল, দুগ্ধ-ঘৃত-দধি-তিল-শ্বেত সরিষা-চর্বি-মাংস—শোণিতযুক্ত আহুতির গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তারপর আমিও সেই উদ্যানে প্রবেশ করলাম, কুঞ্জরগমনা কল্পসুন্দরীও সেখানে উপস্থিত হলেন। আলিঙ্গন করে মৃদু হেসে বললেন, 'প্রিয়তম, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে চলেছে। নরাধমের মৃত্যু আসন্ন। তোমার উপদেশ মতো আমি ওকে বলেছি, ধূর্ত, আমি তোমাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলব আর তুমি সেই রূপ দিয়ে শুধু মানবীদের নয় অপ্সরাদেরও মনোহরণ করবে। চঞ্চল মধুকরের মতো যেকোন নারীতেই আসক্ত হবে। সে তখন আমার পায়ে পড়ে বলল, সুন্দরি আমার

সব অপরাধ ক্ষমা কর। এখন থেকে আমি কোন নারীর কথা মনেও আনব না। সুতরাং উদ্দেশ্যসাধনে তৎপর হও। অনুরাগরূপ অগ্নিকে সাক্ষী করে কামদেবরূপ অভিভাবক কর্তৃক তোমার হস্তে পত্নীরূপে সমর্পিত হয়েছি। তাই বিবাহসজ্জাতেই তোমার কাছে এসে এই যজ্ঞাগ্নির সামনে তোমাকে বরণ করে নিলাম'—এই বলে লতার মতো বাহুপাশে আমাকে আলিঙ্গন করল, কণ্ঠ বেষ্টন করে বারবার চুম্বন করতে লাগল, দর্শনীয় হয়ে উঠল তার বিশাল নয়নের লীলাচাপল্য।

কিছুক্ষণ পরে তাকে বললাম, 'এই কুরুণ্টকের ঝোপে অপেক্ষা কর, আমি করণীয় সম্পাদন করেই ফিরে আসছি।' তারপর প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নির কাছে গিয়ে অশোকবৃক্ষ থেকে লম্বমান ঘণ্টাটি বাজিয়ে দিলাম। এটি যেন যমদূতের মতোই রাজাকে আহ্বান জানাল। আমি অগুরু, চন্দন ইত্যাদি আহুতি দিতে থাকলাম। রাজা পূর্বব্যবস্থা মতো সেখানে এলেন। শঙ্কিত ও বিস্মিত বিকটবর্মাকে নারীস্বরের অনুকরণে বললাম, 'অগ্নিসাক্ষী করে সত্য কথা বল—সুন্দর দেহ প্রাপ্ত হয়ে সপত্নীদের সঙ্গে মিলিত হবে কি-না, তারপর আমি তোমাতে এই আকৃতি সংক্রামিত করব।' এই উক্তিতে সে নিশ্চিন্ত হলো যে রাজ্ঞীর সঙ্গেই সে কথা বলছে, ছলনা নয়। আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়ে সে আমার কথামতোই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। মৃদু হেসে বললাম, 'শপথ করেই বা কি হবে? এমন কোন নারী এই জগতে আছে যে আমাকে অবমাননা করতে সাহস করবে? যদি অপ্সরাদের সঙ্গে মিলন চাও, তাও পাবে। এখন বল তোমার গোপন কথা, তারপর নিজের কুৎসিত আকৃতি নষ্ট হবে।' বিকটবর্মা উত্তরে জানাল, 'পিতৃব্য প্রহারবর্মাকে আমি বন্দী করে রেখেছি। মন্ত্রীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছি যে খাদ্যে বিষ মিশিয়ে তাকে হত্যা করব। প্রচার করব যে অজীর্ণ রোগে তিনি মারা গেছেন। দ্বিতীয়ত, সৈন্যবাহিনীর একাংশকে ভ্রাতা বিশালবর্মার নেতৃত্বে পুণ্ড্রদেশে পাঠিয়ে দেব। তৃতীয়ত, পৌরবৃদ্ধ পাঞ্চালিক ও বণিক পরিত্রাত গোপনে আমায় জানিয়েছে যে 'খনতি' নামে এক যবনের কাছে এমন এক রত্ন আছে যার মূল্য সমগ্র পৃথিবীর তুল্য। ওই রত্ন অর্ধমূল্যে লাভ করতে হবে। চতুর্থত, শতপুলি নামে নগরাধ্যক্ষের সঙ্গে আমার বিশেষ অন্তরঙ্গতা আছে, আমার আদেশ অনুসারে সে ভূস্বামী অনন্তসীরকে নিধনের জন্যে সেনাপতি নিযুক্ত করেছে; এইগুলিই আমার গোপন ষড়যন্ত্র।'

'—তোমার আয়ু এখানেই শেষ, কৃতকর্মের উপযুক্ত শাস্তি লাভ কর'—এই বলে বিকটবর্মাকে দ্বিখণ্ডিত করে আহুতি রূপে অগ্নিতে সমর্পণ করলাম। প্রচুর হবি নিক্ষেপ করতে লাগলাম। যতক্ষণ না সে ভস্মে পরিণত হয়। কল্পসুন্দরী নারীসুলভ ভীরুতায় বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, তাঁকে আশ্বস্ত করে তাঁর সঙ্গে প্রাসাদের ভিতরে উপস্থিত হলাম। বিস্মিত অন্তঃপুরবাসীরা সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁদের সঙ্গে আনন্দে কিছু সময় অতিবাহিত করে বিদায় জানালাম। এরপর প্রিয়া কল্পসুন্দরীর সঙ্গ উপভোগ করতে লাগলাম। এই ভাবে ক্ষণস্থায়ী রাত্রি অবসিত হলো।

প্রিয়ার কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলাম রাজপ্রাসাদের নিয়মকানুনগুলি। প্রভাতে স্নানান্তে মঙ্গলাচরণের পর মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তাঁদের বললাম, 'মাননীয় মন্ত্রিগণ, আকৃতির সঙ্গে আমার প্রকৃতিরও পরিবর্তন হয়েছে। আমার পিতৃতুল্য পিতৃব্য, যাঁকে বিষ-মিশ্রিত অন্ন দিয়ে হত্যা করার কথা ভাবছিলাম তাঁকে মুক্ত করে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করব—আর আমি পুত্রের মতোই তাঁর আদেশ পালন করব, কারণ পিতৃতুল্য

ব্যক্তিকে হত্যা জঘন্য অপরাধ।' তারপর ভ্রাতা বিশালবর্মাকে ডেকে বলাম, 'প্রিয় ভাই, পুণ্ড্রদেশের অবস্থা এখন বিশেষ ভাল নয়, তারা দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে আমাদের সম্মুখ রাজ্য আক্রমণ করতে পারে—তখন যুদ্ধ করা যাবে! কিংবা বীজবপন বা ফসল কাটার সময় যুদ্ধযাত্রা করা যেতে পারে, আপাতত স্থগিত থাক।'

নগরবৃদ্ধ দুজনকে ডেকে জানিয়ে দিলাম, 'খনতি'র কাছ থেকে মূল্যবান রত্ন প্রতারিত করে পাওয়ার ইচ্ছা নাই। উপযুক্ত মূল্য দিয়েই ক্রয় কর, যাতে আমার দিক থেকে ধর্মহানি না ঘটে।'

নগরাধ্যক্ষ শতহলিকে বললাম, 'পিতৃব্যকেই যখন মর্যাদা ফিরিয়ে দিলাম, তখন প্রহারবর্মার প্রতি অনুরক্ত বলে কেন আর তাকে ধ্বংস করা হবে? সুতরাং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা নিষ্প্রয়োজন।'—এইভাবে মন্ত্রীরা আমার কাছ থেকে প্রত্যয়-উৎপাদক সব গোপন ব্যাপারের পরিচয় পেয়ে এই সিদ্ধান্ত করল যে আমিই সেই বিকটবর্মা এবং বিস্মিত হয়ে আমার, রাজ্ঞীর ও মন্ত্রের প্রশংসা করতে লাগল। পিতামাতা কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে রাজপদে স্থাপিত হলেন। আমিও ধাত্রীর মাধ্যমে গোপনে তাঁদের সবকিছু জানিয়ে তাঁদের চরণ বন্দনা করলাম। তখন তাঁরা সানন্দে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁদের আদেশে আমিই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হলাম।

এবার দুঃখ রইল শুধু আপনার (রাজবাহনের) সঙ্গে বিচ্ছেদের জন্যে। পিতৃবন্ধু সিংহবর্মার পত্রে জানতে পারলাম চম্পেশ্বর সিংহবর্মা আক্রমণোদ্যত। সৈন্যবাহিনী নিয়ে দ্রুত যাত্রা করলাম মিত্রের রক্ষা ও শত্রুর বিনাশের জন্যে। এখানেই ঘটল উৎসবের মতো আনন্দময় ঘটনা—আপনার চরণযুগলের দর্শন লাভ করে ধন্য হলাম।"

রাজবাহন এই কাহিনী শুনে মৃদু হেসে বললেন, 'কপটাচরণ, পরস্ত্রীগমনও ধর্ম-অর্থ প্রাপ্তির সহায়ক হতে পারে—যেহেতু পিতা-মাতাকে মুক্ত করা, দুষ্ট শত্রু বধ করে রাজ্য পুনরুদ্ধারের বিষয়ে কার্যকরী হয়েছে। বুদ্ধিমান লোকের কাছে নিন্দনীয় বিষয়ও প্রশংসনীয় কাজে রূপান্তরিত হয়।'—এবার অর্থপালের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টি স্থাপন করে তাকে তার কাহিনী বিবৃত করতে বললেন। সেও করজোড়ে বলতে শুরু করল

॥ শ্রীদণ্ডী-বিরচিত দশকুমারচরিতে 'উপহারবর্মাচরিত' নামে তৃতীয় উচ্ছ্বাস সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × চতুর্থ উচ্ছ্বাস × × × × × × × × × × × ×

অর্থপালচরিত

দেব, আমিও আর সব বন্ধুদের মতো একই উদ্দেশ্যে সমুদ্রমেখলা পৃথিবী পরিভ্রমণ করে বারাণসীতে এসে উপস্থিত হলাম। নির্মল জলবিশিষ্ট মণিকর্ণিকা[১] ঘাটে স্নান করে অন্ধকমথন[২] অবিমুক্তেশ্বরকে প্রণাম করলাম। মন্দির প্রদক্ষিণ করার সময় একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, সে লৌহদণ্ড সদৃশ বাহু দ্বারা নিজেকে বেষ্টিত করে রেখেছে। তার চক্ষুদ্বয় রক্তাভ এবং ক্রন্দনের ফলে স্ফীত। আমি ভাবলাম—এই ব্যক্তির দেহ খুবই সবল, কিন্তু এর চক্ষুর ম্লান তারকা যেন

কারুণ্যের বৃষ্টি করছে। সে যে-কাজ করতে চলেছে তা খুবই সাহসের পরিচায়ক। নিশ্চয় কোন প্রিয়জনের বিচ্ছেদের জন্যই জীবন সম্বন্ধে নিস্পৃহ হয়ে প্রাণত্যাগে উদ্যত। সুতরাং আমি জানতে চাই কিভাবে ওকে সাহায্য করতে পারি।

কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভাই, তোমার এই আচরণ দেখে মনে হচ্ছে তুমি কোন হঠকারিতা করতে চলেছ। যদি কিছু গোপন ব্যাপার না হয় তাহলে তোমার দুঃখের কারণ জানতে পারি কি?' শ্রদ্ধাভরে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে সে বলল, 'ক্ষতি কি? শুনুন তাহলে। আমি পূর্বদেশের অধিবাসী, এক গৃহস্থের পুত্র, নাম পূর্ণভদ্র। বাল্যে ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াতাম। পিতার চেষ্টা সত্ত্বেও ভাগ্যের পরিহাসে আমি চৌর্যবৃত্তি গ্রহণ করলাম। একদিন নগরের এক প্রধান বণিকের গৃহে চুরি করার সময় ধরা পড়ে গেলাম; আমাকে বন্দী করে মৃত্যুদণ্ড দানের জন্যে হত্যাবিলাসী মৃত্যুবিজয় নামে হস্তীকে কামপালের আদেশে আনা হলো। মুখ্যমন্ত্রী কামপাল নগরদ্বারে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন—অনেক লোকের চীৎকারের মধ্যে সেই হস্তী ঘণ্টার ধ্বনি দ্বিগুণিত করে শুঁড় উঁচু করে ধেয়ে এল। আমিও তার দিকে নির্ভয়ে এগিয়ে গেলাম। সে দন্ত প্রহারে উদ্যত হতেই আমি তার দুই দন্তের মধ্যে বাহু দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলাম। তার ফলে সে ভয়ে পশ্চাদপসরণ করল। ক্রুদ্ধ মাহুত তাকে ভর্ৎসনা করে পা ও অঙ্কুশের আঘাতে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এল। দ্বিগুণ ক্রোধে তিরস্কার করে আমি যখন আবার আঘাত হানলাম তখন সে মুখ ফিরিয়ে পালিয়ে গেল। এবার আমি তীব্র আক্রোশে ধেয়ে গেলাম মাহুতের দিকে। রুষ্ট মাহুত হস্তীকে ভর্ৎসনা করে বলল, 'ওরে কুঞ্জরাধম, তোর মৃত্যু আসন্ন।' তারপর তীক্ষ্ন অঙ্কুশ দিয়ে তার নেত্রকোণে বারবার ঘা দিয়ে কোনমতে তাকে আমার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে এল। আমি বললাম, 'দূর হোক এই কীটতুল্য হস্তী, কোন গজরাজকে নিয়ে এস যাতে তার সঙ্গে মুহূর্তকাল ক্রীড়ার পর পরমগতি লাভ করতে পারি।' আমাকে ক্রুদ্ধভাবে গর্জন করতে দেখে সেই হস্তী মাহুতের আদেশ অবহেলা করেই পলায়ন করল। তখন মন্ত্রী আমাকে ডেকে বললেন, 'হিংসাবিহারী এই হস্তী মৃত্যুবিজয়, সাক্ষাৎ মৃত্যু। সেও তোমার কাছে এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। তুমি অকাজ-কুকাজ বাদ দিয়ে সম্মানজনক জীবন কাটাতে চাও কি? তাহলে আমি তোমার কর্মের ব্যবস্থা করতে পারি।' আমি সবিনয়ে জানালাম, 'আপনার আদেশ অনুসারে কাজ করতে রাজী আছি।' তিনি তখন থেকে আমার সঙ্গে মিত্রবৎ আচরণ করতে থাকলেন।

একদিন আমি অনুরোধ করায় আমার প্রতি বিশ্বাস বশতঃ তিনি (কামপাল) নিজের কাহিনী শোনাতে লাগলেন। কুসুমপুরের রাজা ছিলেন ধর্মপাল। তিনি শাস্ত্রজ্ঞানের জন্যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর পুত্র সুমিত্র প্রজ্ঞায় পিতৃতুল্য। কিন্তু সুমিত্রেরই বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমি ছিলাম গণিকাসক্ত। আমাকে নিবারণ করার চেষ্টা করলে দুর্নীতিগ্রস্ত আমি গৃহত্যাগ করলাম। বহুদিক ভ্রমণের পর বারাণসীতে এসে প্রমোদ উদ্যানে দেখতে পেলাম শিবের আরাধনার্থে আগতা কাশীরাজ চণ্ডসিংহের কন্যা কান্তিমতীকে। কন্দুকক্রীড়ারতা তাঁকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে পড়লাম। কোনরকমে তাঁর সঙ্গে মিলনও ঘটল। কিন্তু অন্তঃপুরে গোপন মিলনের ফলে তিনি সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়লেন। পরে এক পুত্রের জন্ম দিলেন। গোপনতা

প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয়ে সখীরা শিশুটিকে ক্রীড়াশৈলে রেখে এসে বলল, যে মৃত-সন্তান জন্মেছে। সেখান থেকে এক চণ্ডালিনী তাকে তুলে নিয়ে শ্মশানে ফেলে দিয়ে এল। আসার সময় রাত্রে রাজপথে প্রহরীদের হাতে ধরা পড়ে গেল। শাস্তির ভয়ে সে সব গুপ্ত কথাই প্রকাশ করে দিল। আমি তখন প্রমোদ উদ্যানের ক্রীড়াশৈলের গুহায় নিদ্রিত ছিলাম—আমাকেও দেখিয়ে দিল। সেই মধ্যরাত্রেই রাজার আদেশে আমাকে সেখানে যে-দাঁড় পাওয়া গেল তাই দিয়ে বেঁধে ফেলা হলো। শ্মশানে আনার পর চণ্ডাল যখন তরবারির আঘাতে আমাকে হত্যায় উদ্যত তখনই হঠাৎ আমার বন্ধন কেটে গেল। আমিও তার তরবারিটি কেড়ে নিয়ে সেই চণ্ডালকে প্রহার করতে করতে পালিয়ে গেলাম। নিরাশ্রয়ভাবে আমি যখন অরণ্যে ভ্রমণ করছিলাম তখন সাক্ষাৎ পেলাম এক দিব্যাকৃতি রমণীর, চোখে তাঁর জল, হাতে তাঁর পূজার উপকরণ, কুঞ্চিত-কেশরাজি শোভিত মস্তকে করপুট স্পর্শ করে প্রণিপাত করে বিশাল বটবৃক্ষের স্নিগ্ধচ্ছায়ায় তিনি আমার সঙ্গে উপবেশন করলেন।

'কে তুমি কন্যা ?' কোথা হতে আগমন ? কেনই বা আমার মতো ব্যক্তির প্রতি কৃপাবর্ষণ ? এইভাবে জিজ্ঞাসা করায় মধুর বাক্যে তিনি উত্তর দিলেন, আর্য, আমি যক্ষরাজ মণিভদ্রের কন্যা, নাম তারাবলী। অগস্ত্য-পত্নী লোপামুদ্রাকে নমস্কার করে আসার সময় বারাণসীর মহাশ্মশানে এক শিশুকে কাঁদতে দেখলাম। তীব্র স্নেহ অনুভব করায় আমি তাকে আমার পিতা-মাতার কাছে নিয়ে এলাম। পিতা তাকে অলকাধিপতি কুবেরের সভায় উপস্থিত করলেন। মহাদেবের সখা কুবের আমায় ডেকে বললেন, 'কন্যা, এই শিশুর প্রতি তোমার মনোভাব কি রকম ?' আমি জানালাম, নিজের সন্তানের মতোই।' তখন তিনি বললেন, 'বেচারি ঠিক কথাই বলেছে।' তারপর এই ব্যাপারে এক বিরাট কাহিনী বিবৃত করলেন। আমি জানতে পারলাম শোণিক শূদ্রক ও কামপাল অভিন্ন। বন্ধুমতী, বিনয়বতী ও কান্তিমতী অভিন্না। বেদমতী আর্যদাসী সোমদেবীরাও এক। হংসাবলী শূরসেনা সুলোচনারাও পৃথক নয়। নন্দিনী-রঙ্গপতাকা-ইন্দ্রসেনারাও এক। শূদ্রকরূপে আর্যদাসী নামে যে গোপকন্যাকে অগ্নিসাক্ষী করে গ্রহণ করেছিলেন সে-ই এজন্মে এই তারাবলী। আমি যখন আর্যদাসী ও আপনি শূদ্রক তখন যে-পুত্র জন্মায় তাকে বিনয়বতী স্নেহের সঙ্গে পালন করেছিলেন। বিনয়বতীই পরজন্মে কান্তিমতীরূপে ঐ পুত্রসন্তান লাভ করেন।[৩] ভাগ্যক্রমে এ অনেকবার মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। আমি একে কুড়িয়ে পেয়ে কুবেরের আদেশে অরণ্যে তপস্যারত রাজহংসের পত্নী বসুমতীর কাছে গচ্ছিত রেখে আসি যাতে ভবিষ্যতে তাঁর পুত্র রাজবাহনের পরিচর্যা করতে পারে। সৌভাগ্যবশত আপনি এখন মৃত্যুমুখ থেকে উদ্ধার পেয়েছেন, আমিও গুরুজনদের অনুমতি নিয়ে আপনার চরণ সেবা করার জন্য এসেছি। এ-কথা শুনে আমি বারবার বহু জন্মের পত্নীকে আনন্দাশ্রু সহ আলিঙ্গন করে সান্ত্বনা দিলাম এবং তার প্রভাব সৃষ্ট মনোরম প্রাসাদে অপার্থিব ভোগ সুখ লাভ করলাম। কয়েকদিন এইভাবে কাটিয়ে সেই নারীরত্ন তারাবলীকে বললাম, 'আমার অপকারক চণ্ডসিংহ যে আমাকে বধ করতে চেয়েছিল তার উপর প্রতিশোধ নিতে চাই।' মৃদু হেসে সে বলল, 'চলুন আপনাকে কান্তিমতীর কাছে নিয়ে যাই।'

মধ্যরাত্রে কাশীরাজের প্রাসাদে উপনীত হলাম। নিদ্রিত চণ্ডসিংহের মাথার কাছে

রাখা তরবারি নিয়ে তাকে জাগিয়ে তুললাম। বললাম, 'আমি তোমার জামাতা তোমার অনুমতি বিনাই তোমার কন্যাকে গ্রহণ করেছিলাম। এখন সেই অপরাধ ক্ষালনের জন্য এসেছি।' ভয়ে কম্পিত চণ্ডসিংহ আমাকে অভিবাদন করে বলল—'মূঢ় আমিই অপরাধী, যেহেতু তুমি আমার কন্যাকে গ্রহণ করে অনুগৃহীত করলেও আমি গ্রহের বিপাকে তোমার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলাম। শুধু কান্তিমতী কেন, আমার এই রাজ্য এবং এই জীবন আজ থেকে তোমার অধীন।' পরদিন মন্ত্রীকে ডেকে পাঠিয়ে বিধিমতে কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ দিল। তারাবলী তারপর কান্তিমতীকে তার শিশু পুত্রটির বৃত্তান্ত জানিয়ে সোমদেবী-সুলোচনা-ইন্দ্রসেনা রূপে বিগত জন্মগুলির কাহিনীও বিবৃত করলেন। এবভাবে মন্ত্রীপদ লাভ করে সুখে কাল কাটাতে লাগলাম।

কামপালের শ্বশুর (চণ্ডসিংহ) অলসক রোগে স্বর্গত হলেন। জ্যেষ্ঠ শ্যালক চণ্ডঘোষও অতিশয় স্ত্রী-সংসর্গ বশত অসময়ে ক্ষয়রোগে প্রাণত্যাগ করলেন। তখন পঞ্চদশ বর্ষীয় সিংহঘোষ নামে কুমারকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হলো। সজ্জন কামপাল কুমারকে যথাবিধি পালন করতে লাগলেন। নবযৌবনমত্ত এই কুমারের কয়েকজন দুষ্ট মন্ত্রনাদাতা জুটে গেল। তারা নানা দুর্বুদ্ধি দিত একান্ত অন্তরঙ্গভাবে। তারা কুমারকে এই রকম বুঝিয়ে দিল, 'এই লোক তোমার ভগিনীকে জোর করে দখল করেছে এবং নিদ্রিত রাজাকে প্রহার করতেও উদ্যতহয়েছিল, ফলে ভীত রাজা জেগে উঠে কন্যাদান করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আবার তোমার বড় ভাই চণ্ডঘোষকেও বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছিল। শুধু তুমি বালক, তাই ক্ষতি করতে অসমর্থ—এইকথা ভেবে প্রজাদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যে তোমাকে উপেক্ষা করেছে। অকৃতজ্ঞ এই লোক অচিরেই তোমাকে ধ্বংস করবে, অতএব তাকে যমদ্বারে প্রেরণের ব্যবস্থা কর।' কিন্তু বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও সিংহঘোষ যক্ষিণী তারাবলীর ভয়ে কামপালের কোন ক্ষতি করতে সমর্থ হলো না। এই সময় তার প্রধানা মহিষী সুলক্ষণা কান্তিমতীর মুখভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করে নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেবি, আমাকে ছলনা করবেন না—সত্যি করে বলুন কেন আপনার মুখকমল এমন ম্লান? কান্তিমতী উত্তরে বললেন, 'ভদ্রে, কখনও কি আমি তোমায় মিথ্যা বলেছি? ব্যাপার এই যে আমার সখী তথা সপত্নী তারাবলীকে স্বামী নির্জনে আমার নাম ধরে ডেকে ফেলায় ঈর্ষাবশে সমস্ত ভালবাসা উপেক্ষা ও আমাদের সব অনুরোধ অবহেলা করে চলে গেছেন। ফলে স্বামী তার জন্য অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছেন—এই জন্যেই আমার দুশ্চিন্তা।' সুলক্ষণা নিভৃতে স্বামী সিংহঘোষকে এই সংবাদ জানালেন। এইবার সিংহঘোষও নির্ভয়ে কামপালকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করল।

প্রিয়তমার বিরহে কামপালের দেহ ইতিমধ্যেই ক্ষীণ হয়েছিল, এখন অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছে। ঠিক হয়েছে তাঁর দোষের কথা সাধারণ্যে প্রচার করে এমন ভাবে চোখ উৎপাটিত করা হবে যাতে মৃত্যু হয় অনিবার্য। এই কারণে আমি নির্জনে অশ্রু বিসর্জন করছি এবং এই সদাশয় ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বে নিজে মৃত্যুবরণ করতে উদ্যত হয়েছি।'

পিতার এই বিপদের কথা শুনে সাশ্রুনয়নে সেই ব্যক্তিকে বললাম, তোমার কাছে আর গোপন করে কি হবে? যক্ষিণী রাজবাহনের পরিচর্যার্থে দেবী বসুমতীর কাছে

যাকে রেখে এসেছিল— আমি কামপালের সেই পুত্র। সহস্র সশস্ত্র যোদ্ধাকে বধ করে আমি পিতাকে মুক্ত করতে সক্ষম, কিন্তু কেউ যদি তাঁর দেহে অস্ত্রাঘাত করে বসে তা হলে ভস্মে আহুতিদানের মতো আমার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমার (অর্থপালের) কথা শেষ হওয়া মাত্রই প্রকাণ্ড এক বিষধর সর্প প্রাচীরের রন্ধ্রে দেখা দিল। আমি মন্ত্র ও ঔষধের সাহায্যে তাকে বশ করে পূর্ণভদ্রকে বললাম, 'মহাশয়, আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। জনতার মধ্যে অলক্ষিতভাবে থেকে এই সাপ ছুঁড়ে দিয়ে তাকে দংশন করাব, তারপর বিষক্রিয়া এমনভাবে রোধ করে রাখব যেন সকলেই তাকে মৃত ভেবে পরিত্যাগ করে যায়। তুমি নির্ভয়ে মাকে বোঝাবে—আপনার সেই পুত্র যক্ষিণী যাকে বসুমতীর কাছে রেখে এসেছিল সে উপস্থিত হয়েছে, আমার কাছ থেকে পিতার অবস্থার কথা জেনে সে বুদ্ধি অনুসারে কাজ করবে। আপনি শুধু ভয়শূন্য হয়ে রাজাকে এই কথা বলে পাঠাবেন—ক্ষত্রিয়ের ধর্ম আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে দুষ্টব্যক্তি মাত্রকেই দমন করা। আর নারীর ধর্ম এই যে ভাল হোক বা মন্দ হোক স্বামীকেই অনুসরণ করা। অতএব এঁর সঙ্গেই আমি চিতা-আরোহণ করব। সুতরাং চরম বিধি পালনের আদেশ দেওয়া হোক।—এই রকম বলা হলে সিংহঘোষ অবশ্যই অনুমতি দেবে। তখন আপনি স্বামীর দেহ নিজ-গৃহে নিয়ে যাবেন, পটবেষ্টিত নির্জন স্থানে কুশতৃণের আস্তরণের উপর সেই দেহ স্থাপন করবেন। তারপর অনুমরণের উপযোগী বেশভূষা ধারণ করে সেখানে অপেক্ষা করতে থাকবেন—যতক্ষণ না আমি (অর্থপাল) উপস্থিত হই। আমিই তখন পিতাকে বাঁচিয়ে তুলব এবং পরে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কাজ হবে।' —তাই হবে, এই বলে পূর্ণভদ্র অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাড়াতাড়ি নির্দেশ পালনের জন্য রওনা হলো।

আমি ঘোষণাস্থানে শাখাবহুল তেঁতুল গাছে চড়ে লুকিয়ে রইলাম। অন্য সব লোকেরা উঁচু জায়গাগুলিতে উঠে দাঁড়াল। নানারকম বিষয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করে দিল। এবার ঘাতক বন্দী পিতাকে হাজির করল চোরের মতো পিছমোড়া করে বাধা অবস্থায়। পেছনে বিরাট জনতা। দাঁড় করাল ঠিক আমি যে-গাছটিতে ছিলাম তার নিচে। তিনবার ঘোষণা করল—এই বন্দী মন্ত্রী কামপাল রাজ্যলোভে প্রভু চণ্ডসিংহ ও যুবরাজ চণ্ডঘোষকে বিষান্নের দ্বারা গোপনে হত্যা করিয়েছে। এখন বয়ঃপ্রাপ্ত সিংহঘোষের প্রতিও এইরকম পাপাচরণের ইচ্ছায় নিভৃতে বিশ্বস্ত মন্ত্রী শিবনাগকে ডেকে 'শঙ্কুণ' ও 'অঙ্গারবর্ষ' নামে দুজনের ওপর এই হত্যার ভার দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু তাদের প্রভুভক্তির জন্যে এই গোপনতা প্রকাশিত হয়ে পড়ল। রাজ্যলোভী এই ব্রাহ্মণের অন্ধত্ব প্রাপ্তিই যথার্থ শাস্তি—বিচারকগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করায় চক্ষু-উৎপাটনের জন্যে একে এখানে আনা হয়েছে। এরপর অন্য অপরাধগুলিরও যথাযথভাবে দণ্ডবিধান করা হবে।'— এই ঘোষণা শুনে জনতার মধ্যে মহা কোলাহল দেখা দিল, আমিও সেই সুযোগে ফণাযুক্ত সর্পটি পিতার শরীরে নিক্ষেপ করলাম। আমি যেন ভয় পেয়ে গেছি - এইভাবে লাফিয়ে নেমে জনতার সঙ্গে মিশে গিয়ে সর্পদষ্ট পিতার জীবন রক্ষার জন্যে মন্ত্রের শক্তিতে বিষক্রিয়া রুদ্ধ করে দিলাম। তিনি মৃতবৎ ভূমিতে পড়ে গেলে আমি জোরে বলে উঠলাম, 'বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি হিসাবে দৈবদণ্ড নেমে এল। রাজা শুধুমাত্র চক্ষু থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বিধি তার প্রাণবিয়োগ ঘটালেন। কেউ কেউ আমার উক্তি সমর্থন করল, কেউ বা নিন্দা করল। এদিকে সর্পটি ঘাতককেও দংশন করে দ্রুতবেগে এগিয়ে যাচ্ছিল, ফলে জনতা ভয়ে তার পথ থেকে সরে পড়ল।

পূর্ণভদ্রের কাছ থেকে সমস্ত ব্যাপারটি জানার পর আমার মা এই বিপদেও খুব বিচলিত হলেন না। সহচরীদের সঙ্গে নিজেই পদব্রজে সেখানে এলেন। পিতার মস্তক ক্রোড়ে নিয়ে রাজা সিংহঘোষকে খবর পাঠালেন, আমার স্বামী তোমার বিরুদ্ধতা করেছিলেন কিনা ঈশ্বর জানেন, সেকথা চিন্তা করেও কোন লাভ হবে না। কিন্তু স্বামীর গতি যদি অনুসরণ না করি তাহলে তোমার বংশ কলঙ্কিত হবে। অতএব তাঁর সঙ্গে আমাকেও চিতায় আরোহণের অনুমতি দেওয়া উচিত।' এ-কথা শুনে রাজা হৃষ্টচিত্তেই আজ্ঞা দিলেন, 'বংশমর্যাদার উপযুক্ত অনুষ্ঠান করা হোক। ভগিনীপতির অন্তিম সংস্কার উৎসবরূপে পালিত হোক।' রাজা নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্যে কামপালের দেহ তাঁর গৃহে আনার অনুমতি দিলেন, বললেন—'এ নিশ্চয় মারা গেছে,' কারণ সর্পটি ঘাতকটিকে দংশন করায় সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয় যেহেতু তার আরোগ্যের সব প্রয়াস আমি রুদ্ধ করে দিয়েছিলাম।

পিতাকে গৃহে এনে নির্জন স্থানে কুশতৃণের উপর স্থাপন করা হলো। মা সহমরণের উপযোগী বেশভূষা করে সহচরীদের কাছ থেকে করুণবাক্যে বিদায় নিয়ে গৃহদেবতাদের বারবার প্রণাম করে এবং পরিজনদের কাঁদতে নিষেধ করে—সেই পটবেষ্টিত স্থানটিতে প্রবেশ করলেন, দেখলেন—তাঁর স্বামী জীবিত! বস্তুত পূর্ণভদ্রের চেষ্টায় আমি পূর্বেই সেখানে উপস্থিত হয়ে মন্ত্রৌষধির প্রভাবে তাঁকে নির্বিষ করে তুলেছিলাম। অসীম আনন্দে অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে মা স্বামীর চরণে পতিত হলেন। আমার মস্তক চুম্বন করে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'বাছা, তুমি অনুগ্রহ প্রকাশ করলে আমার মতো পাপীয়সীর প্রতি যে জন্মমাত্র তোমাকে অতি নিষ্ঠুরভাবে পরিত্যাগ করেছিল! তবে তোমার পিতা তো নিরপরাধ, তাঁকে মৃত্যুমুখ থেকে উদ্ধার করে যথার্থ কর্তব্য করেছ। কিন্তু তারাবলী খুবই নিষ্ঠুরা, কুবেরের কাছে তোমার পরিচয় জানা সত্ত্বেও আমাকে না দিয়ে দেবী বসুমতীর কাছে রেখে এল! কিংবা হয়তো সে ঠিকই করেছে, আমার মতো হতভাগিনী তোমার বচনসুধা পানের যোগ্য নয়!' এই রকম বলতে বলতে বারবার মস্তকাঘ্রাণ করে, ক্রোড়ের উপর বসিয়ে তারবলীর উদ্দেশ্যে গঞ্জনা করে, অশ্রু-আলিঙ্গনে আমাকে অভিষিক্ত করে কম্পিত অঙ্গে কিছুক্ষণ কেমন যেন অবশ হয়ে পড়লেন।—পিতাও যেন নরক থেকে স্বর্গে উত্তরণের মতো সেই বিপদ থেকে অভ্যুদয় লাভ করলেন। পূর্ণভদ্রের কাছ থেকে সব ঘটনার বিবরণ জেনে ইন্দ্রের মতোই নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করলেন। আমার কাজে আনন্দিত ও বিস্মিত পিতা-মাতার উদ্দেশ্যে বললাম, 'আদেশ করুন, এখন আমাদের কি কর্তব্য।' পিতা বললেন, 'বৎস, আমাদের এই বাসগৃহ অতি বিশাল প্রাকারে বেষ্টিত হওয়ায় দুর্ভেদ্য। এখানে আছে অক্ষয় অস্ত্রভাণ্ডার। তাছাড়া আমার অনেক উপকৃত সামন্ত আছে, বহু প্রজাই আমার এই দুর্দশা দেখতে অনিচ্ছুক, কয়েক সহস্র যোদ্ধাও আছে যারা তাদের বন্ধু ও আত্মীয় সহ আমার প্রতি অনুরক্ত। অতএব এইস্থানে কয়েকদিন থেকে রাজ্যের ভিতরে ও বাইরে বিদ্রোহের সৃষ্টি করব। ক্রুদ্ধ প্রজাদের দলে যোগ দিয়ে, প্রতিবেশী শত্রুদের উৎসাহিত করে এবং সহজ শত্রুদের প্ররোচনা দিয়ে এই দুর্দান্ত রাজাকে উচ্ছেদ কর।' আমি পিতার এই কথা স্বীকার করে নিলাম।

আমরা প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিয়ে সুযোগের প্রতীক্ষা করছিলাম। রাজা সমস্ত ব্যাপার জানার পর নিজের অদূরদর্শিতার জন্যে অনুতপ্ত হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে সৈন্য

প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু তারা প্রত্যেকদিনই আমাদের দ্বারা প্রতিহত হচ্ছিল। এই অবকাশে পূর্ণভদ্রের কাছ থেকে রাজার শয়নগৃহের অবস্থান জেনে নিয়ে আমাদের গৃহের দেওয়ালের এক কোণে ভূগর্ভ পথ খনন করে ফেললাম ফণাকৃতি যন্ত্রের সাহায্যে। এই পথ ধরে উপস্থিত হলাম এমন এক স্থানে যা শোভায় স্বর্গের তুল্য। সেখানে রয়েছে একদল কুমারী, আমাকে দেখে তারা ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। একজন কুমারী তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণ দেহের প্রভায় চন্দ্রকলার মতো পাতালের অন্ধকার দূর করে দিয়েছিলেন, যেন স্বয়ং পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী! যেন দানবদলনের জন্যে পাতালে অবতীর্ণা দেবী দুর্গা! যেন কামদেব-পত্নী রতি! যেন রাজলক্ষ্মী দুষ্ট রাজার দর্শন পরিহারের জন্য মহীবিবরে প্রবেশ করেছেন! সেই কুমারী আমাকে দেখে মলয়বায়ুর প্রভাবে চন্দন-লতার মতো কম্পিত হতে থাকলেন। সেই অঙ্গনা-সমাজে পুষ্পিত কাশ-যষ্টির মতো শুভ্র কেশ-বিশিষ্টা এক বৃদ্ধা আমার চরণে পতিত হয়ে জানাল, 'অনন্য-শরণ এই স্ত্রীলোকদের অভয় দিন। আপনি কি কোন দেবকুমার? অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধের বাসনায় পাতালে প্রবেশের ইচ্ছা করেছেন? দয়া করে বলুন আপনি কে, কেনই বা এখানে এসেছেন?' আমি উত্তর দিলাম, 'মহাশয়া, আপনারা ভয় পাবেন না, আমি দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ কামপাল ও কান্তিমতীর পুত্র, নাম অর্থপাল। কোন উদ্দেশ্যে নিজ-গৃহ থেকে রাজার কক্ষে যাওয়ার জন্য এই সুড়ঙ্গ পথে আসায় আপনাদের এখানে দেখতে পেলাম, বলুন আপনারা কে, কেনই বা এখানে বাস করছেন?' করজোড়ে সে বলতে লাগল, 'হে প্রভুপুত্র, আমরা ভাগ্যবতী যে আপনাকে নিজেদের চোখে দেখে নিরাপদ দেখলাম, এবার আমাদের কাহিনী শুনুন। আপনার মাতামহ চণ্ডসিংহ-পত্নী লীলা-বতীর গর্ভে চণ্ডঘোষ ও কান্তিমতী নামে পুত্র ও কন্যা লাভ করেছিলেন। অত্যন্ত বেশি নারী আসক্তি থাকায় যুবরাজ চণ্ডঘোষ রাজযক্ষ্মায় স্বর্গলাভ করলেন। তখন পত্নী আচারবতী অন্তঃস্বত্বা, তিনি পরে মণিকর্ণিকা নামে কন্যা প্রসব করেন এবং মৃত্যু-মুখে পতিত হন। তখন প্রভু চণ্ডসিংহ আমাকে ডেকে নির্জনে বললেন— ঋদ্ধিমতী, এই কন্যা সুলক্ষণা। বড় হলে মালব রাজপুত্র দর্পসারের সঙ্গে বিবাহ দিতে চাই, কিন্তু কান্তিমতীর ব্যাপারের পর কন্যাদের প্রকাশ্য অবস্থানে ভয় পাচ্ছি। অতএব শত্রুর আক্রমণ ঘটলে আশ্রয়ের জন্যে নির্মিত কৃত্রিম শৈল, চিত্রখোদিত গুহা, প্রেক্ষাগৃহযুক্ত ভূমিগৃহে বহু পরিজনসহ একে পালন কর। এখানে যা ভোগ্যবস্তু রাখা হয়েছে তা শতবর্ষ ভোগ করলেও শেষ হবে না, এ-কথা বলে তার শয়নগৃহের একাংশে দু অঙ্গুলি পরিমাণ গভীর ভিত্তিতে একহাত প্রশস্ত একটি প্রস্তর খণ্ড তুলে নিয়ে সেই রন্ধ্রে আমাদের প্রবেশ করিয়ে দিলেন। প্রায় দ্বাদশ বর্ষ আমরা এখানে আছি। বালিকা রাজকুমারী এখন তরুণী হয়ে উঠেছেন। কিন্তু রাজা এখন আমাদের স্মরণ করছেন না, রাজকন্যার পিতামহ যদিও একে দর্পসারের সঙ্গে বিবাহ দিতে মনস্থ করেছিলেন, আপনার মা কান্তিমতী কিন্তু পাশাখেলায় এঁর মাকে হারিয়ে আপনার বধূরূপেই স্থির করেছিলেন। অবশ্য ইনি তখন মাতৃগর্ভে। এখন কি করা উচিত আপনিই চিন্তা করুন।' আমি বললাম, 'আজকেই রাজগৃহে কোন কাজ শেষ করে এসে তোমাদের প্রতি যা করণীয় তাই করব।'

তারপর দীপদর্শিত ভূগর্ভস্থ পথ দিয়ে সেই গুপ্তদ্বার উন্মোচন করে সিংহঘোষের শয়নকক্ষে উপস্থিত হলাম। নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রামগ্ন তাকে বন্দী করে সর্প-শিকারী

ঈগলের মতো আমি তাকে সেই কুমারী সমাজে টেনে আনলাম, সেই সুড়ঙ্গপথে নতমস্তকে মলিন বদন সিংহঘোষকে পিতামাতার চরণে উপস্থিত করলাম। তাঁদের চোখে আনন্দাশ্রু! ভূগর্ভ পথ সংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত তাদের জানালাম। তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে সেই নীচাশয়কে বন্দী করে রেখে রাজকন্যা মণিকর্ণিকার সঙ্গে যথাযথ ভাবে আমার বিবাহ দিলেন। রাজাহীন সেই রাজ্য আমাদের অধীনস্থ হলো। মায়ের ইচ্ছাসত্ত্বেও বিদ্রোহের ভয়ে সিংহঘোষকে মুক্তি দেওয়া হলো না। এবার আমরা অঙ্গরাজ সিংহবর্মার সাহায্যার্থে অগ্রসর হলাম। আপনার (রাজবাহনের) প্রতি তার বিশ্বস্ততার জন্যই তাকে আক্রমণ করা হয়েছিল। যাইহোক, এখন আপনার পাদপদ্ম দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছে, সিংহঘোষ আপনার চরণে নত হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করুক।'

অর্থপাল এই কথা বলে রাজবাহনকে করজোড়ে প্রণাম করল। রাজবাহন বললেন, 'যথেষ্ট বুদ্ধি ও পরাক্রমের পরিচয় দিয়েছ। এখন তোমার শ্বশুরকে বন্ধনমুক্ত করে আমার কাছে নিয়ে এস।' তারপর প্রীতিপূর্ণ হাস্যে প্রমতির দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'এবার নিজের কাহিনী শুরু কর।'

॥ শ্রীদণ্ডী-বিরচিত দশকুমারচরিতে 'অর্থপালচরিত' নামক চতুর্থ উচ্ছ্বাস সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × **পঞ্চম উচ্ছ্বাস** × × × × × × × × × × × × ×

প্রমতিচরিত

প্রণামান্তে প্রমতি নিবেদন করল, প্রভু, আপনার সন্ধানে চারিদিকে ভ্রমণ করতে করতে বিন্ধ্যপর্বতে উপস্থিত হলাম। ক্রমশ সন্ধ্যা হয়ে এল—পশ্চিমাকাশ অস্তসূর্যের কিরণে রক্তিমাভ হয়ে উঠেছিল। পথের অসমানতা বোঝা যাচ্ছিল না তাই আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। পুষ্করিণীর জলে আচমন করে সন্ধ্যা উপাসনার পরে বিশাল বনস্পতির তলায় কচিপাতার শয্যা তৈরি করে শয়ন করতে ইচ্ছুক হলাম। অঞ্জলিবদ্ধ করপুট মস্তকে স্পর্শ করে প্রার্থনা করলাম, 'যে দেবতা এই বৃক্ষে বাস করেন তিনি একাকী নিদ্রিত অবস্থায় আমার শরণ হন। কারণ, এই মহারণ্য শ্বাপদসংকুল, মহাদেবের কণ্ঠের মতো অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর গহ্বরে পরিপূর্ণ।' এই বলে বামহস্তের উপর মস্তক রেখে নিদ্রিত হয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পরে আমার দেহ অপার্থিব স্পর্শসুখে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। সমস্ত হৃদয় ও অন্তরাত্মায় লাগল আনন্দের ঢেউ। দক্ষিণবাহু স্ফুরিত হতে থাকল। কি ব্যাপার! অবাক হয়ে চোখ মেলে দেখতে পেলাম—একখণ্ড চন্দ্রালোকের মতো শুভ্র বস্ত্রের বিতান। বামদিকে দেখলাম প্রাসাদের প্রাচীরের কাছে চিত্রিত অসুরদের উপর একদল কুমারী নিশ্চিতভাবে নিদ্রিত। দক্ষিণদিকে দৃষ্টিপাত করায় প্রত্যক্ষ করলাম এক তরুণীকে যেন ঐরাবতের দলনে বিচ্ছিন্ন নন্দন-কাননের কল্পবৃক্ষের রত্ন শাখা। তার নিদ্রামগ্ন আননে অর্ধ-নিমীলিত চোখ দুটি যেন দুষ্ট ভ্রমর সহ পদ্ম। সে অমৃত-ফেনতুল্য শুভ্র শয্যায় শায়িত ছিল। তার বক্ষাভরণ স্থানচ্যুত হওয়ায় তাকে আদি বরাহের[১] দন্তলগ্ন ভয়ে মূর্ছিতা দুগ্ধ ধবল বসন পরিহিতা পৃথিবীর মতো মনে হচ্ছিল। সুগন্ধি নিঃশ্বাসে তার কিশলয়তুল্য অধর কম্পিত হচ্ছিল—যেন মহাদেবের রোষানলে দগ্ধ কামদেব পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠছিলেন।

আমি ভাবলাম—কোথায় সেই মহারণ্য ? কি করে এল প্রাসাদ যার উপর কার্তিকের মূর্তি সমন্বিত আকাশচুম্বী লোহশলকা[২] ? কোথায় বা সেই অরণ্যক্ষেত্রে বিস্তৃত পর্ণশয্যা, কোথায় বা এই চন্দ্রকিরণের মতো উচ্ছ্বাস, হংসপক্ষের মতো কোমল শয়ন ? কারা এই নিদ্রিত কুমারী, যেন চন্দ্রকিরণ নির্মিত রজ্জুদোলা থেকে পরিভ্রষ্ট অপ্সরা কমল পাণি লক্ষ্মীর ন্যায় এই শয্যায় শায়িতা কন্যাই বা কে যার বস্ত্র শরৎচন্দ্র মণ্ডলের মতো নির্ম্মল, ইনি নিশ্চয় দেবকন্যা নন যেহেতু চন্দ্রকিরণের দ্বারা সৃষ্ট হয়ে পদ্মের মতো চক্ষু মুদ্রিত করেছেন। কপোলদেশ স্বেদবিন্দু যুক্ত হওয়ায় মনে হচ্ছে যেন ভগ্নবৃন্ত থেকে পতিত রসবিন্দুতে রঞ্জিত পক্ব আম, কুচতটে লিপ্ত অঙ্গরাগ নব যৌবনের দাহজনিত উষ্ণতায় বিবর্ণতা প্রাপ্ত···অতএব ইনি মানবী। সৌভাগ্যবশত এর যৌবন এখনও অপরিভুক্ত, যেহেতু অবয়ব সমূহ সুকুমার অথচ দৃঢ়। গাত্রবর্ণ খুব স্নিগ্ধ হলেও ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ। দংশনের অভাবে আনন অনতি-রক্তিম। অধরে প্রবালের কান্তি ; নাতি-প্রস্ফুটিত কপোল যেন ঈষৎ রক্তিম চাঁপার কলি ; অনঙ্গের শর পতনের ভয় না থাকায় নিশ্চিন্তে নিদ্রিতা। স্তনযুগলের মুখভাগ নির্দয়ভাবে বিমর্দিত না হওয়ায় অবিস্তৃত। শিষ্টতার সীমা লঙ্ঘন না করেও আমার মন এর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছে। কিন্তু আমি যদি আসক্তিভরে আলিঙ্গন করি তবে সে আর্তরবে নিদ্রাভঙ্গে উঠে বসবে। তবুও আমি তাকে আলিঙ্গন না করে পারছি না। অতএব যা হওয়ার তাই হোক, আমি নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করব। এই ভেবে ভয়ে ও অনুরাগে অল্পমাত্র স্পর্শ করেই কপটভাবে চোখ বন্ধ করে রইলাম। বামদিকে শিহরণ অনুভব করে তিনি জেগে উঠলেন। ধীরে ধীরে হাই তুলে কম্পিত চক্ষু স্বল্প উন্মোচিত করলেন। তারকা স্পন্দিত, ঘুম ভেঙে যাওয়ায় নেত্র রক্তবর্ণ, কামদেবের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় ভয়-বিস্ময় ও হর্ষমিশ্রিত এক অপার্থিব অবস্থায় উপনীত। কিন্তু তাঁর নম্রতার জন্যে কামনাও লাবণ্যময়। পরিজনকে ডাকতে গিয়েও তিনি আত্ম-সংবরণ করলেন। তাঁর হৃদয় ভালবাসায় পূর্ণ, অঙ্গে পুলক সস্পৃহভাবে আমার দিকে কটাক্ষপাত করে শরীরের অগ্রভাগ সরিয়ে নিয়ে একই শয্যায় সচকিতভাবে শুয়ে রইলেন। আমিও অনুরাগে আপ্লুত হওয়া সত্ত্বেও কেমন যেন নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লাম।

আবার জাগরিত হলাম কোন এক অস্বস্তিকর স্পর্শে ; দেখলাম সেই অরণ্যে বৃক্ষতলের পর্ণশয্যা। রজনী শেষ হয়ে এল। আমি ভাবলাম, একি স্বপ্ন, মতিভ্রম না দৈবী বা আসুরী মায়া ! যা হবার তা হোক, প্রকৃত ব্যাপার না জেনে আমি এই ভূমি ত্যাগ করব না। যতক্ষণ আয়ু আছে ততক্ষণ এইখানে এই বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সামনে অন্নগ্রহণ না করেই শুয়ে থাকব। এই প্রতিজ্ঞা করে সেই-রকমই করলাম।

তারপর আবির্ভূতা হলেন এক নারী। তার দেহ রবিরশ্মিতে উত্তপ্ত পদ্মের মৃণালের মতোই ম্লান, বসনযুগল মলিন, ওষ্ঠ শুষ্ক ও অলক্তকহীন হওয়ায় ধূসর, নিঃশ্বাসের উষ্ণতার জন্যে অনুজ্জ্বল, আমি প্রণাম করায় সচ্চরিত্রা এক বেণীধরা পাতিব্রত্যের পতাকার মতো সেই সীমন্তিনী[৩] আনন্দে কম্পিত হস্তে আমাকে পুত্র-রূপে আলিঙ্গন করে মস্তকে চুম্বন করলেন। বাৎসল্য হেতু তাঁর স্তন্যদ্বয়ে দুগ্ধধারা ক্ষরিত হচ্ছিল। অশ্রুবাষ্পে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ায় গদগদ ভাবে স্নেহের সঙ্গে বলতে

লাগলেন, 'বৎস, হয়তো মগধরাজ মহিষী বসুমতী তোমাকে জানিয়েছেন যে মণিভদ্রের কন্যা শিশুকে তাঁর হাতে সমর্পণ করে কুবের কর্তৃক কথিত স্বামী-পুত্র ও আত্মীয়দের বিষয় বলে অন্তর্হিত হয়েছিলেন। আমিই তোমার সেই জননী; তোমার পিতা ধর্মপালের পুত্র ও সুমিত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কামপাল। অকারণ ক্রোধে কলুষিত অন্তরে তাঁর কাছ থেকে চলে গিয়েছিলাম। অনুতপ্ত হওয়ার পর আমি স্বপ্ন দেখলাম রক্ষরূপী একজন আমাকে অভিশাপ দিচ্ছেন—'তুমি স্বামীর উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলে, তোমার দেহে এক বছর বাস করে তোমাকে বিচ্ছেদের দুঃখ অনুভব করাব।' তারপর আমি কেমন আবিষ্টের মতো জেগে উঠলাম। এতদিনে সহস্র বর্ষের মতো দীর্ঘ এক বৎসর অবসিত। শ্রাবস্তীতে দেবাদিদেব মহাদেবের উৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্থান থেকে সমাগত আত্মীয়দের সঙ্গে সাক্ষাতের পর শাপমুক্ত হয়ে স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়ার জন্যে গত রাত্রে ঐ দেবস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলাম। এইখান দিয়ে যাওয়ার পথে তোমায় বলতে শুনলাম—'দেবতাদের শরণ নিলাম'। তারপর তুমি নিদ্রিত হয়ে পড়লে। কিন্তু আমার মন দুঃখে আবিষ্ট থাকায় তোমায় চিনতে পারলাম না। আবার এই বিপদসঙ্কুল অরণ্যে আমার শরণ নেওয়ায় তোমাকে ফেলে দিতেও মন সরল না, সুতরাং নিদ্রিত তোমাকে সঙ্গে নিয়েই রওনা দিলাম। মন্দিরের কাছাকাছি এসে ভাবলাম সভায় তোমাকে নিয়ে উপস্থিত হওয়া অনুচিত। ভাগ্যক্রমে দেখতে পেলাম—শ্রাবস্তীর রাজা ধর্মবর্ধনের কন্যা সার্থকনামা নবমল্লিকা তার প্রাসাদের উপরে মনোরম শয্যায় শায়িতা। ভাবলাম—এই রাজকুমারী ও সখীরা সকলেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত; এই ব্রাহ্মণকুমারও এখানেই নিদ্রিত থাকুক, যতক্ষণ না আমি সেই উৎসব দর্শন করে ফিরে আসি। এই ভেবে তোমাকে শুইয়ে দিয়ে উৎসব স্থানে চলে গেলাম। উৎসবান্তে আত্মীয়দের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ত্রিভুবনেশ্বরকে প্রণাম করলাম। অপরাধভীত অন্তরে দেবী অম্বিকাকে প্রণতি জানানোর পর তিনি মৃদুহাস্যে বললেন, 'বৎসে, ভয় পেও না। স্বামীর কাছে ফিরে যাও; অভিশাপের কাল সমাপ্ত।' এই অনুগ্রহে আমার পূর্বমহিমা ফিরে এল। তোমার কাছে এসে তোমাকে দেখার পর তোমার পরিচয় মনে পড়ল—এ তো আমারই পুত্র, অর্থপালের প্রাণতুল্য বন্ধু প্রমতি। পাপিষ্ঠা আমি না জেনে এর প্রতি ঔদাসীন্য দেখিয়েছি। রাজকুমারী ও এই যুবা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু লজ্জা ও ভয়ে দুজনেই নিদ্রার ভাণ করে রয়েছে। প্রেমমুগ্ধা হওয়া সত্ত্বেও গোপনতা রক্ষার জন্যে রাজকন্যা সখীদের কিছুই বলতে পারছে না। কিন্তু আমাকে চলে যেতে হবে, এই কুমারকেও নিয়ে যাই। যখন জানতে পারবে তখন নিজেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপায় খুঁজে নেবে—এই কথা ভেবে আমি নিজ প্রভাবে তোমাকে নিদ্রাভিভূত করে এই পর্ণশয্যায় নিয়ে চলে এলাম। এইটিই ঘটনা। এখন আমি তোমার পিতার পাদমূলে ফিরে যাচ্ছি।'—এই কথা বলে বার বার আমাকে আলিঙ্গন, চুম্বন ও মস্তকাঘ্রাণ করে স্নেহবিহ্বলভাবে চলে গেলেন।

আমি (প্রমতি) পঞ্চশরের দ্বারা অভিভূত হয়ে শ্রাবস্তীর[৫] দিকে রওনা দিলাম। পথে বিরাট বাণিজ্যস্থান। বণিকেরা মোরগ-লড়াইয়ের জন্যে খুব গণ্ডগোল করছিল। সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পর আমি হেসে ফেললাম। কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল বৃদ্ধ বিট—সে আমার হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করল, আমি বললাম, 'কি ব্যাপার, পশ্চিমদেশের বলাকা জাতীয়[৬] মোরগের সঙ্গে প্রাচ্যের নারিকেল জাতীয় শক্তিশালী মোরগকে লড়িয়ে

দেওয়া হয়েছে!' অভিজ্ঞ লোকটি বলল, 'এসব অজ্ঞদের আর বলে কি হবে, চুপ করে থাকাই ভাল।' তারপর বটুয়া থেকে কর্পূর মেশানো তাম্বুল আমাকে দিয়ে নানা রকম গল্প করতে লাগল। মোরগদুটি খুব উত্তেজিত হয়ে যুদ্ধ করছিল, কারণ প্রত্যেক আঘাতের আগেই উৎসাহিত করার জন্যে দারুণ চীৎকার করা হচ্ছিল। পশ্চিমের কুক্কুটটি জিতে গেল। সেই বিটব্রাহ্মণও নিজের দেশের পক্ষী জয়লাভ করায় আনন্দিত হয়ে আমার সঙ্গে বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও বন্ধুত্ব স্থাপন করল। সেইদিন তার গৃহে স্নান-ভোজন সারলাম, পরদিন শ্রাবস্তীর দিকে রওনা হলে সেও আমার সঙ্গে কিছুদূর এসেছিল, 'প্রয়োজনে আমাকে স্মরণ করো' এই কথা বলে অবশেষে বন্ধুর মতো বিদায় জানিয়ে ফিরে গেল।

আমি শ্রাবস্তীতে পৌঁছে পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে নগরের বাইরে উদ্যানের লতা-বিতানে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ নূপুরের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠে দেখলাম এক তরুণী আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। তাঁরই চরণের নূপুরের নিক্কণ শোনা যাচ্ছে। তিনি এগিয়ে এসে হর্ষ, বিস্ময় ও সন্দেহের সঙ্গে বার বাব আমার দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন! তার হস্তে আমার মতো এক পুরুষের প্রতিকৃতি, সেই চিত্রপট দেখে বুঝলাম এঁর আগমন আকস্মিক নয়। বললাম, 'এই রমণীয় উদ্যান সর্বসাধারণের আরামের জন্যই উন্মুক্ত, কেন এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কষ্ট করছেন, উপবেশন করুন।'—'অনুগৃহীত হলাম', মৃদু হেসে এই কথা বলে তিনি বসে পড়লেন। তারপর আমাদের মধ্যে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হলো। কথা-প্রসঙ্গে তিনি বললেন, 'আপনি এই দেশের অতিথি। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত। যদি দোষ না ভাবেন তাহলে অনুগ্রহ করে আমার গৃহে আজ বিশ্রাম করুন।' আমি বললাম, 'সুন্দরী, এতে দোষের কিছুই নেই বরং আপনার গুণেই প্রকাশ পাচ্ছে' এই বলে তাকে অনুসরণ করে তার গৃহে এসে স্নান আহার ইত্যাদির মাধ্যমে রাজোচিত সমাদর লাভ করলাম। যখন নিভৃতে বসেছিলাম তখন তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহাশয়, বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের সময় আপনি অদ্ভুত কিছু দেখছেন কি?' আমার মনে হলো আশা পূর্ণ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ইনি নিশ্চয় রাজকন্যার সখী যাঁকে তাঁর পরিজনদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে। এই চিত্রেও ছাদের ওপর বিস্তৃত শুভ্র বিতান—সেখানে বিস্তীর্ণ শরৎমেঘের মতো শুভ্র শয্যায় শায়িত নিদ্রায় বন্ধচক্ষু আমারই প্রতিকৃতি। অতএব সেই রাজকন্যাও কামদেবের দ্বারা এমন অবস্থায় উপনীত হয়েছেন যে সখীদের আগ্রহে চাতুর্যের সঙ্গে উত্তর দেওয়ার জন্যেই এই চিত্র অংকন করেছেন। তাই ইনি অংকিত পুরুষের সঙ্গে আমার সাদৃশ্য থাকায় আমার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে প্রশ্ন করছেন। আমিও আমার অভিজ্ঞতার কথা বলে সন্দেহের নিরসন করব। এই স্থির করে চিত্রপটটি চেয়ে নিলাম। আমার প্রতিকৃতির পাশে নবপ্রেম-বিহ্বলা কপট নিদ্রায় শায়িতা রাজকন্যার চিত্র অংকন করে দিলাম। বললাম, 'আমি অরণ্যে নিদ্রিত হয়ে এইরকম এক কুমারীকে এই ধরনের পুরুষের পার্শ্বে শায়িতা দেখেছিলাম—ব্যাপারটি স্বপ্নও হতে পারে।' সেই সখী আনন্দিত হয়ে অনুরোধ করায় আমি সমস্ত বিবরণ তাঁকে জানালাম। ইনি বললেন, 'আমার জন্যেই রাজকন্যার অবস্থা শোচনীয়।' এই কথা জেনে তাঁকে বললাম, 'যদি আপনার সখীর অন্তরে আমাকে অনুগৃহীত করার বাসনা থাকে তাহলে কয়েকদিন

ধৈর্য ধরুন, আমি এমন ব্যবস্থা করব যাতে প্রাসাদে রাজকন্যার সঙ্গে নিঃশঙ্কভাবে বাস করতে পারি।'—তারপর গ্রামে সেই বৃদ্ধ বিটব্রাহ্মণের কাছে চলে গেলাম।

আমাকে অভ্যর্থনার পর বিশ্রাম ও স্নানাহার সম্পন্ন হলে সেই ব্রাহ্মণ নিভৃতে জিজ্ঞাসা করল, 'আর্য', কি কারণে এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন?' উত্তরে বললাম, 'ঠিক প্রশ্নই করেছেন। তবে শুনুন—শ্রাবস্তী নামে নগরীর রাজা ধর্মবর্ধন যেন ধর্মেরই আরেক সন্তান। তাঁর কন্যা রূপে লক্ষ্মীকেও হারিয়েছেন; তিনি কামদেবের প্রাণস্বরূপা, নবমালিকা লতার মতোই কোমলা, নামেও 'নবমালিকা'। সহসা আমি তাঁর দর্শন লাভ করি—তিনিও কামদেবের শরতুল্য কটাক্ষে আমার মর্মবিদ্ধ করেন। সেই শল্য উদ্ধার করতে পারে এমন কোন ধন্বন্তরি আপনি ছাড়া আর নাই, তাই আপনার কাছেই এলাম। অতএব কোন উপায় খুঁজে বার করতে হবে। আমি স্ত্রীবেশ ধারণ করে আপনার কন্যারূপে আপনাকে অনুসরণ করব, আপনি ধর্মাসনে উপবিষ্ট রাজা ধর্মবর্ধনকে বলবেন—আমার এই একটিমাত্র কন্যা—জন্মের পরই এর মা দেহরক্ষা করেছেন। আমি একাধারে পিতা ও মাতার দায়িত্ব নিয়ে একে পালন করেছি। একে পত্নীরূপে লাভ করার জন্যে উপযুক্ত বংশে জাত এক ব্রাহ্মণ কুমার বিদ্যার্জনের প্রয়োজনে অবন্তীদেশের রাজধানী উজ্জয়িনী গমন করেছে। তার বাগ্‌দত্তা হওয়ায় অন্যের পক্ষে এই কন্যা অযোগ্য। এদিকে কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হলেও পাত্রের বিলম্ব হচ্ছে। আমার ইচ্ছা কন্যার বিবাহের পর জামাতার উপর সংসারের দায়িত্ব দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করব। শৈশব অতিক্রান্ত হওয়ার পর, বিশেষত কন্যা মাতৃহীন হলে, রক্ষার দায়িত্ব খুবই কষ্টসাধ্য। তাই প্রজাদের পিতা-মাতা স্বরূপ শরণাগতের আশ্রয়স্থল আপনার কাছেই এলাম। বৃদ্ধ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যে অসহায় এবং অতিথি, তার প্রতি যদি অনুগ্রহ করেন তাহলে মনুতুল্য আপনার আশ্রয়ে এই সচ্চরিত্রা কন্যা বাস করুক যতদিন না আমি এর ভাবী পতিকে নিয়ে আসি। এইরকম বললে রাজা নিশ্চয় অনুমতি দেবেন, ফলে ছদ্মবেশে আমি অন্তঃপুরে তাঁর কন্যার সঙ্গে বাস করতে পারব। তারপর আপনি বিদায় নিয়ে চলে যাবেন।

আগামী ফাল্গুন মাসে পুরনারীদের তীর্থ যাত্রার উৎসবের দিনে উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে কার্তিকেয়ের মন্দিরে শুভ্র বস্ত্র নিয়ে অপেক্ষা করবেন। এই মন্দিরটির অবস্থান শরবনের মধ্যে, স্নানঘাটের পূর্বে। আমি এতদিন ধরে নিশঙ্কভাবে রাজকুমারীর সঙ্গে বিহার করার পর এই উৎসবে পুরনারীরা যখন ক্রীড়ায় ব্যস্ত থাকবেন, তখন জলে ডুব দিয়ে সাঁতার কেটে আপনার কাছে চলে আসব। ঐ বস্ত্র পরে ভাবী জামাতা হিসাবে আপনার সঙ্গেই রাজদরবারে আসব। ওদিকে রাজকন্যা আমাকে খুঁজে না পেয়ে আকুল হয়ে উঠবেন, প্রাসাদে কান্নাকাটি শুরু করে দেবেন, আমার বিহনে তিনি জলগ্রহণও করবেন না। পরিজনরা কাঁদতে থাকবে, সখীরা আমার জন্যে অনুতাপ করবে, পুরবাসীরা দুঃখ প্রকাশ করবে, এইরকম এক কোলাহলময় অবস্থায় রাজা ও মন্ত্রীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে। এই সময় রাজসভায় উপস্থিত হয়ে রাজার কাছে বলবেন—দেব এই আমার জামাতা, আপনার সেবার উপযুক্ত।

এ ষড়ঙ্গসহ চতুর্বেদ অধ্যয়ন করেছে, ন্যায়শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করেছে, চৌষট্টি কলাবিদ্যায় পটুত্ব অর্জন করেছে, হস্তী-রথ ও অশ্বচালনাতেও পারংগম, ধনুর্বিদ্যা ও গদাযুদ্ধে অতুলনীয়, পুরাণ ও ইতিহাস বিষয়েও কুশল, কাব্য-নাটক-আখ্যায়িকা

রচনাতেও সমর্থ, উপনিষদ ও অর্থশাস্ত্রে জ্ঞানবান, গুণগ্রহণে নিরপেক্ষ, বন্ধুদের প্রতি আস্থাশীল, প্রিয়ভাষী, বিদ্বান ও নিরহংকার। আমি তার অনুমাত্রও দোষ দেখি না। সমস্ত রকম গুণেই সে ভূষিত। সামান্য আমার মতো ব্রাহ্মণের পক্ষে এইরকম আত্মীয় খুবই দুর্লভ। এখন প্রভু যদি অনুমোদন করেন তাহলে একে কন্যা সম্প্রদান করে বার্ধক্যের উপযুক্ত সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করি। এ-কথা শুনে তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে যাবে এবং বিচলিত হয়ে মন্ত্রিদের সঙ্গে পার্থিব বস্তুর অনিত্যতার কথা বলে আপনাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আপনি এইসব কথায় কান না দিয়ে উচ্চস্বরে রোদন করে যাবেন যতক্ষণ না বাষ্পে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে যায়। তারপর কাষ্ঠ সংগ্রহ করে আগুন জ্বালিয়ে রাজপ্রাসাদের দ্বারে চিতাগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে যাবেন। রাজা তৎক্ষণাৎ আপনার পায়ে পড়ে প্রচুর অর্থদ্বারা তুষ্ট করে আমার হস্তে কন্যাদান করবেন, পরে আমার যোগ্যতায় সন্তুষ্ট হয়ে সমস্ত রাজ্যভার আমার উপর সমর্পণ করবেন। এখন তোমার যদি মনঃপুত হয় তাহলে এই উপায় অবলম্বন কর।'

বিটশ্রেষ্ঠ পটু পাঞ্চালশর্মা ছলনায় খুবই অভ্যস্ত। যেরকম বলা হয়েছিল সে তার চেয়েও ভালভাবে কাজ শেষ করল। অল্প সময়ের মধ্যেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। ভ্রমর যেমন সিক্ত পুষ্প উপভোগ করে আমিও নবমালিকাকে সেইভাবে উপভোগ করতে লাগলাম।

এই সময় রাজা সিংহবর্মাকে সাহায্য দান ও বন্ধুদের সংকেতিত স্থানে গমন—এই দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে সমস্ত সৈন্যবল সহ চম্পানগরীর দিকে আসার সময় দৈববশে আপনার দর্শন-সুখ লাভ করলাম।

প্রমতির এই কাহিনী শুনে রাজবাহনের মুখকমল স্মিতহাস্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'বিলাসবহুল বঞ্চনা ও নম্রতাযুক্ত কার্য বুদ্ধিমানদের কাছে বাঞ্ছিত পথ।' তারপর মিত্রগুপ্তের দিকে দৃষ্টিপাত করে তার কাহিনী বিবৃত করার আহ্বান জানালেন।

॥ শ্রীদণ্ডী-বিরচিত রাজবাহনচরিতে 'প্রমতিচরিত' নামে পঞ্চম উচ্ছ্বাস সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস × × × × × × × × × × × ×

মিত্রগুপ্তচরিত

মিত্রগুপ্ত তাঁর কাহিনী শুরু করলেন—বন্ধুদের মতো একই উদ্দেশ্যে ঘুরতে ঘুরতে আমি সুহ্মদেশে দামলিপ্ত নগরে উপস্থিত হলাম। দেখলাম নগর প্রান্তের উদ্যানে কোন উৎসব উপলক্ষ্যে বহু লোক সমবেত হয়েছে। সেখানে অতিমুক্তলতার কুঞ্জে একজন চিন্তামগ্ন যুবক বীণা বাজিয়ে যেন তাঁর বেদনার ভার লাঘব করার চেষ্টা করছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভদ্র, কিসের জন্য এই উৎসব? আপনি কেনই বা উৎসবকে অবহেলা করে উৎকণ্ঠিতভাবে কেবল বীণাটি মাত্র সঙ্গী করে এই নির্জনস্থানে একা বসে আছেন?'

তিনি উত্তরে বললেন, 'মহাশয়, সুহ্মরাজ তুঙ্গধন্বা নিঃসন্তান ছিলেন। এই মন্দিরের দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর কাছে দুটি সন্তানের প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। তিনি

উপহাস্য করে দেবীর সম্মুখে নিদ্রিত হয়ে পড়লে দেবী স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন —তুমি এক পুত্র ও এক কন্যা লাভ করবে, তবে পুত্রকে কন্যার স্বামীর অনুজীবী হয়ে থাকতে হবে। ঐ কন্যা যেন সাত বছর বয়স থেকে বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত প্রতি মাসে কৃত্তিকানক্ষত্রে কন্দুকক্রীড়ার[১] মাধ্যমে আমার পূজা করে, তাহলেই সে উপযুক্ত পতি লাভ করবে। কন্যার অভিলাষ অনুযায়ী যেন তার বিবাহ দেওয়া হয় এই উৎসবের নাম হবে 'কন্দুক উৎসব'।

কিছুদিন পরে রাজার প্রিয়তমা পত্নী মেদিনী এক পুত্রের জন্ম দিলেন। পরে জন্মগ্রহণ করল এক কন্যা। সেই রাজকন্যা কন্দুকাবতী আজ কন্দুকনৃত্যে দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর অর্চনার জন্য এখানে আসবেন। তাঁর ধাত্রী কন্যা সখী চন্দ্রসেনা আমার বাঞ্ছিতা। কিন্তু রাজপুত্র ভীমধন্যা চন্দ্রসেনাকে অবরোধে রেখে দিয়েছে। সেইজন্যে কামশরে বিদ্ধ হয়ে আমি উদ্বিগ্নচিত্তে নির্জনে বীণার সুরের মধ্যে সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করছি।

সেই মুহূর্তে হঠাৎ শোনা গেল নূপুরের নিক্বণ। প্রবেশ করলেন এক যুবতী। তাকে দেখেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল যুবকটির দৃষ্টি। প্রগাঢ় আলিঙ্গনের পর যুবতীকে নিয়ে সেখানেই যুবকটি উপবেশন করল তারপর আমাকে বলল, 'এই সেই প্রাণসমা নারী যার বিরহ আমাকে আগুনের মতো দগ্ধ করছিল। একে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাজকুমার ভীমধন্যা আমাকে জীবনের উত্তাপ থেকে বঞ্চিত করেছিল, এনে দিয়েছিল মৃত্যু যন্ত্রণা। কিন্তু ভীমধন্যা রাজার নন্দন, আমার পক্ষে তার কোনই ক্ষতি করা সম্ভব নয়। শুধু একে ভাল করে দেখে নিয়ে আমি অসহায় জীবন ত্যাগ করব।' অশ্রুমুখী সেই যুবতীও বলতে লাগল, 'প্রিয়তম, আমার জন্য তুমি এরকম দুঃসাহস কোর না। তুমি বণিক শ্রেষ্ঠ অর্থদাসের পুত্র কোশদাস। আমার প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণের জন্য ঈর্ষান্বিত শত্রুরা তোমার নাম দিয়েছে গণিকাদাস। তোমার মৃত্যুর পর আমাকে যদি বেঁচে থাকতে হয় তাহলে তো প্রমাণিত হয়েই যাবে যে আমি এক হৃদয়হীনা গণিকা! সুতরাং আজই তোমার বাঞ্ছিত দেশে আমায় নিয়ে চল।'

সেই যুবক তখন আমার কাছে জানতে চাইল আমার দেখা দেশগুলির মধ্যে কোনটি সমৃদ্ধ, শস্যপূর্ণ ও সজ্জনদের দ্বারা অধ্যুষিত। মৃদু হেসে আমি বললাম— 'বিশাল এই সমুদ্রমেখলা পৃথিবী। বিভিন্ন স্থানে রম্য জনপদের সংখ্যাও সীমাহীন। তবে এখানেই যদি আপনাদের দুজনের সুখে বসবাসের কোন উপায় না স্থির করতে পারি তবে আমিই সেই পথ দেখিয়ে দেব।'

এমন সময় শোনা গেল বহু চরণের নূপুরের ধ্বনি। চন্দ্রসেনা সসম্ভ্রমে বলে উঠল, 'রাজকুমারী কন্দুকাবতী আসছেন। কন্দুকক্রীড়ায় আরাধনা করবেন দেবী বিন্ধ্যবাসিনীকে। এই উৎসবে তাঁর দর্শন সাধারণের কাছে নিষিদ্ধ নয়। অতএব তাঁকে দেখে দৃষ্টি সফল করতে পারেন। আমাকে এখন অবশ্যই সখীর কাছে যেতে হবে'—এই বলে চন্দ্রসেনা বিদায় নিল। আমরা দুজনেই তাঁকে অনুসরণ করলাম। বিশাল রত্ন-রঙ্গপীঠের উপরে সেই পক্কবিম্বাধরার দর্শন লাভ করলাম। প্রথম দর্শনেই তিনি আমার হৃদয়ে চির মুদ্রিতা হয়ে রইলেন। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আমি ভাবলাম—ইনি কি স্বয়ং লক্ষ্মী? না তাতো নয়। কারণ লক্ষ্মীর হাতে ধরা থাকে পদ্ম। লক্ষ্মী বিষ্ণুরও পূর্বতন রাজাদের দ্বারা উপভুক্তা। কিন্তু এই কুমারীর যৌবন এখনও অনাবিদ্ধ। আমি যখন এইরকম ভাবছিলাম তখন সেই সুন্দরী তাঁর কোমল হস্ত দিয়ে লাবণ্যময় ভঙ্গিতে

ভূমি স্পর্শ করে দেবীকে প্রণাম জানালেন। আন্দোলিত হলো তার কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশ রাশি। তারপর গ্রহণ করলেন কন্দুকটি। কন্দুকের উপর গাঢ় লাল রং-এর ফোঁটা যেন কামদেবের অনুরাগ রঞ্জিত আঁখি। লীলায়িত ভঙ্গিতে ভূমিতে ফেলে দিলেন কন্দুকটি, আবার উপরে উৎক্ষিপ্ত হলে কোমল হাতের আঘাতে নিক্ষেপ করলেন নিচের দিকে। কখনও বা উপরে ওঠার পর শূন্যেই কন্দুকটিকে ধরে ফেললেন। অস্থির কটাক্ষে বার বার দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। দৃষ্টি নয়তো যেন ভ্রমরপূর্ণ একগুচ্ছ পুষ্প। কন্দুক যখন ধীর গতি তখন জোরে আবার যখন বিপরীত তখন মৃদু আঘাতে গতি নিয়ন্ত্রিত করতে লাগলেন। ক্রমান্বয়ে বাম ও দক্ষিণ হস্তের দ্বারা আঘাত করে কখনও বা পাখির মতো শূন্যে রেখে দিয়েছিলেন কন্দুকটি। যখন অনেক উঁচুতে উঠে গেল কন্দুক তখন দশপদ চক্রমণ করে মুদ্রা রচনা করলেন। এইভাবে নানা করণ ও অঙ্গহারের মাধ্যমে রঙ্গভূমিতে সমবেত মুগ্ধ দর্শকবৃন্দের প্রশংসা গ্রহণ করতে লাগলেন। আমি কোশদাসের স্কন্ধে ভর দিয়ে অবাক বিস্ময়ে তাঁর মুখোমুখী দাঁড়িয়েছিলাম। আমার গণ্ডদেশ কণ্ঠ শিহরিত ও উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। তিনিও যেন কন্দর্পের প্রভাবে অভিভূত হয়ে আমার প্রতি কটাক্ষপাত করেছিলেন। তাঁর ভ্রূলতায় লীলা বিলাসের কুণ্চন, মুখকমলে এসে বসেছিল ভ্রমর, কিন্তু বায়ুতে আন্দোলিত অধরের দ্যুতি লীলাপল্লবের মতোই তাঁদের বিতাড়িত করছিল। কন্দুকের অতি দ্রুত বেগের জন্য যখন তাঁকে মণ্ডলাকারে ঘুরতে হচ্ছিল তখন মনে হচ্ছিল তিনি যেন আমাকে দেখে লজ্জায় পুষ্পময় পিঞ্জরে প্রবেশ করলেন। কন্দুকটিকে পর পর পাঁচবার আঘাত দেওয়ায় পাঁচটি বিন্দুর মতো দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, তিনি যেন কন্দর্প নিক্ষিপ্ত পর্বতবাণকে একসঙ্গে বাধা দিতে চেষ্টা করছেন। গোমূত্রিকা প্রচাররূপে নৃত্যাংশের বেগে তিনি মেঘের মধ্যে নৃত্যরতা বিদ্যুল্লতার গতিকেও লজ্জা দিলেন।

তারপর রাজকুমারী নানাভাবে ক্রীড়া কৌশল প্রদর্শন করতে লাগলেন। কখনও বসে, কখনও দাঁড়িয়ে, কখনও নিজেকে সঙ্কুচিত, কখনও বা প্রসারিত করে। অলংকারের রত্নগুলি পায়ের গতিতে ত্বরান্বিত হয়ে উঠল। হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বিম্বাধর। রত্ন মেখলার ঝংকার তুলে নিতম্বের অঞ্চলটিকে সংযত করে, কোমল বাহুদুটি কখনও কুঞ্চিত কখনও প্রসারিত করে ললিত ভঙ্গিমায় কন্দুকে আঘাত করতে লাগলেন।

উড়ন্ত কুন্তলি স্পর্শ করছে পৃষ্ঠদেশ, কণ্ঠের মুক্তমালা স্থানচ্যুত, ঘর্মজলে মলিন কপোলের পত্র লেখা, কর্ণভূষা পল্লবের বাতাসে শুষ্ক, একহাতে ধরা বক্ষের স্খলিত বসন। এইরকম বিচিত্রভাবে কন্দুকটিকে নানাদিকে নিক্ষেপ করায় এক কন্দুকই বহু-রূপে দেখা দিচ্ছিল।

এইভাবে চন্দ্রসেনা ও অন্য সখীদের সঙ্গে ক্রীড়া সাঙ্গ হলে দেবীকে প্রণাম করে দিন শেষে তিনি ফিরে গেলেন প্রাসাদে। আমার প্রেমপূর্ণ হৃদয়টিও তাঁর সঙ্গে নিয়ে গেলেন। সেই চন্দ্রাননা বিদায়কালে বারবার আমাকে কামদেবের পদ্মশরের মতোই কটাক্ষে বিদ্ধ করছিলেন।

আমি বিহ্বল হয়ে গৃহে ফিরে এলাম। কোশদাসই সযত্নে আমার স্নানভোজনাদির ব্যবস্থা করল। সন্ধ্যায় গোপনে চন্দ্রসেনা এসে উপস্থিত। কোশদাসের কাছে প্রেমিকা-সুলভ ভঙ্গিতে বসে পড়ায় হৃষ্ট কোশদাস বলল, 'অয়ি আয়তলোচনে, সারাজীবন যেন তোমার এইরকমই কৃপার পাত্র হই।' আমি মৃদু হেসে বললাম, 'সখে, তুমি কি শুধু

আশা বলেই ভাবছ ? এমন কাজল আছে যা চোখে দিয়ে দিলে রাজপুত্র ভীমধন্বার দৃষ্টিতে একে বানরীর মতো মনে হবে, ফলে বিরক্ত হয়ে আর এঁকে দেখতে চাইবেন না।' চন্দ্রসেনা হেসে ফেলল, বলল, 'আমার মতো লোককে সত্যিই আপনি অনুগৃহীত করলেন, কারণ এ-জন্মেই মানবদেহের পরিবর্তে বানরীদেহ ধারণ করা যাবে। তবে এই উপায় এখন থাকুক, অন্যভাবেও আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারবে। আজ 'কন্দুকোৎসবে' আপনাকে দেখে কামদেবের শরে রাজকন্যা দারুণভাবে আহত হয়েছেন, যেন আপনি রূপে কামদেবকে পরাস্ত করেছেন মনে করায় কামদেব ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে এই শাস্তি দিয়েছেন। এই ঘটনাটি আমি আমার মাকে বলার পর তিনি মহিষীকে বলবেন, এবং মহিষীই রাজাকে জানাবেন। রাজা ব্যাপারটি জানতে পারলে আপনার হাতেই কন্যা সম্প্রদান করবেন, ফলে রাজপুত্র ভীমধন্বাকে আপনার উপর নির্ভর করতে হবে, দৈব নির্দিষ্ট বিধিলিপিই এই। রাজ্য আপনার আয়ত্তে এলে রাজপুত্র ভীমধন্বা আর আপনাকে অতিক্রম করে আমাকে অবরুদ্ধ করতে পারবে না। অতএব কোশদাসকে এখনও তিন-চার দিন অপেক্ষা করতে হবে।' এ-কথা বলে কোশদাসকে আলিঙ্গনের পর সে বিদায় নিল। চন্দ্রসেনার বক্তব্য আলোচনা করেই আমরা সারারাত কাটিয়ে দিলাম।

প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনের পর প্রিয়ার দর্শনলাভের জন্যে সেই মনোহর উদ্যানে গমন করলাম। কিছু পরে এলেন রাজপুত্র ভীমধন্বা, আমার সঙ্গে মধুরভাবে আলাপ করতে লাগলেন, নিয়ে গেলেন রাজ অতিথিশালায়, সেখানেই তাঁর সঙ্গে স্নানাহার করে শয়ন করলাম। স্বপ্ন দেখতে লাগলাম—যেন প্রিয়াকে দেখে তাঁর আলিঙ্গন লাভ করে ধন্য হচ্ছি!

হঠাৎ শক্তিশালী পুরুষেরা এসে লৌহ শৃংখলে আমার হাত বেঁধে ফেলল। চেয়ে দেখলাম রাজকুমার আমাকে সম্বোধন করে বলছেন, 'ওরে দুর্মতি,এই কুব্জা জাফরির[২] ফাঁক দিয়ে চন্দ্রসেনার কথাবার্তা সবই শুনেছে, একে তোর কাজকর্ম জানার জন্যেই নিযুক্ত করেছিলাম। তুই নাকি কন্দুকাবতীর প্রেমপাত্র, আমাকে নাকি তোর দাস হয়ে থাকতে হবে, তোর আদেশে আমাকে নাকি কোশদাসের হাতে সঁপে দিতে হবে চন্দ্রসেনাকে।'

তারপর এক পার্শ্বচরকে আদেশ দিল, 'একে সমুদ্রে ফেলে দাও।' সে খুবই খুশি হয়ে প্রভুর আজ্ঞা পালন করল। অবলম্বনহীন আমি বদ্ধ হাতের ওপর ভর দিয়েই ভাসার চেষ্টা করতে লাগলাম। দৈবাৎ পেয়ে গেলাম একখণ্ড কাঠ বুকের কাছে। ঐটিতে ভর দিয়ে সারা দিন-রাত্রি কাটিয়ে দিলাম।

সকালে চোখে পড়ল একটি জাহাজ—তাতে রয়েছে যবন আরোহী। তারাই আমাকে উদ্ধার করল। নাবিক নায়ক রামেষুকে[৩] তারা বলল, 'লোহার শিকলে বাঁধা এই লোকটিকে আমরা জল থেকে তুলেছি। এ নিশ্চয় খুব অল্প সময়েই বহু আঙুর লতায় জল দিতে পারবে।[৪]'

সেই সময় দেখা গেল অনেক নৌকায় বেষ্টিত হয়ে একখানি যুদ্ধ জাহাজ এগিয়ে আসছে। যবনেরা ভয় পেয়ে গেল। নৌকাগুলি ক্ষিপ্র গতিতে আমাদের জাহাজকে ঘিরে ধরল—যেমন শিকারী কুক্কুরেরা শূকরকে ঘিরে ফেলে। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল; যবনেরা ক্রমশ হেরে যেতে লাগল। তারা ক্লান্ত, নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছে দেখে তাদের বললাম, 'আমার শৃংখল খুলে দাও, আমি তোমাদের সব শত্রু ধ্বংস করব।'

তারা আমাকে মুক্ত করে দিল। আমি ভীমটংকার ধনু থেকে তীর নিক্ষেপ করে

শত্রু নিধন করতে লাগলাম। বহু যোদ্ধা শরবিদ্ধ হয়ে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হলো। আমাদের জাহাজ ততক্ষণে সেই রণপোতের গায়ে ভিড়িয়ে লাফিয়ে পড়লাম ভিতরে, জীবন্ত বন্দী করলাম তাদের নেতাকে। সেই ব্যক্তি রাজপুত্র ভীমধন্বা। আমি চিনতে পারায় লজ্জিত হলেও তাকে বললাম, 'মহাশয়, নিয়তির খেলা এবার বুঝতে পারলেন তো?' ইতিমধ্যে আমার শৃঙ্খল দিয়ে যবনেরা তাকে বেঁধে ফেলে হর্ষধ্বনির সঙ্গে আমাকে অভিনন্দন জানাতে লাগল।

প্রতিকূল বায়ুর প্রভাবে আমাদের জাহাজ, দূরে এক অজানা দ্বীপে এসে লাগল; সেখানেই নোঙর ফেলা হলো। কারণ ওখানেই সংগ্রহ করে নিতে হবে পানীয় জল-ফল-মূল-কাঠ ইত্যাদি। সেখানে ছিল এক বিশাল পর্বত। তার উপত্যকা ধাতুশিলায় মনোরম, ঝর্ণাগুলির শীতল জল নীলপদ্মের মধুতে সুমিষ্ট, বৃক্ষগুলি বহুবর্ণ রঞ্জিত পুষ্পশোভায় মনোহর। অতৃপ্ত নয়নে আকর্ষণীয় দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে উঠে গেলাম পর্বতের উপরে। দেখতে পেলাম সুন্দর এক জলাশয়—পদ্মরাগমণির বর্ণরঞ্জিত সোপান, পদ্মের পরাগময় জলরাশি। সেখানে স্নান সেরে অমৃতের মতো সুস্বাদু মৃণাল ভক্ষণ করলাম। কিছু কুমুদ তুলে নিয়ে চলে আসছিলাম—হঠাৎ আবির্ভূত হলো এক ব্রহ্মরাক্ষস। আমাকে ভর্ৎসনা করে বলল, 'তুই কে? এখানে কেন এসেছিস্?' আমি নির্ভয়ে বললাম, 'সৌম্য, আমি এক ব্রাহ্মণ, শত্রুর হাত থেকে প্রথমে সমুদ্রে, পরে যবনদের হাতে পড়ি, তাদের জাহাজ থেকে এই সুন্দর প্রস্তরময় পর্বতে এসে পড়েছি। ভ্রমণের পর এখন এই সরোবরের তীরে বিশ্রাম করতে ইচ্ছুক। আপনার কুশল কামনা করি।' সে বলল, 'যদি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারিস্ তাহলে তোকে খেয়ে ফেলব।' আমি বললাম, 'বলুন তবে।' তারপর আর্যাছন্দে আমাদের মধ্যে এইরকম কথাবার্তা হলো—

প্রশ্ন ব্রহ্মরাক্ষস	—	নিষ্ঠুর কী?
আমি	—	স্ত্রী হৃদয়।
প্রশ্ন ব্রহ্মরাক্ষস	—	গৃহস্থের সুখের মূল কি?
আমি	—	পত্নীর গুণ।
ব্রহ্মরাক্ষস	—	কাম্য কী?
আমি	—	সংকল্পে দৃঢ়তা।
ব্রহ্মরাক্ষস	—	দুঃসাধ্য সাধনের উপায় কী?
আমি	—	প্রজ্ঞা।

এ-বিষয়ে ধূমিনী-গোমিনী-নিম্ববতী-নিতম্ববতীর কাহিনীই প্রমাণ। আমি এ-কথা বলায় ব্রহ্মরাক্ষস আমাকে গল্পগুলি বলতে আদেশ করল।

আমি প্রথমে শুরু করলাম ধূমিনীর গল্প। "ত্রিগর্ত" নামে এক জনপদে যথেষ্ট ধনসম্পদের অধিকারী তিন ভাই বাস করত। তাদের নাম ধনক, ধান্যক ও ধন্যক। এক সময় প্রায় বার বছর ধরে অনাবৃষ্টি চলল। ফলে সব শস্য নষ্ট হয়ে গেল—ওষধি হলো বন্ধ্যা, গাছে আর ফল ধরল না। মেঘ হলো জলহীন, নদী স্রোতহীন, জলাশয়ে শুধুই কর্দম, ঝর্ণার উৎস গেল শুকিয়ে, ফলমূল নিঃশেষিত। লোকজনের কথাবার্তা আর শোনাই যায় না। উৎসব অনুষ্ঠানও সব বন্ধ। চুরি গেল বেড়ে, মানুষ মানুষকে খেয়ে ফেলতে আরম্ভ করল—চারিদিকে বিক্ষিপ্ত নরকঙ্কাল, ক্ষুধার্ত

কাক উড়ে বেড়াতে লাগল—উজাড় হয়ে গেল গ্রাম-নগর-জনপদ।

এই তিন ভাই তাদের সব পণ্য, গরু-মহিষ-ছাগল-ভেড়া ইত্যাদি সমস্ত গৃহপালিত পশু ভক্ষণের পর দাসদাসী, শিশুদের এমনকী বড় দুই ভাইয়ের পত্নীদেরও ভক্ষণ করার পর কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্যা ধূমিনীকে খাওয়া হবে স্থির হলো। কিন্তু ধন্যক নিজের পত্নীকে আহার করার কথা সহ্য করতে না পেরে রাত্রের অন্ধকারে স্ত্রীসহ গৃহত্যাগ করল। স্ত্রী ক্লান্ত হয়ে পড়লে ধন্যক তাকে নিজের কাঁধে বয়ে নিয়ে যেতে লাগল। ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য দিতে লাগল নিজের রক্তমাংস। চলতে চলতে রাস্তায় দেখতে পেল একটি লোক নাক-কান-হাত-পা কাটা অবস্থায় রাস্তায় গড়াচ্ছে। ধন্যক তাকেও পিঠে করে নিয়ে চলল। অনেক কষ্টে উপস্থিত হলো এক বনের প্রান্তে। সেখানেই কুটির তৈরি করে বাস করতে লাগল। সেই বনে আহার্যের অভাব ছিল না, প্রচুর পরিমাণে মিলত হরিণের মাংস, কন্দমূল ইত্যাদি। ধন্যক সেই বিকলাঙ্গ লোকটিকে শাক-মাংসাদি আহার করিয়ে ক্ষতস্থানে ইঙ্গুদী তেল দিয়ে পালন করতে লাগল।

ক্রমশ তার দেহ পুষ্ট হয়ে উঠল। একদিন ধন্যক যখন হরিণের অন্বেষণে গেল তখন ধূমিনী চাইল সেই পুষ্ট লোকটির সঙ্গে মিলিত হতে। সে ভর্ৎসনা করলেও বলপ্রয়োগে তাকে মিলনে বাধ্য করল। স্বামী ফিরে এসে তৃষ্ণার জল চাইলে তাকে ধূমিনী দড়ি কলসী দিয়ে বলল, 'কুয়ো থেকে তুলে খাও, আমার মাথায় যন্ত্রণা হচ্চে।' যখন ধন্যক কুয়োর কাছে গেল, তখন ধূমিনী এসে স্বামীকে পেছন থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে সেই বিকলাঙ্গ লোকটিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। নানাস্থানে ভ্রমণ করে পতিব্রতা রূপে নিজেকে জাহির করে বেশ যশও অর্জন করল। অবশেষে অবন্তীরাজার অনুগ্রহ লাভ করে সেখানেই ভালভাবে বসবাস করতে লাগল।

একদিন ধূমিনী সেখানেই দেখতে পেল প্রকৃত স্বামী ধন্যককে। এক বণিক দল তাকে কূপ থেকে উদ্ধার করায় সে ঘুরতে ঘুরতে খাদ্যের সন্ধানে অবন্তী নগরে এসেছিল। ধূমিনী রাজার কাছে গিয়ে মিথ্যা নালিশ করল, 'এই ব্যক্তিই আমার স্বামীকে বিকলাঙ্গ করে দিয়েছে।' পূর্ব ঘটনা কিছু জানা না থাকায় রাজা তাকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন। ধন্যককে যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ করে বধ্যভূমিতে আনা হচ্ছিল তখন সে প্রহরীকে বলল, 'সেই বিকলাঙ্গ যদি আমাকে দোষী বলে স্বীকার করে তাহলে আমি এই দণ্ড অবশ্যই মেনে নেব।'

প্রহরী রাজী হওয়ায় সেই বিকলাঙ্গকে তার কাছে আনা হলো। ধন্যকের পায়ে পড়ে সাশ্রুনেত্রে সে তার উপকারের কথা স্বীকার করল, আর তার পত্নী ধূমিনীর দুশ্চরিত্রতার ঘটনা জানিয়ে দিল রাজাকে। ক্রুদ্ধ রাজা ধূমিনীর রূপ বিকৃত করার আদেশ দিয়ে তাকে কুকুরের পাচিকা হিসাবে জীবন কাটানোর শাস্তি নির্ধারণ করলেন। ধন্যক লাভ করল রাজার দাক্ষিণ্য। এইজন্যেই বললাম, 'নারীহৃদয় অত্যন্ত নিষ্ঠুর।'

ব্রহ্মরাক্ষস দ্বিতীয় বৃত্তান্ত শুনতে চাইলে আমি গোমিনীর আখ্যান বিবৃত করলাম—দ্রাবিড়[৬] দেশে কাঞ্চী নামে নগরী আছে। এইখানে বাস করত এক কোটিপতি বণিকের পুত্র—নাম শক্তিকুমার। কোন লোক যদি অবিবাহিত থাকে তাহলেও যেমন কষ্ট, তেমনি পত্নী যদি গুণহীন হয় তাহলেও সুখের আশা দুরাশা। অতএব কিভাবে গুণবতী ভার্যা লাভ করা যায় তার চেষ্টা করা দরকার। সম্পত্তির মতো পত্নীলাভের ব্যাপারে অপরের ওপর নির্ভর করা চলে না, সুতরাং সে নিজেই দৈবজ্ঞের ছদ্মবেশে এক প্রস্থ

শালিধান বস্ত্রে বেঁধে নিয়ে নানাদেশে ঘুরতে লাগলেন। যেখান দিয়ে সে গেল তাকে লক্ষণজ্ঞ মনে করে কন্যার পিতারা কন্যা দেখাতে লাগল। নিজ বর্ণে সুলক্ষণা দেখলে সে বলত, 'ভদ্রে, এই একপ্রস্থ শালিধান দিয়ে তুমি কি আমাকে পরিতোষের সঙ্গে আহার করাতে পারবে? উপহাস ও অপমান লাভ করে এইভাবেই গৃহ থেকে গৃহান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

এইভাবেই শিবিরাজ্যে কাবেরী নদীর তীরে এক নগরে এসে পৌঁছুলেন শক্তি-কুমার। এক ধাত্রী তাকে দেখাবার জন্যে আনল এক নিরাভরণা কুমারীকে। জানা গেল, এই কুমারী পিতা-মাতার অবর্তমানে শহরে সম্পদশূন্য। তাকে দেখে শক্তিকুমার চিন্তা করল এই সুলক্ষণা কন্যার অবয়বগুলি নাতিস্থূল, নাতিকৃশ, নাতিহ্রস্ব, নাতিদীর্ঘ। উজ্জ্বল দেহ, রক্তাভ অঙ্গুলিতে যবরেখা, করদ্বয়ে মৎস্য, কমল, কলস ইত্যাদি শুভ চিহ্ন বিদ্যমান, গোড়ালি শিরাহীন ও মাংসল, জঙ্ঘা সুডৌল, জানুদেশ পীবর উরুতে প্রায় বিলীন, নিতম্বদেশ সমবিভক্ত ও শ্রেণীকূপ দুটোই সমান, নাভিমণ্ডল সূক্ষ্ম অথচ গভীর ও নিম্নমুখী, উদরদেশে ত্রিবলীরেখা, পীন-পয়োধর বক্ষদেশ ব্যাপ্ত। কোমল লতানো বাহুদ্বয়, করতলের রেখায় ধনধান্যপুত্রের লক্ষণ, নখমণি কোমল অথচ উজ্জ্বল। অঙ্গুলিসমূহ ঋজু, বৃত্তাকার ও রক্তাভ। স্কন্ধ নিম্নমুখী, গ্রীবা শঙ্খ-তুল্য, কমলের মতোই মুখশ্রী, রক্তবর্ণ অধর, মধ্যে বিভক্ত সুঠাম চিবুক, সুন্দর ভরাট কপোল, সুনীল ভ্রূদ্বয়—অযুগ্ম অথচ বঙ্কিম। নবীন তিলফুলের মতো নাসিকা। চক্ষুদ্বয় কৃষ্ণ শুভ্র ও রক্তিম—এই তিন বর্ণের সমন্বয়ে সুন্দর অথচ দৃষ্টি গভীর। ললাট অর্ধ-চন্দ্রাকার, কুঞ্চিত অলকগুচ্ছ যেন ইন্দ্রনীলমণি। স্নিগ্ধ নীল দীর্ঘ কেশ-পাশ অনতি কুঞ্চিত, সুগন্ধি প্রান্তভাগ রুক্ষ নয়।...এইরকম আকৃতি যার সেই কন্যা কখনও শীলভ্রষ্টা হতে পারে না, এর প্রতি আমার হৃদয় আকৃষ্ট হচ্ছে। অতএব পরীক্ষার পর একেই বিবাহ করা যেতে পারে। কারণ প্রথমে অবিবেচকের মতো কাজ করলে পরে বহু অনুতাপ করতে হয়।

স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে কন্যাটিকে লক্ষ্য করে শক্তিকুমার বলল, 'ভদ্রে, এই একপ্রস্থ শালিধান দিয়ে আমাকে ভোজনে সন্তুষ্ট করতে পারবেন কি?' তখন সেই গোমিনী নামে কন্যা ধাত্রীকে ইঙ্গিত করল ধানগুলি গ্রহণ করার জন্যে। শক্তিকুমারকে পাদ্যার্ঘে অভ্যর্থিত করে দ্বারপ্রান্তের স্থানটি পরিচ্ছন্ন করে বসার ব্যবস্থা করে দিল। এবার সেই গন্ধশালি ধানগুলি রোদে দিয়ে বারবার নাড়াচাড়া করে শুকিয়ে নিল। তারপর মাটিতে বিছিয়ে কাষ্ঠদণ্ডের মৃদু আঘাতে ধান থেকে চাল ও তুষ পৃথক করে ফেলল। ধাত্রীকে বলল, 'মা, এই তুষ দিয়ে স্বর্ণকারেরা অলংকার পরিষ্কার করে, তাদের এগুলি দিয়ে যে-কটি কপর্দক পাবে সেগুলি থেকে কিনবে কিছু কাঠ—যেন খুব বেশি ভেজা বা শুকনো না হয়, দুটি মাটির থালা ও একটি হাঁড়ি।' ধাত্রী তার কথামতোই কাজ করল।

গোমিনী চাল নিয়ে চলে গেল ঢেঁকিশালে। অর্জুন কাঠের তৈরি ঢেঁকি। সুগোল, মাঝখানে সরু, মুখে লোহার পাত দেওয়া খদির কাঠের মুষলের সাহায্যে হাতের নিপুণ লাবণ্যময় ভঙ্গিতে চালগুলি কুটে ফেলল, তারপর তুলে নিয়ে ভাল করে ঝেড়ে বেছে রেখে দিল। এবার চুল্লীর পুজো করে পাঁচগুণ ফুটন্ত জলে চালগুলি ছেড়ে দিল। সেগুলি যখন ফুটতে ফুটতে কুঁড়ির মতো হয়ে উঠল তখন আঁচ কমিয়ে দিয়ে ভাতের ফেন ঝেড়ে ফেলল। তারপর হাত দিয়ে ভাত অল্প অল্প নেড়ে যখন

দেখল সব দানা ভালভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে তখন হাঁড়িটির মুখ উলটে রেখে দিল। এবার জল দিয়ে আগুন নিবিয়ে দেওয়ার পর যে পোড়া কয়লা পাওয়া গেল সেগুলি পাঠিয়ে দিল বিক্রির জন্য। যে-কড়ি পাওয়া গেল তাই দিয়ে কিনে আনতে বলল, শাক, ঘি, দই, তেল, আমলা ও তেঁতুল। এগুলি আনার পর শাক দিয়ে দু-তিন রকম ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে ফেলল গোমিনী। ভিজে বালির ওপর রাখা মাটির পাত্রে সেই ভাতের ফেন ঢেলে দিয়ে হাতপাখার বাতাসে ঠাণ্ডা করে তাতে লবণ দেওয়া হলো। তারপর কাঠের সুগন্ধিতে সুবাসিত করে আমলার গুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়া হলো তার ওপর।

এবার গোমিনী ধাত্রীকে দিয়ে শক্তিকুমারকে স্নানের জন্যে অনুরোধ জানাল। আমলা-মেশান সুগন্ধি তেল পাঠাতেও ভুলল না। তার নিজের স্নান ইতিপূর্বেই সম্পন্ন হয়েছিল।

স্নানের পর ধোয়া মেঝেতে রাখা পিঁড়িতে এসে বসল শক্তিকুমার। সামনে রাখা মাটির পাত্র দুটি আর বাড়িরই প্রাঙ্গন থেকে কেটে আনা কলাগাছের পাতা।

গোমিনী প্রথমে আনল ভাতের ফেন থেকে তৈরি সেই সুস্বাদু পানীয়। এটি পান করে শক্তিকুমারের সমস্ত পথশ্রম যেন দূর হয়ে গেল, দেহ হৃষ্ট হয়ে উঠল। তারপর পরিবেশন করল দু-হাতা শালিধানের অন্ন, সঙ্গে সুপশাকাদি ব্যঞ্জন। সেগুলি শেষ হয়ে গেলে অবশিষ্ট অন্ন ও ত্রৈত্রী-এলাচ-দারুচিনির গুঁড়ো মেশান সুগন্ধি দই ও শীতল ঘোল। তৃপ্তির সঙ্গে আহার শেষ করে শক্তিকুমার চাইল পানীয় জল। গোমিনী নতুন ভৃঙ্গারে কৃষ্ণ অগুরু ও পাটলপুষ্পের গন্ধ মিশ্রিত প্রস্ফুটিত পদ্মে সুশোভিত জল নিয়ে এসে ঢেলে দিতে লাগল। শক্তিকুমার মুখের কাছে পাত্র তুলে ধরে আকণ্ঠ পান করে নিতে লাগল সেই জল। চোখের পক্ষ্মে জল লেগে আঁখি হয়ে উঠল রক্তাভ, বারিধারার শব্দে কর্ণ স্নিগ্ধ, কপোলে জলের সুখ-স্পর্শের রোমাঞ্চ, নাসিকা মধুর গন্ধে উৎফুল্ল, মাধুর্যে রসনা তৃপ্ত হওয়ার পর মাথা নেড়ে শক্তিকুমার নিষেধ জানানোয় গোমিনী জল ঢালা থেকে বিরত হলেন। এগিয়ে দিল আচমনের জল। বৃদ্ধা ধাত্রী উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করে ভূমিতে গোময় লিপ্ত করে দিলে সে নিজের উত্তরীয় বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। এইভাবে পরিতুষ্ট হয়ে যথাশাস্ত্র গোমিনীকে বিবাহ করে দেশে ফিরে গেল।

কিন্তু পরে শক্তিকুমার ঘরে নিয়ে এল এক গণিকাকে। তার সঙ্গে গোমিনী সখীর মতোই আচরণ করতে লাগল। স্বামীকে দেবতার মতোই সেবা করে চলে নিরলসভাবে, গৃহকর্মেও কোন ত্রুটি নেই, সমস্ত পরিজনদের দয়াদাক্ষিণ্যে মুগ্ধ করে ফেলল। শেষে গুণে বশীভূত করে ফেলল স্বামী ও সব আত্মীয় স্বজনদের। এইভাবে একমাত্র পুরুষের অধীনে শরীর ও জীবন কাটিয়ে ধর্মার্থকাম এই ত্রিবর্গ লাভ করল। এই জন্যেই বলছি, 'পত্নীর গুণেই গৃহীর মঙ্গলের কারণ।'

তারপর ব্রহ্মরাক্ষসের অনুরোধে নিম্ববতীর উপাখ্যান বলতে লাগলাম, 'সৌরাষ্ট্র দেশে বলভী নামে এক নগরী আছে। সেখানে এক বণিক বাস করতেন, নাম গৃহগুপ্ত। তিনি সমুদ্রপথে বাণিজ্যে প্রাধান্য অর্জন করে কুবেরের তুল্য বিত্ত সঞ্চয় করেছিলেন। তার কন্যার নাম রত্নবতী। মধুমতী থেকে এসে বলভদ্র নামে এক বণিক পুত্র তাকে বিবাহ করেছিলেন, কিন্তু গোপন মিলনে বাধা পেয়ে বলভদ্র নববধূকে খুব ঘৃণা করতে লাগল, এমনকি তার মুখ দর্শনও করতে চাইল না। বন্ধুদের শত অনুরোধেও তার বাড়ি যেতে রাজী হলো না, দুর্ভাগিনী রত্নবতীকে তখন থেকে সকলে

'নিম্ববতী' এই আক্কায় ভূষিত করলেন।

কিছুদিন কেটে যাওয়ায় পর অনুতপ্ত নিম্ববতী ভাবল আমার কি গতি হবে। একদিন এক মাতৃস্থানীয়া বৃদ্ধা প্রব্রজিকাকে পূজার ফুল নিয়ে আসতে দেখে তার সামনে অশ্রুপাত করতে লাগলেন। সন্ন্যাসিনী তাঁকে বারবার অশ্রুর কারণ জিজ্ঞাসা করায় লজ্জিত হলো, কোনমতে বলল, 'মা কি বলব? স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে স্বামীর বিমুখতা জীবন-মরণের ব্যাপার, বিশেষত কুলবধূদের বিষয়ে। আমি এক্ষেত্রে উদাহরণ। আমার জাতি বর্গ, এমনকি মাতাও আমাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেন। এমন ব্যবস্থা করুন যাতে সকলে আমার প্রতি প্রসন্ন হয়, নতুবা আমি এই প্রয়োজনহীন প্রাণ বিসর্জন দেব। এই গোপন কথা আমার মৃত্যুর পূর্বে দয়া করে প্রকাশ করবেন না।' এই বলে সে সন্ন্যাসিনীর পায়ে কেঁদে পড়ল। সন্ন্যাসিনী তাকে তুলে অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে বললেন, 'বৎসে, এইরকম হঠকারিতা করো না, আমি তোমার নির্দেশ মতোই কাজ করব, যতদিন দরকার ততদিনই আমি তোমার অধীনে থাকব। আর যদি ইহজন্ম সম্বন্ধে নিস্পৃহ হয়ে পড় তাহলে পারলৌকিক কল্যাণের জন্যে তুমি আমার নির্দেশে তপস্যার ব্রত গ্রহণ কর। সুন্দর আকৃতি, সৎ চরিত্র, উচ্চ বংশ সত্ত্বেও যে তুমি স্বামীর বিদ্বেষের পাত্রী হয়েছ তা নিশ্চয় তোমার পূর্ব জন্মের দুষ্কৃতির ফল। তুমি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী যদি স্বামীর বিরাগ প্রশমনের কোন উপায় স্থির করে থাক, তবে তা বল।' তখন মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর নিম্ববতী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ভগবতি, সদ্বংশজাতা নারীদের পতিই একমাত্র দেবতা, এমন কোন উপায় স্থির করা উচিত যাতে আমি তাঁর সেবার যোগ্য হতে পারি। আমাদের প্রতিবেশী এক বণিক আছেন তিনি উচ্চবংশ, প্রচুর বিত্ত ও রাজার সখ্যতার জন্যে সকলের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেছেন। তাঁর কন্যা কনকবতী দেখতে অনেকটা আমার মতো, সে আমার প্রিয় বান্ধবীও বটে। তার সঙ্গে তাদের বাড়ির ছাদে তার দ্বিগুণ সজ্জিতা হয়ে কন্দুকক্রীড়া করব। আপনি কোন রকমে আমার স্বামীকে সেখানে আনবেন। আমি যেন ভুল করে কন্দুকটি নিচে আপনার দিকে ফেলে দেব। তখন সেটি তুলে নিয়ে তার হাতে দিয়ে বলবেন, নিধি পালিতের কন্যা কনকবতী তোমার স্ত্রীর সখী, রত্নবতীর প্রতি তোমার ব্যবহারের জন্যে তোমাকে নিষ্ঠুর বলে নিন্দা করছে। তুমি তাকে এই কন্দুক ফিরিয়ে দিও। এই কথা বলার পর সে ওপরের দিকে মুখ তুলে চাইবে। আমাকে কনকবতী মনে করে বদ্ধাঞ্জলি আমার দিকে সকাম দৃষ্টিপাত করে কন্দুকটি প্রতার্পণ করবে। আপনি তখন এই সুযোগে তার অনুরাগ উদ্দীপ্ত করে এমন ব্যবস্থা করবেন যাতে সে আমাকে নিয়ে অন্যদেশে পালিয়ে যায়।'

সন্ন্যাসিনী আনন্দের সঙ্গে সেইরকমই ব্যবস্থা করেছিলেন। তাপসীর বঞ্চনায় রত্নবতীকে কনকবতী ভেবে বলভদ্র তার সমস্ত অলঙ্কার সহ তাকে নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে গৃহত্যাগ করল। তাপসী এই কথা রটনা করলেন যে বলভদ্র বলেছে— দুর্বুদ্ধির জন্যেই সে এতদিন রত্নবতীকে অবজ্ঞা করেছে, শ্বশুরকে অপমান করেছে ও আত্মীয়দের পরামর্শ উপেক্ষা করেছে। এখন এই নগরে রত্নবতীর সঙ্গে বাস করতে লজ্জিত হচ্ছে, তাই নিশ্চয় স্ত্রীকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে—শীঘ্রই একথা জানা যাবে। একথা শুনে রত্নবতীর আত্মীয়রা তার অনুসন্ধানের ব্যাপারে খুব আগ্রহ দেখালেন না।

পথে রত্নবতী এক দাসী সংগ্রহ করেছিল তার মালপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

অবশেষে তারা উপস্থিত হলো ছোট এক শহরে, বাণিজ্য-দক্ষ বলভদ্র অল্প মূলধনেই এখানে বহু ধন অর্জন করতে সমর্থ হলো, বণিক মহলেও প্রাধান্য লাভ করল। বিত্তশালী হওয়ায় এখন তার অনেক দাসদাসী। একদিন সেই প্রথম দাসীটিকে তাড়না করার পর তিরস্কার করে বলল, 'তুমি কোন কাজ কর না, যা দেখ তাই চুরি কর আর কটু কথা বল।' দাসী রেগে রত্নবতীর গোপন কাহিনীর কিছু অংশ প্রকাশ করে দিল। লোভী নগর-শাসক একথা শুনে পৌরপ্রধানদের ডেকে জানাল, 'দুর্মতি বলভদ্র নিধিপালিতের কন্যা কনকবতীকে আহরণ করে এনে এখানে বাস করছে; অতএব তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হলে আপনাদের কিছু বলা উচিত নয়।' বলভদ্র খুবই ভয় পেয়ে যাওয়ায় রত্নবতী তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'তুমি নির্ভীকভাবে জানাও যে নিধিপালিতের কন্যা কনকবতী নয়; বলভীর গৃহগুপ্তের কন্যা রত্নবতী এখানে বাস করে, তার পিতামাতা আমার সঙ্গে তার বিবাহ দিয়েছেন। যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন তাহলে তার আত্মীয়দের কাছে লোক পাঠিয়ে খবর নিতে পারেন।' বলভদ্র একথা জানিয়ে বণিকসভার কাছ থেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি পেয়ে নিশ্চিন্তে বাস করতে লাগলেন। কন্যার প্রেরিত পত্রে গৃহগুপ্ত সবই জানতে পেরেছিলেন। তিনি এসে খুবই আনন্দিত হয়ে কন্যা ও জামাতাকে নিয়ে আনন্দে ফিরে গেলেন। এই ঘটনায় রত্নবতী বলভদ্রের খুবই প্রিয় হয়ে উঠল যদিও স্বামীর কাছে সে কনকবতীরূপে গৃহীত হয়েছিল। তাই আমি বলেছিলাম—ইচ্ছাই উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়।

এবার ব্রহ্মরাক্ষস আমাকে নিতম্ববতীর গল্প বলতে অনুরোধ করল,—আমিও শুরু করলাম—

শূরসেন দেশে[৮] মথুরা নামে এক নগর ছিল। সেখানে বাস করত এক উচ্চবংশ-জাত যুবক। সে কলাবিদ্যা নিপুণা গণিকাদের প্রতি খুবই অনুরক্ত ছিল। বাহুবলের সাহায্যে বন্ধুদের বহু কলহের মীমাংসা করায় লোকেরা তার নাম দিয়েছিল কলহকণ্টক।

একদিন এক আগন্তুক চিত্রকরের কাছে পটে আঁকা এক যুবতীকে দেখে কামাতুর হয়ে উঠল তার মন, সে চিত্রকরকে বলল—এই ছবিটি খুব অদ্ভুত মনে হচ্ছে। যুবতীটির দেহ লাবণ্যময় হলেও মুখশ্রী পাণ্ডুর। আভিজাত্যের উপযুক্ত নম্রতা প্রকাশিত। এর যৌবন বেশি উপযুক্ত নয়, কিন্তু দৃষ্টি বেশ পরিপূর্ণ। ইনি তো প্রোষিতভর্তৃকা নন, কারণ স্বামীর প্রবাসচিহ্ন স্বরূপ একবেণী ইত্যাদি অনুপস্থিত। দক্ষিণ দিক সধবার চিহ্নও বর্তমান, অতএব ইনি কোন বৃদ্ধ বণিকের পত্নী। স্বামী পুরুষত্বহীন হওয়ায় যৌবনচিত উপভোগের অভাবে বিমর্ষ। তুমিও খুবই নৈপুণ্যের সঙ্গে যেমন দেখেছ তেমনই এঁকেছ। চিত্রকর তার বুদ্ধির প্রশংসা করে বলল, "ঠিক কথা। অবন্তি দেশের উজ্জয়িনী নগরে অনন্তকীর্তি নামে বণিকের পত্নী সার্থকনাম্না নিতম্ববতী। তার সৌন্দর্যে বিস্মিত হয়ে আমি চিত্রে অঙ্কিত করেছি।'

কলহকণ্টক উন্মনা হয়ে এই যুবতীকে দেখার জন্য উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হলো। ভার্গব নাম গ্রহণ করে ভিক্ষার্থে তাঁর গৃহে এসে তাঁকে দেখতে সমর্থ হলো! ফলে তার কামনা আরও তীব্র হয়ে উঠল। পৌরপ্রধানদের অনুরোধ করে সে শ্মশান রক্ষার কর্ম গ্রহণ করল। শবাবরণ বস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে সে অর্হন্তিকা নামে এক সন্ন্যাসিনীকে সন্তুষ্ট করে তার মাধ্যমে নিতম্ববতীর কাছে গোপন প্রস্তাব প্রেরণ করল। কিন্তু নিতম্ববতী সেই সন্ন্যাসিনীকে ভর্ৎসনা করে বিদায় দিলেন। কলহকণ্টক বুঝতে পারল যে একে

চরিত্রভ্রষ্ট করা খুবই দুঃসাধ্য। তখন সে দূতীকে এইভাবে নির্দেশ দিল, 'আর একবার গিয়ে সেই বণিকজায়াকে গোপনে বল—আমার মতো তাপসী যে সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন, তপস্যার দ্বারা মুক্তি কামনা করে সে কুলবধূর চরিত্র নষ্ট করবে তা কি কখন সম্ভব? আমি প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষা করছিলাম তুমি এই বিরাট সমৃদ্ধি, অসাধারণ সৌন্দর্য ও নবীন বয়সের জন্য নারীসুলভ চপলতায় অভিভূত হও কি-না? কিন্তু তোমার একনিষ্ঠতায় আমি সন্তুষ্ট। শুধু তোমাকে এখন সন্তানবতী দেখতে চাই। তবে তোমার স্বামী এখন দুষ্ট নক্ষত্রের প্রভাবে পাণ্ডু রোগগ্রস্ত ও ভোগে অসমর্থ। এই বিঘ্নের প্রতিকার না করলে তুমি সন্তান লাভ করতে পারবে না। অতএব প্রসন্ন হয়ে আমার কথা অনুসারে কাজ কর। একাকী বৃক্ষবাটিকায় গোপনে উপস্থিত থাকবে, সেখানে আমি এক মন্ত্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে আনব, তাঁর হাতে তোমার চরণ সঁপে দেবে, তারপর সেই মন্ত্রপূতঃ চরণ দিয়ে স্বামীর বক্ষে আঘাত করবে প্রেম কোপের ভাণ করে। এই রকম আচরণ করলেই সে ধাতুপুষ্টি লাভ করে সন্তান উৎপাদনে সক্ষম হবে ও তুমিও দেবীর মতো সম্মান লাভ করবে। এই ব্যাপারে তোমার কোন ভয়ের কারণ নেই। নিতম্ববতী সহজেই এই পরামর্শ গ্রহণ করবে। রাত্রিবেলা আমাকে বৃক্ষবাটিকায় প্রবেশ করিয়ে তারপর তাকে উপস্থিত করবে। এইটুকু করলেই আমি অনুগৃহীত হব।'

তাপসী তার উপদেশ মতোই সব কাজ করল। খুশিমনে কলহকণ্টক সেই বৃক্ষবাটিকার উপস্থিত হলো। সন্ন্যাসিনীর বহু চেষ্টায় নিতম্ববতীও সেখানে গেলেন। মুহূর্তে-র মধ্যে তার চরণ থেকে স্বর্ণনূপুরের একটি খুলে নিয়ে উরুমূলে ছুরি দিয়ে কিছু লিখে দিয়ে দ্রুত অন্তর্হিত হয়ে গেল। সন্ত্রস্তা নিতম্ববতী নিজের দুর্বুদ্ধির জন্য নিজেকেই ভর্ৎসনা করতে লাগলেন, পলায়িতা তাপসীর জন্যও তাঁর এই প্রচণ্ড ক্রোধ প্রকাশিত হলো। উদ্যানসংলগ্ন পুষ্করিণীতে ক্ষতস্থান ধুয়ে বস্ত্রাবৃত করে রাখলেন। আর একটি নূপুর খুলে অন্তঃপুরে ফিরে এসে পীড়িত হওয়ার ভাণ করে তিন-চার দিন শয্যায় কাটালেন।

সেই কূটবুদ্ধি যুবক অনন্তকীর্তির কাছে এল নূপুর নিয়ে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে। নূপুরটি দেখেই অনন্তকীর্তি বুঝতে পারলেন যে এটি তাঁর পত্নীরই। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি জানতে চাইলেন কীভাবে সে এটি পেয়েছে। সে দৃঢ়ভাবে বলল, 'আমি বণিকসভায় সকলের সামনেই জানাব।' অনন্তকীর্তি পত্নীর কাছে তার নূপুর-জোড়া প্রেরণের জন্য সংবাদ পাঠালেন। লজ্জা ও ভয়ে ত্রস্তা নিতম্ববতী একটি নূপুর পাঠিয়ে জানাল—বিশ্রামের জন্য রাত্রে বৃক্ষবাটিকায় যাওয়ার পর একটি নূপুরের বাঁধন শিথিল হয়ে পড়ে গেছে। সেটি আজকেও খুঁজে পেলাম না—এইটি দ্বিতীয় নূপুর। এই সংবাদ জেনে অনন্তকীর্তি সেই ধূর্তকে বণিকসভার সামনে উপস্থিত করলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলতে লাগল, 'আপনারা সকলেই জানেন যে আপনাদের আজ্ঞায় শ্মশান-রক্ষার কাজ করে আমি জীবন ধারণ করি। রাত্রে আমি শ্মশানেই শুয়ে থাকি কেন-না কোন কৃপণ ব্যক্তি ধার্য অর্থ না দিয়েই গোপনে গভীর রাত্রে শবদাহ করে যেতে পারে। সেদিন রাত্রে দেখলাম এক কৃষ্ণবর্ণা নারী চিতা থেকে অর্ধদগ্ধ মৃতদেহ টেনে নিচ্ছে। আমি অর্থলোভে নির্ভীকভাবে এগিয়ে এসে তাকে ধরে ফেললাম। তার উরুমূলে ছুরিকা দিয়ে চিহ্ন দিয়ে দিলাম আর একটি নূপুর পা

থেকে খুলে নিলাম। সে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল। এইভাবে আমি নূপুরটি পেয়েছি। এরপর আপনারা যা করার করুন।'

আলোচনার পর নাগরিকরা সিদ্ধান্ত করলেন যে এই নারী ডাকিনী। অনন্তকীর্তি পত্নীকে পরিত্যাগ করলেন। স্বামী-পরিত্যক্তা নিতম্ববতী নিরুপায় হয়ে রাত্রিবেলা শ্মশানে এলেন। বহু বিলাপের পর প্রাণ বিসর্জনে উদ্যত হলেন। কিন্তু সেই ধূর্ত এসে তাঁকে ধরে ফেলল। এই বলে অনুনয় করতে লাগল, 'সুন্দরি, তোমার রূপে উন্মাদ হয়ে তোমাকে পাওয়ার জন্য ভিক্ষুকী দিয়ে বহু চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু ব্যর্থ হওয়ায় এই উপায় করলাম যাতে যাবজ্জীবন তোমার সঙ্গ লাভ করতে পারি। অতএব এই দাসের প্রতি কৃপা কর।' এই বলে বার বার চরণে পতিত হয়ে মিষ্ট বাক্যে তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতে লাগল। বহু প্রয়াসের পর তাকে বশীভূত করতে সমর্থ হলো। তাই বলছিলাম বুদ্ধি দুঃসাধ্য সাধন করতে পারে।

এই কাহিনী শুনে ব্রহ্মরাক্ষস আমাকে সম্মান প্রদর্শন করতে লাগল। ঠিক সেই মুহূর্তে আকাশ থেকে নাগকেশরের কুঁড়ির মতো কতগুলি মুক্তো জলবিন্দুর সঙ্গে পড়তে লাগল। উপর দিকে তাকিয়ে দেখলাম—এক রাক্ষস আকাশ পথে এক রমণীকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, রমণীটিও নিজেকে মুক্ত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। ব্যাপারটি আমার কাছে খুব অসহ্য বোধ হলো। এক অনাচারী রাক্ষস এক অনিচ্ছুক নারীকে জোর করে অপহরণ করছে। আমি নিরস্ত্র, আকাশে উঠতেও অসমর্থ। বন্ধু ব্রহ্মরাক্ষস তাকে তিরস্কার করতে লাগল, 'ওরে পাপিষ্ঠ থাম, থাম—কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস ?' এই বলে নিজে আকাশ পথে আরোহণকারী রাক্ষসটিকে আক্রমণ করল। ক্রোধে রমণীকে পরিত্যাগ করায় আমার বিস্তৃত বাহুতে স্বর্গের বৃক্ষ-মঞ্জরীর মতোই সে পতিত হলো। আমি ধরে রইলাম তাকে, তার চক্ষু নিমীলিত, দেহ কম্পিত, আমার স্পর্শে তার অঙ্গ রোমাঞ্চিত।

ইতিমধ্যে আকাশে চলতে লাগল দুই রাক্ষসের তুমুল যুদ্ধ। উভয়ে উভয়ের প্রতি নিক্ষেপ করতে লাগল পর্বতের চূড়া, গাছ, পাথর। বাহুবল প্রয়োগেও বিরত হলো না। শেষে দুজনেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হলো।

আমি সেই রমণীকে ধীরে ধীরে শুইয়ে দিলাম ফুলের পাঁপড়ি বিছান সরোবরের তীরে। তারপর তাকে ভাল করে লক্ষ্য করে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। 'এ কী! এ যে আমারই প্রাণপ্রিয়া রাজকন্যা কন্দুকাবতী!' জ্ঞান ফিরে এলে তিনি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। চিনতে পেরে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'কন্দুকোৎসবে আপনাকে দেখার পর থেকেই আমি আপনার প্রতি আকৃষ্ট। সখী চন্দ্রসেনা আপনার সম্বন্ধে সংবাদ এনে আমায় বাঁচিয়ে রেখেছিল। যখন শুনলাম নিষ্ঠুর ভ্রাতা ভীমধন্বা আপনাকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছে, তখন প্রাণত্যাগের সিদ্ধান্ত করে সকলকে এড়িয়ে উদ্যানে চলে গেলাম। এমন সময় কামচারী রাক্ষস আকাশ থেকে আমায় দেখতে পেয়ে আমার প্রতি আকৃষ্ট হলো। তার কামনা পূর্ণ না করায় ভয়ে কম্পিতা আমাকে ধরে নিয়ে চলে গেল—এখন এখানে তার মৃত্যু ঘটেছে। ভাগ্যক্রমে আমি আপনার হাতেই পড়েছি যিনি আমার জীবনের একমাত্র অধীশ্বর। আপনাকে সন্তুষ্ট করাই আমার লক্ষ্য।' এই কথা শুনে হৃষ্টচিত্তে আমি তাকে নিয়ে জাহাজে ফিরে এলাম।

অনুকূল বায়ুতে জাহাজ চলতে লাগল। অবশেষে আমরা দামলিপ্ত বন্দরে অবতরণ

করলাম। তীরে নেমেই শুনতে পেলাম ক্রন্দনরত প্রজাদের বিলাপ। জানতে পারলাম সুহ্মরাজ তুঙ্গধন্বা পুত্র ও কন্যার অদর্শনে দুঃখিত ও মলিন হয়ে রাজ্ঞীর সঙ্গে গঙ্গা-তীরে মৃত্যুবরণের জন্যে যাত্রা করেছেন। আর কোন সন্তান না থাকায় অনশনে দেহ-ত্যাগ করার সংকল্প করেছেন। অনুরক্ত বৃন্ধ পৌরজনেরা তাঁর সঙ্গেই মৃত্যু বরণ করতে চলেছেন!

সেখানে উপস্থিত হয়ে রাজাকে সব ঘটনা জানালাম, ফিরিয়ে দিলাম তাঁর দুই সন্তানকে। পরম প্রীত হয়ে রাজা আমার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিলেন। পুত্র ভীমধন্বা হলো আমার অধীন। আমার আদেশে সে চন্দ্রসেনাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলো। এখন চন্দ্রসেনা কোশদাসের পত্নী।

তারপর সিংহবমর্বার সাহায্যের জন্যে এসে আপনার দেখা পেয়ে গেলাম—ধন্য হলো জীবন।

কাহিনী শুনে রাজবাহন বললেন, 'দৈবের গতি খুবই বিস্ময়কর, পুরুষকারও যথাসময়ে প্রকাশ করা হয়েছে।' এবার মৃদু হেসে দৃষ্টিপাত করলেন মন্ত্রগুপ্তের দিকে—প্রেয়সীর সঙ্গে কামক্রীড়ায় মন্ত্রগুপ্তের ওষ্ঠে দন্তক্ষত; সেই ওষ্ঠ আবৃত করে সে তাঁর কাহিনী বলতে লাগলেন। ওষ্ঠ্যবর্ণের[১] ব্যবহার বাদ দিয়েই তাঁর বিবৃতি শুরু।

॥ শ্রীদণ্ডী-বিরচিত দশকুমারচরিতে 'মিত্রগুপ্তচরিত' নামে ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × **সপ্তম উচ্ছ্বাস** × × × × × × × × × × × × ×

মন্ত্রগুপ্তচরিত

রাজপুত্র, পর্বতের রন্ধ্রপথে আপনি অন্তর্হিত হওয়ার পর আপনার অন্বেষণে কলিঙ্গদেশে উপস্থিত হলাম। কলিঙ্গ[১] নগরের নিকটে শ্মশানের এক গাছের তলায় কাঁচপাতার শয্যা রচনা করে নিদ্রিত হয়ে পড়লাম। ক্রমে রাত্রি খুব গভীর হলে অন্ধকার যেন গলিত মসীধারা রূপে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, চারিদিক হয়ে উঠল হীম শীতল। নিশাচরেরা বেরিয়ে পড়ল ঘন কুয়াশার অন্ধকারে। সবাই তখন নিজগৃহে নিদ্রামগ্ন। আমি শুনতে পেলাম বিরাট শাল গাছের জটিল শাখা-প্রশাখার অভ্যন্তর থেকে এক কাতর ধ্বনি। কোন কিংকর তার পত্নীকে বলছে, 'মিলনের বাসনায় দেহ যখন উদ্বেল তখন তাতে বাধা দিয়ে এই কপট যোগী আদেশ পালনে নির্দেশ দিচ্ছে। এমন কোন শক্তিশালী ব্যক্তির কি দেখা পাওয়া যাবে না যে এই ভণ্ড যোগীর সিদ্ধিতে বাধা দিতে পারবে!' একথা শুনে আমি ভাবলাম—কে এই যোগী, কিসেরই বা সিদ্ধি, আর কিংকরই বা কে? আমি তাকে অনুসরণ করে গিয়ে দেখতে পেলাম এমন এক ব্যক্তিকে যার অঙ্গে নর-কংকালের আভরণ, চিতাভস্মের অঙ্গরাগ, জটা যেন বিদ্যুৎ, বামহস্ত দ্বারা অরণ্যের অন্ধকার বিনাশী অগ্নিতে ইন্ধন দিচ্ছেন তিল, সরিষা ইত্যাদি, আহুতির শব্দে চারিদিক মুখরিত।

সেই কিংকর করজোড়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'কি করতে হবে আদেশ দিন।' সেই নীচাশয় আদেশ দিল, 'যাও কলিঙ্গরাজ কর্দনের কান্তা কনকলেখাকে এখানে নিয়ে এসো।' কিংকর সেই মতোই কাজ করল।

ভীতা রাজকুমারী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আর্তনাদ করতে লাগলেন, 'হা তাত, হা জননী!' সেই ভণ্ড শাণিত তরবারি হাতে নিয়ে রাজকুমারীর কেশ আকর্ষণ করে আঘাত করতে উদ্যত হওয়া মাত্রই আমি দৌড়ে গিয়ে অস্ত্র কেড়ে নিলাম। তারপর ঐ অস্ত্র দিয়েই জটাসহ মুণ্ড কেটে ফেলে ঐ প্রাচীন শালগাছের রন্ধ্রে রেখে দিলাম। কিংকর তার কষ্টের কারণ দূরীভূত হওয়ায় আমার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হলো। সবিস্ময়ে বলল, 'মহাশয়, এই নীচাশয়ের অত্যাচারে আমাকে বিনিদ্র রজনী কাটাতে হতো, সব সময় তর্জন করত, ভয় দেখাত ও অসাধ্য-সাধনের আদেশ করত। আপনি এই নর-কাককে যমালয়ে প্রেরণ করে অশেষ কল্যাণ সাধন করেছেন। সুতরাং দয়ালু ও তেজস্বী আপনার আজ্ঞা পালনে আমি উৎসুক। অবিলম্বে আমায় আদেশ দিতে পারেন।' এই বলে সে নত মস্তকে অপেক্ষা করতে লাগল। আমি বললাম, 'সখা, সজ্জনদের চরিত্রই এইরকম যে অতি অল্প কারণেই তারা অপরকে সম্মান প্রদর্শন করেন। যদি আপনি অনিচ্ছুক না হন তাহলে ক্লেশ সহনে অসমর্থা এই সুন্দরী রাজকন্যাকে প্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে যান।' একথা শুনে রাজকুমারী নীলপদ্মের মতো শোভাময় নয়নের দৃষ্টি আমার দিকে নিক্ষেপ করলেন, তার বঙ্কিম ললাটের রঙ্গপীঠে ভ্রূলতা সুন্দর ভঙ্গিতে কুঞ্চিত হলো, রক্তিম কপোলে দেখা দিল রোমাঞ্চ—অনুরাগ ও লজ্জায় তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন—পদনখ দিয়ে ভূমিতে দাগ টানতে লাগলেন—ছড়িয়ে পড়ল নখের দীপ্তি—আনন্দাশ্রুতে বক্ষের চন্দন সিক্ত হয়ে গেল—আমার হৃদয় ভেদ করল মদনের ফুলবাণের মতো তার ওষ্ঠ নিঃসৃত দীর্ঘশ্বাস। মধুর কণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন, 'কি কারণে এই দাসীকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে আবার ভাসিয়ে দিচ্ছেন প্রেমের সাগরে? আমাকে আপনার চরণ-কমলের ধূলিকণা বলে মনে করবেন। যদি আমার প্রতি করুণা হয় তাহলে আপনার চরণ সেবার সুযোগ দিয়ে ধন্য করুন। অন্তঃপুরে বাস করলে গোপনতা নষ্ট হয়ে বিপদ দেখা দিতে পারে এ-আশংকা অমূলক। কারণ আমার সখী ও পরিজনেরা সকলেই আমার প্রতি খুবই অনুরক্ত, তাদের চেষ্টায় কেউই আপনার উপস্থিতির কথা জানতে পারবে না।'

আমি কামশরে নিদারুণ ভাবে আহত হয়ে পড়লাম, বাঁধা পড়ে গেলাম তাঁর কটাক্ষের শৃঙ্খলে। কিঙ্করকে বললাম, 'এই চক্রজঘনা যা বলছেন—সেই মতো না করলে কামদেব বিন্দুমাত্র বিলম্ব সহ্য করবেন না, তাঁর অবস্থা করে তুলবেন অসহনীয়। অতএব হরিণনয়নার সঙ্গে আমাকেও কন্যান্তঃপুরে নিয়ে চলুন।'

সেই নিশাচর রাজকুমারীর সঙ্গে আমাকেও নিয়ে এল শরৎ মেঘের মতো শুভ্র সুন্দর তাঁর নিকেতনে। চন্দ্রশালার[১] একস্থানে আমাকে অপেক্ষা করতে বলে পরিজনদের কাছে চলে গেলেন। তিনি নিদ্রিতা সখীদের হাতের স্পর্শ দিয়ে জাগিয়ে ঘটনাগুলি বিবৃত করলেন। তারা এসে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। অশ্রুতে রক্তাভ তাদের নয়ন। কলগুঞ্জনে তারা বলতে লাগল, 'আর্য', সূর্যের মতো তেজস্বী আপনার দৃষ্টির ফলে কৃতান্ত এঁকে গ্রহণ করতে অসমর্থ হয়েছেন। স্বয়ং কামদেব যেন গুরুর ভূমিকা গ্রহণ করে কামনারাগ অগ্নিকে সাক্ষী রেখে এঁকে আপনার হাতে সম্প্রদান করেছেন। মেরুশীলার মতোই আপনার অচঞ্চল হৃদয়ে অনুরাগের রশ্মিতে উজ্জ্বল এই রত্ন ধারণ করুন। গাঢ় আলিঙ্গনে সার্থক করুন এঁর যৌবন।'

তখন থেকে সেই সুন্দরী রাজকন্যার সঙ্গসুখ উপভোগ করতে লাগলাম সখীদের

কৃপায়, তাঁর প্রতি আমার প্রেমের বন্ধন আরও দৃঢ় হয়ে উঠল।

বসন্তকাল সমাগত। পত্নীবিরহে প্রবাসীদের চিত্ত উতলা, ভ্রমরদের অতিরিক্ত মধুপানের ফলে বকুলফুলগুলি ম্লান—অরণ্যের ললাটে তিলকফুলের জয়টীকা। মলয়বায়ুতে হিল্লোলিত আম্রমঞ্জরীতে ভ্রমরেরা মধুপানে ব্যস্ত। কোকিলের কুহুধ্বনির প্রভাবে অনুরাগ আরও গভীর হয়, রক্তাধরা সুন্দরীরা অগ্রসর হন রতিরণে, সংযত কুমারীরাও বুঝি লজ্জা ভুলে যায়। দর্দুর[৩] পর্বতের চন্দনগাছের সংস্পর্শে এসে সুরভিত দাক্ষিণাপবনে হিল্লোলিত হয়ে ওঠে লতাগুলি। এইরকম সময়ে কলিঙ্গরাজ পুরাঙ্গনাদের নিয়ে সমুদ্রতীরের উদ্যানে এলেন প্রমোদক্রীড়ার উদ্দেশ্যে। বিশিষ্ট নাগরিকরাও তাঁর সঙ্গে এলেন। প্রায় তেরো দিন কাটালেন সেই কাননে। ঘনলতার আবরণ ভেদ করে সেখানে সূর্যালোকও প্রবেশ করতে পারে না—গুঞ্জনরত ভ্রমরের ভারে লতাগুলি অবনত। ঢেউ-এর জলকণার স্পর্শে স্থানটি শীতল।

কলিঙ্গরাজ সঙ্গীত ও কামকলায় অঙ্গনাদের সঙ্গে ব্যস্ত থাকায় সেই দুর্বলতার সুযোগে অন্ধ্ররাজ জয়সিংহ নৌকাতে বহু সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হলেন—বন্দী করলেন কলিঙ্গরাজকে সপরিবারে। এমনকি সখীদের সঙ্গে ত্রস্তা প্রিয়া কনকলেখাকেও বন্দী করে নিয়ে চলে গেলেন। আমি অনঙ্গ দহনে উত্তপ্ত হয়ে আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে প্রিয়ার কথাই ভাবতে লাগলাম। আমার শরীর ক্ষীণ হয়ে যেতে লাগল। চিন্তা করলাম—কলিঙ্গরাজ-দুহিতা পিতা-মাতার সঙ্গে শত্রুর হাতে বন্দী! যদি সেই শত্রু রাজা অধৈর্য হয়ে তাঁকে অধিকারের চেষ্টা করে তাহলে তা সহ্য করতে না পেরে হয়তো তিনি বিষপান করবেন! তাঁর এইরকম অবস্থা হলে আমার পক্ষেও বেঁচে থাকা সম্ভব নয়! কী করা যায়!

এই সময় দেখা হয়ে গেল অন্ধ্ররাজ্যের রাজধানী থেকে আগত এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে। তিনি জানালেন, 'জয়সিংহ কর্দনকে হত্যা করার বাসনা সত্ত্বেও আপাতত শুধুমাত্র যথেষ্ট অপমান করেই ক্ষান্ত হয়েছেন—কারণ জয়সিংহ কর্দনের কন্যা কনকলেখাকে দেখে খুবই কামার্ত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু কোন যক্ষ রাজকন্যাকে ভর করায় কোন লোকই এমনকি রাজাও তাঁর সামনে আসতে পারছেন না। এই যক্ষকে দূর করার জন্যে রাজা বহু ঐন্দ্রজালিকের সাহায্য নিয়েছেন, কিন্তু বৃথা চেষ্টা।' এই ঘটনা আমার উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলল। আমি সেই শ্মশানে গেলাম যেখানে শালগাছের কোটরে লুকিয়ে রেখেছিলাম ভণ্ডযোগীর জটা। সেই জটা ধারণ করে ছিন্নবস্ত্রে দেহ আবৃত করে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ গ্রহণ করলাম। কিছু শিষ্যও সংগ্রহ করা হলো। নানা আশ্চর্য ক্রিয়াকলাপ দেখিয়ে গ্রামবাসীদের মুগ্ধ করে অন্নবস্ত্র ও যে-সকল দ্রব্য লাভ করতাম সেগুলি দিয়ে এই শিষ্যদের সন্তুষ্ট করে রাখলাম।

কিছুদিনের মধ্যেই আমি অন্ধ্রের রাজধানীতে প্রবেশ করলাম। এক সরোবরের তীরে কাননে আশ্রম রচনা করে অবস্থান করলাম। সরোবরটি সমুদ্রের মতোই বিরাট। সেখানে বিচরণ করছে কলহংসের দল, তাদের ডানার আঘাতে পদ্মের পাঁপড়ি থেকে ঝরে পড়া রেণুর রঙে জলাশয়টি বিচিত্রিত ; তীরে শোভা পাচ্ছে সারসশ্রেণী।

শিষ্যদের চেষ্টায় নাগরিকরা আসতে শুরু করল আশ্রমে। আমার নানারকম অলৌকিক ক্ষমতা দেখে তারা বিস্মিত। দিকে দিকে লোকের মুখে ছড়িয়ে পড়তে লাগল আমার সম্বন্ধে নানা কাহিনী—'সরোবরের তীরে বনভূমিতে যে-সন্ন্যাসী ব্রত

ধারণ করে শুয়ে থাকেন তাঁর জিহ্বাগ্রে ষড়ঙ্গ বেদ ও তার রহস্য বিদ্যমান। আর সমস্ত শাস্ত্রবিদ্যাও তাঁর কাছে খুবই সরল। যেকোন দুরূহ তত্ত্ব-বিষয়ক শাস্ত্র হোক না কেন তিনি খুবই সহজ ভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন। সত্যবাদী, করুণাময় এই ব্যক্তিকে গুরু বলে স্বীকার করলেই যেন দীক্ষণ লাভ সার্থক হয়। অনেকের অনেক অসাধ্য রোগ এঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিতেই ভাল হয়ে যাচ্ছে। বিরূপ গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব নষ্ট করতে হলে বা যাদুকরদের কুপ্রয়াস ব্যর্থ করতে হলে এঁর পাদোদক সিঞ্চনই যথেষ্ট। অপরিমেয় এঁর ক্ষমতা—কিন্তু বিন্দুমাত্রও অহংবোধ নেই;' এই জনশ্রুতি রাজা জয়সিংহকে আকর্ষণ করল ঃ কারণ তিনি কনকলেখার আশ্রয়কারী যক্ষকে দূর করার জন্যে খুবই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন।

প্রতিদিন জয়সিংহ আমার আশ্রমে উপস্থিত হতে লাগল। গভীর শ্রদ্ধায় আমার অর্চনা করে ও শিষ্যদের উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট করল। একদিন সুযোগ বুঝে আমাকে অনুরোধ জানাল তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে। গভীর ধ্যানের পর ধীরভাবে নিজের জ্ঞান প্রকাশ করলাম। কিছুক্ষণ তাঁকে ভাল করে লক্ষ্য করে বললাম, 'বৎস, এক্ষেত্রে চেষ্টার অবকাশ আছে। সমস্ত কল্যাণচিহ্নযুক্তা সেই কন্যারত্নকে লাভ করার অর্থ হলো সমুদ্র মেখলা পৃথিবীর অধীশ্বর হওয়া। কিন্তু এর মধ্যে অধিষ্ঠিত যক্ষের কাছে কোন ব্যক্তি অসহনীয়। অতএব দু-তিনদিন অপেক্ষা কর আমি চেষ্টা করে দেখি।'

একথা শুনে রাজা হৃষ্টচিত্তে বিদায় নিলেন গভীর নিশীথে যখন চারিদিকে নিরন্ধ্র অন্ধকার, কণামাত্র চাঁদের আলো ছিল না, সকলেরই দৃষ্টি নিদ্রায় আচ্ছন্ন—তখন আমি বেরিয়ে পড়লাম। সরোবরের তটের প্রান্তে এক স্থানে প্রচুর পরিশ্রম করে একটি গর্ত খুঁড়লাম। জলে ডুব দিয়ে সেখানে যাওয়া যাবে। গর্তের মুখটি ইঁট-পাথর দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দিলাম যাতে লোকে কিছুই না বুঝতে পারে। তারপর প্রাতঃস্নানে দেহ পবিত্র করে রক্তকমল তুলে উপাসনা করলাম সহস্র কিরণ সূর্যের যিনি ভাল-মন্দ সমস্ত কাজের সাক্ষী—যিনি রাত্রির তমসারূপ হস্তীকে বিদারণ করেন। নক্ষত্রশ্রেষ্ঠ সূর্যই তো স্বর্ণশৈল শৃঙ্গরূপ রঙ্গপীঠের প্রধান নট। পূর্বদিগঙ্গনার অঙ্গরাগে রঞ্জিত হয়ে ওঠে তাঁর কিরণ যেন। দেবারাধনার পর আশ্রমে ফিরে গেলাম।

তিনদিন কেটে গেল, সন্ধ্যাবেলা রাজা জয়সিংহ আশ্রমে এসে তাঁর মুকুট আমার চরণে রেখে করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আদেশ দিলাম, 'ভাগ্যক্রমে এই সিদ্ধির উপায় দৃষ্ট হয়েছে। এই জগতে নিরীহ ব্যক্তিকে কখনও লক্ষ্মী আশ্রয় করেন না, নিরলস ব্যক্তিরাই শ্রেয়কে লাভ করেন। তোমার অকলঙ্ক চরিত্র, শ্রদ্ধেয়দের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আকর্ষণ আমার হৃদয়কে আকৃষ্ট করেছে। সেইজন্য এই সরোবরটিকে তোমার উদ্দেশ্যে এমনভাবে সংস্কার করে রেখেছি যে আজ তোমার সিদ্ধিলাভ হবে। এই রাত্রে এখানে স্নান করবে। ডুব দিয়ে জলের গভীরে যতক্ষণ সম্ভব নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুয়ে থাকবে। তারপর জলের মধ্যে একটা আলোড়নের শব্দ শোনা যাবে। রাজহাঁসের দেহ পদ্মের কণ্টকে বিদ্ধ হলে তারা যে-ধরনের আর্তনাদ করে সেইরকম ধ্বনি। শব্দ থেমে গেলে সিক্ত শরীরে রক্তাভ দৃষ্টিতে তুমি বেরিয়ে আসবে। সকলের নয়ন আনন্দকর তোমার সেই পরিবর্তিত মূর্তি দেখে যক্ষ আর তোমার সামনে দাঁড়াতে পারবে না। রাজকন্যার হৃদয়ও মুহূর্তের মধ্যে তোমার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়বে। শত্রুরা হবে তোমার বশীভূত, পৃথিবী হবে তোমার করায়ত্ত, এ-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। যদি ইচ্ছা

কর তাহলে এ-ব্যাপারে শাস্ত্রজ্ঞ ও বিচক্ষণ অমাত্যদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পার। শত শত জালিক ও আস্থাভাজন ব্যক্তিদের দিয়ে পুষ্করণীর অভ্যন্তর পরীক্ষা করিয়ে নিতে পার। তাছাড়া বিশদণ্ড দূরে দূরে সৈনিকদের রক্ষার স্থানে স্থাপন করবে, কারণ বলা যায় না শত্রু কিভাবে সুযোগ গ্রহণ করবে।'—এই উক্তিগুলি জয়সিংহকে মুগ্ধ করল। কর্মচারীরাও এই ব্যবস্থায় কোন ছিদ্র না দেখে ও রাজকন্যা সম্পর্কে রাজার আগ্রহের কথা জেনে কোন বাধা দিল না। উদ্দেশ্যসাধনের জন্য দৃঢ়চিত্ত রাজাকে বললাম, 'রাজন্, এইদেশে আমরা বহুদিন বাস করেছি যদিও একস্থানে বহুদিন বসবাস শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। তবে তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেলে এখানে আর আমাদের দেখতে পাবে না। যে রাজ্যে অন্নপানাদি গ্রহণ করা হয় তার কিছু মঙ্গলজনক কাজ না করে যাওয়া আর্যোচিত আচরণ নয়। এই করণে এখানে দীর্ঘদিন অবস্থান করছি। আজ এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো।

এখন তুমি প্রাসাদে ফিরে যাও। উপযুক্ত সুগন্ধি জলে স্নান করে শুভ্রমাল্য অঙ্গরাগ ধারণ করে ব্রাহ্মণদের অর্চনা কর। তারপর রাত্রে বহুসংখ্যক উজ্জ্বল আলোর দ্বারা অন্ধকার দূর করে ইষ্টসাধনে ব্রতী হবে।'

রাজা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললেন, 'আমার এই সিদ্ধি হবে অসার্থক যদি আপনি এখানে না থাকেন। আমি কোন দোষ না করা সত্ত্বেও আপনার এই বিদায় গ্রহণ আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর। যাই হোক, গুরুজনদের ইচ্ছায় আপত্তি করা উচিত নয়।' এই বলে স্নানার্থে গৃহে ফিরে গেলেন।

আমি নির্জন রাত্রে সরোবরের তীরে এসে সেই গর্তে প্রবেশ করলাম ; তারপর এক ক্ষুদ্র ছিদ্রে কান দিয়ে বাইরে কি হচ্ছে শুনতে লাগলাম। অর্ধরাত্রে রাজা আমার উপদেশ অনুসারে সব ব্যবস্থা করে জালিকদের নিয়ে এসে জলের মধ্যে থেকে কাঁটা পাথর ইত্যাদি পরিচ্ছন্ন করে নিঃশঙ্ক চিত্তে ডুব দিলেন। বিপর্যস্ত কেশে নাসিকা ও কর্ণরন্ধ্র জলপূর্ণ হওয়ার পর তিনি যখন জলের গভীরে অবস্থান করতে লাগলেন তখন আমি কুমীরের মতো নিঃশব্দে জলতলে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম, তাঁর মাথা আমার বস্ত্রে ঢেকে ফেলে যমদণ্ডের মতো তাকে হাত ও পা দিয়ে আঘাত করতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর দেহ স্থির হয়ে গেল তখন টেনে এনে সেই গর্তে ঢুকিয়ে মুখ বন্ধ করে উঠে এলাম।

সৈনিকেরা এসে আমাকে দেখে পরিবর্তিত রাজা মনে করে স্তম্ভিত হয়ে গেল। রাজহস্তীতে আমাকে বসিয়ে রাজছত্র, দণ্ড, ধ্বজ ইত্যাদি সহ রাজকীয় মর্যাদায় ভূষিত করে পথ দিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে অগ্রসর হতে লাগল। রক্ষীদের দণ্ডকপ্রহারের ভয়ে সকলে পথ ছেড়ে দিল। প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে আনন্দে বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করলাম।

পরদিন প্রভাতে সূর্যমণ্ডলকে মনে হচ্ছিল যেন দিগ্‌লালসার রক্তমুকুর, যেন লাক্ষারঞ্জিত কুম্ভ। আমি প্রাভাতিক বিধি পালন করে সিংহাসনে উপবেশন করলাম। রত্নখচিত সেই আসনে উজ্জ্বলতা চতুর্দিকে বিকীর্ণ হচ্ছিল। উপস্থিত সভাসদেরা উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনের পর ভয়ে বিস্ময়ে অঙ্গ সঙ্কুচিত করে উপবেশন করছিলেন। সম্বোধন করে বললাম, 'প্রত্যক্ষ করুন সেই জিতেন্দ্রিয় যোগীর শক্তি। তাঁর চেষ্টায় আমার ইন্দ্রিয়সমূহ রজোগুণমুক্ত, ভ্রমরপূর্ণ পদ্ম সরোবরের সান্নিধ্যে পদ্মের পাপড়ির চেয়েও অধিকতর আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। আমার রূপ এবং সিদ্ধি লাভও সম্ভব

হয়েছে। আজ নাস্তিকদের মাথা লজ্জায় নত হয়ে গেল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মন্দিরে মন্দিরে নৃত্যগীতের মাধ্যমে দেবার্চনা করা হউক। রাজকোষ থেকে অর্থ নিয়ে দান করো দরিদ্রদের যাতে তাদের কষ্ট দূর হয়।'

সভাসদেরা বিস্মিত ও আনন্দিত হয়ে জয়ধ্বনিতে দশদিক মুখরিত করে তুলল। বলতে লাগল, 'আপনি আদি রাজের কীর্তি নিজ যশে পরাজিত করেছেন।' এইভাবে বারংবার স্তুতিবাদের পর তারা আমার আদিষ্ট কর্মে নিযুক্ত হলো।

কোন কার্যোপলক্ষ্যে প্রিয়ার অন্তরঙ্গ সখী শশাংকসেনা সেদিকে আসছিলেন, তাকে আহ্বান করে গোপনে বললাম, 'এই ব্যক্তিকে পূর্বে কখনও দেখেছেন কি?' সে অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ। স্মিত হেসে পরক্ষণেই সে নিজেকে সংযত করে নিল। চোখের কাজল ধুয়ে ঝরে পড়তে লাগল আনন্দাশ্রু, করজোড়ে বলল, 'যদি যাদুকরের যাদুর খেলা না হয় তাহলে কাকে দেখছি ভাল করেই জানি; বলুন কি করে এই ব্যাপার সম্ভব হলো?' আমি তার কাছে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলাম। তার মাধ্যমে কনকলেখাও সব কিছু জানতে পারলেন। আনন্দে অভিভূত হয়ে গেল তাঁর অন্তর। আমি রাজা কর্দনকে মুক্তি দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করলাম। তিনিও আমার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করে অনুগৃহীত করলেন। আমিই হলাম অন্ধ্র ও কলিঙ্গের অধিপতি। তারপর শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত অঙ্গরাজের সহায়তায় এসে সখাদের সঙ্গে আপনার (রাজবাহনের) দেখা পেয়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েছি।

রাজবাহন স্মিত হেসে তার কৌশলের জন্য অভিনন্দন জানালেন। বললেন, 'মহামুনির এই কাহিনী খুবই বিচিত্র। কঠিন তপস্যার ফল এ-জন্মেই ফলে গেল। যথার্থই বলা চলে যে প্রজ্ঞা ও সাহসের মিলনে অত্যন্ত সন্তোষজনক ফল লাভ হয়েছে।' এই কথা বলে রাজবাহন বহুশ্রুত বিশ্রুতের দিকে তাঁর কোমল নয়নের দৃষ্টি স্থাপন করে বললেন, 'এবার তাহলে আপনি নেমে আসুন।'

॥ শ্রীদণ্ডী-বিরচিত দশকুমারচরিতে 'মন্ত্রগুপ্তচরিত' নামে সপ্তম উচ্ছ্বাস সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × **অষ্টম উচ্ছ্বাস** × × × × × × × × × × × × ×

বিশ্রুতচরিত

বিশ্রুত বলতে লাগলেন—দেব আমি ভ্রমণ করতে করতে বিন্ধ্যারণ্যে উপস্থিত হলাম। সেখানে দেখলাম কূপের পাশে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর অষ্টম বর্ষীয় ক্লান্ত এক বালক বসে আছে। সে ভীত কণ্ঠে আমাকে বলল, 'মহাশয় আমি বিপন্ন, আপনার সাহায্য প্রার্থী। আমার একমাত্র আশ্রয় বৃদ্ধ ভৃত্য আমার পিপাসা নিবারণের জন্য জল তুলতে গিয়ে কূপের মধ্যে পড়ে গেছে। কিছুতেই তাকে উদ্ধার করতে পারছি না।' আমি (বিশ্রুত) এগিয়ে গিয়ে লতার দড়ি তৈরি করে কূপের ভিতর নিক্ষেপ করলাম; বৃদ্ধ সেই দড়ি অবলম্বন করে উপরে উঠে এল। বংশদণ্ডের নল তৈরি করে বালকটিকে জলপান করালাম ও তীর নিক্ষেপ করে গাছ থেকে 'লকুচ' ফল পেড়ে খেতে দিলাম। এইভাবে তাদের প্রাণ রক্ষা হলো। তারপর বৃক্ষতলে উপবিষ্ট বৃদ্ধকে বললাম,

'মহাশয়, কে এই বালক ? আপনার পরিচয় কি ? কিভাবেই বা এইরকম বিপদগ্রস্ত হলেন ?'

সে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'মহাভাগ, দয়া করে শুনুন। বিদর্ভ[১] নামে এক জনপদ আছে, সেখানে ভোজবংশের অলংকার, ধর্মের অবতার, বলবান, সত্যবাদী, বদান্য, বিনীত, সুশাসক,ভৃত্যরঞ্জক, কীর্তিমান, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, উন্নতিশীল,শাস্ত্রানুসারী, প্রজাদের কল্যাণকর্মে নিযুক্ত, বিদ্যোৎসাহী, প্রভাব-সম্পন্ন এক রাজা ছিলেন। তিনি অসম্বদ্ধ প্রলাপীদের কথায় কান দিতেন না। গুণের প্রতি কখনই বিতৃষ্ণা প্রকাশ করতেন না। কলাবিদ্যায় নিপুণ, ধর্মশাস্ত্র ও বেদবিষয়ে পারদর্শী, প্রত্যুপকারী, রাজকোষ, সৈন্য ও বাহন বিষয়ে সচেতন, বিভাগীয় অধ্যক্ষদের কাজের পরীক্ষক, কৃতীব্যক্তিদের দান ও উপহার প্রদানের দ্বারা উৎসাহদাতা, দেবী ও মানুষী বিবাদের প্রতিকার কর্তা, সন্ধি-বিগ্রহাদি ষড়-গুণ্যের[২] প্রয়োগ নিপুণ, মনুর নির্দেশ অনুসারে চতুর্বর্ণের প্রণেতা পুণ্যশ্লোক এই রাজার নাম পুণ্যবর্মা।

পুণ্যকর্মের দ্বারা পূর্ণ আয়ু লাভ করে এবং প্রজাদের পুণ্যহীন করে তিনি একদিন দেবলোকে গমন করলেন। তারপর রাজা হলেন তাঁর পুত্র সনন্তবর্মা। তিনি সমস্ত গুণে সমৃদ্ধ হলেও রাজনীতির বিশেষ সমাদর করতেন না। বসুরক্ষিত নামে বৃদ্ধ মন্ত্রী তাকে একদিন গোপনে বললেন, 'আপনার আভিজাত্য ও অন্যান্য সমস্ত গুণ রয়েছে। আপনার স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, নৃত্য, গীত, চিত্রকলা, কাব্য প্রতিভা ইত্যাদির দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে সকলকে অতিক্রম করেছে। কিন্তু এই বুদ্ধি অর্থ শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের দ্বারা সংস্কৃত না হওয়ার ফলে ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে যেমন অগ্নিতে শোধিত না হলে স্বর্ণ তার ভাস্বরতা হারায়। ঐশ্বর্যশালী অথচ অসংস্কৃত-বুদ্ধি রাজা অপরের দ্বারা অভিভূত হলেও বুঝতে অক্ষম হন। সাধ্য এবং সাধনার মধ্যে ক্ষমতার মূল্যায়ন করতে পারেন না। অবিবেচকের মতো কাজ করার ফলে নিজের এবং অপর লোকেদের কাছে অবমাননার পাত্র হন। তাঁর আজ্ঞা অবহেলিত হওয়ায় প্রজাদের মঙ্গলসাধনে তিনি অপারগ হয়ে ওঠেন, প্রজারা রাজার শাসন লঙ্ঘন করে যথেচ্ছাচারণ করায় রাজ্যের সকল শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। বিশৃংখল প্রজা নিজেদের এবং রাজার ইহজগতে ও পরলোকে পতনের কারণ হয়।

তাছাড়া অর্থশাস্ত্রের আলোকে প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করলে লোকযাত্রা সফল হয়, শাস্ত্রই সেই দিব্যদৃষ্টি দান করে যার দ্বারা অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত অথচ বিশাল নয়ন বিশিষ্ট ব্যক্তিও অন্ধের তুল্য। অতএব বাহ্য বিদ্যাগুলির প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে রাজনীতি রূপ কুলবিদ্যার প্রতি মনোযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। শাস্ত্র অনুসারে আচরণের দ্বারা শক্তি ও সিদ্ধিলাভ করে অপ্রতিহতভাবে সমুদ্র মেখলা পৃথিবী শাসন করুন।' একথা শুনে রাজা বললেন, 'গুরুজনের এই উপদেশ যথার্থ, এইরূপ আচরণই করা উচিত।' তারপর অন্তপুরে প্রবেশ করলেন। পুরনারীদের এই কথা বলার সময় নিকটে উপবিষ্ট রাজার বাল্যসঙ্গী বিহারভদ্র সব শুনলেন। বাকপটুতার জন্য তিনি রাজার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। নৃত্য-গীত-বাদ্যে সুদক্ষ বারনারী পরায়ন, চতুর ও বাচাল, বাঁকা কথায় ওস্তাদ, পরিহাস প্রিয়, পরনিন্দায় আগ্রহী, ছলনায় পণ্ডিত, মন্ত্রীদের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণকারী সমস্ত রকম দুর্নীতির আচার্য, কামতন্ত্রের কর্ণধার বিহারভদ্র

মৃদু হেসে রাজাকে বললেন, 'দেব, যখন কেউ দৈবানুগ্রহে কিছু সৌভাগ্য লাভ করে, তখন ধূর্তেরা তাকে নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করে থাকে। এই জন্যই মৃত্যুর পর অভ্যুদয় লাভের আশায় অনুপ্রাণিত করে মাথা মুন্ডনের বিধান দেয়, কুশতৃণে আবদ্ধ করে, মৃগচর্মের আচ্ছাদন পরিয়ে ননী দিয়ে গাত্র মার্জনার পর অনশনে শয়ন করতে বাধ্য করে তার সব কিছু আয়ত্ত করে নেয়। এদের চেয়েও যারা ঘোরতর পাষণ্ড তারা তাকে বাধ্য করবে স্ত্রী, পুত্র, এমনকি জীবনও বিসর্জন দিতে। যদি কোন চতুর ব্যক্তি এইরকম মৃগতৃষ্ণিকার বিনিময়ে সব কিছু বিসর্জন দিতে না চায় তাহলে তারা তাকে ঘিরে বলতে থাকবে—আমরা একপণ কড়িকে লক্ষ মুদ্রায় পরিণত করতে পারি, অস্ত্রবিনাই সব শত্রুকে নির্মূল করতে পারি। মরণশীল দেহধারী সাধারণ মানবকেও রাজচক্রবর্তীতে পরিবর্তিত করা সম্ভব হয় আমাদের নির্দেশ পালন করলে। যদি কেউ প্রশ্ন করে কিরকম এই পন্থা ? তারা উত্তরে বলে থাকে—রাজবিদ্যা চারপ্রকার[৩] তিনবেদ বিষয়ে জ্ঞান (ত্রয়ী), কৃষিবাণিজ্যাদির বিদ্যা (বার্তা), আত্মবিজ্ঞান (আন্বীক্ষিকী) ও রাজনীতি (দণ্ড-নীতি)। প্রথম তিনটি বিষয় খুবই ব্যাপক, অথচ ফললাভ ঘটে ধীরে ধীরে। অতএব শুধু দণ্ড-নীতিই অধ্যয়ন করা বাঞ্ছনীয়। অধুনা আচার্য বিষ্ণুগুপ্ত[৪] মৌর্য রাজার প্রয়োজনে ছয় হাজার শ্লোকে সংক্ষেপে এই শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করেছেন। এই গ্রন্থ ভাল করে পাঠের পর যথাযথ আচরণ করা হলেই প্রার্থিত ফললাভ সম্ভব। সেই রাজাও এই উপদেশ মেনে নিয়ে শাস্ত্র অধ্যয়ন ও শ্রবণে নিমগ্ন থেকে বার্ধক্যে উপনীত হন। কারণ, এই শাস্ত্র ভাল করে জানতে হলে আর সব শাস্ত্রে জ্ঞান লাভের প্রয়োজন দেখা দেয়। যাই হোক, অল্প বা দীর্ঘ সময়ে হয়তো এই শাস্ত্রজ্ঞান সম্ভব হলো। তারপরে আর স্ত্রী-পুত্রের উপরও বিশ্বাস থাকবে না। পেট ভরানোর ব্যাপারেও নীতি অনুসরণ করা হবে—এইটুকু অন্নের জন্যে এই পরিমাণ তণ্ডুলের প্রয়োজন, পাকের জন্যে এই ইন্ধনই যথেষ্ট —এইভাবে সব হিসাবমত মেপে দিতেই ব্যস্ত হয়ে পড়বেন।

রাজাকে প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে প্রাতকৃত্যাদির পরে প্রথম প্রহরেই দিনের আয়ব্যয়ের হিবাব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে। শোনার সময়ই রাজার চোখে ধুলো দিয়ে ধূর্ত অধ্যক্ষেরা দ্বিগুণ লাভ করবে। চাণক্য যদিও আহরণের চল্লিশটি উপায় নির্দেশ করে গেছেন, তারা কিন্তু অপহরণের সহস্র উপায় উদ্ভাবন করে ফেলবে।

দ্বিতীয় প্রহরে কলহপরায়ণ প্রজাদের অভিযোগ শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যাবে। বিচারকরা ইচ্ছা মতো জয়-পরাজয়ের বিধান নিয়ে নিজেদের অর্থলাভের পথ সুগম করলেও রাজাকে পাপে লিপ্ত করে ফেলেন।

তৃতীয় প্রহর স্নানাহারের সময় কিন্তু আহার্য যতক্ষণ পরিপাক না হয় ততক্ষণার্থ থাকে বিষের ভয়।

চতুর্থ প্রহরে স্বর্ণ গ্রহণের জন্য বসে থাকার পালা। পঞ্চমে তপ্ত মন্ত্রণায় যথেষ্ট মানসিক ক্লেশ অনুভব করতে হয়। মন্ত্রীরা এইগুলি উপস্থাপিত করার সময় যদিও নিরপেক্ষতার ভাণ করেন তবু তাঁদের নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়েই থাকে। চর ও দূতদের বিবরণ রাজার সামর্থ ও অসামর্থের বিষয়, দেশ এবং কালের অবস্থা—সব কিছুই নিজেদের ইচ্ছামতো দোষ-গুণ দেখিয়ে পরিবর্তিত ভাবে তাঁরা বিবৃত করেন। এবং বন্ধু ও শত্রু সবার কাছ থেকে অর্থপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করেন। বাইরে

এবং ভিতরে গোপনে রাজার বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়ে প্রকাশ্যে তা প্রশমিত করে অসহায় রাজাকে নিজেদের করায়ত্ত করে রাখেন।

ষষ্ঠ প্রহরে রাজা নিজের ইচ্ছামতো কিংবা মন্ত্রীদের সঙ্গে বিহার করতে পারেন। তাঁর এই স্বৈর বিহারের সময় মাত্র দেড়ঘণ্টা।

সপ্তম প্রহরে চতুরঙ্গ[৫] সৈন্যবাহিনী পর্যবেক্ষণ। অষ্টম প্রহরে সেনাপতিদের সঙ্গে নিজের শক্তি পর্যালোচনার পরিশ্রম।

সন্ধ্যার প্রথম প্রহরে সন্ধ্যা আহ্নিকের পর গুপ্তচরদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং তাদের মাধ্যমে শত্রুদের প্রতি নিষ্ঠুরভাবে অস্ত্র প্রয়োগ, অগ্নি সংযোগ বা বিষ প্রয়োগের নির্দেশ প্রদান। রাত্রির দ্বিতীয় ভাগে আহারাদির পর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সঙ্গে বেদপাঠ, তৃতীয় ভাগে তূর্য ধ্বনির পর তাঁর শয়নের সময়, চতুর্থ ও পঞ্চম ভাগ পর্যন্ত। কিন্তু অসংখ্য চিন্তায় উদ্বিগ্ন চিত্তে তাঁর আর নিদ্রাসুখ লাভের সৌভাগ্য হবে কি করে?

ষষ্ঠ যামে আবার শুরু হলো শাস্ত্রচিন্তা, কার্যচিন্তা। সপ্তমে দূতপ্রেরণ ইত্যাদি ব্যাপারে মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ। এই দূতেরা দুদিক থেকেই অর্থ আদায় করেন, পথে বাণিজ্যও চলতে থাকে কারণ এঁদের শুল্কে ভয় নেই।[৬] কিছু করণীয় না থাকলেও তুচ্ছ কাজ খুঁজে নিয়ে এঁরা অনবরত ভ্রমণ করতে থাকবে।

অষ্টম যামে পুরোহিতেরা রাজাকে বলবেন—রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখেছি—গ্রহ কুপিত, লক্ষণগুলি অশুভ, অতএব শান্তি, স্বস্ত্যায়ন করা হোক। হোমের দ্রব্যাদি সব স্বর্ণময় হওয়া উচিত। এইভাবে অনুষ্ঠান করলেই শুভ ফল হবে। ব্রহ্মের তুল্য এইসব ব্রাহ্মণ এঁদের দ্বারা স্বস্ত্যায়ন করালেই কল্যাণ। এঁরা পবিত্র, বহু সন্তানের পালক, সর্বদা যাগযজ্ঞে নিরত এবং বীর্যবান। এঁরা কোন প্রতিগ্রহ করেননি। এঁদের দান করলে স্বর্গলাভ, আয়ুবৃদ্ধি ও অরিষ্টনাশ অবশ্যম্ভাবী। এই বলে তাঁদের বহু অর্থদানের ব্যবস্থা করে পুরোহিতেরা দুদিক থেকেই লাভবান হবে।

এইভাবে দিবারাত্র লেশমাত্র সুখ না পেয়ে বহু কর্মভারে জর্জরিত হয়ে দণ্ড-নীতিজ্ঞ রাজার কাছে রাজচক্রবর্তীত্ব দূরে থাক, নিজের রাজ্য রক্ষাই দুরূহ হয়ে উঠবে। যা দান করবেন, যার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন বা প্রিয় বাক্য বলবেন—সব কিছু উদ্দেশ্যমূলক হওয়ায় কেউই বিশ্বাস করতে পারবেন না। অবিশ্বাস অলক্ষ্মীর জন্ম-ভূমি। লোকযাত্রার জন্য যতটুকু নীতি প্রয়োজন ততটুকুই গ্রহণযোগ্য। সব ব্যাপারেই শাস্ত্রনিষ্ঠ হওয়ার প্রয়োজন। স্তন্যপায়ী শিশুও বিভিন্নভাবে জননীর বক্ষ থেকে দুগ্ধপান করে নিতে পারে। অতএব দণ্ড-নীতির যন্ত্রণা দূর করে দিয়ে যতদূর সম্ভব ইন্দ্রিয়সুখ অনুভব করুন। যাঁরা এই বলে উপদেশ দেয়—এইভাবে ইন্দ্রিয় জয় করতে হবে—কাম ক্রোধাদি রিপু ত্যাগ করতে হবে—সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড-নীতি শত্রু ও মিত্রের প্রতি প্রয়োগ করতে হবে, সন্ধি বিগ্রহাদির চিন্তায় কাল কাটাতে হবে, সুখকে স্বল্প অবকাশ দেওয়াও চলবে না, সেই বকধার্মিক মন্ত্রিরাই আপনার কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তা দিয়ে গণিকালয়ে কাল যাপন করেন। শুক্র, অঙ্গিরস, অক্ষবাহু, দানিপুত্র, পরাশর প্রমুখ শাস্ত্রকারদের কথাই ধরা যাক। তাঁরা কি ষড়-রিপু জয় করতে পেরেছিলেন? কিংবা শাস্ত্র অনুসারেই কি সব কাজ করতেন। তাঁরাও প্রারব্ধ কার্যে কখনও সিদ্ধি, কখনও বা বিফলতা লাভ করেছেন। আবার এমন অনেকে আছেন যাঁরা বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন

করা সত্ত্বেও মূর্খদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকেন। প্রভু, আপনার তো সবই আছে— শ্রেষ্ঠবংশ, নবীন বয়স, দর্শনীয় রূপ, অপরিমেয় সম্পদ। রাষ্ট্রনীতির প্রতি অতি মনোযোগ দিয়ে এই সমস্ত কিছুই বৃথা নষ্ট করবেন না, কারণ এই নীতি অবিশ্বাসের মূল, ভোগ-সুখের অন্তরায় এবং সংশয়ের জনক। আপনার দশসহস্র হস্তী, তিন লক্ষ অশ্ব, অসংখ্য পদাতিক আছে। আপনার রাজকোষ স্বর্ণ ও রত্নে পরিপূর্ণ, প্রজারা সহস্র যুগ ভোগ করলেও শস্যাগার শেষ করতে পারবে না—এই সমস্ত কি পর্যাপ্ত নয় যে আরও প্রাপ্তির জন্য প্রয়াস করতে হবে? জীবন খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং উপভোগের সময় আরও স্বল্প। মূর্খরাই শুধু উপার্জনের আশায় নিজেদের বিনষ্ট করে এবং যখন ধনার্জন শেষ হয় তখন আর অর্জিত সম্পদের উপভোগের সময় থাকে না। আর বেশি কি বলব? ভার বহনে পটু ভক্তিমান ব্যক্তিদের হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করে অপ্সরাতুল্য অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে নৃত্য, গীত, পান-প্রমোদের মাধ্যমে ঋতুতে ঋতুতে নবরূপে জীবন উপভোগ করুন, লাভ করুন দৈহিক আনন্দ।' এই কথা বলে বিহারভদ্র আভূমি নত হয়ে অঞ্জলিবন্ধ মস্তকে রাজাকে প্রণাম করল। অন্তঃপুর ললনারা উৎফুল্ললোচনে হেসে উঠলেন। রাজা মৃদু হেসে বললেন, 'ওঠ, আমাকে উপদেশ দিয়ে তুমিই তো গুরুদেব হয়ে উঠলে! তবে কেন ভূমিশয্যা গ্রহণ করে বিপরীত আচরণ করছ।' —এই বলে বিহারভদ্রকে উঠিয়ে নিজে প্রমোদ ক্রীড়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দিন যায়, রাজাকে প্রত্যহের সব কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে দিতে চেষ্টা করেন বৃদ্ধ মন্ত্রী, কিন্তু মুখে সায় দিলেও মনে মনে রাজা তাঁর উপদেশ অবজ্ঞা করেন। তখন মন্ত্রী ভাবলেন, 'হায়, মোহগ্রস্ত হয়ে আমি মূর্খতারই পরিচয় দিচ্ছি। রাজার অরুচিকর বিষয়ে উপদেশ দেওয়ায় আমি এখন চক্ষুশূলে পরিণত হয়েছি। স্পষ্টতই আমার প্রতি তাঁর ব্যবহার আর আগের মতো নেই। আমার দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করেন না, স্মিতভাষণে আলাপও করেন না, কোন গোপন ব্যাপার প্রকাশ করেন না, হাতের স্পর্শ দিতেও কুণ্ঠিত, বিপদে কোন অনুকম্পা দেখান না, উৎসবে আমন্ত্রণ করেন না, উপহার প্রেরণ স্থগিত, আমার কোন ভাল কাজও গণ্য করেন না, পারিবারিক কুশল প্রশ্নও পরিত্যক্ত। আমার পক্ষের লোকেদের কোন গুরুত্বই দেন না, কোন কর্ম সম্পাদনের ব্যাপারে আমাকে গ্রহণ করেন না, এমনকি অন্তঃপুরের প্রবেশাধিকার থেকেও আমায় বঞ্চিত করেছেন।

অপরপক্ষে আমায় নিযুক্ত করছেন অযোগ্য কাজে, আমার আসন অপরকে গ্রহণ করার অনুমতি দিচ্ছেন, আমার শত্রুদের উপর প্রসন্নতা দেখাচ্ছেন, আমার কথার উত্তর দিতে অনিচ্ছুক। আমার সমান দোষ করলেও অপরকে উপেক্ষা করে আমাকে উপহাস করছেন। তাঁর মত অনুসারে কথা বললেও আমার বক্তব্য অবহেলা করছেন, মূল্যবান উপহার প্রেরণ করলেও তাঁর সমাদর করছেন না। মূর্খদের দিয়ে অপমান করাচ্ছেন। চাণক্য যথার্থই বলেছেন মনোভাবের অনুরূপ হলে অনর্থকারী পরামর্শও রাজার কাছে আদরণীয় হয়, অপরদিকে জ্ঞানগর্ভ পরামর্শ চিত্তবৃত্তির অনুসারী না হলে দোষাবহ রূপে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তাহলে কি আর করা যাবে! অবিনীত হলেও পিতৃ-পিতামহের দ্বারা অনুসৃত এই বংশের রাজাকে তো আমি পরিত্যাগ করতে পারি না! তবে আমি আর কি উপকার করতে পারি, কারণ তিনি তো আমার কোন উপদেশই শোনেন না। অশ্মক[১] রাজনীতিজ্ঞ বসন্তভানুর হাতেই এই রাজ্য চলে যাবে। অবশ্য যদি অবশ্যম্ভাবী বিপদ তাঁকে প্রকৃতিস্থ করতে পারে। যাইহোক, যা

অনর্থ ঘটায় ঘটুক, আমি শুধু উপদেশদানে উৎসুক আমার জিহ্বাটিকে সংযত করে নিজের পদ স্থির রাখার চেষ্টা করি।

মন্ত্রীর যখন এইরকম অবস্থা, আর রাজাও যখন কামকলার চর্চায় ব্যস্ত তখন অশ্মক রাজার অমাত্য ইন্দ্রপালিতের পুত্র চন্দ্রপালিত পিতা কর্তৃক নির্বাসিত হয়েছেন —এই ছলনায় বিদর্ভে উপস্থিত হলেন। তাঁর সঙ্গে এল বহু গায়ক, নর্তক, ছদ্মবেশী গুপ্তচর কিংকর। নানারকম ক্রীড়ার মাধ্যমে বিহারভদ্রকে জয় করে নিয়ে রাজদরবারে স্থান করে নিলেন। সুযোগ পাওয়া মাত্র রাজা যে-ধরনের প্রমোদ ভালবাসতেন তার প্রশংসা আরম্ভ করে দিলেন; শিকারের বিষয়ে বলতে লাগলেন, 'দেব, মৃগয়ার মতো উপকারী আর কিছুই নাই। ব্যায়াম হিসাবে শ্রেষ্ঠ এই ক্রীড়ার দ্বারা গতির দ্রুততা বর্ধিত হয়, ফলে প্রয়োজন দেখা দিলে সহজে বহুদূর অতিক্রম করা যায়, শ্লেষ্মার আধিক্য কমে, আরোগ্যের মূল কারণ সৃষ্টি হয়, অগ্নিমান্দ্য দূর করে, মেদ বিনাশ করে, অঙ্গগুলি দৃঢ় সহিষ্ণু এবং লঘু হয়ে ওঠে। এর ফলে প্রচণ্ড গরম এবং চরম শীত সহ্য করার শক্তি বাড়ে, ক্ষুধাতৃষ্ণা বর্ধিত হয়। পশুদের মনের ভাব বোঝার পক্ষেও সহায়ক হয়। হরিণ, গরু, মহিষ ইত্যাদি বধের দ্বারা শস্যহানিতে বাধার সৃষ্টি হয়, ব্যাঘ্রজাতীয় হিংস্র পশু নিধনের ফলে স্থলপথ নিরুপদ্রব হয়, অরণ্য বা পার্বত্য অঞ্চলের সম্পদ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া যায়, অরণ্যের পথ বিপদমুক্ত হয়, উৎসাহ শক্তির সৃষ্টি হয়, শত্রুরও সন্ত্রাস হওয়ায় মৃগয়া বহুগুণের আধার[৮]।

দ্যূতক্রীড়াতেও যথেষ্ট সুফল আছে। দ্রব্যসমূহ তৃণের মতোই ত্যাগ করার ফলে ঔদার্য প্রকাশিত হয়, জয়-পরাজয় সবই ক্ষণস্থায়ী হওয়ায় হর্ষ ও বিষাদ কোন কিছুই বেশিক্ষণ অভিভূত করতে পারে না। ক্রোধ বৃদ্ধি পাওয়ায় পৌরুষ জাগ্রত হয়। বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়—কারণ পাশা খেলতে গেলে দুর্লক্ষ্য কূটকৌশল অবলম্বন করতেই হবে। একটি বিষয়ে মনোসংযোগ করার ফলে একাগ্রতাও বাড়ে। এই অধ্যবসায় থেকে আসে সাহস। আর কেউ সহজে তাকে প্রভাবিত করতে পারবে না, বহু রূঢ় পুরুষের সান্নিধ্যে আসার ফলে নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়। আবার মান বাঁচানো ও শরীর রক্ষা সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার শিক্ষালাভ হয় এই পাশাখেলা থেকেই।

বারাঙ্গনা-ভোগের দ্বারা অর্থ ও ধর্ম—দুই উদ্দেশ্যই সাধিত হয়। পূর্ণ হয় পৌরুষের অভিমান, মনোভাব বোঝার শক্তি বেড়ে যায়, লোভ এসে বাধা দিতে পারে না কোন প্রচেষ্টাকে। আর সমস্ত কলাবিদ্যাতে নিপুণতা জন্মায়। অপ্রাপ্য নায়িকাকে পাওয়ার প্রয়াস, প্রাপ্তাকে রক্ষণ, সুরক্ষিতাকে উপভোগ এবং উপভুক্তাকে সন্তুষ্টকরণ ইত্যাদি ব্যাপারের মাধ্যমে বুদ্ধি ও বাক্যের পটুত্ব অর্জিত হয়। দেহ মার্জিত করে সুসজ্জিত করায় লোকের সম্মান লাভ করা যায়। বন্ধুদের ভালবাসা ভৃত্যাদি পরিজনদের শ্রদ্ধা অর্জন সম্ভব হয়। ভাষণের সুমিষ্টতা; ব্যবহারের দাক্ষিণ্য, বীর্যের আধিক্য সব কিছুই পাওয়া যায় নারী-সম্ভোগে। তাছাড়া সন্তান উৎপাদনের দ্বারা ইহলোক ও পরলোকে কল্যাণ লাভ করা যায়।

মদ্যপানকেও দোষাবহ বলা চলে না, কারণ এর দ্বারা রোগ দূর হয়, যৌবন দীর্ঘস্থায়ী হয়! অহঙ্কার জাগরিত হওয়ায় বহু দুঃখ দূর করা যায়, কামনা প্রজ্বলিত হওয়ায় নারী-সম্ভোগের শক্তি বাড়ে, অপরাধ মার্জনা করায় মনের অশান্তি দূর হয়। প্রলাপভাষণ সত্ত্বেও পানাসক্ত ব্যক্তিকে মানুষ বিশ্বাস করে কারণ তার শঠতা থাকে

না। হিংসাশূন্য হওয়ায় মনে আনন্দ থাকে—ইন্দ্রিয়ানুভূতিও বৃদ্ধি পায়।

দানশীলতাহেতু বন্ধু লাভ করা যায়, অনুপম লাবণ্য ও অতুলনীয় বিলাসের অধিকারী হওয়া সম্ভব হয়, যুদ্ধক্ষেত্রেও সাহস বর্তমান থাকে।

বাক্‌পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য ও অর্থদূষণ (রুক্ষকথা, তীক্ষ্ণদণ্ড, অর্থের অন্যায় ব্যবহার) দোষ" রূপে স্বীকৃত হলেও প্রয়োজন বুঝে প্রয়োগ করলে উপকার হতে পারে। কারণ রাজা যদি মুনি-ঋষিদের মতো শান্তিপ্রিয় হন তাহলে শত্রুকে দমন করতে পারবেন না, ফলে যথাযথভাবে রাজ্যশাসনও সম্ভব নয়।'

এত কথা বলে চন্দ্রপালিত বিরত হলেন। রাজাও তাঁর উপদেশ গুরুবাক্যের মতোই অনুসরণ করতে লাগলেন; রাজার অনুচরেরাও সব সংযম দূর করে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠল, ইচ্ছামতো পাপাচরণ করতে লাগল। সকলেই সমান দোষী হওয়ায় কেউ কারও ছিদ্র অন্বেষণের চেষ্টা করল না। রাজা প্রজা সব সমান হওয়ায় সব ফল উপভোগ করতে লাগল বিভাগীয় অধ্যক্ষেরা। ক্রমশ আয়ের পথ সংকুচিত হয়ে ব্যয় বেড়ে যেতে লাগল বহুগুণ, একই রকম চরিত্র বিশিষ্ট সামন্তরাজা ও পৌর প্রধানেরা রাজার বিশ্বস্ত হয়ে উঠল। পত্নীসহ তারা আমন্ত্রিত হতে লাগল পান অনুষ্ঠানে, রাজাও তাদের স্ত্রীদের নিয়ে বিহার করতে লাগলেন। ভয় দূর হওয়ায় এরাও অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গসুখ উপভোগ করতে লাগল। কুলাঙ্গনারাও স্বামীদের অবহেলা করে কুলটাদের মতোই আচরণ করতে লাগল। এইসব ব্যাপার থেকে কলহ বৃদ্ধি পেতে লাগল, দুর্বলেরা সবলের দ্বারা আক্রান্ত হতে লাগল। ধনীর ধন তস্করেরা অপহরণ করে নিল, প্রমাণের ভয় না থাকায় পাপের পথ প্রশস্ত হয়ে গেল। আত্মীয়-বন্ধু নিহত হওয়ায়, ধনরত্ন বিনষ্ট হওয়ায়, হত্যা ও বন্দীদশায় জর্জরিত হয়ে প্রজারা মুক্ত কণ্ঠে ক্রন্দন করতে লাগল। অযথা দণ্ডের ফলে দেখা দিল ভয় ও ক্রোধ! যাদের ধন নষ্ট হলো তারা হয়ে উঠল লোভী। তেজস্বীরা অপমানে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। শত্রুর ভেদনীতি প্রসার লাভ করল।

তারপর অশ্মকরাজের গুপ্তচরেরা বিষ প্রয়োগ ও আরও নানা উপায়ে অনন্তবর্মার বাহিনীকে দুর্বল করে ফেলল। প্রধান যোদ্ধাদের নানাভাবে বিনষ্ট করল। শিকারের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের সংকীর্ণ পর্বত উপত্যকায় এনে শুকনো ঘাস বাঁশ ইত্যাদি দিয়ে দিয়ে প্রবেশপথ রুদ্ধ করে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো; বাঘ শিকারের উৎসাহ দিয়ে বাঘের মুখেই ফেলে দেওয়া হতে লাগল, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর শিকারীকে কুয়োর কাছে নিয়ে যাওয়ার ছলনায় দূরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হলো, তৃণগুল্মে আচ্ছন্ন গর্তে ফেলে দেওয়া হলো, পায়ে কাঁটা ফুটে গেলে কাঁটা তুলে ফেলার ছলনায় বিষাক্ত ছুরি দিয়ে ক্ষত সৃষ্টি করে নিধন করা হলো। বিচ্ছিন্নভাবে একাকী ভ্রমণকারী ব্যক্তিকেই সহজেই বিনষ্ট করা হলো।

পলাতক হরিণকে তীর বিদ্ধ করায় উৎসাহিত করে শিকারীকেই তীর ছুঁড়ে নিধন করা হলো। বাজি ধরে খুব উঁচু পর্বতের চূড়ায় উঠিয়ে সেখান থেকে তাদের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হতো। অরণ্যে অল্প সৈনিক দেখলে বনচর সেজে তাদের সংহার করত।

পাশা খেলা, পাখির লড়াই বা যাত্রা উৎসব ইত্যাদিতে জোর করে ঢুকে পড়ে নাগরিকদের মধ্যে রেষারেষির সৃষ্টি করে দিত। গূঢ় উপায়ে কোন কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে তাতে নাগরিকদের দোষী করে তাদের উপর বিক্রম প্রকাশ করত, বন্ধুত্বের ভান করে পরস্ত্রীদের জার সংগ্রহ করে জার বা স্বামী অথবা দুজনকেই হত্যা করে

নাগরিকদেরই দায়ী করত। মায়াবিনীদের সাহায্যে নাগরিককে সংকেত স্থানে ভুলিয়ে এনে আগে থেকেই আত্মগোপন করে থাকত ও পরে নাগরিকের মৃত্যু ঘটাত। গুপ্ত-ধনের বা মন্ত্রসিদ্ধির লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে এসে হত্যা করে প্রচার করা হলো —গর্ত খুঁড়তে গিয়ে বা মন্ত্রলাভ করতে গিয়ে ওই ব্যক্তি দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। কিছু লোককে মত্ত হস্তীতে আরোহণে বাধ্য করে তাদের বাঁচার কোন উপায় না রেখে হস্তীকে উত্তেজিত করে নগর প্রধানদের উপর দিয়ে চালিয়ে দিত। যারা সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে বিবাদে লিপ্ত এই গুপ্তচরেরা তাদের গোপন হত্যা করে প্রতিপক্ষের ওপর দোষ চাপিয়ে দিত। সামন্ত বা পৌরজনদের মধ্যে যারা যথেচ্ছাচারী তাদের গোপনে বিনাশ করে প্রকাশ্যে তাদের শত্রুদেরই দায়ী বলে ঘোষণা করে দিত।

কিছু লোককে দিবারাত্র মায়াবিনী অঙ্গনাদের সাহচর্যে রেখে অতিরিক্ত উপভোগের ফলে রাজযক্ষ্মা উৎপাদনে সমর্থ হলো। বস্ত্রে, অলঙ্কারে, মালায়, অনুরাগে কৌশলে বিষ মাখিয়ে প্রেরণ করে, চিকিৎসার ছলে রোগ বাড়িয়ে দিয়ে ও আরো নানা রকম কৌশলের দ্বারা অশ্মকরাজ বসন্তভানুর নিযুক্ত গুপ্তঘাতকেরা অনন্তবর্মার বাহিনীর বীরদের বিনষ্ট করে জর্জরিত করে তুলল।

বসন্তভানু বনবাসীর[১০] রাজা ভানুবর্মাকে উৎসাহিত করে অনন্তবর্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করালেন। রাজ্যের সীমান্ত আক্রান্ত হওয়ায় অনন্তবর্মা সৈন্যসজ্জা করলেন। সামন্তরাজাদের মধ্যে বসন্তভানুই তখন অনন্তবর্মার সাহায্যে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে প্রিয় হয়ে উঠলেন। অন্য সামন্তরাও এসে মিলিত হলো। শত্রুর বিরুদ্ধে যাত্রা করে নর্মদাতীরে শিবির স্থাপন করলেন।

সেই সময়ে মহাসামন্ত কুণ্ডলাধিপতি[১১] অবন্তিদেবের নিজ দলভুক্তা 'ক্ষমাতলোর্বশী' নামে নৃত্যকলা পটিয়সী এক নর্তকীর নৃত্য দর্শন করলেন অনন্তবর্মা। চন্দ্রপালিত এর যথেষ্ট প্রশংসা করেছিল। অতিশয় আকৃষ্ট হয়ে প্রাণমত্তা এই নর্তকীকে উপভোগ করলেন অনন্তবর্মা। অশ্মকরাজ কুণ্ডলাধীশকে গোপনে বললেন, 'এই প্রমত্ত রাজা আমাদের নারীদেরও স্পর্শ করেছেন! এই অপমান আর কতদিন সহ্য করা যায়। আমার একশত, আপনার পাঁচশত হস্তী আছে। আমরা দুজনে মিলে মুরলেশ[১২] 'বীরসেন', ঋষিকেশ্বর 'একবীর', কোঙ্কনপতি 'কুমারগুপ্ত' ও নাসিক্যরাজ[১৩] 'নাগপাল'-কে বুঝিয়ে দলে টানি। তাঁরাও অবশ্যই রাজার অবিনয় সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে আমাদের সমর্থন করবেন। আর বনবাসীরাজ ভানুবর্মা তো আমার প্রিয়বন্ধু। তিনি যখন সামনে থেকে আক্রমণ করবেন অনন্তবর্মাকে আমরা তখন পশ্চাৎ থেকে আঘাত করব।' আনন্দিত কুণ্ডলাধীশ সম্মতি দিলেন। তখন বসন্তভানু রাজাদের কাছে মূল্যবান বস্ত্র, স্বর্ণময় রক্তবর্ণ শাল ইত্যাদি উপঢৌকন পাঠিয়ে বিশ্বস্ত পুরুষের মাধ্যমে গোপন সংবাদ প্রেরণ করলেন। সামন্তরা মন্ত্রণা করে তাঁদের স্বীকৃতি জানালেন।

পরদিন সামন্তদেব ও বনবাসী রাজা ভানুবর্মার মিলিত আক্রমণে অনন্তবর্মার বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ল। বসন্তভানু তাঁর বিশীর্ণ কোষ বাহন অনুগ্রহণ করে প্রস্তাব করলেন যে প্রথমে সকলে নিজ বল অনুসারে ভাগ করে নেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তাতেই তিনি সন্তুষ্ট হয়ে থাকবেন। এই নীতিতে সকলকে খুশি করে ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে সামন্তরাজাদের নিজেদের মধ্যে বাধিয়ে দিল বিবাদ। তারপর তাদের দুর্বলতার সুযোগে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে সর্বস্ব নিজে আত্মসাৎ করলেন,

যৎসামান্য ভানুবর্মাকে দিয়ে অধিকার করলেন অনন্তবর্মার সমস্ত রাজ্য।

ইত্যবসরে বৃদ্ধমন্ত্রী বসুরক্ষিত কয়েকজন মৌলমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শের পর এই বালককুমার ভাস্করবর্মাকে, এর ত্রয়োদশ বর্ষীয়া জ্যেষ্ঠ ভগিনী মঞ্জুবাদিনী ও এদের মা মহাদেবী বসুন্ধরাকে গোপনে সরিয়ে দিয়েছিলেন। পরে অতিশয় ক্লেশের ফলে প্রচণ্ড দাহজ্বরে বসুরক্ষিতের মৃত্যু ঘটে। তখন আমাদের মিত্ররা পুত্রকন্যাসহ দেবী বসুন্ধরাকে মাহিষ্মতী[১৪] নগরীতে অনন্তবর্মার বৈমাত্রেয় ভাই মিত্রবর্মার কাছে নিয়ে গেল, কিন্তু মিত্রবর্মা ভ্রাতৃবধূর প্রতি অনার্যের মতো কামনা প্রকাশ করায় দেবীর ভর্ৎসনা লাভ করল। নিষ্ঠুর মিত্রবর্মা ভাবল, 'অখণ্ড চরিত্রা বসুন্ধরা পুত্রকেই রাজা করতে চান, সুতরাং এই বালককে হত্যা করতে হবে।' একথা জেনে দেবী আমাকে বললেন, 'নালীজঙ্ঘ, কুমারকে কোন নিরাপদ স্থানে নিয়ে চলে যাও। যদি বেঁচে থাকি আমিও অনুসরণ করব। তোমাদের নিরাপত্তার সংবাদ আমাকে জানিও।'

কোনমতে জনসঙ্কুল রাজপ্রসাদ থেকে কুমারকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম; পৌঁছালাম বিন্ধ্যারণ্যে। পায়ে হাঁটার ফলে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ায় তাকে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য এক ঘোষপল্লীতে কয়েকদিন কাটালাম, কিন্তু সেখানেও রাজপুরুষদের আক্রমণের ভয় থাকায় আরও দূরে চলে এলাম। এখন এখানে কুমার দারুণ পিপাসার্ত হওয়ায় কূপ থেকে জল তুলতে গিয়ে পড়ে গেলাম। তারপর এখন আপনার অনুগ্রহে উদ্ধার পেয়েছি। নিঃসহায় এই রাজপুত্রের আপনিই একমাত্র ভরসা।' এই কথা বলে করজোড়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই বালকের মা কোন্ বংশের কন্যা?' সে উত্তরে জানাল—'কোশলরাজ কুসুমধন্বার সঙ্গে পাটলিপুত্রের বৈশ্রবন নামে বণিকের কন্যা সাগরদত্তার বিবাহ হয়েছিল। এদের দু-জনের কন্যাই এই রাজপুত্রের মা। একথা শুনে তাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করে বললাম, 'যদি তাই হয় তাহলে এর মাতার ও আমার পিতার মাতামহ একই ব্যক্তি।' বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করল, 'সিন্ধুদত্তার পুত্রদের মধ্যে তোমার পিতা কে?' আমি জানালাম—'সুশ্রুত'। বৃদ্ধ খুবই আনন্দিত হয়ে উঠল। আমিও প্রতিজ্ঞা করলাম, 'যে রাজনীতির অহঙ্কারে সম্পর্করাজ একে সিংহাসনচ্যুত করেছে, সেই রাজনীতি প্রয়োগ করেই তাকে নির্মূল করে আত্মীয় বালকটিকে পিতৃরাজ্যে স্থাপন করব।'

এবার ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়োজন দেখা দিল। সেই সময়ে সেখানে ছুটে এল দুটি হরিণ। এক শিকারীর তিনটি বাণকে উপেক্ষা করেই তারা পালাতে লাগল। তখন আমি তার হাত থেকে অবশিষ্ট দুটি বাণ নিয়ে হরিণগুলির প্রতি নিক্ষেপ করলাম। একটি বাণ প্রায় অন্তভাগ পর্যন্ত প্রবিষ্ঠ হলো, আর একটি বাণ হরিণের দেহ ভেদ করে নির্গত হলো। একটি হরিণ দিলাম শিকারীকে। অপরটি ভালভাবে পরিষ্কার করে, কাঠ এনে আগুন জ্বালিয়ে মাংস শূল্যপক্ব করে নিলাম। নিবৃত্ত হলো ক্ষুধা। সেই ব্যাধকে প্রশ্ন করলাম, 'মাহিষ্মতীর কোন খবর জান কি?' সে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, জানি। সেখানে বাঘছাল ও চর্মপাত্র বিক্রয় করে ফিরে এসেছি। চণ্ডবর্মার ছোট ভাই প্রচণ্ডবর্মা মঞ্জুবাদিনীকে বিবাহ করতে আসছেন, তাই নগরীতে উৎসব শুরু হয়েছে।'

আমি নালীজঙ্ঘের কানে কানে বললাম, 'ধূর্ত মিত্রবর্মা কন্যার উপর প্রভাব বিস্তার করে মায়ের বিশ্বাস উৎপাদন করতে চায়। তারপর তাঁকে দিয়ে বালকটিকে ফিরিয়ে এনে হত্যা করাই মতলব। তুমি এখন মহাদেবীর কাছে ফিরে গিয়ে গোপনে রাজপুত্রের

নিরাপত্তা ও আমার কথা জানাবে। তারপর প্রকাশ্যে বলবে কুমারকে বাঘে খেয়েছে। দুর্মতি মিত্রবর্মা অন্তরে প্রীত হলেও বাইরে দুঃখের ভাণ করে দেবীকে সান্ত্বনা দেবে। তাঁকে বলবে তিনি যেন মিত্রবর্মাকে এই কথা বলেন, 'যার জন্যে আপনাকে উপেক্ষা করেছিলাম, আমার পাপে সেই বালক মৃত। আজ থেকে আপনার আদেশ অনুসারে চলব।' এই কথা বলা হলে মিত্রবর্মা খুবই সন্তুষ্ট হবে। রাণীকে তখন বৎসনাভ নামে এই মহাবিষ দেবে। তিনি যেন এই বিষ জলে মিশিয়ে তাতে তাঁর গলার মালা ডুবিয়ে মিত্রবর্মার মুখে আঘাত করেন ও বলেন, 'আমি যদি পতিব্রতা হই তাহলে এই মালার আঘাত তোমার কাছে অসি প্রহারের তুল্য হোক।' পরে পরিষ্কার জলে ধুয়ে সেই মালা নিজের কন্যাকে দেবেন। মালার আঘাতে মিত্রবর্মা মারা গেলে তিনি যেন নির্বিকার থাকেন। সমস্ত প্রজারা তখন তাঁর সতীত্বের প্রশংসা করবে। এবার তিনি যেন প্রচণ্ডবর্মাকে খবর পাঠান রাজ্য ও রাজকুমারী মঞ্জুবাদিনীকে গ্রহণ করার জন্যে। ইতিমধ্যে আমরা দু-জনে (বিশ্রুত ও কুমার ভাস্করবর্মা) কাপালিক ও তার শিষ্যের ছদ্মবেশে দেবী বসুমতীর কাছ থেকে ভিক্ষা নিয়ে নগরের বাইরে শ্মশানে অবস্থান করতে থাকব।

এবার রাজ্ঞী পৌরবৃন্দ মন্ত্রী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের আহ্বান করে বলবেন, 'দেবী বিন্ধ্যবাসিনী স্বপ্নে দেখা দিয়ে কৃপা করে জানিয়েছেন। আজ থেকে চতুর্থদিনে প্রচণ্ডবর্মার মৃত্যু হবে। পঞ্চমদিনে রেবানদীর তীরে আমার মন্দিরের নির্জনতা পরীক্ষা করে সকলে যখন নিশ্চিত হবে তখন কপাট খুলে বেরিয়ে আসবেন এক ব্রাহ্মণ—সঙ্গে থাকবে তোমার পুত্র। এই ব্রাহ্মণই রাজ্য প্রতিপালন করে তোমার পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করবেন। এই বালককে আমিই ব্যাঘ্রীরূপে ভয় দেখিয়ে এতদিন গোপনে রেখেছি। তোমার কন্যা মঞ্জুবাদিনী সেই ব্রাহ্মণকুমারের পত্নী হবে—এইটিই আমার ইচ্ছা। এই ঘটনা ঘটার আগে পর্যন্ত বিষয়টি গোপন রাখা দরকার।'

নালীজংঘ সব শুনে অতিশয় প্রীত হয়ে রওনা হলো মাহিষ্মতীর দিকে। পরিকল্পনা অনুসারেই সবকিছু ঘটল। লোকেরা সর্বত্র বলতে লাগল। 'ওঃ, পতিব্রতার কী মাহাত্ম্য! এখানে কোন কৌশল আছে বলেও বলা চলে না, কারণ রাজকন্যার গলায় সেই মালা, মৃত্যুর কারণ তো হলোই না, বরং শোভা হয়ে উঠল। অতএব পতিব্রতার কথার অন্যথা যে করবে সে ভস্মে পরিণত হবে।'

তারপর আমি (বিশ্রুত) ও বালক ভাস্করবর্মা সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে ভিক্ষার্থে প্রাসাদে প্রবেশ করলাম। আমাদের দেখে রানীর বক্ষের ক্ষীরধারা উৎসারিত হয়ে উঠল। আনন্দে অভিভূত হয়ে তিনি বললেন, 'ভগবন্, আমার নমস্কার গ্রহণ করুন, অনাথাকে অনুগ্রহ করে বলুন যে স্বপ্ন দেখেছি তা সত্য হবে কি-না। আমি বললাম, 'আজকেই এর ফল দেখতে পাবেন। 'যদি তাই হয় তাহলে এই দাসীর খুবই সৌভাগ্য, কারণ স্বপ্নে আমার কন্যার স্বামী সম্বন্ধেও ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে—এই বলে আমার দর্শনমাত্র অনুরাগরঞ্জিতা মঞ্জুবাদিনীকে নিয়ে আমাকে প্রণাম করালেন ও হর্ষাপ্লুত অন্তরে বলতে লাগলেন, 'যদি মিথ্যা হয় তাহলে আপনার এই বালক সন্ন্যাসীকে কাল আমি বন্দী করব।' আমিও মৃদু হেসে বললাম—'তথাস্তু।' মঞ্জুবাদিনীর সলজ্জ দৃষ্টিপাত আমাকে অনুরাগে অধীর করে তুলেছিল। ভিক্ষা নিয়ে ইঙ্গিতে নালীজংঘকে অনুসরণ করতে বলে বেরিয়ে পড়লাম। পথে যেতে যেতে তাকে

জিজ্ঞাসা করলাম 'স্বল্পায়ু প্রচণ্ডবর্মা এখন কোথায়?' সে বলল, 'রাজ্য আমার অধীন হয়ে গেছে—একথা ভেবে নিয়ে নিঃশংকচিত্তে তিনি রাজার অস্থান মণ্ডপে অবস্থান করছেন, শুনছেন স্তুতি-পাঠকের প্রশংসাবাণী।' 'যদি তাই হয় তাহলে তুমি এই উদ্যানে অপেক্ষা কর'—বন্ধুকে এই আদেশ দিয়ে সেই প্রাচীরের পাশে এক পরিত্যক্ত মন্দিরে অবতরণ করে সেখানে কুমার ভাস্করবর্মাকে পাহারায় রেখে নিজেকে অভিনেতার সজ্জায় সজ্জিত করলাম—প্রচণ্ডবর্মার কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে মুগ্ধ করলাম কলাবিদ্যার নৈপুণ্যে।

বেলা শেষ হয়ে আসায় রৌদ্র রক্তবর্ণ ধারণ করল। জনসমাজের উপযোগী নানারকম নৃত্য দেখে বহুবিধ প্রকরণের অনুষ্ঠান করে সবাইকে স্তম্ভিত করে ফেললাম। সমবেত সব সভাসদদের ছুরিকাগুলি নৃত্যলীলার মধ্যে সংগ্রহ করে নিলাম। তারপর বাজপাখির ভঙ্গিতে বিংশতি ধনুক দূর থেকে ছুঁড়ে মারলাম প্রচণ্ডবর্মার বুক লক্ষ্য করে। গর্জন করে উঠলাম 'বসন্তভানু সহস্রজীবী হন।' গুপ্তরক্ষী আমার দেহ লক্ষ্য করা মাত্রই তাকে আক্রমণ করে অজ্ঞান করে ফেললাম। সমস্ত জনতা বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, আমি দুই পুরুষ উঁচু প্রাচীর লঙ্ঘন করে চলে এলাম। উপবনে এসে নালীজঙ্ঘকে বললাম, 'আমার অনুসরণকারীরা আমার পায়ের দাগ দেখে আমার পথ বুঝতে পারবে। সে তখন বালির উপর ছাপগুলি মুছে দিতে লাগল। আমি প্রাচীরের পশ্চাতে তমালগাছের বিথীর মধ্যে দিয়ে পূর্বদিকে যেতে লাগলাম, পরে দক্ষিণে বাঁক নিতে ইটের রাস্তা পাওয়া গেল, পায়ের চিহ্ন আর রইল না। এবার পরীক্ষা পার হয়ে সেই পরিত্যক্ত মন্দিরে এসে নর্তকের সজ্জা ত্যাগ করে আবার সন্ন্যাসীর বেশ পরে নিলাম—কুমারকে নিয়ে চলে এলাম শ্মশানে। রাজদ্বারে তখন তুমুল কোলাহল শুরু হয়ে গেছে।

আগে থেকেই শ্মশানের কাছে দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরের প্রতিমার বেদির তলদেশে এক সুড়ঙ্গ খুঁড়ে রেখেছিলাম কোন ভাঙা এক পাথর দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলাম সেই সুড়ঙ্গের মুখ। মধ্যরাত্রে আমি ও কুমার পরে নিলাম পট্টবস্ত্র ও রত্নভূষণ। ওইগুলি পূর্বেই ওখানে সংগ্রহ করে রেখেছিলাম রানীর এক কঞ্চুকের মাধ্যমে। ইতিমধ্যে রানী বসুন্ধরা প্রচণ্ডবর্মার অগ্নিসংস্কার করিয়ে তার ভ্রাতা চন্দ্রবর্মার কাছে সংবাদ পাঠিয়ে ছিলেন অশ্বকরাজ বসন্তভানুর জন্যেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

পরদিন প্রত্যূষে মহাদেবী পূর্বসংকেত অনুসারে পৌরজন, অমাত্য ও সামন্ত বৃদ্ধদের সঙ্গে এলেন সেই মন্দিরে। দেবীর পূজার পর সকলকে নিশ্চিতভাবে জানিয়ে দিলেন যে মন্দির সংলগ্নস্থান জনশূন্য। তারপর আদেশ দিলেন 'জোরে দামামা বাজাও'। সূক্ষ্ম এক রন্ধ্র দিয়ে আসা সেই শব্দের মাধ্যমে আমি সংকেত পেয়ে গেলাম। মাথা দিয়ে উঠিয়ে দিলাম প্রতিমার লৌহ পাদপীঠ, যে-কোন শক্তিশালী পুরুষের পক্ষে সেই ভার তোলা ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। তারপর দুপাশে হাতের ভর দিয়ে বেরিয়ে এলাম সুড়ঙ্গ থেকে, কুমারকেও বাইরে নিয়ে এলাম। এবার প্রতিমা স্বস্থানে স্থাপন করে সকলের সামনে বেরিয়ে এলাম দ্বার খুলে। বিস্ফারিত হয়ে উঠল সকলের দৃষ্টি, শরীরে দেখা দিল রোমাঞ্চ! অঞ্জলিবদ্ধ করে বিস্মিত প্রজারা প্রণাম করার পর তাদের বললাম, 'দেবী বিন্ধ্যবাসিনী জানাচ্ছেন—এই সেই রাজপুত্র, যাকে আমি ব্যাঘ্রীর রূপ ধরে সরিয়ে এনেছিলাম, এখন ফিরিয়ে দিলাম। আজ থেকে

একে আমার পুত্ররূপে গ্রহণ করবে। মনে রেখো, এর মাতৃপক্ষ দুর্বল নয়।'

'আমি (বিশ্রুত) এই কুমারকে নানা দুর্ঘটনা ও অশ্মকরাজের নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করেছি, পুরস্কার স্বরূপ কুমারের ভগিনীকে দেবী আমারই হাতে অর্পণ করেছেন।' এই ঘোষণা শুনে প্রজারা আনন্দে বলে উঠল' 'অহো, এই ভোজবংশ খুবই ভাগ্যবান, কারণ দেবী আপনাকেই এই বংশের অধিপতি রূপে পাঠিয়েছেন।' অনির্বচনীয় আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলেন আমার শ্বশ্রূমাতা রানী বসুন্ধরা, সেইদিনই রাজকন্যা মঞ্জুবাদিনীর করপল্লব আমার হস্তে সমর্পণ করলেন।

রাত্রিবেলা আমি সুড়ঙ্গটি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলাম, লোকেরা আমার কৌশল বুঝতে না পেরে আমার অজ্ঞানুবর্তী হয়ে রইল। তবে আমার দৈবী ক্ষমতার প্রমাণ দিতে হলো নানাভাবে, যেমন হারান জিনিষ কোথায় আছে, অন্যে কি চিন্তা করছে ইত্যাদি বলে দিয়ে। দেবী দুর্গার সন্তান হিসাবে কুমারের প্রসিদ্ধিও ছড়িয়ে পড়ল। শুভদিন দেখে তার চূড়াকরণ উপনয়ন ইত্যাদি সম্পন্ন হলো—পুরোহিতেরা মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন, আমিও রাজ্যভার গ্রহণ করলাম।

চিন্তা করলাম রাজ্য হচ্ছে ত্রিশক্তির আয়ত্ত—মন্ত্রশক্তি, প্রভুশক্তি ও উৎসাহ শক্তি। এগুলিকে পরস্পরের সহায়কভাবে কর্মে অনুসরণ করা উচিত। মন্ত্রশক্তির দ্বারা উদ্দেশ্য সাধনের নিশ্চয়তা আসে প্রভাবের দ্বারা কর্মারম্ভ এবং উৎসাহের দ্বারা সাফল্য অনিবার্য। অতএব রাজনীতিরূপ বনস্পতির মূল পঞ্চাঙ্গ মন্ত্র, দু-রকমের প্রভাব—দুইকাণ্ড, চাররকম উৎসাহ-শাখা, দ্বিসপ্ততি প্রকৃতি-পত্রাবলী, ষড়গুণ-কিশলয়, শক্তিরূপ পুষ্প ও সিদ্ধিরূপ ফল[১৫]। রাজার পক্ষে এগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয়। সহায়হীনের কাছে রাজনীতি খুবই দুঃসাধ্য।

আর্যকেতু নামে মিত্রবর্মার মন্ত্রী কোশলের অধিবাসী হওয়ায় কুমারের মাতৃপক্ষ। এই কথা চিন্তা করে আমি নালীজঙ্ঘকে বললাম, আর্যকেতুকে গোপনে বলতে হবে। এই মায়াপুরুষ কে, যিনি রাজলক্ষ্মী উপভোগ করছেন? বালক রাজপুত্র কি এই ভুজঙ্গের কবলে পড়ল? সে উত্তরে যা বলবে তা আমার জানা দরকার।

নালীজঙ্ঘ কিছুদিন পরে ফিরে এসে জানাল, আমি বহু উপহার দিয়ে, নানা আলোচনা করে, পদসংবহন ইতাদি সেবা দ্বারা তুষ্ট করে আপনার নির্দেশ মতো প্রশ্ন করলাম। আর্যকেতু উত্তর দিলেন, 'মহাশয়, এভাবে বলবেন না। তিনি অবশ্যই উচ্চ বংশজাত, অসাধারণ বুদ্ধির অধিকারী, অতিমানবিক শক্তি, অসাধারণ মানসিক উৎকর্ষ, অপূর্ব অস্ত্রনৈপুণ্য, অসামান্য শিল্প-জ্ঞান, অনুগ্রহসিক্ত হৃদয়, দুর্জয় শত্রুঞ্জয়ী সাহস। অতএব তাঁর মধ্যে যত গুণের সমন্বয় ঘটেছে একজন ব্যক্তির মধ্যে তা পাওয়া দুঃসাধ্য। শত্রুর কাছে তিনি বিষবৃক্ষ, কিন্তু বিনীতদের কাছে চন্দনতরু। অশ্মকরাজ বৃথাই গর্ব করতেন তাঁর রাজনীতি জ্ঞানের। ইনি তাঁকে উৎখাত করে কুমারকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার পৈতৃক সিংহাসনে। এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

এই কথা শুনে এবং বিভিন্নভাবে তাঁর সততা পরীক্ষণ করে তাকে মন্ত্রীরূপে গ্রহণ করলাম। তাঁর সহায়তার জন্যে নিযুক্ত করলাম শুদ্ধচরিত্র অমাত্য ও বহু গুপ্তসেবক। এদের সাহায্যে প্রজাদের মধ্যে কে লুব্ধ, কে সমৃদ্ধ, কে উদ্ধত, কে বিদ্রোহী তা জানা গেল। নিজের লোভহীনতার পরিচয় দিয়ে, প্রজাদের কর্তব্যজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করে,

বিদ্রোহীদের শাসন করে, রাজ্যের সমৃদ্ধির পথে যারা কণ্টক তাদের উৎখাত করে, শত্রুর গোপন পরিকল্পনায় বাধা দিয়ে, চতুর্বর্ণকে তাদের যথাযথ কর্মে ব্যাপৃত রেখে অভীষ্ট লাভে সমর্থ হলাম। রাজনীতির মূল লক্ষ্যই হচ্ছে অর্থসিদ্ধি। 'দৌর্বল্যের চেয়ে আর বড় কোন পাপ নেই'—এই কথা চিন্তা করে বিভিন্ন নীতি প্রয়োগ করতে লাগলাম।

॥ শ্রীদণ্ডী-বিরচিত দশকুমারচরিতে 'বিশ্রুতচরিত' নামে অষ্টম উচ্ছ্বাস সমাপ্ত ॥

×××××××××× দশকুমারচরিত ××××××××××

উত্তরপীঠিকা

বিশ্রুতচরিত

(অবশিষ্ট অংশ)

আমি ভেবে দেখলাম—'বীর সেবকেরা আমার প্রতি এরূপ অনুরক্ত যে আমার আজ্ঞায় তারা জীবনকে তৃণজ্ঞান করবে। তাছাড়া অশ্মকরাজ বসন্তভানুর চেয়ে আমি কোন অংশে হীন নই। আমার অধীনে আছে দুই রাজ্যের সুসজ্জিত সেবাদল, আমিও রাজনীতিতে সুদক্ষ। অতএব বসন্তভানুকে পরাজিত করে বিদর্ভরাজ অনন্তবর্মার পুত্র ভাস্করবর্মাকে ঐ সিংহাসনে বসাব। এই কিংবদন্তী সর্বত্র প্রচারিত যে ভাস্করবর্মা দেবীর পুত্র এবং আমি তার সাহায্যে নিযুক্ত। আজও পর্যন্ত আমার কৌশলের কথা কেউই জানে না। লোকেরাও আশা করে যে দেবীর প্রভাবে কুমার ভাস্করবর্মা পৈতৃক সিংহাসন উদ্ধার করবে। অশ্মকরাজের বাহিনী মানবী শক্তির চেয়ে দেবী শক্তির মাহাত্ম্যের কথা বুঝে দেবী ভবানীর কৃপাপুষ্ট কুমারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নাও করতে পারে। মৌল মন্ত্রীরাও কুমারের অভ্যুদয়ের আকাঙ্ক্ষা করেন, তারা আমার কাছ থেকে দান ও সম্মান লাভ করে আরও অনুগত হয়ে উঠছে। আমার নিযুক্ত বিশ্বস্ত পুরুষেরা অশ্মক রাজের অন্তরঙ্গ পরিজনদের ভালবাসা উৎপাদন করে বোঝাতে সমর্থ হয়েছে, 'তোমরা আমাদের বন্ধু, অতএব হিতকথা বলাই উচিত। দেবী ভবানী রাজপুত্রের সাহায্যের জন্য বিখ্যাত বিশ্রুতকে নিয়োগ করেছেন। অশ্মকরাজ বসন্তভানুর পক্ষে যোগ দেবে যারা তাদের যমসদনে প্রেরণ অনিবার্য। অতএব ভাস্করবর্মার অনুসরণ করাই বাঞ্ছনীয়। এইভাবেই নিরাপদেই নিজ পরিজনদের সঙ্গে সুখে বাস করা সম্ভব নতুবা দেবী ভবানীর ত্রিশূলে বিদ্ধ হতে হবে—একথা জানিয়ে দেওয়ার জন্য দেবী আমাকে আজ্ঞা দিয়েছেন। তোমরা মৈত্রীবন্ধন স্বীকার করে নিলে তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হবে।' একথা শুনে অশ্মকরাজের ভৃত্যেরা, যারা ভবানী অনুগ্রহের কথা জেনে পূর্ব থেকে ভিন্নমনা হয়েছিল তারা সকলে আমার আনুগত্য স্বীকার করে নিল।

এইসব বৃত্তান্ত জেনে অশ্মকরাজ ভাবলেন, 'রাজপুত্রের মৌল প্রজারা সকলেই একে প্রভুরূপে কামনা করে। আমার বাহ্য অভ্যন্তর দুদিকের ভৃত্যরাই ভিন্নমনা বলে মনে হচ্ছে। আমি যদি ক্ষমা অবলম্বন করে নিশ্চেষ্ট থাকি তাহলে নিজ রাজ্যও রক্ষা করতে পারব না। সুতরাং রাজপুত্র আমার সৈন্যদলকে প্রভাবিত করার পূর্বেই আমি যুদ্ধ ঘোষণা করব। সে আমার সামনে খুব অল্পক্ষণ টিকে থাকতে পারবে।' এই স্থির করে অশ্বকরাজ পররাজ্য আক্রমণের অপরাধহেতু যেন মৃত্যুমুখে প্রবেশের জন্য আমাদের সৈন্যদলকে আক্রমণ করলেন।

রাজকুমার যখন জানতে পারলেন যে অশ্মকরাজ অগ্রসর হচ্ছেন তখনই তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। আমি অশ্বারোহণে তাঁকে অনুসরণ করলাম। অশ্মকরাজের সৈন্যরা একাকী আমাকে আগুয়ান হতে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল, ভাবল নিশ্চয়ই ভবানীর বরে আমি অসাধারণ সাহসের সঙ্গে একাকী শত্রুসৈন্যের মধ্যে আসতে পেরেছি। আমি এগিয়ে গিয়ে বসন্তভানুকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করলাম।

সে তার তরবারি দিয়ে আমাকে দারুণ আঘাত করল, আমিও বিশেষ শিক্ষা থাকায় তাকে পাল্টা আঘাতে কাবু করে ফেললাম। অবশেষে তার মাথা কেটে মাটিতে ফেলে দিয়ে সৈন্যদের বললাম, 'যে কেউ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাও এগিয়ে এস নতুবা রাজকুমারের চরণে প্রণাম করে তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে নিজেদের পূর্বতন বৃত্তিভোগ কর ও নিঃশঙ্কচিত্তে সুখে অবস্থান কর।' আমার কথা শুনে অশ্মকরাজের সেবকেরা নিজেদের বাহন থেকে নেমে এসে রাজকুমারকে প্রণাম করে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করল। তখন আমি ভাস্করবর্মাকে অশ্মক রাজ্যের রাজারূপে ঘোষণা করে রাজ্যরক্ষার জন্য কুলক্রমগত বিশ্বস্ত কর্মচারী নিয়োগ করলাম ও আমাদের পক্ষভুক্ত অশ্মকরাজের সেনাদের নিয়ে বিদর্ভে এসে পেঁছালাম। তারপর রাজধানীতে রাজপুত্র ভাস্করবর্মার অভিষেক সম্পন্ন করে পৈতৃক সিংহাসনে স্থাপন করলাম।

একদা মাতা বসুমতীর সঙ্গে উপবিষ্ট রাজাকে বললাম, 'আমার একটি কাজ বাকি আছে, সেটি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কোথাও বেশিদিন থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। অতএব আমার ভার্যা ও তোমার ভগিনী মঞ্জুবাদিনী কিছুদিন এখানে থাকুক। আমি এক বাঞ্ছিত ব্যক্তিকে অন্বেষণের জন্য কিছুকাল নানাস্থানে ভ্রমণ করব। তারপর তার সঙ্গে মিলিত হয়ে আবার এখানে ফিরব।' একথা শুনে মা অনুমতি দিলেও পুত্র বলল, আপনার সাহায্যের ফলেই রাজ্য পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছে—আপনার অনুপস্থিতিতে ক্ষণকালও এই রাজ্যভার বহন করা সম্ভব নয়—অতএব আপনার এই প্রস্তাব খুবই বিস্ময়কর।' আমি বললাম, 'কোন চিন্তা করবেন না, দুর্লভ গুণসম্পন্ন মন্ত্রী আর্যকেতু একসঙ্গে বহু রাজ্যভার বহনে সমর্থ; তার ওপর শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করে তবেই আমি যাত্রা করব।' এইভাবে বহু কথায় আশ্বস্ত করার চেষ্টা সত্ত্বেও রাজা ও তাঁর মাতা আমাকে বহু অনুরোধ-উপরোধ করতে লাগলেন গমন স্থগিত রাখার জন্যে। আমাকে অর্পণ করলেন উৎকলরাজ প্রচণ্ডবর্মার রাজত্ব। রাজ্যভার গ্রহণের পর ভাস্করবর্মার কাছে বিদায় নিয়ে আমি যখন আপনার অন্বেষণে যাত্রার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হচ্ছি, তখন অঙ্গরাজ সিংহবর্মার সাহায্যের আমন্ত্রণ এল। তারপর এখানে এসে পূর্বজন্মের পুণ্যফলস্বরূপ আপনার দর্শন লাভ করলাম।

এইভাবে অপহারবর্মা-উপহারবর্মা-অর্থপাল-প্রমতি-মিত্রগুপ্ত-মন্ত্রগুপ্ত এবং বিশ্রুত একত্রে মিলিত হওয়ার পর সোমদত্তের সাক্ষাৎ পেলেন। সোমদত্ত পাটলিপুত্রের যৌব-রাজ্য লাভ করেছিলেন। পূর্বের কথামত তিনিও একটি নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত ছিলেন।

তারা যখন রাজবাহনের সঙ্গে আলাপসুখ উপভোগ করেছিলেন তখন পুষ্পপুর থেকে রাজহংসের আদেশ বহন করে রাজপুরুষেরা এসে উপস্থিত হলো। রাজবাহনকে প্রণাম করে তারা বলল, 'আপনার পিতা প্রভু রাজহংসের এই আজ্ঞাপত্র গ্রহণ করুন।' —একথা শুনে রাজবাহন উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শনের পর পত্র গ্রহণ করলেন; মাথায় স্পর্শ করে সকলে শুনতে পায় এমনভাবে পত্রটি পাঠ করতে লাগলেন—'রাজহংস বর্তমানে চম্পানগরীতে অবস্থানকারী রাজপুত্র রাজবাহন ও অন্যান্য কুমারদের আশীর্বাদ জানিয়ে এই আজ্ঞাপত্র প্রেরণ করছেন।

প্রত্যাগত সৈন্যদের কাছে জানতে পেরেছিলাম যে, আমার অনুমতি নিয়ে যাত্রার পর তোমরা সকলে অরণ্যে শিবমন্দিরের কাছে প্রথম শিবির স্থাপন করেছিলে। রাত্রে

মন্দিরে পূজার জন্যে প্রবিষ্ট রাজবাহনকে পরদিন প্রভাতে দেখতে না পেয়ে তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলে—হয় রাজবাহনকে সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে এসে প্রণাম জানাবে নতুবা জীবন বিসর্জন দেবে। একথা বলে বাহিনীকে বিদায় দিয়ে নিজেরাই পৃথক-ভাবে কুমারের সন্ধানে যাত্রা করেছিলে। এইসব সংবাদ সৈনিকদের কাছ থেকে জেনে আমি ও রাজ্ঞী অসহনীয় শোক সাগরে নিমজ্জিত হয়েছিলাম।

ঋষি বামদেবের আশ্রমে গিয়ে তাঁকে সব বৃত্তান্ত জানিয়ে প্রাণত্যাগ করব এই স্থির করে তাঁর কাছে গেলাম। প্রণাম করার পর এই ত্রিকালজ্ঞ ঋষি আমাদের মনোভাব বুঝতে পেরে বললেন, 'রাজন, তপোবলে আমি তোমাদের বাসনা জানতে পেরেছি। এই কুমারেরা রাজবাহনের জন্যে কিছুকাল দুঃখ ভোগ করায় পর সৌভাগ্যের উদয়ে নিজেদের শক্তিতে বিভিন্ন রাজ্য অধিকার করবেন। ষোল বছর পরে বিজয়ীরাজবাহনকে সম্মুখে রেখে আপনার ও দেবী বসুমতীর চরণবন্দনার পর আপনারই আজ্ঞা অনুসারে কাজ করবেন। অতএব এখন এই জন্য কোন দুঃসাহস করা অনুচিত।' তাঁর কথায় বিশ্বাস হেতু আমি ও দেবী বসুমতী ধৈর্যের সঙ্গে প্রাণধারণ করে রইলাম। এখন নির্দিষ্ট সময় প্রায় অতিক্রান্ত হওয়ায় বামদেবের আশ্রমে গিয়ে জানলাম—'প্রভু, আপনি যে সময় সীমা দিয়েছিলেন তা প্রায় পূর্ণ হয়ে গেল। এখন কুমারদের কি অবস্থা—তা জানালে অনুগৃহীত হব।' মুনি বললেন, 'রাজন, রাজবাহন প্রমুখ সমস্ত কুমারেরা বহু দুর্জয় শত্রুকে পরাজিত করার পর দিগ্বিজয় শেষে চম্পানগরীতে অবস্থান করছে। তাদের এখানে নিয়ে আসার জন্য আজ্ঞাপত্রসহ ভৃত্যদের প্রেরণ কর।' ঋষির কথা অনুসারে এই আজ্ঞাপত্র প্রেরণ করলাম। এরপর যদি ক্ষণকালও বিলম্ব কর তাহলে আমাকে ও তোমাদের মাতা বসুমতীকে জীবিত দেখতে পাবে না। একথা মনে রেখে এক্ষুনি যাত্রা করবে, জল-গ্রহণের প্রয়োজন হলেও তা পথেই সমাধান করবে।'

পিতার আজ্ঞা শিরধার্য করে তাঁরা যাওয়াই স্থির করলেন। সক্ষম এবং বিশ্বস্ত রাজপুরুষদের সৈন্যসহ বিজিত রাজ্য রক্ষা করার জন্য নিযুক্ত করে, কিছু সৈন্যদের দ্বারা পথ সুরক্ষার ব্যবস্থা করে, মালবরাজ মানসারের পরাজয়ের পর রাজ্য অধিকার করে রাজহংস ও দেবী বসুমতীর চরণ বন্দনা করব—এই রকম সংকল্প করে কিছু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে মালবরাজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

উজ্জয়িনীতে এসে রাজবাহন কুমারদের সহায়তার অতি বলবান মালবরাজ মানসারকে পরাজিত ও নিহত করলেন। তারপর অবন্তীসুন্দরীকে গ্রহণ করে মন্ত্রী চণ্ডবর্মা কর্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত কুমার পুষ্পোদ্ভব ও আত্মীয়দের মুক্ত করলেন। মালবরাজ্য বশীভূত করে সুরক্ষার জন্য কিছু সৈন্যসহ মন্ত্রীদের নিযুক্ত করে অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন। পুষ্পপুরে এসে কুমারেরা রাজবাহনকে সম্মুখে রেখে রাজহংস ও মাতা বসুমতীর চরণ বন্দনা করায় তাঁরা পুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরমানন্দ লাভ করলেন।

রাজা রাজহংস ও রাজ্ঞীর উপস্থিতিতে বামদেব দশজন কুমারের অভিলাষ জেনে নিয়ে তাঁদের বলেন—'তোমরা সকলে নিজেদের রাজ্যে ফিরে গিয়ে ন্যায় অনুসারে শাসন কর। যখনই প্রয়োজন মনে করবে তখনই পিতার চরণ বন্দনার জন্যে এখানে আসতে পার।' সমস্ত কুমারেরা ঋষির কথা শিরোধার্য করে তাঁকে ও পিতা-মাতাকে প্রণাম জানিয়ে নিজেদের বিজয় কাহিনী মুনি সমক্ষে পৃথক পৃথক ভাবে বিবৃত

করলেন। কুমারদের এই দুঃসাহসিক বৃত্তান্ত শ্রবণ করে তাঁরাও খুবই আনন্দ লাভ করলেন। তারপর রাজা ঋষিকে সবিনয়ে জানালেন—'ভগবন, আপনার প্রসাদে আমাদের পরম সন্তোষ লাভের সৌভাগ্য হয়েছে। এখন আপনার চরণতলে এসে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে অধ্যাত্ম সাধনায় নিযুক্ত হওয়াই আমাদের কর্তব্য। অতএব প্রভু আপনি এমন ব্যবস্থা করুন যাতে রাজবাহন পুষ্পপুর ও মানসারের রাজ্যে অভিষিক্ত হন, বাকি নয় কুমার অবশিষ্ট রাজ্য লাভ করে রাজবাহনের অনুগত থাকেন এবং এক মতানুসারী হয়ে শত্রুরূপ কণ্টক নির্মূল করে সমুদ্র মেখলা পৃথিবী ভোগ করেন।'

বামদেব দেখলেন পিতা-মাতার বাণপ্রস্থ গ্রহণে কুমারেরা অনিচ্ছুক, তিনি কুমারদের উদ্দেশ্যে বললেন -'পিতার বয়সোচিত বাণপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণের পথে তোমাদের অন্তরায় সৃষ্টি করা উচিত নয়। তিনি বিনা কষ্টে আমার আশ্রম থেকেই ভগবানের আরাধনা করতে পারবেন। তোমরাও পিতার উপস্থিতিতে রাজ্যসুখ লাভে সমর্থ হবে না।' মহর্ষির এই আজ্ঞা পেয়ে তাঁরা পিতার বাণপ্রস্থ গ্রহণে বাধা দেওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করলেন। রাজবাহনকে পুষ্পপুরে রেখে তাঁর আদেশে সব কুমারেরা স্ব-স্ব রাজ্য প্রতিপালন করতে লাগলেন। ইচ্ছামত পিতামাতার সাক্ষাতের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হলেন না।

এইভাবে রাজবাহন প্রমুখ সকল কুমারেরা শাস্ত্র মতেই সমগ্র পৃথিবী শাসন করে, সকলে ঐক্য বন্ধনে থেকে ইন্দ্রসুলভ রাজ্যসুখ উপভোগ করতে লাগলেন।

উত্তর পীঠিকা সমাপ্ত

॥ শ্রীদণ্ডী-বিরচিত দশকুমারচরিত সমাপ্ত ॥

পূর্ব-পীঠিকা

প্রথম-উচ্ছ্বাস

১. অর্থাৎ কামদেবের জয়রথের চক্রতুল্য। জৈত্র = জয়শীল।
অরবিন্দমশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা, নীলোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্য সায়কঃ।

২. অরবিন্দ-অশোক চূত-উৎপল, আম্রমুকুল, নবমল্লিকা, নীলোৎপল—এই পঞ্চপুষ্প নির্মিত কামদেবের পঞ্চ কুসুমশর।

৩ চতুরঙ্গ—'রথ-হস্তী-অশ্ব-পদাতী'—এই চতুর্বিধ বাহিনী।

৪. সীমন্তোন্নয়ন—গর্ভিনীর প্রথম গর্ভে চতুর্থ, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে পালনীয় অনুষ্ঠান।

৫. হরিশ্চন্দ্র—সূর্যবংশীয় রাজা, ত্রিশংকুর পুত্র। ঔদার্য-মহত্ব-কর্তব্যবোধ ইত্যাদি গুণের জন্যে তিনি বিখ্যাত ছিলেন।

৬. শবর-কিরাত-পুলিন্দ ইত্যাদি পার্বত্য অধিবাসীদের অনেক স্থলে ম্লেচ্ছজাতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করত। লক্ষণীয় যে আর্য সভ্যতার প্রতি এদের বৈরীভাবথাকার ফলেইএরা অরণ্যপথে রাজা-রাজড়া বা সভ্য-মানুষদের সুযোগ পেলেই আক্রমণ করত।

৭. কালযবনদ্বীপ—পণ্ডিত ব্যুলারের মতে বর্তমান জাঞ্জিবার।

৮. রাজকুমারদের শিক্ষার ব্যাপকতা লক্ষণীয়। সমস্ত ধরনের শাস্ত্র, শিল্পকলা, যুদ্ধবিদ্যা ইত্যাদি ভাল করে জানতে তো হতোই, এমনকি চৌর্য, প্রতারণা ইত্যাদি বিষয়েও পাঠ নিতে হতো। 'কাদম্বরী'তে চন্দ্রাপীড়ের শিক্ষা-ব্যাপারেও অনুরূপ বহুবিধ বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। শকুন্তলা নাটকে দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে মিথ্যাবাদী মনে করে প্রত্যাখ্যান করায় উত্তেজিত শার্ঙ্গরব বলেছিলেন, 'আজন্ম যে কোন ছলনা শেখেনি সেই শকুন্তলার কথা হলো মিথ্যা, আর রাজারা, যাঁদের প্রতারণা বিদ্যারূপে অধ্যয়ন করতে হয় তাঁরাই কিনা সত্যবাদী।' (৫, ২৫) কামান্দক-রচিত 'নীতিসার' গ্রন্থে ঊনিশটি অধ্যায় আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মতোই এই গ্রন্থ সমাদৃত।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস

১. চিত্রগুপ্ত—যমরাজের মন্ত্রীরূপে পৌরাণিক সাহিত্যে প্রখ্যাত। ইনি প্রাণীদের সুকর্ম-কুকর্মের তালিকা লিপিবদ্ধ করে রাখেন—তাঁর বিবরণ অনুসারেই যমরাজ শাস্তিদান করেন।

২ মাতঙ্গ কর্তৃক দৃষ্ট নরকের দৃশ্যগুলি সাধারণভাবে প্রথানুগ (Conventional) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ক্লাসিকালধর্মী সাহিত্যে নরক-দৃশ্য একাধিক ক্ষেত্রেই বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলা-সাহিত্যে মধুসূদন দত্ত এই আঙ্গিক অনুসরণ করেছেন।

৩. দণ্ডকারণ্য—রামায়ণের সময় থেকে এই অরণ্যের প্রসিদ্ধি। সাধারণভাবে মনে করা হতো নর্মদা ও গোদাবরীর মধ্যবর্তী অঞ্চলেই এই স্থান। কথিত আছে

ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা দণ্ডক শুক্রাচার্যের কন্যা অর্জাকে অসম্মান করায় দৈত্য-গুরুর অভিশাপে শতযোজন বিস্তৃত তাঁর রাজ্য নির্জন অরণ্যে পরিণত হয়।
(রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড—৮১)

৪. সাধারণভাবে তাম্রফলকে উৎকীর্ণ রাজাদেশকে তাম্রশাসন বলা হতো। এখানে তাম্রফলকে লিখিত দৈব নির্দেশ।

৫. মূল গ্রন্থে শব্দটি আছে 'আন্দোলিকা'। সম্ভবত পাল্কীজাতীয় কোন মনুষ্য-বাহিত যান। লক্ষণীয়, কোন-কোন অঞ্চলে পাল্কীকে 'হিন্দোলা' বলা হয়ে থাকে।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস

১ লাটদেশ—নর্মদা নদীর পশ্চিমে অবস্থিত। সম্ভবত ব্রোচ, বরোদা ও আহমেদাবাদ অঞ্চল। ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথের মতে দক্ষিণ গুজরাট।
(Early History of India p. 425)

২. দস্যু—এখানে 'চোর' অর্থে ব্যবহৃত। বৈদিকযুগ থেকেই এই শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। আর্যদের ভারতে আগমনের পর যে আদিবাসীদের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়েছিল, তাদেরই তাঁরা দস্যু, দাস ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত করেছিলেন।

চতুর্থ উচ্ছ্বাস

১. কচ্ছপাকৃতি—সূর্য মধ্য-গগনে থাকায় পড়ন্ত লোকটির ছায়া সংকুচিত হওয়ায় এইরকম মনে হওয়া স্বাভাবিক।

২ বহু ধরনের জলযানের নাম পাওয়া যায়—পোত, প্রবহণ ইত্যাদি। তৎকালিন সামুদ্রিক বাণিজ্য, নৌবিদ্যা, জলপথ ইত্যাদি বিষয়ে বহু দিক নির্দেশ করে এই ধরনের বিষয়ের উল্লেখ।

৩ যে বৃক্ষের নীচে গুপ্তধন থাকে তা জানা যেত বৃক্ষটির শাখাগুলির বিশেষ চরিত্র লক্ষ্য করে। কিন্তু যথার্থ অবস্থান স্থির করার জন্য চোখে সিদ্ধ-প্রদত্ত কাজল লাগাতে হতো। এই কাজলের প্রভাবে কঠিন দ্রব্যও স্বচ্ছ মনে হতো।

৪. দীনার—স্বর্ণমুদ্রা। কাত্যায়ন ও বৃহস্পতির মতানুসারে বিয়াল্লিশ (৪২) কার্ষাপণ ও তাম্রমুদ্রার সমতুল্য। সম্ভবত কণিষ্কই ভারতবর্ষে এই মুদ্রার প্রচলন করেন। ল্যাটিন শব্দ—'Denarius' থেকে এই শব্দের উৎপত্তি। পঞ্চতন্ত্রেও 'দীনারে'র উল্লেখ দেখা যায়।

৫. পক্ষিশাস্ত্র অর্থাৎ পক্ষীরব থেকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জ্ঞান-সংগ্রহ বিদ্যারূপে স্বীকৃত ছিল। তুলনীয়—'তরুস্থ চুকুবুরুচ্চৈঃ পক্ষিণশ্চানুকুলাঃ।'—ভট্টি ১, ২৭

পঞ্চম উচ্ছ্বাস

১. মদনমহোৎসব—কামদেবের পূজার উৎসব। বসন্তকালের জনপ্রিয় উৎসব। সংস্কৃত-সাহিত্যের অন্তর্গত বহু রচনায় এই উৎসবের উল্লেখ আছে।

২. কামদেবের অর্চনার জন্যে বেছে নেওয়া হতো ছোট আমগাছ কিংবা অশোকতরু। গন্ধপুষ্প, আতপচাল, চীনাংশুক ইত্যাদি ছিল উপকরণ। সাধারণত তরুণীরাই এই পূজার অনুষ্ঠান করত।

৩. ঘুণাক্ষরন্যায়—কাঠে ঘুণ ধরলে সেইখানে অনেক সময় এমন দাগও দেখা যায় যা ঠিক অক্ষরের মতো। অথচ ঘুণপোকা কখনই কাঠের অনুরূপ অক্ষরখোদাই করতে যায় না। অতএব ঘুণপোকার অজ্ঞাতসারেই সৃষ্ট হয় ঘুণাক্ষর। কবির বক্তব্য এই যে বিধাতা অপ্রত্যাশিতভাবে এই অসাধারণ রূপের সৃষ্টি করে ফেলেছেন অবন্তিসুন্দরীর দেহে।

৪. মূলে ব্যবহৃত হয়েছে 'পুরন্ধ্রী' শব্দ, যার অর্থ পতিপুত্রবতী রমণী।

৫. মনকে যিনি মথিত বা আলোড়িত করেন তিনিই মন্মথ, কামদেবের আরেক নাম।

৬. জাতিস্মরত্ব—সংস্কৃত-সাহিত্যে একটি সুন্দর উপায়—এর দ্বারা দণ্ডী বহুক্ষেত্রেই যুবক-যুবতীর পারস্পরিক আকর্ষণকে বৈধতার পর্যায়ে উন্নীত করেছেন।

৭. শকুন্তলা নাটকেও ঠিক এই ধরনের ঘটনা আছে। তাপসী গৌতমীর আহ্বানে বৃক্ষান্তরালে আত্মগোপনকারী মিলনোৎসুক দুষ্যন্তকে পরিত্যাগ করে যাওয়ার সময় শকুন্তলা পিছু ফিরে তাকাতে-তাকাতে যাওয়ার সময় বলতে লাগলেন—'হে সন্তাপহারী লতাবলয়, তোমাকে আবার উপভোগের জন্যে আহ্বান জানাচ্ছি।'

৮. উশীর—এক ধরনের উদ্ভিদের সুগন্ধি মূল, শীতলীকরণের কাজে ব্যবহৃত হয়।

৯. বাড়বানল—সামুদ্রিক অগ্নি, এর আরেক নাম 'ঔর্ব'।

১০. চন্দ্র ও লক্ষ্মী একই সমুদ্রগর্ভ থেকে উদ্ভূত।

১১. আলবাল—গাছের গোড়ার চারদিক ঘিরে জলরক্ষার যে বেষ্টনী করা হয়।

১২. ইন্দ্রজাল অর্থাৎ ম্যাজিক। শব্দটি এইভাবে নিষ্পন্ন—ইন্দ্রস্য পরমেশ্বরস্য জালং মায়েব জালং যত্র। অর্থাৎ ঈশ্বরের মতোই যিনি মায়াজাল সৃষ্টি করতে সক্ষম তিনিই ঐন্দ্রজালিক।

১৩. অনেকটা যাদুদণ্ডের মতো ময়ূরপালকের গোছা থাকত ঐন্দ্রজালিকের হাতে—এর দ্বারা দর্শকদের প্রভাবিত করা যেত বলে মনে করা হতো।

১৪. কাশ্যপ ও দিতির পুত্র দানবরাজ হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার বরে ক্ষমতাশালী হয়ে ইন্দ্রকেও ক্ষমতাচ্যুত করে ত্রিভুবনের উপর অত্যাচার চালাতে থাকেন। বিষ্ণুকেই একমাত্র উপাস্য রূপে গ্রহণ করায় পুত্র প্রহ্লাদকে তাঁর ভয়ঙ্কর পীড়ন লাভ করতে হয়, পরে স্বয়ং বিষ্ণু নরসিংহ রূপে অবতীর্ণ হয়ে হিরণ্যকশিপুর নিধন করেন। (ভাগবত পুরাণ—৭ম অধ্যায়)

১৫. চতুর্দশ ভুবন—পুরাণকাহিনী অনুসারে ভুবনের সংখ্যা চতুর্দশ—সাতটি উচ্চ ভুবন—ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক; সাতটি নিম্নভবন—অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল।

বাৎস্যায়নের (কামসূত্র ৩য়—৩, ১৭) নির্দেশ অনুসারেই রাজবাহন অবন্তীসুন্দরীর মনোরঞ্জনের দ্বারা অনুরাগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে চতুর্দশ ভুবনের নায়ক-নায়িকার আখ্যান বিবৃত করেছিলেন।

দশকুমারচরিত

প্রথম উচ্ছ্বাস

১. চণ্ডবর্মা—বৃদ্ধ মালবরাজ মানসারের পুত্র দর্পসার পিসতুত ভাই চণ্ডবর্মা ও দারুবর্মার উপর রাজ্যভার দিয়ে অধিক ক্ষমতাশালী হওয়ার জন্যে কৈলাসে তপস্যা করছিলেন। (পূঃ পীঃ ৪র্থ উঃ দ্রষ্টব্য)

২. মাতঙ্গ পাতালের রাজকন্যা কালিন্দীকে বিবাহ করে পাতালের অধীশ্বর হলে কালিন্দী 'ক্ষুৎপিপাসাহর' এই মণি মাতঙ্গকে দিয়েছিলেন। মাতঙ্গ রাজবাহনকে বিদায়ের সময় এই মণি উপহার দিয়েছিলেন তাঁর সাহায্যের জন্যে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসাবে।

৩. অঙ্গদেশ—গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল। রাজধানীর নাম 'চম্পা'—সমৃদ্ধ নগরী রূপে প্রাচীন সাহিত্যে চিহ্নিত। অনুমান করা হয় বর্তমান ভাগলপুর বা তার নিকটবর্তী অঞ্চলে এই স্থান ছিল।

৪. নরবাহনদত্ত—বৎসরাজের পুত্র, কথাসরিৎসাগরে নায়ক এই গ্রন্থে এর সিংহাসন প্রাপ্তি ও নানা এ্যাডভেঞ্চারের গল্প আছে।

৫. কুরুবিন্দ—নীলকান্তমণি, টীকাকার ভূষণের মতে কুরুবিন্দ কালচে সবুজ রঙের এক ধরনের ঘাস।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস

১. এই অনুচ্ছেদটিতে গণিকার শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হয়েছে। কামশাস্ত্রের অনুসরণে বিষয়গুলি সংগৃহীত। তৎকালীন নগর-সভ্যতায় গণিকাদের গুরুত্ব ও তাদের বৈদগ্ধ্য সম্বন্ধে নিখুঁত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

২. ব্রহ্মাসম্বন্ধে এইরকম মন্তব্যের সমর্থন মহাভারতে পাওয়া যায় না।

৩. তাপসরূপী শিবের অরণ্য ভ্রমণকালে তাঁর অসামান্য সৌন্দর্যে ঋষি-পত্নীরা আকৃষ্ট হন। তখন ঋষিরা তপোবলে এক ব্যাঘ্র সৃষ্টি করে এক গর্তে স্থাপন করেন, সেই ব্যাঘ্রের সঙ্গে শিবের যুদ্ধ হলে নিহত ব্যাঘ্রের চর্ম শিব বস্ত্ররূপে ধারণ করেন।

৪. ভগবত পুরাণে (১০ম, ৫৯ : ৩৩ ; ৬৯) কৃষ্ণের ষোল হাজার পত্নীর কথা আছে।

৫. স্ব-দুহিতা বলতে এখানে ব্রহ্মার সৃষ্টি সন্ধ্যার কথা বলা হয়েছে ('গায়ত্রী নাম পূর্বাহ্ণে, সাবিত্রী মধ্যমে দিনে, সরস্বতী চ সায়াহ্নে সৈব সন্ধ্যা ত্রিধা স্মৃতা।' মহিম্নস্তোত্র (শ্লোক—২২) ও কালিকাপুরাণে কন্যা-সন্ধ্যার প্রতি আকর্ষণের কথা বলা হয়েছে। অবশ্য কুমারিলভট্টের মতে 'ব্রহ্মা' হলেন এক্ষেত্রে সূর্য এবং সন্ধ্যা হচ্ছে 'অরুণে'র (প্রত্যূষ) কন্যা।

৬. ঋষি গৌতমের পত্নী অহল্যার প্রতি ইন্দ্রের আকর্ষণ, ঋষির অনুপস্থিতিতে মিলন ও গৌতমের শাপে অহল্যার পাষাণত্ব প্রাপ্তি ও রামের স্পর্শে শাপমুক্তি ইত্যাদি ঘটনা ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীগুলিতে বিধৃত।

৭. চন্দ্র ওরফে সোম বৃহস্পতির পত্নী তারাকে গ্রহণ করেন। এমনকি ব্রহ্মার

অনুরোধেও তাঁকে স্বামীর কাছে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃত হন। তখন যুদ্ধ হলে শিবের ত্রিশূলে সোমের দেহ খণ্ডিত হয়। পরে ব্রহ্মার চেষ্টায় শান্তি স্থাপিত হয়—তারাকে স্বামীর কাছে অর্পণ করা হয়। সোমের ঔরসে তারার পুত্র হয় তাঁর নাম হয় বুধ, যিনি চন্দ্রবংশের আদি পুরুষ।

৮. বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞা সূর্যের পত্নী। পিতৃগৃহে গমনের প্রয়োজনে সূর্যের কাছে বিদায় চাইলে সূর্য অসম্মত হন। তখন সংজ্ঞা নিজের প্রতিকৃতি বা ছায়ারূপী নারী সৃষ্টি করে রেখে চলে যান। ফিরে এলে সূর্য তাঁকে গ্রহণে অসম্মত হন, তখন সংজ্ঞা ঘোটকীর রূপ ধরে অরণ্যে ভ্রমণ করতে থাকেন। পরে সব জানতে পেরে অশ্বের রূপ ধরে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন, তাদের পুত্রদেরই নাম অশ্বিনীকুমার দ্বয়।

৯. স্বর্গের এক অপ্সরা অভিশাপের ফলে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করেন, নাম হয় অঞ্জনা। একদিন স্খলিত-বসনা অঞ্জনাকে দেখে বায়ুদেবতা আকৃষ্ট হন ও দেহধারণ করে অঞ্জনার সঙ্গে মিলিত হন। ফলে 'মারুতি' বা হনুমানের জন্ম।

১০. উতথ্য অঙ্গিরসের পুত্র বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠভ্রাতা। অন্তঃসত্ত্বা ভ্রাতৃবধূ মমতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর বাধা সত্ত্বেও সঙ্গত হন। গর্ভস্থিত শিশুও বাধা দেয়, ফলে বৃহস্পতির শাপে অন্ধরূপে ভূমিষ্ঠ হয়, নাম হয় দীর্ঘতমস।

১১. মহাভারতে আদিপর্বে ঋষি পরাশর কর্তৃক দাসকন্যা সত্যবতীকে নৌকায় দেখে মুগ্ধ হওয়া, কৃত্রিম কুয়াশার সৃষ্টি করে সত্যবতীতে উপগত হওয়া ও ব্যাসের জন্ম ইত্যাদি ঘটনার উল্লেখ আছে। এই সত্যবতীই ভীষ্ম-পিতা শান্তনুর পত্নী হন।

১২. বিচিত্রবীর্যের নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হয়? তখন সত্যবতীর অনুরোধে ব্যাসদেব অর্ধভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের পত্নী অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে মিলিত হন ফলে তিনটি ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্ম হয়—ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর।

১৩. ঋষি অত্রি বহু বৈদিক মন্ত্রের প্রণেতারূপে উল্লিখিত। দশ প্রজাপতির মধ্যে তাঁকে গণনা করা হয়। তাঁর পত্নীর নাম অনসূয়া। কিন্তু মৃগী-সংক্রান্ত ঘটনাটির বিবরণ পাওয়া যায় না।

এই কাহিনীগুলি এই তথ্যই প্রতিপন্ন করে যে শুধু সাধারণ মানুষই নয়, বিশিষ্ট দেবতা-ঋষি প্রমুখেরাও প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত হতে পারেন নি। নিয়মের নিগড় যতই শক্ত করার চেষ্টা হোক না কেন বহু প্রাচীনকাল থেকেই শাস্ত্রের বাঁধন জৈবধর্মের কাছে বহুক্ষেত্রেই নতি স্বীকার করেছে।

১৪. কেশলুঞ্চন বা কেশোৎপাটন জৈনভিক্ষুর পক্ষে অবশ্যকরণীয় প্রাথমিক কৃত্য-গুলির অন্যতম।

লুঞ্চিতাঃ পিচ্ছিকাহস্তা পাণিপাত্রা দিগম্বরাঃ।
ঊর্ধ্বাশিনো গৃহে দাতুর্দ্বিতীয়াঃ স্যুর্জিনর্ষয়ঃ॥

১৫. সভাধ্যক্ষ বা সভিক জুয়াতে লব্ধ অর্থের শতকরা পাঁচভাগ পাওয়ার অধিকারী যদি এই প্রাপ্ত অর্থ একশত টাকার বেশি হয়, কম হলে শতকরা দশভাগও সে পেতে পারে (যাজ্ঞবল্ক্য, ২য়, ১৯৯)। অপহারবর্মা শতকরা পঞ্চাশভাগ অর্থ দিয়ে তাকে আরও সন্তুষ্ট করেছিল।

১৬. চৌর্যের জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির উল্লেখ, খুবই কৌতূহলজনক। তরবারি বা কৌক্ষোক ছাড়া সুড়ঙ্গ-খোঁড়ার জন্যে সর্পফণার মতো আকৃতিবিশিষ্ট যন্ত্র, নিদ্রিত বা জাগ্রত বোঝার জন্যে মৃদু মধুর ধ্বনি সৃষ্টিকারী বাঁশি, সুড়ঙ্গপথে প্রথমে ঢুকিয়ে গৃহস্থ সচেতন কিনা বোঝার জন্যে নকল মাথা, এক ধরনের ম্যাজিক পাউডার যা ছুঁড়ে দিলে সবাই ঘুমিয়ে পড়বে, যোগবর্তিকা যা যোগ-শক্তিসম্পন্ন দীপ—জ্বালালে গোপন ধনের অস্তিত্ব বোঝা যাবে, এমনকি তালা ভাঙার জন্যে রেঞ্চ বা কর্কটক, কৌটায় ভরে ভ্রমর নিয়ে যাওয়া হতো—যেগুলি গৃহস্থের কক্ষে প্রজ্বলিত দীপের উপর বসে সেটিকে নিবিয়ে ফেলতে পারে।

১৭. সর্বসাধারণের জন্যে সভাকক্ষ; পঞ্চবীর সম্ভবত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র ও নিষাদ এই পঞ্চশ্রেণীর প্রধানকে বোঝাবার জন্যে ব্যবহৃত।

১৮. চর্মরত্ন—অর্থাৎ সেই চর্মনির্মিত থলিকা যেটি সন্ন্যাসী কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছিল ও সুবর্ণমুদ্রায় পূর্ণ হয়ে থাকত বলে প্রচার করা হয়েছিল।

১৯. বাৎস্যায়নের কামসূত্র অনুসারে নায়ক কর্তৃক প্রতিকৃতি অংকন, গীতবস্তু রচনা ক্রীড়নক বা প্রতীকী চিত্র সংস্থাপন ও অঙ্গুরীয়ক বিনিময় নিদ্রিতা বঞ্চিতার প্রতি প্রেম প্রকাশের উপায়। অপহারবর্মা সবগুলিই অনুসরণ করেছিলেন।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস

১. বিদেহ—মগধের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত দেশ, যার রাজধানীর নাম ছিল মিথিলা।

২. সুহ্ম—তৎকালীন বঙ্গের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। বলিরাজের চতুর্থ পুত্র সুহ্মের নামানুসারে এই দেশের নাম। রাজধানীর নাম দামলিপ্ত, সম্ভবত বর্তমান তমলুক। কাঁসাই নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এই নদীকেই কালিদাস 'কপিশা' রূপে উল্লেখ করেছেন। (রঘু ৪র্থ, ৩৫)

৩. বাসবদত্তা—প্রাচীন সাহিত্যের অন্যতম খ্যাতনাম্নী নায়িকা। সুবন্ধু-রচিত গ্রন্থের নায়িকা, যিনি কন্দর্পকেতুর সঙ্গে পলায়ন করেছিলেন। উজ্জয়িনীরাজ চণ্ডমহাসেনের কন্যার নামও বাসবদত্তা। যিনি বৎসরাজ উদয়নের সঙ্গে চলে এসেছিলেন। —ভাসের একাধিক নাটকে 'বাসবদত্তা' অতি পরিচিত স্ত্রী-চরিত্র এবং ভবভূতির মালতী-মাধবের দ্বিতীয় অংকেও 'বাসবদত্তার' উল্লেখ আছে।

৪. বহুভোগ্যা—গঙ্গা সর্ব সাধারণের ভোগ্যা। কল্পসুন্দরী ও উপহারবর্মা যেন পূর্বজন্মেও স্বামী-স্ত্রী ছিলেন—এই স্বপ্নের অবতারণা করে সামাজিক বিধি লঙ্ঘনের দায় থেকে কবি মুক্তি পেয়েছেন।

৫. পূর্ববাংলার অন্তর্গত একটি অঞ্চল।

৬. খনতি—সম্ভবত কোন-কোন পারসিক বা আরব ব্যবসায়ী। 'খান' শব্দটির সংস্কৃত রূপারোপ হতে পারে কি?

৭. মূলগ্রন্থে—'গৃহপতি' শব্দটি আছে। ভূষণ-মতে 'গৃহপতি' মানে গ্রামাধ্যক্ষ। কিন্তু 'জনপদমহত্তর' অর্থাৎ নগর-প্রধান শব্দটি থাকার জন্যে নগরের অধ্যক্ষ অর্থে ব্যবহার করাই সঙ্গত।

চতুর্থ উচ্ছ্বাস

১. কাশীধামের বিখ্যাত গঙ্গার ঘাট। বলা হয় বিষ্ণুর প্রচণ্ড তপস্যা দেখে বিস্মিত হলে শিবের কর্ণ থেকে মণিময় কুণ্ডল পড়ে যাওয়ায় এই স্থানের এইরকম নাম হয়েছে।

২ অন্ধকমথন—অন্ধক নামে অসুর ঋষি কাশ্যপ ও দিতির সতান। দ্বিমস্তক বিশিষ্ট এই অসুর অন্ধ না হয়েও অন্ধের মতো বিচরণ করত। স্বর্গ থেকে পারিজাত বৃক্ষ নিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করায় শিব তাকে নিধন করেন, তাই শিবের এক নাম 'অন্ধকমথন'।

৩. বিভিন্ন জন্মে তারাবলী কামপালের পত্নী ছিলেন। অর্থপাল গতজন্মের শূদ্রক-অর্যদাসীর পুত্র ছিলেন, শূদ্রকের অপর পত্নী বিনয়বতী তাঁকে মানুষ করেন। এজন্মে তিনিই কান্তিমতী রূপে জন্মগ্রহণ করে এই সন্তান লাভ করেন। দণ্ডীর বিবরণ অনুসারে পূর্ববর্তী জন্মগুলিতে কামপাল ও তাঁর পত্নীদের নামের একটি তালিকা দেওয়া গেল।

শৌনক—	বন্ধুমতী,	বেদিমতী,	হংসাবলী,	নন্দিনী,	গোপকন্যা
↓	|	|	|	|	|
শূদ্রক—	বিনয়বতী,	অর্যদাসী,	সুরসেনা,	বঙ্গপতাকা,	অর্যদাসী
↓	|	|	|	|	|
কামপাল—	কান্তিমতী,	সোমদেবী,	সুলোচনা,	ইন্দ্রসেনা,	তারাবলী

৪ অলসক—ক্ষয়রোগ ('ক্ষয়স্ত্বলসকো মতঃ' ইতি বৈজয়ন্তী।)

৫. মূলগ্রন্থে আছে 'কৃতানুমরণমণ্ডনা'। মৃত স্বামীর চিতায় আত্মদানে উদ্যতা নারীকে 'সুবাসিনী'র বেশ ধারণ করতে হতো ; গৈরিক রঙের বস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মুক্ত কেশপাশে অলংকার ধারণ করে, কণ্ঠে মঙ্গলসূত্র ও কপালে সিঁদুর লেপন করতে হতো। উল্লেখযোগ্য দণ্ডীর সময়েও সতীপ্রথা ছিল। ঘটনাস্থল কাশীরাজ্য।

৬. সহজশত্রু—সংস্কৃত শাস্ত্র অনুসারে বন্ধু ও শত্রু, দুটিই তিন রকমের হয়ে থাকে—সহজ, কৃত্রিম এবং প্রকৃতি। সম্পত্তির অধিকারবোধ জন্মের সঙ্গে-সঙ্গেই শত্রুতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে—যেমন জ্যেঠা, খুড়ো বা তাদের সন্তানদের সঙ্গে। কৃত্রিম শত্রু হয় অর্থাৎ যাদের ক্ষতিকর কাজের দ্বারা শত্রুতে পরিণত করা হয়। যাদের সম্পত্তি বা রাজ্য ঠিক সীমানায় অবস্থিত তাদের প্রকৃতিশত্রু বলা হয়।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস

১. আদি বরাহ – বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার বরাহ। জল থেকে ডুবন্ত ধরিত্রীকে উদ্ধার করেন। বিষ্ণুপুরাণ তুলনীয়—"ততঃ সমুৎক্ষিপ্য ধরাং স্বদংষ্ট্রয়া মহাবরাহঃ স্ফুটপথলোচনঃ' ইত্যাদি।

২. শক্তিধ্বজ কুমার কার্তিকেয়ের নাম। প্রাসাদে দেব কার্তিকেয়ের মন্দির থাকত। উপরে প্রথিত হতো ত্রিশূল ধরনের অস্ত্র। লঘুদীপিকায় বলা হয়েছে এইরকম

প্রাসাদকে বলা হতো 'নন্দ্যাবর্ত'। উল্লেখযোগ্য বর্তমান যুগের উঁচু সৌধের ওপর লোহার শিক ধরনের জিনিস আটকে দেওয়া হয় বজ্রপতন রোধের জন্যে।

৩. স্বামীর কাছ থেকে দূরে থাকলে সচ্চরিত্রা ও পতিব্রতা নারীরা প্রসাধন করতেন না, বস্ত্রেও থাকত না কোন চাকচিক্য। একমাত্র বেণী ধারণ করে থাকতেন এবং সংযম ও নিয়মনিষ্ঠায় তাঁদের দেহ ক্ষীণ হয়ে যেত। তুলনীয়—শকুন্তলা—(৭ম), "একবেণীধরা নিয়মক্ষামসুখী ধৃতৈকবেণী।"

৪. এই উচ্ছ্বাসে প্রমতির পরিচয় দেওয়া হয়েছে এইভাবে যে, সে যক্ষমণিভদ্রের কন্যা তারাবলী ও কামপালের পুত্র। কিন্তু পূর্ব-পীঠিকায় সুমতির পুত্ররূপেই তার উল্লেখ আছে। অধ্যাপক উইলসন মনে করেন, হয় লেখক বিস্মৃত হয়েছেন, নতুবা পূর্ব-পীঠিকা অন্য কারও রচিত।

৫. শ্রাবস্তী—ইরাবতী নদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত প্রাচীন নগরী। উত্তরকোশলের রাজধানী অযোধ্যা থেকে ৫৮ মাইল উত্তরে অবস্থিত ছিল। রঘু ১৫শ, ৯৭ শ্লোকে লবের রাজধানী শরাবতী রূপে উল্লিখিত। আগাশের মতে বৌদ্ধ-কাহিনীর 'সাবলীপুর'। বুদ্ধ এখানে পঁচিশ বছর বাস করেছিলেন।

৬. এই মোরগ-লড়াই ব্যাপারটি বেশ কৌতূহলজনক। বহু প্রাচীনকাল থেকেই সাধারণ মানুষের প্রমোদের উপায় হিসাবে এইরকম লড়াই জাতীয় উত্তেজক অনুষ্ঠান হতো।

বৈজয়ন্তী টীকা অনুসারে—দীর্ঘগ্রীবা, শুভ্রদেহ ও মহাশক্তিসম্পন্ন যারা তারাই 'বলাকা' জাতীয় কুক্কুট, অন্যগুলি 'নারীকেল' শ্রেণীর অন্তর্গত। এরাও বেশ বড় ও শক্তিশালী হয়।

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস

১. কন্দুকক্রীড়া—কন্দুক অর্থাৎ বল। ধাতু-নির্মিত এই গোলককে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় উৎক্ষেপণ করে নৃত্যের মাধ্যমে ক্রীড়া। এই কন্দুক-নৃত্যের দ্বারা দেবীর আরাধনা করতেন রাজকন্যা কন্দুকাবতী। সংস্কৃত-সাহিত্যের বহুক্ষেত্রে রমণীদের ক্রীড়ারূপে কন্দুকক্রীড়ার উল্লেখ আছে—যেমন ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তা নাটকে রাজকুমারী পদ্মাবতীর কন্দুকক্রীড়ার বর্ণনা আছে।

২. মূলগ্রন্থে 'জালরন্ধ্র' শব্দটি আছে। টীকায় বলা হয়েছে জালরন্ধ্র অর্থাৎ গবাক্ষছিদ্র। দেওয়ালের জাফরির ফাঁক (laffice-holes) বলেও মনে করা যেতে পারে।

৩. যবনদের জাহাজের ক্যাপ্টেনের নাম রামেষু সম্ভবত কোন যবন নামের সংস্কৃতায়ন (sanskritiaation)। কারণ, ভারতীয় নাম বিভক্তিযুক্ত এক্ষেত্রে (৭মী বহু সুপ্) হওয়া অস্বাভাবিক। 'রামেণ' বা 'রামায়' এইরকম নাম হয় না—শুধু 'রাম'ই হয়, বিভিন্ন ভাবপ্রকাশের প্রয়োজনেই বিভক্তি যোগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু যখন নাম 'রামেসিস্'। যবন বলতে আরব, পারস্য বা অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীকে বোঝান হতো। বাণিজ্যের জন্যে বহু প্রাচীন কাল থেকেই 'যবন' বণিকদের ভারতে যাতায়াত ছিল।

৪. দ্রাক্ষাক্ষেত্রে জল দেওয়া প্রসঙ্গটি কৌতুহলজনক। পারস্য ইত্যাদি স্থানে আঙুর জন্মায়। শুকনো দেশে ক্ষেতে জল দেওয়ার জন্যে শক্তিশালী দাসের

প্রয়োজন—এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যেই জল থেকে মিত্রগুপ্তকে তোলা হয়েছিল।

৫. ত্রিগর্ত প্রাচীন এক অনুর্বর দেশে শতদ্রুর পূর্বের মরুময় অঞ্চল। উত্তর দিকে লুধিয়ানা ও পাতিয়ালার কিছু অংশ ও দক্ষিণে মরুভূমির অংশ এই দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে মনে করা হয়।

৬. দ্রাবিড়—বৃহত্তর অর্থে সমগ্র করমণ্ডল উপকূল গোদাবরীর দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত। সংকীর্ণ অর্থে কাবেরী নদী পর্যন্ত। রাজধানী কাঞ্চী প্রাচীনকালে সমৃদ্ধির জন্যে বিখ্যাত ছিল (নগরেষু কাঞ্চী)। বর্তমান কাঞ্জীভরম, মাদ্রাজের দক্ষিণ-পশ্চিমে বেগবতী নদীর তীরে অবস্থিত।

৭. সৌরাষ্ট্র—আরেক নাম আনর্ত, বর্তমান কাঠিয়াবার। দ্বারকা ছিল মূল রাজধানী, বলভী সম্ভবত পরবর্তী রাজধানী। ভাবনগরের দশমাইল উত্তর-পশ্চিমে 'বিলুবি'তে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে।

৮. শূরসেন—মথুরার কাছাকাছি অঞ্চল। রঘুবংশে (ষষ্ঠ সর্গ, ৪৫ শ্লোক) কালিদাস কর্তৃক উল্লিখিত। প্রাকৃত ভাষার একটি বিশেষ শাখাকে 'শৌরসেনী' বলা হতো। তুলনীয়—'কথা বলতে শৌরসেনী হলা পিঅ সহি।'

[সেকাল—রবীন্দ্রনাথ]

৯. মন্ত্রগুপ্ত ওষ্ঠ্য বর্ণের (স্বর = উ ও ঊ, ব্যঞ্জন = প, ফ, ব, ভ, ম) উচ্চারণ বাদ দিয়ে তার কাহিনী উপস্থিত করল। ভাষা ব্যবহারে রচয়িতার ক্ষমতার পরিচায়ক। কারণ হিসাবে অবশ্য প্রেয়সীর দংশনের জন্যে ওষ্ঠে ক্ষত সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে।

সপ্তম উচ্ছ্বাস

১. কলিঙ্গ—পণ্ডিত কালের মতানুসারে ওড্র বা ওড়িষ্যার দক্ষিণাংশ, গোদাবরীর মুখ পর্যন্ত বিস্তৃত।

২. চন্দ্রশালা—প্রাসাদের শীর্ষকক্ষ। অমরকোষে বলা হয়েছে 'শিরোগৃহম্'।

৩. দর্দুর—মলয়পর্বতের সঙ্গে সংলগ্ন—ঘাট পর্বতমালার অংশ বিশেষ, মহীশূরের দক্ষিণসীমা (রঘু—৪র্থ, ৫১, = শৈলো মলয়দর্দুরৌ)।

৪. দণ্ড—পরিমাপ হিসাবে এখানে এই শব্দটির ব্যবহার। একদণ্ড মানে চার হাত পরিমাণ স্থান। কালে সম্পাদিত গ্রন্থের টীকা অনুসারে ষোল হাত দূরত্ব।

৫. আদিরাজ—শব্দটি ভ্রান্তিজনক। মনুর মতে বৈবস্বত মনু। কারও-কারও মতে পৃথু। মহাভারতে অবিক্ষিতের পুত্র হিসাবে আদিরাজের উল্লেখ। মনীষীকালের মতে দণ্ডী সম্ভবত 'আদিরাজ' বলতে পূর্ববর্তী রাজাদের বোঝাতে চেয়েছেন। কাব্যাদর্শেও 'আদিরাজ' অর্থে পূর্ববর্তী ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি রাজার কথা বলা হয়েছে।

অষ্টম উচ্ছ্বাস

১. বিদর্ভ—কৃষ্ণা নদীর তীর থেকে নর্মদার তীর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল রাজ্য। এই স্থানটির বিরাটত্বের জন্যে একে মহারাষ্ট্রও বলা হতো। রাজধানীর নাম কুণ্ডিনপুর নলচম্পূতে এই নগরের উল্লেখ আছে।

২ ষাড়্‌গুণ্য—পররাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়ক ছয়টি মূল নীতি (১) সন্ধি (২) বিগ্রহ বা যুদ্ধ ঘোষণা, (৩) যান অর্থাৎ যুদ্ধযাত্রা, (৪) আসন—আক্রমণের সুযোগের অপেক্ষায় অবস্থান (৫) দ্বৈধীভাব—শত্রুপক্ষের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন, (৬) সংশ্রয়—বলবান রাজার আশ্রয় গ্রহণ।

৩. চারটি রাজবিদ্যা হলো : (১) ত্রিবেদ (ঋক্‌-সাম-যজুঃ) অধ্যয়ন (২) বার্তা কৃষিবাণিজ্য পশুপালনাদি বিষয়ে জ্ঞান (৩) আন্বীক্ষিকী অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্র ও আত্মবিদ্যা (৪) দণ্ডনীতি—রাষ্ট্রবিজ্ঞান। কামন্দকীয় নীতিসারের ২য় অধ্যায়ে এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

৪. বিষ্ণুগুপ্ত—আচার্য বিষ্ণুগুপ্ত সম্ভবত চাণক্যেরই নাম। খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতকের শেষার্ধ তাঁর সময় রূপে চিহ্নিত। 'অর্থশাস্ত্র'কে তাঁর রচনা বলে মনে করা হয়।

৫. চতুরঙ্গ—হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি—এই চার সামরিক বাহিনীকে চতুরঙ্গ বলা হয়।

৬. এই বক্তব্যটি বেশ কৌতূহলজনক। বিদেশে নিযুক্ত দূতদের সঙ্গের জিনিসপত্রের জন্যে কোন শুল্ক দিতে হতো না। ফলে তাঁরা বিনা শুল্কেই এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে জিনিসপত্র আনা-নেওয়া করে উপরিলাভ করে নিতেন। রাজকর্মচারীদের অসাধুতার দিকটি পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে।

৭. অশ্মক—ত্রিবাঙ্কুরের প্রাচীন নাম। বরাহমিহিরের মতে অশ্মকেরা ছিল উত্তর ভারতের অধিবাসী। (বৃ সং ১৪শ, ৩৪) মার্কণ্ডেয় মনে করেন এই অকর্মকজাতির লোকেরা পরে গোদাবরীর তীরে বসতি স্থাপন করে। খৃঃ ষষ্ঠ শতকে অজন্তার গুহাচিত্রে এদের উল্লেখ আছে। অতএব বেরারের দক্ষিণে কিছু অংশ তারা অধিকার করেছিল বলা চলে।

৮. মৃগয়ার গুণ সম্বন্ধে শকুন্তলার ২য় অঙ্ক, ৪র্থ ৫ম শ্লোকে ও রঘু ৯ম, ৪৯ শ্লোকে বলা হয়েছে। মনু-সংহিতায় অবশ্য মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া ইত্যাদি 'ব্যসন' রূপে উল্লিখিত।

৯. বাক্‌পারুষ্য-দণ্ডপারুষ্য-অর্থদূষণ—কঠোর বাক্য প্রয়োগ, কঠিন দণ্ডদান ও অর্থের অপব্যবহার। মনু-সংহিতার ৭ম অধ্যায়ে রাজার ক্রোধজ দোষের প্রসঙ্গে এদের কথা বলা হয়েছে।

১০. বনবাসী—ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত নগর। কর্নেল ম্যাকেঞ্জী 'সুন্দ' জেলায় এই নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। আগাশে মনে করেন, ৬ষ্ঠ-৭ম খৃষ্টাব্দে কদম্ব রাজাদের অন্যতম রাজধানী ছিল বনবাসী, যা বর্তমানে উত্তর কানাড়ায় অবস্থিত। মহাভারতেও ভীষ্ম পর্বে (৯ম, ৫৮-৫৯ শ্লোক) দক্ষিণ দেশবাসীদের তালিকা প্রসঙ্গে 'বনবাসিকাঃ' শব্দটির উল্লেখ আছে।

১১. কুন্তল—চোলদেশের উত্তরে অবস্থিত। রাজধানী কল্যাণ। V. Smith বলেছেন ভীমা ও বেদবতী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল, পশ্চিমে ঘাটপর্বতমালা। বেল্লারী, ধারওয়ার, বিজাপুর ইত্যাদি অঞ্চল এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১২. মুরলেশ—কেরলের রাজা। কেরলের প্রধান নদী মুরলা, রঘু ৪র্থ—৫৫ শ্লোকে কালিদাস উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন কেরল ছিল কাবেরীর উত্তরে অবস্থিত পশ্চিমঘাট ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী অঞ্চল।

১৩ ঋষীক, কোঙ্কন নাসিক্য দক্ষিণ ভারতে কাছাকাছি অবস্থিত তিন রাজ্যের রাজা। রামায়ণ মহাভারতেও ঋষীক দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। নাসিক্য সম্ভবত গোদাবরী তীরে অবস্থিত বর্তমান নাসিক।

১৪. মাহিষ্মতী—অথবা কলচুরি বংশীয় রাজাদের রাজধানী। বিন্ধ্য ও ঋক্ষ পর্বতের মাঝখানে জাবালপুরের নিচে অবস্থিত।

১৫. রাজনীতিকে বৃক্ষরূপে কল্পনা করা হয়েছে। মূল—পঞ্চাঙ্গমন্ত্র অর্থাৎ সহায়, সাধনোপায়, স্থান ও কালের বিভাগ, বিপত্তির প্রতিকার ও সিদ্ধি (কামন্দক ১২শ, ২৬) দুইকাণ্ড—অর্থ ও সৈন্য বিষয়ে প্রভাব। চার রকম উৎসাহ চারিটি শাখা সামদানভেদদণ্ড রূপ উপায়গুলি অথবা কায়-মন-বাক্য-কর্ম এই চারিটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। বাহাত্তরটি প্রকৃতি। মূলপ্রকৃতি—মধ্যম, বিজিগীষু, উদাসীন ও শত্রু রাজা। বিজিগীষুর সামনে অবস্থিত চারজন মিত্র, অরিমিত্র, মিত্রমিত্র ও অরিমিত্র মিত্র এবং পশ্চাতে অবস্থিত চারজন পার্ষ্ণিগ্রাহ, আক্রান্দ, পার্ষ্ণিগ্রাহাসার, ও আক্রান্দাসার—এই আট শাখা প্রকৃতি মূল ও শাখা মিলিয়ে ১২ জনের প্রত্যেক রাজার আবার পাঁচটি দ্রব্যপ্রকৃতি—(১) অমাত্য, (২) রাষ্ট্র, (৩) দুর্গ (৪) কোষ (৫) দণ্ড। অতএব ১২×৫=৬০টি দ্রব্য+৪টি মূল +৮টি শাখা=৭২ মনু ৭ম (১৫৫—১৫৭ শ্লোক) কামন্দক ১২শ, ২৫। শক্তি ও সিদ্ধি এই বৃক্ষের ফুল ও ফল রূপে কল্পিত।

পূর্বপীঠিকা

প্রথমোচ্ছ্বাসঃ

ব্রহ্মাণ্ডচ্ছত্রদণ্ড শতধৃতিভবনাম্ভোরুহো নালদণ্ডঃ
ক্ষোণীনৌকূপদণ্ডঃ ক্ষরদমরসরিৎপট্টিকাকেতুদণ্ডঃ।
জ্যোতিশ্চক্রাক্ষদণ্ডস্ত্রিভুবনবিজয়স্তম্ভদণ্ডোঽঙ্ঘ্রিদণ্ডঃ
শ্রেয়স্ত্রৈবিক্রমস্তে বিতরতু বিবুধদ্বেষিণাং কালদণ্ডঃ ॥

অস্তি সমস্তনগরীনিকষায়মাণা শশ্বদগণ্যপণ্যবিস্তারিতমণিগণাদিবস্তুজাতব্যাখ্যাতরত্নাকরমাহাত্ম্যা মগধদেশশেখরীভূতা পুষ্পপুরী নাম নগরী। তত্র বীরভটপটলোত্তরঙ্গতুরঙ্গকুঞ্জরমকরভীষণসকলরিপুগণকটকজলনিধিমথনমন্দরায়মাণসমুদ্দণ্ডভুজদণ্ডঃ, পুরন্দরপুরাঙ্গণবনবিহরণপরায়ণগীর্বাণতরুণগণিকাগণজেগীয়মানয়াঽতিমানয়া শরদিন্দুকুন্দঘনসারনীহারহারমৃণালমরালসুরগজনীরক্ষীরগিরিশাট্টহাসকৈলাসকাশনীকাশমূর্ত্যা রচিতদিগন্তরালপূর্ত্যা কীর্ত্যাঽভিতঃ সুরভিতঃ, স্বর্লোকশিখরোরুরুচিররত্নাকরবেলামেখলাবলয়িতধরণীরমণীসৌভাগ্যভোগভাগ্যবান্, অনবরতযাগদক্ষিণারক্ষিতশিষ্টবিশিষ্টবিদ্যাসম্ভারভাসুরভূসুরনিকরঃ, বিরচিতারাতিসংতাপেন প্রতাপেন সতততুলিতবিয়স্মধ্যহংসঃ, রাজহংসো নাম ঘনদর্পকংদর্পসৌন্দর্যহৃদ্যানিরবদ্যরূপো ভূপো বভূব।

তস্য বসুমতী নাম সুমতী লীলাবতীকুলশেখরমণী রমণী বভূব। রোষরূক্ষেণেন নিটিলেক্ষণেন ভস্মীকৃতচেতনে মকরকেতনে তদা ভয়েনানবদ্যা বনিতেতি মত্বা, তস্যা রোলম্বাবলী কেশজালম্, প্রেমাকরো রজনীকরো বিজিতারবিন্দং বদনম্, জয়ধ্বজায়মানো মীনো জায়াযুতোঽক্ষিযুগলম্, সকলসৈনিকাঙ্গবীরো মলয়সমীরো নিঃশ্বাসঃ, পথিকহৃদ্দলনকরবালঃ প্রবালশ্চাধরবিম্বম্, জয়শঙ্খো বন্ধুরা লাবণ্যধরা কংধরা পূর্ণকুম্ভৌ চক্রবাকানুকারৌ পয়োধরৌ, জ্যায়মানে মার্দবাসমানে বিসলতে চ বাহূ, ঈষৎফুল্ললীলাবতংসকহ্লারকোরকো গঙ্গাবর্তসনাভির্নাভিঃ, দূরীকৃতযোগিমনোরথো জৈত্ররথোঽতিঘনং জঘনম্, জয়স্তম্ভভূতে সৌন্দর্যভূতে বিঘ্নিতযতিজনারম্ভে রম্ভে চোরুযুগম্, আতপত্রসহস্রপত্রং পাদদ্বয়ম্, অস্ত্রভূতানি প্রসূনানি তানীতরাণ্যঙ্গানি চ সমভুবন্নিব। বিজিতামরপুরে পুষ্পপুরে নিবসতা সাহনন্তভোগলালিতা বসুমতী বসুমতীব মগধরাজেন যথাসুখমন্বভাবি।

তস্য রাজ্ঞঃ পরমবিধেয়া ধর্মপালপদ্মোদ্ভবসিতবর্মনামধেয়া ধীরধিষণাবধীরিতবিবুধাচার্যবিচার্যকার্যসাহিত্যাঃ কুলামাত্যাস্ত্রয়োঽভূবন্। তেষাং সিতবর্মণঃ সুমতিসত্যবর্মাণৌ, ধর্মপালস্য সুমন্ত্রসুমিত্রকামপালাঃ, পদ্মোদ্ভবস্য সুশ্রুতরত্নোদ্ভবাবিতি তনয়াঃ সমভূবন্। তেষু ধর্মশীলঃ সত্যবর্মা সংসারাসারতাং বুদ্ধ্বা তীর্থযাত্রাভিলাষী দেশান্তরমগমৎ। বিটনটবারনারীপরায়ণো দুর্বিনীতঃ কামপালো জনকাগ্রজন্মনোঃ শাসনমতিক্রম্য ভুবং বভ্রাম। রত্নোদ্ভবোঽপি বাণিজ্যনিপুণতয়া পারাবারতরণমকরোৎ। ইতরে মন্ত্রিসূনবঃ পুরন্দরপুরাতিথিষু পিতৃষু যথাপূর্বমন্বতিষ্ঠন্।

ততঃ কদাচিন্নানাবিধমহদায়ুধনৈপুণ্যরচিতাগণ্যজন্যরাজন্যমৌলিপালিনিহিতনিশিত-

সায়কো মগধনায়কো মালবেশ্বরং প্রত্যগ্রসংগ্রামঘস্মরং সমুৎকটমানসারং মানসারং প্রতি সহেলন্যক্কৃতজলধিনির্ঘোষাহংকারেণ ভেরীঝংকারেণ হঠিকাকর্ণনাক্রান্তভয়চণ্ডিমানং দিগ্দন্তাবলবলয়ং বিঘূর্ণয়ন্নিজভরনমন্মেদিনীভরেণায়স্তভুজগরাজমস্তকবলেন চতুরঙ্গবলেন সংযুতঃ সংগ্রামাভিলাষেণ রোষেণ মহতাবিষ্টো নির্যযৌ। মালবনাথোঽপ্যনেকানেকপযূথসনাথো বিগ্রহঃ সবিগ্রহ ইব সাগ্রহোঽভিমুখীভূয় ভূয়ো নির্জগাম। তয়োরথ রথতুরগখুররক্ষুণ্ণক্ষোণীসমুদ্ভূতে করিঘটাকটস্রবন্মদধারাধৌতমূলে নব্যবল্লভবরণাগতদিব্যকন্যাজনজবনিকাপটমণ্ডপ ইব বিয়ত্তলব্যাকুলে ধূলীপটলে দিবিষদধ্বনি ধিক্কৃতান্যধ্বনিপটহধ্বানবধিরিতাশেষদিগন্তরালং শস্ত্রাশস্ত্রি হস্তাহস্তি পরস্পরাভিহতসৈন্যং জন্যমজনি। তত্র মগধরাজঃ প্রক্ষীণসকলসৈন্যমণ্ডলং মালবরাজং জীবগ্রাহমভিগৃহ্য কৃপালুতয়া পুনরপি স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠাপয়ামাস।

ততঃ স রত্নাকরমেখলামিলামনন্যশাসনাং শাসদনপত্যতয়া নারায়ণং সকললোকৈককারণং নিরন্তরমর্চয়ামাস। অথ কদাচিত্তদগ্রমহিষী দেবী 'দেবেন কল্পবল্লীফলমাপ্নুহি' ইতি প্রভাতসময়ে সুস্বপ্নমবলোকিতবতী। সা তদা দয়িতমনোরথপুষ্পভূতং গর্ভমধত্ত। রাজাঽপি সম্পন্নাক্কৃতাখণ্ডলঃ সুহৃন্নৃপমণ্ডলং সমাহূয় নিজসম্পন্মনোরথানুরূপং দেব্যাঃ সীমন্তোৎসবং ব্যধত্ত।

একদা হিতৈঃ সুহৃন্মন্ত্রিপুরোহিতৈঃ সভায়াং সিংহাসনাসীনো গুণৈরহীনো ললাটতটন্যস্তাঞ্জলিনা দ্বারপালেন ব্যজ্ঞাপি—'দেব, দেবসংদর্শনলালসমানসঃ কোঽপি দেবেন বিরচ্যার্চনার্হো যতির্দ্বারদেশমধ্যাস্তে' ইতি। তদনুজ্ঞাতেন তেন স সংযমী নৃপসমীপমনায়ি। ভূপতিরায়ান্তং তং বিলোক্য সম্যগ্জ্ঞাততদীয়গূঢ়চারভাবো নিখিলমনুচরনিকরং বিসৃজ্য মন্ত্রিজনসমেতঃ প্রণতমেনং মন্দহাসমভাষত—'ননু তাপস, দেশং সাপদেশং ভ্রমন্ ভবাংস্তত্র তত্র ভবদভিজ্ঞাতং কথয়তু' ইতি। তেনাভাষি ভূভ্রমণবলিনা প্রাঞ্জলিনা—'দেব, শিরসি দেবস্যাজ্ঞামাদায়ৈতং নির্দোষং বেষং স্বীকৃত্য মালবেন্দ্রনগরং প্রবিশ্য তত্র গূঢ়তরং বর্তমানস্তস্য রাজ্ঞঃ সমস্তমুদন্তজাতং বিদিত্বা প্রত্যাগমম্। মানী মানসারঃ স্বসৈনিকাযুষ্মত্তান্তরায়ে সংপরায়ে ভবতঃ পরাজয়মনুভূয় বৈলক্ষ্যলক্ষ্যহৃদয়ো বীতদয়ো মহাকালনিবাসিনং কালীবিলাসিনমনশ্বরং মহেশ্বরং সমারাধ্য তপঃপ্রভাবসংতুষ্টাদস্মাদেকবীরারাতিঘ্নীং ভয়দাং গদাং লব্ধাত্মানমপ্রতিভটং মন্যমানো মহাভিমানো ভবন্তমভিযোক্তুমুদ্যুঙ্ক্তে। ততঃ পরং দেব এব প্রমাণম্' ইতি। তদালোচ্য নিশ্চিততৎকৃত্যৈরমাত্যৈ রাজা বিজ্ঞাপিতোঽভূৎ—'দেব, নিরুপায়েন দেবসহায়েন যোদ্ধুমরাতিরায়াতি। তস্মাদস্মাকং যুদ্ধং সাম্প্রতমসাম্প্রতম্। সহসা দুর্গসংশ্রয়ঃ কার্যঃ' ইতি। তৈর্বহুধা বিজ্ঞাপিতোঽপ্যখর্বেণ গর্বেণ বিরাজমানো রাজা তদ্বাক্যমকৃত্যমিত্যনাদৃত্য প্রতিযোদ্ধুমনা বভূব। শিতিকণ্ঠদত্তশক্তিসারো মানসারো যোদ্ধুমনসামগ্রীভূয় সামগ্রীসমেতোঽক্লেশং মগধদেশং প্রবিবেশ।

তদা তদাকর্ণ্য মন্ত্রিণো ভূমহেন্দ্রং মগধেন্দ্রং কথংচিদনুনীয় রিপুভিরসাধ্যে বিন্ধ্যাটবীমধ্যেঽবরোধান্মূলবলরক্ষিতান্নিবেশয়ামাসুঃ। রাজহংসস্তু প্রশস্তবীতদৈন্যসৈন্যসমেতস্তীব্রগত্যা নির্গত্যাধিকরুষং দ্বিষং রুরোধ; পরস্পরবদ্ধবৈরয়োরেতয়োঃ শূরয়োস্তদা তদালোকনকুতূহলাগতগগনচরাশ্চর্যকারণে রণে বর্তমানে জয়াকাঙ্ক্ষী মালবদেশরক্ষী বিবিধায়ুধস্থৈর্যচর্যাঞ্চিতসমরতুলিতামরেশ্বরস্য মগধেশ্বরস্য তস্যোপরি পুরা পুরারাতিদত্তাং গদাং প্রাহিণোৎ। নিশিতশরনিকরশকলীকৃতাপি সা পশুপতিশাসনস্যাবন্ধ্যতয়া

সূতং নিহত্য রথস্থং রাজানং মূর্ছিতমকার্ষীৎ। ততো বীতপ্রগ্রহা অক্ষতবিগ্রহা বাহা রথমাদায় দৈবগত্যাঽন্তঃপুরশরণ্যং মহারণ্যং প্রাবিশন্। মালবনাথো জয়লক্ষ্মীসনাথো মগধরাজ্যং প্রাজ্যং সমাক্রম্য পুষ্পপুরমধ্যতিষ্ঠৎ।

তত্র হেতিততিহতিশ্রান্তা অমাত্যা দৈবগত্যাঽনুৎক্রান্তজীবিতা নিশান্তবাতলব্ধসংজ্ঞাঃ কথংচিদাশ্বাস্য রাজানং সমন্তাদন্বীক্ষ্যানবলোকিতবন্তো দৈন্যবন্তো দেবীমবাপুঃ। বসুমতী তু তেভ্যো নিখিলসৈন্যক্ষতিং রাজ্ঞোঽদৃশ্যত্বং চাকর্ণ্যোদ্বিগ্না শোকসাগরমগ্না রমণানুগমনে মতিং ব্যধত্ত। 'কল্যাণি, ভূরমণমরণমনিশ্চিতম্। কিং চ দৈবজ্ঞকথিতো মথিতোদ্ধতারাতিঃ সার্বভৌমোঽভিরামো ভবিতা সুকুমারঃ কুমারস্ত্বদুদরে বসতি। তস্মাদদ্য তব মরণমনুচিতম্' ইতি ভূষিতভাষিতৈরমাত্যপুরোহিতৈরনুনীয়মানয়া তয়া ক্ষণং ক্ষণহীনয়া তুষ্ণীমস্থায়ি। অথার্ধরাত্রে নিদ্রানিলীননেত্রে পরিজনে বিজনে শোকপারাবারমুত্তর্তুমশক্নুবতী সেনানিবেশদেশং নিঃশব্দলেশং শনৈরতিক্রম্য যস্মিন্ রথস্য সংসক্ততয়া তদানয়নপলায়নশ্রান্তা গন্তুমক্ষমাঃ ক্ষমাপতিরথ্যাঃ পথ্যাকুলাঃ পূর্বমতিষ্ঠংস্তস্য নিকটবটতরোঃ শাখায়াং মৃতিরেখায়ামিব ক্বচিদুত্তরীয়ার্ধেন বন্ধনং মৃতিসাধনং বিরচ্য মর্তুকামাঽভিরামা বাঙ্মাধুরীবিরসীকৃতকলকণ্ঠা সাস্রুকণ্ঠা ব্যলপৎ—'লাবণ্যোপমিতপুষ্পসায়ক ভূনায়ক, ভবানেব ভাবিন্যপি জন্মনি বল্লভো ভবতু' ইতি। তদাকর্ণ্য নীহারকরাকিরণনিকরসম্পর্কলব্ধাববোধো মাগধোঽগাধরুধিরবিক্ষরণনষ্টচেষ্টো দেবীবাক্যমেব নিশ্চিন্বানস্তস্বানঃ প্রিয়বচনানি শনৈস্তামাহ্বয়ৎ। সা সসম্ভ্রমমাগত্যামন্দহৃদয়হৃদয়ানন্দসম্ফুল্লবদনারবিন্দা তমুপোষিতাভ্যামিবানিমিষিতাভ্যাং লোচনাভ্যাং পিবন্তী বিকস্বরেণ স্বরেণ পুরোহিতামাত্যজনমুচ্চৈরাহূয় তেভ্যস্তমদর্শয়ৎ।

রাজা নিটিলতটচুম্বিতনিজচরণাম্বুজৈঃ প্রশংসিতদৈবমাহাত্ম্যৈরমাত্যৈরভাণি—'দেব, রথ্যচয়ঃ সারথ্যপগমে রথং রভসাদরণ্যমনয়ৎ' ইতি। 'তত্র নিহতসৈনিকগ্রামে সংগ্রামে মালবপতিনাঽরাধিতপুরারাতিনা প্রহিতয়া গদয়া দয়াহীনেন তাড়িতো মূর্ছামাগত্যাত্র বনে নিশান্তপবনেন বোধিতোঽভবম্' ইতি মহীপতিরকথয়ৎ। ততো বিরচিতমহেন মন্ত্রিনিবহেন বিরচিতদৈবানুকূল্যেন কালেন শিবিরমানীয়াপনীতাশেষশল্যো বিকসিতনিজাননারবিন্দো রাজা সহসা বিরোপিতব্রণোঽকারি। বিরোধিদৈবধিক্কৃতপুরুষকারো দৈন্যব্যাপ্তাকারো মগধাধিপতিরধিকাধিরমাত্যসংমত্যা মৃদুভাষিতয়া তয়া বসুমত্যা মত্যা কলিতয়া চ সমবোধি—'দেব, সকলস্য ভূপালকুলস্য মধ্যে তেজোবরিষ্ঠো গরিষ্ঠো ভবানদ্য বিন্ধ্যবনমধ্যং নিবসতীতি জলবুদ্বুদসমানা বিরাজমানা সম্পত্তড়িল্লতেব সহসৈবোদেতি নশ্যতি চ। তন্নিখিলং দৈবায়ত্তমেবাবধার্য কার্যম্। কিং চ পুরা হরিশ্চন্দ্ররামচন্দ্রমুখ্যা অসংখ্যা মহীন্দ্রা ঐশ্বর্যোপমিতমহেন্দ্রা দৈবতন্ত্রং দুঃখযন্ত্রং সম্যগনুভূয় পশ্চাদনেককালং নিজরাজ্যমকুর্বন্। তদ্বদেব ভবান্ ভাবিষ্যতি। কঞ্চন কালং বিরচিতদৈবসমাধির্গতাধির্তিষ্ঠতু তাবৎ' ইতি।

ততঃ সকলসৈন্যসমন্বিতো রাজহংসস্তপোবিভ্রাজমানং বামদেবনামানং তপোধনং নিজাভিলাষাবাপ্তিসাধনং জগাম। তং প্রণম্য তেন কৃতাতিথ্যস্তস্মৈ কথিতকথ্যস্তদাশ্রমে দূরীকৃতশ্রমে কঞ্চন কালমুষিত্বা নিজরাজ্যাভিলাষী মিতভাষী সোমকুলাবতংসো রাজহংসো মুনিমভাষত—'ভগবন্, মানসারঃ প্রবলেন দৈববলেন মাং নির্জিত্য মদ্ভোগ্যং রাজ্যমনুভবতি। তদ্বদহমপ্যুগ্রং তপো বিরচ্য তমরাতিমুন্মূলয়িষ্যামি লোকশরণ্যেন ভবৎকারুণ্যেনেতি নিয়মবন্তং ভবন্তং প্রাপ্নবম্' ইতি। ততস্ত্রিকালজ্ঞস্তপোধনো

রাজানমবোচৎ—'সখে, শরীরকার্শ্যকারিণা তপসাঽলম্। বসুমতীগর্ভস্থঃ সকলারিকুলমর্দনো রাজনন্দনো নূনং সংভবিষ্যতি। 'কঞ্চন কালং তুষ্ণীমাস্স্ব' ইতি। গগনচারিণ্যাঽপি বাণ্যা 'সত্যমেতৎ' ইতি তদৈবাবাচি। রাজাঽপি মুনিবাক্যমঙ্গীকৃত্যাতিষ্ঠৎ।

ততঃ সম্পূর্ণগর্ভদিবসা বসুমতী সুমুহূর্তে সকললক্ষণলক্ষিতং সুতমসূত। ব্রহ্মবর্চসেন তুলিতবেধসং পুরোধসং পুরস্কৃত্য কৃতাবিশ্মহীপতিঃ কুমারং সুকুমারং জাতসংস্কারেণ বালালংকারেণ চ বিরাজমানং রাজবাহননামানং ব্যধত্ত। তস্মিন্নেব কালে সুমতিসুমিত্রসুমন্ত্রসুশ্রুতানাং মন্ত্রিণাং প্রমতিমিত্রগুপ্তমন্ত্রগুপ্তবিশ্রুতাখ্যা মহাভিখ্যাঃ সূনবো নবোদ্যাদিন্দুরুচশ্চিরায়ুষঃ সমজায়ন্ত। রাজবাহনো মন্ত্রিপুত্রৈরাত্মমিত্রৈঃ সহ বালকেলীরনুভবন্নবর্ধত।

অথ কদাচিদেকেন তাপসেন রসেন রাজলক্ষণবিরাজিতং কঞ্চিন্নয়নানন্দকরং সুকুমারং কুমারং রাজ্ঞে সমর্প্যাবাচি—'ভূবল্লভ কুশসমিদানয়নায় বনং গতেন ময়া কাচিদশরণ্যা ব্যক্তকার্পণ্যাঽশ্রু মুঞ্চন্তী বনিতা বিলোকিতা। 'নির্জনে বনে কিংনিমিত্তং রুদ্যতে ত্বয়া' ইতি পৃষ্টা সা করসরোরুহৈরশ্রু প্রমৃজ্য সগদ্গদং মামবোচৎ— মুনে লাবণ্যজিতপুষ্পসারকে মিথিলানায়কে কীর্তিব্যাপৃতসুধর্মণি নিজসুহৃদো মগধরাজস্য সীমন্তিনীসীমন্তমহোৎসবায় পুত্রদারসমন্বিতে পুষ্পপুরমুপেত্য কঞ্চন কালমধিবসতি সমারাধিতগিরীশো মালবাধীশো মগধরাজং যোদ্ধুমভ্যগাৎ। তত্র প্রখ্যাতয়োরেতয়োরসংখ্যে সংখ্যে বর্তমানে সুহৃৎসাহায্যকং কুর্বাণো নিজবলে সতি বিদেহেশ্বরঃ প্রহারবর্মা জয়বাত রিপুণাঽভিগৃহ্য কারুণ্যেন পুণ্যেন বিসৃষ্টো হতাবশেষেণ শূন্যেন সৈন্যেন সহ স্বপুরগমনমকরোৎ।

ততো বনমার্গেণ দুর্গেণ গচ্ছন্নধিকবলেন শবরবলেন রভসাদভিহন্যমানো মূলবলাভিরক্ষিতাবরোধঃ স মহানিরোধঃ পলায়িষ্ট। তদীয়ার্ভকয়োর্যমজয়োর্ধাত্রীভাবেন পরিকল্পিতাঽহং মদ্দুহিতাঽপি তীব্রগতিং ভূপতিমনুগন্তুমক্ষমে অভূব। তত্র বিবৃতবদনঃ কোঽপি রূপী ভূপতিরূপী কোপ ইব ব্যাঘ্রঃ শীঘ্রং মামাঘ্রাতুমাগতবান্। ভীতাঽহমুদগ্রগ্রাবৃণি স্খলন্তী পর্যপতম্। মদীয়পাণিভ্রষ্টো বালকঃ কস্যাপি কপিলাশবস্য ক্রোড়মভ্যলীয়ত। তচ্ছবাকর্ষিণো ব্যাঘ্রস্য প্রাণান্বাণো বাণাসনযন্ত্রমুক্তোঽপাহরৎ। বিলোলালকো বালকোঽপি শবরৈরাদায় কুত্রচিদুপানীয়ত। কুমারমপরমুদ্বহন্তী মদ্দুহিতা কুত্র গতা ন জানে। সাঽহং মোহং গতা কেনাপি কৃপালুনা বৃষ্ণিপালেন স্বকুটীরমাবেশ্য বিরোপিতব্রণাঽভবম্। ততঃ স্বস্থীভূয় ভূয়ঃ ক্ষমাভর্তুরন্তিকমুপতিষ্ঠাসুরসহায়তয়া দুহিতুরনভিজ্ঞাততয়া চ ব্যাকুলীভবামি' ইত্যভিদধানা 'একাকিন্যাপি স্বামিনং গমিষ্যামি' ইতি সা তদৈব নিরগাৎ।

অহমপি ভবন্মিত্রস্য বিদেহনাথস্য বিপন্নিমিত্তং বিষাদমনুভবংস্তদন্বয়াঙ্কুরং কুমারমন্বিষ্যং স্তদৈকং চণ্ডিকামন্দিরং সুন্দরং প্রাগাম্। তত্র সন্ততমেবংবিধবিজয়সিদ্ধয়ে কুমারং দেবতোপহারং করিষ্যন্তঃ কিরাতাঃ 'মহীরুহশাখাবলম্বিতমেনমসিলতয়া বা, সৈকততলে খননিক্ষিপ্তচরণং লক্ষ্যীকৃত্য শিতশরনিকরেণ বা, অনেকচরণৈঃ পলায়মানং কুক্কুরবালকৈর্বা দংশয়িত্বা সংহনিষ্যামঃ' ইতি ভাষমাণা ময়া সমভ্যভাষ্যন্ত 'ননু কিরাতোত্তমাঃ ঘোরপ্রচারে কান্তারে স্খলিতপথঃ স্থবিরভূসুরোঽহং মম পুত্রকং ক্বচিচ্ছায়ায়াং নিক্ষিপ্য মার্গান্বেষণায় কিঞ্চিদন্তরমগচ্ছম্। স কুত্র গতঃ কেন বা গৃহীতঃ পরীক্ষ্যাপি ন বীক্ষ্যতে। তন্মুখাবলোকনেন বিনাঽনেকান্যহান্যতীতানি। কিং করোমি ক যামি ভবদ্ভির্ন কিমদর্শি' ইতি। 'দ্বিজোত্তম কশ্চিদত্র তিষ্ঠতি। কিমেষ তব

নন্দনঃ সত্যমেব। তদেনং গৃহাণ' ইত্যুক্ত্বা দৈবানুকূল্যেন মহ্যং তং ব্যতরন্। তেভ্যো দত্তাশীরহং বালকমঙ্গীকৃত্য শিশিরোদকাদিনোপচারেণাশ্বাস্য নিঃশঙ্কং ভবদঙ্কং সমানীতবানস্মি। এনমায়ুষ্মন্তং পিতুরুপো ভবানভিরক্ষতাৎ' ইতি। রাজা সুহৃদাপান্নিমিত্তং শোকং তন্নন্দনবিলোকনসুখেন কিঞ্চিদধরীকৃত্য তমুপহারবর্মনাম্নাহূয় রাজবাহনমিব পুপোষ।

জনপতিরেকস্মিন্ পুণ্যদিবসে তীর্থস্নানায় পক্কণনিকটমার্গেণ গচ্ছন্নবলয়া কয়াচিদুপলালিতমনুপমশরীরং কুমারং কঞ্চিদবলোক্য কুতূহলাকুলস্তামপৃচ্ছত্—'ভামিনি রুচিরমূর্তিঃ সরাজগুণসংপূর্তিরসাবর্ভকো ভবদন্বয়সম্ভবো ন ভবতি। কস্য নয়নানন্দনঃ, নিমিত্তেন কেন ভবদধীনো জাতঃ, কথ্যতাং যাথাতথ্যেন ত্বয়া' ইতি। প্রণতয়া তয়া শবর্যা সলীলমলাপি—'রাজন্ আত্মপল্লীসমীপে পদব্যাং বর্তমানস্য শত্রুসমানস্য মিথিলেশ্বরস্য সর্বস্বমপহরতি শবরসৈন্যে মন্দয়িতেনাপহৃত্য কুমার এষ মহ্যমর্পিতো ব্যবর্ধত' ইতি। তদবধার্য কার্যজ্ঞো রাজা মুনিকথিতং দ্বিতীয়ং রাজকুমারমেব নিশ্চিত্য সামদানাভ্যাং তামনুনীয়াপহারবর্মেত্যাখ্যায় দেব্যৈ 'বর্ধয়' ইতি সমর্পিতবান্।

কদাচিদ্বামদেবশিষ্যঃ সোমদেবশর্মা নাম কঞ্চিদেকং বালকং রাজ্ঞঃ পুরো নিক্ষিপ্যাভাষত—'দেব রামতীর্থে স্নাত্বা প্রত্যাগচ্ছতা ময়া কাননাবনৌ বনিতয়া কয়াপি ধার্যমাণমেনমুজ্জ্বলাকারং বিলোক্য সাদরমভাণি—'স্থবিরে কা ত্বম্। এতস্মিন্নটবীমধ্যে বালকমুদ্বহন্তী কিমর্থমায়াসেন ভ্রমসি' ইতি। বৃদ্ধয়াহপ্যভাষি 'মুনিবর, কালযবননাম্নি দ্বীপে কালগুপ্তো নাম ধনাঢ্যো বৈশ্যবরঃ কশ্চিদাস্ত। তন্নন্দিনীং নয়নানন্দকারিণীং সুবৃত্তাং নামৈতস্মাদ্ দ্বীপাদাগতো মগধনাথমন্ত্রিসম্ভবো রত্নোদ্ভবো নাম রমণীয়গুণালয়ো ভ্রান্তভূবলয়ো মনোহারী ব্যবহার্যুপযম্য সুবস্তুসম্পদা শ্বশুরেণ সম্মানিতোহভূৎ।

কালক্রমেণ নতাঙ্গী গর্ভিণী জাতা। ততঃ সোদরবিলোকনকুতূহলেন রত্নোদ্ভবঃ কথংচিচ্ছ্বশুরমনুনীয় চপললোচনয়াহনয়া সহ প্রবহণমারুহ্য পুষ্পপুরমভিপ্রতস্থে। কল্লোলমালিকাভিহতঃ পোতঃ সমুদ্রান্তস্যামজ্জৎ। গর্ভভরালসাং তাং ললনাং ধাত্রীভাবেন কল্পিতাহহং করাভ্যামুদ্বহন্তী ফলকমেকমধিরুহ্য দৈবগত্যা তীরভূমিমগমম্। সুহৃজ্জনপরিবৃতো রত্নোদ্ভবস্তত্র নিমগ্নো বা কেনাপ্যুপায়েন তীরগমদ্বা ন জানামি। ক্লেশস্য পরাং কাষ্ঠামধিগতা সুবৃত্তাহস্মিন্নটবীমধ্যেহদ্য সুতমসূত। প্রসববেদনয়া বিচেতনা সা প্রচ্ছায়শীতলে তরুতলে নিবসতি। বিজনে বনে স্থাতুমশক্যতয়া জনপদগামিনং মার্গমন্বেষ্টুমুদ্যুক্তয়া ময়া বিবশায়াস্তস্যাঃ সমীপে বালকং নিক্ষিপ্য গন্তুমনুচিতমিতি কুমারোহপ্যনায়ি' ইতি। তস্মিন্নেব ক্ষণে বন্যো বারণঃ কশ্চিদদৃশ্যত। তং বিলোক্য ভীতা সা বালকং নিপাত্য প্রাদ্রবৎ। অহং সমীপলতাগুল্মকে প্রবিশ্য পরীক্ষমাণোহতিষ্ঠম্। নিপতিতং বালকং পল্লবকবলমিবাদদতি গজপতৌ কণ্ঠীরবো ভীমরবো মহাগ্রহেণ ন্যপতৎ। ভয়াকুলেন দন্তাবলেন ঝটিতি বিয়তি সমুৎপাত্যমানো বালকো ন্যপতৎ। চিরায়ুষ্মত্তয়া স চোন্নততরুশাখাসমাসীনেন বানরেণ কেনাচিৎপক্কফলবুদ্ধ্যা পরিগৃহ্য ফলেতরতয়া বিততস্কন্ধমূলে নিক্ষিপ্তোহভূৎ। সোহপি মর্কটঃ ক্বচিদগাৎ। বালকেন সত্ত্বসম্পন্নতয়া সকলক্লেশসহেনাভাবি। কেসরিণা-করিণং নিহত্য কুত্রচিদগামি। লতাগৃহান্নির্গতোহহমপি তেজঃপুঞ্জং বালকং শনৈরবনীরুহাদবতার্য বনান্তরে বনিতামন্বিষ্যাবিলোক্যৈনমানীয় গুরবে নিবেদ্য তন্নিদেশেন ভবন্নিকটমানীতবানস্মি' ইতি। সর্বেষাং সুহৃদামেকদৈবানুকূলদৈবাভাবেন মহদাশ্চর্যং বিভ্রাণো রাজা রত্নোদ্ভবঃ কথমভ-

বর্দিতি চিন্তয়ংস্তন্নন্দনং পুষ্পোদ্ভবনামধেয়ং বিধায় তদ্দন্তং ব্যাখ্যায় সুশ্রুতায় বিষাদসন্তোষাবনুভবংস্তদনুজতনয়ং সমর্পিতবান্।

অন্যেদ্যুঃ কঞ্চন বালকমুরসি দধতী বসুমতী বল্লভমভিগতা। তেন 'কুত্রত্যোঽয়ম্' ইতি পৃষ্টা সমভাষত—'রাজন্ অতীতায়াং রাত্রৌ কাচন দিব্যবনিতা মৎপুরতঃ কুমারমেকং সংস্থাপ্য নিদ্রামুদ্রিতাং মাং বিবোধ্য বিনীতাঽব্রবীৎ—'দেবী ত্বন্মন্ত্রিণো ধর্মপালনন্দনস্য কামপালস্য বল্লভা যক্ষকন্যাঽহং তারাবলী নাম নন্দিনী মণিভদ্রস্য। যক্ষেশ্বরানুমত্যা মদাত্মজমেতং ভবত্তনুজস্যাম্ভোনিধিবলয়বেষ্টিতক্ষোণীমণ্ডলেশ্বরস্য ভাবিনো বিশুদ্ধযশোনিধে রাজবাহনস্য পরিচর্যাকরণায়ানীতবত্যস্মি। ত্বমেনং মনোজসংনিভমভিবর্ধয়' ইতি। বিস্ময়বিকসিতনয়নয়া ময়া সবিনয়ং সৎকৃতা স্বক্ষী যক্ষী সাঽপ্যাদৃশ্যতামযাসীৎ' ইতি। কামপালস্য যক্ষকন্যাসংগমে বিস্ময়মানমানসো রাজহংসো রঞ্জিতমিত্রং সুমিত্রং মন্ত্রিণমাহূয় তদীয়ভ্রাতৃপুত্রমর্থপালং বিধায় তস্মৈ সর্বং বার্তাদিকং ব্যাখ্যায়াদাৎ।

ততঃ পরস্মিন্ দিবসে বামদেবান্তেবাসী তদাশ্রমবাসী সমারাধিতদেবকীর্তিঃনির্ভৎসিতমারমূর্তিংকুসুমসুকুমারং কুমারমেকমবগময্য নরপতিমবাদীৎ—'দেব তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন কাবেরীতীরমাগতোঽহং বিলোলালকং বালকং নিজোৎসঙ্গতলে নিধায় রুদতীং স্থবিরামেকাং বিলোক্যাবোচম্—'স্থবিরে কা ত্বম্, অয়মর্ভকঃ কস্য নয়নানন্দকরঃ, কান্তারং কিমর্থমাগতা, শোককারণং কিম্' ইতি। সা করযুগেন বাষ্পজলমুন্মৃজ্য নিজশোকশঙ্কূৎপাটনক্ষমমিব মামবলোক্য শোকহেতুমবোচৎ—'দ্বিজাত্মজ রাজহংসমন্ত্রিণঃ সিতবর্মণঃ কনীয়ানাত্মজঃ সত্যবর্মা তীর্থযাত্রাভিলাষেণ দেশমেনমাগচ্ছৎ। স কস্মিংশ্চিদগ্রহারে কালীং নাম কস্যচিদ্ভূসুরস্য নন্দিনীং বিবাহ্য তস্যা অনপত্যতয়া গৌরীং নাম তদ্ভগিনীং কাঞ্চনকান্তিং পরিণীয় তস্যামেকং তনয়মলভত। কালী সাসূয়মেকদা ধাত্র্যা ময়া সহ বালমেনমেকেন মিষেণানীয় তটিন্যামেতস্যামক্ষিপৎ। করেণৈকেন বালমুদ্ধৃত্যাপরেণ প্লবমানা নদীবেগাগতস্য কস্যচিত্তরোঃ শাখামবলম্ব্য তত্র শিশুং নিধায় নদীবেগেনোহ্যমানা কেনচিত্তরুলগ্নেন কালভোগিনাঽহমদংশি। মদবলম্বীভূতো ভূরুহোঽয়মস্মিন্দেশে তীরমগমৎ। গরলস্যোদ্দীপনতয়া ময়ি মৃতায়ামরণ্যে কশ্চন শরণ্যো নাস্তীতি ময়া শোচ্যতে' ইতি।

ততো বিষমবিষজ্বালাবলীঢাবয়বা সা ধরণীতলে ন্যপতৎ। দয়াবিষ্টহৃদয়োঽহং মন্ত্রবলেন বিষব্যবস্থামপনেতুমক্ষমঃ সমীপকুঞ্জেষ্বৌষধিবিশেষমন্বিষ্য প্রত্যাগতো ব্যুৎক্রান্তজীবিতাং তাং ব্যলোকয়ম্। তদনু তস্যাঃ পাবকসংস্কারং বিরচ্য শোকাকুলচেতা বালমেনমগতিমাদায় সত্যবর্মবৃত্তান্তশ্রবণবেলায়াং তন্নিবাসাগ্রহারনামধেয়স্যাশ্রুততয়া তদন্বেষণমশক্যমিত্যালোচ্য ভবদমাত্যতনয়স্য ভবানেবাভিরক্ষিতেতি ভবন্তমেনমনয়ম্' ইতি। তন্নিশম্য সত্যবর্মস্থিতেঃ সম্যগনিশ্চততয়া খিন্নমানসো নরপতিঃ সুমতয়ে মন্ত্রিণে সোমদত্তং নাম তদনুজতনয়মর্পিতবান্। সোঽপি সোদরমাগতমিব মন্যমানো বিশেষেণ পুপোষ।

এবং মিলিতেন কুমারমণ্ডলেন বালকেলীরনুভবন্নধিরূঢ়ানেকবাহনো রাজবাহনোঽনুক্রমেণ চৌলোপনয়নাদিসংস্কারজাতমলভত। ততঃ সকললিপিজ্ঞানং নিখিলদেশীয়ভাষাপাণ্ডিত্যং ষড়ঙ্গসহিতবেদসমুদায়কোবিদত্বং কাব্যনাটকাখ্যানকাখ্যায়িকেতিহাসচিত্রকথাসহিতপুরাণগণনৈপুণ্যং ধর্মশব্দজ্যোতিস্তর্কমীমাংসাদিসমস্তশাস্ত্রনিকরচাতুর্যং কৌটিল্যকামন্দকীয়াদিনীতিপটলকৌশলং বীণাদ্যশেষবাদ্যদাক্ষ্যং সঙ্গীতসাহিত্যহারিত্বং মণিমন্ত্রৌষধাদিমায়াপ্রপঞ্চচঞ্চুত্বং মাতঙ্গতুরঙ্গাদিবাহনারোহণপাটবং বিবিধায়ুধ-

প্রয়োগচণত্বং চৌর্যদুরোদরাদিকপটকলাপ্রৌঢ়ত্বং চ কুমারনিকরং নিরীক্ষ্য মহীবল্লভঃ সঃ 'অহং শত্রুজনদুর্লভঃ' ইতি পরমানন্দমমন্দমবিন্দত।

॥ ইতি শ্রীদণ্ডিনঃ কৃতৌ দশকুমারচরিতে কুমারোৎপত্তির্নাম প্রথম উচ্ছ্বাসঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × **দ্বিতীয়োচ্ছ্বাসঃ** × × × × × × × × × × ×

অথৈকদা বামদেবঃ সকলকলাকুশলেন কুসুমসায়ক-সংশয়িতসৌন্দর্যেণ কল্পিত-সোদর্যেণ সাহসোপহসিতকুমারেণ সুকুমারেণ জয়ধ্বজাতপবারণকুলিশাঙ্কিতকরেণ কুমারনিকরেণ পরিবেষ্টিতং রাজানমানতশিরসং সমভিগম্য তেন তাং কৃতাং পরিচর্যা-মঙ্গীকৃত্য নিজচরণকমলযুগলমিলন্মধুকরায়মাণকাকপক্ষং বিদলিষ্যমাণবিপক্ষং কুমার-চয়ং গাঢ়মালিঙ্গ্য মিতসত্যবাক্যেন বিহিতাশীরভ্যভাষত—'ভুবল্লভ ভবদীয়মনোরথ-ফলমিব সমৃদ্ধলাবণ্যং তারুণ্যং নূতমিত্রো ভবৎপুত্রোঽনুভবতি। সহচরসমেতস্য নূনমেতস্য দিগ্বিজয়ারম্ভসময় এষঃ। তদস্য সকলক্লেশসহস্য রাজবাহনস্য দিগ্বিজয়-প্রয়াণং ক্রিয়তাম্' ইতি। কুমারামারাভিরামা রামাদ্যপৌরুষা রুষা ভস্মীকৃতারয়ো রথোপহসিতসমীরণা রণাভিযানেন যানেনাভ্যুদয়াশংসং রাজানমকার্ষুঃ। তৎসাচিব্য-মিতরেষাং বিধায় সমুচিতাং বুদ্ধিমুপদিশ্য শুভে মুহূর্তে সপরিবারং কুমারং বিজয়ায় বিসসর্জ।

রাজবাহনো মঙ্গলসূচকং শুভশকুনং বিলোকয়ন্দেশং কঞ্চিদতিক্রম্য বিন্ধ্যাটবীম-ধ্যমবিশৎ। তত্র হেতিহতিকিণাঙ্কং কালায়সকর্কশকায়ং যজ্ঞোপবীতেনানুমেয়বিপ্রভাবং ব্যক্তকিরাতপ্রভাবং লোচনপরুষং কমপি পুরুষং দদর্শ। তেন বিহিতপূজনো রাজ-বাহনোঽভাষত—'ননু মানব জনসঙ্গরহিতে মৃগহিতে ঘোরপ্রচার কান্তারে বিন্ধ্যাটবী-মধ্যে ভবানেকাকী কিমিতি নিবসতি। ভবদংসোপনীতং যজ্ঞোপবীতং ভূসুরভাবং দ্যোতয়তি। হেতিহতিভিঃ কিরাতরীতিরনুমীয়তে। কথয় কিমেতৎ' ইতি। 'তেজো-ময়োঽয়ং মানুষমাত্রপৌরুষো নূনং ন ভবতি' ইতি মত্বা স পুরুষস্তদ্বয়স্যমুখান্নামজননে বিজ্ঞায় তস্মৈ নিজবৃত্তান্তমকথয়ৎ—'রাজনন্দন কেচিদস্যামটব্যাংবেদাদিবিদ্যাভ্যাসম-পহায় নিজকুলাচারং দূরীকৃত্য সত্যশৌচাদিধর্মব্রাতং পরিহৃত্য কিল্বিষমন্বিষ্যন্তঃ পুলিন্দপুরোগমাস্তদন্নমুপভুঞ্জানা বহবো ব্রাহ্মণব্রুবা নিবসন্তি। তেষু কস্যচিৎপুত্রো নিন্দাপাত্রচারিত্রো মাতঙ্গো নামাহং সহ কিরাত-বলেন জনপদং প্রবিশ্য গ্রামেষু ধনিনঃ স্ত্রীবাল-সহিতানানীয়াটব্যাং বন্ধনে নিধায় তেষাং সকল ধনমপহরন্নুদ্ধত্য বীতদয়ো ব্যচরম্। কদাচিদেকস্মিন্-কান্তারে মদীয়সহচরগণেন জিঘাংস্যমানং ভূসুর-মেকমব-লোক্য দয়ায়ত্তচিত্তোঽব্রবম্—'ননু পাপাঃ ন হন্তব্যো ব্রাহ্মণঃ' ইতি। তে রোষারুণ-নয়না মাং বহুধা নিরভর্ৎসয়ন্। তেষাং ভাষণপারুষ্যমসহিষ্ণু রহমবনিসুররক্ষণায় চিরং প্রযুধ্য তৈরভিহতো গতজীবিতোঽভবম্ ততঃ প্রেতপুরীমুপেত্য তত্র দেহধারাভিঃ পুরুষৈঃ পরিবেষ্টিতং সভামধ্যে রত্নখচিত-সিংহাসনাসীনং শমনং বিলোক্য তস্মৈ দণ্ডপ্রণামমকরবম্।

সোঽপি মামবেক্ষ্য চিত্রগুপ্তং নাম নিজামাত্যমাহূয় তমবোচৎ—সচিব নৈষে হমুষ্য মৃত্যুসময়ঃ। নিন্দিতচরিতোঽপ্যয়ং মহীসুরনিমিত্তং গতজীবিতোঽভূৎ। ইতঃ প্রভৃতি বিগলিতকল্মষস্যাস্য পুণ্যকর্মকরণে রুচিরুদেষ্যতি। পাপিষ্ঠৈরনুভূয়মানমত্র যাতনাবিশেষং বিলোক্য পুনরপি পূর্বশরীরমনেন গম্যতাম্' ইতি। চিত্রগুপ্তোঽপি

তত্র তত্র সন্তপ্তেম্বায়সস্তম্ভেষু বধ্যমানান্, অত্যুষ্ণীকৃতে বিততশরাবে তৈলে নিক্ষিপ্যমানান্, লগুড়ৈর্জর্জরীকৃতাবয়বান্, নিশিতটঙ্কৈঃ পরিতক্ষ্যমাণানপি দর্শয়িত্বা পুণ্যবুদ্ধিমুপদিশ্য মামমুঞ্চৎ। তদেব পূর্বশরীরমহং প্রাপ্তো মহাটবীমধ্যে শীতলোপচারং রচয়তা মহীসুরেণ পরীক্ষ্যমাণঃ শিলায়াং শয়িতঃ ক্ষণমতিষ্ঠম্ ।

তদনু বিদিতোদন্তো মদীয়-বংশবন্ধুগণঃ সহসাগত্য মন্দিরমানীয় মামপক্রান্ত-ব্রণমকরোৎ। দ্বিজন্মা কৃতজ্ঞো মহ্যমক্ষরশিক্ষাং বিধায় বিবিধাগমতন্ত্রমাখ্যায় কল্মষক্ষয়কারণং সদাচারমুপদিশ্য জ্ঞানেক্ষণগম্যমানস্য শশিখণ্ডশেখরস্য পূজাবিধানমভিধায় পূজাং মৎকৃতামঙ্গীকৃত্য নিরগাৎ। তদারভ্যাহং কিরাতকৃতসংসর্গং বন্ধুকুলবর্গমুৎসৃজ্য সকললোকৈকগুরুমিন্দুকলাবতংসং চেতসি স্মরন্নস্মিন্ কাননে দূরীকৃতকলঙ্কো বসামি দেব ভবতে বিজ্ঞাপনীয়ং রহস্যং কিঞ্চিদস্তি। আগম্যতাম্' ইতি।

স বয়স্যগণাদপনীয় রহসি পুনরেনমভাষত—'রাজন্ ! অতীতে নিশান্তে গৌরীপতিঃ স্বপ্নসংনিহিতো নিদ্রামুদিতলোচনং বিবোধ্য প্রসন্নবদনকান্তিঃ প্রশ্রয়ানতং মামবোচৎ—'মাতঙ্গ, দণ্ডকারণ্যান্তরালগামিন্যাস্তটিন্যাস্তীরভুমৌ সিদ্ধসাধ্যারাধ্যমানস্য স্ফটিকলিঙ্গস্য পশ্চাদদ্রিপতিকন্যাপদপংক্তিচিহ্নতসাশ্মনঃ সবিধে বিধেরাননমিব কিমপি বিলং বিদ্যতে। তৎপ্রবিশ্য তত্র নিক্ষিপ্তং তাম্রশাসনং শাসনং বিধাতুরিব সমাদায় বিধিং তদুপদিষ্টং দিষ্টবিজয়মিব বিধায় পাতাল-লোকাধীশ্বরণে ভবতা ভবিতব্যম্। ভবৎসাহায্যকরো রাজকুমারোঽদ্য শ্বো বা সমাগমিষ্যতি' ইতি। তদাদেশানুগুণমেব ভবদাগমনমভুৎ। সাধনাভিলাষিণো মম তোষিণো রচয় সাহায্যম্' ইতি। 'তথা' ইতি রাজবাহনঃ সাকং মাতঙ্গেন নমিতোত্তমাঙ্গেন বিহায়ার্ধরাত্রে নিদ্রাপরতন্ত্রং মিত্রগণং বনান্তরমবাপ।

তদনু তদনুচরাঃ কল্যে সকল্যেন রাজকুমারমনবলোকয়ন্তো বিষণ্ণহৃদয়াস্তেষু তেষু বনেষু সম্যগন্বিষ্যানবেক্ষমাণা এতদন্বেষণমনীষয়া দেশান্তরং চরিষ্ণবোঽতিসহিষ্ণবো নিশ্চিতপুনঃ সঙ্গমসঙ্কেতস্থানাঃ পরস্পরং বিযুজ্য যযুঃ।

লোকৈকবীরেণ কুমারেণ রক্ষ্যমাণঃ সন্তুষ্টান্তরঙ্গো মাতঙ্গোঽপি বিলং শশিশেখরকথিতাভিজ্ঞানপরিজ্ঞাতং নিঃশঙ্কং প্রবিশ্য গৃহীততাম্রশাসনো রসাতলং পথা তেনৈবোপেত্য তত্র কস্যাচিৎপত্তনস্য নিকটে কেলীকাননকাসারস্য বিততসারসস্য সমীপে নানাবিধেনেশশাসনবিধানোপপাদিতেন হবিষা হোমং বিরচ্য প্রত্যুহপরিহারিণি সবিস্ময়ং বিলোকয়তি রাজবাহনে সমিদাজ্যসমুজ্জ্বলিতে জ্বলনে পুণ্যগেহং দেহং মন্ত্রপূর্বকমাহুতীকৃত্য তড়িৎসমানকান্তিং দিব্যাং তনুমলভত।

তদনু মণিময়মণ্ডনমণ্ডলমণ্ডিতা সকললোকললনাকুলললামভুতা কন্যকা কাচন বিনীতানেকসখীজনানুগম্যমানা কলহংসগত্যা শনৈরাগত্যাবনিসুরোত্তমায় মণিমেকমুজ্জ্বলাকারমুপায়নীকৃত্য তেন 'কা ত্বম্' ইতি পৃষ্টা সোৎকণ্ঠা কলকণ্ঠস্বনেন মন্দং মন্দমুদঞ্জলিরভাষত—'ভুসুরোত্তম, অহমসুরোত্তমনন্দিনী কালিন্দী নাম। মম পিতাস্য লোকস্য শাসিতা মহানুভাবো নিজপরাক্রমাসহিষ্ণুণা বিষ্ণুনা দূরীকৃতামরে সমরে যমনগরাতিথিরকারি। তদ্বিয়োগশোকসাগরমগ্নাং মামবেক্ষ্য কোঽপি কারুণিকঃ সিদ্ধতাপসোঽভাষত—'বালে, কশ্চিদ্দিব্যদেহধারী মানবো নবো বল্লভস্তব ভূত্বা সকলং রসাতলং পালয়িষ্যতি' ইতি। তদাদেশং নিশম্য ঘনশব্দোন্মুখী চাতকী বর্ষাগমনমিব ত্বদালোকনকাঙ্ক্ষিণী চিরমতিষ্ঠম্। মন্মনোরথফলায়মানং ভবদাগমনমবগম্য মদ্রাজ্যাব-

লব্ধভৃতামাত্যানুমত্যা মদনকৃতসারথ্যেন মনসা ভবন্তমাগচ্ছম্। লোকস্যাস্য রাজ্যলক্ষ্মীমঙ্গীকৃত্য মাং তৎসপত্নীং করোতু ভবান্' ইতি। মাতঙ্গোঽপি রাজবাহনানুমত্যা তাং তরুণীং পরিণীয় দিব্যাঙ্গনালাভেন হৃষ্টতরো রসাতলরাজ্যমুররীকৃত্য পরমানন্দমাসসাদ।

বঞ্চয়িত্বা বয়স্যগণং সমাগতো রাজবাহনস্তদবলোকনকৌতূহলেন ভুবং গমিষ্ণুঃ কালিন্দিদত্তং ক্ষুৎপিপাসাদিক্লেশনাশনং মণিং সাহায্যকরণসন্তুষ্টাম্মাতঙ্গাল্লব্ধ্বা কঞ্চনা ধ্বানমনুবর্তমানং তং বিসৃজ্য বিলপথেন তেন নির্যযৌ। তত্র চ মিত্রগণমনবলোক্য ভুবং বভ্রাম। ভ্রমংশ্চ বিশালোপশল্যে কমপ্যাক্রীড়মাসাদ্য তত্র বিশ্রমিষুরান্দোলিকারূঢ়ং রমণীসহিতমাপ্তজনপরিবৃতমুদ্যানে সমাগতমেকং পুরুষমপশ্যৎ। সোঽপি পরমানন্দেন পল্লবিতচেতা বিকসিতবদনারবিন্দঃ 'মম স্বামী সোমকুলাবতংসো বিশুদ্ধ যশোনিধী রাজবাহন এষঃ। মহামান্যতয়াঽকাণ্ড এবাস্য পাদমূলং গতবানস্মি। সম্প্রতি মহান্নয়নোৎসবোজাতঃ' ইতি সসংভ্রমমান্দোলিকায়া অবতীর্য সরভসপদবিন্যাসবিলাসিহর্ষোৎকর্ষচরিতস্মিতচতুরপদানুযদ্গতস্য চরণকমলযুগলং গলদুল্লসন্মল্লিকাবলয়েন মৌলিনা পস্পর্শ।

প্রমোদাশ্রুপূর্ণো রাজা পুলকিতাঙ্গং তং গাঢ়মালিঙ্গ্য 'অয়ে সৌম্য সোমদত্ত' ইতি ব্যাজহার। ততঃ কস্যাপি পুন্নাগভূরুহস্য প্রচ্ছায়শীতলে তলে সংবিষ্টেন মনুজনাথেন সপ্রণয়মভাণি—'সখে কালমেতাবন্তং দেশে কস্মিন্ প্রকারেণ কেনাস্থায়ি ভবতা, সম্প্রতি কুত্র গম্যতে, তরুণী কেয়ম্, এষ পরিজনঃ সম্পাদিতঃ কথম্ কথয়' ইতি। সোঽপি মিত্রসন্দর্শনব্যতিকরাপগতচিন্তাজ্বরাতিশয়ো মুকুলিতকরকমলঃ সবিনয়মাত্মীয়প্রচারপ্রকারমবোচৎ—

।। ইতি শ্রীদণ্ডিনঃ কৃতৌ দশকুমারচরিতে 'দ্বিজোপকৃতির্নাম' দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসঃ ।।

× × × × × × × × × × × × তৃতীয়োচ্ছ্বাস × × × × × × × × × × × ×

'দেব, ভবচ্চরণকমলসেবাভিলাষীভূতোঽহং ভ্রমন্নেকস্যাং বনাবনৌ পিপাসাকুলো লতাপরিবৃতং শীতলং নদসলিলং পিবন্নুজ্জ্বলাকারং রত্নং তত্রৈককদ্রাক্ষম্। তদাদায় গত্বা কাঞ্চনাধ্বানমম্বরমণেরত্যুষ্ণতয়া গন্তুমক্ষমো বনেঽস্মিন্নেব কিমপি দেবতায়তনং প্রবিষ্টো দীনাননং বহুতনয়সমেতং স্থবিরমহীসুরমেকমবলোক্য কুশলমুদিতদয়োঽহমপৃচ্ছম্। কার্পণ্যবিবর্ণবদনো মহদাশাপূর্ণমানসোঽবোচদগ্রজন্মা—'মহাভাগ, সুতানেতান্মাতৃহীনাননেকৈরুপায়ৈ রক্ষন্নিদানীমস্মিন্ কুদেশে ভৈক্ষ্যং সম্পাদ্য দদদেতেভ্যো বসামি শিবালয়েঽস্মিন্' ইতি। 'ভূদেব, এতৎকটকাধিপতী রাজা কস্য দেশস্য, কিংনামধেয়ঃ, কিমত্রাগমনকারণমস্য' ইতি পৃষ্টোঽভাষত মহীসুরঃ—'সৌম্য, মত্তকালো নাম লাটেশ্বরো দেশস্যাস্য পালয়িতুর্বীরকেতোস্তনয়াং বামলোচনাং নাম তরুণীরত্নমসমানলাবণ্যং শ্রাবংশ্রাবমবধূতদুহিতৃপ্রার্থনস্য তস্য নগরীমরোৎসীৎ। বীরকেতুরপি ভীতো মহদুপায়নমিব তনয়াং মত্তকালায়াদাৎ। তরুণীলাভহৃষ্টচেতা লাটপতিঃ 'পরিণেয়া নিজপুর এব' ইতি নিশ্চিত্য গচ্ছন্নিজদেশং প্রতি সম্প্রতি মৃগয়াদরেণাত্র বনে সৈন্যাবাসমকারয়ৎ। কন্যাসারেণ নিযুক্তো মানপালো নাম বীরকেতুমন্ত্রী মানধনশ্চতুরঙ্গবল-

সমন্বিতোঽন্যত্র রচিতশিবিরস্তং নিজনাথাবমানখিন্নমানসোঽন্তর্বিভেদ ইতি। বিপ্রোঽসৌ বহুতনয়ো বিত্তনির্ধনঃ স্থবিরশ্চ দানযোগ্যঃ' ইতি তস্মৈ করুণাপূর্ণমনা রত্নমদাম্। পরমাহ্লাদবিকসিতাননোঽভিহিতানেকাশীঃ কুত্রচিদগ্রজন্মা জগাম। অধ্বশ্রমখিন্নেন ময়া তত্র নিরবেশি নিদ্রাসুখম্।

তদনু পশ্চান্নিগড়িতবাহুযুগলঃ স ভূসুরঃ কশাঘাতচিহ্নিতগাত্রোঽনেকনৈস্ত্রিংশিকানু-যাতোঽভ্যেত্য মাম 'অসৌ দস্যুঃ' ইত্যদর্শয়ৎ। পরিত্যক্তভূসুরা রাজভটা রত্নাবাপ্তিপ্রকারং মদুক্তমনাকর্ণ্য ভয়রহিতং মাং গাঢ়ং নিযম্য রজ্জুভিরানীয় কারাগারম্ 'এতে তব সখায়ঃ' ইতি নিগড়িতান্ কাংশ্চিন্নির্দিষ্টবন্তো মামপি নিগড়িতচরণযুগলমকার্ষুঃ। কিংকর্তব্য-তামূঢেন নিরাশক্লেশানুভবেনাবাচি ময়া—'ননু পুরুষা বীর্যপরুষাঃ নিমিত্তেন কেন নির্বিশথ কারাবাসদুঃখং দুস্তরম্। যূয়ং বয়স্যা ইতি নির্দিষ্টমেতৈঃ, কিমিদম্' ইতি। তথাবিধং মামবেক্ষ্য ভূসুরাম্ময়া শ্রুতং লাটপতিবৃত্তান্তং ব্যাখ্যায় চৌরবীরাঃ পুনরবোচন —'মহাভাগ, বীরকেতুমন্ত্রিণো মানপালস্য কিংকরা বয়ম্। তদাজ্ঞয়া লাটেশ্বরমারণায় রাত্রৌ সুরঙ্গদ্বারেণ তদাগারং প্রবিশ্য তত্র রাজাভাবেন বিষণ্ণা বহু ধনমপহৃত্য মহাটবীং প্রাবিশাম। অপরেদ্যুশ্চ পদান্বেষিণো রাজানুচরা বহবোঽভ্যেত্য ধৃতধনচয়ানস্মান্-পরিতঃ পরিবৃত্য দৃঢ়তরং বন্ধবা নিকটমানীয় সমস্তবস্তুশোধনবেলায়ামেকস্যানর্ঘ্য-রত্নস্যাভাবেনাস্মদ্বধায় মাণিক্যাদানায়াস্মান্ কিলাশৃঙ্খলয়ন্' ইতি। শ্রুতরত্নরত্নাব-লোকনস্থানোঽহম্ 'ইদং তদেব মাণিক্যম্' ইতি নিশ্চিত্য ভূদেবদাননিমিত্তাং দুরবস্থা-মাত্মনো জন্ম নামধেয়ং যুষ্মদন্বেষণপর্যটনপ্রকারং চাভাষ্য সময়োচিতৈঃ সংলাপৈর্মৈ-ত্রীমকার্ষম্। ততোঽর্ধরাত্রে তেষাং মম চ শৃঙ্খলাবন্ধনং নির্ভিদ্য তৈরনুগম্যমানো নিদ্রিতস্য দ্বারস্থগণস্যায়ুধজালমাদায় পুররক্ষান্পুরতোঽভিমুখাগতানপটুপরাক্রমলীল-য়াঽভিদ্রাব্য মানপালশিবিরং প্রাবিশম্। মানপালো নিজকিংকরেভ্যো মম কুলাভিমান-বৃত্তান্তং তৎকালীনং বিক্রমং চ নিশম্য মামার্চয়ৎ।

পরেদ্যুর্মত্তকালেন প্রেষিতাঃ কেচন পুরুষা মানপালমুপেত্য 'মন্ত্রিন্ মদীয়রাজ-মন্দিরে সুরঙ্গয়া বহু ধনমপহৃত্য চৌরবীরা ভবদীয়ং কটকং প্রাবিশন্। তানর্পয়। নো চেন্মহাননর্থঃ সম্ভবিষ্যতি' ইতি ক্রূরতরং বাক্যমব্রুবন্। তদাকর্ণ্য রোষারুণিত-নেত্রো মন্ত্রী 'লাটপতিঃ কঃ, তেন মৈত্রী কা, পুনরস্য বরাকস্য সেবয়া কিং লভ্যম্' ইতি তান্নিরভর্ৎসয়ৎ। তে চ মানপালেনোক্তং বিপ্রলাপং মত্তকালায় তথৈবাকথয়ন্। কুপিতোঽপি লাটপতির্দোর্বীর্যগর্বেণাল্পসৈনিকসমেতো যোদ্ধুমভ্যগাৎ। পূর্বমেব কৃতরণনিশ্চয়ো মানী মানপালঃ সংনদ্ধযোধো যুদ্ধকামো ভূত্বা নিঃশঙ্কং নিরগাৎ। অহমপি সবহুমানং মন্ত্রিদত্তানি বহুলতুরঙ্গমোপেতং চতুরসারথিং রথং চ দৃঢ়তরং কবচং মদনুরূপং চাপং চ বিবিধবাণপূর্ণং তূণীরদ্বয়ং রণসমুচিতান্যায়ুধানি গৃহীত্বা যুদ্ধসংনদ্ধো মদীয়বলবিশ্বাসেন রিপুদ্ধরণোদ্যুক্তং মন্ত্রিণমন্বগাম্। পরস্পরমৎসরেণ তুমুলসংগরকরমুভয়সৈন্যমতিক্রম্য সমুল্লসদ্ভুজাটোপেন বাণবর্ষং তদঙ্গে বিমুঞ্চন্নরাতিং প্রাহরম্।

ততোঽতিতুরঙ্গমং মদ্রথং তন্নিকটং নীত্বা শীঘ্রলঙ্ঘনোপেতস্তদীয়রথোঽহমরাতেঃ শিরঃকর্তনমকার্ষম্। তস্মিন্নিপতিতে তদবশিষ্টসৈনিকেষু পলায়িতেষু নানাবিধহয়গ-জাদিবস্তুজাতমাদায় পরমানন্দসংনতো মন্ত্রী মামনেকবিধাং সম্ভাবনামকার্ষীৎ। মানপাল প্রেষিতাত্তদনুচরাদেতদখিলমুদন্তজাতমাকর্ণ্য সন্তুষ্টমনা রাজাঽভ্যুদ্গতো মদীয়পরাক্রমে বিস্ময়মানঃ সমহোৎসবমমাত্যবান্ধবানুমত্যা শুভদিনে নিজতনয়াং মহ্যমদাৎ। ততো যৌবরাজ্যাভিষিক্তোঽহমনুদিনমারাধিতমহীপালচিত্তো বামলোচনয়াঽনয়া সহ নানাবিধং

সৌখ্যমনুভবন্ ভবদ্বিরহদুঃখেনাশল্যমূলভবৈকল্যহৃদয়ঃ সিদ্ধাদেশেন সুহৃজ্জনাবলোকনফলং প্রদেশং মহাকালনিবাসিনঃ পরমেশ্বরস্যারাধনায়াদ্য পত্নীসমেতঃ সমাগতোঽস্মি। ভক্তবৎসলস্য গৌরীপতেঃ কারুণ্যেন ত্বৎপদারবিন্দসন্দর্শনানন্দসন্দোহো ময়ালব্ধঃ' ইতি।

তন্নিশম্যাভিনন্দিতপরাক্রমো রাজবাহনস্তন্নিরপরাধদণ্ডে দৈবমুপালভ্য তস্মৈ ক্রমেণাত্মচরিতং কথয়ামাস। তস্মিন্নবসরে পুরতঃ পুষ্পোদ্ভবং বিলোক্য সসম্ভ্রমং নিজনিটিলতটস্পৃষ্টচরণাঙ্গুলিমুদঞ্জলিমমুং গাঢ়মালিঙ্গ্যানন্দবাষ্পসংকুলসম্ফুল্ললোচনঃ 'সৌম্য সোমদত্ত; অয়ং স পুষ্পোদ্ভবঃ' ইতি তস্মৈ তং দর্শয়ামাস। তৌ চ চিরবিরহদুঃখং বিসৃজ্যান্যোন্যালিঙ্গনসুখমন্বভূতাম্। ততস্তস্যৈব মহীরুহস্যচ্ছায়ায়ামুপবিশ্য রাজা সাদরহাসমভাষত—'বয়স্য, ভূসুরকার্যং করিষ্ণুরহং মিত্রগণো বিদিতার্থঃ সর্বথাঽন্তরায়ং করিষ্যতীতি নিদ্রিতানুভবতঃ পরিত্যজ্য নিরগাম্। তদনু প্রবুদ্ধো বয়স্যবর্গঃ কিমিতি নিশ্চিত্য মদন্বেষণায় কুত্র গতবান্। ভবানেকাকী কুত্র গতঃ' ইতি। সোঽপি ললাটতটচুম্বদঞ্জলিপুটঃ সবিনয়মলপৎ।

॥ ইতি শ্রীদণ্ডিনঃ কৃতৌ দশকুমারচরিতে 'সোমদত্তচরিতং' নাম তৃতীয়োচ্ছ্বাসঃ॥

× × × × × × × × × × × × × চতুর্থোচ্ছ্বাসঃ × × × × × × × × × × × ×

'দেব মহীসুরোপকারায়ৈব দেবো গতবানিতি নিশ্চিত্যাপি দেবেন গন্তব্যং দেশং নির্ণেতুমশক্নুবানো মিত্রগণঃ পরস্পরং বিযুজ্য দিক্ষু দেবমন্বেষ্টুমগচ্ছৎ। অহমপি দেবস্যান্বেষণায় মহীমটন্ কদাচিদম্বরমধ্যগতস্যাম্বরমণেঃ কিরণমসহিষ্ণুরেকস্য গিরিতটমহীরুহস্য প্রচ্ছায়শীতলে তলে ক্ষণমুপাবিশম্। মম পুরোভাগে দিনমধ্যসংকুচিতসর্বাবয়বাং কূর্মাকৃতিং মানুষচ্ছায়াং নিরীক্ষ্যোন্মুখো গগনতলান্মহারয়েণ পতন্তং পুরুষং কঞ্চিদন্তরাল এব দয়োপনতহৃদয়োঽহমলম্ব্য শনৈরবনিতলে নিক্ষিপ্য দূরোপাতবীতসংজ্ঞং তং শিশিরোপচারেণ বিবোধ্য শোকাতিরেকেণোদ্গতবাষ্পলোচনং তং ভৃগুপতনকারণমপৃচ্ছম্।

সোঽপি কররুহৈরশ্রুকণানপনয়ন্নভাষত—'সৌম্য, মগধাধিনাথামাত্যস্য পদ্মোদ্ভবস্যাত্মসম্ভবো রত্নোদ্ভবো নামাহম্। বাণিজ্যরূপেণ কালযবনদ্বীপমুপেত্য কামপি বণিক্‌কন্যাকাং পরিণীয় তয়া সহ প্রত্যাগচ্ছন্নম্বুধৌ তীরস্যানতিদূর এব প্রবহণস্য ভগ্নতয়া সর্বেষু নিমগ্নেষু কথং কথমপি দৈবানুকূল্যেন তীরভূমিমভিগম্য নিজাঙ্গনাবিয়োগদুঃখার্ণবে প্লবমানঃ কস্যাপি সিদ্ধতাপসস্যাদেশাদরেণ ষোড়শ হায়নানি কথঞ্চিন্নীত্বা দুঃখস্য পারমনবেক্ষমাণো গিরিপতনমকার্ষম্' ইতি।

তস্মিন্নেবাসরে কিমপি নারীকূজিতমশ্রাবি—'ন খলু সমুচিতমিদং যৎসিদ্ধাদিষ্টে পতিতনয়মিলনে বিরহমসহিষ্ণুর্বৈশ্বানরং বিশসি' ইতি। তন্নিশম্য মনোবিদিতজনকভাবং তমবাদিষম্—'তাত, ভবতে বিজ্ঞাপনীয়ানি বহূনি সন্তি। ভবতু। পশ্চাদখিলমাখ্যাতব্যম্। অধুনা নারীকূজিতমনুপেক্ষণীয়ং ময়া। ক্ষণমাত্রমত্র ভবতা স্থীয়তাম্' ইতি। তদনু সোঽহং ত্বরয়া কিঞ্চিদন্তরমগমম্। তত্র পুরতো ভয়ঙ্করজ্বালাকুলহুতভুগবগাহনসাহসিকাং মুকুলিতাঞ্জলিপুটাং বনিতাং কাঞ্চিদবলোক্য সসম্ভ্রমমনলাদপনীয় কূজন্ত্যা বৃদ্ধয়া সহ মৎপিতুরভ্যর্ণমভিগময্য স্থবিরামবোচম্—'বৃদ্ধে,

ভবত্যো কুত্রত্যে। কান্তারে নিমিত্তেন কেন দূরবস্থামনুভূয়তে। কথ্যতাম্' ইতি।

সা সগদ্গদমবাদীত—'পুত্র কালযবনদ্বীপে কালগুপ্তনাম্নো বণিজঃ কস্যচিদেষা সুতা সুবৃত্তা নাম রত্নোদ্ভবেন নিজকান্তেনাগচ্ছন্তী জলধৌ মগ্নে প্রবহণে নিজধাত্র্যা ময়া সহ ফলকমেকমবলম্ব্য দৈবযোগেন কুলমুপেতাসন্নপ্রসবসময়া কস্যাঞ্চিদটব্যামাত্মজমসূত। মম তু মন্দভাগ্যতয়া বালে বনমাতঙ্গেন গৃহীতে মদ্দ্বিতীয়া পরিভ্রমন্তী 'ষোড়শবর্ষানন্তরং ভর্তৃপুত্রসঙ্গমো ভবিষ্যতি' ইতি সিদ্ধবাক্যবিশ্বাসাদেকস্মিন্ পুণ্যাশ্রমে তাবন্তং সময়ং নীত্বা শোকমপারং সোঢুমক্ষমা সমুজ্জ্বলিতে বৈশ্বানরে শরীরমাহুতীকর্তুমুদ্যুক্তাসীৎ' ইতি। তদাকর্ণ্য নিজজননীং জ্ঞাত্বা তামহং দণ্ডবৎপ্রণম্য তস্যৈ মদুদন্তমখিলমাখ্যায় ধাত্রীভাষণফুল্লবদনং বিস্ময়বিকসিতাক্ষং জনকমদর্শয়ম্। পিতরৌ তৌ সাভিজ্ঞানমন্যোন্যং জ্ঞাত্বা মুদিতান্তরাত্মানৌ বিনীতং মামানন্দাশ্রুবর্ষৈর্ণাভিষিচ্য গাঢ়মাশ্লিষ্য শিরস্যুপাঘ্রায় কস্যাঞ্চিন্মহীরুহচ্ছায়ায়ামুপাবিশতাম্। 'কথং নিবসতি মহীবল্লভো রাজহংসঃ' ইতি জনকেন পৃষ্টোঽহং তস্য রাজ্যচ্যুতিং ত্বদীয়জননং সকলকুমারাবাপ্তিং তব দিগ্বিজয়ারম্ভং ভবতো মাতঙ্গানুযানমস্মাকং যুষ্মদন্বেষণকারণং সকলমভ্যধাম্। ততস্তৌ কস্যচিদাশ্রমে মুনেরস্থাপয়ম্।

ততো দেবস্যান্বেষণপরায়ণোঽহমখিলকার্যনিমিত্তং বিত্তং নিশ্চিত্য ভবদনুগ্রহাল্লব্ধনং সাধকস্য সাহায্যকরণদক্ষং শিষ্যগণং নিষ্পাদ্য বিন্ধ্যবনমধ্যে পুরাতনপত্তনস্থানানুপেত্য বিবিধনিধিসূচকানাং মহীরুহাণামধোনিক্ষিপ্তান্ বসুপূর্ণানকলশান্ সিদ্ধাঞ্জনেন জ্ঞাত্বা রক্ষিষু পরিতঃ স্থিতেষু খননসাধনৈরুৎপাট্য দীনারানসংখ্যান্ রাশীকৃত্য তৎকালাসন্নমনতিদূরে নিবেশিতং বণিক্কটকং কঞ্চিদভ্যেত্য তত্র ধনিনো বলীবর্দান্ গোণীশ্চ ক্রীত্বাঽন্যদ্রব্যমিষেণ বসু তদ্গোণীসঞ্চিতং তৈরুহ্যমানং শনৈঃ কটকমনয়ম্। তদধিকারিণা চন্দ্রপালেন কেনচিদ্বণিকপুত্রেণ বিরচিতসৌহৃদোঽহমমুনৈব সাকমুজ্জয়িনীমুপাবিশম্। মৎপিতরাবপি তাং পুরীমভিগময্য সকলগুণনিলয়েন বন্ধুপালনাম্না চন্দ্রপালজনকেন নীয়মানো মালবনাথদর্শনং বিধায় তদনুমত্যা গূঢ়বসতিমকরবম্।

ততঃ কাননভূমিষু ভবন্তমন্বেষ্টুমুদ্যুক্তং মাং পরমমিত্রং বন্ধুপালো নিশম্যাবদৎ— 'সকলং ধরণীতলমপারমন্বেষ্টুমক্ষমো ভবান্ মনোগ্লানিং বিহায় তুষ্ণীং তিষ্ঠতু। ভবন্নায়কালোকনকারণং শুভশকুনং নিরীক্ষ্য কথয়িষ্যামি' ইতি। তল্লাপিতামৃতাশ্বাসিতহৃদয়োঽহমনুদিনং তদুপকণ্ঠবর্তী কদাচিদিন্দুমুখীং নবযৌবনাবলীঢাবয়বাং নয়নচন্দ্রিকাং বালচন্দ্রিকাং নাম তরুণীরত্নং বণিঙ্মন্দিরলক্ষ্মীং মূর্তামিবাবলোক্য তদীয়লাবণ্যাবধূতধীরভাবো লতান্তবাণবাণলক্ষ্যতামযাসিষম্। চকিতবালকুরঙ্গলোচনা সাঽপি কুসুমসায়কসায়কায়মানেন কটাক্ষবীক্ষণেন মামসকৃন্নিরীক্ষ্য মন্দমারুতান্দোলিতা লতেবাকম্পত। মনসাঽভিমুখৈশ্চ সমাকুঞ্চিতৈঃ রাগলজ্জান্তরালবর্তিভিরপাঙ্গবর্তিভিরীক্ষণবিশেষৈর্নিজমনোবৃত্তিমকথয়ৎ। চতুরগূঢচেষ্টাভিরস্যা মনোঽনুরাগং সম্যগ্জ্ঞাত্বা সুখসঙ্গমোপায়মচিন্তয়ম্। অন্যদা বন্ধুপালঃ শকুনৈর্ভবদ্গতিং প্রেক্ষিষ্যমাণঃ পুরোপান্তবিহারবনং ময়া সহোপেত্য কস্মিংশ্চিন্মহীরুহে শকুন্তবচনানি শৃণ্বন্নতিষ্ঠৎ। অহমুৎকলিকাবিনোদপরায়ণো বনান্তরে পরিভ্রমন্ সরোবরতীরে চিন্তাক্রান্তচিত্তাং দীনবদনাং মন্মনোরথৈকভূমিং বালচন্দ্রিকাং ব্যলোকয়ম্। তস্যাঃ সসম্ভ্রমপ্রেমলজ্জাকৌতুকমনোরমং লীলাবিলোকনসুখমনুভবন্ সুদত্যা বদনারবিন্দে বিষণ্ণভাবং মদনকদনখেদানুভূতং জ্ঞাত্বা তন্নিমিত্তং জ্ঞাসুর্লীলয়া তদুপকণ্ঠমুপেত্যাবোচম্—'সুমুখি তব মুখারবিন্দস্য দৈন্য-

কারণং কথয়' ইতি। সা রহস্যসঞ্জাতবিশ্রম্ভতয়া বিহায় লজ্জাভয়ে শনৈরভাষত—সৌম্য মানসারো মালবাধীশ্বরো বার্ধক্যস্য প্রবলতয়া নিজনন্দনং দর্পসারমনুজায়িন্যামভ্যষিঞ্চৎ।

স কুমারঃ সপ্তসাগরপর্যন্তং মহীমণ্ডলং পালয়িষ্যন্নিজপৈতৃষ্বসীয়াবুদ্দণ্ডকর্মাণৌ চণ্ডবর্মদারুবর্মাণৌ ধরণীভরণে নিযুজ্য তপশ্চরণায় রাজরাজগিরিমভ্যগাৎ। রাজ্যং সর্বমসপত্নং শাসিত চণ্ডবর্মণি দারুবর্মা মাতুলাগ্রজন্মনোঃ শাসনমতিক্রম্য পারদার্য-পরদ্রব্যাপহরণাদি দুষ্কর্ম কুর্বাণো মন্মথসমানস্য ভবতো লাবণ্যায়ত্তচিত্তাং মামেকদা বিলোক্য কন্যাদূষণদোষং দূরীকৃত্য বলাৎকারেণ রন্তুমুদ্যুঙ্‌ক্তে। তচ্চিন্তয়া দৈন্যমগচ্ছম্' ইতি। তস্যা মনোগতং ময়ি রাগোদ্রেকং মন্মনোরথসিদ্ধ্যন্তরায়ং চ নিশম্য বাষ্পপূর্ণলোচনাং তামাশ্বাস্য দারুবর্মণো মারণোপায়ং চ বিচার্য বল্লভামবোচম্—'তরুণি ভবদভিলাষিণং দুষ্টহৃদয়মেনং নিহন্তুং মৃদুরুপায়ঃ কশ্চিন্ময়া চিন্ত্যতে। যক্ষঃ কশ্চিদধিষ্ঠায় বালচন্দ্রিকাং নিবসতি। তদাকারসম্পদাশাশৃঙ্খলিতহৃদয়ো যঃ সম্বন্ধযোগ্যঃ সাহসিকো রতিমন্দিরে তং যক্ষং নির্জিত্য তয়ৈকসখীসমেতয়া মৃগাক্ষ্যা সংলাপামৃতসুখমনুভূয় কুশলী নির্গমিষ্যতি তেন চক্রবাকসংশয়াকারপয়োধরা বিবাহনীয়েতি সিদ্ধৈনৈকনাবাদীতি পুরজনস্য পুরতো ভবদীয়ৈঃ সত্যবাক্যৈর্জনৈরসকৃৎকথনীয়ম্। তদনু দারুবর্মা বাক্যানীত্থংবিধানি শ্রাবং শ্রাবং তূষ্ণীং যদি ভিয়া স্থাস্যতি তর্হি বরম্। যদি বা দৌর্জন্যেন ত্বয়া সঙ্গমঙ্গীকরিষ্যতি স ভবদীয়ৈরিত্থং বাচ্যঃ—'সৌম্য দর্পসারবসুধাধিপমাত্যস্য ভবতোঽস্মিন্নিবাসে সাহসকরণমনুচিতম্। পৌরজনসাক্ষিকং ভবনমন্দিরমানীতয়া অনয়া তোয়জাক্ষ্যা সহ ক্রীড়ন্নায়ুষ্মান্যদি ভবিষ্যসি তদা পরিণীয় তরুণীং মনোরথান্নির্বিশ' ইতি। সোঽপ্যেতদঙ্গীকরিষ্যতি।

ত্বং সখীবেষধারিণা ময়া সহ তস্য মন্দিরং গচ্ছ। অহমেকান্তনিকেতনে মুষ্টিজানুপাদাঘাতৈস্তং রভসান্নিহত্য পুনরপি বয়স্যামিষেণ ভবতীমনু নিঃশঙ্কং নির্গমিষ্যামি। তদেনমুপায়মঙ্গীকৃত্য বিগতসাধ্বসলজ্জা ভবজ্জনকজননীসহোদরাণাং পুরত আবয়োঃ প্রেমাতিশয়মাখ্যায় সর্বথাঽস্মৎপরিণয়করণে তাননুয়েঃ। তেঽপি বংশসম্পল্লাবণ্যাঢ্যায় যূনে মহ্যং ত্বাং দাস্যন্ত্যেব। দারুবর্মণো মারণোপায়ং তেভ্যঃ কথয়িত্বা তেষামুত্তরমাখ্যেয়ং মহ্যম্' ইতি।

সাঽপি কিঞ্চিদুৎফুল্লসরসিজাননা মামব্রবীৎ—'সুভগ ক্রূরকর্মাণং দারুবর্মাণং ভবানেন হন্তুমর্হতি। তস্মিন্ হতে সর্বথা যুষ্মন্মনোরথঃ ফলিষ্যতি। এবং ক্রিয়তাম্। ভবদুক্তং সর্বমহমপি তথা করিষ্যে' ইতি মামসকৃদ্বিবৃত্তবদনা বিলোকয়ন্তী মন্দং মন্দমাগারমগাৎ।

অহমপি বন্ধুপালমুপেত্য শকুনজ্ঞাত্তস্মাৎ 'ত্রিংশদ্দিবসানন্তরমেব ভবৎসংগঃ সম্ভবিষ্যতি' ইত্যশৃণবম্। তদনু মদনুগম্যমানো বন্ধুপালো নিজাবাসং প্রবিশ্য মামপি নিলয়ায় বিসসর্জ। মন্মায়োপায়বাগুরাপাশলগ্নেন দারুবর্মণা রতিমন্দিরে রন্তুং সমাহূতা বালচন্দ্রিকা তং গমিষ্যন্তী দূতিকাং মন্নিকটমভিপ্রেষিতবতী। অহমপি মানিনুপুরমেখলা-কঙ্কণকটকতাটঙ্কহারক্ষৌমকজ্জলং বনিতাযোগ্যং মণ্ডনজাতং নিপুণতয়া তত্তৎস্থানেষু নিক্ষিপ্য সম্যগঙ্গীকৃত-মনোজ্ঞবেষো বল্লভয়া তয়া সহ তদাগারদ্বারোপান্তমগচ্ছম্। দ্বারস্থকথিতাস্মদাগমনেন সাদরং বিহিতাভ্যুদগতিনা তেন দ্বারোপান্তনিবারিতাশেষপরিবারেণ মদন্বিতা বালচন্দ্রিকা সংকেতাগারমনীয়ত। নগরব্যাকুলাং যক্ষকথাং পরীক্ষমাণোনাগরিকজনোঽপি কুতুহলেন দারুবর্মণঃ প্রতীহারভূমিমগমৎ।

বিবেক শূন্যমতিরসৌ রাগাতিরেকেন রত্নখচিতহেমপর্যঙ্কে হংসতূলগর্ভশয়নমানীয় তরুণীং তস্যৈ মহ্যং তমিস্রাসম্যগনবলোকিত-পুংভাবায় মনোরমস্ত্রীবেষায় চ চামীকর মণিময়মণ্ডনানি সূক্ষ্মাণি চিত্রবস্ত্রাণি কস্তূরিকামিলিতং চন্দনং কর্পূর-সহিতং তাম্বূলং সুরভীনি কুসুমানীত্যাদিবস্তু জাতং সমর্প্য মুহূর্তদ্বয়মাত্রং হাসবচনৈঃ সংলপন্নতিষ্ঠৎ। ততো রাগান্ধতয়া সুমুখ্যালিঙ্গনে মতিং ব্যধত্ত। রোষারুণিতোঽহমেনং পর্যঙ্কতলান্নিঃশঙ্কো নিপাত্য মুষ্টিজানুপাদাঘাতৈঃ প্রাহরম্। নিযুদ্ধরভসবিকলমলংকারং পূর্ববন্মেলয়িত্বা ভয়কম্পিতাং নতাঙ্গীমুপলালয়ন্মন্দিরাঙ্গণমুপেতঃ সাধ্বসকম্পিত ইবোচ্চৈরকূজম্—'হা বালচন্দ্রিকাধিষ্ঠিতেন ঘোরাকারেণ যক্ষেণ দারুবর্মা নিহন্যতে। সহসা সমাগচ্ছত। পশ্যতেমম্' ইতি।

তদাকর্ণ্য মিলিতা জনাঃ সমুদ্যদ্বাষ্পা হাহানিনাদেন দিশো বধিরয়ন্তঃ 'বালচন্দ্রিকামধিষ্ঠিতং যক্ষং বলবন্তং শৃণ্বন্নপি দারুবর্মা মদান্ধস্তামেবাযাচত। তদসৌ স্বকীয়েন কর্মণা নিহতঃ। কিং তস্য বিলাপেন' ইতি মিথো লপন্তঃ প্রাবিশন্। কোলাহলে তস্মিংশ্চটুললোচনয়া সহ নৈপুণ্যেন সহসা নির্গতো নিজাবাসমগাম্। ততো গতেষু কতিপয়দিনেষু পৌরজনসমক্ষং সিদ্ধাদেশপ্রকারেণ বিবাহ্য তামিন্দুমুখীং পূর্বসংকল্পিতান্সুরতবিশেষানযথেষ্টমন্বভূবম্। বন্ধুপালশকুনির্নির্দিষ্টে দিবসেঽস্মান্নির্গত্য পুরাদ্বহির্বর্তমানো নেত্রোৎসবকারি ভবদবলোকনসুখমন্বভবাম' ইতি।

এবং মিত্রবৃত্তান্তং নিশম্যাম্লানমানসো রাজবাহনঃ স্বস্য চ সোমদত্তস্য চ বৃত্তান্তমস্মৈ নিবেদ্য সোমদত্তম্ মহাকালেশ্বরারাধনানন্তরং ভবদ্বল্লভাং সপরিবারাং নিজকটকং প্রাপয্যাগচ্ছ ইতি নিযুজ্য পুষ্পোদ্ভবেন সেব্যমানো ভূস্বর্গায়মানমবন্তিকাপুরং বিবেশ। তত্র অয়ং মম স্বামিকুমারঃ' ইতি বন্ধুপালাদয়ে বন্ধুজনায় কথয়িত্বা তেন রাজবাহনায় বহুবিধাং সপর্যাং কারয়ন্ সকলকলাকুশলো মহীসুরবর ইতি পুরি প্রকটয়ন্পুষ্পোদ্ভবোঽমুষ্য রাজ্ঞো মজ্জনভোজনাদিকমনুদিনং স্বমন্দিরে কারয়ামাস।

।। ইতি শ্রীদণ্ডিনঃ কৃতৌ দশকুমারচরিতে পুষ্পোদ্ভবচরিতং নাম চতুর্থ উচ্ছ্বাসঃ ।।

× × × × × × × × × × × × × × পঞ্চমোচ্ছ্বাস × × × × × × × × × × × × × ×

অথ মীনকেতনসেনানায়কেন মলয়গিরিমহীরুহ-নিরন্তরাবাসিভুজঙ্গমভুক্তাবশিষ্টেনেব সূক্ষ্মতরেণ ধৃত-হরিচন্দনপরিমলভরেণেব মন্দগতিনা দক্ষিণানিলেন বিয়োগিহৃদয়স্থং মন্মথানলমুজ্জ্বলয়ন্ সহকারকিসলয়-মকরন্দাস্বাদনরক্তকণ্ঠানাং মধুকরকলকণ্ঠানাং কাকলী-কলকলেন দিকচক্রং বাচালয়ন্, মানিনীমানসোৎকলিকা-মুপনয়ন্, মাকন্দ-সিন্দুবাররক্তাশোককিংশুকতিলকেষু কলিকামুপপাদয়ন্ মদনমহোৎসবায় রসিকমনাংসি সমুল্লাসয়ন্, বসন্তসময়ঃ সমাজগাম।

তস্মিন্নতিরমণীয়ে কালে-ঽবন্তিসুন্দরী নাম মানসারনন্দিনী প্রিয়বয়স্যয়া বালচন্দ্রিকয়া সহ নগরোপান্তরম্যোদ্যানে বিহারোৎকণ্ঠয়া পৌরসুন্দরী-সমবায়সমন্বিতা কস্যচিচ্চূতপোতকস্য চ্ছায়াশীতলে সৈকত-তলে গন্ধকুসুমহরিদ্রাক্ষতচীনাম্বরাদিনানাবিধেন পরিমলদ্রব্য-নিকরেণ মনোভবমর্চয়ন্তী রেমে। তত্র রতিপ্রতিকৃতিমবন্তি-সুন্দরীং দ্রষ্টুকামঃ কাম ইব বসন্তসহায়ঃ পুষ্পোদ্ভবসমন্বিতো রাজবাহনস্তদুপবনং প্রবিশ্য তত্র

মলয়মারুতান্দোলিত-শাখানিরন্তরসমুদ্ভিন্ন কিসলয়কুসুমফলসমুল্লসিতেষু রসালতরুষু কোকিলকুলকীরালিমধুকরাণামালাপান্ শ্রাবং শ্রাবং কিঞ্চিদ্বিকসদিন্দীবরকহ্লারকৈরবরাজীবরাজিকেলিলোলকল-হংসসারসকারণ্ডবচক্রবাকচক্রবালকলরবব্যাকুলবিমলশীতলসলিলললিতানি সরাংসি দর্শংদর্শম্, অমন্দলীলয়া ললনাসমীপমবাপ।

বালচন্দ্রিকয়া 'নিঃশঙ্কমিত আগম্যতাম্' ইতি হস্তসংজ্ঞয়া সমাহূতো নিজতেজোনির্জিতপুরুহূতো রাজবাহনঃ কৃশোদর্যা অবন্তিসুন্দর্যা অন্তিকং সমাজগাম। যা বসন্তসহায়েন সমুৎসুকতয়া রতেঃ কেলীশালভঞ্জিকাবিধিৎসয়া কঞ্চন নারীবিশেষং বিরচ্যাত্মনঃ ক্রীড়াকাসারশারদারবিন্দসৌন্দর্যেণ পাদদ্বয়ম্ উদ্যানবননদীর্ঘিকামত্তমরালিকাগমনরীত্যা লীলালসগতিবিলাসম্, তূণরীলাবণ্যেন জঙ্ঘে, লীলামন্দিরদ্বারকদলীলালিত্যেন মনোজ্ঞমূরুযুগম্, জৈত্ররথচক্রচাতুর্যেণ ঘনং জঘনং, কিঞ্চিদ্বিকসল্লীলাবতংসকহ্লারককোরককোটরানুবৃত্ত্যা গঙ্গাবর্তসনাভিং নাভিম্, সৌধারোহণপরিপাট্যা বলিত্রয়ম্, মৌর্বীমধুকরপঙ্ক্তিনীলিমলীলয়া রোমাবলিম্, পূর্ণসুবর্ণকলশশোভয়া কুচদ্বন্দ্বম্, লতামণ্ডপসৌকুমার্যেণ বাহূ, জয়শঙ্খাভিখ্যয়া কণ্ঠম্, কমনীয়-কর্ণপূরসহকারপল্লবরাগেণ প্রতিবিম্বীকৃতবিম্বং রদন-চ্ছদম্, বাণায়মানপুষ্পলাবণ্যেন শুচিস্মিতম্, অগ্রদূতিকাকলকণ্ঠিকাকলালাপমাধুর্যেণ বচনজাতম্, সকলসৈনিকনায়কমলয়মারুতসৌরভ্যেণ নিঃশ্বাসপবনম্, জয়ধ্বজমীনদর্পেণ লোচনযুগলম্, চাপযষ্টিশ্রিয়া ভ্রূলতে, প্রথমসুহৃদঃ সুধাকরস্যাপনীতকলঙ্কয়া কান্ত্যা বদনম্, লীলাময়ূরবর্হভঙ্গ্যা কেশপাশং চ বিধায় সমস্তমকরন্দকস্তুরিকাসম্মিতেন মলয়জরসেন প্রক্ষাল্য কর্পূরপরাগেণ সংসৃজ্য নির্মিতেব ররাজ।

সা মূর্তিমতীব লক্ষ্মীর্মালবেশকন্যকা স্বেনৈবারাধ্যমানং সংকল্পিতবরপ্রদানায়াবির্ভূতং মূর্তিমন্তং মন্মথমিব তমালোক্য মন্দমারুতান্দোলিতা লতেব মদনাবেশবতী চকম্পে। তদনু ক্রীড়াবিশ্রম্ভান্নিবৃত্তা লজ্জয়া কানি কান্যপি ভাবান্তরাণি ব্যধত্ত।

'ললনাজনং সৃজতা বিধাত্রা নূনমেষা ঘুণাক্ষরন্যায়েন নির্মিতা। নো চেদব্জভূরেবং বিধনির্মাণনিপুণো যদি স্যাত্তর্হি তৎসমানলাবণ্যামন্যাং তরুণীং কিং ন করোতি' ইতি সবিস্ময়ানুরাগং বিলোকয়তস্তস্য সমক্ষং স্থাতুং লজ্জিতা সতী কিঞ্চিৎসখীজনান্তরিতগাত্রা তন্নয়নাভিমুখৈঃ কিঞ্চিদাকুঞ্চিতৈরঞ্চিতভ্রূলতৈরপাঙ্গবীক্ষিতৈরাত্মনঃ কুরঙ্গস্যানায়মানলাবণ্যং রাজবাহনং বিলোকয়ন্ত্যতিষ্ঠৎ। সোঽপি তস্যাস্তদোৎপাদিতভাবরসানাং সামগ্র্যা লব্ধবলস্যেব বিষমশরস্য শরব্যায়মাণমানসো বভূব।

সা মনসীত্থমচিন্তয়ৎ—'অনন্যসাধারণসৌন্দর্যেণানেন কস্যাং পুরি ভাগ্যবতীনাং তরুণীনাং লোচনোৎসবঃ ক্রিয়তে। পুত্ররত্নেনামুনা পুরন্ধ্রীণাং পুত্রবতীনাং সীমন্তিনীনাং কা নাম সীমন্তমৌক্তিকীক্রিয়তে। কাঽস্য দেবী। কিমত্রাগমনকারণমস্য। মন্মথো মামপহসিতনিজলাবণ্যামেনং বিলোকয়ন্তীমসূয়য়েবাতিমাত্রং মথ্নন্নিজনাম সান্বয়ং করোতি। কিং করোমি। কথময়ং জ্ঞাতব্যঃ' ইতি।

ততো বালচন্দ্রিকা তয়োরন্তরঙ্গবৃত্তিং ভাববিবেকৈর্জ্ঞাত্বা কান্তাসমাজসন্নিধৌ রাজনন্দনোদন্তস্য সম্যগাখ্যানমনুচিতমিতি লোকসাধারণৈর্বাক্যৈরভাষত—'ভর্তৃদারিকে অয়ং সকলকলাপ্রবীণো দেবতাসান্নিধ্যকরণ আহ্বাননিপুণো ভূসুরকুমারো মণিমন্ত্রৌষধিজ্ঞঃ পরিচর্যার্হো ভবত্যা পূজ্যতাম্' ইতি। তদাকর্ণ্য নিজমনোরথমনুবদন্ত্যা বালচন্দ্রিকয়া সন্তুষ্টান্তরঙ্গা তরঙ্গাবলী মন্দানিলেনেব সংকল্পজেনাকুলীকৃতা রাজকন্যা জিতমারং কুমারং সমুচিতাসনাসীনং বিধায় সখীহস্তেন শস্তেন গন্ধকুসুমাক্ষতঘনসারতাম্বূলাদি-

নানাজাতিকস্তুনিচয়েন পূজাং তস্মৈ কারয়ামাস।

রাজবাহনোঽপ্যেবমচিন্তয়ৎ—'নূনমেষা পূর্বজন্মনি মে জায়া যজ্ঞবতী। নো চেদেতস্যামেবংবিধোঽনুরাগো মন্মনসি ন জায়েত। শাপাবসানসময়ে তপোনিধিদত্তং জাতিস্মরত্বমাবয়োঃ সমানমেব। তথাঽপি কালজনিতবিশেষসূচকবাক্যৈরস্যা জ্ঞানমুৎপাদয়িষ্যামি।' তস্মিন্নেব সময়ে কোঽপি মনোরমো রাজহংসঃ কেলীবিধিৎসয়া তদুপকণ্ঠমগমৎ। সমুৎসুকয়া রাজকন্যয়া মরালগ্রহণে নিযুক্তাং বালচন্দ্রিকামবলোক্য 'সমুচিতো বাক্যাবসর এষঃ' ইতি সম্ভাষণনিপুণো বাজবাহনঃ সলীলমলপৎ—'সখি, পুরা শাম্বো নাম কশ্চিন্মহীবল্লভো মনোবল্লভয়া সহ বিহারবাঞ্ছয়া কমলাকরমবাপ্য তত্র কোকনদকদম্বসমীপে নিদ্রাধীনমানসং রাজহংসং শনৈর্গৃহীত্বা বিসগুণেন তস্য চরণযুগলং নিগড়য়িত্বা কান্তামুখং নাদুরাগং বিলোকয়ন্মন্দস্মিতবিকসিতৈককপোলমণ্ডলস্তামভাষত—'ইন্দুমুখি ময়া বদ্ধো মরালঃ শান্তো মুনিবদাস্তে। স্বেচ্ছয়াঽনেন গম্যতাম্' ইতি।

সোঽপি রাজহংসঃ শাম্বমশপৎ—'মহীপাল যদস্মিন্নম্বুজখণ্ডেঽনুষ্ঠানপরায়ণতয়া পরমানন্দেন তিষ্ঠন্তং নৈষ্ঠিকং মামকারণং রাজ্যগর্বেণাবমানিতবানসি তদেতৎপাপ্মনা রমণীবিরহসন্তাপবনুভব' ইতি। বিষণ্ণবদনঃ শাম্বো জীবিতেশ্বরীবিরহমসহিষ্ণুর্ভূমৌ দণ্ডবৎপ্রণম্য সবিনয়মভাষত—'মহাভাগ যদজ্ঞানেনাকরবং তৎক্ষমস্ব' ইতি। স তাপসঃ করুণাকৃষ্টচেতাস্তমবদৎ—'রাজন্ ইহ জন্মনি ভবতঃ শাপফলাভাবো ভবতু। মদ্বচনস্যামোঘতয়া ভাবিনি জননে শরীরান্তরং গতায়া অস্যাঃ সরসিজাক্ষ্যা রসেন রমণী ভূত্বা মুহূর্তদ্বয়ং মচ্চরণযুগলবন্ধনকারিতয়া মাসদ্বয়ং শৃঙ্খলানিগড়িতচরণো রমণীবিয়োগবিষাদমনুভূয় পশ্চাদনেককালং বল্লভয়া সহ রাজ্যসুখং লভস্ব' ইতি। তদনু জাতিস্মরত্বমপি তয়োরন্বগৃহ্লাৎ। তস্মান্মরালবন্ধনং ন করণীয়ং ত্বয়া' ইতি।

সাঽপি ভর্তৃদারিকা তদ্বচনাকর্ণনাভিজ্ঞতাস্বপুরাতনজননবৃত্তান্তা 'নূনময়ং মৎপ্রাণবল্লভঃ' ইতি মনসি জানতী রাগপল্লবিতমনসা সমন্দহাসমবোচৎ—'সৌম্য পুরা শাম্বো যজ্ঞবতীসন্দেশপরিপালনায় তথাবিধং হংসবন্ধনমকার্ষীৎ। তথা হি লোকে পণ্ডিতা অপি দাক্ষিণ্যেনাকার্যং কুর্বন্তি' ইতি। কন্যাকুমারাবেবমন্যোন্যপুরাতজননামধেয়ে পরিচিতে পরস্পরজ্ঞানায় সাভিজ্ঞমুক্ত্বা মনোজরাগপূর্ণমানসৌ বভূবতুঃ।

তস্মিন্নবসরে মালবেন্দ্রমহিষী পরিজনপরিবৃতা দুহিতৃকেলীবিলোকনায় তং দেশমবাপ। বালচন্দ্রিকা তু তাং দূরতো বিলোক্য সসম্ভ্রমং রহস্যনির্ভেদভিয়া হস্তসংজ্ঞয়া পুষ্পোদ্ভবসেব্যমানং রাজবাহনং বৃক্ষবাটিকান্তরিতগাত্রমকরোৎ। সা মানসারমহিষী সখীসমেতায়া দুহিতুর্নানাবিধাং বিহারলীলামনুভবন্তী ক্ষণং স্থিতা দুহিত্রা সমেতা নিজাগারগমনায়োদ্যুক্তা বভূব। মাতরমনুগচ্ছন্ত্যবন্তিসুন্দরী 'রাজহংসকুলতিলক বিহারবাঞ্ছয়া কেলীবনে মদন্তিকমাগতং ভবন্তমকাণ্ড এব বিসৃজ্য ময়া সমুচিতমিতি জনন্যানুগমনং ক্রিয়তে। তদনেন ভবন্মনোরাগোঽন্যথা মা ভূৎ' ইতি মরালমিব কুমারমুদ্দিশ্য সমুচিতালাপকলাপং বদন্তী পুনঃ পুনঃ পরিবৃত্তদীননয়না বদনং বিলোকয়ন্তী নিজমন্দিরমগাৎ।

তত্র হৃদয়বল্লভকথাপ্রসঙ্গে বালচন্দ্রিকাকথিততদন্বয়নামধেয়া মন্মথবাণপতনব্যাকুলমানসা বিরহবেদনয়া দিনে দিনে পক্ষশশিকলেব ক্ষামক্ষামাহারাদিসকল-

ব্যাপারং পরিহৃত্য রহস্যমন্দিরে মলয়জরসক্ষালিতপল্লবকুসুমকল্পিততল্পতলাবর্তি-তনুলতা বভূব। তত্র তথাবিধাবস্থামনুভবন্তী মন্মথানলসন্তপ্তাং সুকুমারীং কুমারীং নিরীক্ষ্য খিন্নো বয়স্যাগণঃ কাঞ্চনকলশসঞ্চিতানি হরিচন্দনোশীরঘনসারমিলিতানি তদভিষেককল্পিতানি সলিলানি বিসতন্তুময়ানি তালবৃন্তানি চ সন্তাপহরণানি বহূনি সম্পাদ্য তস্যাঃ শরীরমশিশিরয়ৎ। তদপি শীতলোপচরণং সলিলমিব তপ্ততৈলে তদঙ্গে দহনমেব সমন্তাদাবিশ্চকার।

কিংকর্তব্যতাবিমূঢ়াং বিমূঢ়াং বিষণ্ণাং বালচন্দ্রিকামীষদুন্মীলিতেন কটাক্ষ-বীক্ষিতেন বাষ্পকণাকুলেন বিলোক্য বিরহানলোষ্ণনিঃশ্বাসগ্লপিতাধরয়া নতাঙ্গ্যা শনৈঃ সগদ্গদং ব্যলাপি—'প্রিয়সখি কামঃ কুসুমায়ুধঃ পঞ্চবাণ ইতি নূনমসত্যমুচ্যতে। ইয়মহময়োময়ৈরসংখ্যৈরিষুভিরনেন হন্যে। সখি চন্দ্রমসং বাড়বানলাদতিতাপকরং মন্যে। যদস্মিন্নন্তঃ প্রবিশতি শুষ্যতি পারাবারঃ। সতি নির্গতে তদেব বর্ধতে। দোষাকরস্য দুষ্কর্ম কিং বর্ণ্যতে ময়া। যদনেন নিজসহোদর্যাঃ পদ্মালয়ায়া গেহভূতমপি কমলং বিহন্যতে। বিরহানলসন্তপ্তহৃদয়স্পর্শেন নূনমুষ্ণীকৃতঃ স্বল্পীভবতি মলয়ানিলঃ। নবপল্লবকল্পিতং তল্পমিদমনঙ্গাগ্নিশিখাপটলমিব সন্তাপং তনোস্তনোতি। হরিচন্দনমপি পুরা নিজযষ্টিসংশ্লেষবদুরগরদনলিপ্তোল্বণগরলসংকলিতমিব তাপয়তি শরীরম্। তস্মাদলমলমায়াসেন শীতলোপচারে। লাবণ্যজিতমারো রাজকুমার এবাগদংকারো মন্মথজ্বরাপহরণে। সোঽপি লব্ধুমশক্যো ময়া। কিং করোমি' ইতি।

বালচন্দ্রিকা মনোজজ্বরাবস্থাপরমকাষ্ঠাং গতাং কোমলাঙ্গীং তাং রাজবাহনলাবণ্যা-ধীনমানসামনন্যশরণামবেক্ষ্যাত্মন্যচিন্তয়ৎ—'কুমারঃ সত্বরমানেতব্যো ময়া। নো চেদেনাং স্মরণীয়াং গতিং নেষ্যতি মীনকেতনঃ। তত্রোদ্যানে কুমারয়োরন্যোন্যাবলোকনবেলায়ামসমসায়কঃ সমং মুক্তসায়কোঽভূৎ। তস্মাৎকুমারানয়নং সুকরম্'। ততোঽবন্তিসুন্দরীরক্ষণায় সময়োচিতকরণীয়চতুরং সখীগণং নিযুজ্য রাজকুমারমন্দিরমবাপ। পুষ্পবাণবাণতূণীরায়মাণমানসোঽনঙ্গতপ্তাবয়বসংপর্কপরিম্লানপল্লবশয়নমধিষ্ঠিতো রাজবাহনঃ প্রাণেশ্বরীমুদ্দিশ্য সহ পুষ্পোদ্ভবেন সংলপন্নাগতাং প্রিয়বয়স্যামালোক্য পাদমূলম্, অন্বেষণীয়া লতেব বালচন্দ্রিকাগতেতি সন্তুষ্টমনা নিটিলতটমণ্ডনীভবদম্বুজকোরককাকৃতিলসদঞ্জলিপুটাম্ 'ইতো নিষীদ' ইতি নির্দিষ্টসমুচিতাসনাসীনামবন্তি-সুন্দরীপ্রেষিতং সকর্পূরং তাম্বূলং বিনয়েন দদতীং তাং কান্তাবৃত্তান্তমপৃচ্ছৎ।

তয়া সবিনয়ভাণি—'দেব ক্রীড়াবনে ভবদবলোকনকালমারভ্য মন্মথমথ্যমানা পুষ্পতল্পাদিষু তাপশামনমলভমানা বামনেনেবোন্নততরুফলমলভ্যং ত্বদুরঃস্থলালিঙ্গনসৌখ্যং স্মরান্ধতয়া লিপ্সুঃ সা স্বয়মেব পত্রিকামালিখ্য 'বল্লভায়ৈনামর্পয়' ইতি মাং নিযুক্তবতী'। রাজকুমারঃ পত্রিকাং তামাদায় পপাঠ—

'সুভগ কুসুমসুকুমারং জগদনবদ্যং বিলোক্য তে রূপম্।
মম মানসমভিলষতি ত্বং চিত্তং কুরু তথা মৃদুলম্॥'

ইতি পঠিত্বা সাদরমভাষত—'সখি ছায়াবন্মানুবর্তমানস্য পুষ্পোদ্ভবস্য বল্লভা ত্বমেব তস্যা মৃগীদৃশো বহিশ্চরাঃ প্রাণা ইব বর্তসে। ত্বচ্চাতুর্যমস্যাং ক্রিয়ালতায়ামালবালভুৎ। যত্তবাভীষ্টং যেন প্রিয়ামনোরথঃ ফলিষ্যতি তদখিলং করিষ্যামি। নতাঙ্গ্যা মন্মনঃকাঠিন্যমাখ্যাতম্। যদা কেলীবনে কুরঙ্গলোচনা লোচনপথমবর্তত তদেবাপহৃতমদীয়মানসা সা স্বমন্দিরমগাৎ। সা চেতসো মাধুর্যকাঠিন্যে স্বয়মেব জানাতি। দুষ্করঃ কন্যান্তঃ-

পুরপ্রবেশঃ। তদনুরূপমুপায়মুপপাদ্য শ্বঃ পরশ্বো বা নতাঙ্গীং সঙ্গমিষ্যামি। মদুদণ্ড মেবমাখ্যায় শিরীষকুসুমসুকুমারায়া যথা শরীরবাধা ন জায়েত তথাবিধমুপায়মাচর' ইতি।

বালচন্দ্রিকাপি তস্য প্রেমগর্ভিতং বচনমাকর্ণ্য সন্তুষ্টা কন্যাপুরমগচ্ছৎ। রাজবাহনোঽপি যত্র হৃদয়বল্লভাবলোকনসুখমলভত তদুদ্যানং বিরহবিনোদায় পুষ্পোদ্ভবসমন্বিতো জগাম। তত্র চকোরলোচনাবচিতপল্লবকুসুমনিকুরম্বং মহীরুহসমূহং শরদিন্দুমুখ্যা মন্মথসমারাধনস্থানং চ নতাঙ্গীপদপঙ্ক্তিচিহ্নিতং শীতলসৈকততলং চ সুদতীভুক্তমুক্তং মাধবীলতামণ্ডপান্তরপল্লবতল্পং চ বিলোকয়ল্ললনাতিলকবিলোকনবেলাজনিতশেষানি স্মারং স্মারং মন্দমারুতকম্পিতানি নবচূতপল্লবানি মদনাগ্নিশিখা ইব চকিতো দর্শং দর্শং মনোজকর্ণেজপানামিব কোকিলকীরমধুকরাণাং ক্বণিতানি শ্রাবং শ্রাবং মারবিকারেণ ক্বচিদপ্যবস্থাতুমসহিষ্ণুঃ পরিবভ্রাম।

তস্মিন্নবসরে ধরণীসুর একঃ সূক্ষ্মচিত্রনিবসনঃ স্ফুরন্মণিকুণ্ডলমণ্ডিতো মুণ্ডিতমস্তকমানবসমেতশ্চতুরবেষমনোরমো যদৃচ্ছয়া সমাগতঃ সমন্ততোঽভ্যুল্লসত্তেজোমণ্ডলং রাজবাহনমাশীর্বাদপূর্বকং দদর্শ। রাজা সাদরম্ 'কো ভবান্ কস্যাং বিদ্যায়াং নিপুণঃ' ইতি তং পপ্রচ্ছ। স চ 'বিদ্যেশ্বরনামধেয়োঽহমৈন্দ্রজালিকবিদ্যাকোবিদো বিবিধদেশেষু রাজমনোরঞ্জনায় ভ্রমন্নুজ্জয়িনীমদ্যাগতোঽস্মি' ইতি শশংস। পুনরপি রাজবাহনং সম্যগালোক্য 'অস্যাং লীলাবনৌ পাণ্ডুরতানিমিত্তং কিম্' ইতি সাভিপ্রায়ং বিহস্যাপৃচ্ছৎ।

পুষ্পোদ্ভবশ্চ নিজকার্যকরণং তর্কয়ন্নেনমাদরেণ বভাষে—'ননু সতাং সখ্যস্যাভাষণপূর্বতয়াঽচিরং রুচিরভাষণো ভবানস্মাকং প্রিয়বয়স্যো জাতঃ। সুহৃদামকথ্যং চ কিমস্তি। কেলীবনেঽস্মিন্বসন্তমহোৎসবায়াগতায়া মালবেন্দ্রসুতায়া রাজনন্দনস্যাস্য চাকস্মিকদর্শনেঽন্যোন্যানুরাগাতিরেকঃ সমজায়ত। সততসম্ভোগসিদ্ধ্যুপায়াভাবেনাসাবীদৃশীমবস্থামনুভবতি' ইতি। বিদ্যেশ্বরো লজ্জাভিরামং রাজকুমারমুখমভিবীক্ষ্য বিরচিতমন্দহাসো ব্যাজহার—'দেব ভবদনুচরে ময়ি তিষ্ঠতি তব কার্যমসাধ্যং কিমস্তি। অহমিন্দ্রজালবিদ্যয়া মালবেন্দ্রং মোহয়ন্পৌরজনসমক্ষমেব তত্তনয়াপরিণয়ং রচয়িত্বা কন্যান্তঃপুরপ্রবেশং কারয়িষ্যামীতি বৃত্তান্ত এষ রাজকন্যকায়ৈ সখীমুখেন পূর্বমেব কথয়িতব্যঃ' ইতি। সন্তুষ্টমনা মহীপতিরনিমিত্তং মিত্রং প্রকটীকৃতকৃত্রিমক্রিয়াপাটবং বিপ্রলম্ভকৃত্রিমপ্রেমসহজসৌহার্দবেদিনং তং বিদ্যেশ্বরং সবহুমানং বিসসর্জ।

অথ রাজবাহনো বিদ্যেশ্বরস্য ক্রিয়াপাটবেন ফলিতমিব মনোরথং মন্যমানঃ পুষ্পোদ্ভবেন সহ স্বমন্দিরমুপেত্য সাদরং বালচন্দ্রিকামুখেন নিজবল্লভায়ৈ মহীসুরক্রিয়মাণং সঙ্গমোপায়ং বেদয়িত্বা কৌতুকাকৃষ্টহৃদয়ঃ 'কথমিমাং ক্ষপাং ক্ষপয়ামি' ইত্যতিষ্ঠৎ। পরেদ্যুঃ প্রভাতে বিদ্যেশ্বরো রসভাবরীতিগতিচতুরস্তাদৃশেন মহতা নিজপরিজনেন সহ রাজভবনদ্বারান্তিকমুপেত্য দৌবারিকনিবেদিতনিজবৃত্তান্তঃ সহসোপগম্য সপ্রণামম্ 'ঐন্দ্রজালিকঃ সমাগতঃ' ইতি দ্বাঃস্থৈর্বিজ্ঞাপিতেন তদ্দর্শনকুতূহলাবিষ্টেন সমুৎসুকাবরোধসহিতেন মালবেন্দ্রেণ সমাহূয়মানো বিদ্যেশ্বরঃ কক্ষান্তরং প্রবিশ্য সবিনয়মাশিষং দত্ত্বা তদনুজ্ঞাতঃ পরিজনতাড্যমানেষু বাদ্যেষু নদৎসু, গায়কীষু মদকলকোকিলামঞ্জুলধ্বনিষু সমধিকরাগরঞ্জিতসামাজিকমনোবৃত্তিষু, পিচ্ছিকাভ্রমণেষু, সপরিবারং পরিবৃতং ভ্রাময়ন্মুকুলিতনয়নঃ ক্ষণমতিষ্ঠৎ।

তদনু বিষমং বিষমুল্বণং বমন্তঃ ফণালংকরণা রত্নরাজিনীরাজিতরাজমন্দিরাভোগা ভোগিনো ভয়ং জনয়ন্তো নিশ্চেরুঃ। গৃধ্রাশ্চ বহবস্তুণ্ডৈরহিপতীনাদায় দিবি

সমচরন্। ততোঽগ্রজন্মা নরসিংহস্য হিরণ্যকশিপোর্দৈত্যেশ্বরস্য বিদারণমভিনীয় মহদাশ্চর্যান্বিতং রাজানমভাষত—'রাজন্ অবসানসময়ে ভবতা শুভসূচকং দ্রষ্টুমুচিতম্।

ততঃ কল্যাণপরম্পরাবাপ্তয়ে ভবদাত্মজাকারায়াস্তরুণ্যা নিখিললক্ষণোপেতস্য রাজনন্দনস্য বিবাহঃ কার্যঃ' ইতি। তদবলোকনকুতূহলেন মহীপালেনানুজ্ঞাতঃ স সংকল্পিতার্থসিদ্ধিসম্ভাবনসম্ফুল্লবদনঃ সকলমোহজনকমঞ্জনং লোচনয়োর্নিক্ষিপ্য পরিতো ব্যলোকয়ৎ। সর্বেষু 'তদৈন্দ্রজালিকমেব কর্ম' ইতি সাদ্ভুতং পশ্যৎসু রাগপল্লবিতহৃদয়েন রাজবাহনেন পূর্বসংকেতসমাগতামনেকভূষণভূষিতাঙ্গীমবন্তিসুন্দরীং বৈবাহিকমন্ত্রতন্ত্রনৈপুণ্যেনাগ্নিং সাক্ষীকৃত্য সংযোজয়ামাস।

ক্রিয়াবসানে সতি ইন্দ্রজালপুরুষাঃ, সর্বে গচ্ছন্তু ভবন্তঃ' ইতি দ্বিজন্মনোচ্চৈরুচ্যমানে সর্বে মায়ামানবা যথাযথমন্তর্ভাবং গতাঃ! রাজবাহনোঽপি পূর্বসংকল্পিতেন গূঢোপায়চাতুর্যেণৈন্দ্রাজালিকপুরুষবৎকন্যান্তঃপুরং বিবেশ। মালবেন্দ্রোঽপি তদদ্ভুতং মন্যমানস্তস্মৈ বাড়বায় প্রচুরতরং ধনং দত্ত্বা বিদ্যেশ্বরম্ 'ইদানীং সাধয়' ইতি বিসৃজ্য স্বয়মন্তর্মন্দিরং জগাম। ততোঽবন্তিসুন্দরী প্রিয়সহচরীবরপরিবারা বল্লভোপেতা সুন্দরং মন্দিরং যযৌ।

এবং দৈবমানুষবলেন মনোরথসাফল্যমুপেতো রাজবাহনঃ সরসমধুরচেষ্টাভিঃ শনৈঃ শনৈর্হরিণলোচনায় লজ্জামপনয়ন্সুরতাগমমুপনয়ন্রহো বিশ্রম্ভমুপজনয়ন্ সংলাপে তদনুলাপপীযূষপানলোলশ্চিত্রচিত্রং চিত্তহারিণং চতুর্দশভুবনবৃত্তান্তং শ্রাবয়ামাস।

॥ ইতি শ্রীদণ্ডিনঃ কৃতৌ দশকুমারচরিতেঽবন্তিসুন্দরীপরিণয়ো নাম পঞ্চমোচ্ছ্বাসঃ ॥

॥ সমাপ্তেয়ং দশকুমারচরিতপূর্ব-পীঠিকা ॥

দশকুমারচরিতম্

মূলাংশঃ

প্রথমোচ্ছ্বাসঃ

শ্রুত্বা তু ভুবনবৃত্তান্তমুত্তমাঙ্গনা বিস্ময়বিকসিতাক্ষী সস্মিতমিদমভাণত—'দয়িত ত্বৎপ্রসাদাদদ্য মে চরিতার্থা শ্রোত্রবৃত্তিঃ। অথ মে মনসি তমোপহস্ত্বয়া জ্ঞানপ্রদীপঃ। পক্কমিদানীং ত্বৎপাদপদ্মপরিচর্যাফলম্। অস্য চ ত্বৎপ্রসাদস্য কিমুপকৃত্য প্রত্যুপকৃতবতী ভবেয়ম্। অভবদীয়ং হি নৈব কিঞ্চিন্মৎসংবন্ধম্। অথ বাহন্তেবাস্যাপি জনস্য ক্বচিৎপ্রভুত্বম্। অশক্যং হি মদিচ্ছয়া বিনা সরস্বতীমুখগ্রহণোচ্ছেষণীকৃতো দশনচ্ছদ এষ চুম্বয়িতুম্। অম্বুজাসনাস্তনতটোপভুক্তমুরঃস্থলং চেদমালিঙ্গয়িতুম্'। ইতি প্রিয়োরসি প্রাবৃড়িব নভস্যুপাস্তীর্ণগুরুপয়োধরমণ্ডলা প্রোঢ়কন্দলীকুড্মলমিব রূঢ়রাগরুষিতং চক্ষুরুল্লাসয়ন্তী বর্হিবর্হাবলীবিড়ম্বিনা কুসুমচন্দ্রকশারেণ মধুকরকুলব্যাকুলেন কেশকলাপেন স্ফুরদরুণকিরণকেসরকরালং কদম্বমুকুলমিব কান্তস্যাধরমণিমধীরমাচুচুম্ব। তদারম্ভস্ফুরিতয়া চ রাগবৃত্ত্যা ভূয়োহপ্যাবর্ততাতিমাত্রচিত্রোপচারশীফরো রতিপ্রবন্ধঃ।

সুরতখেদসুপ্তয়োস্তু তয়োঃ স্বপ্নে বিসগুণনিগড়িতপাদো জরঠঃ কশ্চিজ্জালপাদোহদৃশ্যত। প্রত্যবুধ্যেতাংচোভৌ। অথ তস্য রাজকুমারস্য কমলমূঢ়শশিকিরণরজ্জুদামনিগৃহীতমিব রজতশৃংখলোপগূঢ়ং চরণযুগলমাসীৎ। উপলভ্যৈব চ 'কিমেতৎ' ইত্যতিপরিত্রাসবিহ্বলা মুক্তকণ্ঠমাচক্রন্দ রাজকন্যা। যেন চ তৎসকলমেব কন্যান্তঃপুরমগ্নিপরীতমিব পিশাচোপহতমিব বেপমানমনিরূপ্যমাণতদাত্বায়তিবিভাগম্, অগণ্যমানহরস্যরক্ষাসময়ম্, অবনিতলবিপ্রবিধ্যমানগাত্রম্, আক্রন্দবিদীর্যমাণকণ্ঠম্, অশ্রুস্রোতোহবগুণ্ঠিতকপোলতলমাকুলীবভূব।

তুমুলে চাস্মিন্সময়েহনিয়শ্রিতপ্রবেশাঃ 'কিং কিম্' ইতি সহসোপসৃত্য বিবিশুরন্তর্বংশিকাঃ পুরুষা দদৃশুশ্চ তদবস্থং রাজকুমারম্। তদনুভাবনিরুদ্ধনিগ্রহেচ্ছাস্তু সদ্য এব তে তমর্থং চণ্ডবর্মণে নিবেদয়াংচক্রুঃ। সোহপি কোপাদাগত্য নির্দহন্নিব দহনগর্ভয়া দৃশা নিশাম্যোৎপন্নপ্রত্যাভিজ্ঞঃ 'কথং স এবৈষ মদনুজমরণনিমিত্তভূতায়াঃ পাপায়া বালচন্দ্রিকায়াঃ পত্যুরত্যভিনিবিষ্টবিত্তদর্পস্য বৈদেশিকবণিক্পুত্রস্য পুষ্পোদ্ভবস্য মিত্রং রূপমত্তঃ কলাভিমানী নৈকবিধবিপ্রলম্ভোপায়পাটবার্জিতমূঢ়পৌরজনমিথ্যারোপিতবিতথদেবতানুভাবঃ কপটধর্মকঞ্চুকো নিগূঢ়পাপশীলশ্চপলো ব্রাহ্মণব্রুবঃ। কথমিবৈনমনুরক্তা মাদৃশেষ্বপি পুরুষসিংহেষু সাবমানা পাপেয়মবন্তিসুন্দরী। পশ্যন্তু পতিমদ্যৈব শূলাবতংসিতমিয়মনার্যশীলা কুলপাংসনী' ইতি নির্ভৎর্সয়ন্ ভীষণভ্রূকুটিদূষিতললাটঃ কাল ইব—কাললোহদণ্ডকর্কশেন বাহুদণ্ডেনাবলম্ব্য হস্তাম্বুজে রেখাম্বুজরথাঙ্গলাঞ্ছনে রাজপুত্রং সরভসমাচকর্ষ।

স তু স্বভাবধীরঃ সর্বপৌরুষাতিভূমিঃ সহিষ্ণুতৈকপ্রতিক্রিয়াং দৈবীমেব তামাপদমবধার্য 'স্মর তস্যা হংসগামিনি হংসকথায়াঃ। সহস্ব বাসু মাসদ্বয়ম্' ইতি প্রাণপরিত্যাগরাগিণীং প্রাণসমাং সমাশ্বাস্যারিবশ্যতামযাসীৎ।

অথ বিদিতবার্তৌ মহাদেবীমালবেন্দ্রৌ জামাতরমাকারপক্ষপাতিনাবাত্মপরিত্যা-

গোপন্যাসেনারিণা জিঘাংস্যমানং ররক্ষতুঃ। ন শেকতুস্তু তমপ্রভুত্বাদুত্তারয়িতুমাপদঃ। স কিল চণ্ডশীলশ্চণ্ডবর্মা সর্বমিদমনুদন্তজাতং রাজরাজগিরৌ তপস্যতে দর্পসারায় সন্দিশ্য সর্বমেব পুষ্পোদ্ভবকুটুম্বকং সর্বস্বহরণপূর্বকং সদ্য এব বন্ধনে ক্ষিপ্তবা কৃত্বা চ রাজবাহনং রাজকেসরিকিশোরকমিব দারুপঞ্জরনিবন্ধং মূর্ধজজালবিলীনচূড়ামণি-প্রভাববিক্ষিপ্তক্ষুৎপিপাসাদিখেদং চ তমবধত্তদ্দুহিতৃপ্রার্থনস্যাঙ্গরাজস্যোদ্ধরণায়াঙ্গানভি-যাস্যন্ননন্যবিশ্বাসাৎ্নিনায়। রুরোধ চ বলভরদত্তকম্পাশ্চম্পাম্। চম্পেশ্বরোঽপি সিংহবর্মা সিংহ ইবাসহ্যবিক্রমঃ প্রাকারং ভেদয়িত্বা মহতা বলসমুদায়েন নির্গত্য স্বপ্রহিতদূতব্রাতাহূতানাং সাহায্যদানায়াতিসত্বরমাপততাং ধরাপতীনামচিরকালভা-বিন্যপি সন্নিধাবদত্তাপেক্ষঃ সাক্ষাদিবাবলেপো বপুষ্মানক্ষমাপরীতঃ প্রতিবলং প্রতিজগ্রাহ। জগৃহে চ মহতি সম্পরায়ে ক্ষীণসকলসৈন্যমণ্ডলঃ প্রচণ্ডপ্রহরণশতভিন্নবর্মা সিংহবর্মা করিণঃ করিণমবপ্লুত্যোতিমানুষপ্রাণবলেন চণ্ডবর্মণা।

স চ তদ্দুহিতর্যম্বালিকায়ামবলারত্নসমাখ্যাতায়ামতিমাত্রাভিলাষঃ প্রাণৈরেনং ন ব্যযূযুজৎ। অপি ত্বনীনয়দপনীতাশেষশল্যমবল্যসংধো বন্ধনম্। অজীগণচ্চ গণকসংঘৈঃ—‘অদ্যৈব ক্ষপাবসানে বিবাহনীয়া রাজদুহিতা’ ইতি। কৃতকৌতুকমঙ্গলে চ তস্মিন্নেকপিঙ্গাচলাৎপ্রতিনিবৃত্যৈণজঙ্ঘো নাম জঙ্ঘাকরিকঃ প্রভবতো দর্পসারস্য প্রতিসন্দেশমাবেদয়ৎ—‘অয়ি মূঢ় কিমস্তি কন্যান্তঃপুরদূষকেঽপি কশ্চিৎকৃপাবসরঃ। স্থবিরঃ স রাজা জরাবিলুপ্তমানাবমানচিত্তো দুশ্চরিতদুহিতৃপক্ষপাতী যদেব কিঞ্চিৎ-প্রলপতি ত্বয়াঽপি কিং তদনুমত্যা স্থাতব্যম্। অবিলম্বিতমেব তস্য কামোন্মত্তস্য চিত্রবধবার্তাপ্রেষণেন শ্রবণোৎসবোঽস্মাকং বিধেয়ঃ।

সা চ দুষ্টকন্যা সহানুজেন কীর্তিসারেণ নিগড়িতচরণা চারকে নিরোদ্ধব্যা’ ইতি। তচ্চাকর্ণ্য প্রাতরেব রাজভবনদ্বারে স দুরাত্মা কন্যান্তঃপুরদূষকঃ সন্নিধাপয়িতব্যঃ। চণ্ডপোতশ্চ মাতঙ্গপতিরুচিতকল্পনোপপন্নস্তত্রৈব সমুপস্থাপনীয়ঃ। কৃতবিবাহকৃত্য-শ্চোত্থায়াহমেব তমনার্যশীলং তস্য হস্তিনঃ কৃত্বা ক্রীড়নকং তদধিরূঢ় এব গত্বা শত্রু-সাহায্যকায় প্রত্যাসীদতো রাজন্যকস্য সকোশবাহনস্যাবগ্রহণং করিষ্যামি’ ইতি পার্শ্ব-চরানবেক্ষাঞ্চক্রে। নিন্যে চাসাবহন্যন্যস্মিন্নস্মিষত্যেবোষোরাগে রাজপুত্রো রাজাঙ্গণং রক্ষিভিঃ। উপতস্থে চ ক্ষরিতগণ্ডশ্চণ্ডপোতঃ।

ক্ষণে চ তস্মিন্মুমুচে তদঙ্ঘ্রিযুগলং রজতশৃঙ্খলয়া। সা চৈনং চন্দ্রলেখাচ্ছবিঃ কাচিদপ্সরোরূপিণী ভূত্বা প্রদক্ষিণীকৃত্য প্রাঞ্জলির্ব্যজিজ্ঞপৎ—‘দেব দীয়তামনুগ্রহাদ্রং চিত্তম্। অহমস্মি সোমরশ্মিসম্ভবা সুরতমঞ্জরী নাম সুরসুন্দরী। তস্যা মে নভসি নলিনলুব্ধমুগ্ধকলহংসানুবন্ধবক্রায়াস্তন্নিবারণক্ষোভবিচ্ছিন্নবিগলিতা হারযষ্টির্যদৃচ্ছয়া জাতু হৈমবতে সরসি মন্দোদকে মগ্নোন্মগ্নস্য মহর্ষের্মার্কণ্ডেয়স্য মস্তকে মণিকিরণ-দ্বিগুণিতপলিতমপতৎ। পাতিতশ্চ কোপিতেন কেঽপি তেন ময়ি শাপঃ—‘পাপে ভজস্ব লোহজাতিমজাতচৈতন্যা সতী’ ইতি।

স পুনঃ প্রসাদ্যমানস্তুৎপাদপদ্মদ্বয়স্য মাসদ্বয়মাত্রং সন্দানতামেত্য নিস্তরণীয়ামিমা-মাপদমপরিক্ষীণশক্তিত্বং চেন্দ্রিয়াণ মকল্পয়ৎ। তনন্তরেণ চ পাপ্মনা রজতশৃঙ্খলীভূতাং মামৈক্ষ্বাকস্য রাজ্ঞো বেগবতঃ পৌত্রঃ পুত্রো মানসবেগস্য বীরশেখরো নাম বিদ্যাধরঃ শঙ্করগিরৌ সমধ্যগমৎ আত্মসাৎকৃতা চ তেনাহমাসম্। অথাসৌ পিতৃপ্রযুক্তবৈরে প্রবর্তমানে বিদ্যাধরচক্রবর্তিনি বৎসরাজবংশবর্ধনে নরবাহনদত্তে বিরসাশয়স্তদপকার-

ক্ষমোঽয়মিতি তপস্যতা দর্পসারেণ সহ সমসৃজ্যত। প্রতিশ্রুতং চ তেন তস্মৈ স্বস্বরবন্তিসুন্দর্যাঃ প্রদানম্।

অন্যদা তু বিয়তি ব্যবদায়মানচন্দ্রিকে মনোরথপ্রিয়তমামবন্তিসুন্দরীং দিদৃক্ষুরবশেন্দ্রিয়স্তদিন্দ্রমন্দিরদ্যুতি কুমারীপুরমুপাসরং। অন্তরিতশ্চ তিরস্করিণ্যা বিদ্যয়া স চ তাং তদা ত্বদঙ্কাপাশ্রয়াং সুরতখেদসুপ্তগাত্রীং ত্রিভুবনসর্গযাত্রাসংহারসংবন্ধাভিঃ কথাভিরমৃতস্যান্দিনীভিঃ প্রত্যানীয়মানরাগপুরং ন্যরূপয়ং। স তু প্রকুপিতোঽপি ত্বদনুভাবপ্রতিবন্ধনিগ্রহান্তরাধ্যবসায়ঃ সমালিঙ্গ্যেতরেতরমত্যন্তসুখসুপ্তয়োর্যুবয়োর্দৈবদত্তোৎসাহঃ পাণ্ডুলোহশৃঙ্খলাত্মনা ময়া পাদপদ্ময়োর্যুগলং তব নিগড়য়িত্বা সরোষরভসমপাসরং। অবসিতশ্চ মমাদ্য শাপঃ। তচ্চ মাসদ্বয়ং তব পারতন্ত্র্যম্। প্রসীদেদানীম্। কিং তব করণীয়ম্' ইতি প্রণিপতন্তীং 'বার্তয়াঽনয়া মৎপ্রাণসমাং সমাশ্বাসয়' ইতি ব্যাদিশ্য বিসসর্জ।

তস্মিন্নেব ক্ষণান্তরে 'হতো হতশ্চণ্ডবর্মা সিংহবর্মদুহিতুরম্বালিকায়াঃ পাণিস্পর্শরাগ প্রসারিতে বাহুদণ্ড এব বলবদবলম্ব্য সরভসমাকৃষ্য কেনাপি দুষ্করকর্মণা তস্করেণ নখপ্রহারেণ। রাজমন্দিরোদ্দেশং চ শবশত-ময়মাপাদয়ন্নচকিতগতিরসৌ বিহরতি' ইতি বাচঃ সমভবন্। শ্রুত্বা চৈতত্তমেব মত্তহস্তিনমুদস্তাধোরণো রাজপুত্রোঽধিরুহ্য রংহসোত্তমেন রাজভবনমভ্যবর্তত। স্তম্বেরমরয়াবধূতপান্থদত্তবর্ত্মা চ প্রবিশ্য বেশ্মাভ্যন্তরমদভ্রাভ্রনির্ঘোষগম্ভীরেণ স্বরেণাভ্যধাৎ—'কঃ স মহাপুরুষো যেনৈতস্মান্মমাত্রদুষ্করং মহৎকর্মানুষ্ঠিতম্। আগচ্ছতু। ময়া সহেমং মত্তহস্তিনমারোহতু। অভয়ং মদুপকণ্ঠবর্তিনো দেবদানবৈরপি বিগৃহ্ণানস্য' ইতি।

নিশম্যৈবং স পুমানুপোঢ়হর্ষো নির্গত্য কৃতাঞ্জলিরাক্রম্য সংজ্ঞাসংকুচিতং কুঞ্জরগাত্রমসত্বমধ্যারুক্ষৎ। আরোহন্তমেবৈনং নির্বর্ণ্য হর্ষোৎফুল্লদৃষ্টিঃ 'অয়ে প্রিয়সখোঽমপহারবর্মৈব' ইতি পশ্চান্নিষীদতোঽস্য বাহুদণ্ডযুগলমুভয়ভুজমূলপ্রবেশিতমগ্রেঽবলম্ব্য স্বমঙ্গমালিঙ্গয়ামাস। স্বয়ং চ পৃষ্ঠতো বলিতাভ্যাং ভুজাভ্যাং পর্যবেষ্টয়ং। তৎক্ষণোপসংহৃতালিনব্যতিকরশ্চাপহারবর্মা চাপচক্রকণপকর্পণপ্রাসপট্টিশমুসলতোমরাদিপ্রহরণজাতমুপযুঞ্জানাম্বলাবলিপ্তান্ প্রতিবলবীরান্নবহুপ্রকারাযোধিনঃ পরিক্ষিপতঃ ক্ষিতৌ বিচিক্ষেপ। ক্ষণেন চাদ্রাক্ষীত্তদপি সৈন্যমন্যেন সমস্ততোঽভিমুখমভিধাবতা বলনিকায়েন পরিক্ষিপ্তম্।

অনন্তরং চ কশ্চিৎকর্ণিকারগৌরঃ কুরুবিন্দসবর্ণকুন্তলঃ কমলকোমলপাণিপাদঃ কর্ণচুম্বিদুগ্ধধবলস্নিগ্ধনীললোচনঃ কটিতটনিবিষ্টরত্নখঃ পট্টনিবসনঃ কৃশাকৃশোদরোরঃস্থলঃ কৃতহস্ততয়া রিপুকুলমিষুবর্ষেণাভিবর্ষন্ পাদাঙ্গুষ্ঠনিষ্ঠুরাবঘৃষ্ঠকর্ণমূলেন প্রজবিনা গজেন সন্নিকৃষ্য পূর্বোপদেশপ্রত্যয়াৎ 'অয়মেব স দেবো রাজবাহনঃ' ইতি প্রাঞ্জলিঃ প্রণম্যাপহারবর্মণি নিবিষ্টদৃষ্টিরাচষ্ট—'ত্বদাদিষ্টেন মার্গেণ সন্নিপাতিতমেতদঙ্গরাজসাহায্যদানায়োপস্থিতং রাজকম্। অরিবলং চ বিহতবিধ্বস্তং স্ত্রীবালহার্যশস্ত্রং বর্ততে। কিমন্যৎকৃত্যম্' ইতি। হৃষ্টস্তু ব্যাজহারাপহারবর্মা—'দেব দৃষ্টিদানেনানুগৃহ্যতাময়মাজ্ঞাকরঃ। সোঽয়মহমেবামুনা রূপেণ ধনমিত্রাখ্যয়া চান্তরিতো মন্তব্যঃ। নির্গময্য বন্ধনাদঙ্গরাজমপবর্জিতং চ কোশবাহনমেকীকৃত্যাস্মদগৃহ্যেণামুনা সহ রাজন্যকেনৈকান্তে সুখোপবিষ্টমিহ দেবমুপতিষ্ঠতু যদি ন দোষঃ' ইতি। দেবোঽপি 'যথা তে রোচতে' ইতি তমাভাষ্য গত্বা চ তন্নির্দিষ্টেন মার্গেণ নগরাদ্বহিরতিমহতো

রোহিণদ্রুমস্য কস্যচিৎক্ষৌমাবদাতসৈকতে গঙ্গাতরঙ্গ পবনপাতশীতলে তলে দ্বিরদাদবততার। প্রথমসমবতীর্ণেনাপহারবর্মণা চ স্বহস্তসত্বরসমীকৃতে মাতঙ্গ ইব ভাগীরথীপুলিনমণ্ডলে সুখং নিষসাদ। তথা নিষণ্ণং চ তমুপহারবর্মার্থপালপ্রমতিমিত্রগুপ্তমন্ত্রগুপ্তবিশ্রুতৈর্মৈথিলেন চ প্রহারহবর্মণা, কাশীভর্ত্রা চ কামপালেন, চম্পেশ্বরেণ সিংহবর্মণা সহোপগত্য ধনমিত্রঃ প্রণিপপাত। দেবোঽপি হর্ষাবিদ্ধমভ্যুত্থিতঃ 'কথং সমস্ত এব মিত্রগণঃ সমাগতঃ কো নামায়মভ্যুদয়ঃ' ইতি কৃতযথোচিতোপচারান্নির্ভরতরং পরিরেমে। কাশীপতিমৈথিলাঙ্গরাজাংশ্চ সুহৃন্নিবেদিতান্পিতৃবদপশ্যৎ। তৈশ্চ হর্ষকম্পিতপলিতং সরভসোপগূঢ়ঃ পরমভিননন্দ। ততঃ প্রবৃত্তাসু প্রীতিসংকথাসু প্রিয়বয়স্যগণানুযুক্তঃ স্বস্য চ সোমদত্তপুষ্পোদ্ভবয়োশ্চরিতমনুবর্ণ্য সুহৃদামপি বৃত্তান্তং ক্রমেণ শ্রোতুং কৃতপ্রস্তাবস্তাংশ্চ তদুক্তাবন্বযুঙ্ক্ত। তেষু প্রথমং প্রাহ স্ম কিলাপহারবর্মা—

॥ ইতি শ্রীদণ্ডিনঃ কৃতৌ দশকুমারচরিতে 'রাজবাহনচরিতং' নাম প্রথম উচ্ছ্বাসঃ ॥

দ্বিতীয়োচ্ছ্বাসঃ

'দেব ত্বয়ি তদাঽবতীর্ণে দ্বিজোপকারায়াসুরবিবরং ত্বদন্বেষণপ্রসৃতে চ মিত্রগণেঽহমপি মহীমটন্নঙ্গেষু গঙ্গাতটে বহিশ্চম্পায়াঃ 'কশ্চিদস্তি তপঃ প্রভাবোৎপন্নদিব্যচক্ষুর্মরীচির্নাম মহর্ষিঃ' ইতি কুতশ্চিৎসংলপতো জনসমাজাদুপলভ্যামুতো বুভুৎসুস্ত্বদ্গতিং তমুদ্দেশমগমম্। ন্যশাময়ং চ তস্মিন্নাশ্রমে কস্যচিচ্চূতপোতকস্য চ্ছায়ায়াং কমপ্যুদ্বিগ্নবর্ণং তাপসম্। অমুনা চাতিথিবদুপচরিতঃ ক্ষণং বিশ্রান্তঃ 'ক্বাসৌ ভগবান্মরীচিঃ, তস্মাদহমুপলিপ্সুঃ প্রসঙ্গপ্রোষিতস্য সুহৃদো গতিম্, আশ্চর্যজ্ঞানবিভবো হি স মহর্ষির্মহ্যাং বিশ্রুতঃ, ইত্যবাদিষম্। অথাসাবুষ্ণমায়তং চ নিঃশ্বস্যাশংসৎ—'আসীত্তাদৃশো মুনিরস্মিন্নাশ্রমে। তমেকদা কামমঞ্জরী নামাঙ্গপুরীবতংসস্থানীয়া বারযুবতিরশ্রুবিন্দুতারকিতপয়োধরা সনির্বেদমভ্যেত্য কীর্ণশিখণ্ডাস্তীর্ণভূমিরভ্যবন্দিষ্ট। তস্মিন্নেব চ ক্ষণে মাতৃপ্রমুখস্তদাপ্তবর্গঃ সানুক্রোশমনুপ্রধাবিতস্তত্রৈবাবিচ্ছিন্নপাতমপতৎ। স কিল কৃপালুস্তং জনমার্দ্রয়া গিরাশ্বাস্যার্তিকারণং তাং গণিকামপৃচ্ছৎ। সা তু সব্রীড়েব সবিষাদেব সগৌরবেব চাব্রবীৎ—'ভগবন্ ঐহিকস্য সুখস্যাভাজনং জনোঽয়মামুষ্মিকায় শ্বোবসীয়ায়ার্তাভ্যুপপত্তিবিত্তয়োর্ভগবৎপাদয়োর্মূলং শরণমভিপ্রপন্নঃ' ইতি। তস্যাস্তু জনন্যুদঞ্জলিঃ পলিতশারশিখণ্ডবন্ধস্পৃষ্টমুক্তভূমিরভাষত—'ভগবন্, অস্যা মে দোষমেষা বো দাসী বিজ্ঞাপয়তি। দোষশ্চ মম স্বাধিকারানুষ্ঠাপনম্। এষ হি গণিকামাতুরধিকারো যদ্দুহিতৃর্জন্মনঃপ্রভৃত্যেবাঙ্গক্রিয়া, তেজোবলবর্ণমেধাসংবর্ধনেন দোষাগ্নিধাতুসাম্যকৃতা মিতেনাহারেণ শরীরপোষণম্, আ পঞ্চমাদ্বর্ষাৎপিতুরপ্যনতিদর্শনম্, জন্মদিনে পুণ্যদিনে চোৎসবোত্তরো মঙ্গলবিধিঃ, অধ্যাপনমনঙ্গবিদ্যানাং সাঙ্গানাম্, নৃত্যগীতবাদ্যনাট্যচিত্রাস্বাদ্যগন্ধপুষ্পকলাসু লিপিজ্ঞানবচনকৌশলাদিষু চ সম্যগ্বিনয়ম্, শব্দহেতুসময়বিদ্যাসু বার্তামাত্রাববোধনম্, আজীবজ্ঞানে ক্রীড়াকৌশলে সজীবনির্জীবাসু চ দ্যূতকলাস্বভ্যন্তরীকরণম্, অভ্যন্তরকলাসু বৈশ্বাসিকজনাৎপ্রযত্নেন প্রয়োগগ্রহণম্, যাত্রোৎসবাদিষ্বাদরপ্রসাধিতায়াঃ স্ফীতপরিবর্হায়াঃ প্রকাশনম্, প্রসঙ্গবত্যাং সঙ্গীতাদিক্রিয়ায়াং পূর্বসংগৃহীতৈর্গ্রাহ্যবাগ্ভিঃ সিদ্ধিলম্ভনম্, দিঙ্মুখেষু তত্তচ্ছিল্পবিত্তকৈর্যশঃ-

প্রখ্যানম্, কার্তান্তিকাদিভিঃ কল্যাণলক্ষণোদ্ঘোষণম্, পীঠমর্দবিটবিদূষকৈর্ভিক্ষুক্যাদিভিশ্চ নাগরিকপুরুষসমবায়েষু রূপশীলশিল্পসৌন্দর্যমাধুর্যপ্রস্তাবনা, যুবজনমনোরথলক্ষ্যভূতায়াঃ প্রভূততমেন শুল্কেনাবস্থাপনম্, স্বতোরাগান্ধায় তদ্ভাবদর্শনোন্মাদিতায় বা জাতিরূপবয়োঽর্থশক্তিশৌচত্যাগদাক্ষ্যদাক্ষিণ্যশিল্পশীলমাধুর্যোপপন্নায় স্বতন্ত্রায় প্রদানম্, অধিকগুণায়াস্বতন্ত্রায় প্রাজ্ঞতমায়াল্পেনাপি বহুব্যপদেশেনার্পণম্, অস্বতন্ত্রেণ বা গান্ধর্বসমাগমেন তদ্গুরুভ্যঃ শুল্কাপহরণম্, অলাভেঽর্থস্য কামস্বীকৃতে স্বামিন্যধিকরণে চ সাধনম্, রক্তস্য দুহিত্রৈকচারিণীব্রতানুষ্ঠাপনম্, নিত্যনৈমিত্তিকপ্রীতিদায়কতয়া হৃতশিষ্টানাং গম্যধনানাং চিত্রৈরুপায়ৈরপহরণম্, অদদতা লুব্ধপ্রায়েণ চ বিগৃহ্যাসনম্, প্রতিহস্তিপ্রোৎসাহনেন লুব্ধস্য রাগিণস্ত্যাগশক্তিসন্ধুক্ষনম্ অসারস্য বাক্সন্তক্ষণৈর্লোকোপক্রোশনৈর্দুহিতৃনিরোধনৈর্ব্রীড়োৎপাদনৈরন্যাভিযোগৈরবমানৈশ্চাপবাহনম্, অর্থদৈরনর্থপ্রতিঘাতিভিশ্চানিন্দ্যৈরিভ্যৈরনুবন্ধার্থানর্থসংশয়ান্বিচার্য ভূয়োভূয়ঃ সংযোজনমিতি। গণিকায়াশ্চ গম্যং প্রতি সজ্জতৈব ন সঙ্গঃ। সত্যামপি প্রীতৌ ন মাতুর্মাতৃকায়া বা শাসনাতিবৃত্তিঃ। এবং স্থিতেঽনয়া প্রজাপতিবিহিতং স্বধর্মমুল্লঙ্ঘ্য ক্বচিদাগন্তুকে রূপমাত্রধনে বিপ্রযূনি স্বেনৈব ধনব্যয়েন রমমাণয়া মাসমাত্রমত্যবাহি। গম্যজনশ্চ ভূয়ানর্থযোগ্যঃ প্রত্যাচক্ষাণয়াঽনয়া প্রকোপিতঃ। স্বকুটুম্বকং চাবসাদিতম্। 'এষা কুমতির্ন কল্যাণী' ইতি নিবারয়ন্ত্যাং ময়ি বনবাসায় কোপাৎ প্রস্থিতা। সা চেদিয়মহার্যনিশ্চয়া সর্ব এষ জনোঽত্রৈবানন্যগতিরনশনেন সংস্থাস্যতে' ইত্যরোদীৎ।

অথ সা বারযুবতিস্তেন 'ভদ্রে ননু দুঃখাকরোঽয়ং বনবাসঃ। তস্য ফলমপবর্গঃ স্বর্গো বা। প্রথমস্তু তয়োঃ প্রকৃষ্টজ্ঞানসাধ্যঃ প্রায়ো দুঃসম্পাদ এব, দ্বিতীয়স্তু সর্বস্যৈব সুলভঃ কুলধর্মানুষ্ঠায়িনঃ। তদশক্যারম্ভাদুপরম্য মাতুর্মতে বর্তস্ব' ইতি সানুকম্পমভিহিতা 'যদীহ ভগবৎপাদমূলমশরণম্, শরণমস্তু মম কৃপণায়া হিরণ্যরেতা দেব এব, ইত্যুদমনায়ত। স তু মুনিরনুবিমৃশ্য গণিকামাতরমবদৎ—'সম্প্রতি গচ্ছ গৃহান্। প্রতীক্ষস্ব কানিচিদ্দিনানি যাবদিয়ং সুকুমারা সুখোপভোগসমুচিতা সত্যারণ্যবাসনেনোদ্বেজিতা ভূয়োভূয়শ্চাস্মাভির্বিবোধ্যমানা প্রকৃতাবেব স্থাস্যতি' ইতি। 'তথা' ইতি তস্যাঃ প্রতিযাতে স্বজনে সা গণিকা তমৃষিমলঘুভক্তিধৌতোদ্গমনীয়বাসিনী নাত্যাদৃতশরীরসংস্কারা বনতরুপোতালবালপূরণৈর্দেবতার্চনকুসুমোচ্চয়াবচয়প্রয়াসৈর্নৈকবিকল্পোপহারকর্মভিঃ কামশাসনার্থে চ গন্ধমাল্যধূপদীপনৃত্যগীতবাদ্যাভিঃ ক্রিয়াভিরেকান্তে চ ত্রিবর্গসম্বন্ধিনীভিঃ কথাভিরধ্যাত্মবাদৈশ্চানুরূপৈরল্পীয়সৈব কালেনান্বরঞ্জয়ৎ।

একদা চ রহসি রক্তং তমুপলক্ষ্য 'মূঢ়ঃ খলু লোকো যৎসহধর্মেণার্থকামাবপি গণয়তি' ইতি কিঞ্চিদস্ময়ত। 'কথয় বাসু কেনাংশেনার্থকামাতিশায়ী ধর্মস্তবাভিপ্রেতঃ' ইতি প্রেরিতা মরীচিনা লজ্জামন্থরমারভতাভিধাতুম্—'ইতঃ কিল জনাদ্ভগবতস্ত্রিবর্গবলাবলজ্ঞানম্। অথ বৈতদপি প্রকারান্তরং দাসজনানুগ্রহস্য। ভবতু। শ্রূয়তাম্। ননু ধর্মাদৃতেঽর্থকাময়োরনুৎপত্তিরেব। তদনপেক্ষ এব ধর্মো নিবৃত্তিসুখপ্রসূতিহেতুরাত্মসমাধানমাত্রসাধ্যশ্চ। সোঽর্থকামবদ্বাহ্যসাধনেষু নাত্যাযততে। তত্ত্বদর্শনোপবৃংহিতশ্চ যথাকথঞ্চিদপ্যনুষ্ঠীয়মানাভ্যাং নার্থকামাভ্যাং বাধ্যতে। বাধিতোঽপি চাল্পায়াসপ্রতিসমাহিতস্তমপি দোষং নির্হৃত্য শ্রেয়সেঽনল্পায় কল্পতে।

তথা হি। পিতামহস্য তিলোত্তমাভিলাষঃ, ভবানীপতের্মুনিপত্নীসহস্রসংদূষণম্,

পদ্মনাভস্য ষোড়শসহস্রান্তঃপুরবিহারঃ, প্রজাপতেঃ স্বদুহিতর্যপি প্রণয়প্রবৃত্তিঃ, শচীপতেরহল্যাজারতা, শশাঙ্কস্য গুরুতল্পগমনম্, অংশুমালিনো বড়বালঙ্ঘনম্, অনিলস্য কেসরিকলত্রসমাগমঃ, বৃহস্পতেরুতথ্যভার্যাভিসরণম্, পরাশরস্য দাশকন্যাদূষণম্, পারাশর্যস্য ভ্রাতৃদারসঙ্গতিঃ, অত্রের্মৃগীসমাগম ইতি। অমরাণাং চ তেষু তেষু কার্যেষ্বাসুরবিপ্রলম্ভনানি জ্ঞানবলান্ন ধর্মপীড়ামাবহন্তি। ধর্মপূতে চ মনসি নভসীব ন জাতু রজোঽনুষজ্যতে। তস্মন্যে নার্থকামৌ ধর্মস্য শততমীমপি কলাং স্পৃশতঃ' ইতি।

শ্রুত্বৈতদৃষিরুদীর্ণরাগবৃত্তিরভ্যধাৎ—'অয়ি বিলাসিনি সাধু পশ্যসি। ন ধর্মস্তত্ত্বদর্শিনাং বিষয়োপভোগেনোপরুধ্যত ইতি। কিং তু জন্মনঃ প্রভৃত্যর্থকামবার্তানভিজ্ঞা বয়ম্। জ্ঞেয়ৌ চেমৌ কিংরূপৌ কিংপরিবারৌ কিংফলৌ চ' ইতি। সা ত্ববাদীৎ—'অর্থস্তাবদর্জনবর্ধনরক্ষণাত্মকঃ, কৃষিপাশুপাল্যবাণিজ্যসন্ধিবিগ্রহাদিপরিবারঃ তীর্থপ্রতিপাদনফলশ্চ। কামস্তু বিষয়াতিসক্তচেতসোঃ স্ত্রীপুংসয়োর্নিরতিশয়সুখস্পর্শবিশেষঃ। পরিবারস্তস্য যাবদিহ রম্যমুজ্জ্বলং চ। ফলং পুনঃ পরমাহ্লাদনম্, পরস্পরবিমর্দজন্ম, স্মর্যমাণমধুরম্, উদীরিতাভিমানমনুত্তমম্, মুখমপরোক্ষং স্বসংবেদ্যমেব। তস্যৈব কৃতে বিশিষ্টস্থানবর্তিনঃ কষ্টানি তপাংসি মহান্তি দানানি দারুণানি যুদ্ধানি ভীমানি সমুদ্রলঙ্ঘনাদীনি চ নরাঃ সমাচরন্তি' ইতি।

নিশম্যৈতন্নিয়তিবলান্নু তৎপাটবান্নু স্ববুদ্ধিমান্দ্যান্নু স্বনিয়মমনাদৃত্য তস্যামসৌ প্রাসজৎ। সা সুদূরং মূঢ়াত্মানং চ তং প্রবহণেন নীত্বা পুরমুদারশোভয়া রাজবীথ্যা স্বভবনমনৈষীৎ। অভুচ্চ ঘোষণা 'শ্বঃ কামোৎসবঃ' ইতি। উত্তরেদ্যুঃ স্নাতানুলিপ্তমাল্যাচিতমঞ্জুমালমারব্ধকামিজনবৃত্তং নিবৃত্তস্ববৃত্তাভিলাষং ক্ষণমাত্রগতেঽপি তয়া বিনা দূয়মানং তমৃষিমৃদ্ধিমতা রাজমার্গেণোৎসবসমাজং নীত্বা ক্বচিদুপবনোদ্দেশে যুবতিজনশতপরিবৃতস্য রাজ্ঞঃ সন্নিধৌ স্থিতম্ তেন 'ভদ্রে ভগবতা সহ নিষীদ' ইত্যাদিষ্টা সবিভ্রমং কৃতপ্রণামা সস্মিতং ন্যষীদৎ।

তত্র কাচিদুত্থায় বদ্ধাঞ্জলিরুত্তমাঙ্গনা 'দেব জিতাঽনয়াহম্। অস্যৈ দাস্যমদ্যপ্রভৃত্যভ্যুপেতং ময়া' ইতি প্রভুং প্রাণংসীৎ। বিস্ময়হর্ষমূলশ্চ কোলাহলো লোকস্যোদজিহীত। হৃষ্টেন চ রাজ্ঞা মহার্হৈ রত্নালংকারৈর্মহতা চ পরিবর্হেণানুগৃহ্য বিসৃষ্টা বারমুখ্যাভিঃ পৌরমুখ্যৈশ্চ গণশঃ প্রশস্যমানা স্বভবনমগত্বৈব তমৃষিমভাষত—'ভগবন্ অয়মঞ্জলিঃ। চিরমনুগৃহীতোঽয়ং দাসজনঃ। স্বার্থ ইদানীমনুষ্ঠেয়ঃ' ইতি।

স তু রাগাদশনিহত ইবোদ্ভ্রাম্যাব্রবীৎ—'প্রিয়ে কিমেতৎ। কুত ইদমৌদাসীন্যম্। ক্ব গতস্তব ময্যসাধারণোঽনুরাগঃ' ইতি। অথ সা সস্মিতমিদমবাদীৎ—'ভগবন্ যয়াঽদ্য রাজকুলে মত্তঃ পরাজয়োঽভ্যুপেতস্তস্যাশ্চ মম চ কস্মিংশ্চিৎসংঘর্ষে 'মরীচিমাবর্জিতবতীব শ্লাঘসে' তয়াঽস্ম্যহমধিক্ষিপ্তা। দাস্যপণবন্ধেন চাস্মিন্নর্থে প্রাবর্তিষি। সিদ্ধার্থা চাস্মি ত্বৎপ্রসাদাৎ' ইতি। স তয়া তথাঽবধূতো দুর্মতিঃ কৃতানুশয়ঃ শূন্যবন্ন্যবর্তিষ্ট। যস্তয়ৈবং কৃতস্তপস্বী তমেব মা মহাভাগ মন্যস্ব। স্বশক্তিনিষিক্তং রাগমুদ্ধৃত্য তয়ৈব বদ্ধক্যা মহদ্বৈরাগ্যমর্পিতম্। অচিরাদেব শক্য আত্মা ত্বদর্থসাধনক্ষমঃ কর্তুম্। অস্যামেব তাবদ্বসাঙ্গপুর্যাং চম্পায়াম্' ইতি।

অথ তস্মনশ্চ্যুততমঃস্পর্শভিয়েবাস্তং রবিরগাৎ। ঋষিমুক্তশ্চ রাগঃ সন্ধ্যাত্মনাস্ফুরৎ। তৎকথাদত্তবৈরাগ্যাণীব কমলবনানি সমকুচন্। অনুমতমুনিশাসনস্ত্বহমমুনৈব সহোপাস্য সন্ধ্যামনুরূপাভিঃ কথাভিস্তমনুশয্য নীতরাত্রিঃ প্রত্যুষ্মিষত্যুদয়প্রস্থদাবকল্পে কল্পদ্রুম-

কিসলয়াবধীরিণ্যরুণাচিষি তং নমস্কৃত্য নগরায়োদচলম্। অদর্শং চ মার্গাভ্যাসবর্তিনঃ কস্যাপি ক্ষপণকবিহারস্য বহির্বিবক্তে রক্তাশোকখণ্ডে নিষণ্ণসম্পৃষ্টসমাধিক্ষীণগ্রগণ্য-মনভিরূপাণাং কৃপণবর্ণং কমপি ক্ষপণকম্। উরসি চাস্য শিথিলিতমলানিচয়াশ্মুখান্নি-পততোশ্রুবিন্দুনলক্ষয়ম্।

অপ্রাক্ষং চান্তিকোপবিষ্টঃ—'ক্ব তপঃ ক্ব চ রুদিতম্। ন চেদ্রহস্যমিচ্ছামি শ্রোতুং শোকহেতুম্' ইতি। সোঽব্রূত—'সৌম্য, শ্রূয়তাম্। অহমসামেব চম্পায়াং নিধিপা-লিতনাম্নঃ শ্রেষ্ঠিনো জ্যেষ্ঠসূনুর্বসুপালিতো নাম। বৈরূপ্যাত্তু মম বিরূপক ইতি প্রসিদ্ধিরাসীৎ। অন্যশ্চাত্র সুন্দরক ইতি যথার্থনামা কলাগুণৈঃ সমৃদ্ধো বসুনা নাতিপুষ্টোঽভবৎ। তস্য চ মম চ বপুর্বসুনী নিমিত্তীকৃত্য বৈরং বৈরোপজীবিভিঃ পৌরধূর্তৈরুদপাদ্যত। ত এব কদাচিদাবয়োরুৎসবসমাজে স্বয়মুৎপাদিতমন্যোন্যাবমান-মূলমধিক্ষেপবচনব্যতিকরমুপশময্য 'ন বপুর্বসু বা পুংস্ত্বমূলম্, অপি তু প্রকৃষ্টগণিকা-প্রার্থ্যযৌবনো হি যঃ স পুমান্। অতো যুবতিললামভূতা কামমঞ্জরী যং বা কাময়তে স হরতু সুভগপতাকাম্' ইতি ব্যবাস্থাপয়ন্।

অভ্যুপেত্য আবাং প্রাহিণুব তস্যৈ দূতান্। অহমেব কিলামুষ্যাঃ স্মরোন্মাদহেতু-রাসম্। আসনীয়োশ্চাবয়োর্মামেবোপগম্য সা নীলোৎপলময়মিবাপাঙ্গদামাঙ্গে মম মুঞ্চন্তী তং জনমপত্রপয়াধোমুখং ব্যধত্ত। সুভগমন্যেন চ ময়া স্বধনস্য স্বগৃহস্য স্বগণস্য স্বদেহস্য স্বজীবিতস্য চ সৈবেশ্বরীকৃতা। কৃতশ্চাহমনয়া মলমল্লকশেষঃ। হৃতসর্বস্বতয়া চাপবাহিতঃ প্রপদ্য লোকোপহাসলক্ষ্যতামক্ষমশ্চ সোঢুং ধিক্কৃতানি পৌরবৃদ্ধানামিহ জৈনায়তনে মুনিনৈকেনোপাদিষ্টমোক্ষবর্ত্মা সুকর এষ বেষো বেশনির্গতানামিত্যুদীর্ণবৈরাগ্যস্তদপি কৌপীনমজহাম্। অথপুনঃ প্রকীর্ণমলপঙ্কঃ প্রবলকেশলুঞ্চনব্যথঃ প্রকৃষ্টতমক্ষুৎপিপাসাদিদুঃখঃ স্থানাসনশয়নভোজনেষ্বপি দ্বিপ ইব নবগ্রহো বলবতীভিস্যন্ত্রণাভিরুদ্বেজিতঃ প্রত্যাবামৃশম্। 'অহমস্মি দ্বিজাতিঃ। অস্বধর্মো মমৈষ পাখণ্ডপথাবতারঃ। শ্রুতিস্মৃতিবিহিতেনৈব বর্ত্মনা মম পূর্বজাঃ প্রাবর্তন্ত। মম তু মন্দভাগ্যস্য নিন্দ্যবেষমমন্দদুঃখায়তনং হরিহরহিরণ্যগর্ভাদিদেব-তাপবাদশ্রবণনৈরন্তর্যাৎ প্রেত্যাপি নিরয়ফলফলং বিপ্রলম্ভপ্রায়মীদৃশমিদমধর্মবর্ত্ম ধর্মবৎসমাচরণীয়মাসীৎ।' ইতি প্রত্যাকলিতস্বদুর্নয়ঃ পিণ্ডীখণ্ডং বিবিক্তমেতাদাসাদ্য পর্যাপ্তমশ্রু মুঞ্চামি' ইতি। শ্রুত্বা চৈতদনুকম্পমানোঽব্রবম্—'ভদ্র, ক্ষমস্ব। কঞ্চিৎকালমত্রৈব নিবস। নিজেন দূত্যেনৈনাসাবের বেশ্যা যথা ত্বাং যোজয়িষ্যতি তথা যতিষ্যে। সন্ত্যুপায়াস্তাদৃশাঃ' ইত্যাশ্বাস্য তমনুখিতোঽহম্। নগরমাবিশন্নেব চোপলভ্য লোকবাদাল্লুব্ধ সমৃদ্ধপূর্ণং পুরমিত্যর্থানাং নশ্বরত্বং চ প্রদর্শ্য প্রকৃতিস্থান-ভূস্বিধাস্যানুকর্ণীস্তুতপ্রাহিতে পথি মতিমকরবম্।

অনুপ্রবিশ্য চ দ্যূতাশ্রয়াসু [illegible] কৌশলমক্ষভূমিস্তাদিষু চাত্যন্তদুরুপলক্ষ্যাণি কূটকর্মানি তন্মূলানি সাবলেপান্যধিক্ষেপবচনানি জীবিতানিরপেক্ষাণি সংরম্ভবিচেষ্টি-তানি সভিকপ্রত্যয়ব্যবহারান্ন্যায়বলপ্রতাপপ্রায়ানঙ্গীকৃতার্থসাধনক্ষমান্বলিষু সান্ত্বনানি দুর্বলেষু ভর্ৎসিতানি পক্ষরচনানৈপুণ্যমুচ্চাবচানি প্রলোভনানি গ্লহপ্রভেদবর্ণনানি দ্রব্যসংবিভাগৌদার্যমন্তরান্তরাশ্লীলপ্রায়ানুকলকলানিত্যেতানি চান্যানি চানুভবন্ত তৃপ্তিমধ্যগচ্ছম্।

অহসং চ কিঞ্চিৎ প্রমাদদত্তশারে ক্বচিৎকিতবে। প্রতিকিতবস্তু নির্দহন্নিব ক্রোধতাম্রয়া

দৃশা মামভিবীক্ষ্য 'শিক্ষয়সি রে দ্যূতবর্ত্ম হাসব্যাজেন। আস্তাময়মশিক্ষিতো বরাকঃ। ত্বয়ৈব তাবদ্বিচক্ষণেন দেবিষ্যামি' ইতি দ্যূতাধ্যক্ষানুমত্যা ব্যত্যষজং। ময়া জিতশ্চাসৌ ষোড়শসহস্রাণি দীনারাণাম্। তদর্ধং সভিকায় সভ্যেভ্যশ্চ দত্ত্বাঽর্ধং স্বীকৃত্যোদতিষ্ঠম্। উদতিষ্ঠংশ্চ তত্রগতানাং হর্ষগর্ভাঃ প্রশংসালাপাঃ। প্রার্থ্যমানসভিকানুরোধাচ্চ তদাগারেঽত্যুদারমভ্যবহারবিধিমকরবম্। যন্মূলশ্চ মে দুরোদরাবতারঃ স মে বিমর্দকো নাম বিশ্বাস্যতরং দ্বিতীয়ং হৃদয়মাসীৎ।

তন্মুখেন চ সারতঃ কর্মতঃ শীলতশ্চ সকলমেব নগরমবধার্য ধূর্জটিকণ্ঠকল্মাষ-কালতমে তমসি নীলনিবসনার্ধোরূপকপরিহিতো বদ্ধতীক্ষ্ণকৌক্ষেয়কঃ ফণিমুখকাকলী-সংদংশকপুরুষশীর্ষকযোগচূর্ণযোগবর্তিকামানসূত্রকর্কটকরজ্জুদীপভাজনভ্রমরকরণ্ডক-প্রভৃত্যনেকোপকরণযুক্তো গত্বা কস্যাচিল্লুব্ধেশ্বরস্য গৃহে সন্ধিং ছিত্ত্বা পটভাসসূক্ষ্ম-চ্ছিদ্রালক্ষিতান্তর্গৃহপ্রবৃত্তিরব্যথো নিজগৃহমিবানুপ্রবিশ্য নীবীং সারমহতীমাদায় নিরগাম্। নীলনীরদনিকরপীবরতিমিরনিবিড়তায়াং রাজবীথ্যাং ঝটিতি শতহ্রদাসং-পাতমিব ক্ষণমালোকমলক্ষয়ম্।

অথাসৌ নগরদেবতেব নগরমোষরোষিতা নিঃসম্বাধবেলায়াং নিঃসৃতা সন্নিকৃষ্টা কাচিদুন্মিষদ্ভূষণা যুবতিরাবিরাসীৎ। 'কাসি বাসু, ক্ব যাসি' ইতি সদয়মুক্তা ত্রাসগদ্গদমগাদীৎ—'আর্য, পুর্যস্যামর্যবর্যঃ কুবেরদত্তনামা বসতি। অস্মাহং তস্য কন্যা। মাং জাতমাত্রাং ধনমিত্রনাম্নেঽত্রত্যায়ৈব কস্মৈচিদিভ্যকুমারায়াস্বজানাদ্ভার্যাং মে পিতা। স পুনরস্মিন্নত্যুদারতয়া পিত্রোরন্তে বিত্তৈর্নিজৈঃ ক্রীত্বেবার্থিবর্গান্দারিদ্র্যং দরিদ্রাতি সত্যথোদারক ইতি চ প্রীতলোকাধিরোপিতাপশ্লাঘ্যনামনি বরয়ত্যেব তস্মিন্মাং তরুণীভূতামধন ইত্যদত্ত্বাঽর্থপতিনাম্নে কস্মৈচিদিতরস্মৈ যথার্থনাম্নে স্বার্থ-বাহায় দিৎসতি মে পিতা। তৎমঙ্গলমদ্য কিল প্রভাতে ভাবীতি জ্ঞাত্বা প্রাগেব প্রিয়তমদত্তসংকেতা বঞ্চিতস্বজনা নির্গত্য বাল্যাভ্যস্তেন বর্ত্মনা মন্মথাভিসরা তদাগারমভিসরামি। তস্মাং মুঞ্চ 'গৃহাণৈতদ্ভাণ্ডং' ইত্যুন্মুচ্য মহ্যমর্পিতবতী। দয়মানশ্চাহমব্রবম্—'এহি সাধ্বি ত্বাং নয়েয়ং তৎপ্রিয়াবসথম্' ইতি ত্রিচতুরাণি পদান্যুদচলম্। আপতচ্চ দীপিকালোকপরিলুপ্যমানতিমিরভারং যষ্টিকৃপাণপাণি নাগরিকবলমনল্পম্। দৃষ্টৈব প্রবেপমানাং কন্যাকামবদম্। 'ভদ্রে, মা ভৈষীঃ। অস্ত্যয়মসিদ্বিতীয়ো মে বাহুঃ। অপি তু মৃদুরয়মুপায়স্ত্বদপেক্ষয়া চিন্তিতঃ। শয়েঽহং ভাবিতবিষবেগবিক্রিয়ঃ। ত্বয়াঽপ্যমী ব্যাচ্যাঃ। —'নিশি বয়মিমাং পুরী প্রবিষ্টাঃ। দষ্টশ্চ মমৈব নায়কো দর্বীকরেণামুষ্মিন্সভাগৃহকোণে। যদি বঃ কশ্চিন্মন্ত্রবিৎকৃপালুঃ স এনমুজ্জীবয়ন্মম প্রাণানাহরেদনাথায়াঃ' ইতি।

সাঽপি বালা গত্যন্তরাভাবাদ্ভয়গদ্গদস্বরা বাষ্পদুর্দিনাক্ষী বদ্ধবেপথুঃ কথং-কথমপি গত্বা মদুক্তমন্বতিষ্ঠৎ। অশয়িষি চাহং ভাবিতবিষবিক্রিয়ঃ। তেষু কশ্চিন্ন-রেন্দ্রাভিমানী মাং নির্বর্ণ্য মুদ্রাতন্ত্রমন্ত্রধ্যানাদিভিশ্চোপক্রম্যাকৃতার্থঃ 'গত এবায়ং কালদষ্টঃ। তথা হি স্তব্ধশ্যাবমঙ্গম্, রুদ্ধা দৃষ্টিঃ, শান্ত এবোষ্মা। শুচাঽলং বাসু, শ্বোঽগ্নিসাৎকরিষ্যামঃ। কোঽতিবর্ততে দৈবম্' ইতি সহেতরৈঃ প্রায়াৎ।

উত্থিতশ্চাহমুদারকায় তাং নীত্বাঽব্রবম্ 'অহমস্মি কোঽপি তস্করঃ। ত্বদ্গতেনৈব চেতসা সহায়ভূতেন ত্বামিমামভিসরন্তীমন্তরোপলভ্য কৃপয়া ত্বৎসমীপমনৈষম্। ভূষণমিদমস্যাঃ' ইত্যংশুপটলপাটিতধ্বান্তজালং তদপ্যর্পিতবান্। উদারকস্তু তদাদায়

সলজ্জং চ সহর্ষং চ সসংভ্রং চ মামভাষত—'আর্যম্ ত্বয়ৈবেয়মস্যাং নিশি প্রিয়া মে দত্তা। ইদং ননু তে স্বশীলমদ্ভুতবৎপ্রতিভাতি। নৈবমন্যেনাপি কৃতপূর্বমিতি প্রতিনিয়তৈব বস্তুশক্তিঃ। ন হি ত্বয্যন্যদীয়া লোভাদয়ঃ। ত্বয়াহদ্য সাধুতোন্মীলিতেতি তৎপ্রায়স্তৎপূর্বাবদানেভ্যো ন রোচতে। দৃষ্টমিদানীমৌদার্যস্য স্বরূপমিতি ত্বদাশয়মননুমান্য ন যুক্তো নিশ্চয়ঃ। ত্বয়াহমুনা সুকৃতেন ক্রীতোহয়ং দাসজন ইত্যসারমতিগরীয়সা ক্রীণাসীতি স তে প্রজ্ঞাধিক্ষেপঃ। প্রিয়াদানস্য প্রতিদানমিদং শরীরমিতি তদলাভে নিধনোন্মুখমিদমপি ত্বয়ৈব দত্তম্। অথ বৈতাবদত্র প্রাপ্তরূপম্ অদ্য প্রভৃতি ভর্তব্যোহয়ং দাসজনঃ' ইতি মম পাদয়োরপতৎ !

উত্থাপ্য চৈনমুরসোপশ্লিষ্যাভাষিষি—'ভদ্র, কাহদ্য তে প্রতিপত্তিঃ' ইতি। সোহভিধত্ত—'ন শক্নোমি চৈনামত্র পিত্রোরনভ্যনুজ্ঞয়োশযম্য জীবিতুম্। অতোহস্যামেব যামিন্যাং দেশমিমং জিহাসামি কো বাহহম্ যথা ত্বমাজ্ঞাপয়সি ইতি। অথ ময়োক্তম—'অস্ত্যেতৎ। স্বদেশো দেশান্তরমিতি নেয়ং গণনা বিদগ্ধস্য পুরুষস্য। কিং তু বালেয়মনল্পসৌকুমার্যা, কষ্টাঃ প্রত্যবায়ভূয়িষ্ঠাশ্চ কান্তারপথাঃ। শৈথিল্যমিব কিংচিৎপ্রজ্ঞাসত্ত্বয়োরনর্থেনেদৃশেন দেশত্যাগেন সংভাব্যতে। তৎসহানয়া সুখমিহৈব বস্তব্যম্। এহি। নাথাবৈনাং স্বমেবাবাসম্' ইতি।

অবিচারানুমতেন তেন সদ্য এবৈনাং তদ্গৃহমুপনীয় তয়ৈবাপসর্পভূতয়া তত্র মৃদ্ভাণ্ডাবশেষমচোরয়াব। ততো নিষ্পত্য ক্বচিন্মুষিতকং নিধায় সমুচ্চলন্তৌ নাগরিকসংপাতে মার্গপার্শ্বশায়িনং ক্বচিন্মত্তবারণমুপরিপুরুষমাকৃষ্যারোহাব। গ্রৈবেয়প্রোতপাদযুগলেন চ ময়োত্থাপ্যমান এব পাতিতাধোরণ পৃথুলোরঃস্থলপরিতঃ পুরীতল্লতাপরীতদন্তকাণ্ডঃ স রক্ষিকবলমক্ষিণোৎ। অধ্বংসায়ব চামুনৈবার্থপতিভবনম্ অপবাহ্য চ ক্বচন জীর্ণোদ্যানে শাখাগ্রাহিচয়াহবাতরাব। স্বগৃহ্যগতৌ চ স্নাতৌ শয়নমধ্যাশিশ্রিয়াব।

তাবদেবোদগাদুদধেরুদয়াচলেন্দ্রপদ্মরাগশৃঙ্গকল্পং কল্পদ্রুমহেমপল্লবাপীড়পাটলং পতঙ্গমণ্ডলম্। উত্থায় চ ধৌতবস্ত্রৌ প্রগেতনানি মঙ্গলান্যনুষ্ঠায়াস্মৎকর্মতুমুলং পুরমনুবিচরন্তাবশৃনুববরবধূগৃহেষু কোলাহলম্। অথার্থৈরর্থপতিঃ কুবেরদত্তমাশ্বাস্য কুলপালিকাবিবাহং মাসবধিকমকল্পপৎ। উপহ্বরে পুনরিত্যশিক্ষয়ং ধনমিত্রম্—'উপতিষ্ঠ সখে একান্ত এব চর্মরত্নভস্ত্রিকামিমাং পুরস্কৃত্যাঙ্গরাজম্। আচক্ষ্ব চ—'জানাত্যেব দেবো নৈককোটিসারস্য বসুমিত্রস্য মাং ধনমিত্রং নামৈকপুত্রম্! সোহহং মুলহরত্বমেত্যার্থিবর্গাদসম্যাবজ্ঞাতঃ। মদর্থমেব সংবর্ধিতায়াং কুলপালিকায়াং মন্দারিদ্র্যদোষাৎপুনঃ কুবেরদত্তেন দুহিতর্থপতয়ে দিৎসিতায়ামুদ্বেগাদুজ্ঝিতুমসুনুপনগরভবং জরদ্বনমবগাহ্য কণ্ঠন্যস্তশস্ত্রিকঃ কেনাপি জটাধরেণ নিবার্যৈবমুক্তঃ—'কিং তে সাহসস্য মুলম্' ইতি। ময়োক্তম্— 'অবজ্ঞাসোদর্যং দারিদ্র্যম্' ইতি।

স পুনরেবং কৃপালুরন্বগ্রহীৎ—'তাত, মুঢ়োহসি। নানৎপাপিষ্ঠতমমাত্মত্যাগাৎ। আত্মানমাত্মনাহনবসাদ্যৈবোদ্ধরন্তি সন্তঃ। সন্ত্যুপায়া ধনার্জনস্য বহবঃ নৈকোহপি ছিন্নকণ্ঠপ্রতিসংধানপূর্বস্য প্রাণলাভস্য। কিমনেন। সোহস্ম্যহং মন্ত্রসিদ্ধঃ। সাধিতেয়ং লক্ষগ্রাহিণীচর্মরত্নভস্ত্রিকা। চিরমহমস্যাঃ প্রসাদাৎকামরূপেষু কামপ্রদঃ প্রজানামবাৎসম্। মৎসরিণ্যাং জরসি ভূমিস্বর্গমত্রোদ্দেশে প্রবেক্ষ্যন্নাগতঃ। তামিমাং প্রতিগৃহাণ। মদন্যত্র চেয়ং বণিগ্ভ্যো বারমুখ্যাভ্যো বা দুগ্ধে ইতি হি তদ্গতা প্রতীতিঃ। কিং তু যৎসকাশাদন্যায়াপহৃতং তত্তস্মৈ প্রত্যর্পনীয়ম্। ন্যায়ার্জিতং তু দেবব্রাহ্মণেভ্যস্ত্যাজ্যম্ অথেয়ং

দেবতেব শূচোদেশে। নিবিশ্যার্চমানা প্রাতঃপ্রাতঃ সুবর্ণপূর্ণেব দৃশ্যতে। স এষ কল্পঃ ইতি বদ্ধাঞ্জলয়ে মহ্যমেনাং দত্ত্বা কিমপি গ্রাবচ্ছিদ্রং প্রাবিশৎ। ইয়ং চ রত্নভূতা চর্মভস্ত্রিকা দেবায়ানিবেদ্য নোপজীব্যেত্যানীতা। পরং তু দেবঃ প্রমাণম্ ইতি। রাজা চ নিয়তমেব বক্ষ্যতি—'ভদ্র, প্রীতোঽস্মি গচ্ছ। যথেষ্টমিমামুপভুঙ্ক্ষ্ব' ইতি।

ভূয়শ্চরুহি—'যথা ন কশ্চিদেনাং মুষ্ণাতি তথাঽনুগৃহ্যতাম্' ইতি। তদপ্যবশ্যমসাবভ্যুপেষ্যতি। ততঃ স্বগৃহমেত্য যথোক্তমর্থত্যাগং কৃত্বা দিনে দিনে বরিবস্যমানাং স্তেয়লব্ধৈরর্থৈনক্তমাপূর্য প্রাহ্ণে লোকায় দর্শয়িষ্যসি। ততঃ কুবেরদত্তস্তৃণায় মত্বাঽর্থপতিমর্থলুব্ধঃ কন্যকয়া স্বয়মেব ত্বামুপস্থাস্যতি। অথ কুপিতোঽর্থপতির্ব্যবহৃর্মর্থগর্বাদভিযোক্ষ্যতে। তং চ ভূয়িশ্চত্রৈরুপায়ৈঃ কৌপনাবশেষং করিষ্যাবঃ। স্বকং চৌর্যমনেনৈবাভ্যুপায়েন সুপ্রচ্ছন্নং ভবিষ্যাতি' ইতি। দৃষ্টশ্চ ধনমিত্রো যথোক্তমন্বতিষ্ঠৎ। তদহরেব মন্নিয়োগাদ্বিমর্দকোঽর্থপতিসেবাভিযুক্তস্তস্যোদারকে বৈরমভ্যবর্ধয়ৎ। অর্থলুব্ধশ্চ কুবেরদত্তো নিবৃত্যার্থপতের্ধনমিত্রায়ৈব তনয়াং সানুনয়ং প্রাদিৎসৎ। প্রত্যবধনাচ্চার্থপতিঃ।

এষ্বেব দিবসেষু কামমঞ্জর্যাঃ স্বসা যবীয়সী রাগমঞ্জরী নাম পঞ্চবীরগোষ্ঠে সংগীতকমনুষ্ঠাস্যতীতি সান্দ্রাদরঃ সমাগমান্নগরজনঃ। স চাহং সহসখ্যা ধনমিত্রেণ তত্র সংন্যধিষি। প্রবৃত্তনৃত্যায়াং চ তস্যাং দ্বিতীয়ং রঙ্গপীঠং মমাভূন্মনঃ। তদ্দৃষ্টিবিভ্রমোৎপলবনসত্রাপাশ্রয়শ্চ পঞ্চশরো ভাবরসানাং সামগ্র্যাৎসমুদিতবল ইব মামতিমাত্রমব্যথয়ৎ। অথাসৌ নগরদেবতেব নগরমোষারোষিতা লীলাকটাক্ষমালাশৃঙ্খলাভির্নীলোৎপলপলাশশ্যামলাভির্মামবধ্নাৎ। নৃত্তোত্থিতা চ সা সিন্ধিলাভশোভিনী কিংবিলাসাৎ, কিমভিলাষাৎ, কিমকস্মাদেব' বা ন জানে—অসকৃন্মাং সখীভিরপ্যনুপলক্ষিতেনাপাঙ্গপ্রেক্ষিতেন সবিভ্রমারেচিতভ্রূলতমভিবীক্ষ্য, সাপদেশং চ কিংচিদাবিষ্কৃতদশনচন্দ্রিকং স্মিত্বা, লোকলোচনমানসানুযাতা প্রাতিষ্ঠত।

সোঽহং স্বগৃহমেত্য দুর্নিবারয়োৎকণ্ঠয়া দূরীকৃতাহারস্পৃহঃ শিরঃশূলস্পর্শনমপদিশঞ্শিবিক্তে তল্পে মুক্তৈরবয়বৈরশয়িষি। অতিনিষ্ণাতশ্চ মদনতন্ত্রে মামভ্যুপেত্য ধনমিত্রো রহস্যকথয়ৎ—'সখে, সৈব ধন্যা গণিকাদারিকা, যামেবং ভবন্মনোঽভিনির্বিশতে। তস্যাশ্চ ময়া সুলক্ষিতা ভাববৃত্তিঃ। তামপ্যচিরাদযুগ্মশরঃ শরশয়নে শায়য়িষ্যতি। স্থানাভিনিবেশিনোশ্চ বামযত্নসাধ্যঃ সমাগমঃ। কিং তু সা কিল বারকন্যকা গণিকাস্বধর্মপ্রতীপগামিনা ভদ্রোদারেণাশয়েন সমগিরত—'গুণশুল্কাঽহম্ ন ধনশুল্কা। ন চ পাণিগ্রহণাদৃতেঽন্যভোগ্যং যৌবনম্' ইতি। তচ্চ মুহুঃ প্রতিষিধ্যাকৃতার্থা তদ্ভগিনী কামমঞ্জরী মাতা চ মাধবসেনা রাজানমশ্রুকণ্ঠ্যৌ ব্যজিজ্ঞপতাম্—'দেব যুষ্মদ্দাসী রাগমঞ্জরী রূপানুরূপশীলশিল্পকৌশলা পররায়ষ্যতি মনোরথানিত্যাসীদস্মাকমতিমহত্যাশা। সাঽদ্য মূলচ্ছিন্না। যদিয়মতিক্রম্য স্বকুলধর্মমর্থনিরপেক্ষা গুণেভ্য এব স্বং যৌবনং বিচিক্রীষতে। কুলস্ত্রীবৃত্তমেবাচ্যুতমনুতিষ্ঠাসতি। সা চেদিয়ং দেবপাদাজ্ঞয়াঽপি তাবৎপ্রকৃতিমাপদ্যেত তদা পেশলং ভবেৎ' ইতি। রাজ্ঞা চ তদনুরোধাত্তথাঽনুশিষ্টা সত্যপানাশ্রবৈব সা যদাসীত্তদাঽস্যাঃ স্বসা মাতা চ রুদিত নির্বন্ধেন রাজ্ঞে সমগিরেতাম্—'যদি কশ্চিদ্ভুজঙ্গোঽস্মদিচ্ছয়া বিনৈনাং বালাং বিপ্রলভ্য নাশয়িষ্যতি স তস্করবদ্বধ্যঃ' ইতি। তদেবং স্থিতে ধনাদৃতে ন তৎস্বজনোঽনুমন্যতে। ন তু ধনদায়াসাবভ্যুপগচ্ছতীতি বিচিন্ত্যোঽহমত্রাভ্যুপায়ঃ' ইতি। অথ ময়োক্তম্'—'কিমত্র

চিন্ত্যম্। গুণৈস্তামাবর্জ্য গূঢ়ং ধনৈস্তৎস্বজনং তোষয়াবঃ' ইতি।

ততশ্চ কাঞ্চিৎকামমঞ্জর্যাঃ প্রধানদূতীং ধর্মরক্ষিতাং নাম শাক্যভিক্ষুকীং চীবরপিণ্ডদানাদিনোপসংগৃহ্য তন্মুখেন তয়া বন্ধক্যা পণবন্ধমকরবম্—'অজিনরত্নমুদারকাম্মুষিত্বা ময়া তুভ্যং দেয়ং, যদি প্রতিদানং রাগমঞ্জরী' ইতি। সোঽহং সম্প্রতিপন্নায়াং চ তস্যাং তথা তমর্থং সম্পাদ্য মদগুণোন্মাদিতায়া রাগমঞ্জর্যাঃ করকিসলয়মগ্রহীষম্। যস্যাং চ নিশি চর্মরত্নস্তেয়বাদস্তস্যাঃ প্রারম্ভে কার্যান্তরাপদেশানাহূতেষু শূন্বৎস্বেব নাগরমুখ্যেষু মৎপ্রণিধির্বিমর্দকোঽর্থপতিগৃহ্যো নাম ভূত্বা ধনমিত্রমুল্লঙ্ঘ্য বহ্বতর্জয়ৎ। উক্তং ধনমিত্রেণ—'ভদ্র কস্তবার্থো যৎপরস্য হেতোর্মামাক্রোশসি। ন স্মরামি স্বল্পমপি তবাপকারং মৎকৃতম্' ইতি। স ভূয়োঽপি তর্জয়ন্নিবাব্রবীৎ—'স এষ ধনগর্বো নাম যৎপরস্য ভার্যাং শুল্কক্রীতাং পুনস্তৎপিতরৌ দ্রব্যেণ বিলোভ্য স্বীচিকীর্ষসি। ব্রবীষি চ—'কস্তবাপকারো মৎকৃতঃ' ইতি। ননু প্রতীতমেবৈতৎ 'সার্থবাহস্যার্থপতের্বিমর্দকো বহিশ্চরাঃ প্রাণাঃ' ইতি। সোঽহং তৎকৃতে প্রাণানপি পরিত্যজামি। ব্রহ্মহত্যামপি ন পরিহরামি। মমৈকরাত্রজাগরপ্রতীকারস্তবৈষ চর্মরত্নাহংকারদাহজ্বরঃ' ইতি!

তথা ব্রুবাণশ্চ পৌরমুখ্যৈঃ সামর্ষং নিষিধ্যাপবাহিতোঽভূৎ। ইয়ং চ বার্তা কৃত্রিমার্তিনা ধনমিত্রেণ চর্মরত্ননাশমাদাবেবোপক্ষিপ্য পার্থিবায় নিবেদিতা। স চার্থপতিমাহূয়োপহ্বরে পৃষ্টবান্—'অঙ্গ কিমস্তি কশ্চিদ্বিমর্দকো নামাত্রভবতঃ' ইতি। তেন চ মূঢ়াত্মনা 'অস্তি দেব পরং মিত্রম্। কশ্চ তেনার্থঃ' ইতি। তেন কথিতে রাজ্ঞোক্তম্—'অপি শক্নোষি তমাহ্বাতুম্' ইতি। 'বাঢ়মস্মি শক্তঃ' ইতি নির্গত্য স্বগৃহে বেশবাটে দ্যূতসভায়ামাপণে চ নিপুণমন্বিষ্যন্নোপলব্ধবান্। কথং বোপলভ্যেত স বরাকঃ। স খলু বিমর্দকো মদ্গ্রাহিতত্বদভিজ্ঞানচিহ্নো মন্নিয়োগাত্ত্বদন্বেষণায়োজ্জয়িনীং তদহরেব প্রাতিষ্ঠত। অর্থপতিস্তু তমদৃষ্টবা তৎকৃতমপরাধমাত্মসম্বন্ধং মত্বা মোহাদ্ভয়াদ্বা প্রত্যাখ্যায় পুনর্ধনমিত্রেণ বিভাবিতে কুপিতেন রাজ্ঞা নিগৃহ্য নিগড়বন্ধনমনীয়ত।

তেষ্বেব দিবসেষু বিধিনা কল্পোক্তেন চর্মরত্নং দোগ্ধুকামা কামমঞ্জরী পূর্বদুগ্ধং ক্ষপণীভূতং বিরূপকং রহস্যুপসৃত্য ততোঽপহৃতং সর্বমর্থজাতং তস্মৈ প্রত্যর্প্য সপ্রশ্রয়ং চ বহ্বনুনীয় প্রত্যাগমৎ। সোঽপি কথঞ্চিন্নির্গ্রন্থিকগ্রহান্মোচিতাত্মা মদনুশিষ্টো স্ফুটতমঃ স্বধর্মমেব প্রত্যপদ্যত। কামমঞ্জর্যপি কতিপয়ৈরেবাহোভিরশ্মন্তকশেষমজিনরত্নদোহাশয়া স্বমভ্যুদয়মকরোৎ। অথ মৎপ্রযুক্তো ধনমিত্রঃ পার্থিবং মিথো ব্যজ্ঞাপয়ৎ—'দেব যেয়ং গণিকা কামমঞ্জরী লোভোৎকর্ষাল্লোভমঞ্জরীতি লোকোপক্রোশপাত্রমাসীৎসাহদ্য মুসলোলূখলান্যপি নিরপেক্ষং ত্যজতি। তন্মন্যে মচ্চর্মরত্নলাভহেতুঃ। তস্য খলু কল্পস্তাদৃশঃ। বণিগ্ভ্যো বারমুখ্যাভ্যশ্চ দুগ্ধে নান্যেভ্য ইতি হি তদ্গতা প্রতীতিঃ; অতোঽমুষ্যামস্তি মে শংকা' ইতি। সা সদ্য এব রাজ্ঞা সহ জনন্যা সমাহূয়ত।

ব্যথিতবর্ণেনেব ময়োপহ্বরে কথিতম্—'নূনমার্যে সর্বস্বত্যাগাদতিপ্রকাশাদাশঙ্কনীয়চর্মরত্নলাভা তদনুযোগায়াঙ্গরাজেন সমাহূয়সে। ভূয়োভূয়শ্চ নির্বন্ধয়া ত্বয়া নিয়তমস্মি তদাগতিস্থেনাহমপদেশ্যঃ। ততশ্চ মে ভাবী চিত্রবধঃ। মৃতে চ ময়ি ন জীবিষ্যত্যেব তে ভগিনী। ত্বং চ নিঃস্বীভূতা। চর্মরত্নং চ ধনমিত্রমেব প্রতিভজিষ্যতি। তদিয়মাপৎসমস্ততোঽনর্থানুবন্ধিনী। তৎকিমত্র প্রতিবিধেয়ম' ইতি। তয়া তজ্জনন্যা চাশ্রূণি বিসৃজ্যোক্তম্—'অস্ত্যেবৈতদস্মদ্বালিশ্যান্নির্ভিন্নপ্রায়ং রহস্যম্। রাজ্ঞশ্চ নির্বন্ধাদ্দ্বিস্ত্রিচতুর্নিহ্নুত্যাপি নিয়তমাগতিরপদেশ্যৈব চোরিতস্য ত্বয়ি। ত্বয়ি ত্বপদিষ্টে

সর্বমস্মৎকুটুম্বমবসীদেৎ। অর্থপতৌ চ তদপযশো রূঢ়ম্। অঙ্গপুরপ্রসিদ্ধং চ তস্য কীনাশস্যাস্মাভিঃ সংগতম্। অমুনৈব তদস্মভ্যং দত্তমিত্যপদিশ্য বরমাত্মা গোপায়িতুম্' ইতি মামভ্যুপগমষ্য রাজকুলমগমতাম্।

রাজ্ঞানুযুক্তে চ 'নৈষ ন্যায়ো বেশকুলস্য যদ্দাতুরপদেশঃ। ন হ্যর্থৈর্ন্যায়ার্জিতৈরেব পুরুষা বেশমুপতিষ্ঠন্তি' ইত্যসকৃদতিপ্রণুদ্য কর্ণনাসাচ্ছেদোপক্ষেপভীষিতাভ্যাং দগ্ধবন্ধকীভ্যাং স এব তপস্বী তস্করত্বেনার্থপতিরগ্রাহ্যত। কুপিতেন চ রাজ্ঞা তস্য প্রাণেষুদ্যতো দণ্ডঃ। প্রাঞ্জলিনা ধনমিত্রেণৈব প্রত্যষিধ্যত—'আর্য, মৌর্যদত্ত এষ বরো বণিজাম্। ঈদৃশেষ্বপরাধেষ্বসুভিরবিয়োগঃ। যদি কুপিতোঽসি হৃতসর্বস্বো নির্বাসনীয়ঃ পাপ এষঃ' ইতি। তন্মূলা চ ধনমিত্রস্য কীর্তিরপ্রথত। অপ্রীয়ত চ ভর্তা।

পটচ্চরচ্ছেদশেষোঽর্থপতিরর্থমত্তঃ সর্বপৌরজনসমক্ষং নিরবাস্যত। তস্যৈব দ্রব্যাণাং তু কেনচিদবয়বেন সা বরাকী কামমঞ্জরী চর্মরত্নমুগতৃষ্ণিকাপবিদ্ধসর্বস্বা সানুকম্পং ধনমিত্রাভিনোদিতেন ভূপেনান্বগৃহ্যত। ধনমিত্রশ্চাহানি গুর্ণানি কুলপালিকামুপায়ংস্ত। তদেবং সিদ্ধসংকল্পো রাগমঞ্জরীগৃহং হেমরত্নপূর্ণমকরবম্।

অস্মিংশ্চ পুরে লব্ধসমৃদ্ধবর্গস্তথা মুষিতো যথা কপালপাণিঃ স্বৈরেব ধনৈর্মদ্বিপ্রাণিতৈঃ সমৃদ্ধীকৃতস্যার্থিবর্গস্য গৃহেষু ভিক্ষার্থমভ্রমৎ। ন হ্যলমতিনিপুণোঽপি পুরুষো নিয়তিলিখিতাং লেখামতিক্রমিতুম্। যতোঽহমেকদা রাগমঞ্জর্যাঃ প্রণয়কোপপ্রশমনয়ে সানুনয়ং পায়িতায়াঃ পুনঃ পুনঃ প্রণয়সমর্পিতমুখমধুগণ্ডূষমাস্বাদমাস্বাদং মদেনাস্পৃশ্যে। শীলং হি মদোন্মাদয়োরমার্গেণাপ্যুচিতকর্মস্বেব প্রবর্তনম্। যদহমুপোঢ়মদঃ 'নগরমিদমেকয়ৈব শর্বর্যা নির্ধনীকৃত্য ত্বদ্ভবনং পূরয়েয়ম্' ইতি প্রব্যথিতপ্রিয়তমাপ্রণামঞ্জলিশপথশতাতিবর্তী মত্তবারণ ইব রভসচ্ছিন্নশৃংখলঃ কয়াঽপি ধাত্র্যা শৃগালিকাখ্যয়াঽনুগম্যমানো নাতিপরিকরোঽসিদ্বিতীয়ো রংহসা পরেনোদচলম্। অভিপততোঽপি নাগরিকপুরুষানশঙ্কমেব বিগৃহ্য তস্কর ইতি তৈরভিহন্যমানোঽপি নাতিপ্রকুপিতঃ ক্রীড়ন্নিব মদাবসন্নহস্তপতিতেন নিস্ত্রিংশেন দ্বিত্রানেব হত্বাঽবঘূর্ণমানতামুদৃষ্টিরপতম্। অনন্তরমার্তরবাশ্বিসৃজন্তী শৃগালিকা মমাভ্যাসমগমৎ। অবধ্যে চাহমরিভিঃ।

আপদা তু মদাপহারিণ্যা সদ্য এব বোধিতস্তৎক্ষণোপজাতয়া প্রতিভয়া ব্যচীচরম্—'অহো মমেয়ং মোহমূলা মহত্যাপদাপাতিতা। প্রসূততরং চ সখ্যং ময়া সহ ধনমিত্রস্য মৎপরিগ্রহত্বং চ রাগমঞ্জর্যাঃ। মদেনসা চ তৌ প্রোর্ণুতৌ শ্বো নিয়তং নিগ্রহীষ্যেতে; তদিয়মিহ প্রতিপত্তির্যয়াঽনুষ্ঠীয়মানয়া মন্নিয়োগতস্তৌ পরিত্রাস্যেতে। মাং চ কদাচিদনর্থাদিতস্তারয়িষ্যতঃ' ইতি কমপ্যুপায়মাত্মনৈব নির্ণীয় শৃগালিকামগাদিষম্—অপেহি জরতিকে।' যা তামর্থলুব্ধাং দগ্ধগণিকাং রাগমঞ্জরিকামাজিনরত্নমস্তেন শত্রুণা মে মিত্রচ্ছদ্মনা ধনমিত্রেণ সংগমিতবতী সা হতাঽসি। তস্য পাপস্য চর্মরত্নমোষাদ্দুহিতুশ্চ তে সারাভরণাপহারাদহমদ্য নিঃশল্যমুৎসৃজেয়ং জীবিতম্' ইতি।

সা পুনরুদ্ঘটিতজ্ঞা পরমধূর্তা সাশ্রুগদ্গদমুদঞ্জলিস্তান্পুরুষান্সপ্রণামমাসাদিতবতী সামপূর্বং মম পুরস্তাদযাচত—'ভদ্রকাঃ প্রতীক্ষধ্বং কঞ্চিৎ কালং যাবদস্মাদস্মদীয়ং সর্বং মুষিতমর্থজাতমবগচ্ছেয়ম্' ইতি। তথেতি তৈঃ প্রতিপন্নে পুনর্মৎসমীপমাসাদ্য 'সৌম্য ক্ষমস্বাস্য দাসীজনস্যৈকমপরাধম্। অস্তু স কামং ত্বৎকলত্রাভিমর্শী বৈরাস্পদং ধনমিত্রঃ। স্মরংস্তু চিরকৃতাং তে পরিচর্যামনুগ্রহীতুমর্হসি দাসীং রাগমঞ্জরীম্।

আকল্পসারো হি রূপাজীবাজনঃ। তদ্ব্রূহি ক নিহিতং তস্যা ভূষণম্।' ইতি পাদয়োরপতৎ। ততো দয়মান ইবাহমব্রবম্—'ভবতু, মৃত্যুহস্তবর্তিনঃ কিং মমামুষ্যা বৈরানুবন্ধেন' ইতি। তদ্ব্রূবন্নিব কর্ণে এবৈনামশিক্ষয়ম্—'এবমেবং প্রতিপত্তব্যম্' ইতি। সা তু প্রতিপন্নার্থৈব 'জীব চিরম্ প্রসীদন্তু তে দেবতাঃ, দেবোঽপ্যঙ্গরাজঃ পৌরুষপ্রীতো মোচয়তু ত্বাম্, এতেঽপি ভদ্রমুখাস্তব দয়ন্তাম্' ইতি ক্ষণাদপাসরৎ। আনীয়ে চাহমা রক্ষিকনায়কস্য শাসনাচ্চারকম্।

অথোত্তরেদ্যুরাগত্য দুষ্টতরঃ সুভগমানী সুন্দরংমন্যঃ পিতুরত্যয়াদচিরাধিষ্ঠিতাধিকারস্তারুণ্যমদাদনতিপক্বঃ কান্তকো নাম নাগরিকঃ কিঞ্চিদিব ভর্ৎসয়িত্বা মাং সমভ্যধত্ত—'ন চেদ্ধনমিত্রস্যাজিনরত্নং প্রতিপ্রযচ্ছসি ন চেদ্বা নাগরিকেভ্যশ্চোরিতকানি প্রত্যর্পয়সি দ্রক্ষ্যসি পারমষ্টাদশানাং কারণানাম্ অন্তে চ মৃত্যুমুখম্' ইতি। ময়া তু স্ময়মানেনাভিহিতম্—'সৌম্য, যদ্যপি দদ্যামাজন্মনোমুষিতং ধনং ন ত্বর্থপতিদারাপহারিণঃ শত্রোর্মে মিত্রমুখস্য ধনমিত্রস্য চর্মরত্নপ্রত্যাশাং পূরয়েয়ম্। অদদত্যেব তদযুতমপি যাতনানামনুভবেয়ম্। ইয়ং মে সাধীয়সী সন্ধ্যা' ইতি। তেনৈব ক্রমেণ বর্তমানে সাশ্বনতর্জনপ্রায়ে প্রতিদিনমনুযোগব্যতিকরেঽনুগুণান্নপানলাভাৎকতিপয়ৈরেবাহোভির্বিরোপিতব্রণঃ প্রকৃতিস্থোঽহমাসম্।

অথ কদাচিদচ্যুতাম্বরপীতাতপত্বিষি ক্ষয়িণি বাসরে স্ফুটবর্ণা শৃগালিকোজ্জ্বলেন বেষেণোপসৃত্য দূরস্থানুচরা মামুপশ্লিষ্যাব্রবীৎ—'আর্য দিষ্ট্যা বর্ধসে। ফলিতা তব সুনীতিঃ। যথা ত্বয়াদিশ্যে তথা ধনমিত্রমেত্যাব্রবম্—'আর্য', তবৈবমাপন্নঃ সুহৃদিত্যুবাচ—'অহমদ্য বেশসংসর্গস্থূলভাৎপানদোষাদ্বন্ধঃ। ত্বয়া পুনরবিশঙ্কমদ্যৈব রাজা বিজ্ঞাপনীয়ঃ—দেব, দেবপ্রসাদাদেব পুরাঽপি তদজিনরত্নমর্থপতিমুষিতমাসাদিতম্। অথ তু ভর্তা রাগমঞ্জর্যাঃ কঞ্চিদক্ষধূর্তঃ কলাসু কবিত্বেষু লোকবার্তাসু চাতিবৈচক্ষণ্যাস্ময়া সমসৃজ্যত। তৎসংবন্ধাচ্চ বস্ত্রাভরণপ্রেষণাদিনা তদ্ভার্যাং প্রতিদিনমন্ববর্তে। তদসাকর্ণাঙ্কিষ্ট নিকৃষ্টাশয়ঃ কিতবঃ। তেন চ কুপিতেন হৃতং তচ্চর্মরত্নমাভরণসমুদ্গকশ্চ তস্যাঃ। স তু ভূয়ঃ স্তেয়ায় ভ্রমন্নগৃহ্যত নাগরিকপুরুষৈঃ। আপন্নেন চামুনাঽনুসৃত্য রুদত্যৈ রাগমঞ্জরীপরিচারিকায়ৈ পূর্বপ্রণয়ানুবর্তিনা তদ্ভাণ্ডনিধানোদ্দেশঃ কথিতঃ। মমাপি চর্মরত্নমুপায়োপক্রান্তো যদি প্রযচ্ছেদিহ দেবপাদৈঃ প্রাসাদঃ কার্যঃ ইতি। তথা নিবেদিতশ্চ নরপতিরসুভির্মামবিযোজ্যোপচ্ছন্দনৈরেব স্বং তে দাপয়িতুং প্রযতিষ্যতে। তন্নঃ পথ্যম্' ইতি।

শ্রুত্বৈব চ ত্বদনুভাবপ্রত্যয়াদনতিক্রম্যনুনা তেন তত্তথৈব সম্পাদিতম্। অথাহং ত্বদভিজ্ঞানপ্রত্যায়িতায়া রাগমঞ্জর্যাঃ সকাশাদ্যথেপ্সিতানি বস্তূনি লভমানা রাজদুহিতুরম্বালিকায়া ধাত্রীং মাঙ্গলিকাং ত্বদাদিষ্টেন মার্গেণাম্বরঞ্জয়ম্। তামেব চ সংক্রমীকৃত্য রাগমঞ্জর্যাশ্চাম্বালিকায়াঃ সখ্যং পরমবীবৃধম্। অহরহশ্চ নবনবানি প্রাভৃতান্যুপহরন্তী কথাশ্চিত্রাশ্চিত্তহারিণীঃ কথয়ন্তী তস্যাঃ পরং প্রসাদপাত্রমাসম্। একদা চ হর্ম্যগতায়াস্তস্যাঃ স্থানস্থিতমপি কর্ণকুবলয়ং স্রস্তমিতি সমাদধতী প্রমত্তেব প্রচ্যাব্য পুনরুৎক্ষিপ্য ভূমেস্তেনোপকন্যাপুরং কারণেন কেনাপি ভবনাঙ্গণং প্রবিষ্টস্য কান্তকস্যোপরি প্রবৃত্তকুহরপারাবতত্রাসণাপদেশাৎ প্রহসন্তী প্রাহার্ষম্। সোঽপি তেন ধন্যংমন্যঃ কিঞ্চিদুন্মুখঃ স্ময়মানো মৎকর্মপ্রহাসিতায়া রাজদুহিতুর্বিলাসপ্রায়মাকারমাত্মাভিলাষমূলমিব যথা সংকল্পয়েত্তথা ময়াঽপি সংজ্ঞয়ৈব কিমপি চতুরমাচেষ্টিতম্।

আকৃষ্টধন্বনা চ মনসিজেন বিদ্ধঃ স দিগ্ধফলেন পত্রিণাহতিমুগ্ধঃ কথং কথমপ্যপাসরৎ। সায়ং চ রাজকন্যাঙ্গুলীয়কমুদ্রিতাং বাসতাম্বূলপট্টাংশুকযুগলভূষণাবয়বগর্ভাং চ বঙ্গেরিকাং কয়াচিদ্বালিকয়া গ্রাহয়িত্বা রাগমঞ্জর্যা ইতি নীত্বা কান্তকস্যাগারমগাম্। অগাধে চ রাগসাগরে মগ্নো নাবমিব মামুপলভ্য পরমহৃষ্যৎ। অবস্থান্তরাণি চ রাজদুহিতুঃ সুদারুণানি ব্যাবর্ণয়ন্ত্যা ময়া স দুর্মতিঃ সুদূরমুদমাদ্যত। তৎপ্রার্থিতা চাহং ত্বৎপ্রিয়াপ্রহিতমিতি মমৈব মুখতাম্বূলোচ্ছিষ্টানুলেপনং নির্মাল্যং মলিনাংশুকং চান্যেদ্যুরপাহরম্। তদীয়ানি চ রাজকন্যার্থমিত্যুপাদায় ছন্নমেবাপোঢ়ানি।

ইত্থং চ সংধুক্ষিতমন্মথাগ্নিঃ স এবৈকান্তে ময়োপমন্ত্রিতোহভূৎ—'আর্য, লক্ষণান্যেব তবাবিসংবাদীনি। তথা হি মৎপ্রাতিবেশ্যঃ কশ্চিৎকার্তান্তিকঃ 'কান্তকস্য হস্তে রাজ্যমিদং পতিষ্যতি। তাদৃশানি তস্য লক্ষণানি' ইত্যাদিক্ষৎ। তদনুরূপমেব চ ত্বামিয়ং রাজকন্যকা কাময়তে। তদেকাপত্যশ্চ রাজা তয়া ত্বাং সমাগতমুপলভ্য কুপিতোঽপি দুহিতুর্মরণভয়ান্মোচ্ছেৎস্যতি। প্রত্যুত প্রাপয়িষ্যত্যেব যৌবরাজ্যম্। ইত্থং চায়মর্থোঽর্থানুবন্ধী। কিমিতি তাত নারাধ্যতে। যদি কুমারীপুরপ্রবেশাভ্যুপায়ং নাববুধ্যসে ননু বন্ধনাগারভিত্তের্ব্যামত্রয়মন্তরালমারামপ্রাকারস্য কেনচিত্তু হস্তবতৈকাগারিকেণ তাবতীং সুরঙ্গাং কারয়িত্বা প্রবিষ্টস্যোপবনং তবোপরিষ্টাদস্মদায়ত্তৈব রক্ষা। রক্ততরো হি তস্যাঃ পরিজনো ন রহস্যং ভেৎস্যতি' ইতি।

সোঽব্রবীৎ 'সাধু, ভদ্রে, দর্শিতম্। অস্তি কশ্চিত্তস্করঃ খননকর্মণি সগরসুতানামিবান্যতমঃ স চেল্লব্ধঃ ক্ষণেনৈতৎকর্ম সাধয়িষ্যতি' ইতি। 'কতমোঽসৌ, কিমিতি ন লভ্যতে' ইতি ময়োক্তে যেন তদ্ধনমিত্রস্য চর্মরত্নং মুষিতমিতি ত্বামেব স নিরদিক্ষৎ। 'যদ্যেবমেহি, ত্বয়াহস্মিন্কর্মণি সাধিতে চিত্রৈরুপায়ৈস্ত্বামহং মোচয়িষ্যামীতি শপথপূর্বং তেনাভিসংধায় সিদ্ধেঽর্থে ভূয়োঽপি নিগড়য়িত্বা 'যোঽসৌ চৌরঃ স সর্বথোপক্রান্তঃ ন তু ধার্ষ্ট্যভূমিঃ প্রকৃষ্টবৈরস্তদজিনরত্নং দর্শয়িষ্যতি' ইতি রাজ্ঞে বিজ্ঞাপ্য চিত্রমেনং হনিষ্যসি। তথা চ সত্যর্থঃ সিধ্যতি, রহস্যং চ ন স্রবতি' ইতি ময়োক্তে সোঽতিহৃষ্টঃ প্রতিপদ্য মামেব ত্বদুপপ্রলোভেন নিযুজ্য বহিরবস্থিতঃ। প্রাপ্তমিতঃ পরং চিন্ত্যতাম্' ইতি।

প্রীতেন চ ময়োক্তম্—'মদুক্তমল্পম্, ত্বময় একত্র ভূয়ান্। আনয়ৈনম্' ইতি। অথানীতেনামুনা মন্মোচনায় শপথঃ কৃতঃ, ময়া চ রহস্যানির্ভেদনায়। বিনিগড়ীকৃতশ্চ স্নানভোজনবিলেপনান্যনুভূয় নিত্যান্ধকারাদ্ভিত্তিকোণাদারভ্যোরগাস্যেন সুরঙ্গামকরবম্। অচিন্তয়ং চৈবম্হন্তুমনসৈবামুনা মন্মোচনায় শপথঃ কৃতঃ। তদেনং হত্বাহপি নাসত্যবাদদোষেণ স্পৃশ্যে' ইতি। নিষ্পততশ্চ মে নিগড়নায় প্রসার্যমাণপাণেস্তস্য পাদেনোরসি নিহত্য পতিতস্য তস্যৈবাসিধেন্বা শিরো ন্যকৃন্তম্। অকথয়ং চ শৃগালিকাম্—'ভণ ভদ্রে কথংভূতঃ কন্যাপুরসংনিবেশো মহানয়ং প্রয়াসো বৃথৈব মা ভূৎ। অমুত্র কিংচিচ্চোরয়িত্বা নিবর্তিষ্যে' ইতি।

তদুপদর্শিতবিভাগং চাবগাহ্য কন্যান্তঃপুরং প্রজ্বলৎসু মণিপ্রদীপেষু নৈকক্রীড়াখেদসুপ্তস্য পরিজনস্য মধ্যে মহিতমহার্ঘরত্নপ্রত্যুপ্তসিংহাকারদন্তপাদে হংসতুলগর্ভশয্যোপাধানশালিনি কুসুমলবচ্ছুরিতপর্যন্তে পর্যঙ্কতলে দক্ষিণপাদপার্ষ্ণ্যধোভাগানুবলিতেতচরণাগ্রপৃষ্ঠম্, ঈষদ্বিবৃত্তমধুরগুল্ফসংধি, পরস্পরাশ্লিষ্টজঙ্ঘাকাণ্ডম্, আকুঞ্চিতকোমলোভয়জানু, কিংচিদ্বেল্লিতোরুদণ্ডযুগলম্, অধিনিতম্বস্রস্তমুক্তৈকভুজলতাগ্রপেশলম্

অপাগ্রযান্তানির্মিতাকুঞ্চিতেতরভুজলতোত্তানতলকরকিসলয়ম্, আভুগ্নশ্রোণিমণ্ডলম্, অতিশ্লিষ্টচীনাংশুকান্তরীয়ম্, অনতিবলিততনূতরোদরম্, অতনুতরনিঃশ্বাসারম্ভকম্পমানকঠোরকুচকুড্মলম্, আতিরশ্চীনবন্ধুরশিরোধরোদ্দেশদৃশ্যমাননিষ্টপ্ততপনীয়সূত্রপর্যস্তপদ্মরাগরুচকম, অর্ধলক্ষ্যাধরকর্ণপাশনিভৃতকুণ্ডলম্ উপরিপরাবৃত্তশ্রবণপাশরত্নকর্ণিকাকিরণমঞ্জরীপিঞ্জরিতবিষমব্যাবিদ্ধাশিথিলশিখণ্ডবন্ধনম্, আত্মপ্রভাপটলদুর্লক্ষ্যপাটলোত্তরাধরবিবরম্, গণ্ডস্থলীসংক্রান্তহস্তপল্লবদর্শিতকর্ণাবতংসকৃত্যম্, উপরিকপোলাদর্শতলনিষিক্তচিত্রবিতানপত্রজাতিজনিতবিশেষকক্রিয়ম্, আমীলিতলোচনেন্দীবরম্, অবিভ্রান্তভ্রূপতাকম্, উদ্ভিদ্যমানশ্রমজলপুলকভিন্নশিথিলচন্দনতিলকম্ আননেন্দুসং মুখালকলতং চ বিশ্রব্ধপ্রসুপ্তামতিধবলোত্তরচ্ছদনিমগ্নপ্রায়ৈকপার্শ্বতয়া চিরবিলাসনখেদনিশ্চলাং শরদম্ভোধরোৎসঙ্গশায়িনীমিব সৌদামনীং রাজকন্যামপশ্যম্।

দৃষ্টৈব স্ফুরদনঙ্গরাগশ্চকিতশ্চোরয়িতব্যানিঃস্পৃহস্তয়ৈব তাবচ্চোর্যমাণহৃদয়ঃ কিংকর্তব্যতামূঢ়ঃ ক্ষণমতিষ্ঠম্। অতর্কয়ং চ—'ন চেদিমাং বামলোচনামাপ্নুয়াং ন মুষ্যাতি মাং জীবিতুং বসন্তবন্ধুঃ। অসংকেতিতপরামৃষ্টা চেয়মতিবালা ব্যক্তমার্তস্বরেণ নিহন্যাম্মে মনোরথম্। ততোঽহমেবাপ্নীয়। তদিয়মত্র প্রতিপত্তিঃ।' ইতি নাগদন্তলগ্ননির্যাসকল্কবর্ণিতং ফলকমাদায় মণিসমুদ্গকাদ্বর্ণবর্তিকামুদ্ধৃত্য তাং তথা শয়ানাং তস্যাশ্চ মামাবদ্ধাঞ্জলিং চরণলগ্নমালিখমার্যাং চৈতাম্—

'ত্বামযমাবদ্ধাঞ্জলি দাসজনস্তমিমমর্থমর্থয়তে।
স্বপিহি ময়া সহ সুরতব্যতিকরখিন্নৈব মা মৈবম্॥'

হেমকরণ্ডকাচ্চ বাসতাম্বুলবীটিকাং কর্পূরস্ফাটিকাং পারিজাতকং চোপযুজ্যালক্তকপাটলেন তদ্রসেন সুধাভিক্তৌ চক্রবাকমিথুনং নিরষ্ঠীবম্। অঙ্গুলীয়কবিনিময়ং চ কৃত্বা কথং কথমপি নিরগাম্। সুরঙ্গয়া চ প্রত্যেত্য বন্ধনাগারং তত্র বন্ধস্য নাগরিকবরস্য সিংহঘোষনাম্নস্তেষ্বেব দিনেষু মিত্রত্বেনোপচরিতস্য 'এবং ময়া হতস্তপস্বী কান্তকঃ, তত্ত্বয়া প্রতিভিদ্য রহস্যং লব্ধব্যো মোক্ষঃ' ইত্যুপদিশ্য সহ শৃগালিকয়া নিরক্রামিষম্। নৃপতিপথে চ সমাগত্য রক্ষিকপুরুষৈরগৃহ্যে। অচিন্তয়ং চ—'অলমস্মি জবেনাপসর্তুমনামৃষ্ট এবৈভিঃ।

এষা পুনর্বরাকী গৃহ্যেত। তদিদমত্র প্রাপ্তরূপম্' ইতি তানেব চপলমভিপত্য স্বপৃষ্ঠসমর্পিতকূর্পরঃ পরাঙ্মুখঃ স্থিত্বা 'যদ্যহমস্মি তস্করঃ, ভদ্রা বধ্নীত মাম্। যুষ্মাকময়মধিকারঃ, ন পুনরস্যা বর্ষীয়স্যাঃ' ইত্যবাদিষম্। সা তু তাবতৈবোন্নীতমদভিপ্রায়া তানুসপ্রণামমভ্যেত্য 'ভদ্রমুখাঃ মমৈষ পুত্রো বায়ুগ্রস্তশ্চিরং চিকিৎসিতঃ। পূর্বেদ্যুঃ প্রসন্নকল্পঃ প্রকৃতিস্থ এব জাতঃ। জাতাস্থয়া ময়া বন্ধনান্নিষ্ক্রময্য স্নাপিতোঽনুলেপিতশ্চ পরিধাপ্য নিষ্প্রবাণিযুগলমভ্যবহার্য পরমান্নমৌশীরেঽদ্য কামচারঃ কৃতোঽভূৎ।

অথ নিশীথে ভূয় এব বায়ুনিঘ্নঃ 'নিহত্য কান্তকং নৃপতিদুহিত্রা রমেয়ম্' ইতি রংহসা পরেণ রাজপথমভ্যপতৎ। নিরূপ্য চাহংপুত্রমেবংগতমস্যাং বেলায়ামনুধাবামি। তৎপ্রসীদত। বদ্ধৈবনং মহ্যমর্পয়ত' ইতি যাবদসৌ ক্রন্দতি তাবদহং 'স্থবিরে, কেন দেবো মাতরিশ্বা বদ্ধপূর্বঃ। কিমেতে কাকাঃ শৌণ্ডেয়স্য মে নিগ্রহীতারঃ। শান্তং পাপম্' ইত্যধাবম্। অসাবপ্যমীভিঃ 'ত্বমেবোন্মত্তা যাঽনুন্মত্ত ইত্যুন্মত্তং মুক্তবতী। কস্তমিদানীং বধ্নাতি' ইতি নিন্দিতা কদর্থিতা রুদত্যেব মামন্বধাবৎ। গত্বা চ রাগমঞ্জরী-

গৃহং চিরবিরহখেদবিহ্বলামিমাং বহুবিধং সমাশ্বাস্য তং নিশাশেষমনয়ম্। প্রত্যুষে চোদারকেণ সমগচ্ছে।

অথ ভগবন্তং মরীচিং বেশকৃচ্ছ্রাদুদ্ধায় পুনঃ প্রতিতপ্ততপঃপ্রভাবপ্রত্যাপন্নদিব্য-চক্ষুষমুপসংগম্য তেনাস্ম্যেবংভূতং ত্বদ্দর্শনমবগমিতঃ। সিংহঘোষশ্চ কান্তকাপচারং নির্ভিদ্য তৎপদে প্রসন্নেন রাজ্ঞা প্রতিষ্ঠাপিতস্তেনৈব চারকসুরঙ্গাপথেন কন্যাপুরপ্রবেশং ভূয়োঽপি মে সমপাদয়ৎ। সমগংসি চাহং শৃগালিকামুখবিসৃতবার্তানুরক্তয়া রাজদুহিত্রা। তেষ্বেব দিবসেষু চণ্ডবর্মা সিংহবর্মবিধৃতদুহিতৃপ্রার্থনঃ কুপিতোঽভিযুজ্য পুরমবারুণৎ। অমর্ষণশ্চাঙ্গরাজো যাবদরিঃ পারিগ্রামিকং বিধিমাচিকীর্ষতি তাবৎস্বয়মেব প্রাকারং নির্ভিদ্য প্রত্যাসন্নানপি সহায়ানপ্রতীক্ষমাণো নির্গত্যাভ্যধিকবলেন বিদ্বিষা মহতি সম্পরায়ে ভিন্নবর্মা সিংহবর্মা বলাদগৃহ্যত! অম্বালিকা চ বলবদভিগৃহ্য চণ্ডবর্মণা হঠাৎপরিণেতুমাত্মভবনমনীয়ত। কৌতুকং চ স কিল ক্ষপাবসানে বিবাহ ইত্যবধ্নাৎ।

অহং চ ধনমিত্রগৃহে তদ্বিবাহায়ৈব পিনদ্ধমঙ্গলপ্রতিসরন্তমেবমবোচম্—'সখে সমাপতিতমেবাঙ্গরাজাভিসরং রাজমণ্ডলম্। উপাবৃতশ্চ কৃত্তশিরসমেব শত্রুং দ্রক্ষ্যসি' ইতি। 'তথা' ইতি তেনাভ্যুপগতে গতায়ুষোঽমুষ্য ভবনমুৎসবাকুলমুপসমাধীয়মান-পরিণয়োপকরণমিতস্ততঃপ্রবেশনির্গমপ্রবৃত্তলোকসংবাধমলক্ষ্যাশস্ত্রিকঃ সহ প্রবিশ্য মঙ্গল-পাঠকৈরম্বালিকাপাণিপল্লবমগ্নৌ সাক্ষিণ্যাথর্বণেন বিধিনাঽর্প্যমাণমাদিৎসমানস্যা-ষামিনং বাহুদণ্ডমাকৃষ্য ছুরিকোরসি প্রাহার্ষম্। স্ফুরতশ্চ কতিপয়ানন্যানপি যমবিষয়মগময়ম্। হতবিধবস্তং চ তদ্গৃহমনুবিচরন্বেপমানমধুরগাত্রীং বিশাললোচনা-মভিনিশাম্য তদালিঙ্গনসুখমনুবুভুষুস্তামাদায় গর্ভগৃহমবিক্ষম্। অস্মিন্নেব ক্ষণে তবাস্মি নবাম্বুবাহস্তনিতগম্ভীরেণ স্বরেণানুগৃহীতঃ' ইতি।

শ্রুত্বা চ স্মিত্বা চ দেবোঽপি রাজবাহনঃ 'কথমসি কার্কশ্যোন কর্ণীসুতমপ্যতি-ক্রান্তঃ' ইত্যভিধায় পুনরবেক্ষ্যোপহারবর্মাণম্ আচক্ষ্ব, তবেদানীমবসরঃ ইত্যভাষত। সোঽপি সস্মিতং প্রণম্যারভতাভিধাতুম্।

॥ ইতি শ্রীদণ্ডিনঃ কৃতৌ দশকুমারচরিতেঽপহারবর্মচরিতং নাম দ্বিতীয়োচ্ছ্বাসঃ ॥

× × × × × × × × × × × × তৃতীয়োচ্ছ্বাস × × × × × × × × × × × ×

এষোঽস্মি পর্যটন্নেকদা গতো বিদেহেষু। মিথিলামপ্রবিশ্যৈব বহিঃ ক্বচিন্মঠিকায়াং বিশ্রমিতুমেত্য কয়াঽপি বৃদ্ধতাপস্যা দত্তপাদ্যঃ ক্ষণমলিন্দভূমাববাস্থিষি। তস্যাস্তু মদ্দর্শনাদেব কিমপ্যাবদ্ধধারমশ্রু প্রাবর্তত! 'কিমেতদম্ব, কথয় কারণম্' ইতি পৃষ্টা সকরুণমাচষ্ট—'জৈবাতৃক ননু শ্রূয়তে পতিরস্যা মিথিলায়াঃ প্রহারবর্মা নামাসীৎ। তস্য খলু মগধরাজো রাজহংসঃ পরং মিত্রমাসীৎ। তয়োশ্চ বল্লভে বলশম্বলয়োরিব বসুমতীপ্রিয়ংবদে সখ্যমপ্রতিমমধত্তাম্। অথ প্রথমগর্ভাভিনন্দিতাং তাং চ প্রিয়সখীং দিদৃক্ষুঃ প্রিয়ংবদা সহ ভর্ত্রা পুষ্পপুরগমৎ। তস্মিন্নেব চ সময়ে মালবেন মগধরাজস্য মহজ্জন্যমজনি। তত্র লেশতোঽপি দুর্লক্ষ্যাং গতিমগমন্মগধরাজঃ। মৈথিলেন্দ্রস্তু মালবেন্দ্রপ্রযত্নপ্রাণিতঃ স্ববিষয়ং প্রতিনিবৃত্তো জ্যেষ্ঠস্য সংহারবর্মণঃ সুতৈর্বিকটবর্ম-প্রভৃতিভিব্যাপ্তং রাজ্যমাকর্ণ্য স্বস্রীয়াৎসুহ্মপতেদণ্ডাবয়বমাদিৎসুরটবীপথমবগাহ্য লুব্ধ-

কলুপ্তসর্বস্বোঽভূৎ। তৎসুতেন চ কনীয়সা হস্তবর্তিনা সহৈকাকিনী বনচরশরবর্ষভয়-পলায়িতা বনগমগাহিষি! তত্র চ মে শার্দুলনখাবলীঢ়ানিপতিতায়াঃ পাণিভ্রষ্টঃ স বালকঃ কস্যাপি কপিলাশবস্য ক্রোড়মভ্যলীয়ত। তচ্ছবাকর্ষিণশ্চ ব্যাঘ্রস্যাসুনিষু-রিম্বসনযন্ত্রমুক্তঃ ক্ষণাদালিক্ষৎ। ভিল্লদারকৈঃ স বালোঽপাহারি।

সা ত্বহং মোহসুপ্তা কেনাপি বৃষ্ণিপালেনোপনীয় স্বং কুটীরমাবেশ্য কৃপয়োপ-ক্রান্তব্রণা স্বস্থীভূয় স্বভর্তুরন্তিকমুপতিষ্ঠাসুরসহায়তয়া যাবদ্ব্যাকুলীভবামি তাবন্-মমৈব দুহিতা সহ যুনা কেনাপি তমেবোদ্দেশমগমৎ। সা ভৃশং রুরোদ। রুদিতান্তে চ সা সার্থঘাতে স্বহস্তগতস্য রাজপুত্রস্য কিরাতভর্তৃহস্তগমনম্, আত্মনশ্চ কেনাপি বনচরেণ ব্রণবিরোপণম্, স্বস্থায়াশ্চ পুনস্তেনোপয়ন্তুং চিন্তিতায়া নিকৃষ্টজাতিসংসর্গ-বৈক্লব্যাৎপ্রত্যাখ্যানপারুষ্যম্, তদক্ষমেণ চামুনা বিবিক্তে বিপিনে স্বশিরঃকর্তনোদ্যমম্, অনেন যুনা যদৃচ্ছয়া দৃষ্টেন তস্য দুরাত্মনো হননম্, আত্মনশ্চোপযমনম্, ইত্যকথয়ৎ। স তু পৃষ্টো মৈথিলেন্দ্রস্যৈব কোঽপি সেবকঃ কারণবিলম্বী তন্মার্গানুসারী জাতঃ। সহ তেন ভর্তুরন্তিকমুপসৃত্য পুত্রবৃত্তান্তেন শ্রোত্রমস্য দেব্যাঃ প্রিয়ংবদায়াশ্চাদহাব।

স চ রাজা দিষ্টদোষাজ্জ্যেষ্ঠপুত্রৈশ্চিরং বিগৃহ্য পুনরহসহিষ্ণুতয়াঽতিমাত্রং চিরং প্রযুধ্য বন্ধঃ। দেবী চ বন্ধনং গমিতা। দগ্ধা পুনরহমস্মিন্নপি বার্ধকে হতজীবিতম-পারয়ন্তী হাতুং প্রব্রজ্যাং কিলাগ্রহীষম্। দুহিতা তু মম হতজীবিতাকৃষ্টা বিকটবর্ম-মহাদেবীং কল্পসুন্দরীং কিলাশিশ্রিয়ৎ। তৌ চেদ্রাজপুত্রৌ নিরুপদ্রবাবেবাবর্ধিষ্যেতাম্, ইয়তা কালেন তবেমাং বয়োবস্থামস্প্রক্ষ্যেতাম্। তয়োশ্চ সতোর্ন দায়াদা নরেন্দ্রস্য প্রসহ্যকারিণো ভবেয়ুঃ' ইতি প্রমন্যুরভিরুরোদ।

শ্রুত্বা চ তাপসীগিরমহমপি প্রবৃদ্ধবাষ্পো নিগূঢ়মভ্যধাম্—'যদ্যেবমম্ব সমাশ্বসিহি। নম্বস্তি কশ্চিন্মুনিস্তয়া তদবস্থয়া পুত্রাভ্যুপপাদনার্থং যাচিতস্তেন স লব্ধো বর্ধিতশ্চ। বার্তেয়মতিমহতী। কিমনয়া। সোঽহমস্মি। শক্যশ্চ ময়াঽসৌ বিকট-বর্মা যথাকথঞ্চিদুপশ্লিষ্য ব্যাপাদয়িতুম্। অনুজাঃ পুনরতিবহবঃ, তৈরপি ঘটন্তে পৌরজানপদাঃ। মাং তু ন কশ্চিদিহত্য ঈদৃক্তয়া জনো জানাতি। পিতরাবপি তাবন্মাং ন সংবিদাতে কিমুতেতরে। তদেনমর্থমুপায়েন সাধয়িষ্যামি' ইত্যগাদিষম্।

সা তু বৃদ্ধা সরুদিতং পরিষ্বজ্য মুহুঃশিরস্যুপাঘ্রায় প্রস্নুতস্তনী সগদ্গদমগদৎ —'বৎস চিরং জীব। ভদ্রং তব। প্রসন্নোঽদ্য ভগবান্বিধিঃ। অদ্যৈব প্রহারবর্মণ্যধি বিদেহা জাতাঃ, যতঃ প্রলম্বমানপীনবাহুর্ভবানপারমেতচ্ছোকসাগরমদ্যোত্তারয়িতুং স্থিতঃ। অহো মহদ্ভাগধেয়ং দেব্যাঃ প্রিয়ংবদায়াঃ' ইতি হর্ষনির্ভরা স্নানভোজ-নাদিনা মামুপাচরৎ। অশিশ্রিয়ং চাস্মিন্মঠৈকদেশে নিশি কটশয্যাম্। অচিন্তয়ং চ— 'বিনোপধিনাঽয়মর্থো ন সাধ্যঃ। স্ত্রিয়শ্চোপধীনামুদ্ভবক্ষেত্রম্। অতোঽন্তঃপুর-বৃত্তান্তমস্যা অবগম্য তদ্দ্বারেণ কিঞ্চিজ্জালমাচরেয়ম্' ইতি চিন্তয়ত্যেব ময়ি মহার্ণবোন্ম-গ্নমার্তণ্ডতুরঙ্গমশ্বাসরয়াবধূতেব ব্যাবর্তত ত্রিযামা। সমুদ্রগর্ভবাসজড়ীকৃত ইব মন্দ-প্রতাপো দিবসকরঃ প্রাদুরাসীৎ।

উত্থায়াবসায়িতদিনমুখনিয়মবিধিস্তাং মে মাতরমবাদিষম্—'অম্ব জাল্মস্য বিকটবর্মণঃ কচ্চিদন্তঃপুরবৃত্তান্তমভিজানাসি' ইত্যনবসিতবচন এব ময়ি কাচিদঙ্গনা প্রত্যদৃশ্যত। তাং চাবেক্ষ্য সা মে ধাত্রী হর্ষাশ্রুকুণ্ঠিতকণ্ঠমাচষ্ট—'পুত্রি পুষ্করিকে পশ্য ভর্তৃদারকম্। অয়মসাবকৃপয়া ময়া বনে পরিত্যক্তঃ পুনরপ্যেবমাগতঃ' ইতি। সা

তু হর্ষনির্ভরনিপীড়িতা চিরং প্ররুদ্য বহু বিলপ্য শান্তা পুনঃ স্বমাত্রা রাজান্তঃপুর-বৃত্তান্তাখ্যানে ন্যযুজত। উক্তং চ তয়া—'কুমার কামরূপেশ্বরস্য কলিন্দবর্মনাম্নঃ কন্যা কল্পসুন্দরী কলাসু রূপে চাপ্সরসোঽপ্যতিক্রান্তা পতিমভিভূয় বর্ততে। তদেকবল্লভঃ স তু বহ্ববরোধোঽপি বিকটবর্মা' ইতি। তামবোচম্—'উপসর্পনাং মৎপ্রযুক্তৈর্গন্ধ-মাল্যৈঃ। উপজনয় চাসমানদোষনিন্দাদিনা স্বভর্তরি দ্বেষম্। অনুরূপভর্তৃগামিনীনাং চ বাসবদত্তাদীনাং বর্ণনেন গ্রাহয়ানুশয়ম্। অবরোধান্তরেষু চ রাজ্ঞো বিলসিতানি সুগূঢ়ান্যপি প্রযত্নেনান্বিষ্য প্রকাশয়ন্তী মানমস্যা বর্ধয়' ইতি। পুনরিদমম্বামবোচম্—'ইত্থমেব ত্বয়াঽপ্যনন্যব্যাপারয়া নৃপাঙ্গনাঽসাবুপস্থাতব্যা। প্রত্যহং চ যদ্যত্তত্র বৃত্তং তদস্মি ত্বয়ৈব বোধ্যঃ। মদুক্তা পুনরিয়মুদর্কস্বাদুনোঽস্মৎকর্মণঃ প্রসাধনায় ছায়েবানপায়িনী কল্পসুন্দরীমনুবর্ততাম্' ইতি। তে চ তমর্থং তথৈবান্ববর্তিষ্ঠতাম্।

কেষুচিদ্দিনেষু গতেম্বাচষ্ট মাং মদম্বা—'বৎস মাধবীব পিচুমন্দাশ্লেষিণী যথাঽসৌ শোচ্যমাত্মানং মন্যেত তথোপপাদ্য স্থাপিতা! কিং ভূয়ঃ কৃত্যম্' ইতি। পুনরহমভিলিখ্যাত্মনঃ প্রতিকৃতিম্ ইয়মমুষ্যৈ নেয়া। নীতাং চৈনাং নির্বর্ণ্য সা নিয়তমেবং বক্ষ্যতি—'নন্বস্তি কশ্চিদীদৃশাকারঃ পুমান্' ইতি। প্রতিব্রূহ্যেনাম্—'যদি স্যাত্ততঃ কিম্' ইতি। তস্য যদুত্তরং সা দাস্যতি তদহমস্মি প্রতিবোধনীয়ঃ' ইতি।

সা 'তথা' ইতি রাজকুলমুপসংক্রম্য প্রতিনিবৃত্তা মামেকান্তে ন্যবেদয়ৎ—'বৎস, দর্শিতোঽসৌ চিত্রপটস্তস্যৈ মত্তকাশিন্যৈ। চিত্রীয়মানা চাসৌ 'ভুবনমিদং সনাথীকৃতং যদ্দেবেঽপি কুসুমধন্বনি নেদৃশীবপুঃশ্রীঃ সংনিধত্তে। চিত্রমেতচ্চিত্রতরম্। ন চ অমবৈমি য ঈদৃশমিহত্যো নির্মমীতে। কেনেদমালিখিতম্' ইত্যাদৃতবতী ব্যাহৃতবতী চ। ময়া চ স্মেরয়োদীরিতম্—'দেবি সদৃশমাজ্ঞাপয়সি। ভগবান্মকরকেতুরপ্যেবং সুন্দর ইতি ন শক্যমেব সম্ভাবয়িতুম্। অথ চ বিস্তীর্ণেয়মর্ণবনেমিঃ। ক্বচিদীদৃশমপি রূপং দৈবশক্ত্যা সম্ভবেৎ। অথ তু যদ্যেবং রূপো রূপানুরূপশিল্পশীলবিদ্যাজ্ঞান-কৌশলো যুবা মহাকুলীনশ্চ কশ্চিৎসন্নিহিতঃ স্যাৎস কিং লপ্স্যতে' ইতি। তয়োক্তম্—'অম্ব কিং ব্রবীমি। শরীরং হৃদয়ং জীবিতমিতি সর্বমিদমল্পমনর্হং চ।

ততো ন কিঞ্চিল্লপ্স্যতে। ন চেদয়ং বিপ্রলম্ভস্তস্যামুষ্য দর্শনানুভবেন যথেদং চক্ষুশ্চরিতার্থং ভবেত্তথাঽনুগ্রহঃ কার্যঃ' ইতি। ভূয়োঽপি ময়া দৃঢ়তরীকর্তুমুপন্যস্তম্—'অস্তি কোঽপি রাজসূনুর্নিগূঢ়ং চরন্। অমুষ্য বসন্তোৎসবে সহ সখীভির্নগরোপ-বনবিহারিণী রতিরিব বিগ্রহিণী যদৃচ্ছয়া দর্শনপথং গতাঽসি। গতশ্চাসৌ কামশরৈ-কলক্ষ্যতাং মামম্ববর্তিষ্ট। ময়া চ বামন্যোন্যানুরূপৈরন্যদুর্লভৈরাকারাদিভির্গুণাতি-শয়ৈশ্চ প্রেষ্যমাণয়া ত্বদ্রাচিতৈরেব কুসুমশেখরস্রগনুলেপনাদিভিশ্চিরমুপাসিতাঽসি। সাদৃশ্যং চ স্বমনেন স্বয়মেবাভিলিখ্য ত্বৎসমাধিগাঢ়ত্বদর্শনায় প্রেষিতম্। এষ চেদর্থো নিশ্চিতস্তস্যামুষ্যাতিমানুষপ্রাণসত্ত্বপ্রজ্ঞাপ্রকর্ষস্য ন কিঞ্চিদ্দুষ্করং নাম। তমদ্যৈব দর্শয়েয়ম্। সংকেতো দেয়ঃ' ইতি। তয়া তু কিঞ্চিদিব ধ্যাত্বা পুনরভিহিতম্—'অম্ব তব নৈতদিদানীং গোপ্যতমম্। অতঃ কথয়ামি। মম তাতস্য রাজ্ঞা প্রহারবর্মণা সহ মহতী প্রীতিরাসীৎ। মাতুশ্চ মে মানবত্যাঃ প্রিয়বয়স্যা দেবী প্রিয়ংবদাসীৎ। তাভ্যাং পুনরজাতাপত্যাভ্যামেব কৃতঃ সময়োঽভূৎ—'আবয়োঃ পুত্রবত্যাঃ পুত্রায় দুহিতৃমত্যা দুহিতা দেয়া' ইতি।

তাতস্তু মাং জাতাং প্রনষ্টাপত্যা প্রিয়ংবদেতি প্রার্থয়মানায় বিকটবর্মণে দৈবাদ্দত্ত

বান্। অয়ং চ নিষ্ঠুরঃ পিতৃদ্রোহী নাত্যুপপন্নসংস্থানঃ কামোপচারেষ্বলব্ধবৈচক্ষণ্যঃ কলাসু কাব্যনাটকাদিষু মন্দাভিনিবেশঃ শৌর্যোন্মাদী দুর্বিকত্থনোঽনৃতবাদী চাস্থানবর্ষী। নাতিরোচতে ম এষ ভর্তা বিশেষতশ্চৈষু বাসরেষু যদয়মুদ্যানে মদগন্ধরঙ্গভূতাং পুষ্করিকামভ্যুপান্তবর্তিনীমানাদৃত্য ময়ি বদ্ধসাপত্ন্যমৎসরামনাত্মজ্ঞামাত্মনাটকীয়াং রময়ন্তিকাং নামাপত্যনির্বিশেষং মৎসংবর্ধিতায়াশ্চম্পকলতায়াঃ স্বয়মবচিতাভিঃ সুমনোভিরলমকার্ষীৎ। মদুপভুক্তমুক্তে চিত্রকূটগর্ভবেদিকাগতে রত্নতল্পে তয়া সহ ব্যহার্ষীৎ। অযোগ্যশ্চ পুমানবজ্ঞাতুং চ প্রবৃত্তঃ। তৎকিমিত্যপেক্ষ্যতে পরলোকভয়ং চৈহিকেন দুঃখেনান্তরিতম্। অবিষহ্যং হি যোষিতামনঙ্গশরনিষঙ্গীভূতচেতসামনিষ্টজন-সংবাসযন্ত্রণাদুঃখম্। অতোঽমুনা পুরুষেণ মামদ্যোদ্যানমাধবীগৃহে সমাগময়। তদ্বার্তাশ্রবণমাত্রেণৈব হি মমাতিমাত্রং মনোঽনুরক্তম্। অস্তি চায়মর্থরাশিঃ। অনেনামুষ্য পদে প্রতিষ্ঠাপ্য তমেবাত্যন্তমুপচর্য জীবিষ্যামি' ইতি। ময়াঽপি তদভ্যুপেত্য প্রত্যা-গতম্। অতঃ পরং ভর্তৃদারকঃ প্রমাণম্' ইতি।

ততস্তস্যা এব সকাশাদন্তঃপুরনিবেশমন্তর্বংশিকপুরুষস্থানানি প্রমদবনপ্রদেশানপি বিভাগেনাবগম্য, অস্তগিরিকূটপাতক্ষুভিতশোণিত ইব শোণীভবতি ভানুবিম্বে, পশ্চিমাম্বুধিপয়ঃপাতনির্বাপিতপতঙ্গাঙ্গারধূমসম্ভার ইব ভরিতনভসি তমসি বিজৃম্ভিতে, পরদারপরামর্শোন্মুখস্য মমাচার্যকমিব কর্তুমুত্থিতে গুরুপরিগ্রহশ্লাঘিনি গ্রহাগ্রেসরে ক্ষপাকরে, কল্পসুন্দরীবদনপুণ্ডরীকেণেব মন্দর্শনাতিরাগপ্রথমোপনতেন স্ময়মানেন চন্দ্রমণ্ডলেন সংধুক্ষ্যমাণতেজসি ভুবনবিজিগীষোদ্যতে দেবে কুসুমধন্বনি, যথোচিতং শয়নীয়মভজে।

ব্যচীচরং চ—'সিদ্ধপ্রায় এবায়মর্থঃ। কিং তু পরলকত্রলঙ্ঘনার্ধমপীড়া ভবেৎ। সাপ্যর্থকাময়োর্ধর্মেয়োরুপলম্ভে শাস্ত্রকারৈরনুমতৈবেতি। গুরুজনবন্ধমোক্ষোপায়-সন্ধিনা ময়া চৈষ ব্যতিক্রমঃ কৃতস্তদপি পাপং নির্হৃত্য কিয়ত্যাঽপি ধর্মকলয়া মাং সমগ্রয়েদিতি। অপি শ্বেতদাকর্ণ্য দেবো রাজবাহনঃ সুহৃদো বা কিং নু বক্ষ্যন্তি' ইতি চিন্তাপরাধীন এব নিদ্রয়া পরামৃশ্যে। অদৃশ্যত চ স্বপ্নে হস্তিবক্তো ভগবান্। আহ স্ম চ—সৌম্য উপহারবর্মন্, মা স্ম তে দুর্বিকল্পো ভূৎ। যতস্ত্বমসি মদংশঃ। শংকরজটাভারলালনোচিতা সুরসরিদসৌ বরবর্ণিনী। সা চ কদাচিন্মদ্বিলোড়নাসহিষ্ণু-র্মামশপৎ—'এহি মর্ত্যত্বম্' ইতি। অশপ্যত ময়া চ—'যথেহ বহুভোগ্য তথা প্রাপ্যাপি মানুষ্যকমনেকসাধারণী ভব' ইতি। অভ্যর্থিতশ্চানয়া 'একপূর্বাং পুনস্ত্বামেবোপচর্য যাবজ্জীবং রমেয়ম্' ইতি। তদয়মর্থো ভব্য এব ভবতা নিরাশংক্যঃ' ইতি। প্রতিবুধ্য চ প্রীতিযুক্তস্তদহরপি প্রিয়াসংকেতব্যতিকরাদিস্মরণেনাহমনৈষম্।

অন্যেদ্যুরনন্যথাবৃত্তিরনঙ্গো মষ্যেবেষুবর্ষমবর্ষৎ অংশুমচ্চ জ্যোতিষ্মতঃ প্রভাময়ং সরঃ। প্রাসরচ্চ তিমিরময়ঃ কর্দমঃ। কার্দমিকনিবসনশ্চ দৃঢ়তরপরিকরঃ খড়্গপাণি রুপহৃতপ্রকৃতোপস্করঃ স্মরস্মাতৃদস্তান্যভিজ্ঞানানি রাজমন্দিরপরিখামুদস্তসমুপাতিষ্ঠ। অথোপখাতং মাতৃগৃহদ্বারে পুষ্করিকয়া প্রথমসন্নিধাপিতাং বেণুযষ্টিমাদায় তয়া শায়িতয়া চ পরিখাম্, স্থাপিতয়া চ প্রাকারভিত্তিমলঙ্ঘয়ম্। অধিরুহ্য পক্কেষ্টকাচিতেন গোপুরোপরিতলাধিরোহিণা সোপানপথেন ভূবমবাতরম্। অবতীর্ণশ্চ বকুলবীথী-মতিক্রম্য চম্পকাবলিবর্ত্মনা মনাগিবোপসৃত্যোত্তরাহি করুণং চক্রবাকমিথুনরবমশৃণবম্। পুনরুদীচা পাটলিপথেন স্পর্শলভ্যাবিশালসৌধকুড্যোদরেণ শরক্ষেপমিব গত্বা পুনঃ প্রাচা পিণ্ডীভাণ্ডীরখণ্ডমণ্ডিতোভয়পার্শ্বেন সৈকতপথেন কিঞ্চিদুত্তরমতিক্রম্য পুনর-

বাচীং চূতবীথীমগাহিষি। ততশ্চ গহনতরমুদরোপরচিতরত্নবেদিকং মাধবীলতামণ্ডপমীষদ্বিবৃতসমুদ্গকোষ্মিষিতভাসা দীপবর্ত্যা ন্যরূপয়ম্। প্রবিশ্য চৈকপার্শ্বে ফুল্লপুষ্পনিরন্তরকুরণ্ঠপোতপঙ্‌ক্তিভিত্তিপরিগতং গর্ভগৃহম্, অবনিপতিতারুণাশোকলতাময়মভিনবকুসুমকোরকপুলকলাঞ্ছিতং প্রত্যগ্রপ্রবালপটলপাটলং কপাটমুদ্ঘাট্য প্রাবিক্ষম্।

তত্র চাসীৎম্বাস্তীর্ণং কুসুমশয়নম্ সুরতোপকরণবস্তুগর্ভাশ্চ কমলিনীপলাশসম্পুটাঃ, দন্তময়স্তালবৃন্তঃ, সুরভিসলিলভরিতশ্চ ভৃঙ্গারকঃ। সমুপবিশ্য মুহূর্তং বিশ্রান্তঃ পরিমলমতিশয়বন্তমাঘ্রাসিষম্। অশ্রৌষং চ মন্দমন্দং পদশব্দম্। শ্রুত্বৈব সংকেতগৃহান্নির্গত্য রক্তাশোকস্কন্ধপার্শ্বব্যবহিতাঙ্গযষ্টিঃ স্থিতোঽস্মি। সা চ সুভ্রূরসুষীকামা শনৈরুপেতা তত্র মামদৃষ্ট্বা বলবদব্যথিষ্ট। ব্যসৃজচ্চ মত্তরাজহংসীব কণ্ঠরাগবল্গু গদ্‌গদাং গিরম্—'ব্যক্তমস্মি বিপ্রলব্ধা। নাস্ত্যুপায়ঃ প্রাণিতুম্। অয়ি হৃদয় কিমিদমকার্যং কার্যবদধ্যবস্য তদসম্ভবেন কিমেবমুত্তাম্যসি ভগবন্‌পঞ্চবাণ কস্তবাপরাধঃ কৃতো ময়া যদেবং দহসি ন চ ভস্মীকরোষি' ইতি।

অথাহমাবিভূর্য় বিবৃতদীপভাজনঃ 'ভামিনি ননু বহ্বপরাদ্ধং ভবত্যা চিত্তজন্মনো যদমুষ্যজীবিতভূতা রতিরাকৃত্যা কদর্থিতা, ধনুর্যষ্টি-ভ্রূলতাভ্যাম্, ভ্রমরমালাময়ী জ্যা নীলালকদ্যুতিভিঃ, অস্ত্রাণ্যপাঙ্গবীক্ষিতবৃষ্টিভিঃ, মহারজন-ধ্বজপটাংশুকং দন্তচ্ছদময়ূখজালৈঃ, প্রথমসুহৃন্মলয়মারুতঃ পরিমলপটীয়সা নিঃশ্বাস-পবনেন, পরভৃতরুতমতিমঞ্জুলৈঃ প্রলাপৈঃ, পুষ্পময়ী পতাকা ভুজযষ্টিভ্যাম্ দিগ্‌বিজয়া-রম্ভপূর্ণকুম্ভমিথুনমুরোজকুম্ভযুগলেন, ক্রীড়াসরো নাভিমণ্ডলেন, সংনাহ্যরথং শ্রোণি-মণ্ডলেন, ভবরত্নতোরণস্তম্ভযুগলমূরুযুগলেন, লীলাকর্ণকিসলয়ং চরণতলপ্রভাভিঃ। অতঃ স্থান এব ত্বাং দুনোতি মীনকেতুঃ।

মাং পুনরনপরাধমধিকমায়াসয়তীত্যেষ এব তস্য দোষঃ। তৎপ্রসীদ সুন্দরি, জীবয় মাং জীবনৌষধিভিরিবাপাঙ্গৈরনঙ্গভুজঙ্গদষ্টম্।' ইত্যাশ্লিষ্টবান্। অরীরমং চানঙ্গরাগপেশলবিশাললোচনাম্। অবসিতার্থা চারক্তবলিতে-ক্ষণাম্, ঈষৎস্বেদরেখোদ্ভেদজর্জরিতকপোলমূলাম্, অনর্গলকলপ্রলাপিনীম্, অরুণ-দশনকররুহার্পণব্যতিকরাম্ অত্যর্থপরিশ্লথাঙ্গীমার্তামিব লক্ষয়িত্বা মানসীং শরীরীং চ ধারণাং শিথিলয়ন্নাত্মানমপি তয়া সমানার্থ মাপাদয়ম্। তৎক্ষণবিমুক্তসঙ্গতৌ রতাব-সানিকং বিধিমনুভবন্তৌ চিরপরিচিতাবিববাতিগূঢ়বিশ্রম্ভৌ ক্ষণমবাতিষ্ঠাবহি। পুনরহ-মুৎক্ষমায়তং চ নিঃশ্বস্য কিঞ্চিদ্দীনদৃষ্টিঃ সচকিতপ্রসারিতাভ্যাং ভুজাভ্যামেনামনতিপীড়ং পরিষ্বজ্য নাতিবিশদমচুম্বিষম্। অশ্রুমুখী তু সা যদি প্রয়াসি নাথ প্রয়াতমেব মে জীবিতং গণয়॥ নয় মামপি। ন চেদসৌ দাসজনো নিষ্প্রয়োজনঃ' ইত্যঞ্জলিমবতংসিতামনৈষীৎ।

অবাদিষং চ তাম্—'অয়ি মুগ্ধে কঃ সচেতনঃ স্ত্রিয়মভিকাময়মানাং নাভিনন্দতি। যদি মদনুগ্রহনিশ্চলস্তবাভিসন্ধিরাচরাবিচারং যদুপদিষ্টম্। আদর্শয় রহসি রাজ্ঞে মৎসাদৃশ্যগর্ভং চিত্রপটম্। আচক্ষ্ব চ—'কিমিয়মাকৃতিঃ পুরুষসৌন্দর্যস্য পারমারূঢ়া ন বা' ইতি। 'বাঢ়মারূঢ়া' ইতি নূনমসৌ বক্ষ্যতি। ব্রূহি ভূয়ঃ—'যদ্যেবম্, অস্তি কাঽপি তাপসী দেশান্তরভ্রমণলব্ধপ্রাগল্‌ভ্যা মম চ মাতৃভূতা। তয়েদমালেখ্যরূপং পুরস্কৃত্যাহমুক্তা—সোঽস্তি তাদৃশো মন্ত্রো যেন ত্বমুপোষিতা পর্বণি বিবিক্তায়াং ভূমৌ পুরোহিতৈর্হুতমুক্তে সপ্তার্চিষি নক্তমেকাকিনী শতং চন্দনসমিধঃ, শতমগুরুসমিধঃ, কর্পূরমুষ্টীঃ, পট্টবস্ত্রাণি চ প্রভূতানি হুত্বা ভাবিষ্যস্যেবমাকৃতিঃ। অথ চালায়ষ্যসি

ঘণ্টাম্। ঘণ্টাপটুক্কণিতাহুতশ্চ ভর্তা ভবত্যে সর্বরহস্যমাখ্যায় নিমীলিতাক্ষো যদি ত্বামালিঙ্গেৎ, ইয়মাকৃতিরমুমুপসংক্রামেৎ। ত্বং তু ভবিষ্যসি যথা পুরাকারেব। যদি ভবত্যে ভবৎপ্রিয়ায় চৈবং রোচেত, ন চাস্মিন্বিধৌ বিসংবাদঃ কার্যঃ' ইতি।

বপুশ্চেদিদং তবাভিমতং সহ সুহৃন্মন্ত্রিভিরনুজ্ঞৈঃ পৌরজানপদৈশ্চ সংপ্রধার্য তেষামপ্যনুমতে কর্মণ্যভিমুখেন স্থেয়ম্' ইতি। স নিয়তমভ্যুপৈষ্যতি। পুনরস্যামেব প্রমদবনবাটীশৃঙ্গাটিকায়ামাথর্বণিকেন বিধিনা সংজ্ঞাপিতপশুনাহভিহুত্যমুক্তে হিরণ্যরেতসি তন্ধুমশমনেন সংপ্রবিষ্টেন মহাহস্মিন্নেব লতামণ্ডপে স্থাতব্যম্। ত্বং পুনঃ প্রগাঢায়াং প্রদোষবেলায়ামালপিষ্যসি কর্ণে কৃতনর্মস্মিতা বিকটবর্মাণম্—'ধূর্তোহসি ত্বমকৃতজ্ঞশ্চ। মদনুগ্রহলব্ধেনাপি রূপেণ লোকলোচনোৎসবায়মানেন মৎসপত্নীরভিরময়িষ্যসি। নাহমাত্মবিনাশায় বেতালোত্থাপনমাচরেয়ম্' ইতি। শ্রুত্বেদং ত্বদ্বচঃ স যদ্বদিষ্যতি তন্মহ্যমেকাকিনুপাগত্য নিবেদয়িষ্যসি। ততঃ পরমহমেব জ্ঞাস্যামি। মৎপদচিহ্নানি চোপবনে পুষ্করিকয়া প্রমার্জয়' ইতি। সা 'তথা' ইতি শাস্ত্রোপদেশমিব মদুক্তমাদৃত্যাতৃপ্তস্মরতরাগেব কথং কথমপ্যগাদন্তঃপুরম্। অহমপি যথাপ্রবেশং নির্গত্য স্বমেবাবাসমযাসিষম্।

অথ সা মত্তকাশিনী তথ্য তমর্থমন্বতিষ্ঠৎ। অতিষ্ঠচ্চ তন্মতে স দুর্মতিঃ। অভ্রমচ্চ পৌরজানপদেষ্বিয়মদ্ভুতায়মানা বার্তা—'রাজা কিল বিকটবর্মা দেবীমন্ত্রীবলেন দেবযোগ্যং বপুরাসাদয়িষ্যতি। নূনমেষ বিপ্রলম্ভো নাভিকল্যাণঃ। কৈব কথা প্রমাদস্য। স্বস্মিন্নেবান্তঃপুরোপবনে স্বাগ্রমহিষ্যৈব সম্পাদ্য কিলায়মর্থঃ। তথা হি বৃহস্পতিপ্রতিমবুদ্ধিভির্মন্ত্রিভিরপ্যভ্যুহ্যানুমতঃ। যদ্যেবং ভাবি নান্যদতঃ পরমস্তি কিঞ্চিদদ্ভুতম্। অচিন্ত্যো হি মণিমন্ত্রৌষধীনাং প্রভাবঃ।' ইতি প্রসৃতেষু লোকপ্রবাদেষু প্রাপ্তে পূর্বদিবসে প্রগাঢ়ায়া প্রৌঢ়তমসি প্রদোষবেলায়ান্তঃপুরোদ্যানাদুদৈরয়দ্ধূর্জটিকণ্ঠধূম্রো ধূমোদ্গমঃ। ক্ষীরাজ্যদধিতিলগৌরসর্ষপবসামাংসরুধিরাহুতীনাং চ পরিমলঃ পবনানুসারী দিশি দিশি প্রাবাৎসীৎ।

প্রশান্তে চ সহসা ধূমোদ্গমে তস্মিন্নহমবিশম্। নিশান্তো-দ্যানমাগমচ্চ গজগামিনী। আলিঙ্গ্য চ মাং সস্মিতং সমভ্যধত্ত—'ধূর্ত সিদ্ধং তে সমীহিতম্। অবসিতশ্চ পশুরসৌ। অমুষ্য প্রলোভনায় ত্বদাদিষ্টয়া দিশা ময়োক্তম্—'কিতব ন সাধয়ামি তে সৌন্দর্যম্। এবং সুন্দরো হি ত্বমপ্সরসামপি স্পৃহণীয়ো ভবিষ্যসি কিমুত মানুষীণাম্। মধুকর ইব নিসর্গচপলো যত্র ক্বচিদাসজ্জতি ভবদৃশো নৃশংসঃ' ইতি। তেন তু মে পাদয়োর্নিপত্যাভিহিতম্—'রম্ভোরু সহস্ব মৎকৃতানি দুশ্চরিতানি। মনসাহপি ন চিন্তয়েয়েতঃ পরমিতরনারীম্। ত্বরস্ব প্রস্তুতে কর্মণি' ইতি। তদহমীদৃশেন বৈবাহিকেন নেপথ্যেন ত্বামভিসৃতবতী। প্রাগপি রাগাগ্নিসাক্ষিকমনঙ্গেন গুরুণা দত্তেব তুভ্যমেষা জায়া। পুনরপীমং জাতবেদসং সাক্ষীকৃত্য স্বহৃদয়েন দত্তা ইতি প্রপদেন চরণপৃষ্ঠেন নিষ্পীড্যোৎক্ষিপ্তপাদপার্ষ্ণিরিতরেতরব্যতিষক্তকোমলাঙ্গুলিদলেন ভুজলতাদ্বয়েন কন্ধরাং মমাবেষ্ট্য সলীলমাননমানময্য স্বয়মুন্নমিতমুখকমলা বিভ্রান্তবিশালদৃষ্টিরসকৃদভ্যচুম্বৎ।

অথৈনাম্ 'ইহৈব কুরণ্টকগুল্মগর্ভে তিষ্ঠ যাবদহং নির্গত্য সাধয়েয়ং সাধ্যং সম্যক্' ইতি বিসৃজ্য তামুপসৃত্য হোমানলপ্রদেশমশোকশাখাবলম্বিনীং ঘণ্টামচালয়ম্। অকূজচ্চ সা তং জনং কৃতান্তদূতীবাহ্বয়ন্তী। প্রাবর্তিষি চাহমগুরুচন্দনপ্রমুখানি

হোতুম্। আয়াসীচ্চ রাজা যথোক্তং দেশম্। শঙ্কাপন্নমিব কিঞ্চিৎসবিস্ময়ং বিচার্য তিষ্ঠন্তমব্রবম্—'ব্রূহি সত্যং ভূয়োঽপি মে ভগবন্তং চিত্রভানুমেব সাক্ষীকৃত্য। ন চেদনেন রূপেণ মৎসপত্নীরভিরময়িষ্যসি ততস্তদীয়ং রূপং সংক্রাময়েয়ম্' ইতি। স তদৈব দেব্যেবেয়ম্, নোপধিঃ, ইতি স্ফুটোপজাতসংপ্রত্যয়ঃ প্রাবর্তত শপথায়। কৈব হি মানুষী মাং পরিভবিষ্যতি। যদ্যপ্সরোভিঃ সংগচ্ছসে, সংগচ্ছস্ব কামম্। কথয় কানি তে রহস্যানি। তৎকথনান্তে হি স্বৎস্বরূপভ্রংশঃ' ইতি। সোঽব্রবীৎ—'অস্তি বন্ধো মৎপিতুঃ কনীয়ান্ ভ্রাতা প্রহারবর্মা। তং বিষান্নেন ব্যাপাদ্যাজীর্ণদোষং খ্যাপয়েয়মিতি মন্ত্রিভিঃ সহাধ্যবসিতম্। অনুজায় বিশালবর্মণে দণ্ডচক্রং পুণ্ড্রদেশাভিক্রমণায় দিৎসিতম্। পৌরবৃদ্ধশ্চ পাঞ্চালিকঃ পরিব্রাতশ্চ সার্থবাহঃ খনতিনাম্নো যবনাদ্বজ্রমেকং বসুন্ধরামূল্যং লঘীয়সাঽর্ঘেণ লভ্যমিতি মমৈকান্তেঽমন্ত্রয়েতাম্।

গৃহপতিশ্চ মমান্তরঙ্গভূতো জনপদমহত্তরঃ শতহলি-রলীকবাদশীলমবলেপবন্তং দুষ্টগ্রামণ্যমনন্তসীরং জনপদকোপেন ঘাতয়েয়মিতি দণ্ডধরা-নুন্ধারকর্মণি মৎপ্রয়োগান্নিযোক্তুমভ্যুপাগমৎ। ইত্থমিদমচিরপ্রস্তুতং রহস্যম্' ইত্যাকর্ণ্য তম্ 'ইয়ত্তবায়ুঃ। উপপদ্যস্ব স্বকর্মোচিতাং গতিম্' ইতি ছুরিকয়া দ্বিধাকৃত্য কৃতমাত্রং তস্মিন্নেব প্রবৃত্তস্ফীতসর্পিষি হিরণ্যরেতস্যজুহবম্। অভূচ্চাতৌ ভস্মসাৎ। অথ স্ত্রীস্বভাবাদীর্ষাদ্বিহ্বলাং হৃদয়বল্লভাং সমাশ্বস্য হস্তকিসলয়েঽবলম্ব্য গত্বা তদ্গৃহমনুজ্ঞরাঽস্যাঃ সর্বাণ্যন্তঃপুরাণ্যাহূয় সদ্য এব সেবাং দত্তবান্। সর্বাস্মিতবিলাসিনীসার্থমধ্যে কঞ্চিদ্বিহৃত্য কালং বিসৃষ্টাবরোধমণ্ডলস্তামেব সংহতোরুমূরুপপীড়ং ভুজোপপীড়ং-চোপগৃহ্য-তল্পেঽভিরময়ন্নল্পামিব তাং নিশামত্যনৈষম্। অলভে চ তস্মুখাত্তদ্রাজ-কুলস্য শীলম্।

উষসি স্নাত্বা কৃতমঙ্গলো মন্ত্রিভিঃ সহ সমগচ্ছে। তাংশ্চাব্রবম্—'আর্যাঃ, রূপেনৈব সহ পরিবৃত্তো মম স্বভাবঃ। য এষ বিষান্নেন হন্তুং চিন্তিতঃ পিতা মে স মুক্তবা স্বমেতদ্রাজ্যং ভূয় এব গ্রাহয়িতব্যঃ। পিতৃবদমুষ্মিন্বয়ং শুশ্রূষয়ৈব বর্তামহে। ন হ্যস্তি পিতৃবধাৎপরং পাতকম্' ইতি। ভ্রাতরং চ বিশালবর্মাণমাহূয়োক্তিবান্—'বৎস ন সুভিক্ষাঃ সাম্প্রতং পুণ্ড্রাঃ। তে দুঃখমোহোপহতাস্ত্যক্তাত্মনো রাষ্ট্রং নঃ সমুদ্ধমভিদ্রবেয়ুঃ। অতো মুষ্টিবধঃ সস্যবধো বা যদোৎপদ্যতে তদাঽভিযাস্যসি। নাদ্য যাত্রা যুক্তা' ইতি। নগরবৃদ্ধাবপ্যলাপিষম্—'অল্পীয়সা মূল্যেন মহার্হং বজ্রবস্তু মাঽস্তু মে লভ্যং ধর্মরক্ষায়ৈ, তদনুগুণেনৈব মূল্যেনাদঃ ক্রীয়তাম্' ইতি। শতহলিং চ রাষ্ট্রমুখ্যমাহূয়াখ্যাতবান্— 'যোঽসাবনন্তসীরঃ প্রহারবর্মণঃ পক্ষ নিনাশয়িষিতঃ, সোঽপি পিতরি মে প্রকৃতিস্থে কিমিতি নাশ্যেত, তত্ত্বয়াঽপি তস্মিন্ সংরম্ভো ন কার্যঃ' ইতি। ত ইমে সর্বমাভিজ্ঞানিকমুপলভ্য 'স এবায়ম্' ইতি নিশ্চিন্বানা বিস্ময়মানাশ্চ মাং মহাদেবীং চ প্রশংসন্তো মন্ত্রবলানি চোদ্ঘোষয়ন্তো বন্ধনাৎপিতরৌ নিষ্ক্রামষ্য স্বং রাজ্যং প্রত্যপাদয়ন্। অহং চ ত্বয়া মে ধাত্র্যা সর্বমিদং মম চেষ্টিতং রহসি পিত্রোরবগময্য প্রহর্ষকাষ্ঠাধিরূঢ়য়োস্তয়োঃ পাদমূলমভজে।

অভজ্যে চ যৌবরাজ্যলক্ষ্ম্যা তদনুজ্ঞাতয়া। প্রসাধিতাত্মা দেবপাদবিরহদুঃখদুর্ভগানুভোগাগ্নিবিশ-ম্ভূয়োঽস্য পিতৃসখস্য সিংহবর্মণো লেখ্যাচ্চণ্ডবর্মণশ্চম্পাভিযোগমবগম্য 'শত্রুবধো মিত্ররক্ষা চোভয়মপি করণীয়মেব' ইত্যলঘুনা লঘুসমুত্থানেন সৈন্যচক্রেণাভ্যসরম্। অভুবং চ ভূমিস্তত্বৎপাদলক্ষ্মীসাক্ষাৎক্রিয়ামহোৎসবানন্দরাশেঃ' ইতি।

শ্রুত্বৈতদ্দেবো রাজবাহনঃ সস্মিতমবাদীৎ—পশ্যত পারতল্পিকমুপাধিযুক্তমপি

গুরুজনবন্ধব্যসনমুক্তিহেতুতয়া দুষ্টামিত্রপ্রমাপণাভ্যুপায়তয়া রাজ্যোপলব্ধিমূলতয়া চ পুষ্কলাবর্থধর্মাবপ্যারীরধৎ। কিং হি বুদ্ধিমৎপ্রযুক্তং নাভ্যুপৈতি শোভাম্' ইতি। অর্থপালমুখে নিধায় স্নিগ্ধদীর্ঘাং দৃষ্টিম্ 'আচক্ষ্টাং ভবানাত্মীয়চরিতম্' ইত্যাদিদেশ। সোঽপি বদ্ধাঞ্জলিরভিদধে—

॥ ইতি শ্রীদণ্ডিনঃ কৃতৌ দশকুমারচরিতে উপহারবর্মচরিতং নাম তৃতীয়োচ্ছ্বাসঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × চতুর্থোচ্ছ্বাসঃ × × × × × × × × × × × ×

'দেব সোঽহমপ্যেভিরেব সুহৃদ্ভিরেককর্মোর্মিমালিনেমিভূমিবলং পরিভ্রমন্নুপাসরং কদাচিৎকাশীপুরীং বারাণসীম্। উপস্পৃশ্য মণিভঙ্গনির্মলাম্ভসি মণিকর্ণিকায়াম-বিমুক্তেশ্বরং ভগবন্তমন্ধকমথনমভিপ্রণম্য প্রদক্ষিণং পরিভ্রমন্ পুরুষমেকমায়ামবন্ত-মায়সপরিঘপীবরাভ্যাং ভুজাভ্যামাবধ্যমানপরিকরমবিরতরুদিতোচ্ছূনতামদৃষ্টিম-দ্রাক্ষম্। অতর্কয়ং চ—'কর্কশোঽয়ং পুরুষঃ, কার্পণ্যমিব বর্ষতি ক্ষীণতারং চক্ষুঃ, আরম্ভশ্চ সাহসানুবাদী। নূনমসৌ প্রাণনিঃস্পৃহঃ কিমপি কৃচ্ছ্রং প্রিয়জনব্যসনমূলং প্রপিৎসতে। তৎপৃচ্ছেয়মেনমস্তি চেন্মমাপি কোঽপি সাহায্যদানাবকাশঃ তমেনমভ্যুপে-ত্যেত্যাপৃচ্ছম্—'ভদ্রসন্নাহোঽয়ং সাহসমবগময়তি। ন চেদ্গোপ্যমিচ্ছামি শ্রোতুং শোকহেতুম্' ইতি।

স মাং সবহুমানং নির্বর্ণ্য 'কো দোষঃ শ্রূয়তাম্' ইতি ক্বচিৎকরবীরতলে ময়া সহ নিষণ্ণঃ কথামকার্ষীৎ—'মহাভাগ সোঽহমাস্মি পূর্বেষু কামচরঃ পূর্ণভদ্রো নাম গৃহ-পতিপুত্রঃ। প্রযত্নসংবর্ধিতোঽপি পিত্রা দৈবচ্ছন্দানুবর্তী চৌর্যবৃত্তিরাসম্। অথাস্যাং কাশীপুর্যামর্বর্ষস্য কস্যাচিদ্গৃহে চোরয়িত্বা রূপাভিগ্রাহিতোবধ্যঃ। বধ্যে চ ময়ি মত্তহস্তী মৃত্যুবিজয়ো নাম হিংসাবিহারী রাজগোপুরোপরিতলাধিরূঢ়স্য পশ্যতঃ কামপালনাম্ন উত্তমামাত্যস্য শাসনাঞ্জনকণ্ঠরবদ্বিগুণিতঘণ্টারবো মণ্ডলিতহস্তকাণ্ডং সমভ্যধাবৎ। অভিপত্য চ ময়া নির্ভয়েন নির্ভৎসিতঃ। পরিণমন্দারুখণ্ডসুষিরানু-প্রবিষ্টোভয়ভুজদণ্ডচণ্ডঘট্টিতপ্রতিমানো ভীতবন্ন্যবর্তিষ্ট। ভূয়শ্চ নেত্রা জাতসংরম্ভেণ নিকামদারুণৈর্বাগঙ্কুশপাদপাতৈরভিমুখীকৃতঃ ময়াঽপি দ্বিগুণাবধ্মনূ্যনা নির্ভৎ-স্যাভিহতো বিবৃত্যাপাদ্রবৎ। অথ ময়োপেত্য সরভসমাক্রুষ্টো রুষ্টশ্চ যন্তা 'হন্ত মৃতোঽসি কুঞ্জরাপসদ' ইতি নিশিতেন বারণেন বারণং মুহুর্মুহুরভিঘ্নন্নির্যাণভাগে কথমপি মদাভিমুখমকরোৎ।

অথাবোচম্—'অপসরতু দ্বিপকীট এষঃ। অন্যঃ কশ্চিন্মাতঙ্গপতিরানীয়তাম্ যেনাহং মুহূর্তং বিহৃত্য গচ্ছামি গন্তব্যাং গতিম্' ইতি। দৃষ্টৈব স মাং রুষ্টমুদ্-গর্জন্তমুৎক্রান্তযন্তৃনিষ্ঠুরাজ্ঞঃ পলায়িষ্ট। মন্ত্রিণা পুনরহমাহূয়াভ্যধায়িষি—'ভদ্র মৃত্যুরেবৈষ মৃত্যুবিজয়ো নাম হিংসাবিহারী। সোঽয়মপি তাবত্ত্বয়ৈবংভূতঃ কৃতঃ। তদ্বিরভ্য কর্মণোঽস্মাম্মলীমসাৎ কিমলমসি প্রতিপদ্যাস্মানার্যবৃত্ত্যা বর্তিতুম্' ইতি। 'যথাজ্ঞাপিতোঽস্মি' ইতি বিজ্ঞাপিতোঽয়ং ময়া মিত্রবন্মযুবর্তিষ্ট।

পৃষ্টশ্চ ময়ৈকদা রহসি জাতবিশ্রম্ভেণাভাষত স্বচরিতম্—'আসীৎকুসুমপুরে রাজ্ঞো রিপুঞ্জয়স্য মন্ত্রী ধর্মপালো নাম বিশ্রুতধীঃ শ্রুতর্ষিঃ। অমুষ্য পুত্রঃ সুমিত্রো নাম পিত্রেব সমঃ প্রজ্ঞাগুণেষু। তস্যাস্মি দ্বৈমাতুরঃ কনীয়ান্ভ্রাতাঽহম্। বেশেষু বিলসন্তং

মামসৌ বিনয়রুচিরবারয়ৎ। অবার্যদুর্নয়শ্চাহমপসৃত্য দিঙ্মুখেষু ভ্রমন্যদৃচ্ছয়াঽস্যাং বারাণস্যাং প্রমদবনে মদনদমনারাধনায় নির্গত্য সহ সখীভিঃ কন্দুকেনানুক্রীড়মানাং কাশীভর্তুশ্চণ্ডসিংহস্য কন্যাং কান্তিমতীং নাম চক্রমে। কথমপি সমগচ্ছে চ।

অথচ্ছন্নংবিহরতা কুমারীপুরে সা ময়াসীদাপন্নসত্ত্বা। কঞ্চিৎসুতং চ প্রসূতবতী। মৃতজাত ইতি সোঽপবিদ্ধো রহস্যানির্ভেদভয়াৎপারিজনেন ক্রীড়াশৈলে। শবর্যা চ শ্মশানাভ্যাসং নীতঃ। নিবর্তমানয়া নিশীথে রাজবীথ্যামারক্ষিকপুরুষৈরভিগৃহ্য তর্জিতয়া দণ্ডপারুষ্যভীতয়া নির্ভিন্নপ্রায়ং রহস্যম্। রাজাজ্ঞয়া নিশীথেঽহমাক্রীড়নগিরিদরীগৃহে বিশ্রব্ধপ্রসুপ্তস্তয়োপদর্শিতো যথোপপন্নরজ্জুবন্ধঃ শ্মশানমুপনীয় মাতঙ্গোদ্যতেন কৃপাণেন প্রাজিহীর্ষ্যে। নিয়তিবলাল্লুনবন্ধস্তমসিমাচ্ছিদ্যান্ত্যজং তমন্যাংশ্চ কাংশ্চিৎপ্রহৃত্যাপাসরম্। অশরণশ্চ ভ্রমন্নটব্যামেকদাশ্রুমুখ্যা কয়াঽপি দিব্যাকারয়া সপরিচারয়া কন্যয়োপাস্থায়িষি।

সা মামঞ্জলিকিসলয়োত্তংসিতেন মুখবিলোলকুন্তলেন মূর্ধ্না প্রণম্য ময়া সহ বনবটদ্রুমস্য কস্যাপি মহতঃ প্রচ্ছায়শীতলে তলে নিষণ্ণা 'কাঽসি বাসু, কুতোঽভ্যাগতা, কস্য হেতোরস্য মে প্রসীদসি' ইতি সাভিলাষমাভাষিতা ময়া বাঙ্ময়ং মধুবর্ষমবর্ষৎ—আর্য, নাথস্য যক্ষাণাং মণিভদ্রস্যাস্মি দুহিতা তারাবলী নাম। সাঽহং কদাচিদগস্ত্যপত্নীং লোপামুদ্রাং নমস্কৃত্যাপাবর্তমানা মলয়গিরেঃ পরেতাবাসে বারাণস্যাঃ কমপি দারকং রুদন্তমদ্রাক্ষম্। আদায় চৈনং তীব্রস্নেহাস্মমপিত্রোঃ সন্নিধিমনৈষম্। অনৈষীচ্চ মে পিতা দেবস্যালকেশ্বরস্যাস্থানীম্। অথাহমাহূয়াজ্ঞপ্তা হরসখেন—'বালে, বালেঽস্মিনকীদৃশস্তে ভাবঃ' ইতি। 'ঔরস ইবাস্মিনবৎসে বৎসলতা' ইতি ময়া বিজ্ঞাপিতঃ 'সত্যমাহ বরাকী' ইতি তন্মূলামতিমহতীং কথামকরোৎ। তত্রৈতাবন্ময়াঽবগতম্। ত্বাং কিল শৌনকঃ শূদ্রকঃ কামপালশ্চাভিন্নঃ। বন্ধুমতী বিনয়বতী কান্তিমতী চাভিন্না। বেদিমত্যার্যদাসী সোমদেবী চৈকৈব। হংসাবলী শূরসেনাসুলোচনা চানন্যা। নন্দিনী রঙ্গপতাকেন্দসেনা চাপৃথগ্ভূতা। যা কিল শৌনকাবস্থায়ামগ্নিসাক্ষিকমাত্মসাৎকৃতা গোপকন্যা সৈব কিলার্যদাসী পুনশ্চাদ্য তারাবলীত্যভূবম্। বালশ্চ কিল শূদ্রকাবস্থে ত্বয্যার্যদাস্যবস্থায়াং মযুদভূৎ। অবর্ধ্যত চ বিনয়বত্যা স্নেহবাসনয়া। স তু তস্যাং কান্তিমত্যবস্থায়ামদ্যোদভূৎ। এবমনেকমৃত্যুমুখপরিভ্রষ্টং দৈবাস্ময়োপলব্ধং তমেকপিতৃাদেশাদ্বনে তপস্যতো রাজহংসস্য দেব্যৈ বসুমত্যৈ তৎসুতস্য ভাবিচক্রবর্তিনো রাজবাহনস্য পরিচর্যার্থং সমর্প্য গুরুভিরভ্যনুজ্ঞাতা কৃতান্তযোগাৎকৃতান্তমুখভ্রষ্টস্য তে পাদপদ্মশুশ্রূষার্থমাগতাঽস্মি' ইতি।

তচ্ছ্রুত্বা তামনেকজন্মরমণীমসকৃদাশ্লিষ্য হর্ষাশ্রুমুখো মুহুর্মুহুঃ সান্ত্বয়িত্বা তৎপ্রভাবদর্শিতে মহতি মন্দিরেঽহর্নিশং ভূমিদুর্লভাম্ভোগানন্বভূবম্। ত্রিরাণি দিনান্যতিক্রম্য মত্তকাশিনীং তামবাদিষম্—'প্রিয়ে প্রত্যপকৃত্য মৎপ্রাণদ্রোহিণশ্চণ্ডসিংহস্য বৈরনির্যাতনসুখমনুবুভূষামি' ইতি। তয়া সস্মিতমভিহিতম্—'এহি কান্ত, কান্তিমতীদর্শনায় নয়ামি ত্বাম্' ইতি। স্থিতেঽর্ধরাত্রে রাজ্ঞো বাসগৃহমনীয়ে। ততস্তচ্ছিরোভাগবর্তিনীমাদায়াসিযষ্টিং প্রবোধ্যৈনং প্রস্ফুরন্তমব্রবম্—'অহমস্মিভবজ্জামাতা ভবদনুমত্যা বিনা তব কন্যাভিমর্ষী। তমপরাধমনুবৃত্যা প্রমার্ষ্টুমাগতঃ' ইতি। সোঽতিভীতো মামভিপ্রণম্যাহ—'অহমেব মূঢোঽপরাদ্ধঃ, যস্তব দুহিতৃসংসর্গানুগ্রাহিণো গ্রহগ্রস্ত ইবোৎক্রান্তসীমা সমাদিষ্টবান্বধম্। তদাস্তাং কান্তিমতী রাজ্যমিদং মম চ জীবিতমপাদ্য-

প্রভৃতি ভবদধীনম্,' ইত্যবাদীৎ। তথাপরেদ্যুঃ প্রকৃতিমণ্ডলং সন্নিপাত্য বিধিবদাত্মজায়াঃ পাণিমগ্রাহয়ৎ। অশ্রাবয়চ্চ তনয়বার্তাং তারাবলী কান্তিমত্যৈ, সোমদেবী সুলোচনেন্দ্রসেনাভ্যাঞ্চ পূর্বজাতিবৃত্তান্তম্। ইত্থমহং মন্ত্রিপদাপদেশং যৌবরাজ্যমনুভবন্বিহরামি বিলাসিনীভিঃ' ইতি।

স এবং মাদৃশেঽপি জন্তৌ পরিচর্যানুবন্ধী বন্ধুরেকঃ সর্বভূতানামলসকেন স্বর্গতে শ্বশুরে, জ্যায়সি স শ্যালে চণ্ডঘোষনাম্নি স্ত্রীস্বতিপ্রসঙ্গাৎপ্রাগেব ক্ষয়ক্ষীণায়ুষি, পঞ্চবর্ষদেশীয়ং সিংহঘোষনামানং কুমারমভ্যষেচয়ৎ। অবর্ধয়চ্চ বিধিনৈনং স সাধুঃ। তস্যাদ্যযৌবনোন্মাদিনঃ পৈশুন্যবাদিনো দুর্মন্ত্রিণঃ কৈতিচিদাসন্নন্তরঙ্গভূতাঃ। তৈঃ কিলাসাবিত্থমগ্রাহ্যত—'প্রসহ্যৈব স্বসা তবামুনা ভুজঙ্গেন সংগৃহীতা। পুনঃ প্রসুপ্তে রাজনি প্রহর্তুমুদ্যতাসিরাসীৎ। তেনাস্মৈ তৎক্ষণপ্রবুদ্ধেন ভীত্যাঽনুনীয় দত্তা কন্যা। তং চ দেবজ্যেষ্ঠং চণ্ডঘোষং বিষেণ হত্বা বালোঽয়মসমর্থ ইতি ত্বমদ্যাপি প্রকৃতিবিশ্রম্ভণায়োপেক্ষিতঃ; ক্ষিণোতি চ পুরা স কৃতঘ্নো ভবন্তম্। তমেবান্তকপুরমভিগময়িতুং যতস্ব' ইতি। স তথা দূষিতোঽপি যক্ষিণীভয়ান্নামুষ্মিন্পাপমাচরিতুমশকৎ।

এষু কিল দিবসেষ্বযথাপূর্বমাকৃতৌ কান্তিমত্যাঃ সমুপলক্ষ্য রাজমহিষী সুলক্ষণা নাম সপ্রণয়মপৃচ্ছৎ—'দেবি নাহমযাথাতথ্যেন বিপ্রলম্ভনীয়া। কথয় তথ্যং কেনেদমযথাপূর্বমাননারবিন্দে তবৈষু বাসরেষু' ইতি। সা ত্ববাদীৎ—'ভদ্রে স্মরসি কিমাদ্যাপ্যযাথাতথ্যেন কিঞ্চিন্ময়োক্তপূর্বম্। সখী মে তারাবলী সপত্নী চ কিমপি কলুষিতাশয়া রহসি ভর্ত্রা মদ্গোত্রাপদিষ্টা প্রণয়মপ্যপেক্ষ্য প্রণম্যমানাঽপ্যস্মাভিরুপোঢ়মৎসরা প্রাবসৎ। অবসীদতি চ নঃ পতিঃ। অতো মে দৌর্মনস্যম্' ইতি। তৎপ্রায়েণৈকান্তে সুলক্ষণয়া কান্তায় কথিতম্।

অথাসৌ নির্ভয়োঽদ্য প্রিয়তমাবিরহপাণ্ডুভিরবয়বৈর্ধৈর্যস্তম্ভিতাশ্রুপর্যাকুলেন চক্ষুষোষ্ণশ্বাসশোষিতাভিরিবানতিপেশলাভির্বাগ্ভির্বিয়োগং দর্শয়ন্তং কথমপি রাজকুলে কার্যাণি কারয়ন্তং, পূর্বসংকেতিতৈঃ পুরুষৈরভিগ্রাহ্যাবন্ধয়ৎ। তস্য কিল স্থানে স্থানে দোষানুদ্ঘোষ্য তথোদ্ধরণীয়ে চক্ষুষী যথা তন্মূলমেবাস্য মরণং ভবেৎ' ইতি। অতোঽত্রৈকান্তে যথেষ্টমশ্রু মুক্ত্বা তস্য সাধোঃ পুরঃ প্রাণান্মোক্তুকামো বধ্নামি পরিকরম্' ইতি।

ময়াঽপি তৎপিতৃব্যসনমাকর্ণ্য পর্যশ্রুণা সোঽভিহিতঃ—'সৌম্য, কিং তব গোপায়িত্বা। যস্তস্য সুতো যক্ষকন্যায়া দেবস্য রাজবাহনস্য পাদশুশ্রূষার্থং দেব্যা বসুমত্যা হস্তন্যাসঃ কৃতঃ সোঽহমস্মি। শক্ষ্যামি সহস্রমপি সুভটানামুদায়ুধানাং হত্বা পিতরং মোচয়িতুম্। অপি তু সংকুলে যদি কশ্চিৎপাতয়েত্তদঙ্গে শস্ত্রিকাং সর্ব এব মে যত্নো ভস্মনি হুতমিব ভবেৎ' ইতি। অনবসিতবচন এব ময়ি মহানাশীবিষঃ প্রাকাররন্ধ্রেণোদৈরয়চ্ছিরঃ। তমহং মন্ত্রৌষধিবলেনাভিগৃহ্য পূর্ণভদ্রমব্রবম্—'ভদ্র সিদ্ধং নঃ সমীহিতম্। অনেন তাতমলক্ষ্যমাণঃ সংকুলে যদৃচ্ছয়া পতিতেন নাম দংশয়িত্বা তথা বিষং স্তম্ভয়েয়ং যথা মৃত ইত্যুদাস্যেত। ত্বয়া তু মুক্তসাধ্বসেন মাতা মে বোধয়িতব্যা—'যো যক্ষ্যা বনে দেব্যা বসুমত্যা হস্তার্পিতো যুষ্মৎসূনুঃ সোঽনুপ্রাসঃ পিতুরবস্থাং মদুপলভ্য বুদ্ধিবলাদিত্থমাচরিষ্যতি। ত্বয়া তু মুক্তত্রাসয়া রাজ্ঞে প্রেষণীয়ম্—'এষ খলু ক্ষত্রধর্মো যদ্বন্ধুরবন্ধুর্বা দুষ্টঃ স নিরপেক্ষং নিগ্রাহ্য ইতি। স্ত্রীধর্মশ্চৈষ যদদুষ্টস্য দুষ্টস্য বা ভর্তুর্গতির্গন্তব্যেতি। তদহমমুনৈব সহ চিতাগ্নিমারোক্ষ্যামি। যুবতি-

জনানুকূলঃ পশ্চিমো বিধিরনুজ্ঞাতব্যঃ' ইতি।

স এবং নিবেদিতো নিয়তমনুজ্ঞাস্যতি। ততঃ ত্বমেবাগারমানীয় কাণ্ডপটীপরিক্ষিপ্তে বিবিক্তোদ্দেশে দর্ভসংস্তরণমধিশায্য স্বয়ং কৃতানুমরণমণ্ডনয়া ত্বয়া চ তত্র সন্নিধেয়ম্। অহং চ বাহ্যকক্ষাগতস্তত্বয়া প্রবেশয়িষ্যে। ততঃ পিতরমুজ্জীব্য তদভিরুচিতেনাভ্যুপায়েন চেষ্টিষ্যামহে' ইতি। স 'তথা' ইতি হৃষ্টতরস্তূর্ণমগমৎ।

অহং তু ঘোষণাস্থানে চিণ্যবৃক্ষং ধনতরবিপুলশাখামারুহ্য গূঢ়তনুরতিষ্ঠম্। আরূঢ়শ্চ লোকো যথাযথমুচ্চৈঃস্থানানি। উচ্চাবচপ্রলাপাঃ প্রস্তুতাঃ। তাবন্মে পিতরং তস্করমিব পশ্চাদ্বদ্ধভুজমুদ্ঘুরধ্বনিমহাজনানুযাতমানীয়মদভ্যাস এব স্থাপয়িত্বা মাতঙ্গ-স্থিরঘোষয়ৎ—'এষ মন্ত্রী কামপালো রাজ্যলোভাদ্ভর্তারং চণ্ডসিংহং যুবরাজং চণ্ডঘোষং চ বিষান্নেনোপাংশু হত্বা পুনর্দেবোঽপি সিংহঘোষঃ পূর্ণযৌবন ইত্য-মুষ্মিন্ পাপমাচারিয্যাশ্বিশ্বাসাদ্রহস্যভূমৌ পুনরমাত্যং শিবনাগমাহূয় শূণমঙ্গাবর্ষং চ রাজবধায়োপজপ্য তৈঃ স্বামিভক্তা শিবনাগমাহূয় বিবৃতগুহ্যো রাজ্যকামুকস্য ব্রাহ্মণ-স্যান্ধতমসপ্রবেশো ন্যায্য ইতি প্রাড়্বিবাকবাক্যাদক্ষ্যন্ধরণায় নীয়তে। পুনরন্যোঽপি যদি স্যাদন্যায়বৃত্তিস্তমপ্যেবমেব যথার্হেণ দণ্ডেন যোজয়িষ্যতি দেবঃ' ইতি। শ্রুত্বৈ-তদ্বৃষকলকলে মহাজনে পিতুরঙ্গে প্রদীপ্তশিরসমাশীবিষং ন্যক্ষিপম্। অহং চ ভীতো নামাবপ্লুত্য তত্রৈব জনানুলীনঃ ক্রুদ্ধব্যালদষ্টস্য তাতস্য বিহিতজীবরক্ষো বিষং ক্ষণা-দস্তম্ভয়ম্। অপতচ্চ স ভূমৌ মৃতকল্পঃ। প্রালাপং চ—'সত্যমিদং রাজাবমানিনং দৈবো দণ্ড এব স্পৃশতীতি। যদয়মক্ষিভ্যাংবিনাবিনিপেন চিকীর্ষিতঃ প্রাণৈরেব বিযোজিতো বিধিনা' ইতি। মদুক্তং চ কৌচিদম্বমন্যন্ত, অপরে পুনর্নানির্নিন্দুঃ। দর্বীকরস্তু তমপি চণ্ডালং দষ্টবারূঢ়ত্রাসদ্রুতলোকদত্তমার্গঃ প্রাদ্রবৎ।

অথ মদম্বা পূর্ণভদ্রবোধিতার্থা তাদৃশেঽপি ব্যসনে নাতিবিহ্বলাকুলপরিজনানু-যাতা পদ্ভ্যামেব ধীরমাগত্য মৎপিতুরুত্তমাঙ্গমুৎসঙ্গেন ধারয়ন্ত্যাসিত্বা রাজ্ঞে সমাদিশৎ—'এষ মে পতিস্তবাপকর্তা ন বেতি দৈবমেব জানাতি। ন মেঽনয়াঽস্তি চিন্তয়া ফলম্। অস্য তু পাণিগ্রাহকস্য গতিমননুপ্রপদ্যমানা ভবৎকুলং কলঙ্কয়েয়ম্। অতোঽনুমন্তু-মর্হসি ভর্ত্রা সহ চিতাধিরোহণায় মাম্' ইতি।

শ্রুত্বাচৈতৎপ্রীতিযুক্তঃ সমাদিক্ষৎক্ষিতীশ্বরঃ—'ক্রিয়তাং কুলোচিতঃ সংস্কারঃ। উৎসবোত্তরং চ পশ্চিমং বিধিসংস্কারমনুভবতু মে ভগিনীপতিঃ' ইতি। চণ্ডালে তু মৎপ্রতিষিদ্ধসকলমন্ত্রবাদিপ্রয়াসে সংস্থিতে 'কামপালোঽপি কালদষ্ট এব' ইতি স্বভবনোপনয়নমমুষ্য স্বমাহাত্ম্যপ্রকাশনায় মহীপতিরন্বমংস্ত। আনীতশ্চ পিতা মে বিবিক্তায়াং ভূমৌ দর্ভশয্যামধিশয্য স্থিতোঽভূৎ। অথ মদম্বা মরণমণ্ডনমনুষ্ঠায় সকরুণং সখীরামন্ত্র্য মুহুরভিপ্রণম্য ভবনদেবতা যত্নানিবারিতপরিজনাক্রন্দিতা পিতুর্মে শয়নস্থানমেকাকিনী প্রাবিক্ষৎ। তত্র চ পূর্বমেব পূর্ণভদ্রোপস্থাপিতেন চ ময়া বৈনতেয়তাং গতেন নির্বিষীকৃতং ভর্তারমৈক্ষত।

হৃষ্টতমা পত্যুঃ পাদয়োঃ পর্যশ্রুমুখী প্রাণিপত্য মাং চ মুহুর্মুহুঃ প্রস্নুতস্তনী পরিষ্বজ্য সহর্ষবাষ্পগদ্গদমগদৎ—'পুত্র যোঽসি জাতমাত্রঃ পাপয়া ময়া পরিত্যক্তঃ স কিমর্থমেবং মামতিনির্ঘৃণামনুগৃহ্নাসি। অথ বৈষ নিরপরাধ এব তে জনয়িতা। যুক্তমস্য প্রত্যানয়নমন্তককাননাৎ। ক্রূরা খলু তারাবলী যা ত্বামুপলভ্যাপি তত্ত্বতঃ কুবেরাদ্ অসমর্প্য মহ্যমর্পিতবতী দেব্যৈ বসুমত্যৈ। সৈব বা সদৃশকারিণী। ন হি

তাদৃশাদ্ভাগ্যরাশের্বিনা মাদৃশো জনোঽল্পপুণ্যস্তবার্হতি কলপ্রলাপামৃতানি কর্ণাভ্যাং পাতুম্। এহি পরিষ্বজস্ব' ইতি ভূয়ো ভূয়ঃ শিরসি জিঘ্রন্ত্যঙ্কমারোপয়ন্তী তারাবলী গর্হয়ন্তী আলিঙ্গয়ন্ত্যশ্রুভিরভিষিঞ্চন্তী চোৎকম্পিতাঙ্গযষ্টিরন্যাদৃশীব ক্ষণমজনিষ্ট। জনয়িতাঽপি মে নরকাদিব স্বর্গম্, তাদৃশাদ্ব্যসনাত্তথাভূতমভ্যুদয়মারূঢ়ঃ পূর্ণভদ্রেণ বিস্তরেণ যথাবৃত্তান্তমাবেদিতো ভগবতো মঘবতোঽপি ভাগ্যবন্তমাত্মানমজীগণৎ। মনাগিব চ মৎসম্বন্ধমাখ্যায় হর্ষবিস্মিতাত্মনোঃ পিত্রোরকথয়ম্—'আজ্ঞাপয়ত কাঽদ্য নঃ প্রতিপত্তিঃ।' পিতা মে প্রাব্রবীৎ—'বৎস, গৃহমেবেদমস্মদীয়মতিবিশালপ্রাকারবলয়-মক্ষয্যায়ুধস্থানম্। অলঙ্ঘ্যতমা চ গুপ্তিঃ। উপকৃতাশ্চ ময়াঽতিবহবঃ সন্তি সামন্তাঃ। প্রকৃতয়শ্চ ভূয়স্যো ন মে ব্যাসনমনুরুধ্যন্তে। সুভটানাং চানেকসহস্রমস্ত্যেব সসুহৃৎ-পুত্রদারম্। অতোঽত্রৈব কতিপয়ান্যহানি স্থিত্বা বাহ্যাভ্যন্তরঙ্গান্কোপানুৎপাদয়িষ্যামঃ। কুপিতাংশ্চ সংগৃহ্য প্রোৎসাহ্যাস্য প্রকৃত্যমিত্রানুত্থাপ্য সহজাংশ্চ দ্বিষঃ দুর্দান্তমেন-মুচ্ছেৎস্যামঃ' ইতি। 'কো দোষঃ। তথাঽস্তু' ইতি তাতস্য মতমন্বমংসি।

তথাঽস্মাসু প্রতিবিধায় তিষ্ঠৎসু রাজাঽপি বিজ্ঞাপিতোদন্তো জাতানুতাপঃ পারগ্রামিকান্প্রয়োগান্প্রায়ঃ প্রায়ুঙ্ক্ত। তে চাস্মাভিঃ প্রত্যহমহন্যন্ত। অস্মিন্নেবাবকাশে পূর্ণভদ্রমুখাচ্চ রাজ্ঞঃ শয্যাস্থানমবগম্য তদেব স্বোদবসিতভিত্তিকোণাদারভ্যোরগাস্যেন সুরঙ্গামকার্ষম্। গতা চ সা ভূমিস্বর্গকল্পমনল্পকন্যাকাজনং কমপ্যুদ্দেশম্। অব্যথিষ্ঠ চ দৃষ্ট্বৈব স মাং নারীজনঃ। তত্র কাচিদিন্দুকলেব স্বলাবণ্যেন রসাতলান্ধকারং নির্ধুনানা বিগ্রহিণীব দেবী বিশ্বংভরা হরগৃহিণীবাসুরবিজয়ায়াবতীর্ণা পাতালমাগতা গৃহিণীব ভগবতঃ কুসুমধন্বনঃ রাজলক্ষ্মীরিবানেকদুর্নৃপদর্শনপরিহারায় মহীবিবরং প্রবিষ্টা নিষ্টপ্তকনকপুত্রিকেবাবদাতকান্তিঃ কন্যকা চন্দনলতেব মলয়মারুতেন মন্দশর্নে-নোদকম্পত। তথাভূতে চ তস্মিন্নঙ্গনাসমাজে কুসুমিতেব কাশযষ্টিঃ পাণ্ডুশিরসিজা স্থবিরা কাচিচ্চরণয়োর্মে নিপত্য ত্রাসদীনমব্রূত—'দীয়তামভয়দানমস্মা অনন্যশরণায় স্ত্রীজনায়। কিমসি দেবকুমারো দনুজযুদ্ধতৃষ্ণয়া রসাতলং বিবক্ষুঃ। আজ্ঞাপয় কোঽসি কস্য হেতোরাগতোঽসি' ইতি।

সা তু ময়া প্রত্যবাদি—'সুদত্যঃ মা স্ম ভবত্যো ভৈষুঃ। অহমস্মি দ্বিজাতিবৃষাৎ-কামপালাদ্দেব্যাং কান্তিমত্যামুৎপন্নোঽর্থপালো নাম। সত্যর্থে নিজগৃহান্নৃপগৃহং সুরঙ্গয়োপসরন্নিহান্তরে বো দৃষ্টবান্। কথয়ত কাঃ স্থ যূয়ং, কথমিহ নিবসথ' ইতি। সোদঞ্জলিরুদীরিতবতী—'ভর্তৃদারক ভাগ্যবত্যো বয়ং যাস্ত্বদামৈভিরেব চক্ষুর্ভিরনঘ-মদ্রাক্ষ্ম। শ্রূয়তাম্। যস্তব মাতামহশ্চণ্ডসিংহঃ তেনাস্যাং দেব্যাং লীলাবত্যাং চণ্ডঘোষঃ কান্তিমতীত্যপত্যদ্বয়মুদপাদি। চণ্ডঘোষস্তু যুবরাজোঽত্যাসঙ্গাদঙ্গনাসু রাজযক্ষ্মণা সুরক্ষয়মগাদন্তর্বত্ন্যাং দেব্যামাচারবত্যাম্। অমুয়া চেয়ং মণিকর্ণিকা নাম কন্যা প্রসূতা। অথ প্রসববেদনয়া মুক্তজীবিতাচারবতী পত্যুরন্তিকমগমৎ। অথ দেবশ্চণ্ডসিংহো মামাহূয়োপহ্বরে সমাজ্ঞাপয়ৎ—ধাত্রিমতি কন্যকেয়ং কল্যাণলক্ষণা। তামিমাং মালবেন্দ্রনন্দনায় দর্পসারায় বিধিবদ্বর্ধয়িত্বা দিৎসামি। বিভেমি চ কান্তিমতীবৃত্তান্তা-দারভ্য কন্যাকানাং প্রকাশাবস্থাপনাৎ। অত ইয়মরাতিব্যসনায় কারিতে মহতি ভূমিগৃহে কৃত্রিমশৈলগর্ভোৎকীর্ণনানামণ্ডপপ্রেক্ষাগৃহে প্রচুরপরিবর্হয়া ভবত্যা সংবর্ধ্যতাম্। অস্ত্যত্র ভোগ্যবস্তু বর্ষশতোপভোগেনাপ্যক্ষয্যম্' ইতি।

স তথোক্ত্বা নিজবাসগৃহস্য ব্যঙ্গুলভিত্তাবর্ধপাদং কিংকুবিষ্কম্ভমুদ্ধৃত্য তেনৈব

দ্বারেণ স্থানমিদমস্মানবীবিশৎ। ইহ চ নো বসন্তীনাং দ্বাদশ সমাঃ সমত্যয়ুঃ। ইয়ং চ বৎসা তরুণীভূতা। ন চাদ্যাপি স্মরতি রাজা। কামমিয়ং পিতামহেন দর্পসারায় সংকল্পিতা। ত্বদন্বয়া কান্তিমত্যা চেয়ং গর্ভস্থৈব দ্যুতজিতা স্বমাত্রা তবৈব জায়াত্বেন সমকল্পিত। তদত্র প্রাপ্তরূপং চিন্ত্যতাং কুমারেণৈব' ইতি। তাং পুনরবোচম্— 'অদ্যৈব রাজগৃহে কিমপি কার্যং সাধয়িত্বা প্রতিনিবৃত্তো যুষ্মাসু যথার্হং প্রতিপৎস্যে' ইতি। যেনৈব দীপদর্শিতবিলপথেন গত্বা স্থিতেঽর্ধরাত্রে তদর্ধপাদং প্রত্যুন্ধৃত্য বাসগৃহং প্রবিষ্টো বিশ্রব্ধসুপ্তং সিংহঘোষং জীবগ্রাহমগ্রহীষম্। আকৃষ্য চ তমহিমিবাহি-শত্রুঃ স্ফুরন্তমমুনৈব ভিত্তিরন্ধ্রপথেন স্ত্রৈণসন্নিধিমনৈষম্। আনীয় চ স্বভবনমায়-সনিগড়সন্দিতচরণযুগলম্, অবনমিতমলিনবদনম্, অশ্রুবহুলরক্তচক্ষুষমেকান্তে জনয়িত্রোরদর্শয়ম। অকথয়ং চ বিলকথাম্।

অথ পিতরৌ প্রহৃষ্টতরৌ তং নিকৃষ্টাশয়ং নিশম্য বন্ধনে নিযম্য তস্যা দারিকায়া যথার্হেণ কর্মণা মাং পাণিমগ্রাহয়েতাম্। অনাথকং চ তদ্রাজ্যমস্মদায়ত্তমেব জাতম্। প্রকৃতিকোপভয়াত্তু মন্মাত্রা মুমুক্ষিতোঽপি ন মুক্ত এব সিংহঘোষঃ। তথাস্থিতাশ্চ বয়মঙ্গরাজঃ সিংহবর্মা দেবপাদানাং ভক্তিমান্কৃতকর্মা চেত্যমিত্রাভিযুক্তমেনমভ্যসরাম। অভূবং চ ভবৎপাদপংকজরজোঽনুগ্রাহ্যঃ। স চেদানীং ভবচ্চরণপ্রণামপ্রায়শ্চিত্তমনুতিষ্ঠতু সর্বদুশ্চরিতক্ষালনমনার্যঃ সিংহঘোষঃ' ইত্যর্থপালঃ প্রাঞ্জলিঃ প্রণনাম।

দেবোঽপি রাজবাহনঃ 'বহু পরাক্রান্তম্, বহুপযুক্তা চ বুদ্ধিঃ মুক্তবন্ধস্তে শ্বশুরঃ পশ্যতু মাম্' ইত্যভিধায় ভূয়ঃ প্রমতিমেব পশ্যন্প্রীতিস্মেরঃ 'প্রস্তূয়তাং তাবদাত্মীয়ং চরিতম্' ইত্যাজ্ঞাপয়ৎ।

॥ ইতি শ্রীদণ্ডিনঃ কৃতৌ দশকুমারচরিতে ঽর্থপালচরিতং নাম চতুর্থোচ্ছ্বাসঃ।

× × × × × × × × × × × × পঞ্চমোচ্ছ্বাসঃ × × × × × × × × × × × ×

সোঽপি প্রণম্য বিজ্ঞাপয়ামাস—'দেব দেবস্যান্বেষণায় দিক্ষু ভ্রমন্ভ্রংকষস্যাপি বিন্ধ্য-পার্শ্বরূঢ়স্য বনস্পতেরধঃ, পরিণতপতঙ্গবালপল্লবাবতংসিতে পশ্চিমদিগঙ্গনামুখে পল্বলাম্ভস্যুপস্পৃশ্যোপাস্য সন্ধ্যাং তমঃসমীকৃতেষু নিম্নোন্নতেষু গন্তুমক্ষমঃ ক্ষমাতলে কিসলয়ৈরুপরচয্য শয্যাং শিশয়িষমাণঃ শিরসি কুর্বন্নঞ্জলিম্ 'যাঽস্মিন্বনস্পতৌ বসতি দেবতা সৈব মে শরণমস্তু শরারুচক্রচারভীষণায়াং শর্বগলশ্যামশার্বরান্ধকারপূরাধ্মাত-গভীরগহ্বরায়ামস্যাং মহাটব্যামেককস্য মে প্রসুপ্তস্য' ইত্যুপধায় বামভুজমশয়িষি। ততঃ ক্ষণাদবনিদুর্লভেন স্পর্শেনাসুখায়িষত কিমপি গাত্রাণি আহ্লাদযিষতেন্দ্রিয়াণি অভ্য-মনায়িষ্ট চান্তরাত্মা বিশেষতশ্চ হৃষিতাস্তনূরুহাঃ পর্যস্ফুরশ্চ দক্ষিণভুজঃ। 'কথং-স্বিদম্' ইতি মন্দমন্দমুন্মিষন্নুপর্যচ্ছচন্দ্রাতপচ্ছেদকল্পং শুভ্রাংশুকবিতানমৈক্ষিষি। [illegible]তো বলিতদৃষ্টিঃ সময়া সৌধভিত্তিং চিত্রাস্তরণশায়িনমতিবিস্রব্ধপ্রসুপ্তমঙ্গনাজনম-লক্ষয়ম্।

দক্ষিণতো দত্তচক্ষুরাগলিতস্তনাংশুকাম্, অমৃতফেনপটলপাণ্ডুরশয়নশায়িনীম্, আদিবরাহদংষ্ট্রাংশুজাললগ্নামংসস্রস্তদুগ্ধসাগরদুকূলোত্তরীয়াং ভয়সাধ্বসমূর্ছিতামিব ধরণীম্, অরুণাধরকিরণবালকিসলয়লাস্যহেতুভিরাননারবিন্দপরিমলোদ্বাহিভির্নিঃশ্বাস-

মাতরিশ্বভিরীশ্বরেক্ষণদহনদগ্ধং স্ফুলিঙ্গশেষমনঙ্গমিব সন্ধুক্ষয়ন্তীম্, অন্তঃসুপ্তষট্পদমম্বুজমিব জাতনিদ্রং সরসমামীলিতলোচনেন্দীবরমাননং দধানাম্, ঐরাবতমদাবলেপলূনাপবিদ্ধামিব নন্দনবনকল্পবৃক্ষরত্নবল্লরীং, কামপি তরুণীমালোকয়ম্। অতর্কয়ং চ—'ক্ব গতা সা মহাটবী কুত ইদম্ধবলাণ্ডকপালসম্পুটোদরোল্লেখি শক্তিধ্বজশিখরশূলোৎসেধং সৌধমাগতং, ক্ব চ তদরণ্যস্থলীসমাস্তীর্ণং পল্লবশয়নম্, কুতস্ত্যং চেদমিন্দুগভস্তিসম্ভারভাসুরং, হংসতুলদুকূলশয়নম্। এষ চ কো নু শীতরশ্মিকিরণরজ্জুদোলাপরিভ্রষ্টমূর্চ্ছিত ইবাপ্সরোগণঃ স্বৈরসুপ্তঃ সুন্দরীজনঃ কা চেয়ং দেবীবারবিন্দহস্তা শারদশশাঙ্কমণ্ডলামলদুকূলোত্তরচ্ছদমধিশেতে শয়নতলম্। ন তাবদেষা দেবযোষা যতো মন্দমন্দমিন্দুকিরণৈঃ সংবাহ্যমানা কমলিনীব সংকুচতি। ভগ্নবৃন্তচ্যুতরসবিন্দুশবলিতং পাকাপাণ্ডুচূতফলমিবোদ্ভিন্নস্বেদরেখমালক্ষ্যতে গণ্ডস্থলম্। অভিনবযৌবনবিদাহনির্ভরোষ্মণি কুচতটে বৈবর্ণ্যমুপৈতি বর্ণকম্। বাসসী চ পরিভোগানুরূপং ধূসরিমাণমাদর্শয়তঃ।

তদেষা মানুষ্যেব। দিষ্ট্যা চানুচ্ছিষ্টযৌবনা যতঃ সৌকুমার্যমাগতাঃ সংহতা ইবাবয়বাঃ প্রস্নিগ্ধতমাঽপি পাণ্ডুতানুবিদ্ধেব দেহচ্ছবিঃ দন্তপীড়ানভিজ্ঞতয়া নাতিবিশদরাগো মুখে, বিদ্রুমদ্যুতিরধরমণিঃ অনত্যাপূর্ণমারক্তমূলং চম্পককুড্মলমিব কঠোরং কপোলতলম্, অনঙ্গবাণপাতমুক্তাশঙ্কং চ বিস্রব্ধমধুরং সুপ্যতে ন চৈতদ্বক্ষঃস্থলং নির্দয়বিমর্দবিস্তারিতম্খঞ্জনযুগলম্ অস্তি চানতিক্রান্তশিষ্টমর্যাদচেতসো মমাস্যামাসক্তিঃ। আসক্ত্যনুরূপং পুনরাশ্লিষ্টা যদি স্পষ্টমার্তরবেণৈব সহ নিদ্রাং মোক্ষ্যতি। অথাহং ন শক্ষ্যামি চানুপশ্লিষ্য শয়িতুম্। অতো যদ্ভাবি তদ্ভবতু। ভাগ্যমত্র পরিক্ষিষ্যে।' ইতি স্পৃষ্টাস্পৃষ্টমেব কিমপ্যাবিদ্ধরাগসাধ্বসং লক্ষ্যসুপ্তঃ স্থিতোঽস্মি।

সাঽপি কিমপ্যুৎকম্পিনা রোমোদ্ভেদবতা বামপার্শ্বেন সুখায়মানেন মন্দমন্দজৃম্ভিকারম্ভমন্থরাঙ্গী স্বঙ্গদগ্রপক্ষ্মণোশ্চক্ষুষোরলসতান্ততারকেনানতিপক্বনিদ্রাকষায়িতাপাঙ্গপরভাগেণ যুগলেনেষদুন্মিষন্তী ত্রাসবিস্ময়হর্ষরাগশঙ্কাবিলাসবিভ্রমব্যবহিতানি ব্রীড়ান্তরাণি কানি কন্যাপি কামেনাদ্ভুতানুভাবেনাবস্থান্তরাণি কার্যমাণা পরিজনপ্রবোধনোদ্যতা গিরং কামাবেগপরবশং হৃদয়মঙ্গানি চ সাধ্বসায়াসসংবধ্যমানস্বেদপুলকানি কথং কথমপি নিগৃহ্য সস্পৃহেণ মধুরকূণিতত্রিভাগেণ মন্দমন্দপ্রচারিতেন চক্ষুষা মদঙ্গানি নির্বর্ণ্য দূরোৎসর্পিতপূর্বকায়াঽপি তস্মিন্নেব শয়নে সচকিতমশয়িষ্ট। অজনিষ্ট মে রাগাবিষ্টচেতসোঽপি কিমপি নিদ্রা। পুনরননুকূলস্পর্শদুঃখায়ত্তগাত্রঃ প্রাবুধ্যে। প্রবুদ্ধস্য চ মে সৈব মহাটবী তদেব তরুতলং স এব পত্রাস্তরোঽভূৎ। বিভাবরী চ ব্যভাসীৎ। অভূচ্চ মে মনসি—'কিময়ং স্বপ্নঃ কিং বিপ্রলম্ভো বা কিমিয়মাসুরী দৈবী বা কাঽপি মায়া। যদ্ভাবি তদ্ভবতু। নাহমিদংতত্ত্বতো নাববুধ্য মোক্ষ্যামি ভূমিশয্যাম্। যাবদায়ুরত্রত্যায়ৈ দেবতায়ৈ প্রতিশয়িতো ভবামি' ইতি নিশ্চিতমতিরতিষ্ঠম্।

অথাবির্ভূয় কাঽপি রবিকরাভিতপ্তকুবলয়দামতাম্রাঙ্গযষ্টিং ক্লিষ্টানিবসনোত্তরীয়া নিরলক্তকরুক্ষপাটলেন নিঃশ্বাসোষ্মজর্জরিতত্বিষা দন্তচ্ছদেন বমন্তীব কপিলধূমধূম্রং বিরহানলম্, অনবরতসলিলধারাবিসর্জনাদ্রুধিরাবশেষমিব লোহিততরং দ্বিতয়মক্ষ্ণোরুদ্বহন্তী কুলচারিত্রবন্ধনপাশবিভ্রমেণৈকবেণীভূতেন কেশপাশেন নীলাংশুকচীরচূড়িকাপরিবৃতা পতিব্রতাপতাকেব সঞ্চরন্তী ক্ষামক্ষামাঽপি দেবতানুভাবাদনতিক্ষীণবর্ণাবকাশা সীমন্তিনী প্রণিপতন্তং মাং প্রহর্ষোৎকম্পিতেন ভুজলতাদ্বয়েনোত্থাপ্য পুত্রবৎপরিষ্বজ্য

শিরস্যুপাঘ্রায় বাৎসল্যমিব স্তনযুগলেন স্তন্যচ্ছলাৎপ্রক্ষরন্তী শিশিরেণাশ্রুণা নিরুদ্ধকণ্ঠী স্নেহগদ্‌গদং ব্যাহার্ষীৎ—বৎস যদি বঃ কথিতবতী মগধরাজমহিষী বসুমতী মম হস্তে বালমর্থপালং নিধায় কথাং চ কাঞ্চিদাত্মভর্তৃপুত্রসখাজনানুবন্ধাং রাজরাজপ্রবর্তিতাং কৃত্বাঽন্তর্ধানমগাদাত্মজা মণিভদ্রস্যেতি সাঽহমস্মি বো জননী। পিতুর্বো ধর্মপালসূনোঃ সুমিত্রানুজস্য কামপালস্য পাদমূলান্নিষ্কারণকোপকলুষিতাশয়া প্রোষ্যানুশয়বিধুরা কেনাপি রক্ষোরূপেণোপেত্য শপ্তাঽস্মি—'চণ্ডিকায়াং ত্বয়ি বর্ষমাত্রং বসামি প্রবাসদুঃখায়' ইতি ব্রুবতৈবাহমাবিষ্টা প্রাবুধ্যে। গতং তদ্বর্ষং বর্ষসহস্রদীর্ঘম্। অতীতায়াং তু যামিন্যাং দেবদেবস্য ত্র্যম্বকস্য শ্রাবস্ত্যামুৎসবসমাজমনুভূয় বন্ধুজনং চ স্থানস্থানেভ্যঃ সন্নিপতিতমভিসমীক্ষ্য মুক্তশাপা পত্যুঃ পার্শ্বমভিসরামীতি প্রস্থিতায়ামেব ময়ি ত্বমত্রাভ্যুপেত 'প্রপন্নোঽস্মি শরণমিহত্যাং দেবতাম্' ইতি প্রসুপ্তোঽসি। এবং শাপদুঃখাবিষ্টয়া তু ময়া তদা ন তত্ত্বতঃ পরিচ্ছিন্নো ভবান্।

অপি তু শরণাগতমবিরলপ্রমাদায়ামস্যাং মহাটব্যাময়ুক্তং পরিত্যজ্য গন্তুমিতি ময়া ত্বমপি স্বপন্নেবাসি নীতঃ। প্রত্যাসন্নে চ তস্মিন্দেবগৃহে পুনরচিন্তয়ম্—'কথমিহ তরুণেনানেন সহ সমাজং গমিষ্যামি' ইতি। অথ রাজ্ঞঃ শ্রাবস্তীশ্বরস্য যথার্থনাম্নো ধর্মবর্ধনস্য কন্যাং নবমালিকাং ধর্মকালসুভগে কন্যাপুরবিমানহর্ম্যতলে বিশালকোমলং শয্যাতলমধিশয়ানাং যদৃচ্ছয়োপলভ্য 'দিষ্ট্যেয়ং সুপ্তা পরিজনশ্চ গাঢ়নিদ্রঃ। শেতামেয়মত্র মুহূর্তমাত্রং ব্রাহ্মণকুমারো যাবৎকৃতকৃত্যা নিবর্তেয়' ইতি ত্বাং তত্র শায়য়িত্বা তমুদ্দেশমগমম্। দৃষ্ট্বা চোৎসবশ্রিয়ম্ নির্বিশ্য চ স্বজনদর্শনসুখম্ অভিবাদ্য চ ত্রিভুবনেশ্বরমাত্মমালীকপ্রত্যাকলনোপারূঢ়সাধ্বসং চ নমস্কৃত্য ভক্তিপ্রণহৃদয়া ভগবতীপর্শিপকাম্ তয়া গিরিদুহিত্রা দেব্যা সস্মিতম্ 'অয়ি ভদ্রে মা ভৈষীঃ। ভবেদানীং ভর্তৃপার্শ্বগামিনী। গতস্তে শাপঃ' ইত্যনুগৃহীতা সদ্য এব প্রত্যাপন্নমহিমা প্রতিনিবৃত্য দৃষ্টৈব ত্বাং যথাবদভ্যজানাম্—'কথং মৎসুত এবায়ং বৎসস্যার্থপালস্য প্রাণভৃতঃ সখা প্রমতিরিতি পাপয়া ময়াঽস্মিন্নজ্ঞানাদৌদাসীন্যমাচরিতম্ অপি চায়মস্যামাসক্তভাবঃ। কন্যা চৈনং কাময়তে যূবানম্। উভৌ চেমৌ লক্ষ্যসুপ্তৌ ত্রপয়া সাধ্বসেন বাঽন্যোন্যমাত্মানং ন বিবৃণ্বাতে। গন্তব্যং চ ময়া। কামাঘ্রাতয়াঽপ্যনয়া কন্যয়া রহস্যরক্ষণায় ন সমাভাষিতঃ সখীজনঃ পরিজনো বা। নয়ামি তাবৎ কুমারম্।

পুনরপীমমর্থং লব্ধলক্ষো যথোপপন্নৈরুপায়ৈঃ সাধয়িষ্যতি' ইতি মৎপ্রভাবপ্রস্বাপিতং ভবন্তমেতদেব পত্রশয়নং প্রত্যনৈষম্। এবমিদং বৃত্তম্। এষা চাহং পিতুস্তে পাদমূলং প্রত্যুপসর্পেয়ম্ ইতি প্রাঞ্জলিং মাং ভূয়ো ভূয়ঃ পরিষ্বজ্য শিরস্যুপাঘ্রায় কপোলয়োশ্চুম্বিত্বা স্নেহবিহ্বলা গতাসীৎ।

অহং চ পঞ্চবাণবশ্যঃ শ্রাবস্তীমভ্যবর্তিষি। মার্গে চ মহতি নিগমে নৈগমানাং তাম্রচূড়যুদ্ধকোলাহলো মহানাসীৎ। অহং চ তত্র সন্নিহিতঃ কিঞ্চিদস্মৈষি। সন্নিধিনিষণ্ণস্তু মে বৃদ্ধবিটঃ কোঽপি ব্রাহ্মণঃ শনকৈঃ স্মিতহেতুমপৃচ্ছৎ। অব্রবং চ—'কথমিব নারিকেলজাতেঃ প্রাচ্যবাটকুক্কুটস্য প্রতীচ্যবাটঃ পুরুষৈরসমীক্ষ্য বলাকাজাতিস্তাম্রচূড়ো বলপ্রমাণাধিকস্যৈবং প্রতিবিসৃষ্টঃ' ইতি। সোঽপি তজ্জ্ঞঃ 'কিমজ্ঞৈরেভির্বুৎপাদিতৈঃ। তূষ্ণীমাস্স্ব' ইত্যুপহস্তিকায়াস্তাম্বূলং কর্পূরসহিতমুদ্ধৃত্য মহ্যং দত্ত্বা চিত্রাঃ কথাঃ কথয়ন্ক্ষণমতিষ্ঠৎ। প্রাযুধ্যত চাতিসংরব্ধমনুপ্রহারপ্রবৃত্তস্বপক্ষমুক্তকণ্ঠীরবরবং বিহঙ্গমদ্বয়ম্। জিতশ্চাসৌ প্রতীচ্যবাটকুক্কুটঃ। সোঽপি বিটব্রাহ্মণঃ স্ববাটকুক্কুটবিজয়হৃষ্টো

ময়ি বয়োবিরুদ্ধং সখ্যমুপেত্য তদহং স্বগৃহ এব স্নানভোজনাদি কারয়িত্বোত্তরেদ্যুঃ শ্রাবস্তীং প্রতি যান্তং মামনুগম্য ‘স্মর্তব্যোঽস্মি সত্যর্থে’ ইতি মিত্রবদ্বিসৃজ্য প্রত্যযাসীৎ।

অহং চ গত্বা শ্রাবস্তীমধ্বশ্রান্তো বাহ্যোদ্যানে লতামণ্ডপে শয়িতোঽস্মি। হংসকরপ্রবোধিতশ্চোত্থায় কামপি ক্বণিতনূপুরমুখরাভ্যাং চরণাভ্যাং মদন্তিকমুপনয়ন্তীং যুবতীমদ্রাক্ষম্। সা ত্বাগত্য স্বহস্তবর্তিনি চিত্রপটে লিখিতং মৎসদৃশং কিমপি পুংরূপং মাং চ পর্যায়েণ নির্বর্ণয়ন্তী সবিস্ময়ং সবিতর্কং সহর্ষং চ ক্ষণমবাতিষ্ঠত। ময়াঽপি তত্র চিত্রপটে মৎসাদৃশ্যং পশ্যতা তদ্দৃষ্টিচেষ্টিতমনাকস্মিকং মন্যমানেন ‘ননু সর্বসাধারণোঽয়ং রমণীয়ঃ পুণ্যারামভূমিভাগঃ। কিমিতি চিরস্থিতিক্লেশোঽনুভূয়তে। ননূপবেষ্টব্যম্’ ইত্যাভিহিতা সা সস্মিতম্ ‘অনুগৃহীতাঽস্মি’ ইতি ন্যষীদৎ সঙ্কথা চ দেশবার্তানিবন্ধা কাচনাবয়োরভূৎ। কথাসংশ্রিতা চ সা দেশাতিথিরসি। দৃশ্যন্তে চ তেঽধ্বশ্রান্তানীব গাত্রাণি। যদি ন দোষো মদ্গৃহেঽদ্য বিশ্রমিতুমদ্গ্রহঃ ক্রিয়তাম্’ ইত্যশংসৎ। অহং চ ‘অয়ি মুগ্ধে নৈষ দোষো গুণ এব’ ইতি তদনুমার্গগামী তদ্গৃহগতো রাজার্হেণ স্নানভোজনাদিনোপচরিতঃ সুখং নিষণ্ণো রহসি পর্যপৃচ্ছে—‘মহাভাগ দিগন্তরাণি ভ্রমতা কচিচদস্তি কিঞ্চিদদ্ভুতং ভবতোপলব্ধম্’ ইতি।

মমাভবন্মনসি—‘মহদিদমাশাস্পদম্। এষা খলু নিখিলপরিজনসম্বাধসংলক্ষিতায়াঃ সখী রাজদারিকায়াঃ চিত্রপটে চাস্মিন্নপি তদুপরিবিরচিতসিতবিতানং হর্ম্যতলম্, তদ্গতশ্চ প্রকামবিস্তীর্ণং শরদভ্রপটলপাণ্ডুরং শয়নম্, তদধিশায়িনী চ নিদ্রালীঢ়লোচনা মমৈবেয়ং প্রতিকৃতিঃ। অতো নূনমনঙ্গেন সাঽপি রাজকন্যা তাবতীং ভূমিমারোপিতা যস্যামসহ্যমদনজ্বরব্যথিতোন্মাদিতা সতী সখীনির্বন্ধপৃষ্টবিক্রিয়ানিমিত্তা চাতুর্যেণৈতদ্রূপনির্মাণেনৈব সমর্থমুত্তরং দত্তবতী। রূপসংবাদাচ্চ সংশয়ানয়াঽনয়া পৃষ্টো ভিন্দ্যামস্যাঃ সংশয়ং যথানুভবকথনেন’ ইতি জাতনিশ্চয়োঽব্রবম্—‘ভদ্রে দেহি চিত্রপটম্’ ইতি। সা ত্বর্পিতবতী মদ্ধস্তে। পুনস্তমাদায় তামপি ব্যাজসুপ্তামুল্লসন্মহনরাগবিহ্বলাং বল্লভামেকত্রৈবাভিলিখ্য ‘কাচিদেবংভূতা যুবতিরীদৃশস্য পুংসং পার্শ্বশায়িন্যরণ্যানীপ্রসুপ্তেন ময়োপলব্ধা। কিমৈষ স্বপ্নঃ’ ইত্যালপং চ। হৃষ্টয়া তু তয়া বিস্তরতঃ পৃষ্টঃ সর্বমেব বৃত্তান্তমকথয়ম্। অসৌ চ সখ্যা মন্নিমিত্তান্যবস্থান্তরাণ্যবর্ণয়ৎ। তদাকর্ণ্য চ ‘যদি তব সখ্যা মদনুগ্রহোন্মুখং মানসম্ গময় কানিচিদহানি। কমপি কন্যাপুরে নিরাশঙ্কনিবাসকরণমুপায়মারচয্যাগমিষ্যামি’ ইতি কথংচিদেনামভ্যুপগময্য গত্বা তদেব খর্বটং বৃদ্ধবিটেন সমগংসি।

সোঽপি সসম্ভ্রমং বিশ্রময্যতথৈবস্নানভোজনাদি কারয়িত্বা রহস্যপৃচ্ছৎ—‘আর্য, কস্য হেতোরচিরণৈব প্রত্যাগতোঽসি।’ প্রত্যবাদিষমেনম্—‘স্থান এবাহমার্যেণাস্মি পৃষ্টঃ। শ্রূয়তাম্। অস্তি হি শ্রাবস্তী নাম নগরী। তস্যাঃ পতিরপর ইব ধর্মপুত্রো ধর্মবর্ধনো নাম রাজা। তস্য দুহিতা প্রত্যাদেশ ইব শ্রিয়ঃ প্রাণা ইব কুসুমধন্বনঃ সৌকুমার্যবিড়ম্বিতনবমালিকা নবমালিকা নাম কন্যকা। সা ময়া সমাপতিদৃষ্টা কামনারাচপঙ্ক্তিমিব কটাক্ষমালাং মম মর্মণি ব্যাকিরৎ। তচ্ছল্যোদ্ধরণক্ষমশ্চ ধন্বন্তরিসদৃশস্ত্বদৃতে নেতরোঽস্তি বৈদ্য ইতি প্রত্যাগতোঽস্মি। তৎপ্রসীদ কঞ্চিদুপায়মাচরিতুম্।

অয়মহং পরিবর্তিত স্ত্রীবেষস্তে কন্যা নাম ভবেয়ম্। অনুগতশ্চ ময়া ত্বমুপগম্য

ধর্মসনগতং ধর্মবর্ধনং বক্ষ্যসি—'মমেয়মেকৈব দুহিতা। জাতমাত্রায়াং ত্বস্যাং জনন্যস্যাঃ সংস্থিতা। মাতা চ পিতা চ ভূত্বাহহমেব ব্যবর্ধয়ম্। এতদর্থমেব বিদ্যাময়ং শুল্কমর্জিতুং গতোহভূদবন্তিনগরীমুজ্জয়িনীমস্মদ্বৈবাহ্যকুলজঃ কোঽপি বিপ্রদারকঃ। তস্মৈ চেয়মনুমতা দাতুমিতরস্মৈ ন যোগ্যা। তরুণীভূতা চেয়ম্। স চ বিলম্বিতঃ। তেন ত্মাণীয় পাণিমস্যা গ্রাহয়িত্বা তস্মিন্ন্যস্তভারঃ সংন্যাসিষ্যে। দুরভিরক্ষতয়া তু দুহিতৄণাং মুক্তশৈশবানাং বিশেষতশ্চামাতৃকাণাম্, ইহ দেবং মাতৃপিতৃস্থানীয়ং প্রজানামাপন্নশরণমাগতোঽস্মি। যদি বৃদ্ধং ব্রাহ্মণমধীতিনমগতিমতিথিং চ মামনুগ্রাহ্যপক্ষে গণয়ত্যাদিরাজচরিতধুর্যো দেবঃ সৈষা, ভবদ্ভুজচ্ছায়ামখণ্ডিতচারিত্রা তাবদধ্যাস্তাং যাবদস্যাঃ পাণিগ্রাহকমানয়েয়ম্' ইতি।

স এবমুক্তো নিয়তমভিমনায়মানঃ স্বদুহিতৃসন্নিধৌ মাং বাসয়িষ্যতি। গতস্তু ভবানাগামিনি মাসি ফাল্গুনে ফল্গুনীষূত্তরাসু ভাবিনি রাজান্তঃপুরজনস্য তীর্থযাত্রোৎসবে তীর্থস্থানাৎপ্রাচ্যাং দিশি গোরুতান্তরমতিক্রম্য বানরীবলয়মধ্যবর্তিনি কার্তিকেয়গৃহে করতলগতেন শুক্লাম্বরযুগলেন স্থাস্যসি। স খল্বহমনভিশঙ্ক এবৈতাবন্তং কালং সহাভিবিহৃত্যরাজকন্যয়া ভূয়স্তস্মিন্নুৎসবে গঙ্গাম্ভসি বিহরন্বিহারব্যাকুলে কন্যকাসমাজে মণ্ণোপসৃত্যত্বদভ্যাস এবোন্মঙ্ক্ষ্যামি। পুনস্ত্বদুপহৃতে বাসসী পরিধায়াপনীতদারিকাবেষো জামাতা নাম ভূত্বা ত্বামেবানুগচ্ছেয়ম্। নৃপাত্মজা তু মামিতস্ততোঽন্বিষ্যানাসাদয়ন্তী 'ত্বয়া বিনা ন মোক্ষ্যে' ইতি রুদত্যেবাবরোধনে স্থাস্যতি।

তস্মুলে চ মহতি কোলাহলে, ক্রন্দৎসু পরিজনেষু, রুদৎসু সখীজনেষু, শোচৎসু পৌরজনেষু, কিংকর্তব্যতামূঢ়ে সামাত্যে পার্থিবে, ত্বমাস্থানীমেত্য মাং স্থাপয়িত্বা বক্ষ্যসি—'দেব, স এষ মে জামাতা তবার্হতি শ্রীভুজারাধনম্। অধীতি চতুর্ষ্বাম্নায়েষু, গৃহীতি ষট্স্বঙ্গেষু, আন্বীক্ষিকীবিচক্ষণঃ, চতুঃষষ্টিকলাগমপ্রয়োগচতুরঃ, বিশষেণ গজরথতুরঙ্গতন্ত্রবিৎ, ইষ্বসনাস্ত্রকর্মণি গদাযুদ্ধে চ নিরুপমঃ, পুরাণেতিহাসকুশলঃ, কর্তা কাব্যনাটকাখ্যায়িকানাম্, বেত্তা সোপনিষদোঽর্থশাস্ত্রস্য, নির্মৎসরোগুণেষু, বিশ্রম্ভী সুহৃৎসু, শক্যঃ সংবিভাগশীলঃ শ্রুতধরো গতস্ময়শ্চ। নাস্য দোষমণীয়াংসমপ্যুপলভে। ন চ গুণেষ্ববিদ্যমানম্।

তস্মাদৃশস্য ব্রাহ্মণমাত্রস্য ন লভ্য এষ সম্বন্ধী। দুহিতরমস্মৈ সমর্প্য বার্ধকোচিতমন্ত্যমাশ্রমং সংক্রমেয়ং যদি দেবঃ সাধু মন্যতে' ইতি। স ইদমাকর্ণ্য বৈবর্ণ্যাক্রান্তবক্রঃ পরমুপেতো বৈলক্ষ্যমারপ্স্যতেঽনুনেতুমনিত্যতাদিসংকীর্তনেনাত্রভবন্তং মন্ত্রিভিঃ সহ। ত্বং তু তেষামদত্তশ্রোত্রো মুক্তকণ্ঠং রুদিত্বা চিরস্য বাষ্পকুণ্ঠকণ্ঠঃ কাষ্ঠান্যাহৃত্যাগ্নিং সন্ধুক্ষ্য রাজমন্দিরদ্বারে চিতাধিরোহণায়োপক্রমিষ্যসে। স তাবদেব ত্বৎপাদয়োর্নিপত্য সামাত্যো নরপতিনুনৈরর্থৈস্ত্বামুপচ্ছন্দ্য দুহিতরং মহ্যং দত্ত্বা মদ্যোগ্যতা[illegible]তঃ সমস্তমেব রাজ্যভারং ময়ি সমর্পয়িষ্যতি।

সোঽয়মভ্যুপায়োঽনুষ্ঠেয়ঃ, যদি তুভ্যং রোচতে' ইতি। সোঽপি পটুবিটানামগ্রণীরসকৃদভ্যস্তকপটপ্রপঞ্চঃ পাঞ্চালশর্মা যথোক্তমভ্যধিকং চ নিপুণমুপক্রান্তবান্। আসীচ্চ মম সমীহিতানামহীনকালসিদ্ধিঃ। অন্বভবং চ মধুকর ইব নবমালিকাদ্রস্থুমনসম্। অস্য রাজ্ঞঃ সিংহবর্মণঃ সাহায্যদানং সুহৃৎসংকেতভূমিগমনমিত্যুভয়মপেক্ষ্য সর্ববলসন্দোহেন চম্পামিমামুপগতো দৈবাদ্দেবদর্শনসুখনুভবামি' ইতি।

শ্রুত্বৈতৎপ্রমতিচরিতং স্মিতমুকুলিতমুখনলিনঃ 'বিলাসপ্রায়মূর্জিতম্, মৃদুপ্রায়ং চেষ্টিতম্, ইষ্ট এষ মার্গঃ প্রজ্ঞাবতাম্। অথেদানীমত্রভবান্প্রবিশতু' ইতি মিত্রগুপ্তমৈক্ষত ক্ষিতীশপুত্রঃ।

॥ ইতি শ্রীদণ্ডিনঃ কৃতৌ দশকুমারচরিতে প্রমতিচরিতং নাম পঞ্চমোচ্ছ্বাসঃ ॥

× × × × × × × × × × × × **ষষ্ঠোচ্ছ্বাসঃ** × × × × × × × × × × × ×

সোঽপ্যাচচক্ষে—'দেব সোঽহমপি সুহৃৎসাধারণভ্রমণকারণঃ সুহ্মেষু দামলিপ্তাহ্বয়স্য নগরস্য বাহ্যোদ্যানে মহান্তমুৎসবসমাজমালোকয়ম্। তত্র ক্বচিদতিমুক্তলতামণ্ডপে কমপি বীণাবাদেনাত্মানং বিনোদয়ন্তমুৎকণ্ঠিতং যুবানমদ্রাক্ষম্। অপ্রাক্ষং চ 'ভদ্র কো নামায়মুৎসবঃ কিমর্থং বা সমারব্ধঃ কেন বা নিমিত্তেনোৎসবমনাদৃত্যৈকান্তে ভবানুৎকণ্ঠিত ইব পরিবাদিনীদ্বিতীয়স্তিষ্ঠতি' ইতি। সোঽভ্যধত্ত—'সৌম্য, সুহ্মপতিস্তুঙ্গধন্বা নামানপত্যঃ প্রার্থিতবানমুষ্মিন্নায়তনে বিস্মৃতবিন্ধ্যবাসরাগং বসন্ত্যা বিন্ধ্যবাসিন্যাঃ পাদমূলাদপত্যদ্বয়ম্। অনয়া চ কিলাস্মৈ প্রতিশয়িতায় স্বপ্নে সমাদিষ্টম্—'সমুৎপৎস্যতে তবৈকঃ পুত্রঃ, জনিষ্যতে চৈকা দুহিতা। স তু তস্যাঃ পাণিগ্রাহকমনুজীবিষ্যতি। সা তু সপ্তমাদ্বর্ষাদারভ্যা পরিণয়নাৎপ্রতিমাসং কৃত্তিকাসু কন্দুকনৃত্যেন গুণবদ্ভর্তৃলাভায় মাং সমারাধয়তু। যং চাভিলষেৎসাঽহমুষ্মৈ দেয়া। স চোৎসবঃ কন্দুকোৎসবনামাঽস্তু' ইতি। ততোঽল্পীয়সা কালেন রাজ্ঞঃ প্রিয়মহিষী মেদিনী নামৈকং পুত্রমসূত। সমুৎপন্না চৈকা দুহিতা। সাঽদ্য কন্যা কন্দুকাবতী নাম সোমপীড়াং দেবীং কন্দুকবিহারেণারাধয়িতুমাগমিষ্যতি। তস্যাস্তু সখী চন্দ্রসেনা নাম ধাত্রেয়িকা মম প্রিয়াসীৎ। সা চৈষু দিবসেষু রাজপুত্রেণ ভীমধন্বনা বলবদনুরুদ্ধা তদহমুৎকণ্ঠিতো মন্মথশরশল্যদুঃখোদ্বিগ্নচেতাঃ কলেন মধুরবীণারবেণাত্মনং কিঞ্চিদাশ্বাসয়ন্বিবিক্তমধ্যাসে' ইতি।

অস্মিন্নেব চ ক্ষণেঽপ ঽপি নূপুরক্বনিতমুপাতিষ্ঠৎ। আগতা চ কাচিদঙ্গনা। দৃষ্ট্বৈব স এনামুৎফুল্লদৃষ্টিরুত্থবস্তঃ-গৃহ্য গাঢ়মুপগূঢ়কণ্ঠশ্চ তয়া তত্রৈবোপাবিশৎ। অশংসচ্চ—'সৈষা মে প্রাণসমা যদ্বিরহো দহন ইব দহতি মাম্। ইদং চ মে জীবিতমপহরতা রাজপুত্রেণ মৃত্যুনেব নিরুদ্ধতাং নীতঃ। ন শক্ষ্যামি রাজসূনুরিত্যমুষ্মিন্পাপমাচরিতুম্। ততোঽনয়াত্মানং সুদৃষ্টং কারয়িত্বা ত্যক্ষ্যামি নিষ্প্রতিক্রিয়ান্প্রাণান্' ইতি। সা তু পর্যশ্রুমুখী সমভ্যধাৎ—'মা স্ম নাথ মৎকৃতেঽধ্যবস্যঃ সাহসম্। যস্ত্বমুত্তমাৎসার্থবাহার্থদাসাদুৎপদ্য কোশদাস ইতি গুরুভিরভিহিতনামধেয়ঃ পুনর্মদত্যাসঙ্গাদ্বেশদাস ইতি দ্বিষদ্ভিঃ প্রখ্যাপিতোঽসি তস্মিংস্ত্বয্যুপরতে যদ্যহং জীবেয়ং নৃশংসো বেশ ইতি সমর্থয়েয়ং লোকবাদম্। অতোঽদ্যৈব নয় মামীপ্সিতং দেশম্' ইতি।

স তু মামভ্যধত্ত—'ভদ্র ভবদদৃষ্টেষু রাষ্ট্রেষু কতমৎসমৃদ্ধং সম্পন্নসস্যং সৎপুরুষভূয়িষ্ঠং চ' ইতি। তমহমীষদ্বিহস্যাব্রবম্—'ভদ্র বিস্তীর্ণেয়মর্ণবাম্বরা। ন পর্যন্তোঽস্তি স্থানস্থানেষু রম্যাণাং জনপদানাম্; অপি তু ন চেদিহ যুবয়োঃ সুখনিবাসকারণং কমপ্যুপায়মুৎপাদয়িতুং শক্নুয়াং ততোঽহমেব ভবেয়মধ্বদর্শী' ইতি। তাবত্তোদৈরত রণিতানি মণিনূপুরাণাম্। অথাসৌ জাতসম্ভ্রমা 'প্রাপ্তৈবেয়ং ভর্তৃদারিকা কন্দুকাবতী কন্দুকক্রীড়িতেন দেবীং বিন্ধ্যবাসিনীমারাধয়িতুম্। অনিষিদ্ধদর্শনা চেয়মস্মিন্কন্দু-

কোৎসবে। সফলমস্তু যুষ্মচ্চক্ষুঃ। আগচ্ছতং দ্রষ্টুম্। অহমস্যাঃ সকাশবর্তিনী ভবেয়ম্' ইত্যযাসীৎ। তামন্বয়াব চাবাম্।

মহতি রত্নরঙ্গপীঠে স্থিতাং প্রথমং তাম্রোষ্ঠীমপশ্যাম্। অতিষ্ঠচ্চ সা সদ্য এব মম হৃদয়ে। নময়াহন্যেন বাহ্বন্তরালে দৃষ্টা। চিত্রীয়াবিষ্টচিতশ্চাচিন্তয়ম্—'কিমিয়ং লক্ষ্মীঃ। ন হি ন হি। তস্যাঃ কিলহস্তে বিন্যস্তং কমলম্, অস্যাস্তু হস্ত এব কমলম্। ভুক্তপূর্বা চ সা পুরাতনেন পুংসা পূর্বরাজৈশ্চ, অস্যাঃ পুনরনবদ্যমযাতযামং চ যৌবনম্' ইতি চিন্তয়ত্যেব ময়ি সাহনঘসর্বগাত্রী ব্যত্যস্তহস্তপল্লবাগ্রস্পৃষ্টভূমিরালোলনীলকুটিলালকা সবিভ্রমং ভগবতীমভিবন্দ্য কন্দুকমমন্দরাগরূষিতাক্ষমনঙ্গমিবালম্বত। লীলাশিথিলং চ ভূমৌ মুক্তবতী। মন্দোত্থিতং চ কিঞ্চিৎকুঞ্চিতাঙ্গুষ্ঠেন প্রসৃতকোমলাঙ্গুলিনা পাণিপল্লবেন সমাহত্যা হস্তপৃষ্ঠেন চোল্লীয়, চটুল দৃষ্টিলাঞ্ছিতং স্তবকমিব ভ্রমরমালানুবিদ্ধমবপতন্ত-মাকাশ এবাগ্রহীৎ। অমুঞ্চচ্চ। মধ্যাবিলম্বিতলয়ে দ্রুতলয়ে মৃদ্বমৃদু চ প্রহরন্তী তৎক্ষণং চূর্ণপদমদর্শয়ৎ। প্রশান্তং চ তং নির্দয়প্রহারৈরুদপাতয়ৎ। বিপর্যয়েণ চ প্রাশময়ৎ। পক্ষমুজবাগতং চ বামদক্ষিণাভ্যাং করাভ্যাং পর্যায়েণাভিঘ্নতী শকুন্তমিবোদস্থাপয়ৎ। দূরোত্থিতং চ প্রপতন্তমাহত্য গীতমার্গমারচয়ৎ। প্রতিদিশং চ গময়িত্বা প্রত্যাগময়ৎ।

এবমনেককরণমধুরং বিহরন্তী রঙ্গগতস্য রক্তচেতসো জনস্য প্রতিক্ষণমুচ্চাবচাঃ প্রশংসাবাচঃ প্রতিগৃহ্নতী, তৎক্ষণারূঢ়বিশ্রম্ভং কোশদাসসমংসেহবলম্ব্য কণ্টকিতগণ্ডমুৎ-ফুল্লেক্ষণং চ ময্যভিমুখীভূয় তিষ্ঠতি তৎপ্রথমাবতীর্ণকন্দর্পকারিতকটাক্ষদৃষ্টিস্তদনুমার্গ-বিলসিতলীলাঞ্চিতভ্রূলতা, শ্বাসানিলবেগান্দোলিতৈর্দন্তচ্ছদরশ্মিজালৈর্লীলাপল্লবৈরিব মুখকমলপরিমলগ্রহণলোলানলিনস্তাড়যন্তী, মণ্ডলভ্রমণেষু কন্দুকস্যাতিশীঘ্রপ্রচারিতয়া বিশন্তীব মদ্দর্শনলজ্জয়া পুষ্পময়ং পঞ্জরম্, পঞ্চবিন্দু প্রসৃতেষু পঞ্চাপি পঞ্চবাণ-বাণানুগপদিবাভিপততস্ত্রাসেনাদ্ঘট্টয়ন্তী, গোমূত্রিকাপ্রচারেষু ঘনদর্শিতরাগবিভ্রমা বিদ্যুল্লতামিব বিড়ম্বয়ন্তী, ভূষণমণিরণিতদত্তলয়সংবাদিপাদচারম্, অপদেশস্মিতপ্রভাভিন-ষিক্তবিম্বাধরম্ অংসস্রংসিতপ্রতিসমাহিতশিখণ্ডভারম্, সমাঘট্টক্বণিতরত্নমেখলাগুণম্, অঞ্চিতোত্থিতপৃথুনিতম্বলম্বিবিচলদংশুকোজ্জ্বলম্, আকুঞ্চ্য প্রসৃতবেল্লিতভুজলতাভি-হতললিতকন্দুকম্, আবর্জিতবাহুপাশম্, পরিবর্তিতত্রিকবিলগ্নলোলকুণ্ডলম্, অব-লগিতকর্ণপূরকনকপত্রপ্রতিসমাধানশীঘ্রতানতিক্রমিতপ্রকৃতক্রীড়ম্, অসকৃদুৎক্ষিপ্যমাণ-হস্তপাদবাহ্যাভ্যন্তরভ্রান্তকন্দুকম্, অবনবনোন্নমনৈরন্তর্নষ্টদৃষ্টমধ্যযষ্টিকম্, অব-পতনোৎপতননির্বিপর্যস্তমুক্তাহারম্, অঙ্কুরিতধর্মসলিলদূষিতকপোলপত্রভঙ্গশোষণাধিকৃত শ্রবণপল্লবানিলম্, আগলিতস্তনতটাংশুকনিয়মনব্যাপৃতৈকপাণিপল্লবং চ নিষদ্যোত্থায় নিমীল্যোন্মীল্য স্থিত্বা গত্বা চৈবাতিচিত্রং পর্যক্রীড়ত রাজকন্যা। অভিহত্য ভূতলাকা-শয়োরপি ক্রীড়ান্তরাণি দর্শনীয়ান্যেকেনৈবানেকেনেব কন্দুকেনাদর্শয়ৎ। চন্দ্রসেনা-দিভিশ্চ প্রিয়সখীভিঃ সহ বিহৃত্য বিহৃতান্তে চাভিবন্দ্য দেবী মনসা মে সানুরাগেণেব পরিজনেন চানুগম্যমানা, কুবলয়শরমিব কুসুমশরস্য ময্যপাঙ্গং সমর্পয়ন্তী, সাপদেশমস-কৃদাবর্ত্যমানবদনচন্দ্রমণ্ডলতয়া স্বহৃদয়মিব মৎসমীপে প্রেরিতং প্রতিনিবৃত্তং নবেত্যালো-কয়ন্তী সহ সখীভিঃ কুমারীপুরমগমৎ।

অহং চানঙ্গবিহ্বলঃ স্ববেশ্ম গত্বা কোশদাসেন যত্নবদত্যুদারং স্নানভোজনাদিকমনুভাবি-তোঽস্মি। সায়ং চোপসৃত্য চন্দ্রসেনা রহসি মাং প্রণিপত্য পত্যুরংসমংসেন প্রণয়পেশল-মাঘট্টয়ন্ত্যুপাবিশৎ। আচষ্ট চ হৃষ্টঃ কোশদাসঃ—'ভূয়াসমেবং যাবদায়ুরায়তাক্ষি ত্বং-

প্রসাদস্য পাত্রম্' ইতি। ময়া তু সস্মিতমভিহিতম্—'সখে কিমেতদাশাস্যম্। অস্তি কিঞ্চিদঞ্জনম্। অনয়া তদক্তনেত্রয়া রাজসুনুরুপাস্থিতো বানরীমিবেনাং দ্রক্ষ্যতি বিরক্তশ্চৈনাং পুনস্ত্যক্ষ্যতি' ইতি। তয়া তু স্মেরয়াহস্মি কথিতঃ—'সোঽয়মার্যেণাজ্ঞাকরো জনোঽত্যর্থমনুগৃহীতঃ যদস্মিন্নেব জন্মনি মানুষং বপুরানীয় বানরীকরিষ্যতে। তদাস্তামিদম্। অন্যথাঽপি সিদ্ধং নঃ সমীহিতম্। অন্য খলু কন্দুকোৎসবে ভবন্তমবহসিতমনোভবাকারমভিলষন্তী রোষাদিব শম্বরদ্বিষাহতমাত্রমায়াস্যতে রজপুত্রী। সোঽয়মর্থো বিদিতভাবয়া ময়া স্বমাত্রে তয়া চ তন্মাত্রে মহিষ্যা চ মনুজেন্দ্রায় নিবেদয়িষ্যতে। বিদিতার্থস্তু পার্থিবস্ত্বয়া দুহিতুঃ পাণিং গ্রাহয়িষ্যতি। ততশ্চ ত্বদনুজীবিনা রাজপুত্রেণ ভবিতব্যম্। এব হি দেবতাসমাদিষ্টো বিধিঃ। ত্বদায়ত্তে চ রাজ্যে নালমেব ত্বমতিক্রম্য মামবরোদ্ধুং ভীমধন্বা। তৎসহ্যতাময়ং ত্রিচতুরাণি দিনানি' ইতি। মামামন্ত্র্য প্রিয়ং চোপগুহ্য প্রত্যযাসীৎ।

মম কোশদাসস্য চ তদুক্তানুসারেণ বহু বিকল্পয়তোঃ কথঞ্চিদক্ষীয়ত ক্ষপা। ক্ষপান্তে চ কৃতযথোচিতনিয়মস্তমেব প্রিয়াদর্শনসুভগমুদ্যানোদ্দেশমুপগতোঽস্মি। তত্রৈব চোপসৃত্য রাজপুত্রো নিরভিমানমনুকুলাভিঃ কথাভির্মামনুবর্তমানো মুহূর্তমাস্ত। নীত্বা চোপকার্যামাত্মসমেন স্নানভোজনশয়নাদিব্যতিকরেণোপাচরৎ। তদুপগতং চ স্বপ্নেননানুভূয়মানপ্রিয়াদর্শনালিঙ্গনসুখমায়সেন নিগড়েনাতিবলবদ্বহুপুরুষৈঃ পীবরভুজদণ্ডোপরুদ্ধমবন্ধয়ন্মাম্। প্রতিবুদ্ধং চ সহসা সমভ্যাধাৎ-'অয়ি দুর্মতে শ্রুতমালপিতং হতায়াশ্চন্দ্রসেনায়া জালরন্ধ্রনিঃসৃতং তচ্চেষ্টাববোধপ্রযুক্তয়াঽনয়াকুব্জয়া। ত্বং কিলাভিলষিতো বরাক্যা কন্দুকাবত্যা, তব কিলানুজীবিনো ময়া স্থেয়ং, তদ্বচঃ কিলানতিক্রমতা ময়া চন্দ্রসেনা কোশদাসায় দাস্যতে' ইত্যুক্ত্বা পার্শ্বচরং পুরুষমেকমালোক্যাকথয়ৎ—'প্রক্ষিপৈনং সাগরে' ইতি। স তু লব্ধরাজ্য ইবাতিহৃষ্টঃ 'দেব যদাজ্ঞাপয়সি' ইতি যথাদিষ্টমকরোৎ। অহং তু নিরালম্বনো ভুজাভ্যামিতস্ততঃ স্পন্দমানঃ কিমপি কাষ্ঠং দৈবদত্তমুরসোপশ্লিষ্য তাবদপ্লোষি যাবদপাসরদ্বাসরঃ শর্বরী চ সর্বা। প্রত্যুষস্যাদৃশ্যত কিমপি বহিত্রম্। অমুত্রাসন্যবনাঃ। তে মামুদ্ধৃত্য রামেষুনাম্নে নাবিকনায়কায় কথিতবন্তঃ—'কোঽপ্যয়মায়সনিগড়বন্ধ এব জলে লব্ধঃ পুরুষঃ। সোঽয়মপি সিঞ্চেৎসহস্রং দ্রাক্ষাণাং ক্ষণেনৈকেন' ইতি।

অস্মিন্নেব ক্ষণে নৈকনৌকাপরিবৃতঃ কোঽপি মদ্গুরভ্যধাবৎ। অবিভয়ুর্যবনাঃ। তাবদতিজবা নৌকাঃ শ্বান ইব বরাহমস্মৎপোতং পর্যরুৎসত। প্রাবর্তত চ সম্প্রহারঃ। পরাজায়িষত যবনাঃ। তানহমগতীনবসীদতঃ সমাশ্বাস্যালপিষম্—'অপনয়ত মে নিগড়বন্ধনম্। অয়মহমবসাদয়ামি বঃ সপত্নান্' ইতি। অমী তথাঽকুর্বন্। সর্বাংশ্চ তান্প্রতিভটান্ভল্লবর্ষিণা ভীমটং কৃতেন শার্ঙ্গেণ লবলবীকৃতাঙ্গানকার্ষম্। অবপ্লুত্য হতবিধ্বস্তযোধমস্মৎপোতসংসক্তপোতমমুত্র নাবিকনায়কমনভিসরমভিপত্য জীবগ্রাহমগ্রহীষম্। অসৌ চাসীৎ স এব ভীমধন্বা। তং চাহমববুধ্য জাতব্রীড়ম্—'তাত কিং দৃষ্টানি কৃতান্তবিলসিতানি' ইতি। তে তু সাংযাত্রিকা মদীয়েনৈব শৃঙ্খলেন তমতিগাঢ়ং বদ্ধ্বা হর্ষকিলকিলারবমকুর্বন্মাং চাপূজয়ন্।

দুর্বারা তু সা নৌরননুকুলবাতনুন্না দূরমভিপত্য কমপি দ্বীপং নিবিড়মাশ্লিষ্টবতী। তত্র চ স্বাদু পানীয়মেধাংসি কন্দমূলফলানি চ সংজিঘৃক্ষবো গাঢ়পাতিতাশিলাবলয়মবাতরাম। তত্র চাসীন্মহাশৈলঃ। সোঽহম্—'অহো রমণীয়োঽয়ং পর্বতনিতম্বভাগঃ'

কান্ততরেয়ং গন্ধপাষাণবত্যুপত্যকা, শিশিরমিদমিন্দীবরারবিন্দমকরন্দবিন্দুচন্দ্রকোত্তরং গোত্রবারি, রম্যোঽয়মনেকবর্ণকুসুমমঞ্জরীমঞ্জুলতরস্তরুবনাভোগঃ' ইত্যতৃপ্ততরয়া দৃশা বহুবহু পশ্যন্নলক্ষিতাধ্যারূঢক্ষোণীধরশিখরঃ শোণীভূতমূৎপ্রভাভিঃ পদ্মরাগসোপানশিলাভিঃ কিমপি নালীকপরাগধূসরং সরঃ সমধ্যগমম্। তত্র স্নাতশ্চ কাংশ্চিদমৃতস্বাদূন্বিসভঙ্গানাস্বাদ্য, অংসলগ্নকহ্লারস্তীরবর্তিনা কেনাপি ভীমরূপেণ ব্রহ্মরাক্ষসেনাভিপত্য 'কোঽসি, কুতস্ত্যোঽসি' ইতি নির্ভৎসয়তাঽভ্যধীয়ে। নির্ভয়েন চ ময়া সোঽভ্যধীয়ত—'সৌম্য সোঽহমস্মি দ্বিজন্মা। শত্রুহস্তাদর্ণবম্, অর্ণবাদ্যবননাবম্, যবননাবশ্চিত্রগ্রাবাণসেনং পর্বতপ্রবরং গতো যদৃচ্ছয়াঽস্মিন্সরসি বিশ্রান্তঃ। ভদ্রং তব' ইতি। ময়োক্তম্—'পৃচ্ছা তাবৎ ভবতু' ইতি। অথাবয়োরেকয়ার্যয়াসীৎসংলাপঃ—

কিং ক্রূরং স্ত্রীহৃদয়ং কিং গৃহিণঃ প্রিয়হিতায় দারগুণাঃ।
কঃ কামঃ সংকল্পঃ কিং দুষ্করসাধনং প্রজ্ঞা॥

'তত্র ধূমিনীগোমিনীনিম্ববতীনিতম্ববত্যঃ প্রমাণম্'। ইত্যুপদিষ্টো ময়া সোঽব্রূত—'কথয় কীদৃশ্যস্তাঃ' ইতি। অত্রোদাহরম্—

'অস্তি ত্রিগর্তো নাম জনপদঃ। তত্রাসন্গৃহিণস্ত্রয়ঃ স্ফীতসারধনাঃ সোদর্যা ধনকধান্যকধন্যকাখ্যাঃ। তেষু জীবৎসু ন ববর্ষ বর্ষাণি দ্বাদশ দশশতাক্ষঃ। ক্ষীণসারং সস্যং, ওষধ্যো বন্ধ্যাঃ, ন ফলবন্তো বনস্পতয়ঃ, ক্লীবা মেঘাঃ, ক্ষীণস্রোতসঃ স্রবন্ত্যঃ, পঙ্কশেষাণি পল্বলানি, নির্নিস্যন্দান্যুৎসমণ্ডলানি, অবহীনাঃ কথাঃ গলিতাঃ কল্যাণোৎসবক্রিয়াঃ, বহুলীভূতানি তস্করকুলানি, অন্যোন্যমক্ষয়ন্প্রজাঃ, পর্যলুঠন্নিতস্ততো বলাকাপাণ্ডুরাণি নরশিরঃকপালানি পর্যহিণ্ডন্ত শুষ্কাঃ কাকমণ্ডল্যঃ, শূন্যীভূতানি নগরগ্রামখর্বটপুটভেদনাদীনি। ত এতে গৃহপতয়ঃ সর্বধান্যনিচয়মুপযুজ্যাজাবিকং গবলগণং গবাং যূথং দাসীদাসজনমপত্যানি জ্যেষ্ঠমধ্যমভার্যে চক্রমেণভক্ষয়িত্বা কনিষ্ঠভার্যা ধূমিনী শ্বো ভক্ষণীয়া' ইতি সমকল্পয়ন্। অথ কনিষ্ঠো ধন্যকঃ প্রিয়াং স্বামত্তুমক্ষমস্তয়া সহ তস্যামেব নিশ্যপাসরৎ।

মার্গক্লান্তাং চোদ্বহন্বনং জগাহে স্বমাংসাসৃগপনীতক্ষুৎপিপাসাং তাং নয়ন্নন্তরে কমপি নিকৃত্তপাণিপাদকর্ণনাসিকমবনিপৃষ্ঠে বিচেষ্টমানং পুরুষমদ্রাক্ষীৎ। তমপ্যার্দ্রাশয়ঃ স্কন্ধেনোদ্বহন্কন্দমূলমৃগবহুলে গহনোদ্দেশে যত্নরচিতপর্ণশালশ্চিরমবসৎ। অমুং চ রোপিতব্রণমিঙ্গুদীতৈলাদিভিরামিষেণ শাকেনাত্মনির্বিশেষং পুপোষ। পুষ্টং চ তমুদ্রিক্তধাতুমেকদা মৃগান্বেষণায় চ প্রয়াতে ধন্যকে সা ধূমিনী রিরংসয়োপাতিষ্ঠৎ। ভর্ৎসিতাঽপি তেনবলাৎকারমরীরমৎ। নিবৃত্তং চ পতিমুদকাভ্যার্থিনম্ 'উদ্ধৃত্য কূপাৎপিব, রুজতি মে শিরঃ শিরোরোগঃ' ইত্যুদঞ্চনং সরজ্জুং পুরশ্চিক্ষেপ। উদঞ্চন্তং চ তং কূপাদপঃ ক্ষণাৎপৃষ্ঠতো গত্বা প্রণুনোদ। তং চ বিকলং স্কন্ধেনোদূহ্য দেশাদ্দেশান্তরং পরিভ্রমন্তী পতিব্রতাপ্রতীতিং লেভে বহুবিধাশ্চ পূজাঃ। পুনরবন্তিরাজনুগ্রহাদতিমহত্যা ভূত্যা ন্যবসৎ।

অথ পানীয়ার্থিসার্থজনসমাপত্তিদৃষ্টোদ্ধৃতমবন্তিষু ভ্রমন্তমাহারার্থিনং ভর্তারমুপলভ্য সা ধূমিনী 'যেন মে পতির্বিকলী কৃতঃ স দুরাত্মাঽয়ম্' ইতি তস্য সাধোশ্চিত্রবধমজ্ঞেনরাজ্ঞাসমাদেশয়াঞ্চকার। ধন্যকস্তু দত্তপশ্চাদ্বন্ধো বধ্যভূমিং নীয়মানঃ সশেষত্বাদায়ুষঃ 'যো ময়া বিকলীকৃতোঽভিমতো ভিক্ষুঃ স চেন্মে পাপমাচক্ষীত যুক্তো মে দণ্ডঃ' ইত্যদীনমধিকৃতং জগাদ। 'কো দোষঃ' ইত্যুপনীয় দর্শিতেঽস্মিন্সবিকলঃ

পর্যশ্রুঃ পাদসাধোস্তৎসুকৃতমসত্যাশ্চ তস্যাস্তথাভূতং দুশ্চরিতমার্যবুদ্ধিরাচচক্ষে। কুপিতেন রাজ্ঞা বিরূপিতমুখী সা দুষ্কৃতকারিণী কৃতা শ্বভ্যঃ পাচিকা। কৃতশ্চ ধন্যকঃ প্রসাদভূমিঃ। তদ্ব্রবীমি—'স্ত্রীহৃদয়ং ক্রূরম্' ইতি।

পুনরনুযুক্তো গোমিনীবৃত্তান্তমাখ্যাতবান্—'অস্তি দ্রবিড়েষু কাঞ্চী নাম নগরী। তস্যামনেককোটিসারঃ শ্রেষ্ঠিপুত্রঃ শক্তিকুমারো নামাসীৎ। সোঽষ্টাদশবর্ষদেশীয়শ্চিন্তামাপেদে—'নাস্ত্যদারাণামননুগুণদারাণাং বা সুখং নাম। তৎকথংনু গুণবদ্বিন্দেয়ং কলত্রম্' ইতি। অথ পরপ্রত্যয়াহৃতেষু দারেষু যাদৃচ্ছিকীং সম্পত্তিমনভিসমীক্ষ্য কার্তান্তিকো নাম ভূত্বা বস্ত্রান্তপিনদ্ধশালিপ্রস্থো ভুবং বভ্রাম। 'লক্ষণজ্ঞোঽয়ম্' ইত্যমুষ্মৈ কন্যাঃ কন্যাবন্তঃ প্রদর্শয়াংবভূবুঃ। যাং কাঞ্চিল্লক্ষণবতীং সবর্ণাং কন্যাং দৃষ্টবা স কিল স্ম ব্রবীতে—'ভদ্রে শক্নোষি কিমনেন শালিপ্রস্থেন গুণবদন্নমস্মানভ্যবহারয়িতুম্' ইতি। স হসিতাবধৃতো গৃহাদ্গৃহং প্রবিশ্যাভ্রমৎ।

একদা তু শিবিষু কাবেরীতীরপত্তনে সহ পিতৃভ্যামবসিতমহার্ঘমবশীর্ণভবনসারাং ধাত্র্যা প্রদর্শ্যমানাং কাঞ্চন বিরলভূষণাং কুমারীং দদর্শ। অস্যাং সংসক্তচক্ষুশ্চাতর্কয়ৎ—'অস্যাঃ খলু কন্যকায়াঃ সর্ব এবাবয়বা নাতিস্থূলা নাতিকৃশা নাতিহ্রস্বা নাতিদীর্ঘা ন বিকটা মৃজাবন্তশ্চ। রক্ততলাঙ্গুলী যবমৎস্যকমলকলশাদ্যনেকপুণ্যলেখালাঞ্ছিতৌ করৌ, সমগুল্ফসন্ধী মাংসলাবশিরালৌ চাঙ্ঘ্রী, জঙ্ঘে চানুপূর্ববৃত্তে, পীবরোরুগ্রস্তে ইব দুরুপলক্ষ্যে জানুনী, সকৃদ্বিভক্তশ্চতুরস্রঃ ককুন্দরবিভাগশোভী রথাঙ্গাকারসংস্থিতশ্চ নিতম্বভাগঃ, তনুতরমীষন্নিম্নং গম্ভীরং নাভিমণ্ডলম্, বলিত্রয়েণ চালংকৃতমুদরম্, উরোভাগব্যাপিনাবুন্মগ্নচুচুকৌ বিশালারম্ভশোভিনৌ পয়োধরৌ, ধনধান্যপুত্রভূয়স্ত্বচিহ্নলেখালাঞ্ছিততলে স্নিগ্ধোদগ্রকোমলনখমণী ঋজ্বনুপূর্ববৃত্তাম্রাঙ্গুলী সন্নতাংসদেশে সৌকুমার্যবত্যৌ নিমগ্নপর্বসন্ধী চ বাহুলতে, তন্বী কম্বুবৃত্তবন্ধুরা চ কন্ধরা, বৃত্তমধ্যবিভক্তরাগাধরম্ অসংক্ষিপ্তচারুচিবুকম্ আপূর্ণকঠিনগণ্ডামণ্ডলম্ অসংগতানুবক্রনীলস্নিগ্ধভ্রূলতম্ অনতিপ্রৌঢ়তিলকুসুমসদৃশনাসিকাম্ অসিতধবলরক্তত্রিভাগভাসুরমধুরাধীরসঞ্চারমন্থরায়তেক্ষণম্ ইন্দুশকলসুন্দরললাটম্ ইন্দ্রনীলশিলাকাররম্যালকপঙ্‌ক্তি দ্বিগুণকুণ্ডলিতম্লাননালীকনালললিতলম্বশ্রবণপাশযুগলমাননকমলম্, অনতিভঙ্গুরো বহুলঃ পর্যন্তেঽপ্যকপিলরুচিরায়ামবানেকৈকনির্গসমস্নিগ্ধনীলো গন্ধগ্রাহী চ মূর্ধজকলাপঃ। সেয়মাকৃতির্ন ব্যভিচরিত শীলম্। আসজ্জতি চ মে হৃদয়মস্যামেব। তৎপরীক্ষ্যৈনামুদ্বহেয়ম্। অবিমৃশ্যকারিণা হি নিয়তমনেকাঃ পতন্ত্যনুশয়পরম্পরা' ইতি স্নিগ্ধদৃষ্টিরাচষ্ট—'ভদ্রে, কচ্চিদস্তি কৌশলং শালিপ্রস্থেনানেন সম্পন্নমাহারমস্মানভ্যবহারয়িতুম্' ইতি।

ততস্তয়া বৃদ্ধদাসী সাকূতমালোকিতা। তস্য হস্তাৎপ্রস্থমাত্রং ধান্যমাদায় ক্বচিদলিন্দোদ্দেশে সুসিক্তসংমৃষ্টে দত্তপাদশৌচমুপাবেশয়ৎ। সা কন্যা তানুগন্ধশালীন্সংক্ষুদ্য মাত্রয়া বিশোষ্যাতপে মুহুর্মুহুঃ পরিবর্ত্য স্থিরসভায়াং ভূমৌ নালীপৃষ্ঠেন মৃদুমৃদু ঘট্টয়ন্তী তুষৈরখণ্ডৈস্তণ্ডুলান্পৃথক্চকার। জগাদ চ ধাত্রীম্—'মাতঃ, এভিস্তুষৈরর্থিনো ভূষণমৃজাক্রিয়াক্ষমৈঃ স্বর্ণকারাঃ। তেভ্য ইমান্দত্ত্বা লব্ধাভিঃ কাকিণীভিঃ স্থিরতরাণ্যনত্যার্দ্রাণি নাতিশুষ্কাণি কাষ্ঠানি মিতংপচাং স্থালীমুভে শরাবে চাহর' ইতি।

তথাকৃত তয়া তাংস্তণ্ডুলাননতিনিম্নোত্তানবিস্তীর্ণকুক্ষৌ ককুভোলূখলে লোহ-

পত্রবেষ্টিতমুখেন সমশরীরেণ বিভাব্যমানমধ্যতানবেন ব্যায়তেন গুরুণা খাদিরেণ মুসলেন চতুরললিতোৎক্ষেপণায়াসিতভুজমসকৃদঙ্গুলীভিরুদ্ধৃত্যোদ্ধৃত্যাবহত্য-শূর্পশোধিতকণকিংশারুকাংস্তণ্ডুলানসকৃদদ্ভিঃ প্রক্ষাল্য ক্বথিতপঞ্চগুণে জলে দত্তচুল্লী-পূজা প্রাক্ষিপৎ। প্রশ্লথাবয়বেষু প্রস্ফুরৎসু তণ্ডুলেষু মুকুলাবস্থামতিবর্তমানেষু সংক্ষিপ্যানলমুপহিতমুখপিধানয়া স্থাল্যাঽন্নমণ্ডমগালয়ৎ। দর্ব্যা চাবঘট্টামাত্রয়া পরিবর্ত্য সমপক্কেষু সিক্থেষু তাং স্থালীমধোমুখীমবার্তিষ্ঠিপৎ। ইন্ধনান্যন্তঃসারাণ্যম্ভসা সমভ্যুক্ষ্য প্রশমিতাগ্নীনি কৃষ্ণাঙ্গারীকৃত্য তদর্থিভ্যঃ প্রাহিণোৎ—'এভির্লব্ধ্বা কাকিণীর্দত্ত্বা শাকং ঘৃতং দধি তৈলমামলকং চিঞ্চাফলং চ যথালাভমানয়' ইতি।

তথাঽনুষ্ঠিতে চ তয়া দ্বিত্রানুপদংশানুপপাদ্য তদন্নমণ্ডমার্দ্রবালুকোপহিতন-বশরাবগতমতিমৃদুনা তালবৃন্তানিলেন শীতলীকৃত্য সলবণসম্ভারং দত্তাঙ্গারধূপবাসং চ সম্পাদ্য, তদপ্যামলকশ্লক্ষ্ণপিষ্টমুৎপলগন্ধি কৃত্বা ধাত্রীমুখেন স্নানায় তমচোদয়ৎ। তয়া চ স্নানশুদ্ধয়া দত্ততৈলামলকঃ ক্রমেণ সস্নৌ। স্নাতঃ সিক্তমৃষ্টে কুট্টিমে ফলকমারুহ্য পাণ্ডুহরিতস্য ত্রিভাগশেষলূনস্যাঙ্গণকদলীপলাশস্যোপরি শরাবদ্বয়ং দত্তমার্দ্রমভিমৃশন্নতিষ্ঠৎ।

সা তু তাং পেয়ামেবাগ্রে সমুপাহরৎ। পীত্বা চাপনীতাধবক্লমঃ প্রহৃষ্টঃ প্রক্লিন্নসকল-গাত্রঃ স্থিতোঽভূৎ। ততস্তস্য শাল্যোদনস্য দর্বীদ্বয়ং দত্ত্বা সর্পির্মাত্রাং সূপমুপদংশং চোপজহার। ইমং চ দধ্না চ ত্রিজাতকাবচূর্ণিতেন সুরভিশীতলাভ্যাং চ কালশেয়াকাঞ্জি-কাভ্যাংশেষমন্নমভোজয়ৎ। সশেষ এবান্ধস্যাসাবতৃপ্যৎ। অযাচত চ পানীয়ম্। অথ নবভৃঙ্গারসম্ভৃতমগুরুধূপধূপিতমভিনবপাটলাকুসুমবাসিতমুৎফুল্লোৎপলগ্রথিসৌরভং বারি নালীধারাত্মনা পাতয়াং বভূব। সোঽপি মুখোপহিতশরাবেণ হিমশিশিরকণক-রালিতারুণায়মানাক্ষিপক্ষ্মা ধারাবরাভির্নন্দিতশ্রবণঃ স্পর্শসুখোদ্ভিন্নরোমাঞ্চকর্কশক-পোলঃ পরিমলপ্রবালোৎপীড়ফুল্লঘ্রাণরন্ধ্রো মাধুর্যপ্রকর্ষাবর্জিতরসনেন্দ্রিয়স্তদচ্ছং পানীয়-মাকণ্ঠং পপৌ। শিরঃকম্পসংজ্ঞাবারিতা চ পুনরপরকলকেণাচমনমদত্ত কন্যা। বৃদ্ধয়া তু তদুচ্ছিষ্টমপোহ্য হরিতগোময়োপলিপ্তে কুট্টিমে স্বমেবোত্তরীয়কর্পট্য ব্যবধায় ক্ষণমশেত।

পরিতুষ্টশ্চ বিধিবদুপযম্য কন্যাংনিন্যে। নীত্বৈতদনপেক্ষঃ কামপি গণিকামবরোধম-করোৎ। তামপ্যাসৌ প্রিয়সখীমিবোপাচরৎ। পতিং চ দৈবতমিব মুক্ততন্দ্রা পর্যচরৎ। গৃহকার্যানি চাহীনমম্বতিষ্ঠৎ। পরিজনং চ দাক্ষিণ্যনিধিরাত্মাধীনমকরোৎ। তদ্‌গুণ-বশীকৃতশ্চ ভর্তা সর্বমেব কুটুম্বং তদায়ত্তমেব কৃত্বা তদেকাধীনজীবিতশরীরস্ত্রিবর্গং নির্বিবেশ। তদ্‌ব্রবীমি—'গৃহিণঃ প্রিয়হিতায় দারগুণা' ইতি।

ততস্তেনানুযুক্তো নিম্ববতীবৃত্তমাখ্যাতবান্—'অস্তি সৌরাষ্ট্রেষু বলভী নাম নগরী। তস্যাং গৃহগুপ্তনাম্নো গুহ্যকেন্দ্রতুল্যবিভবস্য নাবিকপতের্দুহিতা রত্নবতী নাম। তাং কিং মধুমত্যাঃ সমুপাগম্য বলভদ্রো নাম সার্থবাহপুত্রঃ পর্যনৈষীৎ। তয়াঽপি নববধ্বা রহসি রভসবিঘ্নিতসুরতসুখো ঝটিতি দ্বেষমল্পেতরং ববন্ধ। ন তাং পুনর্দ্রষ্টুমিষ্টবান্। তদ্‌গৃহাগমনমপি সুহৃদ্বাক্যশতাতিবর্তী লজ্জয়া পরিজহার। তাং চ দুর্ভগাং তদাপ্রভৃত্যেব 'নেয়ং রত্নবতী নিম্ববতী চেয়ম্' ইতি স্বজনঃ পরজনশ্চ পারিবভূব।

গতে চ কস্মিংশ্চিৎকালে সা স্বনুতপ্যমানা 'কা মে গতিঃ' ইতি বিমৃশন্তী কামপি বৃদ্ধপ্রব্রাজিকাং মাতৃস্থানীয়াং দেবশেষকুসুমৈরুপস্থিতামপশ্যৎ। তস্যাঃ পুরো রহসি

সকরুণং রুরোদ। তয়াহপ্যশ্রুমুখ্যা বহুপ্রকারমনুনীয় রুদিতকারণং পৃষ্টা ত্রপমাণাহপি কার্যগৌরবাৎকথংচিদব্রবীৎ—'অম্ব কিং ব্রবীমি দৌর্ভাগ্যং নাম জীবন্মরণমেবাঙ্গনানাং, বিশেষতশ্চ কুলবধূনাম্। তস্যাহমস্ম্যুদাহরণভূতা। মাতৃপ্রমুখোহপি জ্ঞাতিবর্গো মামবজ্ঞয়ৈব পশ্যতি। তেন সুদৃষ্টাং মাং কুরু। ন চেত্ত্যজেয়মদ্যৈব নিষ্প্রয়োজনান্প্রাণান্। আ বিরামাচ্চ মে রহস্যং নাশ্রাব্যম্' ইতি পাদয়োঃ পপাত। সৈনামুখাপ্যোদ্বাষ্পোবাচ—'বৎসে মা অধ্যবস্যঃ সাহসম্। ইয়মস্মি ত্বন্নিদেশবর্তিনী। যাবতি মমোপয়োগস্তব তাবতি ভবাম্যনন্যাধীনা। যদ্যেবাসি নির্বিণ্ণা তপশ্চর ত্বং মদধিষ্ঠিতা পারলৌকিকায় কল্যাণায়। নন্বয়মুদর্কঃ প্রাক্তনস্য দুষ্কৃতস্য যদনেনাকারেণেদৃশেন শীলেন জাত্যা চৈবংভূতয়া সমনুগতা সত্যকস্মাদেব ভর্তৃদ্বেষ্যতাং গতাহসি। যদি কশ্চিদস্ত্যুপায়ঃ পতিদ্রোহপ্রতিক্রিয়ায়ৈ, দর্শয়ামুম্। মতির্হি তে পটীয়সী' ইতি।

অথাহসৌ কথঞ্চিৎক্ষণমধোমুখী ধ্যাত্বা দীর্ঘোষ্ণশ্বাসপূর্বমবোচৎ—'ভগবতি পতিরেব দৈবতং বনিতানম্, বিশেষতশ্চ কুলজানাম্। অতস্তচ্ছুশ্রূষণাভ্যুপায়হেতুভূতং কিঞ্চিদাচরণীয়ম্। অস্ত্যস্মৎপ্রাতিবেশ্যো বণিক্। অভিজনেন বিভবেন রাজান্তরঙ্গভাবেন চ সর্বপৌরানতীত্য বর্ততে। তস্য কন্যা কনকবতী নাম মৎসমানরূপাবয়বা মমাতিস্নিগ্ধা সখী। তয়া সহ তদ্বিমানহর্ম্যতলে ততোহপি দ্বিগুণমণ্ডিতা বিহরিষ্যামি। ত্বয়া তু তন্মাতৃপ্রার্থনং সকরুণমভিধায় মৎপতিরেতদ্গৃহং কথঞ্চনানেয়ঃ। সমীপগতেষু চ যুষ্মাসু ক্রীড়ামত্তা নাম কন্দুকং ভ্রংশেয়েয়ম্। অথ তমাদায় তস্য হস্তে দত্ত্বা বক্ষ্যসি—'পুত্র, তবেয়ং ভার্যাসখী নিধিপতিদত্তস্য সর্বশ্রেষ্ঠিমুখ্যস্য কন্যা কনকবতী নাম। ত্বামিয়মনবস্থো নিষ্করুণশ্চেতি রত্নবতীনিমিত্তমত্যর্থং নিন্দতি। তদেষ কন্দুকো বিপক্ষধনং প্রত্যর্পণীয়ম্' ইতি। স তথোক্তো নিয়তমুন্মুখীভূয় তামেব প্রিয়সখীং মন্যমানো মাং, বদ্ধাঞ্জলিঃ যাচমানায়ৈ মহ্যং ভূয়স্ত্বৎপ্রার্থিতঃ সাভিলাষমর্পয়িষ্যতি। তেন রন্ধ্রেণোপশ্লিষ্য রাগমুজ্জ্বলীকৃত্য যথাহসৌ কৃতসংকেতো দেশান্তরমাদায় মাং গমিষ্যতি তথোপপাদনীয়ম্' ইতি।

হর্ষাভ্যুপেতয়া চানয়া তথৈব সম্পাদিতম্। অথৈতাং কনকবতীভি বৃদ্ধতাপসীবিপ্রলব্ধো বলভদ্রঃ সরত্নসারাভরণমাদায় নিশি নীরন্ধ্রে তমসি প্রাবসৎ। সা তু তাপসী বার্তামাপাদয়ৎ—'মন্দেন ময়া নির্নিমিত্তমুপেক্ষিতা রত্নবতী শ্বশুরৌ চ পরিভূতৌ সুহৃদশ্চাতিবর্তিতাঃ। তদত্রৈব সংসৃষ্টো জীবিতুং জিহ্রেমীতি বলভদ্রঃ পূর্বেদ্যুর্মামকথয়ৎ। নূনমসৌ তেন নীতা ব্যক্তিশ্চাচিরাদ্ভবিষ্যতি' ইতি। তচ্ছ্রুত্বা তদ্বান্ধবাস্তদন্বেষণং প্রতি শিথিলযত্নাস্তস্থুঃ। রত্নবতী তু মার্গে কাঞ্চিৎপণ্যদাসীং সংগৃহ্য তয়োহ্যমানপাথেয়াদ্যুপস্করা খেটকপুরমগমৎ। অমুত্র চ ব্যবহারকুশলো বলভদ্রঃ স্বল্পেনৈব মূলেন মহদ্ধনমুপার্জয়ৎ। পৌরাগ্রগণ্যশ্চাসীৎ। পরিজনশ্চ ভূয়ানর্থবশাৎসমাজগাম। ততস্তাং প্রথমদাসী 'ন কর্ম করোষি, দুষ্টং মুষ্ণাসি, অপ্রিয়ং ব্রবীষি' ইতি পুরুষমুক্ত্বা বহ্বতাড়য়ৎ।

চেটী তু প্রসাদকালোপাখ্যাতরহস্যাস্য বৃত্তান্তৈকদেশমাত্তরোষা নির্বিভেদ। তচ্ছ্রুত্বা তু লুব্ধেন দণ্ডবাহিনা পৌরবৃদ্ধসন্নিধৌ 'নিধিপতিদত্তস্য কন্যা কনকবতী মোষেণাপহৃত্যাস্মৎপুরে নিবসত্যেষ দুর্মতির্বলভদ্রঃ। তস্য সর্বস্বহরণং ন ভবদ্ভিঃ প্রতিবন্ধনীয়ম্' ইতি নিতরামভৎর্স্যত। ভীতং চ বলভদ্রমভিজগাদ রত্নবতী—'ন ভেতব্যম্। ব্রূহি—নেয়ং নিধিপতিদত্তকন্যা কনকবতী। বলভ্যামেব গৃহগুপ্তদুহিতা রত্নবতী

নামেয়ং দত্তা পিতৃভ্যাং ময়া চ ন্যায়োঢ়া। ন চেৎপ্রতীথ প্রণিধিং প্রহিণুতাস্যা বন্ধু-পার্শ্বম্' ইতি। বলভদ্রস্তু তথোক্তা শ্রেণীপ্রতিভাব্যেন তাবদেবাতিষ্ঠদ্যাবত্তৎপুর-লেখ্যলব্ধবৃত্তান্তো গৃহগুপ্তঃ খেটকপুরমাগত্য সহ জামাত্রা দুহিতরমতিপ্রীতঃ প্রত্যনৈষীৎ। তথা দৃষ্টবা রত্নবতী কনকবতীতি ভাবয়তস্তস্যৈব বলভদ্রস্যাতিবল্লভা জাতা। তন্ব্রবীমি—'কামো নাম সংকল্প' ইতি।

তদনন্তরমসৌ নিতম্ববতীবৃত্তান্তমপ্রাক্ষীৎ। সোঽহমব্রবম্—'অস্তি শূরসেনেষু মথুরা নাম নগরী। তত্র কশ্চিৎকুলপুত্রঃ কলাসু গণিকাসু চাতিরক্তঃ মিত্রার্থং স্বভুজমাত্র-নির্ব্যূঢ়ানেককলহঃ কলহকণ্টক ইতি কর্কশৈরভিখ্যাপিতাখ্যঃ প্রত্যবাৎসীৎ। স চৈকদা কস্যাচিদাগন্তোশ্চিত্রকরস্য হস্তে চিত্রপটঃ দদর্শ। তত্র কাচিদালেখ্যগতা যুবতিরালোক-মাত্রেণৈষ কলহকণ্টকস্য কামাতুরং চেতশ্চকার। স চ তমব্রবীৎ—'ভদ্র বিরুদ্ধমিবৈতৎ-প্রতিভাতি। যতঃ কুলজাদুর্লভং বপুঃ, আভিজাত্যশংসিনী চ নম্রতা, পাণ্ডুরা চ মুখচ্ছবিঃ, অনতিপরিভুক্তসুভগা চ তনুঃ, প্রৌঢ়তানুবিদ্ধা চ দৃষ্টিঃ। ন চৈষা প্রোষিত-ভর্তৃকা প্রবাসচিহ্নস্যৈকবেণ্যাদেরদর্শনাৎ। লক্ষ্ম চৈতদ্দক্ষিণপার্শ্ববর্তি। তদিয়ং বৃদ্ধস্য কস্যাচিদ্বণিজো নাতিপুংস্ত্বস্য যথার্হসম্ভোগালাভপীড়িতা গৃহিণী ত্বয়াঽতি-কৌশলাদ্যথাদৃষ্টমালিখিতা ভবিতুমর্হতি' ইতি।

স তমভিপ্রশস্যাশংসৎ—'সত্যমিদম্। অবন্তিপুর্যামুজ্জয়িন্যামনন্তকীর্তিনাম্নঃ সার্থবাহস্য ভার্যা যথার্থনামা নিতম্ববতী নামৈষা সৌন্দর্যবিস্মিতেন ময়ৈবমালিখিতা' ইতি। স তদেবোন্মনায়মানস্তদ্দর্শনায় পরিব্রাজোজ্জয়িনীম্। ভার্গবো নাম ভূত্বা ভিক্ষানিভেন তদ্গৃহং প্রবিশ্য তাং দদর্শ। দৃষ্টবা চাত্যারূঢমন্মথো নির্গত্য পৌরমুখ্যেভ্যঃ শ্মশানরক্ষামযাচত। অলভত চ। তত্র লব্ধৈশ্চ শবাবগুণ্ঠনপটাদিভিঃ কামপ্যার্হন্তিকাং নাম শ্রমণিকামুপাসাংচক্রে। তন্মুখেন চ নিতম্ববতীমুপাংশু মন্ত্রয়ামাস।

সা চৈনাং নির্ভৎর্সয়ন্তী প্রত্যাচচক্ষে। শ্রমণিকামুখাচ্চ দুষ্করশীলভ্রংশাং কুলস্ত্রি-য়মুপলভ্য রহসি দূতিকামশিক্ষয়ৎ—'ভূয়োঽপ্যুপতিষ্ঠ সার্থবাহভার্যাম্। ব্রূহি চোপহ্বরে, সংসারদোষদর্শনাৎসমাধিমাস্থায় মুমুক্ষমাণো মাদৃশো জনঃ ক্ক ঘটতে। এতদপি স্বমত্যুদারয়া সমৃদ্ধ্যা রূপেণাতিমানুষেণ প্রথমেন বয়সোপপন্নাং কিমিতর-নারীসুলভং চাপলং স্পৃষ্টং ন বেতি পরীক্ষা কৃতা। তুষ্টাঽস্মি তবৈবমদুষ্টভাবতয়া। ত্বামিদানীমুৎপন্নাপত্যাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি। ভর্তা তু ভবত্যাঃ কেনচিদ্ব্রহ্মণাধিষ্ঠিতঃ পাণ্ডুরোগদুর্বলো চাসমর্থঃ স্থিতোঽভূৎ। ন চ শক্যং তস্য বিঘ্নমপ্রতিকৃত্যাপত্যম-স্মাল্লব্ধুম্। অতঃ প্রসীদ। বৃক্ষবাটিকামেকাকিনী প্রবিশ্য মদুপনীতস্য কস্যাচিন্ম-ন্ত্রবাদিনশ্ছন্নমেব হস্তে চরণমর্পয়িত্বা তদভিমন্ত্রিতেন প্রণয়কুপিতা নাম ভূত্বা ভর্তার-মুরসি প্রহর্তুমর্হসি। উপর্যসাবুত্তমাধাতুপুষ্টিমূর্জিতাপত্যোৎপাদনক্ষমামাসা-দয়িষ্যতি! অনুবর্তিষ্যতে দেবীমিবাত্রভবতীম্। নাত্র শংকা কার্যা' ইতি।

সা তথোক্তা ব্যক্তমভ্যুপৈষ্যতি। নক্তং মাং বৃক্ষবাটিকাং প্রবেশ্য তামপি প্রবেশায়িষ্যসি। তাবতৈব ত্বয়াঽহমুগৃহীতো ভবেয়ম্' ইতি। সা তথৈবোপপাদিতবতী। সোঽতিপ্রীতস্তস্যামেব ক্ষপায়াং বৃক্ষবাটিকাগতো নিতম্ববতীং নির্গ্রন্থিকাপ্রযত্নেনোপ-নীতাং পাদে পরমমৃশন্নিব হেমনূপুরমেকমাক্ষিপ্য ছুরিকয়োরুমূলে কিঞ্চিদালিখ্য দ্রুততরমাপাসরৎ।

সা তু সান্দ্রত্রাসা স্বমেবদূর্নয়ং গর্হমাণা জিঘাংসন্তীব প্রমণিকাং তদ্ব্রণং ভবনদীর্ঘি-কায়াং প্রক্ষাল্য দত্ত্বা পটবন্ধনং সামযাপদেশাদরপংচাপনীয় নূপুরেশয়নপরা ত্রিচতুরাণি দিনান্যেকান্তে নিন্যে। স ধূর্তঃ 'বিক্রেষ্যে' ইতি তেন নূপুরেণ তমনন্তকীর্তি-মূপাসসাদ। স দৃষ্ট্বা 'মম গৃহিণ্যা এবৈষ নূপুরঃ কথয়মূপলব্ধস্ত্বয়া' ইতি তমব্রূ-বাণং নির্বন্ধেন পপ্রচ্ছ। স তু 'বণিগ্গ্রামস্যাগ্রে বক্ষামি' ইতি স্থিতোঽভূৎ। পুনরসৌ গৃহিণ্যৈ 'স্বনূপুরযুগলং প্রেষয়' ইতি সন্দিদেশ। সা চ সলজ্জং সসাধ্বসং চ 'অদ্য রাত্রৌ বিশ্রামপ্রবিষ্টায়াং বৃক্ষবাটিকায়াং প্রভ্রষ্টো মমৈকঃ প্রশিথিলবন্ধো নূপুরঃ। সোঽদ্যাপ্যন্বিষ্টো ন দৃষ্টঃ। স পুনরয়ং দ্বিতীয়ঃ' ইত্যপরং প্রাহিণোৎ। অনয়া চ বার্তয়াঽমুং পুরস্কৃত্য স বণিগ্বণিগ্জনসমাজমাজগাম।

স চানুযুক্তো ধূর্তঃ সবিনয়মাবেদয়ৎ—'বিদিতমেব খলু বো যথাঽহং যুষ্মদাজ্ঞয়া পিতৃবনমভিরক্ষ্য তদুপজীবী প্রতিবসামি। লুব্ধাশ্চ কদাচিন্মন্দদর্শনভীরবো নিশি দহেয়ুরপি শবানীতি নিশাস্বপি শ্মশানমধিশয়ে। অপরেদ্যুর্দগ্ধাদগ্ধং মৃতকং চিতায়াঃ প্রসভমাকর্ষন্তী শ্যামাকারাং নারমিপশ্যম। অর্থলোভাত্তু নিগৃহ্য ভয়ং সা সংগৃহীতা। শস্ত্রিকয়োরুমূলে যদৃচ্ছয়া কিঞ্চিদুল্লিখিতম্। এষ চ নূপুরশ্চরণা-দাক্ষিপ্তঃ। তাবত্যেব দ্রুতগতিঃ সা পলায়িষ্ট। সোঽয়মস্যাগমঃ। পরং ভবন্তঃ প্রমাণম্' ইতি। বিমর্শ চ তস্যাঃ শাকিনীত্বমৈকত্যেন পৌরণামভিমতমাসীৎ। ভর্ত্রা চ পরিত্যক্তা তস্মিন্নেব শ্মশানে বহু বিলপ্য পাশেনোদ্বধ্য মর্তুকামা তেন ধূর্তেন নক্ত-মগৃহ্যত। অনুনীতা চ—'সুন্দরী ত্বদাকারোন্মাদিতেন ময়া ত্বদাবর্জনে বহূনুপায়ান্বি-ক্ষ্য কীমুখেনোপন্যস্য তেষ্বসিদ্ধেষু পুনরয়মুপায়ো যাবজ্জীবমসাধারণীকৃত্য রন্তুমা-চরিতঃ। তৎপ্রসীদানন্যশরণায়স্মৈ দাসজনায়' ইতি মুহুর্মুহুশ্চরণয়োর্নিপত্য প্রযুজ্য সান্ত্বশতানি তামগত্যন্তরামাত্মবশ্যামকরোৎ। তদিদমুক্তম্—'দুষ্করসাধনং প্রজ্ঞা' ইতি।

স চেদমাকর্ণ্য ব্রহ্মরাক্ষসো মামপূপুজৎ। অস্মিন্নেব ক্ষণে নাতিপ্রৌঢ়পুন্নাগমু-কুলস্থূলানি মুক্তাফলানি সহ সলিলবিন্দুভিরম্বরতলাদপতন্। অহং তু 'কিং স্বিদম্' ইত্যচক্ষুরালোকয়ন কমপি রাক্ষসং কাঞ্চিদঙ্গনাং বিচেষ্টমানগাত্রীমাকর্ষন্তমপশ্যম্। কথমপহরত্যকামামপি স্ত্রিয়মনাচারো নৈর্ঋতঃ ইতি গগনগমনমন্দশক্তিরশস্ত্রশ্চাতপ্যে।

স তু মৎসবন্ধী ব্রহ্মরাক্ষসঃ 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ পাপ, ক্বাপহরসি' ইতি ভৎর্সয়ন্নুত্থায় রাক্ষসেন সমসৃজ্যত। তাং তু রোষাদনপেক্ষাপাবিদ্ধামমরবৃক্ষমঞ্জরীমিবান্তরিক্ষাদা-পতন্তীমুন্মুখপ্রসারিতোভয়করঃ করাভ্যামগ্রহীষম্। উপগৃহ্য চ বেপমানাং সংমীলি-তাক্ষীং মদঙ্গস্পর্শসুখেনোদ্ভিন্নরোমাঞ্চাং তাদৃশীমেব তামনবতারয়ন্নতিষ্ঠম্। তাবত্তা-বুভাবপি শৈলশৃঙ্গৈঃ পাদপৈশ্চ রভসোন্মূলিতৈর্মুষ্টিপাদপ্রহারৈশ্চ পরস্পরমক্ষপয়ে-তাম্। পুনরহমতিমৃদূনি পুলিনবতি কুসুমলবলাঞ্ছিতে সরস্তীরেঽবরোপ্য সস্পৃহং নির্বর্ণয়ংস্তাং মৎপ্রাণৈকবল্লভাং রাজকন্যাং কন্দুকাবতীমলক্ষয়ম্।

সা হি ময়া সমাশ্বাস্যমানা তির্যঙ্ মামভিনিরূপ্য জাতপ্রত্যভিজ্ঞা সকরুণমরোদীৎ। অবাদীচ্চ—'নাথ ত্বদ্দর্শনাদুপোঢ়রাগা তস্মিন্ কন্দুকোৎসবে পুনঃ সখ্যা চন্দ্রসেনয়া ত্বৎ-কথাভিরেব সমাশ্বাসিতাঽস্মি। তং কিল সমুদ্রমধ্যে মজ্জিতঃ পাপেন মদ্ভ্রাত্রা ভীমধন্বনা ইতি শ্রুত্বা সখীজনং পরিজনং চ বঞ্চয়িত্বা জীবিতং জিহাসুরেকাকিনী ক্রীড়াবমুপাগ-মম্। তত্র চ মামচকমত কামরূপ এষ রাক্ষসাধমঃ। সোঽয়ং ময়া ভীতয়াঽবধূতপ্রার্থনঃ স্ফুরন্তী মাং নিগৃহ্যাভ্যধাবৎ। অত্রৈবমবসিতোঽভূৎ। অহং চ দৈবাত্তবৈব জীবিতে-

শস্য হস্তে পতিতা। ভদ্রং তব' ইতি।

শ্রুত্বা চ তয়া সহাবরুহ্য নাবমধ্যারোহম্। মুক্তা চ নৌঃ প্রতিবাতপ্রেরিতা তামেব দামলিপ্তাং প্রত্যুপাতিষ্ঠৎ। অবরূঢ়াশ্চ বয়মশ্রমেণ। 'তনয়স্য চ তনয়ায়াশ্চ নাশাদনন্যাপত্যস্তুঙ্গধন্বা সুহ্মপতির্নিষ্কলঃ স্বয়ং সকলত্র এব নিষ্কলঙ্কগঙ্গারোধস্যনশনেনোপরন্তুং প্রতিষ্ঠতে। সহ তেন মর্তুমিচ্ছত্যনন্যনাথোঽনুরক্তঃ পৌরবৃদ্ধলোকঃ'। ইত্যশ্রৌষম্ মুখীনাং প্রজানামাক্রন্দমশৃণুম। অথাহমস্মৈ রাজ্ঞে যথাবৃত্তমাখ্যায় তদপত্যদ্বয়ং প্রত্যর্পিতবান্। প্রীতেন তেন জামাতা কৃতোঽস্মি দামলিপ্তেশ্বরেণ। তৎপুত্রো মদনুজীবী জাতঃ। মদাজ্ঞপ্তেন চামুনা প্রাণবদুজ্ঝিতা চন্দ্রসেনা কোশদাসমভজৎ। ততশ্চ সিংহবর্মসাহায্যার্থমত্রাগত্য ভর্তুস্তব দর্শনোৎসবসুখমনুভবামি' ইতি।

শ্রুত্বা 'চিত্রেয়ং দৈবগতিঃ। অবসরেষু পুষ্কলঃ পুরুষকারঃ'। ইত্যভিধায় ভূয়ঃ স্মিতাভিষিক্তদন্তচ্ছদো মন্ত্রগুপ্তে হর্ষোৎফুল্লং চক্ষুঃ পাতয়ামাস দেবো রাজবাহনঃ। স কিল করকমলেন কিঞ্চিৎসংবৃতাননো ললিতবল্লভারভসদত্তদন্তক্ষতব্যসনবিহ্বলাধরমণির্নিরোষ্ঠ্যবর্ণমাত্মচরিতমাচচক্ষে—

॥ ইতি শ্রীদণ্ডিনঃ কৃতৌ দশকুমারচরিতে মিত্রগুপ্তচরিতং নাম ষষ্ঠোচ্ছ্বাসঃ ॥

× × × × × × × × × × × × সপ্তমোচ্ছ্বাস × × × × × × × × × × × ×

রাজাধিরাজনন্দন নগরন্ধ্রগতস্য তে গতিং জ্ঞাস্যন্নহং চ গতঃ কদাচিৎকলিঙ্গান্। কলিঙ্গনগরস্য নাত্যাসন্নসংস্থিতজনদাহস্থানসংসক্তস্য কস্যাচিৎকান্তারধরণিজস্যাস্তীর্ণসরসকিসলয়সংস্তরে তলে নিষদ্য নিদ্রালীঢ়দৃষ্টিরশয়িষি। গলতি চ কালরাত্রিশিখণ্ডজালকান্ধকারে চলিতরক্ষসি ক্ষরিতনিহারে নির্জানলয়নিলীনানিঃশেষজনে নিতান্তশীতে নিশীথে ঘনতররসালশাখান্তরালনিহর্রাদি নেত্রনির্গসনীং নিদ্রাং নিগৃহ্ণৎ কর্ণদেশং গতং 'কথং খলেনানেন দগ্ধসিদ্ধেন রিরংসাকালে নিদেশং দিৎসতা জন এষ রাগেণানর্গলেনার্দিত ইত্থং খিলীকৃতঃ। ক্রিয়েতাস্যাণকনরেন্দ্রস্য কেনচিদনন্তশক্তিনা সিদ্ধ্যন্তরায়ঃ' ইতি কিংকরস্য কিংকর্যাশ্চাতিকাতরং রটিতাং। তদাকর্ণ্য 'ক এষঃ সিদ্ধঃ কা চ সিদ্ধিঃ কি চানেন কিংকরেন করিষ্যতে' ইতি দিদৃক্ষাক্রান্তহৃদয়ঃ কিংকরগতয়া দিশা কিঞ্চিদন্তরং গতস্তরলতরনরাস্থিশকলরচিতালংকারাক্রান্তকায়ং দহনদগ্ধকাষ্ঠনিষ্ঠাঙ্গাররজঃকৃতাঙ্গরাগং তড়িল্লতাকারজটাধরং হিরণ্যরেতস্যরণ্যচক্রান্ধকাররাক্ষসে ক্ষণক্ষণগৃহীতেনানেন্ধনগ্রাসচঞ্চদর্চিষি দক্ষিণেতরেণ করেন তিলসিদ্ধার্থকাদীন্নিরন্তরচটচটায়িতানাকিরন্তং কঞ্চিদদ্রাক্ষং।

তস্যাগ্রে স কৃতাঞ্জলিঃ কিংকরঃ 'কিং করণীয়ং, দীয়তাং নিদেশঃ' ইত্যতিষ্ঠৎ। আদিষ্টচায়ং তেনাতিনিকৃষ্টাশয়েন 'গচ্ছ কলিঙ্গরাজস্য কর্দনস্য কন্যাং কনকলেখাং কন্যাগৃহাদিহানয়' ইতি। স চ তথাঽকার্ষীৎ। ততশ্চ তাং ত্রাসেনালঘীয়সাঽস্রজর্জরেণ চ কণ্টেন রণরণিকাগৃহ্ণীতেন চ হৃদয়েন 'হা তাত হা জননি' ইতি ক্রন্দতীং কীর্ণম্লানশেখরস্রজি শীর্ণনহনে শিরসিজানাং সঞ্চয়ে নিগৃহ্যাসিনা শিলাশিতেন শিরশ্চিকর্তিষয়াঽচেষ্টত। ঝটিতি চাচ্ছিদ্য তস্য হস্তাত্তাং শাস্ত্রিকং তয়া নিকৃত্য তচ্ছিরঃ সজটাজালং নিকটস্থস্য কস্যাচিজ্জীর্ণসালস্য স্কন্ধরন্ধ্রে ন্যধিষি।

তন্নিধ্যায় হৃষ্টতরঃ স রাক্ষসঃ ক্ষীণাধিরকথয়ৎ—'আর্যে কদর্যস্যাস্য কদর্থনান্না

কদাচিন্নিদ্রায়াতি নেত্রে। তর্জয়তি ত্রাসয়তি চ অকৃত্যে চাজ্ঞাং দদাতি। তদদ্র কল্যাণরাশিনা সাধীয়ঃ কৃতং যদেষ নরকাকঃ কারণানাং নারকীণাং রসজ্ঞানায় নীতঃ শীতেতরদীধিতিদেহজস্য নগরং। তদত্র দয়ানিধেরনন্ততেজসস্তেহয়ং জনঃ কাঞ্চিদাজ্ঞাং চিকীর্ষতি। আদিশ অলং কালহরণেন' ইত্যনংসীৎ। আদিশং চ তং—'সখে সৈষা সজ্জনাচারিতা সরণির্যদণীয়সি কারণেঽনণীয়ানদরঃ সংদৃশ্যতে। ন চেদিদং নেচ্ছসি সেয়ং সন্নতাঙ্গযষ্টিরক্লেশার্হা সত্যনেনাকৃত্যকারিণাঽত্যর্থং ক্লেশিনা তন্নয়েনাং নিজনিলয়ং ন্যন্যাদিতঃ কিঞ্চিদস্তি চিন্তারাধনং নঃ' ইতি।

অথ তদাকর্ণ্য কর্ণশেখরনীলনীরজায়িতাং ধীরতরতারকাং দৃশং তির্যক্কিঞ্চিদঞ্চিতাং সঞ্চারয়ন্তী সলিলচরকেতনশরাসনানতাং চিল্লিকালতাং ললাটরঙ্গস্থলীনর্তকীং লীলালসং লাসয়ন্তী কণ্টকিতরম্ভগণ্ডলেখা রাগলজ্জান্তরালচারিণী চরণাগ্রেণ তিরশ্চীননখাচিশ্চন্দ্রিকেণ ধরণীতলং সাচীকৃতাননসরসিজং লিখন্তী দন্তচ্ছদকিসলয়লাঞ্ছনা হষাস্রসলিলধারাশীকরকণজালক্লেদিতস্য তনীয়সাঽনিলেন হৃদয়লক্ষ্যদলনদক্ষরতিসহচরশরম্যদায়িত্বেন তরঙ্গিতদেশনচন্দ্রিকানি কানিচিদেতান্যক্ষরাণি কলকণ্ঠীকলান্যসৃজৎ—'আর্য কেন কারণেনৈন দাসজনং কালহস্তাদাচ্ছিদ্যান্তরং রাগানিলচালিতরণরণিকাতরঙ্গণ্যনঙ্গসাগরে কিরসি। যথা তে চরণসরসিজরজঃকণিকা তথাঽহং চিন্তনীয়া। যদ্যস্তি দয়া তেঽত্র জনে অনন্যসাধারণঃ করণীয়ঃ স এষ চরণারাধনক্রিয়ায়াং। যদি চ কন্যাগারাধ্যাসনে রহস্যক্ষরণাদনর্থ আশংক্যেত নৈতদস্তি। রক্ততরা হি নস্তত্র সখ্যশ্চেট্যশ্চ। যথা ন কশ্চিদেতজ্জাস্যতি তথা যতিষ্যন্তে' ইতি।

স চাহং দেহজেদাকর্ণাকৃষ্টসায়কাসনেন চেতস্যতিনির্দয়ং তাড়িতস্তৎকটাক্ষকালায়সনিগড়গাঢ়সংযতঃ কিংকরাননির্নিহিতদৃষ্টিরগাদিষং—'যথেয়ং রথচরণজঘনা কথয়তি তথা চেন্নাচরেয়ং নয়েত নক্রকেতনঃ ক্ষণেনৈকেনাকীর্তনীয়াং দশাং। জনং চৈনং সহ নয়ানয়া কন্যয়া কন্যাগৃহং হরিণনয়নয়া' ইতি। নীতশ্চাহং নিশাচরেণ শারদজলধরজালকান্তি কন্যাকানিকেতনং। তত্র চ কাঞ্চিৎকালকলাং চন্দ্রাননানির্দেশাচ্চন্দ্রশালৈকদেশে তদ্দর্শনচালিতধৃতিরতিষ্ঠং।

সা চ স্বচ্ছন্দং শয়ানাঃ করতলালসসংঘট্টনাপনীতনিদ্রাঃ কাশ্চিদধিগতার্থাঃ সখীরকার্ষীৎ। অথাগত্য তাশ্চরণনিহিতশিরসঃ ক্ষরদস্রকরালিতেক্ষণা নিজশেখরকেসরাগ্রসংলগ্নষট্চরণগণরণিতসংশয়িতকলগিরঃ শনৈরকথয়ম্—আর্য যদত্যাদিত্যতেজসস্ত এষা নয়নলক্ষ্যতাং গতা ততঃ কৃতাস্তেন ন গৃহীতা। দত্তা চেয়ং চিত্তজেন গরীয়সা সাক্ষীকৃত্যরাগানলং। তদনেনাশ্চর্যরত্নেন নলিনাক্ষস্য তে রত্নশৈলশিলাতলস্থিরং রাগতরলেনালংক্রিয়তাং হৃদয়ং। তদস্যাশ্চরিতার্থ স্তনতটং গাঢ়ালিঙ্গনৈঃ সদৃশতরস্য সহচরস্য' ইতি। ততঃ সখীজনেনাতিদক্ষিণেন দৃঢ়তরীকৃতস্নেহনিগলস্তয়া সন্নতাঙ্গ্যা সংগত্যারংসি।

অথ কদাচিদায়াসিতজায়ারহিতচেতসি লালসালিলঙ্ঘনগ্লানধনকেসরে রাজদরণ্যস্থলীললাটলীলায়িততিলকে ললিতানঙ্গরাজাঙ্গীকৃতনির্নদ্রকর্ণিকারকাঞ্চনচ্ছত্রে দক্ষিণদহনসারথিরথাগ্রতসহকারচঞ্চরীককলিকে কালাণ্ডজকণ্ঠরায়রক্তাধারারতিরণাগ্রসন্নাহশালিনি শালীনকন্যাকান্তঃকরণসংক্রান্তরাগলাঞ্ছিতলজ্জে দর্দুরাগিরিতটচন্দনাশ্লেষশীতলানিলাচার্যদন্তনানালতানৃত্তলীলে কালে কলিঙ্গরাজঃ সহাঙ্গনাজনেন সহ চ তনয়য়া সকলেন চ নগরজনেন দশ ত্রীণি চ দিনানি দিনকরকিরণজালালঙ্ঘণীয়ে রণদলিসংখলাঞ্ছিতনতল-

তাগ্রাকিসলয়ালীঢ়সৈকততটে তবলতরঙ্গশীকরাসারসঙ্গশীতলে সাগরতীরকাননে ক্রীড়ারসজাতাসক্তিরাসীৎ। অথ সন্ততগীতসংগীতসংগতাঙ্গনাসহস্রশৃঙ্গারহেলানিরর্গলানঙ্গসংঘর্ষহর্ষিতশ্চ রাগতৃষ্ণৈকতন্ত্রস্তত্র রন্ধ্রে আশ্ধ্রনাথেন জয়সিংহেন সলিলতরণসাধনানীতেনানেকসংখ্যেনানীকেন দ্রাগাগত্যাগৃহ্যত সকলত্রঃ।

সা চানীয়ত ত্রাসতরলাক্ষী দয়িতা নঃ সহ সখীজনেন কনকলেখা। তদাহহং দাহেনানঙ্গদহনজনিতেনান্তরিতাহারচিন্তাশ্চিন্তয়ন্দয়িতাং গলিতগাত্রকান্তিরিত্যতর্কয়ং—'গতা সা কালিঙ্গরাজতনয়া জনিত্রা জনয়িত্র্যা চ সহারিহস্তং। নিরস্তধৈর্যশ্চ তাং স রাজা নিয়তং সংজিঘৃক্ষেৎ। তদসহা চ সা সতী গররসাদিনা সদ্যঃ সংতিষ্ঠেত। তস্যাংচ তাদৃশীং দশাং গতায়াং জনস্যাস্যাননাজেন হন্যেত শরীরধারণা। সা কা স্যাদ্‌গতিঃ' ইতি।

অত্রান্তর আশ্ধ্রনগরাদাগচ্ছন্নগ্রজঃ কশ্চিদৈক্ষ্যত। তেন চেয়ং কথা কথিতা—'যথা কিল জয়সিংহেনানেকনিকারদন্তসংঘর্ষেণ জিঘাংসিতঃ স কর্দনঃ কনকলেখাদর্শনৈধিতেন রাগেণারক্ষ্যত। সা চ দারিকা যক্ষেণ কেনাচিদধিষ্ঠিতা ন তিষ্ঠত্যগ্রে নরান্তরস্য নরেন্দ্রস্য চ। আযস্যতি চ নরেন্দ্রসার্থসংগ্রহেণেন তন্নিরাকরিষ্যন্নরেন্দ্রো ন চাস্তি সিদ্ধিঃ' ইতি। তেন চাহং দর্শিতাশঃ শংকরনুত্তদেশজাতস্য জরৎসালস্য স্কন্ধরন্ধ্রান্তজটাজালং নিষ্কৃষ্য তেন জটিলতাং গতঃ কন্থাচীরসঞ্চয়ান্তরিতসকলগাত্রঃ কাংশ্চিচ্ছিষ্যানগ্রহীষং। তাংশ্চ নানাশ্চর্যক্রিয়াতিসংহিতাঞ্জনাদাকৃষ্টান্নচেলাদিত্যাগান্নিত্যানুষ্ঠানকার্যং। অযাসিষং চ দিনৈঃ কৈশ্চিদাশ্ধ্রনগরম্। তস্য নাত্যাসন্নে সলিলরাশিসদৃশস্য কলহংসগণদলিতনলিনদলসংহতিগলিতকিঞ্জল্কশকলশারস্য সারসশ্রেণিশেখরস্য সরসস্তীরকাননে কৃতনিকেতনঃ স্থিতঃ। শিষ্যজনকথিতচিত্রচেষ্টাকৃষ্টসকলনাগরজনাভিসন্ধানদক্ষঃ সন্দিশি দিশীত্যকীর্ত্যে জনেন—'য এষ জরদরণ্যস্থলীসরস্তীরে স্থণ্ডিলশায়ী যতিস্তস্য কিল সকলানি সরহস্যানি সষড়ঙ্গানি চ ছন্দাংসি রসনাগ্রে সন্নিহিতাধি, অন্যানি চ শাস্ত্রাণি। যেন যানি ন জ্ঞায়ন্তে স তেষাং তৎসকাশাদর্থনির্ণয়ং করিষ্যতি। অসত্যেনাস্য নাস্যং সংসৃজ্যতে। সশরীরশ্চৈষ দয়ারাশিঃ। এতৎসংগ্রহেণাদ্য চিরং চরিতার্থা দীক্ষা। তচ্চরণরজঃ কণৈঃ কৈশ্চনঃ শিরসি কীর্ণৈরনেকস্যানেক আতঙ্কাশ্চিরং চিকিৎসকৈরসংহার্যঃ। তদঙ্ঘ্রিক্ষালনসলিলসেকৈর্নিষ্কলঙ্কশিরসাং নশ্যন্তি ক্ষণেনৈকেনাখিলনরেন্দ্রযন্ত্রৈরলঙ্ঘনশ্চণ্ডতারাগ্রহাঃ। ন তস্য শক্যং শক্তেরিয়ত্তাজ্ঞানং। 'ন চাস্যাহংকারকণিকা' ইতি।

সা চেয়ং কথাহনেকজনাস্যসংচারিণী তস্য কনকলেখাধিষ্টানধনাদাজ্ঞাকরনিরাক্রিয়াসক্তচেতসঃ ক্ষত্রিয়স্যাকর্ষণায়াশকৎ। স চাহরহরাগত্যাদরেণাতিগরীয়সাহচর্যন্নযৈশ্চ শিষ্যানাসংগৃহ্ন্নধিগতক্ষণঃ কদাচিৎকাঙ্ক্ষিতার্থসাধনায় শনৈরযাচিষ্ট। ধ্যানধীরঃ স্থানদর্শিতজ্ঞানসংনিধিশ্চৈনং নিরীক্ষ্য নিচায্যাকথয়ং—'তাত স্থান এষ হি যত্নঃ। তস্য হি কন্যারত্নস্য সকলকল্যাণলক্ষণৈকরাশেরধিগতিঃ ক্ষীরসাগররশনালংকৃতায়াঃ গঙ্গাদিনদীসহস্রহারযষ্টিরাজিতায়া ধরাঙ্গনায়া এবাসাদনায় সাধনং। ন চ স যক্ষস্তদধিষ্ঠায়ী কেনাচিন্নরেন্দ্রেণ তস্যা লীলাঞ্চিতনীলনীরজদর্শনায়া দর্শনং সহতে। তদত্র সহ্যতাং ত্রীণ্যহানি যৈরহং যতিষ্যেহর্থস্যাস্য সাধনায় ইতি।

তথাদিষ্টে চ হৃষ্টে ক্ষিতীশে গতে নিশি নিনির্শাকরার্চিষি নীরন্ধ্রান্ধকারকণনিকরনিগীর্ণদর্শাদিশি নিদ্রানিগড়িতনিখিলজনদৃশি নির্গত্য জলতলানিলীনগাহনীয়ং নীরন্ধ্রং

কৃচ্ছাচ্ছিদ্রীকৃতান্তরালং তদেকতঃ সরস্তটং তীর্থসন্নিকৃষ্টং কেনচিৎখননসাধনেনাকার্ষং। ধনশিলৈলোষ্টকাচ্ছন্নচ্ছিদ্রাননং তৎসরস্তীরদেশং জনৈরশঙ্কনীয়ং নিশ্চিত্য দিনাদিস্নাননির্ণিক্তগাত্রশ্চ নক্ষত্রসংতানহারযষ্ট্যগ্রগ্রথিতরত্নং ক্ষণদান্ধকারগন্ধহস্তিদারণৈককেসরিণং কনকশৈলশৃঙ্গং রঙ্গলাস্যলীলানটং গগনসাগরঘনতরঙ্গরাজিলঙ্ঘনৈকক্রং কার্যাকার্যসাক্ষিণং সহস্রার্চিষং সহস্রাক্ষদিগঙ্গনাঙ্গরাগরাগায়িতকিরণজালং রক্তনীরজাঞ্জলিনাহরাধ্য নিজকেতনং ন্যশিশ্রিয়ম্।

যাতে চ দিনত্রয়ে, অস্তগিরিশিখরগৈরিকতটসাধারণচ্ছায়তেজসি অচলরাজকন্যাকাকদর্থনয়াহস্তরিক্ষাখ্যেন শংকরশরীরেণ সংসৃষ্টায়াঃ সংধ্যাঙ্গনায়া রক্তচন্দনচর্চিতৈকস্তনকলশদর্শনীয়ে দিনাধিনাথে জনাধিনাথঃ স আগত্য জনস্যাস্য ধরণিন্যস্ত চরণনখকিরণচ্ছাদিতকিরীটঃ কৃতাঞ্জলিরতিষ্ঠৎ। আদিষ্টশ্চ—দিষ্ট্যাদৃষ্টেষ্টসিদ্ধিঃ। ইহ জগতি হি ন নিরীহং দেহিনং শ্রিয়ঃ সংশ্রয়ন্তে। শ্রেয়াংসি চ সকলান্যলসানাং হস্তে নিত্যসাংনিধ্যানি। যতস্তে সাধীয়সা সঞ্চরিতেনানাকলিতকলঙ্কেণার্চিতেনাত্যাদরনিচিতেনাকৃষ্টচেতসা জনেনানেন সর ইদং তথা সংস্কৃতং যথেহতেঽদ্যসিদ্ধিঃ স্যাৎ।

তদেতস্যাং নিশি গলদর্ধায়াং গাহনীয়ম্। গাহনানন্তরং চ সলিলতলে সততগতীনন্তঃসংচারিণঃ সংনিগৃহ্য যথাশক্তি শয্যা কার্যা। ততশ্চ তটস্খলিতজলস্থগিতজলজখণ্ডচলিতদণ্ডকণ্ঠকাগ্রদলিতদেহরাজহংসত্রাসজর্জররসিতসংদত্তকর্ণস্য জনস্য ক্ষণাদাকর্ণনীয়ং জনিষ্যতে জলসংঘাতস্য কিংচিদারটিতং। শান্তে চ তত্র সলিলরটিতে ক্লিন্নগাত্রঃ কিংচিদারক্তদৃষ্টির্যেনাকরেণ নির্যাস্যসি নিচায্য তং নিখিলজননেত্রানন্দকারিণং ন স যক্ষঃ শক্ষ্যত্যগ্রতঃ স্থিতয়ে। স্থিরতরনিহিতস্নেহশৃঙ্খলানিগড়িতং চ কন্যাকাহৃদয়ং ক্ষণেনৈকেনাসাহনীয়দর্শনান্তরায়ং স্যাৎ। অস্যাশ্চ ধরাঙ্গনায়া নাত্যাদরনিরাকৃতারিচক্রং চক্রং করতলগতং চিন্তনীয়ং। ন তত্র সংশয়ঃ। তচ্চেদিচ্ছস্যনেকশাস্ত্রজ্ঞানধীরধিষণৈরধিকৃতৈরিতরৈশ্চে হিতৈষিগণৈরাকলয্য জালিকশতং চানায্য, অন্তরঙ্গনরশতৈর্যথেষ্টদৃষ্টান্তরালং সরঃ ক্রিয়েত। রক্ষা চ তীরাত্রিংশদ্দণ্ডান্তরালে সৈনিকজনেন সাদরং রচনীয়া। কস্তত্র তজ্জানাতি যচ্ছিদ্রেণারয়শ্চিকীর্ষন্তি' ইতি।

তত্তস্য হৃদয়হারি জাতম্। তদধিকৃতৈশ্চ তত্র কৃত্যে রন্ধ্রদর্শনাসহৈরিচ্ছাং চ রাজ্ঞঃ কন্যাকাতিরাগজনিতাং নিতান্তনিশ্চলাং স আখ্যায়ত—'রাজন্, অত্রতে জনান্তে চিরং স্থিতং ন চৈকত্র চিরস্থানং নঃ শস্তং। কৃতকৃতশ্চ ন ইহ দ্রষ্টাসি। যস্য তে রাষ্ট্রে গ্রাসাদ্যাসাদিতং তস্য তে কিংচিদনাচর্য কার্যং গতিরার্যগর্হ্যা' ইতি। অত্রৈতচ্চিরস্থানস্য কারণং। তচ্চাদ্য সিদ্ধং। গচ্ছ গৃহান্।

যথার্হলেন হৃদ্যগন্ধেন স্নাতঃ সিতস্রগঙ্গরাগঃ শক্তিসদৃশেন দানেনারাধিতধরণিতলতৈতিলগণস্তিলস্নেহসিক্তযষ্ট্যগ্রগ্রথিতবর্তিকাগ্নিশিখাসহস্রগ্রস্তনৈশান্ধকাররাশিরাগত্যার্থসিদ্ধয়ে যতেথাঃ' ইতি। স কিল কৃতজ্ঞতাং দর্শয়ন্—'অসিদ্ধিরেষা সিদ্ধিঃ যদসংনিধিরিহার্যাণাম। কষ্টা চেয়ং নিঃসংগতা যা নিরাগসং দাসজনং ত্যাজয়তি। ন চ নিষেধনীয়া গরীয়সাং গিরঃ' ইতি স্নানায় গৃহানযাসীৎ। অহং চ নির্গত্য নির্জনে নিশীথে সরস্তীবরন্ধ্রনিলীনঃ সন্নীষচ্ছিদ্রদত্তকর্ণঃ স্থিতঃ। স্থিতে চার্ধরাত্রে কৃতযথাদিষ্টক্রিয়ঃ স্থানস্থানরচিতরক্ষঃ স রাজা জালিকজনানানীয়নিরাকৃতান্তঃশল্যং শঙ্কাহীনঃ সরঃসলিলং সলীলগতিরগাহত। গতং চ কীর্ণকেশং সংহৃতকর্ণনাসং সরসস্তলং হস্তিনং নক্রলীলয়া নীরান্তর্নিলীনযায়ী তং তথাশয়ানং কংধরায়াং কন্থয়া ন্যগ্রহীষং। খরতরকালদণ্ডঘট্ট্র-

নাতিচণ্ডৈশ্চ করচরণতলাঘাতৈর্নির্দয়দন্তনিগ্রহঃ ক্ষণেনৈকেনাজহাৎ স চেষ্টাং। ততশ্চাকৃত্য তচ্ছরীরং ছিদ্রে নিধায় নীরান্নিরযাসিষং।

সদ্যঃ সংগতানাং চ সৈনিকানাং তদত্যাচিত্রীযতাকারান্তরগ্রহণং গজস্কন্ধগতঃ সিতচ্ছত্রাদিসকলরাজচিহ্নরাজিতশ্চণ্ডতরদণ্ডিদণ্ডতাড়নত্রস্তজনদত্তান্তরালয়া রাজবীথ্যা যাতস্তাং নীতে চ জনাক্ষিলক্ষ্যতাং লাক্ষারসদিগ্ধদিগ্গজশিরঃসদৃক্ষে শক্রদিগঙ্গনারত্নাদর্শেঽর্কচক্রে কৃতকরণীয়ঃ কিরণজালকরালরত্নরাজিরাজিতরাজাহার্সনাধ্যাসী যথাসদৃশাচারদর্শিনঃ শংকাযশিত্রতাঙ্গাস্সংনিধিনিষাদিনঃ সহায়ানগাদিষম্ 'দৃশ্যতাং শক্তিরার্ষী যত্তস্য যতেরজেয়স্যেন্দ্রিয়াণাং সংস্কারেণ নীরজসা নীরজসাংনিধ্যশালিনি সহর্ষালিনি সরসি সরসিজদলসংনিকাশচ্ছায়স্যাধিকতরদর্শনীয়স্যাকারান্তরস্য সিদ্ধিরাসীৎ। অদ্য সকলনাস্তিকানাং জায়েত লজ্জানতং শিরঃ। তদিদানীং ত্রিদশেশানাং স্থানান্যত্যাদররচিতনৃত্যগীতাদ্যারাধনানি ক্রিয়ন্তাং। হ্রিয়ন্তাং চ গৃহাদিতঃ ক্লেশনিরসনসহান্যর্থিসার্থৈর্ধনানি' ইতি। আশ্চর্যরসাতিরেকহৃষ্টদৃষ্টয়স্তে 'জয় জগদীশ, জেয়েন সাতিশয়ং দশ দিশঃ স্থগয়ন্নিজেন যশসাঽদিরাজযশাংসি' ইত্যসকৃদাশাস্যারচয়ন্যথাদিষ্টাঃ ক্রিয়াঃ। স চাহং দয়িতায়াঃ সখী হৃদয়স্থানীয়াং শশাংকসেনাং কন্যকাং কদাচিৎকার্যান্তরাগতাং রহস্যাচাক্ষিষ—কচিচদয়ং জনঃ কদাচিদাসীদৃষ্টঃ' ইতি। অথ সা হর্ষকাষ্ঠাং গতেন হৃদয়েনৈষদালক্ষ্য দশনদীধিতিলতাং লীলালসং লাসয়ন্তী ললিতাঞ্চিতকরশাখান্তরিতদন্তচ্ছদকিশলয়া হর্ষজলক্লেদজর্জরনিরঞ্জনেক্ষণা রচিতাঞ্জলিঃ নিতরাং জানে যদি ন স্যাদৈন্দ্রজালিকস্য জালং কিংচিদেতাদৃশং। কথং চৈতৎ। কথয়' ইতি স্নেহনির্ভরং শনৈরগাদীৎ। অহং চাস্যৈ কাৎস্ন্যেনাখ্যায় তদাননসংক্রান্তেন সংদেশনসংজনয্য সহচর্যা নিরতিশয়ং হৃদয়াহ্লাদং ততশ্চৈতয়া দয়িতয়া নিরর্গলীকৃতাতিসৎকৃতকলিঙ্গনাথন্যায়দত্তয়া সংগত্যাশ্ধ্রকলিঙ্গরাজ্যশাসী তস্যাস্যারিণা লিলঙ্ঘয়িষিতস্যাঙ্গরাজস্য সাহায্যকায়ালঘীয়সা সাধনেনাগত্যাত্র তে সখিজনসংগতস্য যাদৃচ্ছিকদর্শনানন্দরাশিলঙ্ঘিতচেতা জাতঃ' ইতি।

তস্য তৎকৌশলং স্মিতজ্যোৎস্নাভিষিক্তদন্তচ্ছদঃ সহ সুহৃদ্ভিরভিনন্দ্য চিত্রমিদং মহামুনেবৃত্তম্। অত্রৈব খলু ফলিতমতিকষ্টং তপঃ। তিষ্ঠতু তাবন্নর্ম। হর্ষপ্রকর্ষস্পৃশোঃ প্রষ্ঠাসত্ত্বযোদৃষ্টমিহ স্বরূপম্। ইত্যভিধাশ পুনঃ 'অবতরতু ভবান্' ইতি বহুশ্রুতে বিশ্রুতে বিকচরাজীবসদৃশঃ দৃশং চিক্ষেপ দেবো রাজবাহনঃ।

॥ ইতি শ্রীদণ্ডিনঃ কৃতৌ দশকুমারচরিতে 'মন্ত্রগুপ্তচরিতং' নাম সপ্তমোচ্ছ্বাসঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × অষ্টমোচ্ছ্বাসঃ × × × × × × × × × × × ×

অথ সোঽপ্যাচচক্ষে—'দেব ময়াঽপি পরিভ্রমতা বিন্ধ্যাটব্যাং কোঽপি কুমারঃ ক্ষুধা তৃষা চ ক্লিশ্যন্নক্লেশার্হঃ ক্বচিৎকূপাভ্যাশেঽষ্টবর্ষদেশীয়ো দৃষ্টঃ। স চ ত্রাসগদ্গদমগদৎ—'মহাভাগ, ক্লিষ্টস্য মে ক্রিয়াতামার্য সাহায্যকম্। অস্য মে প্রাণাপহারিণীং পিপাসাং প্রতিকর্তুমুদকমুঞ্চান্নিহকূপে কোঽপি নিষ্কলো মমৈকশরণভূতঃ পতিতঃ তমলমস্মি নাহমুদ্ধর্তুম্' ইতি। অথাহমভ্যেত্য ব্রতত্যা কয়াঽপি বদ্ধমুত্তার্য তং চ বালং বংশনালীমুখোদ্ধৃতাভিরদ্ভিঃ ফলৈশ্চ পঞ্চষৈঃ পরক্ষেপোচ্ছ্রিতস্য লকুচবৃক্ষস্য শিখরাৎ-পাষাণপাতিতৈঃ প্রত্যানীতপ্রাণবৃত্তিমাপাদ্য, তরুতলনিষণ্ণস্তং জরন্তমব্রবম্—'তাত,

ক এষ বালঃ, কো বা ভবান্, কথং চেয়মাপদাপন্না' ইতি।

সোঽশ্রুগদ্গদমগদৎ 'শ্রূয়তাং মহাভাগ। বিদর্ভো নাম জনপদঃ। তস্মিন্ ভোজবংশভূষণম্ অংশবতার ইব ধর্মস্য, অতিসত্ত্বঃ, সত্যবাদী, বদান্যঃ, বিনীতঃ বিনেতা প্রজানাম্, রঞ্জিতভৃত্যঃ, কীর্তিমান, উদগ্রো বুদ্ধিমূর্তিভ্যাম, উত্থানশীলঃ, শাস্ত্রপ্রমাণঃ, শক্যভব্যকল্পারম্ভী, সংভাবয়িতা শত্রূন্, অসংবদ্ধপ্রলাপেষ্বদত্তকর্ণঃ, কদাচিদপ্যবিতৃষ্ণো গুণেষু অতিনদীষ্ণঃ কলাসু, নেদিষ্ঠো ধমার্থসংহিতাসু স্বল্পেঽপি সুকৃতে সুতরাং প্রত্যপকর্তা, প্রত্যবেক্ষিতা কেশবাহনয়োঃ, যত্নেন পরীক্ষিতা সর্বাধ্যক্ষণাম্ উৎসাহয়িতা কৃতকর্মণ্যমনুরূপৈর্দানমানৈঃ সদ্যঃ প্রতিকর্তা দৈবমানুষীণামাপদাম্, ষাড়্গুণ্যোপযোগনিপুণঃ, মনুমার্গেণ প্রণেতা চাতুর্বণস্য পুণ্যশ্লোকঃ পুণ্যবর্মা নামাসীৎ। স পুণ্যৈঃ কর্মভিঃ প্রাপ্য পুরুষায়ুষম্, পুনরপুণ্যেন প্রজানামগণ্যতামরেষু।

তদনন্তরমনন্তবর্মো নাম তদায়তিরবনিমধ্যতিষ্ঠৎ। স সর্বগুণৈঃ সমৃদ্ধোঽপি দৈবাদ্দণ্ডনীত্যাং নাত্যাদৃতোঽভূৎ। তমেকদারহসি বসুরক্ষিতোং নাম মন্ত্রিবৃদ্ধঃ, পিতরস্য বহুমতঃ প্রগল্ভবাগভাষত—'তাত, সর্বৈবাত্মসংপদভিজনাৎপ্রভৃত্যনূনৈবাত্র ভবতি লক্ষ্যতে। বুদ্ধিশ্চ নিসর্গপটবী কলাসু নৃত্যগীতাদিষু চিত্রেষু চ কাব্যবিস্তরেষু প্রাপ্তবিস্তারা তবেরেভ্যঃ প্রতিবিশিষ্যতে। তথাঽপ্যসাবপ্রতিপদ্যাংমসংস্কারমর্থশাস্ত্রেষু অনগ্নিসংশোধিতেব হেমজাতির্নাতিভাতি বুদ্ধিঃ। বুদ্ধিশূন্যো হি ভূভৃদত্যুচ্ছ্রিতোঽপি পরৈরধ্যারুহ্যমাণমাত্মানং ন চেতয়তে। ন চ শক্তঃ সাধ্যং সাধনং বা বিভজ্য বর্তিতুম। অযথাবৃত্তশ্চ কর্মসু প্রতিহন্যমানঃ স্বৈঃ পরৈশ্চ পরিভূয়তে ন চাবজ্ঞাতস্যাজ্ঞা প্রভবতি প্রজানাং যোগক্ষেমারাধনায়। অতিক্রান্তশাসনাশ্চ প্রজা যৎকিংচনবাদিন্যো যথাকথংচিদ্বর্তিন্যঃ সর্বাঃ স্থিতীঃ সংকিরেয়ুঃ। নির্মর্যাদশ্চ লোকো লোকাদিতোঽমুতশ্চ স্বামিনমাত্মানং চ ভ্রংশ্যতে। আগমদীপদৃষ্টেন খল্বধ্বনা সুখেন বর্ততে লোকযাত্রা। দিব্যং হি চক্ষুর্ভূতভবদ্ভবিষ্যৎসু ব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টাদিষু চ বিষয়েষু শাস্ত্রং নামাপ্রতিহতবৃত্তি। তেন হীনঃ সতোরপ্যায়তবিশালয়োর্লোচনয়োরন্ধ এব জন্তুরর্থদর্শনেষ্বসামর্থ্যাৎ। অতো বিহায় বাহ্যবিদ্যাস্বভিষঙ্গমাগময় দণ্ডনীতিং কুলবিদ্যাম্। তদর্থানুষ্ঠানেন চাবর্জিতশক্তিসিদ্ধিরস্খলিতশাসনঃ শাধিচিরমুদধিমেখলামুর্বীম্' ইতি।

এতদাকর্ণ্য স্থান এব গুরুভিরনুশিষ্টম্। তথা ক্রিয়তে' ইত্যন্তঃপুরমবিশৎ। তাং চ বার্তা পার্থিবেন প্রমদাসংনিধৌ প্রসঙ্গেনোদীরিতামুপনিশম্যসমীপোপবিষ্টশ্চিত্তানুবৃত্তিকুশলঃ প্রসাদবিত্তো গীতনৃত্যবাদ্যাদিষ্ববাহ্যো বাহ্যনারীপরায়ণঃ পটুবাদরুচিঃ পৈশুন্যপণ্ডিতঃ সচিবমণ্ডলাদুপ্যৎকোচহারী সকলদুর্নয়োপাধ্যায়ঃ কামতন্ত্রকর্ণধারঃ কুমারসেবকো বিহারভদ্রো নাম স্মিতপূর্বং ব্যজ্ঞাপয়ৎ—'দেব, দৈবানুগ্রহেণ যদি কশ্চিদ্ভাজনং ভবতি বিভূতেস্তমকস্মাদুচ্ছাবচৈরপপ্রলোভনৈঃ কদর্থয়ন্তঃ স্বার্থং সাধয়ন্তি ধূর্তাঃ।

তথা হি, কেচিৎপ্রেত্য কিল লভ্যৈরভ্যুদয়াতিশয়ৈরাশামুৎপাদ্য মুণ্ডয়িত্বা শিরো বদ্ধ্বা দর্ভরজ্জুভিরজিনেনাচ্ছাদ্য নবনীতেনোপলিপ্যানশনং চ শায়য়িত্বা সর্বস্বং স্বীকরিষ্যন্তি। তেভ্যোঽপি ঘোরতরাঃ পাষণ্ডিনঃ পুত্রদারশরীরজীবিতান্যপি মোচয়ন্তি। যদি কশ্চিত্পটুজাতীয়ো নাস্যৈ মৃগতৃষ্ণিকায়ৈঽস্তগতং ত্যক্তুমিচ্ছেৎ,অন্যৈ পরিবার্যাহুঃ—'একমপি কাকিণীং কার্ষাপণলক্ষমাপাদয়েম, শস্ত্রাদৃতে সর্বশত্রূন্ঘাতয়েম,একশরীর-

মাত্রমপি মত্যং চক্রবর্তিনং বিদধীমহি' যদ্যস্মদ্দিষ্টেনমার্গেণাচর্যতেইতি। স পুনরিমান্ প্রত্যাহ—'কাহসৌ মার্গঃ' ইতি। পুনরিমে ব্রুবতে—'ননু চতস্রোরাজবিদ্যাঃ, ত্রয়ী বার্তাহহন্বীক্ষিকী দণ্ডনীতিরিতি। তাসু তিস্রস্ত্রয়ীবার্তান্বীক্ষিক্যো মহত্যো মন্দফলাশ্চ। তাস্তাবদাসতাম্। অধীষ্ব তাবদ্দণ্ডনীতিম্। ইয়ামিদানীমাচার্যবিষ্ণুগুপ্তেন মৌর্যার্থে ষড্ভিঃ শ্লোকসহস্রৈঃ সংক্ষিপ্তা। সৈবয়মধীত্য সম্যগনুষ্ঠীযমানা যথোক্তকর্মক্ষমা' ইতি। স 'তথা' ইত্যধীতে শৃণোতি চ। তত্রৈব জরাং গচ্ছতি। তত্ত্ব কিল শাস্ত্রং শাস্ত্রান্তরানুবন্ধি। সর্বমেব বাঙ্‌ময়মবিদিত্বা ন তত্ত্বতোহধিগংম্যতে। ভবতু কালেন বহুনাহল্পেন বা তদর্থাধিগতিঃ। অধিগতশাস্ত্রেণ চাদাবেব পুত্রদারমপি ন বিশ্বাস্যম্। আত্মকুক্ষেপরতি কৃতে তণ্ডুলৈরিয়দ্ভিরিয়ানোদনঃ সংপদ্যতে। ইয়ত ওদনস্য পাকায়ৈতাবদিন্ধনং পর্যাপ্তমিতি মানোন্মানপূর্বকং দেয়ম্।

উত্থিতেন চ রাজ্ঞা ক্ষালিতাক্ষালিতেমুখে মুষ্টিমর্ধমুষ্টিং বাহ্যমন্তরীকৃত্য কৃৎস্নমায়ব্যয়জাতমহনঃ প্রথমেহষ্টমে ভাগে শ্রোতব্যম্। শুশ্বত এবাস্য দ্বিগুণমপহরন্তি তেহধ্যক্ষধূর্তাঃ। চত্বারিংশতং চাণক্যোপদিষ্টানাহারণোপায়াং সহস্রধাহহস্রবন্ধচৈব তে বিকল্পয়িতারঃ। দ্বিতীয়েহন্যোন্যং বিবদমানানাংপ্রজানামাক্রোশান্দহ্যমানকর্ণঃ কষ্টং জীবতি। তত্রাপি প্রাড়িবাকাদয়ঃ স্বেচ্ছয়া জয়পরাজয়ৌ বিদধানাঃ পাপেনাকীর্ত্যা চ ভর্তারমাত্মানং চার্থৈর্যোজয়ন্তি তৃতীয়ে স্নাতুং ভোক্তুং চ লভতে। ভুক্তস্য যাবদন্ধঃ পরিণামস্তাবদস্য বিষভয়ং ন শাম্যত্যেব। চতুর্থে হিরণ্যপ্রতিগ্রহায় হস্তং প্রসারয়ন্নেবোত্তিষ্ঠতি। পঞ্চমে মন্ত্রচিন্তয়া মহান্তমায়াসমনুভবতি। তত্রাপি মন্ত্রিণো মধ্যস্থা ইবানোন্যং মিথঃ সংভূয়, দোষগুণৌ দূতচারবাক্যানি শক্যাশক্যতাং দেশকালকার্যাবস্থাশ্চস্বেচ্ছয়া বিপরিবর্তয়ন্তঃ স্বপরমণ্ডলান্যপজীবন্তি। বাহ্যাভন্তরাশ্চ কোপাশ্গুঢ়মুৎপাদ্য প্রকাশং প্রশময়ন্ত ইব স্বামিনমবশন্বগৃহ্নন্তি। ষষ্ঠে স্বৈরবিহারো মন্ত্রো বা সেব্যঃ। সোহস্যৈতাবানস্বৈরবিহারকালো যস্য তিস্রস্ত্রিপাদোত্তরা নাড়িকাঃ। সপ্তমে চতুরঙ্গবলপ্রত্যবেক্ষণপ্রয়াসঃ। অষ্টমেহস্য সেনাপতিসখস্য বিক্রমচিন্তাক্লেশঃ।

পুনরুপাস্যৈব সংধ্যাং প্রথমে রাত্রিভাগে গূঢ়পুরুষা দ্রষ্টব্যাঃ। তন্মুখেন চাতিনৃশংসাঃ শস্ত্রাগ্নিরসপ্রনিধয়োহনুষ্ঠেয়াঃ। দ্বিতীয়ে ভোজনান্তরং শ্রোত্রিয় ইব স্বাধ্যায়মারভতে। তৃতীয়ে তুর্যঘোষেণ সংবিষ্টশ্চতুর্থপঞ্চমৌ শয়ীত কিল। কথমিবাস্যাজস্র চিন্তায়াসবিহ্বলমনসো বরাকস্য নিদ্রাসুখমুপনমেৎ। পুনঃ ষষ্ঠে শাস্ত্রচিন্তাকার্যচিন্তারম্ভঃ সপ্তমে তু মন্ত্রগ্রহো দূতাভিপ্রেষণানি চ। দূতাশ্চ নামোভয়ত্র প্রিয়াখ্যানলব্ধানর্থান্বীতশুল্কবাধবর্ত্মানি বণিজ্যয়া বর্ধয়ন্তঃ কার্যমবিদ্যমানমপি লেশেনোৎপাদ্যানবরতং ভ্রমন্তি। অষ্টমে পুরোহিতাদয়োহভ্যেত্যৈনসাহুঃ—'অদ্য দৃষ্টো দুঃস্বপ্নঃ। দুঃস্থা গ্রহাঃ। শকুনানি চাশুভানি। শান্তয়ঃ ক্রিয়ন্তাম্। সর্বমস্তু সৌবর্ণমেব হোমসাধনম্। এবং সতি কর্ম গুণবদ্ভবতি। ব্রহ্মকল্পা ইমে ব্রাহ্মণাঃ। কৃতমেভিঃ স্বস্ত্যয়নং কল্যাণতরং ভবতি। তে চামী কষ্টদারিদ্র্যা বহ্বপত্যা যজ্বানো বীর্যবন্তশ্চাদ্যাপ্যপ্রাপ্তপ্রাতিগ্রহাঃ। দত্তং চৈভ্যঃ স্বগ্যমায়ুষ্যমরিষ্টনাশনং চ ভবতি' ইতি। বহু বহু দাপয়িত্বা তন্মুখেন স্বয়ংমুপাংশু ভক্ষয়ন্তি।

তদেবমহর্নিশমবিহিতসুখলেশমায়াসবহুলমবিরলকদর্থনং চ নয়তো নয়জ্ঞস্যাস্তাং চক্রবর্তিতা স্বমণ্ডলমাত্রমপি দুরারক্ষ্যংভবেৎ। শাস্ত্রজ্ঞসমাজ্ঞাতো হি যন্দদাতি, যম্মানয়তি, যৎ প্রিয়ং ব্রবীতি, তৎসর্বমতিসন্ধাতুমিত্যবিশ্বাসঃ। অবিশ্বাস্যতা হি জন্মভূমির-

লক্ষ্ম্যাঃ। যবতা চ নয়েন বিনা যাতি লোকযাত্রা স লোকত এব সিদ্ধঃ। নাত্র শাস্ত্রেণার্থঃ। স্তনন্ধয়োঽপি হি তৈস্তৈরুপায়ৈঃ স্তন্যপানং জনন্যা লিপ্সতে। তদপাস্যাতিযন্ত্রণামনুভূয়ন্তাং যথেষ্টমিন্দ্রিয়সুখানি।

যেঽপ্যুপদিশন্তি 'এবমিন্দ্রিয়াণি জেতব্যানি, এবমরিষড়্বর্গস্ত্যাজ্যঃ, সামাদিরুপায়বর্গঃ স্বেষু পরেষু চাজস্রং প্রযোজ্যঃ, সন্ধিবিগ্রহচিন্তয়ৈব নেয়ঃ কালঃ, স্বল্পোঽপি সুখস্যাবকাশো ন দেয়ঃ' ইতি, তৈরপ্যেভির্মন্ত্রিবকৈর্ভক্ষমশ্চৌর্যার্জিতং ধনং দাসীগৃহেষ্বেব ভুজ্যতে। কে চৈতে বরাকাঃ। যেঽপি মন্ত্রকর্কশাঃ শাস্ত্রতন্ত্রকারাঃ শুক্রাঙ্গিরসবিশালাক্ষবাহুদন্তিপুত্রপরাশরপ্রভৃতয়স্তৈঃ কিমরিষড়্বর্গোজিতঃ কৃতং বা তৈঃ শাস্ত্রানুষ্ঠানম্। তৈরপি হি প্রারব্ধেষু কার্যেষু দৃষ্টে সিদ্ধ্যসিদ্ধী। পঠন্তশ্চাপঠদ্ভিরতিসন্ধীয়মানা বহবঃ। নন্বিদমুপপন্নং দেবস্য যদুত সর্বলোকস্য বন্দ্যা জাতিরযাতযামং বয়ো দর্শনীয়ং বপুরপরিমাণা বিভূতিঃ। তৎসর্বং সর্বাবিশ্বাসহেতুনা সুখোপভোগপ্রতিবন্ধিমা বহুমার্গবিকল্পনাৎ সর্বকার্যেষ্বমুক্ত সংশয়েন তন্ত্রাব্যাপেনৈব মা কৃথা বৃথা।

সন্তি হি তে দন্তিনাং দশ সহস্রাণি হয়ানাং লক্ষত্রয়মনন্তং চ পাদাতম্। অপি চ পূর্ণান্যেব হেমরত্নৈঃ কোশগৃহাণি। সর্বৈশ্চৈষ জীবলোকঃ সমগ্রমপি যুগসহস্রং ভুঞ্জানো তে কোষ্ঠাগারাণি রেচয়িষ্যতি। কিমিদমপর্যাপ্তং যদন্যার্জিতায়ায়াসঃ ক্রিয়তে। জীবিতং হি নাম জন্মবতাং চতুঃপঞ্চাণ্যহানি। তত্রাপি ভোগযোগ্যমল্পাপ্রং বয়ঃখণ্ডম্। অপণ্ডিতাঃ পুনরর্জয়ন্ত এব ধ্বংসন্তে। নার্জিতস্য বস্তুনো লবমপ্যাস্যাদয়িতুমীহন্তে। কিং বহুনা।

রাজ্যভারং ভারক্ষমেষ্বন্তরঙ্গেষু ভক্তিমৎসু সমর্প্য, অপ্সরঃ প্রতিরূপাভিরন্তঃপুরিকাভী রমমাণো গীতসঙ্গীতপানগোষ্ঠীশ্চ যথর্তু বধ্নন্যথার্হং কুরু শরীরলাভম্' ইতি পঞ্চাঙ্গপৃষ্টভূমিরঞ্জলিচুম্বিতচূড়শ্চিরমশেত। প্রাহসীচ্চ প্রীতিফুল্ললোচনোঽন্তঃপুরপ্রমদাজনঃ। জননাথশ্চ সস্মিতম্—'উত্তিষ্ঠ। ননু হিতোপদেশাদ্গুরবো ভবন্তঃ। কিমিতি গুরুত্ববিপরীতমনুষ্ঠিতম্' ইতি তমুত্থাপ্য ক্রীড়ানির্ভরমতিষ্ঠৎ। অথৈষু দিনেষু ভূয়োভূয়ঃ প্রস্তুতেঽর্থে প্রেষ্যমাণো মন্ত্রিবৃদ্ধেন বচসাঽভ্যুপেত্য মনসৈবাচিন্তজ্ঞ ইত্যবজ্ঞাতবান্। অথৈবং মন্ত্রিণো মনস্যভূৎ—'অহো মে মোহান্ধালিশ্যম্। অনুচিতেঽর্থে চোদয়ন্নথীবাক্ষিগতোঽহমস্য হাস্যো জাতঃ। স্পষ্টমস্য চেষ্টানামাযথাপূর্ব্যম্। তথা হি। ন মাং স্নিগ্ধং পশ্যতি, ন স্মিতপূর্বং ভাষতে, ন রহস্যানি বিবৃণোতি, ন হস্তে স্পৃশতি, ন ব্যসনেষ্বনুকম্পতে, নোৎসবেষ্বনুগৃহ্ণাতি, ন বিলোভনবস্তূনি প্রেষয়তি, ন মৎসুকৃতানি প্রগণয়তি, ন মে গৃহবার্তাং পৃচ্ছতি, ন মৎপক্ষ্যান্ প্রত্যবেক্ষতে, ন মামাসন্নাকার্যেষ্বভ্যন্তরীকরোতি, ন মামন্তঃপুরং প্রবেশয়তি।

অপি চ। মামনর্হেষু কর্মসু নিযুঙ্‌ক্তে, মদাসনমন্যৈরবষ্টভ্যমাননুজানাতি, মদ্বৈরিষু বিশ্রম্ভং দর্শয়তি, মদুক্তস্যোত্তরং ন দদাতি, মৎসমানদোষান্ বিগর্হয়তি, মর্মণি মামুপহসতি, স্বমতমপি ময়া বর্ণ্যমানং প্রতিক্ষিপতি, মহার্হাণি বস্তূনি মৎপ্রহিতানি নাভিনন্দতি, নয়জ্ঞানাং স্খলিতানি মৎসমক্ষং মূর্খৈরুদ্‌ঘোষয়ন্তি। সত্যমাহ চাণক্যঃ—'চিত্তজ্ঞানানুবর্তিনোঽনর্থা অপি প্রিয়াঃ স্যুঃ। দক্ষিণা অপি তদ্ভাববহিষ্কৃতা দ্বেষ্যা ভবেয়ুঃ' ইতি। তথাঽপি কা গতিঃ। অবিনীতোঽপি ন পরিত্যাজ্যঃ পিতৃপৈতামহৈরস্মাদৃশৈরয়মধিপতিঃ। অপরিত্যজন্তোঽপি কমুপকারমশ্রূয়মাণবাচঃ কুর্মঃ। সর্বথা নয়জ্ঞস্য বসন্তভানোরশ্মকেন্দ্রস্য হস্তে রাজ্যমিদং পতিতম্। অপি নামাপদো ভাবিন্যঃ

প্রকৃতিস্থমেনমাপাদয়েয়ুঃ। অনর্থেষু স্থূলভব্যলীকেষু ক্বচিদুৎপন্নোঽপি দ্বেষঃ সদ্বৃত্তমস্মৈ ন রোচয়েৎ। ভবতু। ভবিতা তাবদনর্থঃ। স্তম্ভিতপিশুনজিহ্বো যথাকথঞ্চিদভ্রষ্টপদাস্তিষ্ঠেয়ম্' ইতি।

এবংগতে মন্ত্রিণি রাজনি চ কামবৃত্তে চন্দ্রপালিতো নামাশ্মকেন্দ্রামাত্যস্যেন্দ্রপালিতস্য সূনুরসদ্বৃত্তঃ পিত্রা নির্বাসিতো নাম ভূত্বা বহুভিশ্চারণগণৈর্বহ্বীভিরনল্পকৌশলাভিঃ শিল্পকারিণীভিরনেকচ্ছন্নকিঙ্করৈশ্চ গূঢ়পুরুষৈঃ পরিবৃতোঽভেত্য বিবিধাভিঃ ক্রীড়াভির্বিহারভদ্রমাত্মসাদকরোৎ। অমুনা চৈব সংক্রমেণ রাজন্যাস্পদমলভত। লব্ধরন্ধ্রশ্চ স যদ্যদ্ব্যসনমারভতে তত্তথেত্যবর্ণয়ৎ—'দেব, যথা মৃগয়া হ্যোপকারিকী ন তথাঽন্যৎ। অত্র হি ব্যায়ামোৎকর্ষাদাপৎসূপকর্তা দীর্ঘাধ্বলঙ্ঘনক্ষমো জঙ্ঘাজবঃ কফাপচয়াদারোগ্যেকমূলমাশয়াগ্নিদীপ্তিঃ, মেদোপকর্ষাদঙ্গানাং স্থৈর্যকার্কশ্যাতিলাঘবাদীনি, শীতোষ্ণবাতবর্ষক্ষুৎপিপাসাসহত্বং, সত্ত্বানামবস্থান্তরেষু চিত্তচেষ্টিতজ্ঞানং, হরিণগবলগবয়াদিবধেন সস্যলোপপ্রতিক্রিয়া, বৃকব্যাঘ্রাদিঘাতেন স্থলপথশল্যশোধনং, শৈলাটবীপ্রদেশানাং বিবিধকর্মক্ষমাণামালোচনম্, আটবিকবর্গবিশ্রম্ভণম্, উৎসাহশক্তিসন্ধুক্ষণেন প্রত্যনীকবিত্রাসনমিতি বহুতমা গুণাঃ। দ্যূতেঽপি দ্রব্যরাশেস্তৃণবত্ত্যাগাদনুপমানমাশয়োদার্যং,জয়পরাজয়ানবস্থানাদ্ধর্ষবিষাদয়োরবিধেয়ত্বং, পৌরুষৈকনিমিত্তস্যামর্ষস্য বৃদ্ধিঃ, অক্ষহস্তভূম্যাদিগোচরাণামত্যন্তদুরুপলক্ষ্যাণাং কূটকর্মণামুপলক্ষণাদনন্তবুদ্ধিনৈপুণ্যম্, একবিষয়োপসংহারাচ্চিত্তস্যাতিচিত্রমৈকাগ্র্যম্, অধ্যবসায়সহচরেষু সাহসেষ্বতিরতিঃ, অতিকর্কশপুরুষপ্রতিসংসর্গাদনন্যধর্ষণীয়তা, মানাবধারণম্, অকৃপণং চ শরীরযাপনমিতি।

উত্তমাঙ্গনোপভোগেঽর্থধর্ময়োঃ সফলীকরণং, পুষ্কলঃ পুরুষাভিমানঃ, ভাবজ্ঞানকৌশলম্,অলোভক্লিষ্টমাচেষ্টিতম্,অখিলাসু কলাসু বৈচক্ষণ্যম্ অলব্ধোপলব্ধিলব্ধানুরক্ষণরক্ষিতোপভোগভুক্তানুসন্ধানরুষ্টানুনয়াদিষ্বজস্রমভ্যুপায়রচনয়া বুদ্ধিবাচোঃ পাটবম্, উৎকৃষ্টশরীরসংস্কারাৎসুভগবেষতয়া লোকসম্ভাবনীয়তা, পরং সুহৃৎপ্রিয়ত্বম্, গরীয়সী পরিজনব্যপেক্ষা, স্মিতপূর্বাভিভাষিত্বম্, উদ্রিক্তসত্ত্বতা, দাক্ষিণ্যানুবর্তনম্ অপত্যোৎপাদনেনোভয়লোকশ্রেয়স্করত্বমিতি। পানেঽপি নানাবিধরোগভঙ্গপটীয়সামাসবানামাসেবনাৎস্পৃহণীয়বয়োঽবস্থাপনম্ অহংকারপ্রকর্ষাদশেষদুঃখতিরস্করণম্, অঙ্গজরাগদীপনাদঙ্গনোপভোগশক্তিসন্ধুক্ষণম্, অপরাধপ্রমার্জনাম্মনঃশল্যোন্মার্জনম্ অশাঠ্যশংসিভিরনর্গলপ্রলাপৈর্বিশ্বাসোপবৃংহণং, মৎসরানন্বন্ধাদানন্দৈকতানতা, শব্দাদীনামিন্দ্রিয়ার্থানাং সাতত্যেনানুভবঃ, সংবিভাগশীলতয়া সুহৃদ্বর্গসংবর্গণম্, অনুপমানমঙ্গলাবণ্যম্, অনন্তরাণি বিলসিতানি, ভয়ার্তিহরণাচ্চ সাংগ্রামিকত্বমিতি। বাক্‌পারুষ্যং দণ্ডো দারুণো দূষণানি চার্থানামেব যথাবকাশমৌপকারিকাণি। ন হি মুনিরিব নরপতিরুপশমরতিরভিভবিতুমরিকুলমলম্ অবলম্বিতুং চ লোকতন্ত্রম্' ইতি।

অসাবপি গুরূপদেশমিবাত্যাদরেণ তস্য মতমন্ববর্তত। তচ্ছীলানুসারিণ্যশ্চ প্রকৃতয়ো বিশৃঙ্খলমসেবন্ত ব্যসনানি। সর্বশ্চ সমানদোষতয়া ন কস্যাচিচ্ছিদ্রান্বেষণায়াগাতিষ্ট। সমানভর্তৃপ্রকৃতয়স্তন্ত্রাধ্যক্ষাঃ স্বানি কর্মফলান্যভক্ষয়ন্।

ততঃ ক্রমাদায়দ্বারাণি ব্যশীর্যন্ত। ব্যয়মুখানি বিটবিধেয়তয়া বিভোরহরহর্ব্যবর্ধন্ত। সামন্তপৌরজানপদমুখ্যাশ্চ সমানশীলতয়োপারূঢ়বিশ্রম্ভেণ রাজ্ঞা সজানয়ঃ পানগোষ্ঠীষ্বভ্যন্তরীকৃতাঃ স্বং স্বমাচারমত্যচারিষুঃ। তদঙ্গনাসু চানেকাপদেশপূর্বমপাচরন্নরেন্দ্রঃ। তদন্তঃপুরেষু চামী ভিন্নবৃত্তেষু মন্দত্রাসা বহুসুখৈরবর্তন্ত। সর্বশ্চ কুলাঙ্গনাজনঃ

পাংসুলজনভঙ্গিভাষণরতো ভগ্নাচারিত্রযন্ত্রণস্তৃণায়াপি ন গণয়িত্বা ভর্তৃন্ ধাতৃগণমন্ত্র-গান্যশৃণোৎ। তস্মূলাশ্চ কলহাঃ সামর্ষাণামুদভবন্। অহন্যন্ত দুর্বলা বলিভিঃ। অপহৃতানি ধনবতাং ধনানি তস্করাদিভিঃ। অপহৃতপরিভূতয়ঃ প্রহতাশ্চ পাতকপথাঃ। হৃতবান্ধবা হৃতবিত্তা বধবন্ধাতুরাশ্চ মুক্তকণ্ঠমাক্রোশন্নশ্রুকণ্ঠ্যঃ প্রজাঃ। দণ্ডশ্চাযথা-প্রণীতো ভয়ক্রোধাবজনয়ৎ। কৃশকুটুম্বেষু লোভঃ পদমধত্ত। বিমানিতাশ্চ তেজস্বিনো মানেনাদহ্যন্ত। তেষু তেষু চাকৃত্যেষু প্রাসরন্ পরোপজাপাঃ।

তদা চ মৃগয়ুবেষমৃগবাহুল্যবর্ণনেনাদ্রিদ্রোণীরনপসারমার্গাঃ শুষ্কতৃণবংশগুল্মাঃ প্রবেশ্য দ্বারতোঽগ্নিবিসর্গৈঃ, ব্যাঘ্রাদিবধে প্রোৎসাহ্য তন্মুখপাতনৈঃ ইষ্টকূপতৃষ্ণোৎপাদ-নেনাতিদূরহারিতানাং প্রাণহারিভিঃ ক্ষুৎপিপাসাভিবর্ধনৈঃ,তৃণগুল্মগূঢ়চ্ছিন্নতটপ্রদরপাত-হেতুভির্বিষমমার্গপ্রধাবনৈঃ, বিষমুখীভিঃ ক্ষুরিকাভিশ্চরণকণ্টকোদ্ধরণৈঃ, বিশ্বগবিসর-বিচ্ছিন্নানুযাতৃতয়ৈকাকীকৃতানাং যথেষ্টঘাতনৈঃ, মৃগদেহাপরাদ্ধৈর্নামৈষুমোক্ষণৈঃ, সপণ-বন্ধমধিরুহ্যাদ্রিশৃঙ্গাণি দুরধিরোহাণ্যনন্যলক্ষৈঃ প্রভংশনৈঃ, আটবিকচ্ছদ্মনা বিপিনেষু বিরলসৈনিকানাং প্রতিরোধনৈঃ, অক্ষদ্যূতপক্ষিযুদ্ধযাত্রোৎসবাদিসঙ্কুলেষু বলবদনু-প্রবেশনৈরিতরেষাং হিংসোৎপাদনৈঃ, গূঢ়োৎপাদিতব্যলীকেভ্যোঽপ্রিয়াণি প্রকাশং লব্ধা সাক্ষিষু তদ্বিখ্যাপ্যাকীর্তিগুপ্তিহেতুভিঃ পরাক্রমৈঃ, পরকলত্রেষু সুহৃদ্ব্যঞ্জনাভিযোজ্য জারান্ ভর্তৃনুভয় বা প্রহৃত্য তৎসাহসোপন্যাসৈঃ যোগনারীহারিতানাং সংকেতেষু প্রাগুপনি-লীয় পশ্চাদভিদ্রুত্যাকীর্তনীয়ৈঃ প্রমাপণৈঃ, উপপ্রলোভ্য বিলপ্রবেশেষু নিধানখননেষু মন্ত্রসাধনেষু চ বিঘ্নব্যাজসাধ্যৈ ব্যাপাদনৈঃ,মত্তগজাধিরোহণায় প্রের্য প্রত্যপায়নিবর্তনৈঃ, ব্যালহস্তিনং কোপয়িত্বা লক্ষ্যীকৃতমুখ্যমণ্ডলেষ্বক্রমণৈঃ, দায়াদ্যর্থে বিবদমানানু-পাংশু হত্বা প্রতিপক্ষেষ্বযশঃপাতনৈঃ, সামন্তপুরজনপদেষ্বাযথাবৃত্তানপ্রকাশমভিপ্রহৃত্য তদ্বৈরিনামঘোষণৈঃ, যোগাঙ্গনাভিরহর্নিশমভিরময্য রাজযক্ষ্মোৎপাদনৈঃ, বস্ত্রাভরণ-মাল্যাঙ্গরাগাদিষু রসবিধানকৌশলৈঃ, চিকিৎসামুখেনাময়োপবৃংহণৈরন্যৈশ্চাভ্যুপায়ৈর-শ্মকেন্দ্রপযুক্তাস্তীক্ষ্ণরসদাদয়ঃ প্রক্ষীপতপ্রবীরমনন্তবর্মকটকং জর্জরমকুর্বন্।

অথ বসন্তভানুর্ভানুবর্মাণং নাম বানবাস্যং প্রোৎসাহ্যানন্তবর্মণা ব্যগ্রাহয়ৎ। তৎ পরামৃষ্টরাষ্ট্রপর্যন্তশ্চানন্তবর্মা তমভিযোক্তুং বলসমুত্থানকরোৎ। সর্বসামন্তেভ্যশ্চাশ্ম-কেন্দ্রঃ প্রাগুপেত্যাসা প্রিয়তরোঽভূৎ। অপরেঽপি সামন্তাঃ সমগংসত। গত্বা চাভ্যর্ণে নর্মদারোধসি ন্যবিশন্। তস্মিংশ্চাবসরে মহাসামন্তস্য কুণ্ডলপতেরবন্তিদেবস্যাত্ম-নাটকীয়াং ক্ষমাতলোর্বশীং নাম চন্দ্রপালিতাদিভিরতিপ্রশস্তনৃত্যকৌশলামাহূয়ানন্তবর্মা নৃত্যমদ্রাক্ষীৎ। অতিরক্তশ্চ মুক্তবানিমাং মধুমত্তাম্। অশ্মকেন্দ্রস্তু কুন্ডলপতিমেকান্তে-সমভ্যধত্ত—'প্রমত্ত এষ রাজা কলত্রাণি নঃ পরামৃশতি। কিরত্যবজ্ঞা সোঢ়ব্যা। মম শতমস্তি হস্তিনাং পঞ্চশতানি চ তে। তদাবাং সম্ভূয় মরলেশং বীরসেনমৃচষীকেশমেক-বীরং কোঙ্কণপতিং কুমারগুপ্তং নাসিক্যনাথং চ নাগপালমুপজপাব। তে চাবশ্যমস্যা-বিনয়মসহমানা অস্মন্মতেনৈবোপাবর্তেরন্। অয়ং চ বানবাস্যঃ প্রিয় মে মিত্রম্। অমুনৈনং দুর্বিনীতমগ্রতো ব্যতিষক্তং পৃষ্ঠতঃ প্রাহরেম। কোশবাহনং চ বিভজ্য গৃহ্ণীমঃ' ইতি।

হৃষ্টেন চামুনাঽভ্যুপেতে বিংশতিং বরাংশুকানাং পঞ্চবিংশতিং কাঞ্চনকুঙ্কুমকম্বলানাং প্রাভৃতীকৃত্যাপ্তমুখেন তৈঃ সামন্তৈঃ সংমন্ত্র্য তানপি স্বমতাবস্থাপয়ৎ। উক্তৈরদ্যস্তেষাং সামন্তানাং বানবাস্যস্য চানন্তবর্মা নয়দ্বেষাদামিষত্বগমৎ। বসন্তভানুশ্চ তৎকোশ-

বাহনমবশীর্ণমাত্মাধিষ্ঠিতমেব কৃত্বা যথাবলং চ বিভজ্য গৃহীত। যুষ্মদনুজ্ঞয়া যেন কেনচিদংশেনাহং তুষ্যামি' ইতি শাঠ্যাৎ সর্বানুবর্তী তেনৈবামিষেণ নিমিত্তীকৃতেনোৎপাদিতকলহঃ সর্বসামন্তানধ্বংসয়ৎ। তদয়ীং চ সর্বস্বং স্বয়মেবাগ্রসৎ। বানবাস্যাং কেনচিদংশেনানুগৃহ্য প্রত্যাবৃত্য সর্বমনন্তবর্মরাজ্যমাত্মাসাদকরোৎ।

অস্মিংশ্চান্তরে মন্ত্রিবৃদ্ধো বসুরক্ষিতঃ কৈশ্চিন্মৌলৈঃ সম্ভূয় বালমেনং ভাস্করবর্মাণমস্যৈব জ্যায়সীং ভগিনীং ত্রয়োদশবর্ষাং মঞ্জুবাদিনীমনয়োশ্চ মাতরং মহাদেবীং বসুন্ধরামাদায়াপসর্পন্নাপদোঽস্যা ভাবিতয়া দাহজ্বরেণ দেহমজহাৎ। অস্মাদৃশৈর্মিত্রৈস্তু নীত্বামাহিষ্মতীং ভর্তৃদ্বৈমাতুরায় ভ্রাত্রে মিত্রবর্মণে সাপত্যা দেবী দর্শিতাঽভূৎ। তাং চার্যামনার্যোঽসাবস্তৃন্যথাঽভ্যমন্যত। নির্ভর্ৎসিতশ্চ তয়া 'সুতমিয়মখণ্ডচারিত্রারাজার্হং চিকীর্ষতি' ইতি নৈঘৃণ্যাত্তমেনং বালমজিঘাংসীৎ। ইদং তু জ্ঞাত্বা দেব্যাঽহমাজ্ঞপ্তঃ—'তাত নালীজংঘ জীবতাঽনেনার্ভকেণ যত্র ক্বচিদবধায় জীব। জীবেয়ং চেদহমপ্যেনমনুসরিষ্যামি। জ্ঞাপয় মাং ক্ষেমপ্রবৃত্তেঃ স্ববার্তাম্' ইতি। অহং তু সংকুলে রাজকুলে কথঞ্চিদেনং নির্গময্য বিন্ধ্যাটবীং ব্যাগাহিষি। পদচারদুঃখিতং চৈনমাশ্বাসয়িতুং ঘোষে ক্বচিদহানি কানিচিদ্বিশ্রময্য তত্রাপি রাজপুরুষসম্পাতভীতো দূরাধ্বমপাসরম্। তত্রাস্য দারুণপিপাসাপীড়িতস্য বারি দাতুকামঃ কূপেঽস্মিন্নপভ্রশ্য পতিতস্ত্বয়ৈবমনুগৃহীতঃ। ত্বমেবাস্যাতঃ শরণমেধি বিশরণস্য রাজসূনোঃ' ইত্যঙ্গলিমবধ্নাৎ। 'কিমীষা জাতাঽস্য মাতা' ইত্যনুযুক্তে ময়াঽমুনোক্তম্—'পাটলিপুত্রস্য বাণিজো বৈশ্রবণস্য দুহিতার সাগরদত্তায়াং কোসলেন্দ্রাৎকুসুমধন্বনোঽস্য মাতা জাতা' ইতি।

বৃদ্ধেনোক্তম্—'সিন্ধুদত্তাপুত্রাণাং কতমস্তে পিতা' ইতি। 'সুশ্রুতঃ' ইত্যুক্তেসোঽত্যহৃষ্যৎ। অহং তু 'তং নয়াবলিপ্তমশ্মকেন্দ্রং নয়েনৈবোন্মূল্য বালমেনং পিত্র্যে পদে প্রতিষ্ঠাপয়েয়ম্' ইতি প্রতিজ্ঞায় 'কথমস্যৈনাং ক্ষুধং ক্ষপয়েয়ম্' ইত্যচিন্তয়ম্। তাবদাপতিতৌ চ কস্যাপি ব্যাধস্য ত্রীনিষূনতীত্য দ্বৌ মৃগৌ স চ ব্যাধঃ। তস্য হস্তাদবশিষ্টমিষুদ্বয়ং কোদণ্ডং চাক্ষিপ্যাবিধ্যাম্। একঃ সপত্রাকৃতোঽন্যাশ্চ নিষ্পত্রাকৃতোঽপতত্। তং চৈকং মৃগং দত্ত্বা মৃগয়বে অন্যস্যাপলোমত্বচঃ ক্লোমাপোহ্য নিষ্কুলাকৃত্য বিক্রুত্যোর্বস্থিগ্রীবাদানি শূলাকৃত্য দাবাঙ্গারেষু তপ্তেনামিষেণ তয়োরাত্মনশ্চ ক্ষুধমত্যার্ষম্। এতস্মিন্কর্মণি মৎসৌষ্ঠবেনাতিহৃষ্টং কিরাতমস্মি পৃষ্টবান্—'অপি জানাসি মাহিষ্মতীবৃত্তান্তম' ইতি।

অসাবাচষ্ট—'তত্র ব্যাঘ্রত্বচো দৃতীশ্চ বিক্রীয়াদ্যৈবাগতঃ। কিং ন জানামি। প্রচণ্ডবর্মা নাম চণ্ডবর্মানুজো মিত্রবর্মদুহিতরং মঞ্জুবাদিনীং বিলিপ্সুরভ্যেতীতি তেনোৎসবোত্তরা পুরী' ইতি। অথ কর্ণে জীর্ণমব্রবম্—'ধূর্তো মিত্রবর্মা দুহিতরি সম্যক্ প্রতিপন্নস্যা মাতরং বিশ্বাস্য তন্মুখেন প্রত্যাকৃষ্য বালকং জিঘাংসতি। তৎ প্রতিগত্য কুশলমস্য মদ্বার্তাং চ দেব্যৈ রহো নিবেদ্য পুনঃ কুমারঃ শার্দূলভক্ষিত ইতি প্রকাশমাক্রোশনং কার্যম্। স দুর্মতিরন্তঃপ্রীতো বহির্দুঃখং দর্শয়ন্দেবীমনুনেষ্যতি। পুনস্ত্বয়া তন্মুখেন স বাচ্যঃ—'যদপেক্ষয়া ত্বমতমত্যক্রমিষং সোঽপি বালঃ পাপেন মে পরলোকমগাৎ। অদ্য তু ত্বদাদেশকারিণ্যেবাহম্' ইতি। স ততোক্তং প্রীতিং প্রতিপদ্যাভিপৎস্যতি। পুনরনেন বৎসনাভনাম্না মহাবিষেণ সংনীয়ং তোয়ং তত্র মালাং মজ্জয়িত্বা তয়া স বক্ষসি মুখে চ হন্তব্যঃ। স এবায়মসিপ্রহারঃ পাপীয়সস্তব ভবতু যদ্যস্মি পতিব্রতা' ইতি। পুনরনেনাগদেন সঙ্গমিতেঽম্ভসি তাং মালাং মজ্জয়িত্বা স্বদুহিত্রে দেয়া। মৃতে তু

তস্মিংস্তস্যাং চ নির্বিকারায়াং সত্যাং সতীত্যেবৈনাং প্রকৃতয়োঽনুবর্তিষ্যন্তে। পুনঃ প্রচণ্ডবর্মনে সন্দেশ্যম্—'অনায়কমিদং রাজ্যম্। অনেনৈব সহ বালিকেয়ং স্বীকর্তব্যা' ইতি। তাবদাবাং কাপালিকবেষচ্ছন্নৌ দেব্যৈব দীয়মানভিক্ষৌ পুরো বহিরুপশ্মশানং বৎস্যাবঃ। পুনরার্যপ্রায়ান্ পৌরবৃদ্ধানাপ্তাংশ্চমন্ত্রিবৃদ্ধানকান্তেব্রবীতু দেবী—'স্বপ্নেঽদ্য মে দেব্যা বিন্ধ্যবাসিন্যা কৃতঃ প্রসাদঃ। অদ্য চতুর্থেঽহনি প্রচণ্ডবর্মা মরিষ্যতি। পঞ্চমেঽহনি বেরাতটবর্তিনি মণ্ডভবনে পরীক্ষ্য বৈজন্যং জনেষু নির্গতেষু কপাটমুদ্ঘাট্য ত্বৎসুতেন সহ কোঽপি দ্বিজকুমারো নির্যাস্যতি। স রাজ্যমিদমনুপাল্য বালং তে প্রতিষ্ঠাপয়িষ্যতি। স খলু বালো ময়া ব্যাঘ্ররূপয়া তিরস্কৃত্য স্থাপিতঃ। সা চেয়ং বৎসা মঞ্জুবাদিনী তস্য দ্বিজাতিদারকস্য দারত্বেনৈব কল্পিতা' ইতি।

তদেতদতিরহস্যং যুষ্মাস্বেব গুপ্তং তিষ্ঠতু যাবদেতদুপপৎস্যতে' ইতি। স সাম্প্রতমতিপ্রীতঃ প্রযাতোঽর্থশ্চায়ং যথাচিন্তিতমনুষ্ঠিতোঽভূৎ। প্রতিদিশং চ লোকবাদঃ প্রাসর্পৎ—'অহো মাহাত্ম্যং পতিব্রতানাম্। অসিপ্রহার এব হি সমালাপ্রহারস্তস্মিঞ্জাতঃ। ন শক্যমুপধিযুক্তমেতৎকর্মেতি বক্তুং যতস্তদেব দত্তং দাম দুহিত্রে স্তনমণ্ডনমেব তস্যৈ জাতং, ন মৃত্যুঃ। যোঽস্যাঃ পতিব্রতায়াঃ শাসনমতিবর্ততে স ভস্মৈব ভবেৎ' ইতি।

অথ মহাব্রতিবেষেণ মাং চ পুত্রং চ ভিক্ষায়ৈ প্রবিষ্টৌ দৃষ্ট্বা প্রস্নুতস্তনী প্রত্যুত্থায় হর্ষাকুলমব্রবীৎ—'ভগবন্, অয়মঞ্জলিঃ। অনাথোঽয়ং জনোঽনুগৃহ্যতাম্। অস্তি মমৈকঃ স্বপ্নঃ স কিং সত্যো ন বা' ইতি। ময়োক্তম্—'ফলমস্যাদ্যৈব দ্রক্ষ্যসি' ইতি'।

'যদ্যেবং বহু ভাগধেয়মস্যা বো দাস্যাঃ। স খল্বস্যাঃ সানাথ্যশংসী স্বপ্নঃ' ইতি। মদ্দর্শনরাগবন্ধসাধ্বসাং মঞ্জুবাদিনীং প্রণময্য ভূয়োঽপি সা হর্ষগর্ভমব্রূত—'তচ্চেন্মিথ্যা সোঽয়ং যুষ্মদীয়ো বালকপালী শ্বো ময়া নিরোদ্ধব্যঃ' ইতি। ময়াঽপি সস্মিতং মঞ্জুবাদিনীরাগলীনদৃষ্টিলীঢ়ধৈর্যেণাভিহিতং 'এবমস্তু' ইতি।

লব্ধভৈক্ষো নালীজঙ্ঘমাকার্য নির্গম্য ততশ্চ তং চানুযান্তং শনৈরপৃচ্ছম্—'ক্বাসাবল্পায়ুঃ প্রথিতঃ প্রচণ্ডবর্মা ইতি। সোঽব্রূত 'রাজ্যমিদং মমেত্যপাস্তশঙ্কো রাজাস্থানমণ্ডপ এব তিষ্ঠত্যুপাস্যমানঃ কুশীলবৈঃ' ইতি। 'যদ্যেবমুদ্যানে তিষ্ঠ' ইতি তং জরন্তমাদিশ্য তৎ প্রাকারৈকপার্শ্বে ক্বচিচ্ছূন্যমঠিকায়াং মাত্রাঃ সমবতার্য তদ্রক্ষণনিযুক্তরাজপুত্রঃ কৃতকুশীলববেষলীলঃ প্রচণ্ডবর্মাণমেত্যাস্বরঞ্জয়ম্। অনুরঞ্জিতাতপে তু সময়ে জনসমাজজ্ঞানোপযোগীনি সংহৃত্য নৃত্যগীতনানারুদিতানি হস্তচংক্রমণমূর্ধ্বপাদালাতপাদাপীড়বৃশ্চিকমকরলঙ্ঘনাদীনি মৎস্যোদ্বর্তনাদীনি চ করণানি পুনরাদায়াদায় আসন্নবর্তিনাং ক্ষুরিকাস্তাভিরুপহিতবর্মা চিত্রদুষ্করাণি করণানি শ্যেনপাতোৎক্রোশপাতাদীনি দর্শয়ন্ বিংশতিচাপান্তরালাবস্থিতস্য প্রচণ্ডবর্মণশ্ছুরিকয়ৈকয়া প্রত্যুরসং প্রহৃত্য 'জীব্যাদ্বর্ষসহস্রং বসন্তভানু' ইত্যভিগর্জন্ মন্ত্রাগ্রমুতকর্তুমুদ্যতাসেঃ কস্যাপি চারভটস্য পীবরাংসবাহুশিখরমাক্রম্য তাবতৈব তং বিচেতীকুর্বন্নাকুলং চ লোকমুচ্চক্ষুকুর্বন্ দ্বিপুরুষোচ্ছ্রিতং প্রাকারমত্যলঙ্ঘয়ম্। অবপ্লুত্য চোপবনে 'মদনুপতিনামেষ পন্থা দৃশ্যতে' ইতি ব্রুবাণ এব নালীজঙ্ঘসমীকৃতসৈকতাস্পষ্টপাদন্যাসয়া তমালবীথ্যা চানুপ্রাকারং প্রাচা প্রতিপ্রধাবিতঃ পুনরবাচোচ্চিতেষ্টকাচিতত্বাদলক্ষ্যপাতেন প্রদ্রুত্য লঙ্ঘিতপ্রাকারবপ্রখাতবলয়স্তস্যাং শূণ্যমঠিকায়াং তূর্ণমেব প্রবিশ্য প্রতিমুক্তপূর্ববেষঃ সহ কুমারেণ মৎকর্মতুমুলরাজদ্বারি দুঃখলব্ধবর্ত্মা শ্মশানোদ্দেশমভ্যগাম্। প্রাগেব তস্মিন্ দুর্গাগৃহে প্রতিমাধিষ্ঠান এব ময়া কৃতং ভগ্নপার্শ্বস্থৈর্যস্থূলপ্রস্তরস্থগিতবাহ্যদ্বারং বিলম্।

অথ গলতি মধ্যরাত্রে বর্ষবরোপনীতমহার্হরত্নভূষণপট্টনিবসনৌ তাবিলমাবাং প্রবিশ্য তুষ্ণীমতিষ্ঠাব। দেবী তু পূর্বেদ্যুরেব যথার্হমগ্নিসংস্কারং মালবায় দত্ত্বা প্রচণ্ডবর্মণে-চণ্ডবর্মণে চ তামবস্থামস্মকেন্দ্রোপধিকৃতামেব সংদিশ্য উত্তরেদ্যুঃ প্রত্যুষস্যেব পূর্ব-সংকেতিতপৌরামাত্যসামন্তবৃদ্ধৈঃ সহাভ্যেত্য ভগবতীমর্চয়িত্বা সর্বজনপ্রত্যক্ষং পরীক্ষিতকুক্ষিবৈজনং তদ্ভবনং বিধায় দত্তদৃষ্টিঃ সহ জনেন স্থিত্বা পটীয়াংসঃ পটশব্দমকারয়ৎ। অণুতররন্ধ্রপ্রবিষ্টেন তেন নাদেনাহং দত্তসংজ্ঞঃ শিরসৈবোৎক্ষিপ্য সপ্রতিমং লোহপাদপীঠমংসলপুরুষপ্রযত্নদুশ্চলমভয়করবিধৃতমেকপার্শ্বমেকতো নিবেশ্য নিরগমম্। নিরগময়ং চ কুমারম্। অথ যথাপূর্বমর্পয়িত্বা দুর্গামুদ্ঘাটিতকপাটঃ প্রত্যক্ষীভূয় প্রত্যয়হৃষ্টদৃষ্টিঃ স্পষ্টরোমাঞ্চমুদ্যতাঞ্জলিরূঢ়বিস্ময়ং চ প্রণিপতন্তীঃ প্রকৃতীরভ্যধাম্—ইত্থং দেবী বিন্ধ্যবাসিনী মন্মুখেন যুষ্মানাজ্ঞাপতি—'স এষ রাজ-সূনুরাপন্নো ময়া সকৃপয়া শার্দূলরূপেণ তিরস্কৃত্যাদ্য বো দত্তঃ। তমেনমদ্যপ্রভৃতি মৎপুত্রতয়াহমন্দমাতৃপক্ষ ইতি পরিগৃহ্ণন্তু ভবন্তঃ।' অপি চ দুর্ঘটকূটকোটিঘটনা-পাটবপ্রকটশাঠ্যনিষ্ঠুরাশ্মরঘটঘট্টনাত্মানং মা মন্যধ্বমস্য রক্ষিতারম্। রক্ষানির্বেশশ্চাস্য স্বসেয়ং সুভ্রূরভ্যনুজ্ঞাতা মহ্যমার্যয়া' ইতি। শ্রুত্বৈতৎ 'অহো ভাগ্যবান্ ভোজবংশো যস্য ত্বমার্যাদত্তো নাথঃ' ইত্যপ্রীয়ন্ত প্রকৃতয়ঃ।

সা তু বাচামগোচরাং হর্ষাবস্থামস্পৃশন্মে শ্বশ্রূঃ। তদহরেব চ যথাবদগ্রাহয়ন্ মঞ্জু-বাদিনীপাণিপল্লবম্। প্রপন্নায়াং চ যামিন্যাং সম্যগেব বিলং প্রত্যপূরয়ম্। অলব্ধ-রন্ধ্রশ্চ লোকো নষ্টমুষ্টিচিন্তাদিকথনৈরত্যুপায়ান্তরপ্রযুক্তৈর্দিব্যাংশতামেব মম সমর্থয়-মানো মদজ্ঞাং নাত্যবর্তত। রাজপুত্রস্যার্যাপুত্র ইতি প্রভাবহেতুঃ প্রসিদ্ধিরাসীৎ। তং চ গুণবত্যহনি ভদ্রাকৃতমুপনায্য। পুরোহিতেন পাঠয়ন্নীতিং রাজকার্যাণ্যন্বতিষ্ঠম্। অচিন্তয়ং চ—'রাজ্যং নাম শক্তিত্রয়ায়ত্তম্! শক্তয়শ্চ মন্ত্রপ্রভাবোৎসাহাঃ পরস্পরানু-গৃহীতাঃ কৃত্যেষু ক্রমন্তে। মন্ত্রেণ হি বিনিশ্চয়োহর্থানাং, প্রভাবেণ প্রারম্ভঃ, উৎসাহেন নির্বহণম্। অতঃ পঞ্চাঙ্গমন্ত্রমূলো দ্বিরূপপ্রভাবস্কন্দশ্চতুর্গুণোৎসাহবিটপো দ্বিসপ্ততি-প্রকৃতিপত্রঃ ষড়্গুণকিসলয়ঃ শক্তিসিদ্ধিপুষ্পফলশ্চ নয়বনস্পতির্নেতুরুপকরোতি। স চায়মনেকাধিকরণত্বাদসহায়েন দুরুপজীব্যঃ। যস্ত্বয়মার্যকেতুর্নাম মিত্রবর্মমন্ত্রী স কোসলাভিজনত্বাৎকুমারমাতৃপক্ষো মন্ত্রিগুণৈশ্চ যুক্তঃ তন্মতিমবমত্যৈব ধ্বস্তো মিত্রবর্মা, স চেল্লব্ধঃ পেশলম্' ইতি।

অথ নালীজঙ্ঘং রহস্যাশিক্ষয়ম্—'তাত আর্যমার্যকেতুমেকান্তে ব্রূহি—'কো ন্বেষ মায়াপুরুষো য ইমাং রাজ্যলক্ষ্মীমনুভবতি। স চায়মস্মদ্বালো ভুজঙ্গেনামনা পরি-গৃহীতঃ। কিমুদ্গীর্যেত গ্রস্যেত বা' ইতি। স যদ্বাদিষ্যতি তদাস্মি বোধ্যঃ' ইতিঃ। সোহন্যদৈবং মামাবেদয়ৎ—'মুহুরুপাস্য প্রাভৃতৈঃ প্রবর্ত্যা চিত্রাঃ কথাঃ সংবাহ্য পাণি-পাদমতিবিস্রব্ধস্তক্ষণং তমপ্রাক্ষং ত্বদুপদিষ্টেন নয়েন। সোহপ্যেবমকথয়ৎ—'ভদ্র মৈবং বাদীঃ। অভিজনস্য শুদ্ধিদর্শনমসাধারণং বুদ্ধিনৈপুণমতিমানুষং প্রাণবলমপরি-মাণমৌদার্যমত্যাশ্চর্যমস্ত্রকৌশলমনন্যশিল্পজ্ঞানমনুগ্রহার্দ্রং চেতস্তেজশ্চাপ্যবিষহ্যমভ্য-মিত্রীণমিত্যস্মিন্নেব সন্নিপাতিনো গুণাঃ, যেহন্যত্রৈককশোহপি দুর্লভাঃ। দ্বিষতামেষ চিরাবিল্বদ্রুম প্রহ্বাণাং তু চন্দনতরুস্তমুদ্ধৃত্য নীতিজ্ঞং মন্যমস্মকমিমং চ রাজপুত্র-মনেন পিত্র্যে পদে প্রতিষ্ঠিতমেব বিদ্ধি। নাত্র সংশয়ঃ কার্যঃ' ইতি। তচ্চাপি শ্রুত্বা ভূয়োভূয়শ্চোপধাভির্বিশোধ্য তং মে মতিসহায়মকরবম্। তৎসখশ্চ সত্যশৌচযুক্তান-

মাত্যান্বিবিধব্যঞ্জনাশ্চ গূঢ়পুরুষানুদপাদয়ম্। তেভ্যশ্চোপলভ্য লুব্ধসমৃদ্ধমত্যুৎসিক্তমবিধেয়প্রায়ং চ প্রকৃতিমণ্ডলমলুব্ধতামভিখ্যাপয়ন্ ধার্মিকত্বমুদ্ভাবয়ন্ নাস্তিকান্কদর্থয়ন্ কণ্টকান্বিশোধয়ন্ অমিত্রোপধীরঘ্নন্ চাতুর্বর্ণ্যং চ স্বধর্মকর্মসু স্থাপয়ন্ অভিসমাহরেয়মর্থান্। অর্থমূলা হি দণ্ডবিশিষ্টকর্মারম্ভাঃ। ন চান্যদস্তি পাপিষ্ঠং তত্র দৌর্বল্যাৎ। ইত্যাকলয্য যোগানন্বতিষ্ঠম্।

॥ ইতি শ্রীদণ্ডিনঃ কৃতৌ দশকুমারচরিতে 'বিশ্রুতচরিতং' নামাষ্টমোচ্ছ্বাসঃ ॥

উত্তরপীঠিকা

ব্যচিন্তয়ং চ—'সর্বোঽপতিশূরঃ সেবকবর্গো ময়ি তথাঽনুরক্তো যথাঽজ্ঞয়া জীবিতমপি তৃণায় মন্যতে। রাজ্যদ্বিতয়সৈন্যসামগ্র্যা চ নাহমশ্মকেশাদ্বসন্তভানোর্ন্যূনো নীত্যাবিটশ্চ। অতো বসন্তভানুং পরাজিত্য বিদর্ভাধিপতেরনন্তবর্মণস্তনয়ং ভাস্করবর্মাণং পিত্র্যে পদে স্থাপয়িতুমলমস্মি। 'অহং চাস্য সাহায্যে নিযুক্তঃ' ইতি সর্বত্র কিংবদন্তী সঞ্জাতাঽস্তি। অদ্যাপি চৈতনমংকপটকৃত্যং ন কেনাপি বিদিতম্, অত্রস্থাশ্চ অস্মিন্ ভাস্করবর্মণি রাজতনয়ে অয়মস্মৎস্বামনোঽনন্তবর্মণঃ পুত্রো ভবান্যাঃ প্রসাদাদেতদ্রাজ্যমবাপ্স্যতি ইতি বদ্ধাশা বর্তন্তে। অশ্মকেশসৈন্যং চ রাজসূনো ভবানীসাহায্যং বিদিত্বা 'দৈব্যাঃ শক্তেঃ পুরো না বলবতী মানবী শক্তিঃ' ইত্যস্মাভির্বিগ্রহে চলচিত্তমিবোপলক্ষ্যতে। অত্রত্যাশ্চ মৌলাঃ প্রকৃতয়ঃ প্রথমমেব রাজসুতাভ্যুদয়াভিলাষিণ্য ইদানীং চ পুনর্ময়া দানমানাদ্যাবর্জনেন বিশ্বাসিতা বিশেষেণ রাজপুত্রমেবাভিকাঙ্ক্ষন্তি। অশ্মকেন্দ্রান্তরঙ্গাশ্চ ভৃত্যা মদীয়ৈর্বিশ্বাস্যতমৈঃ পুরুষৈঃ প্রভুতাং প্রীতিমুৎসাদ্য মদাজ্ঞয়া রহসীত্যুপজপ্তাঃ—'যূয়মস্মন্মিত্রাণি। অতোঽস্মাকং শুভোদর্কং বচো বাচ্যমেব। অত্র ভবান্যা রাজসূনোঃ সাহায্যকায় বিশ্রুতং নিযুজ্য তদ্ধস্তেনাশ্মকেন্দ্রস্য বসন্তভানোস্তৎপক্ষে স্থিত্বা যে চানেন সহ যোৎস্যন্তে তেষামপ্যন্তকাতিথিভবনম্। যাবদশ্মকেন্দ্রেণ স জন্যবৃত্তির্নজাতস্তাবদেনমনন্তবর্মতনয়ং ভাস্করবর্মাণমনুসরিষ্যথ।

স বীতভয়ো ভূয়সীং প্রবৃত্তিমাসাদ্য সপরিজনঃ সুখেন নিবৎস্যতি ন চেদ্ভবানীত্রিশূলবশ্যো ভবিষ্যতি। ভবান্যা চ মমেত্যাজ্ঞপ্তমস্তি যদেকবারং সর্বেষাং কথয়। অতোঽস্মাকং যুষ্মাভিঃ সহ মৈত্রীমববুধ্যাস্মস্মুখেন সর্বেভ্যো বার্তম্। ইত্যাকর্ণ্য তেঽশ্মকেন্দ্রান্তরঙ্গভৃত্যা রাজসূনোর্ভবাণীবরং বিদিত্বা পূর্বমেব ভিন্নমনস আসন্। বিশেষতশ্চ মদীয়মিতি বচনং শ্রুত্বা তে সর্বেঽপি মদ্বশে সমভবন্। এতং সর্বমপি বৃত্তান্তমববুধ্যাশ্মকেশেন ব্যচিন্তি—'যদ্রাজসূনোমৌলাঃ প্রজাস্তাঃ সর্বা অপ্যেনমেব প্রভুমভিলষন্তি। মদীয়শ্চ বাহ্য আভ্যন্তরো ভৃত্যবর্গো ভিন্নমনা ইব লক্ষ্যতে। এবং যদ্যহং ক্ষমামবলম্ব্য গৃহ এব স্থাস্যামি ততঃ উৎপন্নোপজাপং স্বরাজ্যমপি পরিত্রাতুং ন শক্ষ্যামি। অতো যাবতা ভিন্নচিত্তেন মদববোধকং প্রকটয়তা মজ্বলেন সহ মিথোবচনং ন সঞ্জাতং তাবতৈব তেন সাকং বিগ্রহং রচয়ামি। ইত্যেবং বিহিতে সোঽবশ্যং মদগ্রে ক্ষণমবস্থাস্যতি' ইতি নিশ্চিত্যান্যায়েন পররাজ্যক্রমণপাতকপ্রেরিতঃ সসৈন্যো মৃত্যুমুখমিবাস্মৎসৈন্যমভ্যযাৎ। তমভ্যায়ান্তং বিদিত্বা রাজপুত্রঃ পুরোঽভবৎ। অতোঽশ্মকেন্দ্রমেব তুরগাধিরূঢ়ো যান্তমভ্যসরম্। তাবৎসর্বা এব তৎসেনা 'যদয়মেতাষতোঽপরিমিতস্যাস্মৎসৈন্যস্যোপর্যেক এবাভ্যাগচ্ছতি তত্র ভবানীবর এবাসাধারণং কারণং, নান্যৎ' ইতি নিশ্চিত্যালেখ্যলিখিতেবাবস্থিতা। ততো ময়াঽভিগম্য সঙ্গরায় সমাহূতো বসন্তভানুঃ সমেত্য মামসিপ্রহারেণ দৃঢ়মভ্যহন্। অহং চ শিক্ষাবিশেষবিফলিততদসিপ্রহারঃ প্রতিহারেণ তং প্রহৃত্যাবকৃত্তমশ্মকেন্দ্রশিরোঽবনৌ বিনিপাত্য তৎ সৈনিকানমদম্—'অতঃ পরমপি যে যুযুৎসবো ভবন্তি তে সমেত্য ময়া যুধ্যন্তাম্। ন চেদ্রাজতনয়চরণপ্রণামং বিধায় তদীয়াঃ সন্তঃ স্বস্ববৃত্ত্যুপভোগপূর্বকং নিজানিজানধিকারান্নিঃশঙ্কং

পরিপালয়ন্তঃ সুখেনাবতিষ্ঠন্তু' ইতি। মদ্বচনশ্রবণানন্তরং সর্বেঽপ্যশ্মকেন্দ্রসেবকাঃ স্বস্ববাহনাৎ সহসাঽবতীর্য রাজসূনুসান্বিধায় তদ্রক্ষণার্থং মৌলান্ স্বানধিকারিণো নিযুজ্যাত্মীভূতেনাশ্মকেন্দ্রসৈন্যেন চ সাকং বিদর্ভানভ্যেত্য রাজধান্যাং তং রাজতনয়ং ভাস্করবর্মাণমভিষিচ্য পিত্রে পদে ন্যবেশয়ম্।

একদা চ মাত্রা বসুমত্যা সহাবস্থিতং তং রাজানং ব্যজিজ্ঞপম্—'ময়ৈকস্য কার্য-স্যারম্ভশ্চিকীর্ষিতোঽস্তি স যাবন্ন সিধ্যতি তাবন্ময়া ন কুত্রাপ্যেকত্রাবস্থাতুং শক্যম্। অত ইয়ং মদ্ভার্যা ত্বদ্ভগিনী মঞ্জুবাদিনী কিয়ন্ত্যহানি যুষ্মদন্তিকমেব তিষ্ঠতু। অহং চ যাবদিষ্টজনোপলম্ভং কিয়ন্তমপ্যনেহসং ভুবং বিভ্রম্য ত্বমাসাদ্য পুনরত্র সমেষ্যামি।' ইত্যাকর্ণ্য মাত্রাঽনুমতেন রাজাঽহমগাদি—'যদেতদস্মাকমেতদ্রাজ্যোপলম্ভলক্ষণ-স্যৈতাবতোঽভ্যুদয়স্যাসাধারণো হেতুর্ভবানেব। ভবন্তং বিনা ক্ষণমপ্যস্মাভিরিয়ং রাজ্যধূর্নির্বাহ্যা। অতঃ কিমেবং বক্তি ভবান্।' ইত্যাকর্ণ্য ময়া প্রত্যবাদি—'যুষ্মা-ভিরয়ং চিন্তালবোঽপি ন চিত্তে চিন্তনীয়ঃ। যুষ্মদ্গৃহে যঃ সচিবরত্নমার্যকেতুরস্তি স ঈদৃশিবধানামনেকেষাং রাজ্যানাং ধুরমুদ্বোঢুং শক্তঃ। ততস্তং তত্র নিযুজ্যাহং গমিষ্যামি' ইত্যাদিবনেসংদোহৈঃ প্রলোভিতোঽপি সজননীকে নৃপোঽনেকৈরাগ্রহৈর্মাং কিয়ন্তমপি কালং প্রয়াণোপক্রমান্ন্যবর্তয়ৎ। উৎকলাধিপতেঃ প্রচণ্ডবর্মণো রাজ্যং মহ্যং প্রাদাৎ। অহং চ তদ্রাজ্যমাত্মসাৎকৃত্বা রাজানমামন্ত্র্য যাবত্ত্বদন্বেষণায় প্রয়াণোপক্রমং করোমি তাবদেবাঙ্গনাথেন সিংহবর্মণা স্বসাহায্যায়াকারিতোঽত্র সমাগতঃ পূর্বপুণ্যবিপাকাৎ-স্বামিনা সমগংসি।'

ততস্তে তত্র সঙ্গতা অপহারবর্মোপহারবর্মার্থপালপ্রমতিমিত্রগুপ্তমন্ত্রগুপ্তবিশ্রুতাঃ কুমারাঃ পাটলিপুরে যৌবরাজ্যমুপভুঞ্জানং সমাকারণে পূর্বকৃতসংকেতং বামলোচনয়া ভার্যয়া সহ কুমারং সোমদত্তং সেবকৈরানায্য সরাজবাহনাঃ সম্ভুয়োবস্থিতা মিথঃ সপ্রমোদ-সম্বলিতাঃ কথা যাবদ্বিদধতি তাবৎপুষ্পপুরাদ্রাজ্ঞো রাজহংসস্যাজ্ঞাপত্রমাদায় সমাগতা রাজপুরুষাঃ প্রণম্য রাজবাহনং ব্যজিজ্ঞপন্—'স্বামিন্ এতজ্জনকস্য রাজহংসস্যাজ্ঞাপত্রং গৃহ্যতাম্' ইত্যাকর্ণ্য সমুত্থায় ভূয়োভূয়ঃ সাদরং প্রণম্য সদসি তদাজ্ঞাপত্রমগ্রহীৎ। শিরসি শিরসি চাধায় তত উত্তার্যোৎকীল্য রাজা রাজবাহনঃ সর্বেষাং শৃন্বতামেবাবাচয়ৎ —'স্বস্তি শ্রীঃ পুষ্পপুররাজধান্যাঃ শ্রীরাজহংসভূপতিশ্চম্পানগরীমধিবসতো রাজবাহন-প্রমুখান্কুমারনাশাস্যাজ্ঞাপত্রং প্রেষয়তি। যথা যূয়মিতো মামামন্ত্র্য প্রণম্য প্রস্থিতাঃ পথি কস্মিংশ্চিদ্বনোদ্দেশ উপশিবালয়ং স্কন্ধাবারমবস্থাপ্য স্থিতাঃ।

তত্র রাজবাহনং শিবপূজার্থং নিশি শিবালয়ে স্থিতং প্রাতরনুপলভ্যাবশিষ্টাঃ সর্বেঽপি কুমারাঃ সহৈব রাজবাহনেন রাজহংসং প্রণংস্যামো ন চেৎপ্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামঃ' ইতি প্রতিজ্ঞায় সন্যং পরাবর্ত্য রাজবাহনমন্বেষ্টুং পৃথক্প্রস্থিতাঃ। এতং ভবদ্বৃত্তান্তং ততঃ প্রত্যাবৃত্তানাং সৈনিকানাং মুখাদাকর্ণ্যাসহ্যদুঃখোদন্বতি ভগ্নমনসাবুভাবহং যুষ্ম-জ্জননী চ 'বামদেবাশ্রমং গত্বৈতদ্বৃত্তান্তং তদ্বিদিতং বিধায় প্রাণপরিত্যাগং কুর্বঃ' ইতি নিশ্চিত্য তদাশ্রমমুপগতৌ তং মুনিং প্রণম্য যাবৎস্থিতৌ তাবদেব তেন ত্রিকালবেদিনা মুনিনা বিদিতমেবাস্মন্মনীষিতম্ নিশ্চয়মববুধ্য প্রাবাচি—'রাজন্ প্রথমমেবৈতৎসর্বং যুষ্মন্মনীষিতং বিজ্ঞানবলাদজ্ঞায়ি। যদেতে ত্বৎ কুমারা রাজবাহননিমিত্তে কিয়ন্তমনেহ-সমাপদমাসাদ্য ভাগ্যোদয়াদসাধারণেন বিক্রমেণ বিহিতদিগ্বিজয়াশ্চপ্রভৃতানি রাজ্যান্যুপ-লভ্য ষোড়শাব্দান্তে বিজয়িনং রাজবাহনং পুরস্কৃত্য প্রত্যেত্য তব বসুমত্যাশ্চ পাদানভি-বাদ্য ভবদাজ্ঞাবিধায়িনো ভবিষ্যন্তি। অতস্তন্নিমিত্তং কেনাপি সাহসং ন বিধেয়ম্' ইতি।

তদাকর্ণ্য তৎপ্রত্যয়াদ্ধৈর্যমবলম্ব্যাদ্যপ্রভৃত্যহং দেবী চ প্রাণানধারয়াব।

ইদানীমাসন্নবর্তিন্যবধৌ বামদেবাশ্রমং গত্বা বিজ্ঞপ্তিঃ কৃতা—'স্বামিন্ ত্বদুক্তাবধিঃ পূর্ণপ্রায়ো ভবতি। তৎপ্রবৃত্তিস্ত্বয়াঽদ্যাপি বিজ্ঞায়তে' ইতি।

শ্রুত্বা মুনিবদৎ—'রাজন্ রাজবাহনপ্রমুখাঃ সর্বেঽপি কুমারা অনেকান্দুর্জয়ান্-শত্রূন্বিজিত্য দিগ্বিজয়ং বিধায় ভূবলয়ং বশীকৃত্য চম্পায়ামেকত্র স্থিতাঃ। তবাজ্ঞাপত্রমাদায় তদানয়নায় প্রেষ্যন্তাং শীঘ্রমেব সেবকাঃ।' ইতি মুনিবচমমাকর্ণ্য ভবদাকারণায়াজ্ঞাপত্রং প্রেষিতমস্তি। অতঃপরং চেৎ ক্ষণমপি যূয়ং বিলম্বং বিধাস্যথ, ততো মাং বসুমতীং চ মাতরং কথাবশেষাবেব শ্রোষ্যথেতি জ্ঞাত্বা পানীয়মপি পথি ভুক্ত্বা পেয়ম্।' ইত্যেবং পিতুরাজ্ঞাপত্রং মূর্ধ্নি বিধৃত্য গচ্ছেমেতি নিশ্চয়ং চক্রুঃ। বশীকৃতরাজ্যরক্ষাপর্যাপ্তানি সৈন্যানি লনর্থতরান্ পুরুষানাপ্তান্ স্থানে স্থানে নিযুজ্য কিয়তা সৈন্যেন মার্গরক্ষাং বিধায় পূর্ববৈরিণং মালবেশং মানসারং পরাজিত্য তদপি রাজ্যং বশীকৃত্য পুষ্পপুরে রাজ্ঞো রাজহংসস্য দেব্যা বসুমত্যাশ্চ পাদান্নমস্যামঃ।

এবং নিশ্চিত্য স্বস্বভার্যাসংযুতাঃ পরিমিতেন সৈন্যেন মালবেশং প্রতি প্রস্থিতাঃ। প্রাপ্য চোজ্জয়িনীং তদৈব সহায়ভূতৈস্তৈঃ কুমারৈঃ পরিবৃতেন রাজবাহনেনাতিবলবানপি মালবেশো মানসারঃ ক্ষণেন পরাজিগ্যে নিহতশ্চ। ততস্তদ্দুহিতরমবন্তিসুন্দরীং সমাদায় চণ্ডবর্মাণা তন্মন্ত্রিণা পূর্বং কারাগৃহে রক্ষিতং পুষ্পোদ্ভবং কুমারং সকুটুম্বং তত উন্মোচিতং সহ নীত্বা মালবেন্দ্ররাজ্যং বশীকৃত্য তদ্রক্ষণায় কাংশ্চিৎসৈন্যসহিতান্ মন্ত্রিণো নিযুজ্যাবশিষ্টপরিমিতসৈন্যসহিতাস্তে কুমারাঃ পুষ্পপুরং সমেত্য রাজবাহনং পুরস্কৃত্য তস্য রাজহংসস্য মাতুর্বসুমত্যাশ্চ চরণানভিবন্দিতবন্তঃ। তৌ চ পুত্রসমাগমং প্রাপ পরমানন্দমধিগতৌ।

ততো রাজ্ঞো বসুমত্যাশ্চ দেব্যাঃ সমক্ষং বামদেবো রাজবাহনপ্রমুখানাং দশানামপি কুমারাণামভিলাষং বিজ্ঞায় তানাজ্ঞাপয়ৎ—'ভবন্তঃ সর্বেঽপ্যেকবারং গত্বা স্বানি রাজ্যানি ন্যায়েন পরিপালয়ন্তু। পুনর্যদেচ্ছা ভবতি তদা পিত্রোশ্চরণাভিবন্দনায়াগন্তব্যম্' ইতি।

ততস্তে সর্বেঽপি কুমারাস্তন্মুনিবচনং শিরস্যাধায় তং প্রণম্য পিতরৌ চ গত্বা দিগ্বিজয়ং বিধায়, প্রত্যাগমনান্তং স্বস্ববৃত্তং পৃথক্ পৃথঙ্ মুনিসমক্ষং ন্যবেদয়ন্। পিতরৌ চ কুমারাণাং নিজপরাক্রমাববোধকান্যতিদুর্ঘটানি চরিতান্যাকর্ণ্য পরমানন্দমাপ্নুতাম্। ততো রাজা মুনিং সবনিয়ং ব্যজিজ্ঞপৎ—'ভগবন্ তব প্রসাদাদস্মাভির্মনুজমনোরথাধিকমবাঙ্মনসগোচর সুখমধিগতম্। অতঃ পরং মম স্বামিচরণসন্নিধৌ বানপ্রস্থাশ্রমমধিগত্যাত্মসাধনমেব বিধাতুমুচিতম্। অতঃ পুষ্পপুররাজ্যে মানসাররাজ্যে চ রাজবাহনমভিষিচ্যাবশিষ্টানি রাজ্যানি নবভ্যঃ কুমারেভ্যো যথোদিতং সম্প্রদায় তে কুমারা রাজবাহনাজ্ঞাবিধায়িনস্তদেকমত্যা বর্তমানাশ্চতুরুদধিমখলাং বসুন্ধরাং সমুদ্ধৃত্য কণ্টকানুপভুঞ্জন্তি তথা বিধেয়ং স্বামিনা' ইতি। তেষাং তৎ পিতুর্বানপ্রস্থাশ্রমগ্রহণোপক্রমনিষেধে ভূয়াং সমাগ্রহং বিলোক্য মুনিস্তানবদৎ--'ভোঃ কুমারকাঃ অয়ং যুষ্মজ্জনক এতদ্বয়ঃসমুচিতে পথি বর্তমানঃ কায়ক্লেশং বিনৈব মদাশ্রমস্থো বানপ্রস্থাশ্রমাশ্রয়ণং সর্বথা ভবদ্ভির্ন নিবারণীয়ঃ। অত্র স্থিতস্ত্বয়ং ভগবদ্ভক্তিমুপলপ্স্যতে।

ভবন্তশ্চ পিতৃসন্নিধৌ ন সুখমবাপ্স্যন্তি' ইতি। মহর্ষেরাজ্ঞামধিগম্য তে পিতুর্বানপ্রস্থাশ্রমাধিগমপ্রতিষেধাগ্রহমত্যজন্। রাজবাহনং পুষ্পেপুরেঽবস্থাপ্য তদনুজ্ঞয়া সর্বেঽপি পরিজনাঃ স্বানি স্বানি রাজ্যানি প্রতিপাল্য স্বেচ্ছয়া পিত্রোঃ সমীপে গতাগতমকুর্বন্। এবমবস্থিতাস্তে রাজবাহনপ্রমুখাঃ সর্বেঽপি কুমারা রাজবাহনজ্ঞয়া সর্বমপি বসুধাবলয়ং ন্যায়েন পরিপালয়ন্তঃ পরস্পরমৈকমত্যেন বর্তমানাঃ পুরন্দরপ্রভৃতিভিরপ্যতিদুর্লভানি রাজ্যসুখান্যন্বভূবন্।

॥ ইতি শ্রীদণ্ডিনঃ কৃতৌ দশকুমারচরিতে উত্তরপীঠিকা ॥

॥ সমাপ্তং দশকুমারচরিতম্ ॥

শূদ্রক

মৃচ্ছকটিকম্

ভূমিকা

কাহিনী

শিপ্রানদীর তীরে উজ্জয়িনী। চির-উৎসবময়ী নগরী। অসংখ্য প্রাসাদ, অগণিত রাজপথ, অনিন্দ্য লাবণ্য তার। দ্যূতসভা, গণিকালয়, বৌদ্ধবিহার, মহাকালমন্দির—সবকিছুতে পূর্ণ।

সেই উজ্জয়িনীর বণিক পাড়ায় চারুদত্তের বাস। ব্রাহ্মণ বড় ভাল লোক। ব্যবসায়ে এককালে পয়সা ছিল প্রচুর—সেটা জীর্ণ বিশাল বাড়িটা দেখলেই আঁচ করা যায়। কিন্তু 'প্রণই-জন-সংক্রামিদবিহব' অর্থাৎ বন্ধুজনকে দান করতে করতে সব ফুরিয়েছে। নগরে নাম-ডাক প্রচুর। বিয়ে করেছেন, স্ত্রীর নাম ধূতা; ছেলে একটি আছে, তার নাম রোহসেন।

সেদিন বসন্তোৎসব। কামদেবের মন্দিরে সবাই গেছেন। চারুদত্ত এসেছেন, এসেছেন অগণিতের মধ্যে উজ্জয়িনীর সেরা নটী বসন্তসেনা। যৌবনমদে মত্তা, কিন্তু হৃদয়বতী। জন্মের খাতিরে গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করেছেন, ছাড়তে পারলে বাঁচেন। নাম শুনেছেন চারুদত্তের, মনে মনে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছেন চরণে এবং আজ মনোরথপ্রিয়ের এই প্রথম দর্শনেই পঞ্চশরে বিদ্ধ হলেন।

বসন্তোৎসব থেকে চারুদত্ত তাড়াতাড়িই ফিরেছিলেন। সন্ধ্যা-আহ্নিকের তাড়া ছিল। কিন্তু বসন্তসেনার ফিরতে রাত হলো। আকাশ তখন অঞ্জন বর্ষণ করছে। সঙ্গের লোকজন ভিড়ের চাপে কোথায় গেছে হারিয়ে কে বলবে। বসন্তসেনা নৃত্য-নিপুণ-চরণযুগলকে দ্রুততর করছিলেন। সহসা পিছনে ধ্বনিত হলো—'তিষ্ঠ বসন্তসেনে, তিষ্ঠ।' এ-কণ্ঠ বিটের। শিক্ষিত ভদ্র লম্পটের নাম বিট। অন্ধকার রাত দেখে সে তার সঙ্গী শকার এবং তস্য ভৃত্যকে নিয়ে শিকার অন্বেষণে বেরিয়েছে। সে মূর্খ এবং চরিত্রহীন, রাজধনে ধনী। বসন্তসেনার প্রতি লোভ তার বহুদিনের কিন্তু অভিজাত হৃদয় নীচকে প্রশ্রয় দেয় নি। শকার আকুল কণ্ঠে বলল, 'রামভীতা দ্রৌপদীর মতো পালাচ্ছ কেন?' ক্ষিপ্রগতি ক্ষিপ্রতর হলো। শকার তখন কদর্য ভাষায় গালাগালি শুরু করল। সামনেই চারুদত্তের বাড়ি। দেখেই জ্বলে উঠল শকার। ঐ ব্রাহ্মণই বসন্তসেনার হৃদয়বল্লভ এ-কথা জেনেছিল সে। আর্তনাদ করে উঠল, 'পণ্ডিত, বাঁ-দিকেই চারুদত্তের বাড়ি—এ-গর্ভদাসী ওকেই চায়। দেখো, হাতছাড়া না হয়।' মুঞ্জরিত হলো বসন্তসেনার হৃদয়। অন্ধকারে অলক্ষ্যে উঠে পড়লেন দরজার সিঁড়িতে। উঠলেন কিন্তু প্রিয়জন-গৃহে প্রথম প্রবেশে বাধা পেলেন। দ্বার রুদ্ধ। শকারের লুব্ধ চীৎকার অন্ধকারকে খান্ খান্ করে চিরে দিচ্ছে। পলকে যুগ মানছেন বসন্তসেনা। হেনকালে চারুদত্তের বন্ধু মৈত্রেয় এবং দাসী রদনিকা প্রদীপ হাতে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। ওঁরা চতুষ্পথে মাতৃগণকে পূজোপহার অর্পণ করতে যাচ্ছিলেন। মুক্তপথে প্রবেশ করেই বসন্তসেনা চকিতে আঁচল দিয়ে দীপ নিভিয়ে দিলেন। ওঁরা ভাবলেন বাতাসে প্রদীপ নিভেছে; মৈত্রেয় আবার আলো জ্বাললেন। তাঁর মাধ্যমে সাক্ষাৎ হলো চারুদত্ত এবং

বসন্তসেনার। চারুদত্ত তাঁকে 'মাননীয়া' বলে সম্বোধন করলেন। আনন্দে বিহ্বল হলেন বসন্তসেনা। অন্ধকারে আপন ঘরে তাঁকে এগিয়ে দিলেন চারুদত্ত। যাবার আগে বসন্তসেনা অলংকারগুলো পুঁটুলি বেঁধে রেখে গেলেন—এই নিবিড় নিশীথে নিরাপদ নয় অলঙ্কৃত হয়ে যাওয়া।

দাসী মদনিকার সঙ্গে প্রিয়গুণগানে মগ্ন ছিলেন বসন্তসেনা। এ-হেন সময়ে পথে কোলাহল উঠল। দুজনে গবাক্ষপথে এগিয়ে এলেন। একটি লোক পালাচ্ছে—তার পেছনে ছুটছে দুজন। লোকটা পাশা খেলে দশ মোহর হেরেছে—দেবার শক্তি নেই তাই শ্রীচরণ ভরসা করেছে। ওর নাম সংবাহক। লক্ষ্মী যখন চারুদত্তের গৃহে অচঞ্চলা ছিলেন তখন তাঁর গাত্র মর্দন করত, এখন বেকার হয়ে পাশা খেলে। ছুটছে প্রাণপণে, কিন্তু যায় কোথায়! সামনে শূন্য মন্দির, তার মাঝখানে বিগ্রহ সেজে বসে রইল। দ্যূতসভার মালিক মাথুর লোকজন নিয়ে হাজির সেখানে। নিপুণভাবে দেখে একজন বলল, 'কঠ্ঠমঈ পডিমা' (প্রতিমা কাঠের তৈরি); আর একজন বলল, 'ণহু ণহু শৈলপডিমা' (না না, প্রতিমা পাথরের তৈরি)। হতাশ হয়ে দুজনেই বলল, 'চুলোয় যাক, একদান খেলি।' পাশার শব্দে সংবাহক আত্মবিস্মৃত হলো, 'আমার দান' বলে এগিয়ে এল ছকের কাছে। আরম্ভ হলো প্রহার। হেনকালে রঙ্গস্থলে হাজির হলো দর্দুরক। লোকটা আগে পাশা খেলত—সম্প্রতি ছেড়েছে। দুজনকেই চেনে। দশ মোহরের জন্যে একটা লোক খুন হবে! ঝগড়া বাঁধিয়ে দিল মাথুরের সঙ্গে এবং ইঙ্গিত করল সংবাহককে। সে পালাল। অতঃপর মাথুরের রক্তিম চক্ষে একমুষ্টি ধূলি নিক্ষেপ করে স্বয়ং অদৃশ্য হলো দর্দুরক।

দৈবজ্ঞের আদেশ তখন লোকের মুখে মুখে। সে-আদেশ এই—বর্তমান রাজা পালক রাজ্যচ্যুত হবেন, এবার রাজা হবেন গোপবালক আর্যক। দর্দুরক তাঁরই সন্ধানে চলল। এদিকে সংবাহক পালিয়ে এলো বসন্তসেনার গৃহে। তার ইতিবৃত্ত শুনে হাতের বালাটি দিয়ে বসন্তসেনা আর্য চারুদত্তের পুরাণো সেবকের ঋণ শোধ করলেন। দুঃখে দগ্ধ হয়ে সে মুণ্ডিতশীর্ষ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীতে পরিণত হলো।

রেভিল উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠ গায়ক। তাঁর গান শুনে চারুদত্ত এবং বিদূষক সেদিন ফিরছিলেন। গানের তানে অঙ্গ অবশ হয়েছে দুজনেরই। গৃহে প্রবেশ করেই তারা সুপ্ত হলেন।

বাইরে আবির্ভাব ঘটল সিঁধ হাতে শর্বিলকের। এ-ব্যক্তি ব্রাহ্মণ। শিক্ষিত কিন্তু দরিদ্র। চুরি কস্মিনকালেও পেশা নয়। তবে চৌর্যশাস্ত্র পড়েছে। বসন্তসেনার পরিচারিকা মদনিকার সঙ্গে ওর প্রেম কিন্তু মুক্তিমূল্য না দিলে তাকে ছাড়ানো যাচ্ছে না। অগত্যা এসেছেন ধনসংগ্রহে।

সুন্দর একটি সিঁধ কাটলেন তিনি—গৃহে প্রবেশ করেই কিন্তু হতাশ হতে হলো। জীর্ণ ঘর, চারিদিকে পুঁথি-পত্র, মৃদঙ্গ, পণববাদ্য, দর্দুর, বীণা, বাঁশী। মন্ত্রপূত সর্ষে ছিটিয়ে দিল মেঝেয়, ফুটল না। তবে তো মাটির তলায়ও ধন নেই। সহসা চোখে পড়ল শাড়ির পুঁটলির মধ্যে ঝিলিক দিচ্ছে অলংকার। ভদ্রপীঠ নামক আগ্নেয় কীট ছেড়ে দিলেন শর্বিলক। পোকা উড়ে গিয়ে প্রদীপ নেভাল। অলংকার নিয়ে

বেরিয়ে পড়লেন শর্বিলক। দাসী রদনিকার কণ্ঠ তখন সপ্তমে উঠেছে, 'অজ্জ মিত্তেয়, উঠেঠহি, উঠেঠহি, গেহে সন্ধিং কপ্পিয় চোরো নিক্কন্তো'— আর্য মৈত্রেয়, উঠুন, উঠুন, সিঁধ কেটে চোর পালিয়েছে।

গয়নার পুঁটলি নিয়ে শর্বিলক এলেন বসন্তসেনার গৃহে। মদনিকার সঙ্গে মিলন হলো। আড়াল থেকে সে মধুর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন বসন্তসেনা। কিন্তু মুক্তিমূল্যের নমুনা দেখে স্তম্ভিত হলো মদনিকা। বসন্তসেনা অলক্ষ্যে শুনলেন ত্রস্ত কণ্ঠের উক্তি, 'এ করেছ কি?' স্ত্রীবুদ্ধি উপদেশ দিল—আর্য চারুদত্তের লোক হিসেবে দেবীর কাছে সমর্পণ করো অলংকার। 'তথাস্তু' বলে শর্বিলক বসন্তসেনার কাছে গিয়ে বললেন, 'গৃহ জীর্ণ, অলংকার রক্ষা করা দুরূহ তাই বণিক চারুদত্তের অনুরোধে এটা গ্রহণ করুন।' বসন্তসেনা বললেন, 'আমার জবাবটাও নিয়ে যান।'

—কি জবাব?

—মদনিকাকে গ্রহণ করুন।

—বুঝিছ না কিছু।

—আমি বুঝেছি।

—কি রকম!

—আর্য চারুদত্ত আমায় বলেছেন এই অলংকার যে নিয়ে যাবে তার হাতে মদনিকাকে দান করবে।

গোশকটচালককে ডাকলেন বসন্তসেনা। মদনিকাকে বললেন, 'ওঠো!' শর্বিলক বললেন, 'প্রণাম কর এঁকে যাঁর কৃপায় দুর্লভ বধূশব্দের অবগুণ্ঠন পেলে তুমি। কেঁদে ফেলল মদনিকা, 'আমায় ত্যাগ করলেন!' বসন্তসেনা বললেন, 'সুমরেসি মং'—আমায় মনে রেখো।

শকট চলল। হঠাৎ নেপথ্যে সেনাপতির আদেশ ঘোষিত হলো—'দৈবজ্ঞের আদেশে ভীত হয়ে রাজা পালক গোপপল্লী থেকে আর্যককে বন্দী করে কারাগারে শৃংখলিত করেছেন—সবাই হুঁশিয়ার থাক! চমকে উঠলেন শর্বিলক—'বন্ধু আর্যক কারাগারে!' নেমে পড়লেন লাফ দিয়ে। শকট চালককে বললেন, 'বণিক রেভিলের বাড়ি চিনিস?'

—চিনি।

—তত্র প্রাপয় প্রিয়াম্। —সেখানে প্রিয়াকে নিয়ে যাও।

শর্বিলক মিত্রমুক্তির গুরুতর আয়োজনে উদ্যোগী হলেন।

রদনিকার ডাকে সবাই যখন উঠলেন তখন তস্কর উধাও হয়েছে। চারুদত্ত মাথায় হাত দিয়ে বসলেন—এখন করেন কি! ধূতাদেবী তাঁর রত্নহারটি দিলেন, সেই হার নিয়ে বিদূষক মৈত্রেয় বসন্তসেনার গৃহে এলেন। দাসী নিয়ে চলল কর্ত্রীর কাছে। ভবনদ্বার দেখে বিস্মিত হলেন মৈত্রেয়। বিশাল দরজা যেন আকাশ স্পর্শ করছে। জলে ধুয়ে সবুজ রঙকে লিপ্ত করেছে, প্রাকারে মল্লিকার মালা দুলিয়েছে। পতাকা উড়ছে শীর্ষে, দু-পাশে দুই বেদীতে স্ফটিকের মঙ্গল কুম্ভ স্থাপিত, মুখে আম্রপল্লব। হাতির দাঁতের তোরণের নিচে সোনায় মোড়া কপাট দুটিতে হীরে-মুক্তার কি অপূর্ব কাজ।

স্বর্ণযূথিকার লতার কাছে রেশমীসূতোয় বাঁধা একটি দোলনার পাশে বসেছিলেন বসন্তসেনা। বিদূষক রত্নহারটি সমর্পণ করে বললেন—চারুদত্ত পাশা খেলে গচ্ছিত অলংকার হারিয়েছেন। দ্যূতসভার অধ্যক্ষ ও রাজদূত, এখন কোথায় প্রস্থান করেছেন তার ঠিকানা নেই—অতএব এই রত্নমালা পাঠিয়েছেন। বসন্তসেনা বুঝলেন সব। মুগ্ধচিত্তে রত্নমালা গ্রহণ করলেন। বলে দিলেন প্রদোষকালে সাক্ষাৎ করবেন চারুদত্তের সঙ্গে।

সেদিন সন্ধ্যায় যখন বসন্তসেনা চারুদত্তের গৃহে পৌঁছলেন আকাশ তখন মেঘে ঢাকা। বৃষ্টি পড়ছে, কালো আঁধারের বক্ষ বিদীর্ণ করছে বিদ্যুৎ। দুজনে দেখা হলো। সে-রাতে রইলেন তিনি প্রিয়নিকুঞ্জে। প্রভাতে উঠে ধূতাদেবীকে সেই রত্নমালা ফিরিয়ে দিতে চাইলেন—কিন্তু 'অজ্জউত্তো জ্জেব মম আহরণবিসেসো'—আর্যপুত্রই আমার বিশেষ অলংকার, এই বলে তা প্রত্যাখ্যান করলেন ধূতা। চারুদত্ত প্রত্যুষেই পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে গিয়েছেন। তাঁর কথামতো বর্ধমানক শকটে করে বসন্তসেনাকে সেইখানে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত। হেনকালে রোহসেন কান্না জুড়ল। ও ওর বন্ধুর সোনার শকট দিয়ে খেলেছিল এতক্ষণ। বন্ধু সেটি নিয়ে গেছে। এখন বায়না ধরেছে—'আমার সোনার গাড়ি চাই।' রদনিকা মাটির শকট একটা দিল, শিশু বলে—'কিং মম এদাএ মট্টিআ শঅডিআএ'—এই মাটির গাড়ি দিয়ে আমার কি হবে?

—কেঁদোনা। তুমি সোনার গাড়ি দিয়েই খেলবে—বললেন বসন্তসেনা।

রোহসেন—কা এসা?

রদনিকা—দে জননী।

ক্ষণপরে স্থাবরকের গাড়ি চেপে বসন্তসেনা এলেন। পর্দা উঠিয়ে তাঁকে দেখে শকার পূর্ববৎ প্রসাদিত করার চেষ্টা করল—বসন্তসেনা অটল। অতঃপর ভীতি প্রদর্শন। বিট অনেক চাতুর্য অবলম্বন করল তাঁকে রক্ষা করবার—কিন্তু শকার অটল। বিটের অলক্ষ্যে বসন্তসেনার গলা টিপে অচৈতন্য করে মৃত ভেবে পাতায় ঢাকল তার দেহ, তারপর অন্তর্হিত হলো সে। স্থাবরক পাছে ব্যাপারটা প্রকাশ করে এই ভেবে আপন অট্টালিকার ছাদে নিগড়বন্ধ করে রাখল তাকে। প্রবেশ করল সংবাহক। পুষ্প-করণ্ডকের সরোবরে স্নান সেরে কৌপীন শুকোবার স্থান খুঁজছিল ও। পাতার আড়ালে বসন্তসেনার তখন জ্ঞান ফিরেছে। দুঃসময়ে উদ্ধারিকাকে চিনল সংবাহক। কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে বৌদ্ধমঠে নিয়ে গেল তাঁকে সুস্থ করবার জন্য।

শকার ভাবল ব্যাপারটা প্রকাশ পেলে কি হবে বলা কঠিন অতএব নিজেই গিয়ে রাজার অধিকরণে নালিশ জানাল চারুদত্ত অলংকারের লোভে বসন্তসেনাকে হত্যা করেছে। জটিল সমস্যা। এলেন বসন্তসেনার জননী, আনা হলো চারুদত্তকে; জননী বলছেন—এ-ব্রাহ্মণ হত্যা করতে পারেন না তাঁর কন্যাকে, শকার বলে ওই মেরেছে। আরম্ভ হলো জেরা। দুর্ভাগ্য যেন পণ করেছে চারুদত্তের বিরুদ্ধে। বসন্তসেনা সেই যে অলংকার দিয়েছিলেন রোহসেনকে, চারুদত্ত সেগুলি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সমর্পণ করেছিলেন মৈত্রেয়র হাতে। অমন করে কারুর দান নেওয়া তাঁর মর্যাদায় বেধেছিল। মৈত্রেয় চলে-ছিলেন বসন্তসেনার বাড়ি। পথে খবর পেয়ে এলেন বিচারালয়ে। শকারের অভিযোগ শুনে আস্ফালন শুরু করতেই কক্ষ থেকে খসে পড়ল অলংকারের রাশি। কে আর কার কথা শোনে। আধিকরণিক বললেন—মৃত্যুই এর দণ্ড। তবে ব্রাহ্মণ অবধ্য, একে নির্বাসিত কর। কিন্তু রাজা পালক বার্তা শুনে হুকুম দিলেন—শূলে দাও।

দক্ষিণ শ্মশানে দুজন চণ্ডাল নিয়ে চলল চারুদত্তকে। নগরীর গবাক্ষপথে শতশত অশ্রুসিক্ত নয়ন ব্যর্থ প্রতিবাদ করল। স্থাবরক ছিল শকারের বাড়ির ছাদে শৃংখলবন্ধ। চণ্ডালের ঘোষণা শুনে চীৎকার করে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করল। দুর্মদ আকর্ষণে শৃংখলও ছিন্ন হলো। স্থাবরক নামল রাজপথে। শকারও ছুটল পেছনে, তার অপূর্ব মিথ্যার জালে সত্য আবার ঢাকা পড়ল। চণ্ডালেরা স্বকার্যে প্রস্তুত। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে চারুদত্ত, সম্মুখে দাঁড়িয়ে পুত্র রোহসেন। সহসা এসে দাঁড়াল ভিক্ষু সংবাহক বসন্তসেনাকে নিয়ে। বৌদ্ধমঠে সুস্থ হয়ে বসন্তসেনা ভিক্ষুকে অনুরোধ করেছিলেন—দয়িতের গৃহে নিয়ে যাওয়ার জন্য। পথে শুনলেন দারুণ সংবাদ। রুদ্ধশ্বাসে গিয়ে পৌঁছলেন বধ্যভূমিতে। ঘাতকের উদ্যত হস্ত নিরস্ত হলো যেন মন্ত্রবলে। প্রবেশ করল শর্বিলক। বড় উত্তেজিত তিনি—কেননা সদ্য রাজা পালককে বধ করেছেন আর্যক। নূতন রাজার আদেশ এসেছে মৃত্যুপথযাত্রীকে উদ্ধার করতে। চারুদত্ত জীবিত শুনে কৃতার্থ হলো তাঁর শ্রবণ। শর্বিলক জানালেন, আর্যক প্রিয়বন্ধু চারুদত্তকে বেণানদীর তীরে বিস্তীর্ণ রাজ্য দান করেছেন। শর্বিলকের আদেশে শকারকে বন্ধন করে আনা হলো—সে চাইল চারুদত্তের করুণা। ব্রাহ্মণ বললেন—'অভয়ম্ অভয়ং শরণাগতস্য।'

রক্ষা পেল শকার। ধূতাদেবী স্বামীর আসন্ন বিয়োগের আশংকায় অগ্নিতে আত্ম-দানে উদ্যত হয়েছিলেন। সবাই ত্বরিতগতিতে গিয়ে তাঁকে অমৃতবাণী শোনালেন।

স্বর্ণযূথিকার লতার কাছে রেশমীসুতোয় বাঁধা একটি দোলনার পাশে বসেছিলেন বসন্তসেনা। বিদূষক রত্নহারটি সমর্পণ করে বললেন—চারুদত্ত পাশা খেলে গচ্ছিত অলংকার হারিয়েছেন। দ্যূতসভার অধ্যক্ষ ও রাজদূত, এখন কোথায় প্রস্থান করেছেন তার ঠিকানা নেই—অতএব এই রত্নমালা পাঠিয়েছেন। বসন্তসেনা বুঝলেন সব। মুগ্ধচিত্তে রত্নমালা গ্রহণ করলেন। বলে দিলেন প্রদোষকালে সাক্ষাৎ করবেন চারুদত্তের সঙ্গে।

সেদিন সন্ধ্যায় যখন বসন্তসেনা চারুদত্তের গৃহে পৌঁছলেন আকাশ তখন মেঘে ঢাকা। বৃষ্টি পড়ছে, কালো আঁধারের বক্ষ বিদীর্ণ করছে বিদ্যুৎ। দুজনে দেখা হলো। সে-রাতে রইলেন তিনি প্রিয়নিকুঞ্জে। প্রভাতে উঠে ধূতাদেবীকে সেই রত্নমালা ফিরিয়ে দিতে চাইলেন—কিন্তু 'অজ্জউত্তো জ্জেব মম আহরণবিসেসো'—আর্যপুত্রই আমার বিশেষ অলংকার, এই বলে তা প্রত্যাখ্যান করলেন ধূতা। চারুদত্ত প্রত্যুষেই পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে গিয়েছেন। তাঁর কথামতো বর্ধমানক শকটে করে বসন্তসেনাকে সেইখানে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত। হেনকালে রোহসেন কান্না জুড়ল। ও ওর বন্ধুর সোনার শকট দিয়ে খেলেছিল এতক্ষণ। বন্ধু সেটি নিয়ে গেছে। এখন বায়না ধরেছে—'আমার সোনার গাড়ি চাই।' রদনিকা মাটির শকট একটা দিল, শিশু বলে—'কিং মম এদাএ মট্টিআ শঅডিআএ'—এই মাটির গাড়ি দিয়ে আমার কি হবে?

—কেঁদোনা। তুমি সোনার গাড়ি দিয়েই খেলবে—বললেন বসন্তসেনা।

রোহসেন—কা এসা?

রদনিকা—দে জননী।

—অলিঅং তুমং ভণাসি—মিথ্যে কথা বলছ। আমার মা হলে গয়না পরেছেন কেন? শ্রাবণধারার মতো অশ্রু ঝরতে লাগল বসন্তসেনার চক্ষে। একটি একটি করে আভরণ মুক্ত করলেন অঙ্গ থেকে।

—এইবার তোমার মা হলুম। বালক বিহ্বল।

—এই নাও। এই দিয়ে সোনার গাড়ি তৈরি করাও।

—রোদিসি তুমং—তুমি কাঁদছ, তোমার জিনিস নেব না।

—আর কাঁদব না।

অলঙ্কারে মাটির শকট পূর্ণ করে পুত্রপ্রতিমকে অর্পণ করলেন।

এদিকে রাজশ্যালক শকারের হুকুমে স্থাবরক আবার একটি গাড়ী নিয়ে চলেছিল পুষ্পকরণ্ডকে। শকারের ভগিনীপতি রাজা পালক তাঁর শ্যালককে দান করেছিলেন এই উপবন। ভোরেই সেখানে হাজির হয়েছে বিটকে নিয়ে শকার। গাড়িতে সম্ভবত খাবার নিয়ে যাবার হুকুম দিয়ে গিয়েছিল।

ভিড়ের চাপে একটু দাঁড়িয়ে ছিল গাড়ি চারুদত্তের সদরের সামনে। বাইরে এসে ভুল করে তাতেই উঠলেন বসন্তসেনা। ঘটনা জটিল হলো—কারণ হেনকালে শর্বিলকের চেষ্টায় আর্যক কারাগার থেকে পলায়ন করে পথে বেরিয়ে চাপলেন বর্ধমানকের গাড়িতে। যথাকালে গাড়ি যখন উদ্যানে পৌঁছল, পর্দা তুলে বিদূষক বললেন, 'আরে এতো বসন্তসেনা নয়, এ-যে বসন্তসেন।' আর্যক শরণ নিলেন চারুদত্তের। এই উদার পুরুষ তাঁকে অভয় দিয়ে নিজের শকটেই ত্বরিগতিতে নিরাপদ স্থানে প্রেরণ করে বসন্তসেনার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে মৈত্রেয়র সঙ্গে অন্যত্র গেলেন।

ক্ষণপরে স্থাবরকের গাড়ি চেপে বসন্তসেনা এলেন। পর্দা উঠিয়ে তাঁকে দেখে শকার পূর্ববৎ প্রসাদিত করার চেষ্টা করল—বসন্তসেনা অটল। অতঃপর ভীতি প্রদর্শন। বিট অনেক চাতুর্য অবলম্বন করল তাঁকে রক্ষা করবার—কিন্তু শকার অটল। বিটের অলক্ষ্যে বসন্তসেনার গলা টিপে অচৈতন্য করে মৃত ভেবে পাতায় ঢাকল তার দেহ, তারপর অন্তর্হিত হলো সে। স্থাবরক পাছে ব্যাপারটা প্রকাশ করে এই ভেবে আপন অট্টালিকার ছাদে নিগড়বন্ধ করে রাখল তাকে। প্রবেশ করল সংবাহক। পুষ্প-করণ্ডকের সরোবরে স্নান সেরে কৌপীন শুকোবার স্থান খুঁজছিল ও। পাতার আড়ালে বসন্তসেনার তখন জ্ঞান ফিরেছে। দুঃসময়ে উপকারিকাকে চিনল সংবাহক। কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে বৌদ্ধমঠে নিয়ে গেল তাঁকে সুস্থ করবার জন্য।

শকার ভাবল ব্যাপারটা প্রকাশ পেলে কি হবে বলা কঠিন অতএব নিজেই গিয়ে রাজার অধিকরণে নালিশ জানাল চারুদত্ত অলংকারের লোভে বসন্তসেনাকে হত্যা করেছে। জটিল সমস্যা। এলেন বসন্তসেনার জননী, আনা হলো চারুদত্তকে; জননী বলছেন—এ-ব্রাহ্মণ হত্যা করতে পারেন না তাঁর কন্যাকে, শকার বলে ওই মেরেছে। আরম্ভ হলো জেরা। দুর্ভাগ্য যেন পণ করেছে চারুদত্তের বিরুদ্ধে। বসন্তসেনা সেই যে অলংকার দিয়েছিলেন রোহসেনকে, চারুদত্ত সেগুলি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সমর্পণ করেছিলেন মৈত্রেয়র হাতে। অমন করে কারুর দান নেওয়া তাঁর মর্যাদায় বেধেছিল। মৈত্রেয় চলে-ছিলেন বসন্তসেনার বাড়ি। পথে খবর পেয়ে এলেন বিচারালয়ে। শকারের অভিযোগ শুনে আস্ফালন শুরু করতেই কক্ষ থেকে খসে পড়ল অলংকারের রাশি। কে আর কার কথা শোনে। আধিকরণিক বললেন—মৃত্যুই এর দণ্ড। তবে ব্রাহ্মণ অবধ্য, একে নির্বাসিত কর। কিন্তু রাজা পালক বার্তা শুনে হুকুম দিলেন—শূলে দাও।

দক্ষিণ শ্মশানে দুজন চণ্ডাল নিয়ে চলল চারুদত্তকে। নগরীর গবাক্ষপথে শতশত অশ্রুসিক্ত নয়ন ব্যর্থ প্রতিবাদ করল। স্থাবরক ছিল শকারের বাড়ির ছাদে শৃংখলবদ্ধ। চণ্ডালের ঘোষণা শুনে চীৎকার করে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করল। দুর্মদ আকর্ষণে শৃংখলও ছিন্ন হলো। স্থাবরক নামল রাজপথে। শকারও ছুটল পেছনে, তার অপূর্ব মিথ্যার জালে সত্য আবার ঢাকা পড়ল। চণ্ডালেরা স্বকার্যে প্রস্তুত। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে চারুদত্ত, সম্মুখে দাঁড়িয়ে পুত্র রোহসেন। সহসা এসে দাঁড়াল ভিক্ষু সংবাহক বসন্তসেনাকে নিয়ে। বৌদ্ধমঠে সুস্থ হয়ে বসন্তসেনা ভিক্ষুকে অনুরোধ করেছিলেন—দয়িতের গৃহে নিয়ে যাওয়ার জন্য। পথে শুনলেন দারুণ সংবাদ। রুদ্ধশ্বাসে গিয়ে পেঁছিলেন বধ্যভূমিতে। ঘাতকের উদ্যত হস্ত নিরস্ত হলো যেন মন্ত্রবলে। প্রবেশ করল শর্বিলক। বড় উত্তেজিত তিনি—কেননা সদ্য রাজা পালককে বধ করেছেন আর্যক। নূতন রাজার আদেশ এসেছে মৃত্যুপথযাত্রীকে উদ্ধার করতে। চারুদত্ত জীবিত শুনে কৃতার্থ হলো তাঁর শ্রবণ। শর্বিলক জানালেন, আর্যক প্রিয়বন্ধু চারুদত্তকে বেণানদীর তীরে বিস্তীর্ণ রাজ্য দান করেছেন। শর্বিলকের আদেশে শকারকে বন্ধন করে আনা হলো—সে চাইল চারুদত্তের করুণা। ব্রাহ্মণ বললেন—'অভয়ম্ অভয়ং শরণাগতস্য।'

রক্ষা পেল শকার। ধূতাদেবী স্বামীর আসন্ন বিয়োগের আশংকায় অগ্নিতে আত্ম-দানে উদ্যত হয়েছিলেন। সবাই ত্বরিতগতিতে গিয়ে তাঁকে অমৃতবাণী শোনালেন।

রাজাদেশে বধূ আখ্যা লাভ করলেন বসন্তসেনা—ধূতাদেবী আলিঙ্গন করলেন তাঁকে। অপূর্ণ রইল না কিছু। সংবাহক হলেন বৌদ্ধমঠের অধিপতি ; শকার তার আগের কাজেই রইল।

প্রাসঙ্গিক কথা

(ক) মৃচ্ছকটিক ঃ প্রকরণ

আলংকারিকগণ মৃচ্ছকটিককে বলেছেন—'প্রকরণ', প্রকরণ নাটকেরই এক বিশেষ রূপভেদ। প্রকরণের কাহিনীটি লৌকিক এবং কবির স্বকপোলকল্পিত হবে। অর্থাৎ পৌরাণিক হবে না, অলৌকিকত্বও থাকবে না তাতে। শৃঙ্গার এতে প্রধান রস ; নায়ক হবেন ব্রাহ্মণ, রাজার আমাত্য কিংবা বণিক। ধর্ম, অর্থ, কামে তিনি ব্রতী থাকবেন কিন্তু জীবন তাঁর বিঘ্নসংকুল হবে। তাঁর স্বভাবটি ধীর, প্রশান্ত হওয়া চাই। নায়িকা হবেন কুলস্ত্রী কিংবা গণিকা অথবা দুই-ই। এতে ধূর্ত, জুয়াড়ী, বিট, প্রভৃতি পাত্রের সমাবেশ থাকবে। যে সম্ভোগের খাতিরে সম্পদ খুইয়েছে, নাচে গানে কিছু পটু, জুয়া খেলায় পটু, গণিকালয়ের রীতিনীতি জানে, লোকের ভালবাসা কাড়তে পারে—তেমন লোককে বলা হয়েছে বিট্। চেট শব্দের অর্থ ভৃত্য। লক্ষণ দেখে বোঝা যায় নাটকের মতো উত্তুঙ্গ কোন মহিমায় মণ্ডিত হবে না প্রকরণ।

মৃচ্ছকটিকম্-এ প্রকরণের এই লক্ষণগুলি বর্তমান। এর নায়ক চারুদত্ত বিপ্র এবং বণিক। শৃঙ্গার এর রস। এক নায়িকা ধূতা কুলকামিনী, দ্বিতীয়া বসন্তসেনা বারবণিতা। কাহিনী কবির কল্পিত ; বিট, চেট, ধূর্ত আদির অভাব নেই এতে। অতএব মৃচ্ছকটিকম্ একটি প্রকরণ।

(খ) নামকরণ

প্রকরণের নাম মৃচ্ছকটিকম্। মৃৎ=মৃত্তিকা। শকটিকা=ছোট্ট শকট বা গাড়ি। মৃৎ+শকটিকা=মৃচ্ছকটিকা, মাটির ছোট শকট। ষষ্ঠ অংকে এই ক্ষুদ্র মাটির গাড়ির বৃত্তান্ত আছে। চারুদত্তের শিশুপুত্র রোহসেন পাশের বাড়ির এক ধনী বণিকের পুত্রের ছোট্ট সোনার গাড়ি নিয়ে খেলছিল। সে ওটি নিয়ে যাবার পর রোহসেন কান্না জুড়ে দিল। চারুদত্তের দাসী রদনিকা একটা মাটির গাড়ি এনে তাকে সামলাবার চেষ্টা করল কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। ঘটনাস্থলে বসন্তসেনা হাজির ছিলেন, গায়ের গয়নাগুলো খুলে দিলেন সোনার গাড়ি তৈরি করবার জন্য। এই গয়না অতঃপর নাটকে দুর্বার গতি এনেছিল এবং মাটির গাড়িই গয়না দেবার মূল বলে নাটকের নাম হলো মৃচ্ছকটিকম্।

কথা হলো, সোনার গাড়ির জন্য যে গয়না দেওয়া হলো তা যদি রূপকটিতে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে থাকে তবে সুবর্ণশকটিকম্ নাম হলো না কেন ?

একটি কারণ, মৃচ্ছকটিকম্ নামটি কৌতুহল উদ্রেক করে। মাটির গাড়ি নিয়ে নাটক ? পাঠকের পক্ষে যেন চুম্বকের কাজ করে।

আর এক কথা, চারুদত্তের দান হেতু দারিদ্র্য উন্মোচন করা এ-নাটকের স্থানে স্থানে লক্ষ্য বলে বোঝা যায়। ঐ দারিদ্র্য তাঁর বিত্তকে হরণ করেছে কিন্তু চিত্তকে বড় করেছে।

একাধিকবার বসন্তসেনা বলেছেন তাই তিনি তাঁকে ভালবাসেন। ঐ মাটির গাড়ি প্রতিপাদন করেছে তাঁর নিঃস্বতা। একদা অনেক সোনার গাড়ি দেবার সামর্থ্য ছিল যাঁর আজ মাটির খেলনাই তাঁর একমাত্র সন্তানকে দেয়। এই দরিদ্রের পায়ে ধনজনযৌবনবতী বসন্তসেনা তনুমনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন—এতে তাঁর প্রেমের গভীরত্ব উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। শূদ্রক বারাঙ্গনার প্রেমে নিকষিত হেম আবিষ্কার করবার অধিকারী ছিলেন।

এছাড়াও সুবর্ণশকটিকম্‌ নাম হয়নি এই কারণে যে সুবর্ণ পরবর্তীকালে বহু কর্ম সম্পাদন করলেও সেই কর্মধারা গতি পেয়েছিল মাটির গাড়ির প্রত্যাখ্যান থেকে। সুতরাং 'মৃচ্ছকটিকম্‌' এই নামই যুক্তিসঙ্গত।

নাট্যশাস্ত্র প্রণেতাদের নিয়ম মতো কিন্তু নাম হওয়া উচিত ছিল বসন্তসেনা-চারুদত্তম্‌, কেন না ওঁদের মতে 'নায়িকানায়কাখ্যানাং সংজ্ঞা প্রকরণাদিষু' (সাহিত্য-দর্পণ, ৬.১৫৮)—প্রকরণ প্রভৃতিতে গ্রন্থের নামকরণ হবে নায়িকা এবং নায়কের নাম দিয়ে, যথা মালতী-মাধবম্‌। মৃচ্ছকটিকম্‌-এর ক্ষেত্রে নামটি গর্ভিত অর্থের প্রকাশক, যেটি নাটকের বেলায় ঘটবে। এখানে বক্তব্য এই যে প্রতিভাবান্‌ সর্বত্র লিখিত বিধি মেনে চলেন না, তার প্রমাণ বহুত্র বহু আর্ষপ্রয়োগ।—এই কারণেই রামচরণ তর্ক-বাগীশ প্রকরণের নামের ঐ নিয়ম সম্পর্কে বলেছেন, 'এতৎ প্রায়িকম্‌'—এটা প্রায়শঃ মেনে চলা হয় অর্থাৎ সর্বত্র নয়।

(গ) নাট্যকার ঃ কাল

মৃচ্ছকটিকম্‌-এর রচয়িতা রাজা শূদ্রক। কবেকার এবং কোথাকার রাজা আজও তার হদিস মেলে নি। Sten Konow তাঁর Indian Drama-তে যেসব মত সংগ্রহ করেছেন তাতে দেখা যায় খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত রূপকটির কাল অবধারণ করেছেন পণ্ডিতবর্গ। ভাস-এর চারুদত্ত চার অঙ্কে পাওয়া যায় একালে। এমন মত আছে এই চারুদত্তই মৃচ্ছকটিকম্‌-এর ভিত্তি। নান্দীর পরে প্রস্তাবনায় কবির পরিচিতি আছে। সাধারণত এই পরিচয় কবি স্বয়ং দেন। তখনকার দিনের রীতি অনুযায়ী এতে আপন গৌরব আপনি কীর্তন করা দোষাবহ বিবেচিত হতো না। তৃতীয় শ্লোকের মর্মকথা—শূদ্রক বিখ্যাত কবি। গজরাজের মতো তাঁর চলন। দেহ সুঠাম। মুখখানি পৌর্ণমাসীর চাঁদের মতো। চোখ দুটি যেন চকোরের অনুকৃতি। এরপর শ্লোকের সার হলো—তিনি ঋক্‌বেদ, সামবেদ, গণিত, কলাবিদ্যা, হস্তিবিষয়ক শিক্ষা আয়ত্ত করেছিলেন। মহাদেবের কৃপায় তাঁর দুটি চক্ষু রোগমুক্ত হয়েছিল। ছেলেকে সিংহাসনে বসিয়ে, অশ্বমেধ যজ্ঞ করে একশ বছর দশ দিন বেঁচে শূদ্রক অগ্নিতে প্রবেশ করেন।

যুগযুগান্ত থেকে বিভিন্ন গ্রন্থে এবং জনশ্রুতিতে শূদ্রক একজন কীর্তিমান পুরুষ এবং তাঁর নামের সঙ্গেই অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত রয়েছে মৃচ্ছকটিকম্‌। তাঁর কাল সম্বন্ধে এটুকু বলা যায় যে বামন তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কাব্যালঙ্কার সূত্রে শ্লেষের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ 'শূদ্রকাদিরচিতেষু প্রবন্ধেষু অস্য ভূয়ান্‌ প্রপঞ্চো দৃশ্যতে'—শূদ্রক প্রভৃতির রচিত কাব্যে এর প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে। এখানে শূদ্রকের নামমাত্র গৃহীত হয়েছে কিন্তু বিশেষোক্তির দৃষ্টান্তরূপে বামন উদ্ধৃত করেছেন ঃ

'দ্যূতং হিনাম পুরুষস্য অসিংহাসনং রাজ্যম্'—পাশাখেলা হলো আসলে পুরুষের সিংহাসনবিহীন রাজ্য। এই ছত্রটি মৃচ্ছকটিকম্-এর দ্বিতীয় অংকে এক পাশাখেলোয়াড় দর্দুরকের উক্তি। বামন খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ দিকের লেখক সুতরাং মৃচ্ছকটিকম্ তার পূর্ববর্তী, এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত।

(ঘ) উৎস

প্রকরণের কাহিনী ইতিহাস পুরাণাদি হতে নেবার প্রয়োজন নেই পরন্তু তার কাহিনী কবির মন থেকে আবির্ভূত হবে এই হলো রীতি। মৃচ্ছকটিকম্ সে-রীতিতে প্রতিষ্ঠিত কারণ চারুদত্ত, বসন্তসেনা, শর্বিলক বা দর্দুরক্ কেউ বিখ্যাত নন। তবু এ-কাহিনীতে কবির মৌলিক স্বত্ব আছে কিনা এ-প্রশ্ন ওঠে। ভাস শূদ্রকের পূর্ববর্তী। চার-অংকের একটি রূপক 'চারুদত্ত' তাঁর রচনা। মৃচ্ছকটিকম্-এ যেখানে বসন্তসেনা চারুদত্তের প্রেরিত রত্নহার সঙ্গে নিয়ে মেঘমেদুর এক সন্ধ্যায় চারুদত্তের গৃহে আসছেন অভিসারে, ভাসের চারুদত্ত সেইখানে সহসা থেমে গেছে। ভাসের এটি অন্তিম এবং অপূর্ণ রচনা বলে অনুমিত। বিশেষজ্ঞগণের মতে মৃচ্ছকটিকম্ এর কাহিনী মৌলিক নয়, তার জন্মভূমি ভাসের চারুদত্ত। চার-অংকের বিষয় বাদ দিলে অতিরিক্ত ছয়-অংকের ক্রিয়াকলাপ, কবিরই সৃষ্টি। তাই প্রকরণের যা দাবী, কাহিনীটি মৌলিক হবে, তা প্রতিপালিত হয়েছে মৃচ্ছকটিকম্-এ। অন্ততঃ এটি পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নয়।

সাধারণ আলোচনা

মৃচ্ছকটিকম্ সংস্কৃত সাহিত্যের অনন্য সৃষ্টি। কারণ, অন্যত্র মহাকাব্য বা নাটকে যেখানে একটি বৃহৎ আদর্শ রচনাই গূঢ় কথা সেখানে শূদ্রক একটি রক্ত-মাংসে গড়া সমাজের ছবি যেমন দেখেছেন তেমনি হাজির করেছেন। কাব্য তো 'রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যম্'—কাব্য থেকে রাম প্রভৃতির মতো আচরণ শিখতে হবে এবং 'ন রাবণাদিবৎ' —রাবণ প্রভৃতির মতো নয়-এই হলো মহাজনকথিত নীতি (কাব্যপ্রকাশ, প্রথম উল্লাস)। এই রূপকে তাদৃশ রাম অনুপস্থিত এবং রাবণেরও একান্ত অভাব অতএব বিধি এবং নিষেধ কোনটিরই দৃষ্টান্ত নেই। আপন পত্নীতে অসন্তুষ্ট এবং গণিকার প্রেমে নিমগ্ন হয়ে তাকে কলত্ররূপে গ্রহণকারী চারুদত্ত রামাদিবৎ নন, যদি চ তিনি বহুগুণে গুণী। বসন্তসেনা গণিকা কিন্তু প্রেমে পূর্ণা এবং গৃহজীবনের জন্য উৎসুক।

বসন্তসেনা বা মদনিকার যা গুণ তা একান্তই ব্যক্তিগত। তার দ্বারা সমাজে একটি শ্রেণীর গুণাবত্তা প্রতিষ্ঠিত হয় নি। দেশে সেকালে বারঙ্গনার সঙ্গে গৃহস্থ ব্রাহ্মণের বিবাহ চালু ছিল এমন ঐতিহাসিক উপকরণও জানা নেই। দশম-অংকে এই প্রকরণ যখন সমাপ্তির মুখে তখন শর্বিলক বলেছেন ঃ 'আর্যে বসন্তসেনে, পরিতুষ্টো রাজা ভবতীং বধূশব্দেন অনুগৃহ্ণাতি'—আর্যা বসন্তসেনা, রাজা খুশি হয়ে আপনাকে বধূ-শব্দের দ্বারা সম্মানিত করেছেন। ফলত রাজার অনুমোদন পেয়েই এই বিবাহ সিদ্ধ হয়েছিল। সুতরাং ঈদৃশ বিবাহের চলন ছিল না বলে সেই বিবাহের অনুষ্ঠান সাহিত্যে কবির এক দুঃসাহসিক কর্ম সম্পাদন। তিনি কি এই ইঙ্গিত করেছেন যে অপাংক্তেয় জীবন যাপন করে যারা পংক্তিতে উঠতে চায় এইভাবে সমাজ তাদের গ্রহণ করুক?

কিন্তু কথা উঠেছিল এই প্রকরণে আদর্শ চরিত্র নিয়ে। কবির কোন নর বা কোন

নারীই মহৎ বা বৃহৎ নয়, আটপৌরে মানুষ সব। তাঁর বাস্তব দৃষ্টি অতি প্রখর কিন্তু সে-দৃষ্টি মহিমময় নয়, তাতে ব্যাপ্তি নেই। শ্লোকের ছড়াছড়ি রয়েছে এবং তাতে অন্ধকার, বর্ষা, মানুষের চরিত্র, জীবনের নানা পর্যায় সম্পর্কে বহু উক্তি রয়েছে কিন্তু 'লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি' (১.৩৪)—অন্ধকার যেন অঙ্গগুলি লেপে দিচ্ছে, ইত্যাদি শ্লোকের প্রাচুর্য নেই। কোথায়ও বর্ণনা যেন শিথিল। স্বাভাবিক অবস্থাটি অস্ফুট রয়ে গিয়েছে। শর্বিলক সিঁধ কাটতে গিয়ে সর্পদষ্ট হলেন, বিষের জ্বালায় অভিনয় করলেন, চিকিৎসা করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে কাজে মন দিলেন। এই দ্রুততা এবং লঘুতা সর্পদংশনকে বাস্তবসম্মতভাবে উপস্থাপিত করেন নি। এটি তৃতীয়-অঙ্কের ঘটনা। পঞ্চম-অঙ্কের ষষ্ঠ-শ্লোকে মেঘাচ্ছন্ন পরিবেশের বর্ণনা করেছেন কবি ঃ বলে অতি দর্পিত দুর্যোধনের মতো হৃষ্ট ময়ূর গর্জন করছে। পাশাখেলায় হেরে-যাওয়া যুধিষ্ঠির যেমন পথে বেরিয়েছিলেন তেমনি কোকিল নীরব হয়েছে। হাঁসেরা পাণ্ডবদের মতো বন থেকে অজ্ঞাতবাসে চলে গেছে। নিন্দিত দুর্যোধনের সঙ্গে তুলনা দেওয়ায় নৃত্যপর ময়ূরের অনুপম সৌন্দর্য বোধে বাধা ঘটেছে এখানে। পাশা খেলায় হেরে-যাওয়া যুধিষ্ঠিরের পথে ভ্রমণ তাঁর স্বকর্মের ফল, কোকিলের মধ্যে কোন কর্ম তার এই নির্বাসন অর্জন করল তা দুর্বোধ্য এবং পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসে গমনের কথা শুনলে যে ঐতিহাসিক বিরাট ঘটনার কথা মনে জাগে হাঁসদের বন থেকে অচিনপুরে গমনের পশ্চাতে তার মতো কোন বিপুল পর্বের কিছুমাত্র অস্তিত্ব না থাকায় রসগ্রহণে ব্যাঘাত ঘটেছে। একথা ঠিক যে উপমায় উপমান এবং উপমেয়ের হুবহু মিল থাকে না, তবে তো চাঁদের সঙ্গে মুখের উপমা ব্যর্থ হতো কিংবা পুরুষের সঙ্গে ব্যাঘ্রের তুলনাও চালু হতো না, কিন্তু উপমাটি এমন হবে না যে চিত্ত পুলকিত না হয় ক্ষুব্ধ হয়। দুর্যোধনের গর্জন আর ময়ূরের গর্জন এক নয়। এরকম ক্ষেত্র একাধিক আছে। প্রকৃতির ক্ষেত্রে কবির বিশ্লেষণ আছে কিন্তু তা মনকে সর্বত্র সিক্ত করে না। বরং জীবনের নানা চিত্র তাঁর হাতে অনেক বেশি প্রাণময় হয়েছে। কিন্তু এখানেও মানুষ আজ অবধি যে-প্রবৃত্তির বিকাশকে শ্রদ্ধা করেছে তার বিবরণে কবি কিছু কৃপণ। তিনি বসন্তসেনার এবং বিটের লুব্ধ পদসঞ্চার ; পাশার আড্ডার বৃত্তান্ত মাথুরের হাতে শর্বিলকের লাঞ্ছনা, শর্বিলকের চুরি, ধনী বারস্ত্রীর প্রাসাদবর্ণনা, পুষ্পকরণ্ডকে শকারের হাতে বসন্তসেনার নিগ্রহ এবং শকারের আত্মরক্ষার আয়োজন, বিচারশালার ব্যর্থ কর্ম দীর্ঘ সময় নিয়ে এঁকেছেন কিন্তু সংবাহক যে পাশা ছেড়ে বৌদ্ধ ভিক্ষু হলো কিংবা শর্বিলক যে পালকের শৃঙ্খল থেকে আর্যককে মুক্ত করলেন - এ-সব কথা অতি সংক্ষিপ্ত। বসন্তসেনাকে সূক্ষ্ম বর্ণনায় পরিস্ফুট করেছেন কবি কিন্তু ধূতার বেলায় শুধু বাণী শুনিয়ে ক্ষান্ত হয়েছেন। ধূতার অগ্নি-প্রবেশের চেষ্টাও অল্প রেখায় আঁকা। রূপকের অন্তিম মুহূর্তে ধূতাকে একবার আনতে হয়েছিল বসন্তসেনাকে আলিঙ্গন করবার জন্য। এটি না হলে নাটকের দুঃখান্তভাব যাই যাই করেও যায় না। সংস্কৃত-নাটকে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' এই নীতি আছেই, লেখক স্বয়ং চারুদত্তের পাদপতিত শকারকে অবধি ছাড়পত্র দিয়েছেন সুতরাং তাঁর ঈপ্সিত নায়িকার সঙ্গে চারুদত্তের মিলনকে নিরঙ্কুশ করতে চাইবেন। পাঠক সেটা প্রত্যক্ষ না করলে নিঃসংশয় হবেন কিনা এই সন্দেহে সতী ধূতাকে (বিদূষকের উক্তি স্মরণীয় ঃ 'অহো সদীএ পহাবো'—আহা সতীর প্রভাব !) রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করলেন। উজ্জয়িনীর বৌদ্ধ মঠ

এবং মহাকালের মন্দির মৃচ্ছকটিকম্‌-এ বড় দূরে।

বসন্তসেনা চারুদত্তকে মদনমহোৎসবে কামদেবের মন্দিরে দেখে তাঁর প্রেমে বিহ্বল হয়েছিলেন একথা প্রথম-অঙ্কে বিদূষকের প্রতি শকারের তর্জনে আমরা শুনেছি। দ্বিতীয়-অঙ্কের প্রথম-ভাগে মদনিকার সঙ্গে বসন্তসেনার কথোপকথনেও তাই প্রতিপালিত হয়েছে। এই উৎসবটি অতীতে অনুষ্ঠিত হতো মাঘের শুক্লাপঞ্চমীতে যার নাম বসন্তপঞ্চমী। বসন্তপঞ্চমীর পর দিনে দিনে শুক্লপক্ষ পার হয়েছে, সন্ধ্যাবেলায় চাঁদ ওঠে না, ওঠে বেশ একটু দেরী করে। এমনি কোন দিনে প্রথম-অঙ্কের যবনিকা উঠেছে। বসন্তসেনাকে যখন কালিগোলা অন্ধকারের মধ্যে বিট এবং শকার তাড়া করেছে তখন আকাশে চাঁদ ওঠে নি কিন্তু ঘণ্টা দেড়-দুই পরে চারুদত্ত যখন তাঁকে পেঁৗছে দেবার জন্য সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছেন তখন 'উদয়তি হি শশাঙ্কঃ কামিনীগণ্ডপাণ্ডুঃ।

চারুদত্তের বন্ধু চূর্ণবৃদ্ধ চারুদত্তকে জাতিফুলের গন্ধ জড়ান একটি চাদর বন্ধুর জন্য উপহার পাঠিয়েছেন চারুদত্তের বিদূষক ব্রাহ্মণ মৈত্রেয়ের হাতে—এইখানেই কাহিনীর আরম্ভ। এই চাদর রূপকের একটি উপকরণ। মৈত্রেয় যে-সন্ধ্যায় বন্ধুকে এই চাদর অর্পণ করলেন সেই সন্ধ্যায়ই বসন্তসেনা প্রবেশ করেছিলেন চারুদত্তের গৃহে এবং চারুদত্ত তাঁর দাসী রদনিকা ভেবে বসন্তসেনার গায়ে এই চাদর নিক্ষেপ করেছিলেন পুত্র রোহসেন-এর শীত নিবারণের জন্য। ঐ গন্ধবিধুর উত্তরীয় অতঃপর পথচারী চারুদত্ত বসন্তসেনার মাহুত কর্ণপূরককে এটি পুরস্কার দিয়েছিলেন কারণ সে মনিবের শিকল ছেঁড়া দুষ্ট হাতি দুষ্ট মেড়ককে বশ করে তার কবল থেকে রক্ষা করেছিল এক পরিব্রাজককে। পরিব্রাজক হলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। দ্বিতীয়-অঙ্কে পাশা-খেলোয়াড় সংবাহক ভিক্ষু হয়েছিল। এদিকে ব্রাহ্মণ চারুদত্ত গৃহদেবতা এবং মাতৃদেবতাদের পূজা নিবেদন করছেন। দুটি মত সহাবস্থান করছে সমাজে।

ঐ উত্তরীয়ই চারুদত্ত দিয়েছিলেন কারণ তাঁর আর দেবার কিছু ছিল না। দেহে গয়না পরবার জায়গায় অভ্যাসবশে দৃষ্টিপাত করেছিলেন তিনি কিন্তু শূন্য দেখে চাদরটি দিলেন। প্রিয় যদি দরিদ্র হয় তবে ধনী প্রেমিকার প্রেম নিবিড়তর হয়। কর্ণপূরককে গয়না দিয়ে চাদরটি আত্মসাৎ করেছিলেন বসন্তসেনা।

চারুদত্ত যখন চাদর পেলেন তখন তিনি গৃহদেবতাদের পূজা শেষ করে অনুরোধ করছেন মৈত্রেয়কে চতুষ্পক্ষে মাতৃদেবতাদের পূজা দিয়ে আসবার জন্য। মৈত্রেয় যেতে চান না কারণ অন্ধকার রাজপথে এখন বিট চেট, রাজার প্রিয়পাত্র পুরুষেরা চড়ে বেড়াচ্ছে; সঙ্গে-সঙ্গে মঞ্চে অগ্রে বসন্তসেনা এবং পশ্চাৎ-পশ্চাৎ বিট, শকার এবং চেটি অর্থাৎ ভৃত্যের প্রবেশ ঘটল। শকার হলো রাজা পালকের অবিবাহিতা পত্নীর ভ্রাতা। এর লালসার চিত্র নিখুঁত হয়ে ফুটেছে কবির হাতে। সে মূর্খ, বোকা। তার সংলাপে কবি হাসি জুগিয়েছেন প্রথম এবং অষ্টম অঙ্কে। এই হাসিতে ব্যঙ্গের স্পর্শ আছে। শকার বসন্তসেনাকে বলছেঃ 'কিং দোব্বদী বিঅ পলাঅসি লামভীদা' (১.২৫)—রামের ভয়ে দ্রৌপদীর মতো পালাচ্ছ কেন? দ্রৌপদীর পলায়ন অনৈতিহাসিক। তাও রামের ভয়ে। রামকে অধঃপাতে পাঠিয়ে শকার স্বখাতসলিলে ডুবল। দ্রৌপদীর প্রতি তার একটা বিশেষ আকর্ষণ দেখা যায় এবং কেমন করে সে টের পেয়েছিল যে তার পিছনে অনেক লোক ছুটেছে। তাই চারুদত্তের সদরে অন্ধকারে রদনিকার চুল ধরে বলল—ধরেছি। 'চাণক্যেণেব্ব দোব্বদী' (১.৩৯)—চাণক্য যেমন দ্রৌপদীকে ধরেছিল,

তেমনি। বসন্তসেনা আপন পরিজন থেকে পরিভ্রষ্ট হয়েছেন তাই এই দুর্দৈব। নাম ধরে ডাকলেন তাদের। এই কাপুরুষ ভয়ে চমকে উঠল! কিন্তু পরক্ষণেই বসন্তসেনা যখন 'মাধবিকা' বলে চীৎকার করলেন, পৌরুষ জাগ্রত হলো শকারের, বলল, 'ইত্থিয়াণং শদং মালেমি। শূলে হগ্গে'—একশটা মেয়েলোক মারতে পারি। আমি বীর।

এই ব্যাপারে বিটও কম যান না। প্রথম-অঙ্কে বসন্তসেনার সঙ্গে উভয়ের আলাপের কিছুটা এইরকম:

বসন্তসেনা: 'অজ্জ, অবলা ক্খু অহম্,—আর্য, আমি অবলা।

বিট: 'অত এব ধ্রিয়সে'—তাই তো ধরছি।

শকার: 'অতো জ্জেব ণ মালীঅশি'—তাই তো মেরে ফেলছি না।

লাম্পট্য যে শিক্ষিতকেও আক্রমণ করেছিল এই ব্যাপ্তিটুকু দেখানর জন্যই বিটের আমন্ত্রণ। শকারের সঙ্গী হলেও শিক্ষা তাঁকে শিক্ষিত করেছিল। 'দীনানাং কল্পবৃক্ষঃ' —গরীবদের কল্পতরু ইত্যাদি উক্তিতে (১.৪৮) তিনি চারুদত্তের মাহাত্ম্যের যে-বিশ্লেষণ করেছেন তাতে রাতের ঐ নিকষকালো আঁধারের মধ্যেও তাঁর চরিত্র আলোক বিকীর্ণ করেছে। চারুদত্তের দেহলীতে রদনিকাকে ধরেছিল শকার, ভেবেছিল এই তার বসন্তসেনা। সেই ভুল যখন ভাঙল, তখন বিদূষক মৈত্রেয় হাতের লাঠি তুললেন। বিট সঙ্গে-সঙ্গে তার পায়ে পড়লেন; পা ছেড়ে ওঠার একটিই শর্ত তাঁর: 'যদি ইমং বৃত্তান্তম্ আর্য চারুদত্তস্য ন আখ্যাস্যসি, —যদি এই ঘটনা আর্য চারুদত্তকে না বলেন। মৈত্রেয় প্রতিশ্রুতি দিলেন। বিটের এই প্রার্থনা চারুদত্তকে মহিমান্বিত করেছে, বিটকেও বড় করল। এটা শাস্তির ভয়ে নয় কিন্তু নায়কের জন্য যে শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেছেন বিট তাতে বোঝা যায় চারুদত্তের কাছে এই হীন কর্ম প্রকাশিত হওয়া তাঁর পক্ষে লজ্জাকর। শকারের প্রশ্ন—'তুমি কাকে ভয় করছ?' বিটের জবাব—'চারুদত্তের গুণকে।'

দোষ করল শকার ক্ষমা চাইলেন বিট। শকারের কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই, বিদূষককে একবার বলছে 'বস, বস, আবার বলছে 'ওঠ ওঠ'। এই চরিত্রটিকে চারুদত্তের প্রতিদ্বন্দ্বী খলনায়ক বলা যায় কি না সে চিন্তার বস্তু। শকারের নির্মম কাপুরুষতা এবং উলঙ্গ লালসা, বাক্যের অশালীনতা এবং নির্বুদ্ধিতা নায়ক শব্দটিকে এত দূরবর্তী করেছেন যে 'খল' বিশেষণও তাকে আত্মীয় করতে সংকোচ পায়। এখানে চারুদত্তের সঙ্গে তাঁর তুলনার প্রশ্নই ওঠে না। কখনও একজনের গুণ পার্শ্ববর্তী আর একজনকে হেয় প্রতিপন্ন করে। এখানে কিন্তু অন্যনিরপেক্ষভাবেই শকার অপাংক্তেয়। বসন্তসেনার প্রতি তার আকর্ষণও তার প্রেমের ব্যঞ্জক নয়, এ-তার দেহলালসার ছবি। অবশ্য মিলনান্তক যে কোন কাহিনীতে যে-কোন খলনায়কের নায়িকাপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাই কামমাত্র, প্রকৃত প্রেম হলে অচরিতার্থতার দরুণ সে কাহিনীতে tragedyর সুর আনবে, তবু ভুঙ্গীস্থিত নায়কের উত্তুঙ্গতাকে প্রকাশ করবার জন্যই খলনায়কের চরিত্রে বড়র কিছু উপকরণ থাকে। শকার তা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

ধূতা এই কাহিনীর অন্যতমা নায়িকা বলে কথিত হয়েছেন। এটি চিন্তা করা যেতে পারে। কবি ওঁর এই নাম 'ধূতা' অর্থাৎ কম্পিতা। এই শব্দের অর্থ হতে পারে অস্থির, চঞ্চল। এক্ষেত্রে এটি ধূতাদেবীর স্বভাবের পরিচায়ক এবং তাঁর নায়িকা হওয়ার যোগ্যতার প্রতি কটাক্ষ করেছে। প্রেমরস প্রয়োগে নিপুণ চারুদত্ত ধূতার ব্যাপারে যেন উদাসীন। বসন্তসেনার গয়না চুরি যখন ধরা পড়ল তখন ধূতা পিতৃদত্ত

পঠন্ত্যা, মনুষ্যেণ চ কাকলীং গায়তা' অর্থাৎ স্ত্রীলোক সংস্কৃত পড়ছে আর পুরুষ মানুষ মিহি সুরে গান গাইছে, এই দুটিতেই বিদূষকের 'হস্সং জাঅদি'—হাসি পায়। চারুদত্তের আবার ঐ ঢঙটিই ভাল লেগেছে কারণ—'অন্তর্হিতা যদি ভবেদ্ বনিতেতি মন্যে' (৩.৪)—তাঁর মনে হচ্ছিল আড়াল থেকেই কোন মেয়েই হয়তো গাইছে। এই অংকের তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্লোকে রেভিলের গানের যে বিশ্লেষণ ঘটেছে চারুদত্তের মুখে তা কবির সংগীতবিদ্যার পরিচয় দেয় এবং চারুদত্তের নায়কত্বকে মধুরতর করে। এই গান গভীর রাত অবধি চারুদত্ত এবং বিদূষককে জাগিয়ে রেখে তাঁদের নিদ্রাকে গভীরতর করে শর্বিলকের চৌর্যের সুযোগ এনে দিয়েছে। এই রূপকের অনেক দৃশ্যের মতনই চৌর্যের দৃশ্যটি এক অসাধারণ সৃষ্টি। নাট্যকার বিপুল যত্নে 'ভগবান্ কনকশক্তিপ্রোক্ত' চতুর্বিধ সিঁধ কাটার বিদ্যাই আয়ত্ত করেন নি, চুরির উদ্যোগ থেকে তার নিষ্পত্তি অবধি যাবতীয় প্রক্রিয়া তাঁর নখদর্পণে। এখানে শর্বিলকের কর্মে ও বাক্যে যে বলিষ্ঠতা প্রকট হয়েছে তা ষষ্ঠ-অংকে পালকের বন্দীশালায় শৃংখলিতচরণ আর্যককে মুক্ত করবার সামর্থ্যের আভাস দিচ্ছে। গয়না অনেক কাজ করেছে এই দৃশ্যকাব্যে। তাকে চারুদত্তের কাছে গচ্ছিত রাখা হলো বলে সে অপহার্য হলো। অতএব চুরি করার এক অপরূপ দৃশ্যের অবতারণা সম্ভব করল। শর্বিলকের হাতে মুক্তি-মূল্য রূপে মদনিকার কাছে হাজির হয়ে অলংকার প্রেমিকার কাছে প্রেমিকের প্রেমের নিবিড়ত্ব ঘোষণা করল। এরই প্রসঙ্গে আড়াল থেকে দুই হৃদয়ের সংবাদ পেলেন বসন্তসেনা। গয়নার ভাঁড় নিলেন, মিলিয়ে দিলেন দুজনকে। গয়না অবশ্য শর্বিলক মুক্তিমূল্য হিসাবে বসন্তসেনাকে দেবার সুযোগ পায় নি, কিন্তু গয়নাই তাঁর অভিপ্রেত মুক্তিমূল্য হলো। আবার অপহৃত গয়নার খেসারত দিতে ধূতা যে রত্নহার দিলেন সেই দান তাঁর চরিত্রকে ফোটাল। হার দিতে এসে বসন্তসেনার প্রাসাদ দেখলেন বিদূষক। এক বিপুল ঐশ্বর্যের বর্ণনা দেবার সুযোগ ঘটল কবির। হার ঘনীভূত করল নায়িকায় প্রেম কেন-না সে যার প্রতিনিধি সে বস্তুত ভিন্ন উপাখ্যানের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই হাতে এসেছে। আসল কাহিনীটি আড়াল থেকে শুনেছিলেন বসন্তসেনা, কাজেই হার পেয়ে স্বগত উক্তি করলেন—'এই জন্যই ত (তাঁকে) চাই!' গাঢ় প্রেমে তর সইল না সুতরাং সেই সন্ধ্যায়ই গেলেন প্রিয় নিকেতনে এবং নিশা যাপন করে যখন পুষ্পকরণ্ডকের দিকে চললেন তখন গয়নাগুলো সোনার শকট বানাবার জন্য দিলেন চারুদত্তের তনয় রোহসেনকে (ষষ্ঠ-অংক)। সেই আভরণ নবম-অংকে চারুদত্তের কথায় বসন্তসেনার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার সময় বিদূষক পথে শুনলেন চারুদত্তের বিচার চলেছে বসন্তসেনা হত্যার অপরাধে। প্রবেশ করলেন বিচারশালায়। সেখানে কাঁখ থেকে পড়ে গেল গয়না। বিচারক মেনে নিলেন শকারের অভিযোগ ঃ চারুদত্ত গয়নার লোভে বসন্তসেনাকে হত্যা করেছে। অতঃপর দণ্ড দিলেন নির্বাসন, পালক তা আগ্রাহ্য করে জারি করলেন বধের আদেশ। একটি জড় পদার্থের বিভিন্ন ভাব এবং অবস্থা সৃষ্টির সামর্থ্যের পরিচয় দিলেন কবি।

চতুর্থ-অংকের ঘটনা ঘটেছিল সকালবেলা। সেই দিনেরই রাত্রে পঞ্চম-অংকের অবতারণা। বসন্তসেনা এসেছেন। কে এসেছেন সেই খবর দিতে গিয়ে বসন্তসেনার ভৃত্য কুম্ভীলক এবং বিদূষকের মধ্যে বসন্তসেনার নামটি নিয়ে এক-প্রস্থ ধাঁধাঁ জাতীয় আলোচনা হয়, যার মধ্যে চারুদত্তও লিপ্ত হন। এটি সময়াপহারক। কবির ইচ্ছা ছিল হাস্যরস পরিবেশন করা, যে কাজ আরও বড় উপায়ে তিনি অন্যত্র করে খাঁটি

আনন্দ দিয়েছেন। পূর্বোক্ত বিট এসেছেন বসন্তসেনার সঙ্গে। বর্ষামুখর সন্ধ্যায় পন্থ বিজন অতি ঘোর, তাই কি বসন্তসেনার সঙ্গে তিনি? অথবা বর্ষার একপ্রস্থ বর্ণনা দেবার জন্যই তাঁকে ডাকলেন কবি? আর কোন কাজ তাঁর এ-অঙ্কে নেই। দেহলীতে পেঁৗছেই বিদায় দিলেন নায়িকা বিটকে, তিনিও কদর্য গালি দিয়ে প্রস্থান করলেন (৫.৩৬)। আশ্চর্য, এই গালির জবাব ফোটে নি বসন্তসেনার মুখে। চতুর্থ অঙ্কে শার্বিলক এমনই বিশ্রী গালি দিয়েছিলেন মদনিকাকে এবং বসন্তসেনা আড়াল থেকে সব শুনেছেন কিন্তু কোন স্থান থেকে কোন উচ্চবাচ্য হয় নি। বর্ষার বিশ্লেষণ করেছেন কবি সবাইকে দিয়ে। প্রথমে চারুদত্ত বললেন কিছু, অতঃপর কুম্ভীলক, তারপর বিট এবং সবশেষে বসন্তসেনা। বিট বলেছেন: 'নীপঃ প্রদীপায়তে' (৫.১৪)—কদমগাছ প্রদীপের মতো দেখাচ্ছে। এ-বর্ণনা পলকে পরিবেশ রচনা করে কিন্তু বসন্তসেনা যখন বলছেন: 'জ্যোৎস্না দুর্বলভর্তৃকেব বনিতা প্রোৎসার্য মেঘৈর্হৃতাঃ' (৫.২০)—দুর্বল স্বামীর বধূর মতো জ্যোৎস্নাকে মেঘ হরণ করেছে, তখন চিত্ত ভরে না। কবির নাট্যরচনার মেজাজটাই আটপৌরে তা কালিদাসাদির মতো মনকে দূরে বিসারিত করে না। ফলে প্রকৃতির বিভিন্ন পরিস্থিতিকে যখন কল্পনার সাহায্যে বিশ্লেষণ করছেন, তা সর্বত্র হৃদয়ে পশে না। এই অঙ্কে বসন্তসেনা বলছেন: 'গতা নাশং তারা উপকৃতম্ অসাধাবিব জনে' (৫.২৫)—অসাধু লোককে করা উপকারের মতোই তারাগুলি লোপ পেয়েছে; প্রথম-অঙ্কে অন্ধকারের দুর্ভেদ্যতা বোঝাতে বিট বলেছেন: 'অসৎপুরুষ সেবেব দৃষ্টির্বিতং ফলং গতা' (১.৩৪)—অসৎ পুরুষকে করা সেবার মতোই দৃষ্টি ব্যর্থ হয়েছে। বসন্তসেনা ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করছেন—'হে ইন্দ্র, স্বাধীন তুমি যেমন অহল্যার জন্য 'আমি গোতম' এই মিথ্যা বলেছিলে তেমনি আমার দুঃখও দূর কর' (৫.৩০)। এখানে পূর্ববর্তী মিথ্যা কথনের সঙ্গে দুঃখ দূর করবার কোন মিল খুঁজে পাই নি।

পঞ্চম-অঙ্কের নাম দিয়েছেন তিনি 'দুর্দিন,' যে-শব্দের অর্থ 'মেঘাচ্ছন্ন দিন' (মেঘাচ্ছন্নেঽহ্নি দুর্দিনম্, অমরকোষ)। একথা ঠিক যে বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে আবৃত বিভাবরীতে রূপকের এই অঙ্কের ঘটনা ঘটেছিল তাই কবি এর ঐ নাম দিয়েছেন. কিন্তু শব্দের যে বিশেষ অর্থই থাক দুর্ এবং দিন এই দুটি মিলিয়ে যা তৈরি হলো তা তলে তলে দুঃখেরই বাচক। ভানুজি দীক্ষিত দুর্দিন শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন 'দুর্ নিন্দিতং দিনম্'। মেঘাচ্ছন্ন দিবস বা রজনী বোঝাতে কবি অন্য শব্দ আনতে পারতেন। অঙ্কটি পরমসুখের কেন-না এতে নায়ক এবং নায়িকার পরমবাঞ্ছিত মিলন নিষ্কণ্টক ভাবে দেখান হয়েছে এবং সে মিলন পূর্ণতর হয়েছে ভবিষ্যতে। সুদিনের ছবি রয়েছে এতে অথচ নাম হলো দুর্দিন।

পঞ্চম-অঙ্কে যে রাতে মিলন হলো উভয়ের তারই পরের প্রভাতে ষষ্ঠ-অঙ্কের অবতারণা। এই অঙ্কটি গুরুত্বপূর্ণ। এরই প্রথম-ভাগে বসন্তসেনা সোনার শকট তৈরির জন্য তাঁর অলঙ্কার দিলেন রোহসেনকে। পাশের বাড়ির ছেলের সঙ্গে তার সোনার গাড়ি নিয়ে খেলছিল রোহসেন। ছেলেটি সেটা নিয়ে গেল, রোহসেন কান্না জুড়ল! সোনার গাড়ী নিয়ে খেলা, তা-ও রাজপুত্রের নয়, গৃহস্থের ছেলের, এটি লক্ষ্য করবার। মৃচ্ছকটিক সামাজিক কবিকর্ম। রাজা উজীর এতে পটান্তরিত। কবি স্বয়ং রাজা হয়ে সাধারণ প্রজা নিয়ে নাটক লিখেছেন, এ-তাঁর অন্তরকে ব্যক্ত করেছে।

প্রজার ইচ্ছার এবং শক্তির তিনি জয় দেখিয়েছেন তাঁর রাজ-আদর্শের এটিও চিহ্ন। রাজা হয়ে রাজার বধ ঘটিয়েছেন প্রজার হাতে এবং তার পরেও রাজার কোন উত্তরাধিকারীকে নয়, কোন অভিজাত পুরুষকেও নয় কিন্তু গোপপুত্রকে সিংহাসনে বসিয়েছেন, এও তাঁর স্বাধীন রাজচিন্তার প্রতীক। অতঃপর পুষ্পকরণ্ডকের দিকে যাত্রা করে ভুল করে চাপলেন দরজায় দৈবাৎ দাঁড়ান শকারের গাড়িতে, যেটিরও গন্তব্য ছিল পুষ্পকরণ্ডক। শকারের হুকুম তাই ছিল এবং সে প্রতীক্ষা করছিল সেই জীর্ণোদ্যানে। বসন্তসেনার জন্য যে ঢাকা গাড়ি ছিল নির্দিষ্ট তাতে সদ্য শৃংখল-ভাঙা আর্যক এসে উঠলেন গুপ্তভাবে। চালক বর্ধমানক গাড়িতে ভারী কিছু উঠেছে অনুভব করে না দেখেই চালিয়ে দিল গাড়ি, ভাবল বসন্তসেনাকে নিয়ে চলেছে চারুদত্তের আদেশ মতো পুষ্পকরণ্ডকে। সেইখানে মিলন হবে আর এক দফা। নগরের দুই রক্ষকপ্রধান বীরক এবং চন্দনক তারস্বরে ঘোষণা করেছেন আর্যকের পলায়নের বাহিনী এবং চলমান সমস্ত গাড়ী খুঁজছেন। বর্ধমানকের গাড়ী ধরলেন দুজনে এবং এইখানেও পেয়েও না-পাওয়ার সুন্দর বৃত্তান্ত দাখিল করেছেন কবি। চন্দনক যদি রাজার কাজে অটল থাকতেন,এ রূপকের কাহিনী কোন পথে বাঁক নিত জানি না। তবে রাজপুরুষ শক্তিমান হয়েও রাজার অনুগমন করেন নি। ইতিহাসে এঁরাই বহুত্র ভাঙাগড়ার কাজ করেছেন আড়ালে। চন্দনককে অনুসন্ধানরত অবস্থায় আর্যক বলেছিলেন—'শরণাগতোঽস্মি' এবং তিনিও বলেছিলেন—'অভয়ং শরণাগতস্য'। সেই বাণীই উত্তরণ ঘটাল, 'যদ্ ভবতু তদ্ ভবতু। প্রথমম্ এব অভয়ং দত্তম্'—যা হয় হোক্, গোড়ায়ই অভয় দিয়েছি। আর্যক রক্ষা পেলেন, নূতন ইতিহাস রচিত হলো এই ছাড়পত্রের সুবাদে উজ্জয়িনীতে।

পুষ্পকরণ্ডক উজ্জয়িনী নগর থেকে কত দূরে কবি লেখেন নি। চারুদত্তের শকটের সেইটুকু যেতে যে-সময় লেগেছিল তারপরেই সপ্তম অঙ্কের সুরু। বসন্তসেনার জন্য প্রতীক্ষমাণ চারুদত্ত এবং বিদূষক ছিন্ন শিকল পায়ে আর্যককে গ্রহণ করলেন। তিনি শরণ নিলেন, চারুদত্ত তাঁকে শরণ দিলেন। ভৃত্যকে দিয়ে পায়ের শৃংখল ভাঙিয়ে নিজের গাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন তাঁকে তাঁর অভিপ্রেতস্থানে। এই কর্ম এবং উভয়ের এই সখ্য নাটকের মধুর পরিণতির পক্ষে অপরিহার্য ছিল। চারুদত্ত সম্প্রতি দয়িতাকে পেলেন না কিন্তু যাঁকে পেলেন, দয়িতার পরিপূর্ণ প্রাপ্তি তিনিই ঘটিয়েছিলেন। পালক আর্যকের হাতে নিহত না হলে তা ঘটত না। অঙ্কের শেষভাগে চারুদত্ত বসন্তসেনার জন্য উদ্বেগ বহন করে পুষ্পকরণ্ডক ত্যাগ করলেন। সংবাহক তখন সেখানে প্রবেশ করছে।

সংবাহক তখন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ; এখানে পুকুরে কৌপীন ধুতে এসেছিল। অষ্টম অঙ্কের আরম্ভ এইখানে। শকার এবং বিট ইতিমধ্যেই হাজির সেখানে। শকার মেরে ফেলতে চাইল সংবাহককে, বিট কোনক্রমে তাকে বাঁচালেন। শকারের ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে বলছে ঃ 'গহমজ্ঝগদে শূলে দুপ্পেকখে'—মাঝ আকাশে সূর্যের দিকে তাকান যাচ্ছে না। এ-থেকে বোঝা যায় সপ্তম-অঙ্কের পরেই দুপুরবেলা অষ্টম-অঙ্কের আরম্ভ হয়েছে। ফলতঃ ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম-অঙ্ক একই দিনে প্রভাতকাল থেকে রূপকে ক্রমে-ক্রমে স্থান পেয়েছে। ষষ্ঠ-অঙ্কে বসন্তসেনা যে ভুল করে শকারের শকটে উঠেছিলেন পুষ্পকরণ্ডকে এসে তার মাশুল দিতে হলো। শকার চাইল বসন্তসেনাকে। তিনি পূর্ববৎ প্রত্যাখ্যান করলেন। শকার ভাবল তার

গাড়োয়ান স্থাবরক এবং বিটের সামনে ওঁর সংকোচ হচ্ছে, অতএব বিদায় করল দুজনকে। তবু বসন্তসেনা অটল। এই অবজ্ঞা চারুদত্তের প্রতি প্রেমের বশে—এই ভেবে শকার কণ্ঠরোধ করল, ভাবল সে মৃত। সহসা পুনরাবির্ভাব ঘটল বিট এবং স্থাবরকের। ঘৃণায় বিট শকারকে ছেড়ে চলে গেল। সেইখানে 'যত্র আর্যশর্বিলক-চন্দনকপ্রভৃতয়ঃ সন্তি'—যেখানে আর্য শর্বিলক, চন্দনক প্রভৃতি আছেন। কবি আলতোভাবে জানিয়ে দিলেন, পালকের চরণতলে মাটি সরছে।

লাম্পট্যের প্রবণতা থাকলেও যে শিক্ষিত সে শিক্ষিত—এই বোধহয় কবির প্রতিপাদ্য। শকার কুকীর্তি গোপন করবার জন্য ভৃত্যকে প্রসাদে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখবে ভেবে তাকে সরিয়ে দিল সেখান থেকে। শুকনো পাতায় ঢাকল অচেতন বসন্তসেনার দেহ। অত বড় কুকর্ম যে ঢাকা পড়বে না কবি বুঝিয়ে দিলেন সেটি, কারণ হালকা হাওয়াতেই পাতা উড়ে ঢাকা জিনিস বেরিয়ে আসে। তারপর সে পণ করল বসন্তসেনাকে হত্যার অভিযোগ আনবে চারুদত্তের নামে। উপলক্ষ্য—বসন্তসেনা চরুদত্তকে ভালবাসত, অতএব প্রতিহিংসা এবং দ্বিতীয় কথা আত্মরক্ষা। বিট যাঁকে 'নগরশ্রী' (৮.৪৯) অর্থাৎ নগরলক্ষ্মী বলেছেন তাঁর হত্যা (বিটও তাঁকে মৃত ভেবে বহু বিলাপ করেছেন অষ্টম-অঙ্কে) সাড়া জাগাবেই এবং বিট ভৃত্য কি ঘটাবে তার কোন বিশ্বাস নেই। চরিত্রানুগ কর্ম করল শকার। চারুদত্তের উপরে দোষ আরোপের সুবিধা এই যে তিনি দরিদ্র এবং দুর্বল অধিকন্তু বসন্তসেনার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে। শকার চলল নগরে। সংবাহক তখন কৌপীন শুকোবার সুযোগ খুঁজছে। দেখে শকার চমকে উঠল। তার উক্তি হলো : 'জেণ জেণ গচ্ছামি মগ্গেণ তেণ জ্জেব এশে দুষ্ট শমনকে গহিদকশাওদকং চীবলং আঅচ্ছদি'—যে-পথেই যাই সে-পথেই এই দুষ্ট বৌদ্ধ সন্ন্যাসীটা ভেজা ছোপান কৌপীন নিয়ে হাজির হয়। পরবর্তীকালে সংবাহকই চূড়ান্ত পরাভব ঘটিয়েছিল শকারের জীবনে। তার উদ্ধত গতি রোধ করে দাঁড়িয়েছিল। তারই পূর্বাভাস যেন ফুটে উঠেছে শকারের মনে কবির কৌশলে। পাঁচিল ডিঙিয়ে তাকে এড়িয়ে গেল শকার। সংবাহক যখন রঙ্গমঞ্চে এল তখন বসন্তসেনার জ্ঞান হয়েছে। অলংকৃত হাতখানি নাড়লেন তিনি। দ্বিতীয়-অঙ্কে দ্যূতকর মাথুরকে গয়না দিয়ে যে হাত সংবাহককে মুক্ত করেছিল সেই হাত চিনল সে। চিনিয়ে দিল নিজেকে। 'জাব তাএ বসন্তশেণিআএ বুদ্ধোবাশিআএ পচ্চুবকালং ণ কলেমি'—যতক্ষণ ঐ বুদ্ধের উপাসিকা বসন্তসেনার প্রত্যুপকার সে করতে পারছিল না ততক্ষণ স্বর্গেও তার রুচি জাগছিল না। কৃতার্থ হয়ে সে বৌদ্ধবিহারে নিয়ে গেল তাঁকে। সৎকর্ম সৎকর্মের দ্বারা পুরস্কৃত হয় এই হলো কবির মন্তব্য। তাঁর রচনায় অসুন্দরের সমাবেশ ঘটেছে কিন্তু সুন্দরের সংস্পর্শে তাদের জন্মান্তর ঘটিয়েছে। শকারের পরিবর্তন আমরা প্রত্যক্ষ করি নি কিন্তু 'পশ্চাদ্‌বাহুবন্ধ' অর্থাৎ পিছন দিকে হাত বেঁধে যখন পুরুষেরা তাকে নিয়ে এল এবং 'আর্য চারুদত্ত, পরিত্রাণ করুন' বলে চারুদত্তের পায়ে পড়ে ঘোষণা করল : 'ণ উণ মালায়িশশম্' (দশম অঙ্ক)—আর আপনাকে মারব না, তখন তার অন্যায় থেকে ন্যায়ে উত্তরণে আমাদের আস্থা যদিও এলো না কারণ বসন্তসেনাকে মুহূর্তপরেই 'গর্ভদাসী' বলে সম্বোধন করেছে সে, তবু তাঁর কাছেও ক্ষমা প্রার্থনা তার আপন ভাবের পরিবর্তনের প্রতীক। পৃথিবীর মালিন্য কবিকে নিরাশ করে নি। অন্ধকার যত নিবিড় এবং ব্যাপক হোক, আলো কিছু থাকবেই এবং পরিণামে সে-ই

জয়ী হবে—এই তাঁর রূপকের বাণী।

নবম অঙ্কে ২৩ সংখ্যক শ্লোকে নগররক্ষী বীরক বলছে—গাড়িতে কে চলেছে দেখতে গিয়ে, চন্দকের 'পাদপ্রহার' খেয়ে দুঃখ করতে-করতে, 'কথমপি রাত্রিঃ প্রভাতা মে'—কোনমতে আমার রাত ভোর হয়েছে—এবার বিচারশালায় যাই। পাদপ্রহার ষষ্ঠ-অঙ্কের ঘটনা। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম অঙ্ক একদিনের ব্যাপার সুতরাং এই তিন-অঙ্ক যেদিনের তার পরের দিন সকালেই নবম-অঙ্কের আরম্ভ।

এই অঙ্কে শকার অভিযোগ আনল চারুদত্তের বিরুদ্ধে—তিনি অর্থের লোভে বসন্তসেনাকে পুষ্পকরণ্ডকে হত্যা করেছেন। বিচারক চেয়েছিলেন দুষ্ট শকারের অভিযোগ অন্যদিন শুনবেন, কিন্তু সে বলল—তাহলে সে তার ভগ্নীপতি রাজা পালক এবং তার মা এবং ভগিনীকে বলে 'এদং অধিঅলণিঅং দূলে ফেলিঅ' এই বিচারপতিকে দূরে ফেলে দিয়ে অন্য বিচারক বসাবে। অগত্যা বিচারপতিকে শকারের অভিযোগ শুনতে হলো।

বিচারপতি বিচারপতিই বটেন। তিনি 'ক্রোধন' নন, 'তুল্যো মিত্রপরস্বকেষু'—বন্ধু, পর এবং আপনজনে সমান, 'ন লোভান্বিতঃ' ঘুষ নেন না (৯.৫)। এই অঙ্ক পড়লে প্রাচীন ভারতের বিচারপদ্ধতির একটি বিশদ চিত্র মেলে। কত সহজ এবং দ্রুত বিচারের পদ্ধতি, কত শিষ্ট ছিল বিচারশালার ব্যবহার। বিচারকের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে শিষ্টতার অপূর্ব মিশ্রণ ঘটেছে। তিনি চারুদত্ত এবং শকার দুজনকেই চিনতেন তাই গোড়ায় অভিযোগ বিশ্বাস করতে চান নি কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণ চারুদত্তের প্রতিকূলে গেল।

এই বিচারপর্বে একটি গুরুতর ত্রুটি হলো, বীরকের জবানী পরখ করে দেখা হয় নি। সে পুষ্পকরণ্ডকে তদন্ত করে এসে বলল: 'দিট্ঠং চ মএ ইত্থিয়াকলেবরং সাবদেহিং বিলুম্পন্তম্'—দেখলাম, একটি স্ত্রীলোকের কলেবর শ্বাপদে খেয়ে শেষ করছে। সেটা যে পুরুষের নয় এটা বিচারক বীরকের কাছ থেকে হলফ করিয়ে নিলেন দেহের অবশিষ্ট চুল, হাত, পা ইত্যাদির বর্ণনা নিয়ে কিন্তু তিনি যা সিদ্ধান্ত নিলেন তা হলো যেহেতু পুষ্পকরণ্ডকে মৃত স্ত্রীলোক, সে বসন্তসেনা। বীরক বসন্তসেনাকে চিনত কিনা সে-প্রশ্নও বিচারক তোলেন নি, তিনি শুধু দেখতে বলেছিলেন: 'তত্র কাচিদ্ বিপন্না স্ত্রী ন বা ইতি'—সেখানে কোন স্ত্রীলোক মরে রয়েছে কি-না। বোঝা যাচ্ছে পূর্ব হতেই বিচারপতি এই ধারণায় অভিভূত যে স্ত্রীলোকের মৃতদেহ যদি ওখানে থেকে থাকে তবে সে নির্ঘাত বসন্তসেনার। শোধনক বা কায়স্থ বা শ্রেষ্ঠী কেউ এর প্রতিবাদ করলেন না। শ্রেষ্ঠী, এবং কায়স্থের প্রশ্ন হলো: কথং ত্বয়া জ্ঞাতং স্ত্রীকলেবরম্ ইতি?'—কেমন করে জানলে সেটা নারীর দেহ? বীরক চুলের, হাতের পায়ের কথা বলল। বিচারক বললেন: 'আর্য চারুদত্ত, সত্যম্ অভিধীয়তাম্'—আর্য চারুদত্ত সত্য বলুন। অর্থাৎ আমরা বুঝলাম ঐ মহিলা বসন্তসেনা এবং আপনিই তাকে হত্যা করেছেন, এবার আপনি কি বলেন?

আর একটি অপূর্ণতার কথা এই প্রসঙ্গে মনে আসে। বীরক পাদপ্রহার লাভ করেছিল চারুদত্তের ঢাকা গাড়ি দেখবার প্রসঙ্গে। সেই চারুদত্ত অভিযুক্ত হয়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান। বিচারক যখন প্রশ্ন করলেন: জান কার সেই গাড়ী? বীরক বলল: 'ইমস্স অজ্জচারুদত্তস্স'—এই আর্য চারুদত্তের। যাঁর গাড়ির সুবাদে লাথি, তাঁর প্রতি

বিতৃষ্ণা প্রশ্নাতীত নয়। গাড়িতে বসন্তসেনা চলেছিলেন বিহার করতে এবং সেই বসন্তসেনাকে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে চারুদত্তের নামে। বিচারশালায় প্রবেশ করে এ-সংবাদ সে অবশ্য সংগ্রহ করেছিল রাজরক্ষীর স্বাভাবিক কৌতূহলের বশে, যদিও নাট্যকার সে-সম্বন্ধে মৌন—কিন্তু সে যাইহোক পূর্বোক্ত কারণে চারুদত্তের একটা সাজা পাওয়া তার কাম্য হওয়া সম্ভব হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে তাকে দিয়ে অভিযোগ প্রমাণের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করান উচিত কিনা নিরপেক্ষ এবং উন্নত বিচারকের এটা ভাবা সঙ্গত ছিল। বিচারপ্রার্থী ক্ষুব্ধ বীরক যে সত্যই কোন মৃত নারীদেহ দেখেছিল তাই বা কে বলবে? আরও কথা, বিচারক বলেছিলেন: 'বীরক, পশ্চাদ্দিহ্ ভবতো ন্যায়ং দ্রক্ষ্যামঃ'—বীরক, তোমার অভিযোগ পরে দেখব। তারপরই তিনি তাকে পুষ্পকরণ্ডকে পাঠান। সে জানত যা আছে কিনা দেখতে তাকে আদেশ করা হলো সেটি আছে বললে অকাট্য প্রমাণ বলে মামলার সঙ্গে-সঙ্গে নিষ্পত্তি ঘটবে এবং নেই বললে চলবে আরও কিছুক্ষণ। প্রথম ক্ষেত্রে তার অভিযোগের বিচার হয়তো আরম্ভ হবে সদ্য-সদ্য এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কখন বা কবে হবে তার ঠিকানা নেই। ক্রুদ্ধ অভিযোগী, লাথির অপমানে 'অণুসোঅন্তুস ইয়ং কধং পি রত্তী পভাদা' (৯.২৩) দুঃখ করতে-করতে যার কোন মতে রাত কেটেছে, কোন্‌টা চাইবে? সে নগররক্ষী, যা বলবে বিচারক তা-ই মানবেন এ সে জানত। বস্তুত বিচারক তার উক্তিকে যাচাই করেন নি।

এই দুর্বলতাগুলি নাট্যকারের দৃষ্টি হয়তো আকর্ষণ করে নি অথবা পালকের বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণা জাগাবার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাপূর্বকই তিনি তাঁর রাজত্বে বিচারশালায়ও অযোগ্যতা সপ্রমাণ করতে চেয়েছেন। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি লঘুতর কেন না বিচারক এবং বিচারগৃহের যে সৌম্য গাম্ভীর্য তিনি চিত্রিত করেছেন তাতে এর স্থান সুসমঞ্জস নয়।

নবম-অংকের কিছু পরেই দশম-অংকের যবনিকা উঠল। নবম-অংকে রাজা পালক আদেশ দিয়েছেন চারুদত্তকে শূলে দিতে এবং বিচারক সেই উদ্দেশ্যে চণ্ডালদের আদেশ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। অতঃপর শোধনকও চারুদত্তকে নিয়ে অগ্রসর হলেন। এইখানেই নবম-অংকের ইতি। তারপরেই চারুদত্তকে নিয়ে দুজন চণ্ডালের প্রবেশ ঘটল দশম-অংকে। চারুদত্তের সারা গায়ে রক্তচন্দন লিপ্ত করে তাতে চালের গুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁর গলায় করবীফুলের মালা, কাঁধে শূল। দুজন চণ্ডাল তাঁকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে। সেকালের শূলে দেবার ছবিটি লিপিবদ্ধ করেছেন কবি। মশানে পৌঁছবার আগে পাঁচ জায়গায় ঢোল বাজিয়ে ঘোষণা করা হলো কাকে কোন্ অপরাধে বধের দণ্ড দেওয়া হচ্ছে। এই পাঁচবার ঘোষণার মধ্যবর্তী কালে কবি ঘটনা-বিন্যাসের সুযোগ পেয়েছেন। নবম-অংকে চারুদত্ত বিদূরকের কাছে রোহসেনকে দেখতে চেয়েছিলেন। প্রথমবারে ঘোষণার পরেই বিদূরক তাকে নিয়ে পৌঁছলেন। এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হলো। সংস্কৃত-নাট্যসাহিত্যে শিশু-চরিত্রের ছড়াছড়ি নেই। শিশুর অবিবেচনার আব্দার অভিভাবককে কেমন বিপাকে ফেলতে পারে এইটে দেখান কবির অভিপ্রায় ছিল কিনা জানি না কেননা রোহসেনের সোনার গাড়ির বায়না বসন্তসেনাকে গয়না দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং সেই গয়না তাঁর মৃত্যুদণ্ডকে সুলভ করেছে, কিন্তু এই অংকে তার বার্তালাপ এইরকম:

রোহসেন—বাবাকে কোথায়া নিয়ে যাচ্ছ?

চারুদত্ত—বাছা, বধ করবার জায়গায় যাচ্ছি।

রোহসেন—বাবাকে ছেড়ে দাও, আমাকে মেরে ফেল।

এগিয়ে চলেছে চণ্ডালেরা মশানের দিকে। দ্বিতীয় ঘোষণার জায়গায় আবার তারস্বরে দণ্ডের আদেশ উচ্চারণ করবার পরেই শৃঙ্খলিত স্থাবরকের প্রবেশ। শকার তাকে বেঁধে রেখেছিল ঘরের দালানে, পাছে পুষ্পকরণ্ডকে বসন্তসেনার হত্যার ব্যাপার সে প্রকাশ করে দেয়। সত্য যেন প্রাণপণে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করছে। এইটেই তার ধর্ম' কবির বিন্যাসে তা স্পষ্ট হয়েছে। স্থাবরক জীবনকে তুচ্ছ করে মনিবের কুকীর্তি জানিয়ে দিল চণ্ডালদের, শকারের সামনেই কিন্তু অপূর্ব কৌশলে শকার তার উক্তি খণ্ডিত করে তাকে দূর করে দিল। মেঘের আড়ালে সূর্য ফুটিফুটি করেও ফুটতে পারল না। তৃতীয় স্থানে ঘোষণা হলো। কবি একটি নিপুণ কবিকর্ম সম্পাদন করলেন এবার। প্রথম চণ্ডাল বীরক যখন সহযোগীর কাছে শুনল তারই আজ বধকার্যের পালা তখন বলল তার পিতা বলেছিলেন—'বধ্যকে হঠাৎ বধ করিস না।' কারণ একগাদা, তার মধ্যে একটি হলো : 'কদাবি লাঅপালিপত্তে হোদি তেনশব্ববজ্ঝাণং মোকখে হোদি'—কখনও যদি রাজপরিবর্তন ঘটে তাতে সব বধ্য মুক্ত হয়ে যায়। এই উক্তি শকারকে চকিত কিন্তু পাঠককে পুলকিত করল। ট্রাজেডিতে পরবর্তী ঘটনার ছায়া পড়ে পূর্ব ঘটনায়, কমেডিতে বিস্ময়ের সুযোগ আছে। আকস্মিকতা আনন্দ আনতে পারে কিন্তু পূর্ব আভাসে অভিপ্রেত ঘটনাটি অনুমান করবার সুযোগ পেলে পাঠকের আত্মগৌরব চরিতার্থ হয়। এতে রচনা আকর্ষণীয় হয়। এছাড়া এখানে কবির কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল। পালকের মৃত্যু এই রূপকে সামগ্রিকভাবে ট্রাজিডির ছায়া ফেলে নি কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ, যেমন, শকারের কাছে তা ট্রাজিডিই বটে। মনে হয় কবি তার মনে এই আসন্ন সর্বনাশের ইঙ্গিত করতে চেয়েছিলেন।' চণ্ডাল বীরকের উক্তি শুনে শকার চীৎকার করে উঠেছিল : 'কিং কিং লাঅপালিপত্তে হোদি !' —কি, কি, রাজার পরিবর্তন ? বস্তুত পালকের মৃত্যু যাদের কাছে দুঃখ হয়ে দেখা দিল এবং যাদের কাছে সেইরূপে এল না এই উভয় পক্ষকেই কবি একটি উক্তিতে আলিঙ্গন করেছেন।

চতুর্থস্থানে ঘোষণা হলো। এই সময়ে বৌদ্ধবিহারে সুস্থ হয়ে ভিক্ষু সংবাহকের সঙ্গে বসন্তসেনা রাজপথে পা দিলেন চারুদত্তের গৃহে যাবেন বলে। চণ্ডালেরা ততক্ষণে কর্মের কেন্দ্রে পৌঁছে গেছে। শেষ ঘোষণা করল তারা এবং তার মর্ম বুঝে সংবাহক বোঝাল বসন্তসেনাকে। দ্রুত হলো পদক্ষেপ। ততক্ষণে চণ্ডাল খড়্গ তুলেছে কিন্তু তা খসে পড়ল হাত থেকে। বধ যে হবে না তা বোঝাবার এটি একটি সাধারণ কৌশল। এবার শূলে তুলতে গেল দুই চণ্ডাল। সেই মুহূর্তে বসন্তসেনা বলছেন : 'অজ্জা, মা দাব, মা দাব। অজ্জা, এসা অহং মন্দভাইণী জাএ কারণাদোএসো বাবাদীঅদি' - মহাশয়েরা, থামুন, থামুন, এই আমি সেইহতভাগিনী যার জন্য এঁকে বধ করা হচ্ছে। শকার পালাল। চণ্ডালেরা বলল—রাজার আদেশ, বসন্তসেনাকে যে মেরেছে তাকে মারতে হবে। তারা শকারের পশ্চাৎ ছুটল। ইতিমধ্যে পালক নিহত হলেন আর্যকের হাতে। শকারকে ধরে আনল জনতা। শর্বিলক তাকে শূলে দিতে যাচ্ছেন—কিন্তু সে শরণ নিল চারুদত্তের এবং চারুদত্তের উক্তি হলো : 'শস্ত্রেণ ন হন্তব্য, উপকারহতস্তু কর্তব্যঃ' (১০.৫৫)—অস্ত্র দিয়ে ওকে মেরো না, উপকার দিয়ে বধ কর। লক্ষ্য করিবার বিষয় হলো—যে দুই ব্যক্তি চারুদত্তের বধের ব্যবস্থা করেছিলেন, বধ্য

হলেন তাঁরাই, অভ্যুদয় হলো চারুদত্তের। কবি মনুর ভক্ত। মনুর উক্তি অনুসরণ করেই তাঁর বিচারক চারুদত্তকে ব্রাহ্মণ বলে অবধ্য ঘোষণা করেছিলেন। মনুরই অব্যর্থ কণ্ঠের প্রতিধ্বনি জাগে তাঁর গ্রন্থে: 'অধর্মেণৈধতে তাবৎ, ততো ভদ্রাণি পশ্যতি। ততঃ সপত্নান্ জয়তি, সমূলস্তু বিনশ্যতি' (মনুসংহিতা, ৪.১৭৪)—অধর্মের দ্বারা প্রথমে বড় হয়, তারপর ধন সম্পদ প্রচুর লাভ করে, ক্রমে শত্রুদেরও জয় করে কিন্তু অন্তিমে সমূলে ধ্বংস হয়।

আর একটি বাণীও কান পাতলে শোনা যায়: ভাল ভালকেই শুধু শক্তি জোগায় না, খারাপকেও ভাল করে। চারুদত্তের জীবন বসন্তসেনাকে মুগ্ধ করে বারবধূ থেকে গৃহবধূতে উত্তীর্ণ করল। শর্বিলকের প্রেম মদনিকাকেও সেই পরমবাঞ্ছিত আশ্রয় দিল। বসন্তসেনার ঔদার্য পাশায় সব-খোয়ান সংবাহকের পোষাককে গেরুয়ায় রাঙাল, এবং যার অসাধারণ দুরুক্তি এবং দুষ্কর্ম এই প্রকরণের তীব্র গতির মূলে সেই শকারও, চারুদত্তের পায়ে পড়ে বলল: 'পুণো ন ঈদিশং কলিস্শম্'—আর এমন করব না।

'কাব্যং রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যম্'—প্রাচীন ভারতবর্ষের কাব্যরচনার এই শালপ্রাংশু আদর্শ নাই বা রইল এতে কারণ এর কুশীলবের কর-চরণ ধরণীর ধূলায় ধূসর কিন্তু অশুভের কাছে অধুনা পরাহত মানুষের শুভশক্তির প্রতি কবি তাঁর অব্যর্থ বিশ্বাসের স্বাক্ষর রাখলেন মৃচ্ছকটিকম্-এ।

শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য

অনুবাদকের নিবেদন

শর্বিলকের কাটা সিঁধ দেখে চারুদত্ত সবিস্ময়ে বলেছিলেন ঃ 'অহো দর্শনীয়োঽয়ং সন্ধিঃ ! শূদ্রক সিঁধ কেটেছিলেন ভাসের 'দরিদ্র-চারুদত্তে'র ঘরে, আশ্চর্য কৌশলে। ভাস সেই সিঁধ দেখে বলতে পারতেন 'অহো দর্শনীয়োঽয়ং সন্ধিঃ'। শূদ্রক পরের ঘরে সিঁধ কেটে নাট্যরত্নের ভাণ্ডটি অপহরণ করলেন বটে, কিন্তু তা দিয়ে তিনি যে 'রত্নহার' গড়লেন তা কাব্যকান্তার কণ্ঠে কমনীয় হয়ে রইল।

'মৃচ্ছকটিকে'র অনুবাদ করতে-করতে মনে হলো সেই প্রাচীন উজ্জয়িনী পরিক্রমা করে এলাম। ভ্রমণের আনন্দ পেলাম কিন্তু ভাষান্তরে উজ্জয়িনীর সেই মোহিনী মূর্তিটিকে ধরা গেল না। মূর্তিটি ভাষা দিয়ে আঁকা। বহু ভাষা—বহু রঙের ভাষা। সংস্কৃতকে ছাপিয়ে প্রাকৃতের বিচিত্র কলধ্বনি। মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী আর মাগধী সহোদরার মতো হাত ধরাধরি করে চলেছে। সূত্রধারও যেন ভুল করে সাজানো সংস্কৃতে কথা শুরু করে প্রকৃতিকে ফিরে পেলেন—প্রাকৃতে প্রকাশ করলেন নিজেকে। প্রাকৃতের সঙ্গে মাঝে-মাঝে মিশে আছে অপভ্রংশ—কোনটি চণ্ডালী কোনটি বা ঢক্কী। এ-নাটক যখন লেখা হয়েছে তখনকার ভাষা প্রায় অপভ্রংশের কাছাকাছি পৌঁছেছিল মনে হয়।

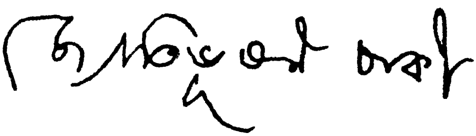
যার মুখে যে-ভাষা মানায় নাট্যকার তাই তারমুখে বসিয়েছেন, তবে মিশ্রণ ঘটেছে বহুক্ষেত্রেই। মৈত্রেয়-শকার, মৈত্রেয়-কুম্ভীলক, শকার-চেট, শকার-বিট, সভিক-দ্যূতকর-দর্দুরক, বীরক-চন্দনক, আহীন্ত-গোহ—কত সংলাপ আর কী জীবন্ত সেই সংলাপ। শর্বিলক নিজের গুণগান করতে গিয়ে বলেছে 'বাগ্ দেশভাষান্তরে'—আমি বিভিন্ন দেশী-ভাষায় সরস্বতী। এ তো শূদ্রকের নিজেরই কথা ! তাই তো তিনি ওরকম আশ্চর্য-স্বাভাবিক সংলাপ রচনা করতে পারেন। সংস্কৃতায়িত রূপের মধ্যে এইসব সংলাপের রস অলভ্য, তাই প্রাকৃতের দিকে চোখ রেখেই এর অনুবাদ করতে হয়েছে, কারণ মূলে বাগ্বিধি বা ইডিয়ম আছে সেইখানেই। এই প্রসঙ্গে 'আপনি-তুমি-তুই' সমস্যা দেখা দিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। মূলে একই পাত্রকে 'ত্বং' ও 'ভবান্' বলা হচ্ছে, তাই তা দেখে বোঝাবার উপায় নেই, বুঝতে হবে তার পারিবারিক বা সামাজিক মর্যাদা (স্ট্যাটাস) দেখে। সেখানেও সংশয় দেখা দিয়েছে কোন-কোন ক্ষেত্রে। 'তুমি' থেকে 'তুই'তে নেমে এসেছি যেখানে বচসাটি শেষ পর্যন্ত মুদারা থেকে তারা-গ্রামে পৌঁছেছে।

অনেক শব্দই ভাবিয়ে তুলেছে, যেমন 'শলাবকে'। কেউ বলেছেন এর সংস্কৃত রূপ হবে 'চার্বাকঃ', কেউ বলছেন 'শরাবকঃ', কেউ বলছেন 'শ্রাবকঃ'। এসব ক্ষেত্রে যেটি ভাষাতত্ত্বসম্মত এবং প্রসঙ্গের সঙ্গে যার বেশি সম্পর্ক সেইটিই গ্রহণ করেছি। বহুশাস্ত্রবিদ নাট্যকারেরা বিচিত্র পরিবেশ ও জনসমাজের বর্ণনায় এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করেছেন যা নিয়ে মতান্তরের অবকাশ আছে। প্রসঙ্গকথায় এ-নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এর পরের কথা সমাস-সমস্যা। মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় মৃচ্ছকটিকের ভাষারীতি সম্বন্ধে বলেছেন 'বাহুল্যেন বৈদর্ভী রীতিঃ'। 'অল্পবৃত্তিরবৃত্তির্বা বৈদর্ভী রীতি রিষ্যতে'। কিন্তু মাঝেমাঝে 'সমাসভূয়স্ত্বম্' বেশ সমস্যাতেই ফেলেছে। একটু ভাঙচুর করতেই হয়েছে। নান্দীশ্লোকটি বৈদগ্ধ্যদীপ্ত হলেও অনুবাদকের পক্ষে তা নান্দী অর্থাৎ আনন্দপ্রদ হয়ে ওঠেনি। পর্যঙ্কগ্রন্থিবন্ধদ্বিগুণিতভুজগাশ্লেষ-

সংবীত জানোঃ ইত্যাদি শ্লোকাংশকে ভুজগাশ্লেষ বলেই মনে হয়েছে। এই আশ্লেষ ছাড়াতে যে বেগ পেতে হয়েছে তা অকপটে স্বীকার্য।

ভাষান্তর করতে গিয়ে ভাসের 'চারুদত্তে'র কথা অনেক ক্ষেত্রে (চতুর্থ অংক পর্যন্ত) মনে পড়েছে। প্রসঙ্গকথায় যথাস্থানে তা আলোচনা করেছি। গতানুগতিকতার বাঁধন-ছেঁড়া এই নাটকটি, যাকে বলা হয়েছে 'the most Shakespearian of all Sanskrit plays' ভাষা ও সাহিত্য প্রেমিকদের কাছে এক রত্নখনি। জিজ্ঞাসু বিদ্যার্থীর মন নিয়েই নাটকটিকে ভাষান্তরিত করতে চেষ্টা করেছি। মনে হচ্ছে, শর্করাখণ্ডকে নাড়তে গিয়ে ভেঙে ফেললাম। তবে ভরসা এই—'জয়ি সক্কর সয় খণ্ড থিয় তো ইস মিঠী চুরী'—শর্করা শত খণ্ড হলেও তার চূর্ণ মাধুর্য ত্যাগ করে না।



সূক্তিরত্নাবলী

(বর্ণানুক্রমিক, বন্ধনীর অন্তর্গত সংখ্যা অংক-নির্দেশক)

অপবাদ এব স্থলভো দ্রষ্টুর্গুণো দূরতঃ ।(৯)

(বিচারকের অপবাদই স্থলভ, তার গুণ অনেক দূরে অর্থাৎ কারো চোখে পড়ে না)

অপেয়েষু তড়াগেষু বহুতরমুদকং ভবতি ।(২)

(যে পুকুরের জল পানের অযোগ্য—তাতেই খুব বেশি জল দেখা যায়)

ঈদৃশো দাসভাবো যৎ সত্যং কমপি ন প্রত্যায়য়তি ।(১০)

(দাসত্ব এমন যে সত্য বললেও কেউ বিশ্বাস করে না)

কামো বামঃ ।(৫)

(কাম প্রতিকূল)

কিং হীনকুসুমং সহকারপাদপং মধুকর্যঃ পুনঃ সেবন্তে ?(২)

(যে আমগাছের মুকুলই গেছে ঝরে, মধুকরীরা কি আর তাতে গিয়ে বসে ?)

কোপেন বিনাঽথ বা কুতঃ কামঃ ।(৫)

(ক্রোধ ছাড়া কি প্রেম জমে ?)

গগনতলে প্রতিবসন্তৌ চন্দ্রসূর্যাবপি বিপত্তিং লভেতে ।(১০)

(গগনতলবাসী চন্দ্র ও সূর্যও বিপন্ন হয়)

গুণঃ খলু অনুরাগস্য কারণং ন পুনর্বলাৎকারঃ ।(১)

(গুণই অনুরাগের কারণ, বলাৎকার নয়)

চিত্তং ন মুণ্ডিতং কিমর্থং মুণ্ডিতম্ ।(৮)

(চিত্তই যদি কলুষমুক্ত না হল তা হলে মাথা মুড়িয়ে আর কী হবে ?)

ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তি ।(৯)

(ছিদ্রপথেই অনর্থেরা দলে-দলে আসে)

দুষ্করং বিষমৌষধীকর্তুম্ ।(৮)

(বিষকে ওষুধ করা কঠিন)

দ্যূতং হি নাম পুরুষস্যাসিংহাসনং রাজ্যম্ ।(২)

(জুয়াখেলা হল পুরুষের সিংহাসনহীন রাজ্য)

দ্বয়মিদমতীব লোকে প্রিয়ং নরাণাং সুহৃচ্চ বনিতা চ ।(৪)

(সংসারে দুজন মানুষের প্রিয়—বন্ধু আর বনিতা)

ন কালমপেক্ষতে স্নেহঃ ।(৭)

(স্নেহঃ কালের অপেক্ষা করে না)

ন চন্দ্রাদাতপো ভবতি ।(৪)

(চাঁদ থেকে উত্তাপ আসে না)

ন পুষ্পমোষমর্হত্যুদ্যানলতা ।(১)

(উদ্যানলতার ফুল ছেঁড়া উচিত নয়)

ন যুক্তং পরকলত্রদর্শনম্ ।(১)

(পরস্ত্রীদর্শন অনুচিত)

পশ্যেয়ুঃ ক্ষিতিপতয়ো হি চারদৃষ্ট্যা ।(৭)
(রাজারা চরের চোখ দিয়ে দেখুন)
বহুদোষা হি শর্বরী ।(২)
(রাত্রি বহুদোষময়ী)
শঙ্কনীয়া হি লোকেঽস্মিন্নিষ্প্রতাপা দরিদ্রতা ।(৫)
(প্রভাবহীন দারিদ্র্য এ-সংসারে সন্দেহের উদ্রেক করে)
সৎকারধনঃ খলু সজ্জনঃ ।(২)
(সজ্জনদের সম্পদই হল পরহিত)
সর্বং শূন্যং দরিদ্রস্য ।(১)
(দরিদ্রের সব শূন্য)

কুশীলব

পুরুষ-চরিত্র

সূত্রধার—	নাট্যাধ্যক্ষ
চারুদত্ত—	উজ্জয়িনীর বিশিষ্ট নাগরিক, নায়ক
মৈত্রেয়—	ব্রাহ্মণ, চারুদত্তের বয়স্য
শকার—	রাজশ্যালক, খল-নায়ক (Villain)
বিট[১]—	শকার-সহচর
চেট (স্থাবরক)—	শকার ভৃত্য
সংবাহক—	চারুদত্তের গাত্র-মর্দক ভৃত্য, পরে বৌদ্ধভিক্ষু
শর্বিলক—	দুর্ধর্ষ ব্রাহ্মণযুবা, মদনিকার প্রণয়ী
মাথুর (সভিক)—	দ্যূত-সভাধ্যক্ষ
দর্দুরক—	জনৈক দ্যূতকর
কর্ণপূরক—	বসন্তসেনার ভৃত্য
চেট (বর্ধমানক)—	চারুদত্তের ভৃত্য
বন্ধুল—	বসন্তসেনার গৃহবাসী জারজ
বিট[২]—	বসন্তসেনার অনুচর
রোহসেন—	চারুদত্তের পুত্র
আর্যক—	গোপপুত্র, ভাবী রাজা
বীরক—	পালকরাজের প্রধান সেনাপতি
চন্দনক—	পালকরাজের সেনাপতি
শোধনক—	বিচারালয়ের ভৃত্য
অধিকরণিক—	বিচারক
শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ—	বিচারালয়ের দুজন কর্মচারী
আহীন্ত ও গোহ—	দুজন চণ্ডাল, ঘাতক।

স্ত্রী-চরিত্র

নটী—	সূত্রধারের স্ত্রী
বসন্তসেনা—	নটী
বৃদ্ধা—	বসন্তসেনার মা
রদনিকা—	চারুদত্তের দাসী
মদনিকা—	বসন্তসেনার দাসী
চেটী[১]—	বসন্তসেনার আর একজন দাসী
বধূ—	চারুদত্তের পত্নী ধূতা
ছত্রধারিণী—	বসন্তসেনার পরিচারিকা
চেটী—	ধূতার দাসী।

উল্লিখিত-চরিত্র

চূর্ণবৃদ্ধ—	চারুদত্তের একজন বন্ধু
পালক—	উজ্জয়িনীর রাজা, পরে উৎখাত ও নিহত
রেভিল—	উজ্জয়িনীর একজন বণিক, চারুদত্তের বন্ধু।

ঘটনাস্থল

উজ্জয়িনী নগরী এবং প্রান্তস্থিত পুষ্পকরণ্ডক উদ্যান

মৃচ্ছকটিক

প্রথম অংক

পর্যঙ্কাসনের[১] গ্রন্থিবন্ধনে-দ্বিগুণিত সর্পের কুণ্ডলীতে যাঁর জানু-দুইটি বদ্ধ, শরীরের অভ্যন্তরে প্রাণাদিবায়ুর নিরোধে সমস্ত জ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ায় যাঁর ইন্দ্রিয়[২] নিরুদ্ধ, যিনি তত্ত্বদৃষ্টিতে (সম্যক্-জ্ঞানদৃষ্টিতে) ইন্দ্রিয়বৃত্তিরহিত হয়ে[৩] নিজের মধ্যেই নিজেকে প্রত্যক্ষ করছেন[৪] এমন শম্ভুর বহ্যেজ্ঞানশূন্যতার স্থিরতাপন্ন ব্রহ্মলগ্ন সমাধি তোমাদের রক্ষা করুক[৫] ॥১॥

এবং

নীলকণ্ঠের[৬] কৃষ্ণমেঘবর্ণ যে কণ্ঠে গৌরীর বাহুলতা বিদ্যুৎ-লেখার মতো শোভা পায় সেই কণ্ঠ তোমাদের রক্ষা করুক[৭] ॥২॥

(নান্দীর পর)

সূত্রধার – দেখছি, অভিনয় দেখার জন্যে সমবেত ভদ্রমণ্ডলী উৎসুক হয়ে উঠেছেন—তাই আর অযথা কথা বাড়িয়ে তাঁদের বিব্রত করতে চাই না। উপস্থিত শ্রদ্ধেয় সুধীমণ্ডলীকে প্রণাম করে নিবেদন করছি যে আজ আমরা মৃচ্ছকটিক প্রকরণ[৮] মঞ্চস্থ করব বলে ঠিক করেছি। এই প্রকরণের রচয়িতা হলেন বিখ্যাত কবি শূদ্রক– যিনি গজপতিগতি, যাঁর নয়ন চকোরের মতো এবং মুখ পূর্ণচন্দ্রের মতো সুন্দর, যাঁর শরীর সুগঠিত এবং যিনি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ এবং গম্ভীরহৃদয় ॥৩॥

তাছাড়া—

ইনি ঋগ্‌বেদ, সামবেদ, অংকশাস্ত্র, বৈশিকী, হস্তিবিদ্যা প্রভৃতি চৌষট্টি প্রকার কলা শিক্ষা ক'রে শিবের অনুগ্রহে আঁধার-মুক্ত দৃষ্টি লাভ করেছেন। ইনি একশ বছর পরমায়ু অতিবাহিত করে পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করে মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষ করার পর অগ্নিতে প্রবেশ করেন [৯] ॥৪॥

আবার,

এই শূদ্রক ছিলেন যুদ্ধপ্রিয়, ত্রুটিহীন বেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, তপস্যায় ধনী এবং সর্বদা শ্রেষ্ঠ হাতির সঙ্গে[১০] বাহুযুদ্ধে প্রলুব্ধ ॥৫॥

তাঁর এই প্রকরণের মূল বিষয়ঃ

উজ্জয়িনী পুরীতে ব্রাহ্মণদের নেতৃস্থানীয় এক দরিদ্র যুবক বাস করতেন। এঁর গুণে অনুরক্তা বসন্তশ্রীধারিণী গণিকা বসন্তসেনা ॥৬॥

রাজা শূদ্রক এঁদের দুজনকে কেন্দ্র করে উত্তম সুরতোৎসব, নীতির প্রচার, খল স্বভাবের চিত্র, দুষ্টের আচরণ, ভবিতব্যের রূপ ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন ॥৭॥

(পরিক্রমণ ও অবলোকন করে)

এ কি! আমাদের এই সঙ্গীতশালা যে শূন্য! নট-নটীরা সব গেলেন কোথায়? —(চিন্তা করে) ও, বুঝতে পেরেছি।

পুত্রহীনের ঘর শূন্য, যার সৎ বন্ধু নেই তার ঘরও শূন্য, মূর্খের কাছে চারিদিক শূন্য আর যে দরিদ্র তার কাছে সবই শূন্যময় ॥৮॥

আমার সঙ্গীত শেষ হয়েছে। অনেকক্ষণ সঙ্গীতচর্চা করে গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড

সূর্যকিরণে যেমন পদ্মবীজ শুকিয়ে যায় তেমনি ক্ষুধার জ্বালায় আমার চোখদুটো শুকিয়ে খট্‌খট্ করছে। এখন তাহলে গৃহিণীকে ডেকে জেনে নিই কপালে প্রাতরাশ জুটবে কিনা। প্রয়োজনের দাবিতে আর অভিনয়ের অজুহাতে এখন তবে প্রাকৃত ভাষায় কথাবার্তা চালানো যাক্।

ওঃ কী কষ্ট! অনেকক্ষণ সঙ্গীত-চর্চার ফলে শুকনো পদ্মের ডাঁটার মতো আমার সমস্ত শরীরটা যেন শুকিয়ে গেছে। যাই, বাড়ি গিয়ে খোঁজ করি, গৃহিণী আগে থাকতে কিছু যোগাড়-টোগাড় করে রেখেছেন কিনা। (পরিক্রমণ করে এবং দেখে) এই ত আমাদের বাড়ি, ভেতরে যাওয়া যাক্। (প্রবেশ করে এবং দেখে)। ব্যাপার কি! বাড়িতে দেখছি অন্য ধরনের আয়োজন চলেছে। পথে চাল-ধোয়া জলের দীর্ঘ স্রোত বয়ে চলেছে—যুবতীর কপালে তিলক কাটলে দেখা যায় যে শোভা তার থেকে বেশি শোভার সৃষ্টি হচ্ছে লোহার কড়ায় ঘসাঘসিতে মাটিতে কাল দাগ পড়ে। রান্নার সুঘ্রাণ ক্ষুধার জ্বালাকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাহলে কি পূর্বপুরুষের কোন গুপ্তধন পাওয়া গেছে? না কি আমি ক্ষুধার্ত বলেই সমগ্র জগৎ আজ অন্নময় দেখছি? কিন্তু ঘরেও প্রাতরাশ কিছুই দেখছি না। এদিকে ক্ষিদের জ্বালায় প্রাণ যায় যে! এখানে সব ব্যবস্থাদি নতুন রকমের দেখছি। কেউ বা রং পিষছে, কেউ বা মালা গাঁথছে। (চিন্তা করে) ব্যাপার কি! ঠিক আছে, গিন্নিকে ডেকে আসল কথাটা জেনে নেওয়া যাক। গিন্নি, গিন্নি, একবার এদিকে এসো ত।

(নটীর প্রবেশ)

নটী—আর্য, এই যে আমি এসেছি।

সূত্রধার—আর্যে, এসো, এসো।

নটী—আমায় কী করতে হবে, আদেশ করুন।

সূত্রধার—আর্যে, ('অনেকক্ষণ ধরে সঙ্গীতচর্চা করে' ইত্যাদি বলার পর) ঘরে খাবার দাবার কিছু আছে কি?

নটী—আর্য, সবই আছে।

সূত্রধার—কী কী আছে?

নটী—এই যেমন গুড়ের পায়েস আছে, দধি আছে, ঘৃত আছে, তণ্ডুল আছে—আপনার খাবার মতো রসাল উপাদেয় সবকিছুই আছে, তবে এখন দেবতাদের অভিরুচি।

সূত্রধার—সে কি! যা বলছ আমাদের ঘরে তা সবই আছে? না, না, তুমি পরিহাস করছ!

নটী—(স্বগত) পরিহাসই বটে! (প্রকাশ্যে) আছে সবই—কিন্তু দোকানে।

সূত্রধার—(ক্রোধে) তবে রে অনার্যে, এই রকম তোমারও যেন আশা ভঙ্গ হয়—খাবার না জোটে। ঢেলার মতো ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে শেষে আমাকে নিচে ফেলে দিলে?

নটী—আমায় মাপ করুন, মাপ করুন, আর্য। আমি পরিহাস করছিলাম।

সূত্রধার—তবে এসব নতুন ধরনের আয়োজন কিসের জন্যে? কেউ রং পিষছে, কেউ বা ফুলের মালা গাঁথছে—এইসব পাঁচরঙা ফুলে ঘরের মেজে সাজানো।

নটী—আজ্ঞে আমার উপোস।

সূত্রধার—উপোস? কিসের?

নটী—'সুন্দর পতিলাভ'-এর উপবাস।

সূত্রধার—পতিটি ইহলৌকিক না পারলৌকিক?

নটী—আজ্ঞে পারলৌকিক।

সূত্রধার—(ক্রোধে) দেখুন, দেখুন, মশাইরা। আমারই অন্নের শ্রাদ্ধ করে পারলৌকিক পতির খোঁজ করা হচ্ছে!

নটী—রাগ করো না, রাগ করো না, আর্য। পরের জন্মে তোমাকেই যাতে পতিরূপে পাই তার জন্যেই এই ব্রত!

সূত্রধার—তা এই উপবাসের মন্ত্রণাটি কে দিলেন?

নটী—তোমারই প্রিয় বন্ধু চূর্ণবৃদ্ধ।

সূত্রধার—(ক্রোধে) ওরে দাসী-পুত্র চূর্ণবৃদ্ধ! রাজা কবে যে ক্রুদ্ধ হয়ে নববধূর সুগন্ধ চুলের মতো তোকে কেটে ফেলবেন আমি তা দেখার জন্যে বসে আছি।

নটী—আর্য, রাগ করো না। তোমাকেই জন্মজন্মান্তর ধরে পতিরূপে পাবার জন্যে এই উপবাস করছি। (পায়ে লুটিয়ে পড়ে)

সূত্রধার—আর্যে, ওঠ, ওঠ। এই উপবাসে কী কী করতে হবে তাই বলো।

নটী—আমাদের অবস্থা অনুযায়ী উপযুক্ত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করতে হবে।

সূত্রধার—ঠিক আছে, আমাদের অবস্থার উপযুক্ত ব্রাহ্মণকেই নিমন্ত্রণ করছি।

নটী—তোমার যা অভিরুচি। (প্রস্থান)

সূত্রধার—(পরিক্রমণ করে) তাই ত। এই সমৃদ্ধ উজ্জয়িনী নগরীতে আমাদের অবস্থার মতো ব্রাহ্মণ খুঁজে পাই কী করে? (দেখে) এই যে, চারুদত্তের বন্ধু মৈত্রেয়-মশাই এই দিকেই আসছেন দেখছি। প্রথমে ওঁকেই জিজ্ঞেস করা যাক। মৈত্রেয়-মশাই, সবার আগে আপনিই আজ আমাদের বাড়িতে আহার গ্রহণ করুন।

(নেপথ্যে)

ওহে অন্য কোন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করো। আমি এখন অন্যত্র ব্যস্ত আছি।

সূত্রধার মহাশয়, আহার প্রস্তুত, কোন প্রতিদ্বন্দ্বীও নেই। তাছাড়া কিছু দক্ষিণারও ব্যবস্থা আছে।

(নেপথ্যে)

ওহে প্রথমেই ত আমি তোমার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছি। তবু বার-বার আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন?

সূত্রধার—ইনি আমার নিমন্ত্রণ রাখলেন না। বেশ, তবে অন্য কোন ব্রাহ্মণকেই নিমন্ত্রণ করা যাক। (প্রস্থান)

ইতি প্রস্তাবনা

(উত্তরীয় হাতে মৈত্রেয়ের প্রবেশ)

মৈত্রেয়—"অন্য কোন ব্রাহ্মণকেই নিমন্ত্রণ করা যাক"—আমি মৈত্রেয়, আমাকে কিনা এখন নিমন্ত্রণ খাওয়ার জন্যে দ্বারে-দ্বারে ঘুরতে হচ্ছে। হায়, কী শোচনীয় অবস্থা আমার। অথচ এই কিছু দন আগে চারুদত্তের অবস্থা যখন ভালো ছিল তখন দিন-রাত মিষ্টান্ন খেয়ে উদ্গার তুলতাম। চতুঃশালার অন্তঃপুরের দ্বারে বসে সযত্নে প্রস্তুত নানান ব্যঞ্জন-পাত্রে পরিবেষ্টিত হয়ে শিল্পীর মতো আঙুলের সাহায্যে সব শেষ করতাম, নগর চত্বরের বৃষভের মতো বসে-বসে

রোমন্থন করতাম। সেই আমি কিনা সারাদিন এখানে-ওখানে খাবার খেয়ে ভিখিরির মতো এখানে আসি গৃহপালিত পায়রার মতো রাত্রে শুধু বিশ্রাম করতে।

চারুদত্তের প্রিয় বন্ধু আমাদের চূর্ণবৃদ্ধ এই যুঁইফুলের গন্ধমাখা উত্তরীয়টি আমার হাত দিয়ে পাঠিয়ছেন চারুদত্তের দেবপূজা শেষ হলে তাঁকে দেবার জন্যে। তাহলে আগে চারুদত্তের খোঁজ করা যাক। (পরিক্রমণ করে এবং দেখে) এই তো, দেবপূজা সেরে গৃহদেবতার নৈবদ্যে হাতে চারুদত্ত এই দিকেই আসছেন দেখছি।

(চারুদত্ত ও রদনিকার প্রবেশ)

চারুদত্ত—(ওপর দিকে চেয়ে এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলে) হায়, একদিন আমার ঘরের দেওয়ালের ধারে হাঁস-সারসের দল পরম আগ্রহে কত খাবার খেয়ে বেড়িয়েছে, আজ কিনা সেই জায়গায় ঘাস আর আগাছায় ভরে গিয়েছে, পোকা-মাকড়েরা খুঁটে খাচ্ছে দু-একটা শস্যের দানা। ওঃ ! ॥৯॥

(এই বলে ধীরে-ধীরে পরিক্রমণ করে এবং তারপর বসে)

বিদূষক—এইতো চারুদত্ত। তাহলে ওঁর কাছেই যাওয়া যাক। (কাছে গিয়ে) সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। আপনার শ্রীবৃদ্ধি হোক।

চারুদত্ত—এই তো আমার চিরদিনের বন্ধু মৈত্রেয়। এসো, এসো, বন্ধু বসো।

বিদূষক—তা না হয় বসছি। (বসে) এই নিন বন্ধু, আপনার পরম বন্ধু চূর্ণবৃদ্ধ আমার হাত দিয়ে এই যুঁইফুলের গন্ধমাখা উত্তরীয়টি পাঠিয়েছেন আপনার দেবপূজা শেষ হলে আপনাকে দেবার জন্যে। (হাতে দিলেন)

চারুদত্ত—(হাতে নিয়ে চিন্তামগ্ন)

বিদূষক—বন্ধু, কী ভাবছ ?

চারুদত্ত—ভাই, ঘন অন্ধকারে দীপশিখার মতো দুঃখ-কষ্টের পর সুখভোগ বড় মনোরম, তাই না? কিন্তু বিলাস-ব্যসন উপভোগের পর মানুষ যখন কষ্টে পড়ে তখন সেটা তার পক্ষে মৃত্যুতুল্য, সে তখন কেবল দেহের ভার বয়ে বেড়ায় ॥১০॥

বিদূষক—আচ্ছা, বন্ধু, বল তো, মৃত্যু আর দারিদ্র্য—এ দুটোর মধ্যে আপনার পছন্দ কোনটি ?

চারুদত্ত—দারিদ্র্য আর মৃত্যু—এ দুয়ের মধ্যে আমি বরং মৃত্যুকেই বরণ করব, দারিদ্র্য কখনো নয়। মৃত্যু তো ক্ষণকাল যন্ত্রণা দেয়, কিন্তু দারিদ্র্যদহনের যেন শেষ নেই ॥১১॥

বিদূষক—দুঃখ করবেন না, বন্ধু। একদিন আপনি দরিদ্রদের সম্পদ বিলিয়েছেন আজ তাই দরিদ্র অবস্থাতেও আপনি সুন্দর—সুরলোকের পীতশেষ চন্দ্রের মতো রমণীয়।

চারুদত্ত—বন্ধু, আমার দুঃখটা ঠিক অর্থের জন্যে নয়, কিন্তু—দুঃখটা কোথায় জান? আজ আমার দুরবস্থা বলে অতিথিরা আর আসে না। মদকাল শেষ হলে হাতির গালদুটো যখন একেবারে শুকিয়ে যায় তখন কি ভ্রমরেরা উড়ে আর হাতির কাছে আসে ? ॥১২॥

বিদূষক—বন্ধু, এই সব নীচ অর্থলোভী অতিথিরা সুবিধাবাদী রাখাল বালকের মতো যে মাঠে যতক্ষণ সুবিধা পায় সেই মাঠে ততক্ষণ থাকে।

চারুদত্ত—না, আজ আমার ঐশ্বর্য নেই বলে যে আমি দুঃখিত ঠিক তা নয়। ভাগ্যক্রমেই ধন আসে, ধন যায়। শুধু দুঃখটা কী জান? ধন-সম্বল চলে গেলে লোকের কাছ থেকে স্নেহভালবাসা আর পাওয়া যায় না ॥১৩॥

তা ছাড়া—

দারিদ্র্য মানুষকে দেয় লজ্জা, লজ্জা তেজের বিনাশ ঘটায়, তেজ বিগত হলে আসে নিরাশা, নিরাশা থেকে শোক, শোক-দুঃখে মানুষ হয় বুদ্ধিভ্রষ্ট আর বুদ্ধিভ্রষ্ট মানুষ হয় বিধ্বস্ত। আশ্চর্য! দারিদ্র্যই সব দুর্ভাগ্যের মূল ॥১৪॥

বিদূষক—বন্ধু, তুচ্ছ অর্থের কথা ভেবে কেন কষ্ট পাচ্ছ?

চারুদত্ত—দেখ, মানুষের কাছে দারিদ্র্যই দুশ্চিন্তার আবাস, দারিদ্র্য দেয় নিদারুণ অপমান, জন্ম দেয় শত্রুতার, নিয়ে আসে বন্ধুবিচ্ছেদ, আত্মীয়-স্বজন আর সাধারণের মধ্যে সৃষ্টি করে ঘৃণা। দারিদ্র্যের ফলে মানুষ নিজের স্ত্রীর কাছে অপমানিত হয়ে নিতে চায় বনবাস, হৃদয়স্থ দুঃখের আগুন তাকে জ্বালায় কিন্তু একেবারে দগ্ধ করে না ॥১৫॥

তা বয়স্য, আমি গৃহদেবতার পূজা শেষ করেছি, এখন তুমি রাজপথের চৌমাথায় গিয়ে মাতৃপূজার নৈবেদ্য দিয়ে এসো।

বিদূষক—না আমি যাব না।

চারুদত্ত—যাবে না? কেন?

বিদূষক—কারণ, এত পুজোর ঘটা করেও তো তুমি দেবীর কৃপা পাচ্ছ না, আর পুজো করে লাভ আছে কিছু?

চারুদত্ত—বয়স্য, ও কথা বলো না। এটা গৃহস্থ মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

শুদ্ধ দেহে, সভক্তিচিত্তে, প্রসন্ন বাক্যে ও প্রশান্ত মনে এবং নৈবেদ্যদানে পূজা করলে দেবতারা সব সময়েই তুষ্ট হন। এ বিষয়ে প্রশ্ন তুলে কী হবে? ॥১৬॥

কাজেই যাও, মায়ের পূজা দিয়ে এসো।

বিদূষক—না বয়স্য, আমি যাব না। অন্য কাউকে যেতে বলো। আমার মতো হতভাগ্য ব্রাহ্মণের কপালে সব সময় বিপরীত ফলই জোটে। দর্পণের ছায়ার ক্ষেত্রে যেমন ডান-দিকটা হয় বাঁ-দিক আবার বাঁ-দিকটা ডান-দিক, ঠিক তেমনি। তা ছাড়া, এখন এই সন্ধ্যায় রাজপথে গণিকা, বিট, চেট ও রাজার প্রিয়পাত্রেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের সামনে পড়লে আমার দশা হবে ঠিক কালসাপলোভী ব্যাঙের মুখে ইঁদুরের মতো। তা তুমি এখানে বসে থেকে কী করবে?

চারুদত্ত—ঠিক আছে, তুমি তা হলে একটু অপেক্ষা করো। আমি জপটা সেরে নি।

(নেপথ্যে)

দাঁড়াও, বসন্তসেনা, দাঁড়াও।

(বিট, শকার ও চেট অনুসৃতা বসন্তসেনার প্রবেশ)

বিট—দাঁড়াও, বসন্তসেনা, দাঁড়াও।

ভয় পেয়ে কেন তুমি তোমার দেহসুষমা হারিয়ে নৃত্যমৃদুল ছন্দিত চরণে ভয়চকিত কটাক্ষ হেনে ব্যাধতাড়িতা ভীতা হরিণীর মতো ছুটে যাচ্ছ? ॥১৭॥

শকার—দাঁড়াও, বসন্তসেনা, দাঁড়াও।

কেন তুমি যাচ্ছ, দৌড়চ্ছ, পালাচ্ছ, স্খলিত চরণে ছুটে যাচ্ছ ? কথা শোনো বালিকা, একটু দাঁড়াও। কামের দহনে আমার অসহায় হৃদয় জ্বলন্ত অঙ্গারে নিক্ষিপ্ত মাংসখণ্ডের মতো দগ্ধ হচ্ছে ॥১৮॥

চেট—ওগো নারী, দাঁড়াও, দাঁড়াও।
অকারণে ভয় পেয়ে গ্রীষ্ম-ময়ূরীর মতো কলাপ মেলে আবার কাছ থেকে কেন দূরে চলে যাচ্ছ ? তুমি আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মতো। এই যে আমাদের প্রভু অরণ্যে ধাবমান কুক্কুটশাবকের মতো তোমার কাছে ছুটে যাচ্ছেন ॥১৯॥

বিট—দাঁড়াও, বসন্তসেনা, দাঁড়াও।
রক্তবস্ত্রপরিহিতা তুমি বালকদলীর মতো রেশমী আঁচল বাতাসে আন্দোলিত করে অস্ত্রাঘাতে বিদীর্যমান মনঃশিলা-গুহার মতো কমল-মুকুল বিকিরণ করতে করতে কেন পালাচ্ছ ? ॥২০॥

শকার—একটু দাঁড়াও, বসন্তসেনা।
কামানলশিখা দ্বিগুণ ক'রে আর আমার রাতের নিদ্রা হরণ ক'রে ভয়ভীতা তুমি স্খলিত চরণে চলে যাও কেন ? এখন রাবণের কুক্ষিগত কুন্তীর মতো[১১] তুমি আমার বশীভুতা ॥২১॥

বিট—বসন্তসেনা, আমার চেয়ে দ্রুতগতিতে ছুটছ কেন ? তুমি কি খগেন্দ্রের ভয়ে সচকিতা সর্পিণী ? চলার বেগে আমি পবনকেও পরাস্ত করতে পারি, কিন্তু হে বরগাত্রী ! তোমাকে নিগ্রহ করার প্রচেষ্টা আমার নেই ॥২২॥

শকার—বন্ধু, বন্ধু—
তস্কর-প্রেয়সী, মৎস্য-ভোজিনী, নৃত্য-বিলাসিনী, সর্বনাশিনী, কুলনাশিনী, অবশ্যা, কামের পেটিকা, সুবেশিনী, বেশবধূ, বেশাঙ্গনা—এই দশ নামে ডাকি তবু সে আমার দিকে ফিরেও চায় না ॥২৩॥

বিট—ভয়বিহ্বল হয়ে তুমি ছুটে চলেছ কেন ? তোমার কর্ণকুণ্ডল ইতস্ততঃ আন্দোলিত হয়ে তোমার গণ্ডদেশ ঘর্ষণ করছে। তুমি বুঝি কুশলী শিল্পীর নখাহত বীণা অথবা তুমি যেন মেঘগর্জনে ভীতা সারসী ॥২৪॥

শকার—বিচিত্র অলংকারের ঝনঝন শব্দ তুলে রাম-ভীতা দ্রৌপদীর মতো[১২] তুমি পালাচ্ছ কেন ? বিশ্বাবসুর ভগিনী সুভদ্রাকে যেমন হনুমান হরণ করেছিলেন তেমনি তোমাকে আমি সহসা হরণ করব[১৩] ॥২৫॥

চেট—এই রাজবল্লভের মনোরঞ্জন করার পর তুমি মাছ-মাংস পাবে। মাছ-মাংস পেলে কুকুর আর মৃতদেহ স্পর্শ করে না ॥২৬॥

বিট—ওগো বসন্তসেনা, কটিতটে তারকার মতো উজ্জ্বল চন্দ্রহার, তোমার মুখদেশ মনঃশিলা-চূর্ণলেপনে শোভিত। এইভাবে ভীত হয়ে নগর-দেবীর মতো কোথায় চলেছ ? ॥২৭॥

শকার—কুকুরের ভয়ে ভীতা শৃগালীর মতো তুমি আমাদের ভয়ে দ্রুত পালাচ্ছ আর সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ আমার হৃদয়টিকে ॥২৮॥

বসন্তসেনা—পল্লবক, পল্লবক—পরভৃতিকা, পরভৃতিকা।

শকার—(সভয়ে) বন্ধু, বন্ধু, এখানে লোকজন আছে দেখছি !

বিট—ভয় নেই, ভয় নেই।

বসন্তসেনা—মাধবিকা, মাধবিকা।
বিট—(হেসে) দূর বোকা! ও তো পরিচারিকাদের খুঁজছে।
শকার—ও কি তা হলে স্ত্রীলোকদের ডাকছে?
বিট—হ্যাঁরে বাবা, হ্যাঁ।
শকার—একশ জন স্ত্রীলোক আসুক না কেন, আমি তাদের মেরে ঠাণ্ডা করব। তারা জানে না, আমি কত বড় বীর।
বসন্তসেনা—(কেউ আসছে না দেখে) হায়, কী বিপদ! আমি এখন কী করি! পরিচারিকারাও সব পালিয়েছে দেখছি। এখন নিজেকেই নিজে রক্ষা করতে হবে।
বিট—কৈ, ডাকো, ডাকো।
শকার—বসন্তসেনা, ডাকো তোমার পরিভৃতিকাকে ডাকো—তোমার পল্লবককে ডাকো কিংবা গোটা বসন্তঋতুটাকেই ডাকো। আমি তোমাকে অনুসরণ করছি—দেখি, কে তোমাকে রক্ষা করে।

জমদগ্নির পুত্র ভীমসেন, কিংবা কুন্তীর পুত্র রাবণ,—দেখি কে তোমাকে বাঁচাতে পারে। আমি আজ তোমার কেশগুচ্ছ ধারণ করে দুঃশাসনের ভূমিকাকে রূপ দেব[১৪] ॥২৯॥

এই দেখো, এই দেখো এদিকে!

এই আমার সুতীক্ষ্ন অসি তোমার মস্তকটিও আমার নাগালে, আমি তোমায় শিরচ্ছেদ করব অথবা মেরে ফেলব। অতএব, পালানোর দরকার নেই। যে মরবেই তাকে কে বাঁচায় দেখব ॥৩০॥

বসন্তসেনা—দোহাই আপনার, আমি অবলা—
বিট—তাইতো তোমাকে ধরছি।
শকার—তাই আজ প্রাণে বাঁচলে তুমি।
বসন্তসেনা—(স্বগত) এর অভয়বাণীতেও ভয় হয়। যাক্ যা আছে কপালে, (প্রকাশ্যে) আপনারা কি আমার এই অলংকারগুলি নেবেন?[১৫]
বিট—সে কী কথা? ছি, ছি। বাগানের লতা থেকে তো ফুল ছিঁড়ে নেওয়া যায় না। তোমার অলংকারে আমাদের প্রয়োজন নেই।
বসন্তসেনা - তবে আমাকে ধরে বা মেরে আপনার লাভ কী?
শকার—আমি দেবকল্প পুরুষ, আমি নররূপী শ্রীকৃষ্ণ। আমাকে ভজনা করতে হবে।
বসন্তসেনা—(রেগে) শান্ত হন, যথেষ্ট হয়েছে, অসভ্যের মতো কথা বলবেন না।
শকার—(হাততালি দিয়ে ও হেসে) বন্ধু, শুনছ, এ কী বলছে? আমার ওপর দরদ দেখিয়ে বলছে, 'এসো, তুমি শ্রান্ত'—সত্যি, প্রিয়ে, তোমার দিব্যি, আমি গ্রামান্তরেও যাই নি, নগরান্তরে যাই নি, তোমার পেছনে ছুটে ছুটেই আমি শ্রান্ত হয়ে পড়েছি।
বিট—(স্বগত) আশ্চর্য, ও যখন বলছে 'শান্ত' তখন নির্বোধটা মনে করেছে 'শ্রান্ত'। (প্রকাশ্যে) ওগো, বসন্তসেনা, তুমি যা বললে তা যে গণিকালয়ের বিরুদ্ধ কথা।

তা দেখ, বসন্তসেনা, যুবকের সাহায্যের ওপর নির্ভর করেই গণিকালয় চলে,

তোমরা গণিকারা হলে ঠিক পথের ধারে বেড়ে ওঠা লতার মতো। তোমার দেহটিকে তো অর্থ দিয়ে কেনা যায় অর্থাৎ ওটি বাজারের পণ্য। কাজেই তোমার প্রিয়জন-অপ্রিয়জন - উভয়কেই সমানভাবে সেবা কর ॥৩১॥

তা ছাড়া, একই দীঘিতে পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, মূর্খ, নীচ সকলেই স্নান করে। যে পুষ্পিত বিনম্র লতায় ময়ূর বসে সেই লতাতেই আবার কাকও বসে। একই নৌকায় চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ নদী পার হয়। অতএব, দীঘি, লতা অথবা নৌকোর মতো তুমি সকলেরই সেবা কর ॥৩২॥

বসন্তসেনা—কিন্তু গুণেই অনুরাগের কারণ, শক্তি-প্রয়োগে অনুরাগ জন্মায় না।

শকার—শুনেছ বন্ধু, এই গর্ভদাসীটি কামদেবের উদ্যানে তাকে দেখার পর সর্বস্বান্ত চারুদত্তের প্রেমে পড়েছে, তাই আমাকে আর পছন্দ হয় না। এই যে বাঁ-দিকেই চারুদত্তের বাড়ি। দেখো বন্ধু এ যেন তোমার আমার হাতছাড়া না হয়।

বিট—(স্বগত) আঃ যে কথাটা গোপন রাখা দরকার মূর্খ সেটা ফাঁস করে দিল। বসন্তসেনা মহৎ চারুদত্তের প্রেমে পড়েছে। একেই বলে মণিকাঞ্চন যোগ, কথাটা খুবই ঠিক। তা হলে একে পালাতেই দেওয়া যাক; নির্বোধটার হাতে একে দিয়ে কী হবে? (প্রকাশ্যে) দেখ, শকার বাঁ-দিকেই কিন্তু সেই বণিকের বাড়ি।

শকার—হ্যাঁ বাঁ-দিকেই তার বাড়ি।

বসন্তসেনা—(স্বগত) আশ্চর্য! সত্যি তো বাঁ-দিকেই তাঁর বাড়ি। এই লোকটি আমার ক্ষতি করতে গিয়ে আমার উপকারই করল—আমার প্রিয়জনের সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে দিল।

শকার—দেখ বন্ধু, মাষ-কলাইয়ের রাশির মধ্যে যেমন কালির গুঁড়ো মিশে যায়, তেমনি দেখতে দেখতে বসন্তসেনাও কোথায় হারিয়ে গেল।

বিট—সত্যি তো, কী ঘন অন্ধকার!

আমার আলোক-বিস্তৃত-নয়ন যেন সহসা অন্ধকারে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে, অন্ধকারে চোখ খোলা রেখেও মনে হচ্ছে আমি বুঝি চোখ বুঁজে আছি ॥৩৩॥

আবার,

অন্ধকারে আমার সর্বাঙ্গ লিপ্ত হচ্ছে. আকাশ যেন কাজল বর্ষণ করছে,[১৫] এবং অসৎ পুরুষের সেবার মতো আমার দৃষ্টি বিফল হয়েছে ॥৩৪॥

শকার—বন্ধু, আমি তাহলে বসন্তসেনাকে খুঁজে দেখি?

বিট—কোন চিহ্ন-টিহ্ন দেখতে পাচ্ছ কি যা লক্ষ্য করে খুঁজতে পার?

শকার—কী ধরনের চিহ্নের কথা বলছ?

বিট—যেমন ধর, তার অলংকারের শব্দ, কিংবা ঘ্রাণসুখকর মালার সৌরভ।

শকার—ঠিক, আমি তার মালার গন্ধ শুনতে পাচ্ছি,[১৬] কিন্তু অন্ধকারে আমার নাক একেবারে ভরে গেছে, তার অলংকারের শব্দ দেখতে পাচ্ছি না।[১৭]

বিট—(জনান্তিকে) ওগো বসন্তসেনা, এই অন্ধকারে তুমি অদৃশ্য মেঘের বুকে বিদ্যুৎ-এর মতো, কিন্তু হে ভীরু, তোমার মালার সুবাস আর নূপুরের নিক্কণ তোমার অবস্থিতি ঘোষণা করে ॥৩৫॥

বসন্তসেনা, শুনতে পাচ্ছ?

বসন্তসেনা—(স্বগত) শুনেছি, বুঝতেও পেরেছি। (নূপুর ও মালা খুলে ফেলে,

কিছুটা পরিক্রমা করে এবং হাত দিয়ে স্পর্শ করে) এই তো, দেওয়ালে হাত দিয়ে বুঝতে পারছি, এটা বাড়ির পার্শ্বদ্বার—কিন্তু এ যে বন্ধ !

চারুদত্ত—বন্ধু, আমার জপ শেষ হয়েছে। এখন তুমি যাও মাতৃদেবতাদের পুজার উপচার দিয়ে এস।

বিদূষক—না, আমি যাব না।

চারুদত্ত—হায় ! ধিক !

দারিদ্র্যের দরুন মানুষের আত্মীয়-স্বজনও তার কথা শোনে না, ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও দূরে সরে যায়, তার নানা সমস্যা তীব্রতর হয়, সে নিস্তেজ হয়ে পড়ে, তার চরিত্র-চন্দ্রের দীপ্তি ম্লান হয় আর অন্যের অপকর্মের দুর্নামের বোঝা তার ওপরেই চাপে ।।৩৬।।

তা ছাড়া,

দরিদ্রের সঙ্গ কেউ কামনা করে না, তাকে সাদর সম্ভাষণও জানায় না কেউ, সে যদি ধনীর গৃহের কোন উৎসব উপলক্ষ্যে যায় তখন সবাই তাকে ঘৃণারদৃষ্টিতে দেখে। সামান্য পোশাক পরিহিত বলে সে লজ্জায় ধনীদের কাছ থেকে দূরে-দূরে থাকে। তাই, আমার মনে হয় দারিদ্র পঞ্চমহাপাপের অতিরিক্ত ষষ্ঠ-মহাপাপ ।।৩৭।।

আবার,

হে দারিদ্র্য ! তোমার জন্যে আমার দুঃখ হয়। তুমি এতদিন পরম বন্ধুর মতো আমার সঙ্গে কাটালে, কিন্তু আমার মৃত্যুর পর তুমি কোথায় যাবে আমার সেই চিন্তা ।।৩৮।।

বিদূষক—(সলজ্জ ভাবে) আচ্ছা, আমাকে যদি যেতেই হয় তবে রদনিকাও আমার সঙ্গিনী হোক।

চারুদত্ত—রদনিকা, তুমি মৈত্রেয়ের সঙ্গে যাও।

রদনিকা—আপনি যা বলেন।

বিদূষক—এই নৈবেদ্য আর বাতিটা ধরো তো রদনিকা, আমি এই দরজাটা খুলি।

(পার্শ্বদ্বার উন্মুক্ত করল)

বসন্তসেনা—(স্বগত) কে যেন দয়া করে দরজাটা খুলে দিল। তা হলে ভেতরে যাই। (দেখে) আঃ, কি মুশকিল, একটা প্রদীপ রয়েছে যে !

(শাড়ির আঁচলে প্রদীপ নিভিয়ে ভেতরে প্রবেশ)

চারুদত্ত—কী হলো, মৈত্রেয় ?

বিদূষক—দরজাটা খুলতেই দমকা হাওয়া এসে প্রদীপটা নিভিয়ে দিল। রদনিকা, তুমি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও, আমি চতুঃশালা থেকে প্রদীপটা জেবলে আনি।

(প্রস্থান)

শকার—বন্ধু আমি তবে বসন্তসেনাকে খুঁজে দেখি।

বিট—খুঁজে দেখো, খুঁজে দেখো।

শকার—(খুঁজে দেখে) ধরেছি—ধরেছি, এই তো।

বিট—আরে মুর্খ, এ তো আমি।

শকার—তবে তুমি এখান থেকে সরে গিয়ে কোণে দাঁড়াও। (আবার খুঁজে এবং দাসকে

ধরে) বন্ধু, এই যে এবার ধরেছি।

চেট—প্রভু, আমি দাস।

শকার—এইদিকে যাও বন্ধু, দাস তুমি ঐদিকে যাও। ও বন্ধু, ও দাস—ও দাস, ও বন্ধু—তোমরা পাশে সরে যাও। (আবার খোঁজ করতে-করতে রদনিকার কেশ ধারণ করে) এইবার আমি সত্যিই ধরেছি বসন্তসেনাকে, সত্যিই ধরেছি।
অন্ধকারে পালাচ্ছিল, কিন্তু মালার গন্ধ পেয়ে বুঝেছি। যেমন চাণক্য দ্রৌপদীর[১৮] কেশাকর্ষণ করেছিল, আমিও তেমনি এর কেশপাশ ধরেছি ॥৩৯॥

বিট—যৌবনগর্বে তুমি এক সৎ বংশজাত ব্যক্তিকে ধরতে যাচ্ছিলে, এখন তোমারই পুষ্প-শোভিত সুচারু কেশ মুষ্টিতে ধরা পড়েছে ॥৪১॥

শকার—বলো ! তোমার কেশগুচ্ছ আকর্ষণ করে তোমাকে ধরেছি। এইবার উচ্চকণ্ঠে শম্ভু, শিব, ভগবান বলে চেঁচাও অথবা আর্তনাদ করো ॥৪০॥

রদনিকা—(সভয়ে) মশাইরা এ কী করছেন ?

বিট—ওহে, এ যে অন্য-কারও কণ্ঠস্বর !

শকার—দই-সরের লোভে বেড়াল যেমন গলার স্বর পালটায় এ বেটিও তেমনি গলার আওয়াজ বদলেছে[১৯]।

বিট—কী বললে ! গলার স্বর পালটেছে ! আশ্চর্য ! না, না, এতে অবাক হবার কিছু নেই। রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে কণ্ঠস্বর পরিবর্তনের কায়দাটি এ ভালো-ভাবেই রপ্ত করেছে—সেই সঙ্গে প্রতারণার কৌশলটিও ॥৪২॥

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক—আহা, চমৎকার ! হাড়িকাঠে বাঁধা বলির ছাগলের প্রাণটার মতো সন্ধ্যার মৃদুমন্দ বাতাসে প্রদীপের শিখা ফুর্ ফুর্ করছে। (অগ্রসর হয়ে রদনিকাকে ঐ অবস্থায় দেখে) রদনিকা—

শকার—বন্ধু মানুষ, মানুষ।

বিদূষক—এ ভারী অন্যায়। আমাদের সদাশয় চারুদত্তের অবস্থা পড়ে গেছে সত্যি কথা, কিন্তু তাই বলে তার ঘরে এমন পরপুরুষ ঢুকবে ?

রদনিকা—মৈত্রেয়মশাই দেখুন, এরা আমায় কীভাবে অপমান করছে।

বিদূষক—কী বললে ? অপমান ? তোমার, না আমাদের ?

রদনিকা—হ্যাঁ, এ আপনাদেরই অপমান।

বিদূষক—বলাৎকার নাকি ?

রদনিকা—তা ছাড়া আর কী ?

বিদূষক—সত্যি ?

রদনিকা – সত্যি।

বিদূষক—(রেগে গিয়ে লাঠি তুলে) এ কিছুতেই সহ্য করা যায় না। নিজের অবাসে কুকুরও রুখে দাঁড়ায়। আমি ত একজন ব্রাহ্মণ। আমাদের ভাগ্যের মতোই বাঁকা এই লাঠি দিয়েআয়,জীর্ণ-শুষ্ক বাঁশেরআগারমতো তোর মাথাটা গুঁড়িয়ে দিই।

বিট—ক্ষমা করুন, হে সৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষমা করুন।

বিদূষক—(বিটের দিকে চেয়ে) না, এ কোনো অপরাধ করে নি—(শকারের দিকে চেয়ে) ঐ লোকটাই অপরাধী। ওরে ব্যাটা, রাজার-শ্যালক—সংস্থানক,

অমানুষ, পাষণ্ড ! এ তোর উচিত নয়। চারুদত্ত আজ দরিদ্র হয়েছে কিন্তু তাঁর গুণে কি উজ্জয়িনী অলঙ্কৃত নয় ? তবে তুই কোন্ সাহসে তারই গৃহে প্রবেশ করে এইভাবে তার দাসীদের লাঞ্ছনা করিস ?

দারিদ্র্যে কারও অপমান হয় না, দৈবও দরিদ্রহিসেবে ব্যক্তিকে বিচার করে না। তা ছাড়া ধনী লোকও যদি চরিত্রহীন হয় তবে সে-ই প্রকৃত দরিদ্র ॥৪৩॥

বিট—(লজ্জিত হয়ে) ক্ষমা করুন, মহাব্রাহ্মণ, ক্ষমা করুন। অন্য একজনকে মনে করে ভুল করে আমরা এই অন্যায় কাজ করে ফেলেছি—দেখুন, আমরা এক কামুকী নারীর অন্বেষণ করছিলাম—

বিদূষক—কী ! এই নারীটিকে খুঁজছিলে ?

বিট—ছি, ছি তা কেন হবে ?

এক স্বাধীন-যৌবনা নারীকে (বারবনিতাকে) খুঁজছিলাম। সে যে কোথায় পালিয়ে গেল, আর এই জন্যেই ভ্রমক্রমে আমাদের এই চরিত্রচ্যুতি। ॥৪৪॥

দয়া করে আমার যথাসর্বস্ব গ্রহণ করুন (তরবারি ফেলে দিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে পদতলে লুটিয়ে পড়ে)।

বিদূষক—তুমি ত ভালো লোক - ওঠো, ওঠো। আমি না জেনে তোমায় দোষ দিয়েছি। এখন জেনে আবার অনুনয় করছি।

বিট—আমি আপনার কাছেই অপরাধী—আমাকেই আপনি ক্ষমা করুন। যদি একটা কথা দেন তো উঠি ?

বিদূষক—কী কথা ?

বিট—ব্যাপারটা চারুদত্তকে বলবেন না, দয়া করে।

বিদূষক—আচ্ছা, বলব না।

বিট—হে ব্রাহ্মণ, তোমার অনুগ্রহ মাথায় করে রাখব। আমরা সশস্ত্র কিন্তু গুণের অস্ত্রে আমরা পরাজিত ॥৪৫॥

শকার—(ঈর্ষাযুক্ত ক্রোধে) হাত জোড় করে তুমি অপদার্থ লোকটার পায়ে লুটিয়ে পড়ছ। ব্যাপার কী, বলতো।

বিট—কারণ, আমি ভীত হয়েছি।

শকার—কার কাছে ভীত ?

বিট—চারুদত্তের গুণের কাছে।

শকার—যার ঘরে গিয়ে কেউ একমুঠোও খাবার পায় না তার কী গুণ আছে, শুনি ?

বিট—ও কথা বোলো না—

আমাদের মতো মানুষের প্রার্থনা মেটাতে গিয়েই তিনি আজ নিঃস্ব। ধনের গর্বে তিনি কাউকে কোনদিন অপমান করেন নি। গ্রীষ্মকালের পরিপূর্ণ জলাশয় যেমন পিপাসার্তদের তৃষ্ণা মিটিয়ে শুষ্ক হয়ে যায় তেমনি অভাবী মানুষের চাহিদা মেটাতে গিয়ে শুষ্ক হয়ে পড়েছেন ॥৪৬॥

শকার—(অসহিষ্ণুভাবে) এই গর্ভদাসীর পুত্তুরটি কে ? তিনি কি পাণ্ডুর সেই সাহসী ও বীর পুত্র শ্বেতকেতু ? অথবা তিনি কি রাধার ইন্দ্রদত্ত পুত্র রাবণ ? কিংবা তিনি কি রামের ঔরসজাত কুন্তীপুত্র? না কি তিনি ধর্মপুত্র জটায়ু ?[20] ॥৪৭॥

বিট—ওরে মূর্খ, তিনি হলেন স্বনামধন্য চারুদত্ত। তিনি দুঃখীর কাছে ফলভারে

অবনত কল্পতরু, ধার্মিকের আত্মীয়। তিনি হলেন বিদ্বানের দর্পণ, নৈতিক আচরণের কষ্টিপাথর আর চরিত্ররূপ তীরভূমির সাগর। তিনি অতিথিবৎসল, কাউকে অসম্মান করেন না তিনি। তিনি পুরুষোচিত গুণের আধার, স্বভাবে অনুকূল ও উদার। বহুগুণের অধিকারী তিনিই একমাত্র প্রশংসার পাত্র। অন্যেরা শুধু বেঁচে আছে মাত্র ॥৪৮॥

অতএব, চলো, আমরা এখান থেকে সরে পড়ি।

শকার – বসন্তসেনাকে না নিয়েই চলে যাব ?

বিট - তোমার বসন্তসেনা হারিয়ে গেছে।

শকার—তাই নাকি ? কেমন করে ?

বিট—তোমাকে দেখে তিনি অন্ধের দৃষ্টি অথবা রোগীর পুষ্টির মতো, অথবা অলস ব্যক্তির সিদ্ধি কিংবা পাপাসক্ত ও দুর্বলস্মৃতিগ্রস্ত মানুষের পরমা বিদ্যার মতো অথবা শত্রুর প্রতি অনুরক্তির মতোই অলীক বস্তু হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেছেন ॥৪৯॥

শকার—বসন্তসেনাকে না নিয়ে আমি যাব না।

বিট—তুমি কি এটাও জান না যে—

হস্তী ধরা পড়ে বন্ধনস্তম্ভে, অশ্ব বাঁধা পড়ে বল্গায়, আর নারীকে ধরা যায় হৃদয়ের বন্ধনে। হৃদয় যদি না থাকে তোমার তা হলে বিদায় হও ॥৫০॥

শকার—তোমার ইচ্ছে হলে তুমি যেতে পার, আমি যাচ্ছি না।

বিট—বেশ, তবে আমিই চলে যাচ্ছি। (প্রস্থান)

শকার—তা হলে ও চলেই গেল দেখছি। (বিদূষকের প্রতি) ওরে কাক-পদ-ঝুঁটি-ওয়ালা শয়তান ! বোসো বোসো বলছি।

বিদূষক – আমাদেরও আগেই বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শকার—কে বসিয়ে দিল ?

বিদূষক—ভাগ্য।

বিট - হ্যাঁ, আমরা উঠে দাঁড়াব।

শকার – কখন ?

বিদূষক— যখন ভাগ্য আবার সুপ্রসন্ন হবে।

শকার—তা হলে, কাঁদো কাঁদো।

বিদূষক— আমাদের তো কাঁদাচ্ছেই।

শকার—কে ?

বিদূষক—দারিদ্র্য।

শকার—তবে হাসো হাসো।

বিদূষক—হ্যাঁ, হাসব।

শকার – কখন ?

বিদূষক – যখন মহান্ চারুদত্ত আবার ঐশ্বর্য ফিরে পাবেন তখন।

শকার—ওরে দুর্বৃত্ত, ভিখারী চারুদত্তকে আমার এই নির্দেশ জানাস—স্বর্ণাভরণে অলঙ্কৃতা, নবনাট্যের প্রদর্শনে প্রধানা অভিনেত্রীরূপা গণিকা বসন্তসেনা

কামদেবের উদ্যানে যে তোমার প্রেমে পড়েছে তাকে জোর করে লাভ করতে গিয়েছিলাম বলে সে তোমার গৃহে প্রবেশ করেছে। এখন তাকে যদি তুমি স্বেচ্ছায়, আইনের আশ্রয় না গিয়ে মুক্তি দাও এবং আমার হাতে সমর্পণ কর তবে তোমার ও আমার মধ্যে চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব বজায় থাকবে। কিন্তু যদি তুমি তাকে ছেড়ে না দাও তবে আমাদের মধ্যে আমরণ শত্রুতা থেকে যাবে।

তাছাড়া, আরো মনে রেখো গোবরলিপ্ত বৃন্ত, শুষ্ক সব্জি, রান্না-করা মাংস এবং শীতকালের-রাতে-সিদ্ধকরা ভাতের মতো এই শত্রুতা সময়ের ব্যবধানে নষ্ট হবার নয় ।।৫১।।

ভালো করে বলবে আর কৌশলে বলবে। এমন ভাবে বলবে যাতে আমি আমার প্রাসাদের চিলেকোঠায় বসে শুনতে পারি। যদি অন্য রকম বল তাহলে কপাটে পিষ্ট কয়েতবেলের খোলের মতো তোমার মাথা গুঁড়িয়ে দেব।

বিদূষক—আমি ঠিক ঠিক বলব।

শকার—(জনান্তিকে) চেট, বিট কি চলে গেছে ?

চেট—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শকার—তাহলে আমরাও এবার চলি।

চেট—কর্তা, আপনার তরোয়াল।

শকার—ওটা তোমার হাতেই থাক।

চেট - না কর্তা, এটা আপনার, আপনিই নিয়ে যান।

শকার— (বিপরীত দিক ধারণ করে)

মুলোর খোসার বর্ণবিশিষ্ট কোষমুক্ত এই তরবারি কাঁধে রেখে আবার তা কোষে আবৃত করে কুক্কুর-কুক্কুরী বিতাড়িত শৃগালের মতো এখন ঘরে ফিরি যাচ্ছি ।।৫২।।

(পরিক্রম করে প্রস্থান)

বিদূষক - রদনিকা, তোমার এই লাঞ্ছনার কথা চারুদত্তকে যেন বোলো না। একেইতো তিনি দারিদ্র্যদগ্ধ, তার ওপর এ সংবাদ পেলে তিনি দ্বিগুণ দুঃখ পাবেন।

রদনিকা—মৈত্রেয়মশাই, আমি রদনিকা—আমি মুখ খুলব না।

চারুদত্ত—(বসন্তসেনাকে উদ্দেশ্য করে) রদনিকা, বায়ুসেবনাভিলাষী রোহসেন এখন এই রাত্রিবেলায় শীতে কাতর হয়ে পড়েছে। তাঁকে ভেতরে নিয়ে যাও আর এই চাদরটি দিয়ে ঢেকে দাও।

বসন্তসেনা—(স্বগত)

(চাদরটি নিয়ে আঘ্রাণ করে এবং সাগ্রহে স্বগতোক্তি করে) আঃ! চাদরটিতে যুঁইফুলের কী সুন্দর সুবাস! মনে হচ্ছে এঁর যৌবনটি মোটেই উদাসীন নয়। (একপাশে দাঁড়িয়ে চাদরটিতে নিজেকে আবৃত করে)

চারুদত্ত—রদনিকা, রোহসেনকে নিয়ে ভেতরে যাও।

বসন্তসেনা—(স্বগত) আহা! তোমার গৃহে প্রবেশ করার সৌভাগ্য কি আমার আছে ?

চারুদত্ত—রদনিকা! উত্তর দিচ্ছ না হায়, যখন কোনো মানুষ ভাগ্যচক্রে সম্পদ হারানোর বেদনা লাভ করে তখন তার বন্ধুরা পর্যন্ত শত্রুতে পরিণত হয়। এমন কি, সে তার দীর্ঘদিনের অনুরক্ত জনের কাছেও বিরাগভাজন হয়ে ওঠে ।।৫৩।।

(রদনিকা ও বিদূষক অগ্রসর হয়)

বিদূষক—মশাই, এই যে রদনিকা।

চারুদত্ত—এ তবে আমাদের রদনিকা ! তাহলে আমার অজ্ঞতাবশত প্রদত্ত বস্ত্রে দূষিতা এই মহিলাটি তবে কে ?

বসন্তসেনা—(স্বগত) 'দূষিতা' নয়, বরং ভূষিতা।

চারুদত্ত—শরতের মেঘে আবৃত চন্দ্রকলার মতো ইনি কে ? ।।৫৪।।
না, পরস্ত্রীদর্শন অন্যায়।

বিদূষক—মশাই, পরস্ত্রীদর্শনের আশংকা এখানে নেই। ইনি হলেন বসন্তসেনা—যিনি কামদেবের উদ্যানে গিয়ে আপনার প্রেমে পড়েছেন।

চারুদত্ত—তাহলে ইনিই বসন্তসেনা। (স্বগত) এঁর দ্বারাই আমার সর্বসত্তায় প্রেমোম্মদনা জেগে উঠে আবার তা আমার বিশাল ঐশ্বর্যনাশের ফলে ভীরু-জনের অক্ষম ক্রোধের মতো মিলিয়ে গেছে ।।৫৫।।

বিদূষক—বন্ধু, রাজার-শ্যালক যা বলেন তা হল—

চারুদত্ত—কী ?

বিদূষক—'বসন্তনেসা নামে এই স্বর্ণভূষণে আচ্ছাদিতা, নবনাট্যের প্রদর্শনে উত্থিতা প্রধানা নটীরূপা (সূত্রধারিণী) গণিকা বসন্তসেনা যে কামদেব-উদ্যানে তোমার প্রেমে পড়েছে তাকে বলপ্রয়োগে লাভ করার চেষ্টা করতে সে তোমার গৃহে প্রবেশ করেছে।

বসন্তসেনা—(স্বগত) সত্যি কথা বলতে কি, এই 'বলপ্রয়োগে লাভ করা' কথাগুলি যেন আমাকেই ধন্য করছে।

বিদূষক—'এখন যদি বিচারালয়ের আশ্রয়ে না গিয়ে নিজে থেকেই তুমি আমার কাছে এঁকে ফিরিয়ে দাও তা হলেই আমার সঙ্গে তোমার প্রীতির সম্পর্ক না লে আমরণ শত্রুতা থাকবে।'

চারুদত্ত—(ঘৃণার ভাব নিয়ে) সে একটা আস্ত নির্বোধ। (স্বগত) আহা ! এই নারী দেবীর মতো উপাস্যা। যখন তাকে আমার গৃহে প্রবেশ করতে আদেশ করলাম তখন সে আমার দুরবস্থার কথা স্মরণ রেখে প্রবেশ করল না। যদিও সে নানা পুরুষের সঙ্গে সপ্রতিভভাবে নানা ভঙ্গীতে কথা বলতে অভ্যস্ত তবু সে নীরব রইল ।।৫৬।।
(প্রকাশ্যে) আর্যা বসন্তসেনা, আমি চিনতে না পেরে তোমাকে দাসী ভেবে তোমার প্রতি যে আচরণ করেছি তার জন্যে আমি নতমস্তকে ক্ষমাপ্রার্থী।

বসন্তসেনা—এ জায়গায় অনধিকার প্রবেশ করায় আমিই অপরাধী এবং এ জন্যে আমি নতশিরে প্রণাম করে আপনার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করছি।

বিদূষক—বেশ, আপনারা দুজনেই ধানক্ষেতের দুই আলের মতো সুখে মাথা নুইয়ে পরস্পর অভিবাদনের আদান-প্রদান করুন আর আমিও গজশাবকের অবনত জানুর মতো মাথা নীচু করে আপনাদের দুজনেরই কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি।

চারুদত্ত—যাক, আর অনুনয় বিনয়ে কাজ নেই।

বসন্তসেনা—(স্বগত) এঁর কথা-বার্তা কী পরিপাটি আর মধুর ! কিন্তু ওঁর এই দুরবস্থায় এ ভাবে এখানে আসাটা আমার উচিত হয়নি। ঠিক আছে, তবে এইভাবে

বলি। (প্রকাশ্যে) দেখুন আমার প্রতি যদি আপনার অনুগ্রহ থাকে তবে দয়া করে এই অলংকারগুলো আপনার কাছে গচ্ছিত রাখুন—এই অলংকারের জন্যেই দুর্বৃত্তরা আমার পিছু নিয়েছিল।

চারুদত্ত—এগুলো রাখবার পক্ষে কিন্তু আমার গৃহ নিরাপদ নয়।

বসন্তসেনা—আর্য, এ কথা ঠিক নয়। কারণ, গচ্ছিত রাখা হচ্ছে ব্যক্তির কাছে, গৃহের কাছে নয়।

চারুদত্ত—মৈত্রেয়, তা হলে এ অলংকার রেখে দাও।

বসন্তসেনা—অনুগৃহীতা হলাম। (অলংকার প্রদান)

বিদূষক—(গ্রহণ করে) আপনি সুখী হোন।

চারুদত্ত—আরে বোকা, গচ্ছিত রাখতে বলা হচ্ছে, দাতব্য করা হচ্ছে না।

বিদূষক—(অলক্ষ্যে) তাই নাকি, তাহলে চোরে যেন চুরি করে নেবে।—

চারুদত্ত—অল্প দিনের মধ্যেই—

বিদূষক—এঁর এই গচ্ছিত জিনিস—

চারুদত্ত—আমি এঁকে ফিরিয়ে দেব।

বসন্তসেনা—আর্য, এই মহাশয় যদি আমায় বাড়ি পেঁাছে দেন—

চারুদত্ত—মৈত্রেয়, এর সঙ্গে যাও।

বিদূষক—এই রাজহংসীর সঙ্গে রাজহংসের মতো তুমি গেলেই মানাবে। আমি সামান্য ব্রাহ্মণ, আমি গেলে লোকে আমাকে মারবে, চতুষ্পথে আনা নৈবেদ্য যেমন কুকুরে খায় আমিও তেমনি কুকুরের খাবার হব।

চারুদত্ত—ঠিক আছে, আমিই এঁকে পেঁাছে দিচ্ছি। দীপ জেলে রাজপথ ভালোভাবে আলোকিত করার ব্যবস্থা করো।

বিদূষক—বর্ধমানক দীপ জ্বালাও।

চেটী—(জনান্তিকে) তেল ছাড়া মশাল জ্বলবে কি করে ?

বিদূষক—(জনান্তিকে) কপর্দকশূন্য প্রেমিক জুটলে গণিকারা যেমন স্নেহশূন্য হয়ে পড়ে তেমনি অবস্থা দাঁড়িয়েছে তেলহীন দীপগুলোর।

চারুদত্ত—মৈত্রেয়, দীপ থাক তবে। চেয়ে দেখ,—কামময়ী নারীর গণ্ডদেশের মতো পাণ্ডুর রাজপথের প্রদীপ চন্দ্র ঐ গ্রহ পরিবেষ্টিত হয়ে উদিত হয়েছে। অন্ধকারের মধ্যে এর শুভ্ররশ্মি আর্দ্র কর্দমে ক্ষীরধারার মতো পতিত হচ্ছে ॥৫৭॥ (অনুরাগ সহ) বসন্তসেনা, এই তোমার গৃহ, প্রবেশ করো।

(অনুরাগের দৃষ্টি হেনে বসন্তসেনার প্রস্থান)।

চারুদত্ত—সখা, বসন্তসেনা চলে গেলেন, এখন চলো আমরাও ঘরে ফিরি। রাজপথ জনশূন্য, কেবল প্রহরীরা চলাফেরা করছে, আমাদের চোর বলে ভুল না করে কেউ। রাত্রির অনেক দোষ। (পরিক্রমা করে) এই অলংকার পেটিকাটি রাত্রে তোমার কাছে রাখবে, দিনের বেলা এটা থাকবে বর্ধমানকের কাছে ॥৫৮॥

বিদূষক—আপনি যা বলেন।

(উভয়ের প্রস্থান)

॥ মৃচ্ছকটিকের 'অলংকারন্যাস' নামক প্রথম অঙ্কের সমাপ্তি ॥

(প্রবেশ করে)

চেটী—মা আমাকে (বিশেষ) সংবাদ দিয়ে আর্যার কাছে পাঠিয়েছেন। তাই প্রবেশ করে তাঁর কাছে যাই। (পরিক্রমা করে দেখেন) এই-যে আর্যা বসে আছেন। মনে মনে কী যেন ভাবছেন। যাই এগিয়ে যাই।

(তারপর আসনস্থা উৎকণ্ঠিতা বসন্তসেনা ও মদনিকার প্রবেশ)

বসন্তসেনা—চেটী, তার পর ?

মদনিকা—আর্যে, আপনি তো কিছুই বলছেন না, তবে আর 'তারপর' এ কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন ?

বসন্তসেনা—আমি কী বলেছি ?

চেটী—'তার পর'।

বসন্তসেনা—(ভ্রূকুঞ্চন ক'রে) ও তাই তো।

(এগিয়ে এসে)

প্রথমা চেটী—মা আদেশ করছেন স্নান সেরে আপনি দেবতার পুজোয় বসুন।

বসন্তসেনা—চেটী, গিয়ে মাকে বল্ আমি আজ স্নান করব না। বামুনমশাই পুজো করুন।

চেটী—আর্যা, যা আদেশ করেন।

মদনিকা—আর্যে, দোষদর্শিতা[১] নয়, স্নেহই আমাকে জিজ্ঞেস করতে বাধ্য করছে। বলুন তো ব্যাপার কী ?

বসন্তসেনা—মদনিকা! আমাকে কেমন দেখছিস বল্ তো ?

মদনিকা—আপনার অন্যমনস্কতা দেখে বুঝছি হৃদয়গত কাউকে আপনি কামনা করছেন।

বসন্তসেনা—তুই ঠিক ধরেছিস। পরের হৃদয়বোধে-নিপুণা তুই যে মদনিকা।

মদনিকা—কী আনন্দ আমার, কী আনন্দ। তরুণজনের মহোৎসব কামদেবকেই আপনি অনুগৃহীত করলেন। তাহলে এবারে আর্যা বলুন, তিনি রাজা না রাজার প্রিয় কেউ, যাকে সেবা করবেন আপনি !

বসন্তসেনা—সেবা করতে চাইনে আমি, চাই আনন্দনিবিড় হতে।[২]

মদনিকা—আপনি কি বিদ্যাবিশেষে অলংকৃত কোন ব্রাহ্মণ যুবককে কামনা করছেন ?

বসন্তসেনা—ব্রাহ্মণ আমার পূজনীয়।

মদনিকা—তবে কি এমন কোন বণিকযুবা আপনার অভিলষিত যে বহু নগরে গিয়া প্রচুর ধন অর্জন করেছে ?

বসন্তসেনা—ওলো, গভীর প্রেমবন্ধ প্রণয়িজনকে পরিত্যাগ করে বণিকজন প্রবল বিরহবেদনা সৃষ্টি করে।

মদনিকা—আর্যে, তিনি রাজা নন, রাজবল্লভ নন, ব্রাহ্মণ নন, বণিকও নন। তাহলে আপনি কাকে কামনা করছেন ?

বসন্তসেনা—ওলো, তুই আমার সঙ্গে কামদেবায়তন-উদ্যানে গিয়েছিলি।

মদনিকা—হাঁ, গিয়েছিলাম।

বসন্তসেনা—তবুও কিছুই জানিস না এইভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করছিস ?

মদনিকা—বুঝেছি। তিনিই কি? আপনি আশ্রয় চাইলে যিনি অনুগ্রহ করেছিলেন?
বসন্তসেনা—তাঁর নাম কী?
মদনিকা—তিনি তো বণিক্-চটিতে বাস করেন।
বসন্তসেনা—ওলো, আমি নাম জিজ্ঞেস করেছি।
মদনিকা—আর্যে, তিনি হলেন সার্থকনামা শ্রদ্ধেয় চারুদত্ত।
বসন্তসেনা—(সহর্ষে) সাবাস মদনিকা সাবাস। তুই ঠিক জেনেছিস।
মদনিকা—(স্বগত) এখন এইভাবে বলি। (প্রকাশ্যে) আর্যে, তিনি তো দরিদ্র একথা সবাই বলে।
বসন্তসেনা—এই জন্যেই তো চাই তাঁকে। দরিদ্রে আসক্তা হলে গণিকাদের অখ্যাতি ঘুচে যায়।
মদনিকা—আর্যে, মধুকরীরা কি হীনপুষ্প আম্রতরুর সেবা করে?
বসন্তসেনা—এই জন্যেই তো তাদের মধুকরী বলে।
মদনিকা—আর্যে, তিনি যদি আপনার অভিলষিতই হন তাহলে অবিলম্বে অভিসারে যাচ্ছেন না কেন?
বসন্তসেনা—চেটী, হঠাৎ অভিসারে গেলে, যথাযোগ্য প্রতিদান দিতে না পেরে, তিনি হয়তো আর দেখাই দেবেন না। আমি এই ব্যাপারটাই এড়াতে চাচ্ছি।
মদনিকা—এই জন্যেই কি আপনি তার হাতে গয়নাগুলো গচ্ছিত রাখলেন?
বসন্তসেনা—ওলো, তুই ঠিক ধরেছিস।

(নেপথ্যে)

কর্তা, দশমোহরের পণে বন্ধ তুই জুয়াড়ীটি পালিয়ে যাচ্ছে। ধরু, ধরু। দূরে থেকে তোকে দেখছি কিন্তু।

(পর্দা নাড়িয়ে প্রবেশ করে, উত্তেজিতভাবে)

সংবাহক—আশ্চর্য, জুয়াড়ীদের অবস্থাটা সত্যিই বেদনাদায়ক।
নববন্ধন থেকে মুক্ত গর্দভীর মতো গর্দভী[3] (জুয়ার কড়ি) আমাকে তাড়না করেছে, কর্ণনিক্ষিপ্ত শক্তি (একঘ্নী) যেন ঘটোৎকচকে তাড়না করেছিল,[4]
আমাকেও তেমনি শক্তি[5] (জুয়ার চাল বিশেষ) তাড়না করছে ॥১॥
জুয়াড়ীদের সর্দার[6] লেখার কাজে ব্যস্ত দেখে দ্রুত পালিয়ে পথে এসে পড়েছি। এখন কার শরণ নেব? ॥২॥
এখন জুয়াড়ীসর্দার আর জুয়াড়ী আমাকে খুঁজতে থাকুক, ইতিমধ্যে আমি উল্টো পায়ে শূন্য মন্দিরে ঢুকে দেবীমূর্তি বনে যাই।

(নানারকম অভিনয় করে সেইভাবে থাকল।)

(তারপর মাথুর এবং জুয়াড়ীর প্রবেশ)

মাথুর—কর্তা! দশ মোহরের পণে বাঁধা জুয়াড়ী পালালো, পালালো। ধরু, ধরু। দাঁড়া, দাঁড়া। দূর থেকে দেখতে পেয়েছি তোকে।
জুয়াড়ী—যদি এখন পাতালেও যাস, বা ইন্দ্রকেও শরণ নিস, সভিক (জুয়াড়ীসর্দার) ছাড়া শিবও তোকে বাঁচাতে পারবেন না ॥৩॥
মাথুর—ওরে শোন্, সহজ সরল জুয়াড়ীসর্দারকে ঠকিয়ে ভয়ে-কাঁপা দেহ নিয়ে উঁচু-

নিচু মাটিতে পায়ে-পায়ে হোঁচট খেতে-খেতে, কুল ও মানকে অত্যন্ত কলঙ্কিত করে কোন্ চুলোয় পালাচ্ছিস্ ?

জুয়াড়ী—(পায়ের চিহ্ন দেখে) এই যাচ্ছে। এই পায়ের চিহ্ন মিলিয়ে গেল।

মাথুর—(দেখে, চিন্তা করে) একি উল্টোদিকে পায়ের ছাপ দেখছি। প্রতিমাশূন্য মন্দির। (চিন্তা করে) ধূর্ত জুয়াড়ী উল্টো পদক্ষেপে মন্দিরে ঢুকেছে।

জুয়াড়ী—অনুসরণ করি তাহলে।

মাথুর—তাই করি।

(দুজনে মন্দিরে প্রবেশ করেছে এমন অভিনয় করে, পরস্পরকে ইঙ্গিত করে)

জুয়াড়ী—একি ! কাঠের প্রতিমা দেখছি।

মাথুর—ওরে, না না। পাথরের প্রতিমা। (নানাভাবে নাড়া দিয়ে ইঙ্গিত করে) ঠিক আছে। এসো। পাশা খেলা যাক।

সংবাহক—(পাশাখেলায় ইচ্ছাজনিত বিকার সংবরণ করে মনে মনে) ওরে—

পাশার ছকে পড়ার শব্দ কপর্দকহীন মানুষের মন হরণ করে, ঢাকের শব্দ যেমন ভ্রষ্ট-রাজ্য রাজার মন হরণ করে তেমনি ॥৫॥

জানি সুমেরুচূড়া থেকে লাফিয়ে পড়ার মতো এই জুয়াখেলা আর আমি খেলব না। তবু কোকিলের (রবের) মতো মধুর এই পাশার দান দেবার শব্দ আমার মন হরণ করছে[৭] ॥৬॥

জুয়াড়ী—আমার দান। আমার দান।

মাথুর—না না। আমার দান। আমার দান।

সংবাহক—(অন্যখান থেকে হঠাৎ এসে) আমার দান।

জুয়াড়ী—পেয়েছি মানুষটাকে।

মাথুর—এখনই দাও।

সংবাহক—দেব। অনুগ্রহ করুন।

মাথুর—ওরে, এখনই দে।

সংবাহক—আমার মাথা ঘুরছে। (মাটিতে পড়ে গেল)

(দুজনে তাকে মারতে লাগল)

মাথুর—জুয়াড়ীচক্রের নামে তোকে বাঁধছি।

সংবাহক—(উঠে সবিষাদে) কী, জুয়াড়ীচক্রের নামে বন্ধ হচ্ছি। হায় ! এটা জুয়াড়ীদের এমন এক নিয়ম যা লঙ্ঘন করা যায় না। কিন্তু দেব কোত্থেকে ?

মাথুর—অঙ্গীকার কর, অঙ্গীকার।

সংবাহক—তাই করি। (জুয়াড়ীকে স্পর্শ করে) তোমাকে অর্ধেকটা দেব, অর্ধেকটা ছেড়ে দাও।

জুয়াড়ী—তাই হোক।

সংবাহক—(সভিকের কাছে এসে) অর্ধেকটার প্রতিশ্রুতি দিলাম, অর্ধেকটা ছেড়ে দিন।

মাথুর—বেশ, তাই হোক।

সংবাহক—আর্য, অর্ধেক আপনি ছাড়লেন ?

মাথুর—ছাড়লাম।

সংবাহক—(জুয়াড়ীর প্রতি) আপনিও অর্ধেকটা ছেড়েছেন ?

মাথুর—ছাড়লাম।

সংবাহক—এখন তাহলে যাই ?

মাথুর—সেই দশটি মোহর দাও। কোথায় যাচ্ছ ?

সংবাহক- দেখুন দেখুন মশাইরা, দেখুন। এই এক্ষুনি আমি অর্ধেকটার জন্যে প্রতিশ্রুতি দিলাম, বাকি অর্ধেক মকুব করা হলো। তবুও ইনি এক্ষুনি তা আমার কাছে চাচ্ছেন। যা আমি দিতে অক্ষম।

মাথুর—(ধরে) ওরে ধূর্ত! আমি মাথুর। বোকা নই। আমাকে এভাবে ঠকানো যাবে না। পণের দশটি মোহর এক্ষুনি দে।

সংবাহক—কোত্থেকে দেব ?

মাথুর—তোর বাপকে বেচে শোধ দে।

সংবাহক—আমার বাপ কোথায় ?

মাথুর—মা-কে বেঁচে শোধ দে।

সংবাহক—আমার মা কোথায় ?

মাথুর—নিজেকে বিক্রি করে শোধ দে।

সংবাহক—অনুগ্রহ করুন। আমাকে রাজপথে নিয়ে চলুন।

মাথুর—এসো দেখি।

সংবাহক তাই হোক।

(পরিক্রমা করল) মশাইরা, দশটি মোহর দিয়ে আমাকে এই জুয়ার সর্দারের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিন। (—দেখে, শূন্যে তাকিয়ে) কী বলছেন ? কী— করতে পার ? আমি আপনার বাড়ির চাকর হতে পারি। এ কি ? উত্তর না দিয়েই চলে গেলেন যে ! আর এক জনকে বলি। (আবার একই কথা বলল।) ইনিও আমাকে অবজ্ঞা করেই চলে গেলেন। হায়, চারুদত্তের অবস্থা পড়ে যাওয়ায় আমার এই দশা হয়েছে।

মাথুর—দাও বলছি।

সংবাহক—কোত্থেকে দেব ? (পড়ে গেল)

(মাথুর টানতে লাগল)

সংবাহক—মশাইরা, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।

(দর্দুরকের প্রবেশ)

দর্দুরক—জুয়া হল পুরুষের কাছে সিংহাসনহীন রাজ্য।

রাজার মতো জুয়াড়ী কারো কাছ থেকে পরাজয়কে তুচ্ছ করে, সব সময় টাকা নেয় আর দেয়, আর ভালো টাকার মুখ দেখলে তাকে ধনীরাও খাতির করে ॥৭॥

তাছাড়া—

জুয়াতেই পাওয়া যায় টাকা, জুয়াতেই পাওয়া যায় স্ত্রী ও বন্ধু। দান ও ভোগ সম্ভবপর হয় জুয়ারই দৌলতে। আর সমস্ত নষ্ট হয় জুয়ারই ফলে ॥৮॥

তাছাড়া-

'ত্রেতা'[৮]-চালে সব হারালাম। 'পাবরে'র[৯] ভুল দানে শরীরটা গেল শুকিয়ে। 'নর্দিত'[১০] আমাকে পথে বের করল। আর 'কট'[১১] আমার সর্বনাশ করে ছাড়ল ॥৯॥

(সামনে তাকিয়ে) আমাদের আগেকার জুয়াড়ীসর্দার মাথুর এই দিকেই আসছে। একে এড়াবার আর উপায় নেই। নিজেকে অবগুণ্ঠিত করি।
(নানাভাবে অভিনয় করে দাঁড়িয়ে রইল। চাদর দেখে।)
এই পরিচ্ছদটির সুতো বেশির ভাগই নাই। শতছিদ্রে অলঙ্কৃত এটি। এই পরিচ্ছদটি পরিধানের অযোগ্য। ভাঁজ করে রাখলেই এটি ভালো দেখায় ॥১০॥
এ লোকটা করবেই বা কী ?
আমি তো এক পা শূন্যে আর এক পা মাটিতে রেখে যতক্ষণ রোদ ততক্ষণ থাকতে পারি।

মাথুর—দাও, দাও।

সংবাহক—দেব কী করে ?

মাথুর—(টানতে লাগল)

দর্দুরক—একি ! সামনে কী ? (আকাশে) কী বললেন ?
এই জুয়াড়ীকে সর্দার নির্যাতন করছে, কিন্তু একে ছাড়াবার কেউ নাই ? এই দর্দুরকই তাকে ছাড়াবে ! (এগিয়ে এসে)। সরে যাও সরে যাও। (দেখে) এই সেই ধূর্ত মাথুর, আর এই বেচারা সংবাহক ! যে সারাদিন নিশ্চলভাবে মাথা ঝুলিয়ে থাকে না। (হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে) যার পিঠে ইট পাটকেলে ছড়ে যাওয়ার দাগ নেই, আর যার উরুর ভেতরটা লেলিয়ে দেওয়া কুকুর খাবলে খায় না।[১২] অতি দীর্ঘ এবং কোমল সেই মানুষটি সর্বদা জুয়ায় মেতে থাকে যেন ॥১২॥
যা হোক মাথুরকে শান্ত করি। (এগিয়ে কাছে এসে)। মাথুর, আমি অভিবাদন করছি।

মাথুর—(প্রত্যভিবাদন করল)

দর্দুরক—ব্যাপার কী ?

মাথুর—এই লোকটি দশমোহর ধারে।

দর্দুরক—এ তো সামান্য টাকা।[১৩]

মাথুর—(দর্দুরকের বগল থেকে চাদরটা টেনে বের করে) দেখুন মশাইরা দেখুন। যার গায়ে ছেঁড়া ত্যানা সে কিনা দশমোহরকে বলছে সামান্য টাকা !

দর্দুরক—ওরে মূর্খ ! আমি একটা যা 'কটের' চালেই দশমোহর দিতে পারি। যার আছে সে কি তা কোলে বয়ে দেখায় ?
ওরে, তুই নীচ কুলে জন্মেছিস্, নিপাত যাবি তুই। দশমোহরের জন্যে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মানুষকে মেরে ফেলছিস তুই ॥১৩॥

মাথুর—মশাই আপনার কাছে এই দশমোহর তুচ্ছ হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে তা অনেক ধন।

দর্দুরক—যদি তাই হয় তবে শোনো। একেই আরও দশমোহর দাও ওদের সঙ্গে খেলুক সে।

মাথুর—কী হবে তাতে ?

দর্দুরক—যদি জেতে তবে দেবে।

মাথুর—যদি না জেতে ?

দর্দুরক—তাহলে দেবে না।

মাথুর—এভাবে তোমার সঙ্গে কথা বলার কোন মানে হয় না। ধূর্ত, একথা যখন বলছ তুমিই দাও তাহলে। নামকরা জুয়াড়ী আমি মাথুর শুধুশুধুই জুয়া খেলি? আমি কাউকে ভয় করি না। ধূর্ত, তুমি বেইমান।

দর্দুরক—কী বললি, কে বেইমান?

মাথুর—তুই।

দর্দুরক—তোর বাপ।

মাথুর—খানকীরবেটা, এই ভাবেই জুয়া খেলেছিস তুই?

দর্দুরক—হ্যাঁ, এই ভাবেই খেলেছি।

মাথুর—ওরে সংবাহক, দশমোহর দে।

সংবাহক—আজই দেব। এখনই দেব। (মাথুর টানছে)

দর্দুরক—মূর্খ, আমার চোখের আড়ালে তুই একে হেনস্তা করতে পারিস। চোখের সামনে নয়।

(মাথুর সংবাহককে টানতে টানতে নাকে ঘুষি মারল। দর্দুরক এগিয়ে এসে বাধা দিল। মাথুর দর্দুরককে আঘাত করল, দর্দুরক প্রত্যাঘাত করল)

মাথুর—ওরে খানকীর-বাচ্চা, ফল পাবি।

দর্দুরক—ওরে তুই আমাকে (আজ) রাস্তায় মারলি। কিন্তু কাল যদি রাজকুলে মারতিস তাহলে দেখাতম।

মাথুর—আমি দেখতে রাজী।

দর্দুরক—দেখবি কী করে?

মাথুর—(চোখ বড়ো করে, এইভাবে দেখাব)

(দর্দুরক মাথুরের চোখে ধুলো ছুঁড়ে সংবাহককে পালাতে ইশারা করল। মাথুর চোখ বন্ধ করে মাটিতে পড়ে গেল। সংবাহক পালাল।)

দর্দুরক—(স্বগত) প্রধান জুয়াড়ীসর্দারকে শত্রু করলাম। তাই এখানে আর থাকা উচিত নয়। আমার প্রিয়বন্ধু শর্বিলক বলেছে, আর্যক নামে এক গোয়ালার ছেলে কাল রাজা হবে—সিদ্ধাচার্যেরা এমন ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। আমার সঙ্গে আর সকলে তাকেই অনুসরণ করছে। আমিও তার কাছেই যাই।

(নিষ্ক্রান্ত)

সংবাহক—(সভয়ে পরিক্রমা করে এবং দেখে) এই যে পাশ-দরজা-খোলা কার-বা বাড়ি, এখানেই ঢুকে পড়ি। (প্রবেশ অভিনয় করে। বসন্তসেনাকে দেখে) আর্যে, আমি শরণাগত।

বসন্তসেনা—শরণাগতকে অভয় দিচ্ছি। চেটী পাশদরজা বন্ধ করো।

(চেটী তাই করল)

বসন্তসেনা—কাকে ভয় তোমার?

সংবাহক—পাওনাদারকে।

বসন্তসেনা—চেটী, পাশদরজা খুলে দাও এখন।

সংবাহক—(স্বগত) পাশনাদারকে ভয় ব্যাপারটাকে লঘু করে দেখলেন ইনি। ঠিকই বলা হয় যে-মানুষ নিজের শক্তি বুঝে ভার নেয়, তার কখনও স্খলন হয় না,

বনে গেলেও সে বিপন্ন হয় না ॥১৫॥

এই সত্যের প্রমাণ আমি নিজেই।

মাথুর—(চোখ পরিষ্কার করে, জুয়াড়ীকে) ওরে, দে, দে।

জুয়াড়ী—কত্তা, আমরা যখন দর্দুরকের সঙ্গে ঝগড়া করছিলাম সেই সময়ে সে পালিয়েছে।

মাথুর—ঘুষিতে সেই জুয়াড়ীর নাক ভেঙেছে। তাই এসো, রক্তের অনুসরণ করি। (রক্ত অনুসরণ করে)

জুয়াড়ী—কত্তা, বসন্তসেনার বাড়িতে ঢুকে পড়েছে।

মাথুর—তাহলে আমাদের দশমোহর খোয়াতেই হল।

জুয়াড়ী—চলুন, রাজকুলে নালিশ করি গিয়ে।

মাথুর—এই ধূর্ত বেরিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবে। তাই পথ আগলেই ধরতে হবে ওকে।

বসন্তসেনা—(মদনিকাকে ইঙ্গিত করল)

মদনিকা—আপনি এলেন কোথা থেকে? কে আপনি? কার সেবক আপনি? আপনার বৃত্তি কী? আপনার কাকেই বা ভয়?

সংবাহক—শুনুন আর্যা, পাটলিপুত্রে আমার জন্মভূমি। গ্রামের মোড়লের ছেলে আমি। আমার বৃত্তি সংবাহকের।

বসন্তসেনা—আর্য একটি সুকুমার কলা শিক্ষা করেছেন।

সংবাহক—আর্যে, কলা হিসেবেই শিখেছিলাম, কিন্তু এখন এটা আমার পেশা।

চেটী—একটু বিষণ্ণ উত্তরই আপনি দিলেন বলব। তারপর—

সংবাহক—আর্যে, তারপর, বাড়িতে বসে পর্যটকদের মুখে (এই দেশ সম্বন্ধে) শুনে এই দেশটি দেখতে এলাম। এখানে উজ্জয়িনীতে এসে আমি এক সজ্জন ব্যক্তির সেবা করলাম। তিনি সুদর্শন ও প্রিয়ভাষী, দিয়ে কখনও বলেন না, অপকার করলে তা ভুলে যান, বেশি বলে আর কী হবে? ঔদার্যে তিনি পরকেও আপন বলে মনে করেন, এবং যে তার শরণ নেয় তিনি তাঁর প্রতি সদয় হন।

চেটী—আর্যার অন্তরে যিনি আছেন তাঁর গুণ চুরি করে উজ্জয়িনীকে অলংকৃত করছেন?

বসন্তসেনা—ঠিক বলেছ চেটী, ঠিক বলেছ। আমিও মনে মনে একথা ভাবছিলাম।

চেটী—আর্য! তারপর!

সংবাহক—দয়া করে তিনি যে বিপুল দান করতেন তাতেই—

বসন্তসেনা—তাতেই তাঁর ভগ্নদশা?

সংবাহক—যা বললেন, আর্যা জানলেন কী করে?

বসন্তসেনা—জানবার কী আছে? গুণ আর বিভব একত্র দুর্লভ। সেই সব পুকুরই জলে ভর্তি যাদের জল পানের অযোগ্য।

চেটী—আর্য! তাঁর নাম কী?

সংবাহক—আর্যে, কে সেই ধরিত্রীর শশাঙ্কের নাম না জানে। তিনি পুণ্যনাম শ্রদ্ধেয় চারুদত্ত।

বসন্তসেনা—(সহর্ষে আসন থেকে নেমে) এ গৃহ আপনার নিজের বলে জানবেন। চেটী এঁকে আসন দাও। শ্রমে ক্লান্ত ইনি।

(চেটী তাই করল)

সংবাহক—(স্বগত) একি ! শুধু আর্য চারুদত্তের নাম করতেই এমন আদর ? ধন্য চারুদত্ত ধন্য। পৃথিবীতে শুধু তুমিই বেঁচে আছ। আর সবই শুধু শ্বাস নেয় মাত্র।

(বসন্তসেনার পায়ে পড়ে) না, না আর্যা আপনি বসুন আসনে।

বসন্তসেনা—(আসনে বসে) আর্য, তিনি ধনী (হতে পারেন) কী করে ?

সংবাহক—সজ্জনের সম্পদই হল অতিথিপরায়ণতা, ক্ষণস্থায়ী সম্পদ নেই কার ? যে অন্যের সম্মান দিতে জানে বিশেষ সম্মানও সে জানে (পায়) ॥১৫॥

বসন্তসেনা – তারপর ?

সংবাহক—তারপর তিনি আমাকে সেবেতনে পরিচারক হিসেবে রাখলেন। যখন তাঁর শুধু সুনামটুকুই সার তখন আমি বৃত্তিহিসেবে জুয়াকেই বেছে নিলাম।। তারপর দুর্ভাগ্যক্রমে জুয়ায় আমি দশমোহর হেরেছি।

মাথুর—আমার সর্বনাশ হল, আমার সব লুট হল।

সংবাহক—এই ওরা দুজন—সর্দার আর জুয়াড়ী। আমাকে খুঁজছে ওরা। সব শুনে এখন আপনি যা করার করুন।

বসন্তসেনা মদনিকা, পাখিরা যে গাছে বসে সে গাছ যখন জীর্ণ হয়ে পড়ে তখন তারা ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়। চেটী, তুই গিয়ে সর্দার আর জুয়াড়ীকে এই বালাট দিয়ে বলবি ইনিই (সংবাহকই) দিলেন।

(তিনি হাত থেকে অলংকার খুলে চেটীকে দিলেন)

চেটী—(গ্রহণ করে) আপনি যা বলেন। (নিষ্ক্রান্ত)

মাথুর—আমার সর্বনাশ হল, আমার সব লুট হল !

চেটী—এরা দুজন যেভাবে উঁচু দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, ভাবছে এবং দরজার দিকে তাকিয়ে যেভাবে কথা বলছে তাতে মনে হচ্ছে এরা দুজনই সেই সর্দার আর জুয়াড়ী। (কাছে এসে) আর্য, নমস্কার।

মাথুর—সুখী হও।

চেটী—আর্য, আপনাদের মধ্যে সর্দার কে ?

মাথুর—হে তনুমধ্যা ! কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করে রতিরঙ্গে দষ্ট অধরে উচ্চারিত মধুরবচনে (আমাদের) কার সঙ্গে কথা বলছ ? আমার অর্থ নেই অন্যের কাছে যাও।

চেটী—এভাবে কথা বলছ যখন তখন তুমি জুয়াড়ী হতে পার না। তোমার কাছে টাকা ধারে এমন কেউ আছে কি ?

মাথুর—হ্যাঁ আছে। সে আমার কাছে দশ মোহর ধারে। তার কথা কেন ?

চেটী—তার জন্যে আর্য এই হাতের গয়নাটি দিয়েছে। না, না তিনিই দিয়েছেন।

মাথুর—(সহর্ষে গ্রহণ করে)। তুমি সেই কুলীনের-পোকে গিয়ে বলবে তোমার ঋণশোধ। এসো আবার জুয়া খেলো। (নিষ্ক্রান্ত)

চেটী—(বসন্তসেনার কাছে এসে) আর্যে, সর্দার আর জুয়াড়ী সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছে।

বসন্তসেনা—তাহলে, আর্য, এবার আপনি গিয়ে আপনার স্বজনদের আশ্বস্ত করুন।

সংবাহক—আপনি বললে আপনার পরিচারিকাকে এই কলা[১০] শিখিয়ে যেতে পারি।

বসন্তসেনা—আর্য ! যার জন্যে আপনি এই কলা শিখেছেন, যাকে আগে সেবা করেছেন, তাকেই সেবা করুন।

সংবাহক—(স্বগত) আর্যা নিপুণভাবে আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। (প্রকাশ্যে) আর্যে, এই জুয়াড়ী হবার অবমাননায় বিরক্ত হয়ে আমি বৌদ্ধ ভিক্ষু হব। আপনি এ কথাগুলো মনে রাখবেন।

বসন্তসেনা—আর্যে, হঠাৎ কিছু করবেন না।

সংবাহক—আর্যে, আমি সংকল্প করেছি।

(পরিক্রমা করে)

জুয়া আমাকে এমন অবস্থায় এনেছিল যাতে আমি সকলের সামনে অবমানিত হয়েছি। এখন আমি রাজপথে মাথা উঁচু করে চলব ॥১৭॥

(নেপথ্যে কলরব)

সংবাহক—(শুনে) ব্যাপার কী ? (আকাশে) কী বলছ ? বসন্তসেনার খুণ্টমোড়ক[২১] নামে দুষ্ট হাতিটি বেরিয়ে পড়েছে। ও, তাহলে আমি গিয়ে আপনার গন্ধ-গজ দেখব। অথবা আমার এতে কী এসে যায় ? আমি বরং যা সংকল্প করেছি তাই করব। (প্রস্থান)

(তারপর পর্দা নাড়িয়ে জমকালো পোশাকপরা আনন্দিত কর্ণপূরকের প্রবেশ)

কর্ণপূরক—আর্যা কোথায় ?

চেটী—তোমার এমন কী উত্তেজনার কারণ যে সামনেই উপবিষ্টা আর্যাকে দেখতে পাচ্ছ না ?

কর্ণপূরক—(দেখে) আর্যে, প্রণাম।

বসন্তসেনা—তোমার মুখ দেখে তোমাকে খুব খুশি মনে হচ্ছে ! ব্যাপার কী ?

কর্ণপূরক—(সবিস্ময়ে) আর্যে, আজ কর্ণপূরকের পরাক্রম আপনি দেখলেন না, বঞ্চিতই হলেন বলব।

বসন্তসেনা—কর্ণপূরক, কী কী ?

কর্ণপূরক—শুনুন আর্যে, আপনার খুণ্টমোড়ক নামে দুষ্ট হাতিটি আজ বন্ধনস্তম্ভ ভেঙে মহামাত্রকে নিহত করে ভীষণ সংক্ষোভ সৃষ্টি করে রাজপথে বেরিয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে লোকেরা চিৎকার করে উঠল—

শিশুদের সরাও, শিগ্গিরই গাছে বা বাড়ির ছাদে ওঠো। দেখছ না ঐ দুষ্ট হাতিটা এইদিকেই আসছে ?

তা ছাড়া—

পায়ের নূপুরদুটি পথে পড়েছে। রত্নখচিত মেখলা ভেঙে গেছে। ছোটো ছোটো মণিতে গাঁথা সুন্দরতর বলয়গুলোরও সেই দশা ॥১৯॥

তারপর সেই দুষ্ট হাতিটা একটা বৌদ্ধ ভিক্ষুর উপর এসে পড়ল—উজ্জয়িনী-নগরী দিয়ে ধাবমান হাতিটিকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন শুঁড়, পা আর দাঁত দিয়ে প্রস্ফুটিত-পদ্ম কোন সরোবরে সাঁতরে চলেছে। ভিক্ষুকে দেখে সে তার দিকে জলকণা ছিটিয়ে দিল। ভয়ে তার হাত থেকে দণ্ড, পাত্র ও কমণ্ডলু আগেই পড়ে গিয়েছিল। তাকে সে দুই দাঁতের মধ্যে উপরে তুলে নিল দেখে লোকেরা আবার চীৎকার করে উঠল—হায় ! ভিক্ষুটি নিহত হতে চলেছে।'

বসন্তসেনা—(সসম্ভ্রমে) হায় কী সর্বনাশ, কী সর্বনাশ !

কর্ণপূরক—বিচলিত হবেন না। শুনুন, আর্যে, ঝুলন্ত ভাঙা শিকলের মালা বয়ে ছুটছিল সে, ভিক্ষুকে তুলে ধরেছিল দুই দাঁতের ফাঁকে—এইঅবস্থায় হাতিটাকে দেখে আমি কর্ণপূরক—না, না, আপনার অন্নদাস এঁকেবেঁকে এগিয়ে সেই জুয়াড়ীকে (ভিক্ষুকে) চীৎকার করে ডেকে, একটা দোকান থেকে লোহার দণ্ড নিয়ে সেই দুষ্ট হাতিটাকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করলাম।

বসন্তসেনা—তারপর ?

কর্ণপূরক—বিন্ধ্যপর্বতের চূড়ার মতো সেই ক্রুদ্ধ হাতিটাকে আঘাতক'রে দুই দাঁতের মধ্যে ঝুলন্ত ভিক্ষুকে মুক্ত করলাম ॥২০॥

বসন্তসেনা—তুমি খুব ভালো কাজ করেছ, তারপর ?

কর্ণপূরক—তারপর অসমভাবে ভার-চাপানো নৌকোরমতো সমস্ত উজ্জয়িনী এক দিকে ভীড় করে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, সাবাস কর্ণপূরক সাবাস ! তারপর আর্যে, একজন মানুষ তার অলংকারের শূন্য স্থানগুলো স্পর্শ করে শূন্যে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এই চাদরটি আমার উপর ছুঁড়ে দিলেন।

বাসবদত্তা—কর্ণপূরক, দেখ তো ঐ চাদরে যূঁইফুলের গন্ধ আছে কিনা।

কর্ণপূরক—হাতির মদগন্ধে[২২] কিসের গন্ধ তা ধরতে পারছি না।

বসন্তসেনা—কোন নাম আছে কিনা দেখেছ ?

কর্ণপূরক—হ্যাঁ, নাম আছে বটে। আপনিই পড়ুন।

(চাদরটা তাঁকে দিল)

বসন্তসেনা—আর্য চারুদত্তের।

চেটী—কর্ণপূরক, এই চাদরটিতে আমাদের আর্যাকে বেশ মানিয়েছে।

কর্ণপূরক - হ্যাঁ, মানিয়েছে বটে)

বসন্তসেনা—কর্ণপূরক, এই তোমার পারিতোষিক। (অলংকার দিলেন)

কর্ণপূরক—(মাথায় করে নিয়ে এবং প্রণাম ক'রে) সত্যিই এখন চাদরটিতে আপনাকে চমৎকার মানিয়েছে।

বসন্তসেনা—আর্য চারুদত্ত এখন কোথায় থাকতে পারেন জানো ?

কর্ণপূরক—এই পথেই তিনি বাড়ি রওনা হয়েছিলেন।

বসন্তসেনা—চেটী, উপরের অলিন্দে উঠে আর্য চারুদত্তকে দেখি চলো।

(সকলের প্রস্থান)

॥ দ্যূতকরসংবাহক-নামে দ্বিতীয় অংক সমাপ্ত ॥

××××××××××××× তৃতীয় অংক ×××××××××××××

(চেট-এর প্রবেশ)

চেট—যে মনিব তাঁর ভৃত্যের প্রতি দরদী তিনি দরিদ্র হলেও সুন্দর, কিন্তু যে মনিব ধনগর্বী, নীচ তাঁর সেবা করা দুঃসাধ্য—পরিণামে তিনি ভয়ংকর ॥১॥

তা ছাড়া, শস্যলুব্ধ ষণ্ডকে যেমন নিবারিত করা যায় না—তেমনি পরস্ত্রীতে

গভীরভাবে আসক্ত ব্যক্তিকে, জুয়াড়ীকে এবং স্বভাবদুষ্ট মানুষকে শোধরানো যায় না ॥২॥

অনেকক্ষণ হল আর্য চারুদত্ত গান-বাজনা শুনতে গেছেন। মধ্যরাত হয়ে গেল তবু ফিরছেন না। যাই, আমি বার-দেউড়ীর কাছের ঘরে ঘুমোই গে।

(বিদূষক ও চারুদত্তের প্রবেশ)

চারুদত্ত—আহা! অপূর্ব! রেভিল কী সুন্দর গাইল! বীণাটি যেন এমন এক রত্ন যা সমুদ্র থেকে উৎপন্ন নয়।[১] কারণ—

প্রেমকাতর মানুষের হৃদয়ের কাছে এ এক সহৃদয় সঙ্গী, বিরহদগ্ধ প্রেমিকের পক্ষে সময় কাটানোর এ এক অপূর্ব উপায়, যারা বিচ্ছেদ-ব্যথায় পীড়িত তাদের কাছে এ হলো সান্ত্বনার উপায়[২] আর প্রেমমুগ্ধকে এ দেয় আনন্দ যা তার অনুরাগকেই বাড়িয়ে তোলে ॥৩॥

বিদূষক—চলুন, বাড়ি চলুন এখন।

চারুদত্ত—রেভিল কিন্তু সত্যি চমৎকার গেয়েছে।

বিদূষক—আমার দুটো ব্যাপারে হাসি পায়—মেয়েদের সংস্কৃত পড়া আর ছেলেদের মিহি সুরে গান করা শুনে। মেয়েরা যখন সংস্কৃত পড়ে তখন নাকে-নতুন-দড়ি পরানো গোরুর মতো একটু বেশি রকম 'সু সু' শব্দ করে। আর ছেলেদের মিনমিনে সুরে গান শুকনো-ফুলের-মালা-পরা বৃদ্ধ পুরোহিতের মন্ত্রের মতো আমার কাছে অসহ্য।

চারুদত্ত—কিন্তু, বন্ধু, রেভিল আজ সত্যিই খুব ভালো গেয়েছে, তোমার ভালো লাগে নি?

মধুর, অনুরাগে পূর্ণ, স্পষ্ট ভাবে ভরা আর মিষ্টি—কী গান! আহা! কথা দিয়ে ঠিক বোঝানো যায় না · মনে হচ্ছিল, আড়াল থেকে কোন মেয়েই বুঝি গাইছে ॥৪॥

আর—

সত্যি, গান শেষ হয়ে গেলেও তার রেশটুকু এখনো কানে বাজছে। যেতে-যেতে অনুভব করছি—সেই মিষ্টি কণ্ঠের স্বর-মূর্ছনা, বীণার তারে সুরের মৃদু ও উচ্চ উত্থান-পতন—স্বরের মিশ্রণ, শেষের দিকে সুরের মৃদুতা, সহজ সংযমে শব্দের দ্বিরুক্তি ॥৫॥

বিদূষক—বন্ধু, কুকুরেরাও দোকানপাটের রাস্তার ধারে ধারে ঘুমে মগ্ন। কাজেই এখন বাড়ি চলুন, (অগ্রসর হয়ে ও দেখে) বন্ধু, দেখুন, দেখুন, অন্ধকারকে সুযোগ দিয়ে চন্দ্রদেবতা যেন তাঁর আকাশের প্রাসাদ ছেড়ে নেমে আসছেন!

চারুদত্ত—তুমি সত্যিই বলেছ—

চাঁদ অন্ধকারকে সুযোগ দিয়ে অস্ত যাচ্ছেন। জলে ডুবে-যাওয়া বুনো হাতীর ধারালো দাঁতটি শুধু অবশিষ্ট আছে যেন ॥৬॥

বিদূষক—বাড়ি এসে গেছি। বর্ধমানক, বর্ধমানক, দরজা খোলো!

চেট—মৈত্রেয়মশাইয়ের গলা শুনতে পাচ্ছি। আর্য চারুদত্ত এসেছেন। তাহলে দরজা খুলি, (তাই করে) আর্য, প্রণাম, মৈত্রেয়মশাই, আপনাকেও প্রণাম। এখানে বিছানো আসনে বসুন।

(উভয়ে প্রবেশ ও উপবেশনের অভিনয় করে)

বিদূষক—বর্ধমানক, রদনিকাকে ডাকো, আমাদের পা ধুইয়ে দিক।

চারুদত্ত—(অনুকম্পা ক'রে) ঘুমন্ত মানুষকে জাগানোর দরকার নেই।

চেট · মৈত্রেয়মশাই, আমি জল ঢালছি আপনি পা ধুইয়ে দিন।

বিদূষক—(রেগে গিয়ে) বন্ধু, এই দাসীরব্যাটা বলে কী ! ও জল ঢালবে আর আমি আপনার পা ধুইয়ে দেব ?

চারুদত্ত—বন্ধু মৈত্রেয়, তুমি বরং জল ঢালো আর বর্ধমানক আমার পা ধুইয়ে দিক।

(বিদূষক তাই করে, চেট চারুদত্তের পা ধুইয়ে সরে গেল)

চারুদত্ত—ব্রাহ্মণের পায়েও জল ঢেলে দাও।

বিদূষক—আমার পায়ে জল ঢেলে আর কী হবে ? আমাকে তো এখুনি আবার মার-খাওয়া গাধার মতো মাটিতে গড়াতে হবে।

চেট—মৈত্রেয়মশাই, আপনি যে ব্রাহ্মণ !

বিদূষক—হ্যাঁ, আমি ব্রাহ্মণের শিরোমণি—সাপের মধ্যে ঢোঁড়া সাপ।

চেট—মৈত্রেয়মশাই, আমি আপনার পা ধুয়ে দিচ্ছি। (তাই করে) মৈত্রেয়মশাই, এই যে সোনার পেটিকা, দিনের বেলা আমি পাহারা দিয়েছি, এবার রাত্রে আপনি দিন। দয়া করে এটা নিন। (দিয়ে প্রস্থান)

বিদূষক—(হাতে নিয়ে) এটা এখনো আমাদের কাছে আছে ! উজ্জয়িনীতে কি একটি চোরও নেই যে আমার এই হতচ্ছাড়া ঘুম-চুরিকরা জিনিসটি চুরি করে আমাকে স্বস্তি দেয় ? বন্ধু এটাকে অন্তঃপুরে কোথায় রেখে আসি ?

চারুদত্ত—না বন্ধু, অন্তঃপুরে নিয়ে যেও না, একজন গণিকা এই অলংকার ব্যবহার করেছে। ব্রাহ্মণ, তার কাছে ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত এটা তোমার কাছেই রেখে দাও ॥৭॥

(ঘুমের অভিনয় করে এবং ঘুমের ঘোরে বলতে থাকে,
'সত্যি সে গানের ' ইত্যাদি)

বিদূষক ঘুমুচ্ছেন নাকি ?

চারুদত্ত—হ্যাঁ, কপাল থেকে চোখজোড়া ঘুম যেন নেমে আসছে, এ যেন অদৃশ্যা ও মায়াময়ী জরার মতো যা মানুষের চেতনাকে আচ্ছন্ন ক'রে মানুষের শক্তি হরণ ক'রে ক্রমশঃ বাড়তে থাকে ॥৮॥

বিদূষক—তা হলে দুজনেই ঘুমোই। (ঘুমিয়ে পড়ার অভিনয় করে)

(শর্বিলকের প্রবেশ)

শর্বিলক নিজের শিক্ষা ও গায়ের জোরে আমার মাপের মানুষের পক্ষে সহজে ঢুকে যাবার মতো যথেষ্ট বড়ো পথ তৈরী করেছি। এবার গর্তের দু' পাশে ঘষা খেতে খেতে খোলস ছাড়া সাপের মতো ঢুকে যাব ॥৯॥

(আনন্দে আকাশের দিকে চেয়ে) বাঃ, চন্দ্রদেব অস্ত যাচ্ছেন ? তাই তো ? স্নেহান্ধ মায়ের মতো সবকিছু গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে রাখা এই রাত[৩] আমাকে ঢেকে রাখছে—তাই তো এখন চলাফেরায় রাজপুরুষের ভয় থাকা সত্ত্বেও আমি বীরের মতো অন্যের বাড়িতে চুরি করার জন্যে ঢুকতে পারছি ॥১০॥

বাগানের প্রাচীরের গায়ে সিঁধ কেটে বাড়ির মধ্যে ঢুকেছি, এবার অন্তঃপুরের

দেওয়ালে সিঁধ কাটি। ঘুমন্ত মানুষের ঘরে চুরি করার ব্যাপারটাকে লোকে ছোটো কাজ বলে—মানুষের বিশ্বাসকে ভাঁওতা দিয়ে চুরি করায় কৃতিত্ব নেই,—লোকে এও বলে। আমি কিন্তু বলি যে হাত জোড় করে লোকের চাকরগিরি করার চেয়ে নিন্দার হলেও স্বাধীন বৃত্তি অনেক ভালো। দ্রোণের পুত্র ক্ষত্রিয় রাজপুত্রদের ঘুমের মধ্যে হত্যা করে এমন দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন ॥১১॥

তাহলে কোন্ জায়গায় সিঁধ কাটি? জলে ভিজে ভিজে নরম হয়ে গেছে বলে কোনো শব্দ হবে না—এমন জায়গা কোথায়? দেওয়ালে এমন জায়গায় সিঁধ কাটতে হবে যেখানটা কারো নজরে আসবে না, লোনা-ধরা ভাঙা জায়গা কোথায় দেখতে হবে। কোনো স্ত্রীলোকের দৃষ্টির বাইরে থেকে কাজ হাঁসিল করতে পারা যাবে এমন জায়গা বাছা দরকার ॥১২॥

(দেওয়ালে হাত বুলিয়ে) এই তো পেয়েছি? রোদে পুড়ে আর জলে ভিজে ভিজে এই জায়গাটা খারাপ হয়ে গেছে, লোনা ধয়েছে আর ইঁদুরেও মাটি তুলেছে দেখেছি। যাক্, এবার কার্যসিদ্ধি। কার্তিকের শিষ্যদের কাছে এটাই হল প্রথম লক্ষণ। এখন কী ভাবে সিঁধ কাটা যায়? কার্তিকঠাকুর তো সিঁধ কাটার চার রকম উপায় দেখিয়েছেন। যেমন, ঝামা ইঁট খসানো, কাঁচা ইঁট হলে কেটে ফেলা, মাটির দেওয়ালে জল ঢালা, কাঠের তৈরি হলে কাটা। এখানে দেখছি ঝামা ইঁট, কাজেই টেনে বার করতে হবে। কিন্তু এখানে 'ফোটা পদ্ম', 'সূর্য', 'বাল-চন্দ্র', 'বড়ো দীঘি', 'স্বস্তিকা', পূর্ণকুম্ভ' —কোথায় কোন্ শিল্প দেখাব যা দেখে কাল নগরবাসী অবাক হয়ে যাবে? ॥১৩॥

ঠিক আছে, এখানে এই ঝামা ইঁটে কলসীর আকারের সিঁধই মানাবে। তাই কাটা যাক। লোনা-ধরা, অসমান অন্যের দেওয়ালে আমার সিঁধ কাটার কায়দা দেখে সকালবেলা প্রতিবেশীরা আমাকে দোষ দেবে, আবার প্রশংসাও করবে ॥১৪॥

বরদাতা কুমার কার্তিককে প্রণাম জানাই। দেবব্রত কনকশক্তিকে নমস্কার, ভাস্করনন্দীকেও নমস্কার, আমার গুরু যোগাচার্যকেও প্রণাম, তিনিই সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে এই যাদুময় উপকরণ দান করেছেন। এটা গায়ে মেখে নিলে রক্ষীরা আমাকে দেখতে পাবে না, গায়ে অস্ত্র পড়লেও চোট লাগবে না ॥১৫॥

(তাই করে) এই রে! মাপার ফিতে আনতে ভুলে গেছি। (ভেবে) ঠিক আছে, এই পৈতেটাই মাপার ফিতের কাজ করবে। সত্যি, পৈতে জিনিসটা ব্রাহ্মণদের, বিশেষ করে আমার মতো ব্রাহ্মণের যথেষ্ট কাজে লাগে। কারণ—এ দিয়ে সিঁধ কাটার মাপ ঠিক করা যায়, এ দিয়ে গায়ের গয়না টেনে নেওয়া যায়, যন্ত্রের মতো শক্ত দরজা এ দিয়ে খোলা যায়, আবার সাপে কামড়ালে এ বাঁধাও যায় ॥১৬॥

এইবার মাপ-জোক করে কাজ শুরু করা যাক। (তাই করে এবং দেখে) আর একটা ইঁট বাকি আছে। উঃ আমাকে সাপে কামড়েছে। (পৈতে দিয়ে আঙুল বেঁধে বিষের জ্বালায় কষ্ট পাওয়ার অভিনয় করে) ব্যস্, ঠিক হয়ে গেছি এখন। (আবার সিঁধ কেটে এবং দেখে) একি! একটা প্রদীপ জ্বলছে যে! তাই তো— সোনারবরণ প্রদীপশিখার আলো সিঁধের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে, চারিদিকে

বিস্তৃত ঘন অন্ধকার—যেন কষ্টিপাথরে সোনার রেখা ॥১৭॥

(আবার কাজ করে) যাক্, সিঁধ কাটা শেষ। এইবার তবে ঢুকে পড়ি। না আগেই ঢুকব না। প্রথমে একটা নকল মানুষ ঢোকাই। (তাই করে) কেউ নেই তা হলে। কার্তিকঠাকুরকে প্রণাম জানাই। (প্রবেশ করে দেখে) দু'জন লোক ঘুমোচ্ছে দেখছি। পালানোর জন্যে বাইরের দরজাটা খুলে রাখা যাক। পুরোনো বাড়ি, তাই কপাটটায় ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ হচ্ছে। দেখি, কোথাও যদি একটু জলটল পাওয়া যায়। জল কোথায় আছে কে জানে! (এদিক-ওদিক দেখে জল নিয়ে ভয়ে ভয়ে কপাটে জল দেয়। না, কাজ নেই আর। মাটি পড়ে জলের শব্দ হচ্ছে বড়ো। যাক্, এ পর্যন্ত তো হলো এক রকম। (পিঠ দিয়ে কপাট খুলে) এবার তবে পরীক্ষা করে দেখা যাক্, এরা সত্যিই ঘুমোচ্ছে কি না (তাদের ভয় দেখায় এবং লক্ষ্য করে) এরা তবে সত্যিই ঘুমোচ্ছে। কারণ, এদের নিঃশ্বাস পরিষ্কার ও সমানভাবে পড়ছে। চোখ ভালোভাবে বন্ধ করা। চোখের পাতা কাঁপছে না। এদের অঙ্গ শিথিলভাবে পড়ে আছে কারণ দেহের গ্রন্থিগুলো আলগা হয়ে আছে, যথাসম্ভব জায়গায় শরীর এলিয়ে শুয়ে আছে। যদি ঘুমের ভাণও করত তবে মুখের ওপর প্রদীপের আলোটা কখনো সহ্য করতে পারত না ॥১৮॥

(চারিদিক দেখে) কী ব্যাপার? এখানে দেখছি একটা মৃদঙ্গ, বাঁশি আবার এখানে একটা বীণা, এখানে আবার কতগুলো বই—একি তবে সঙ্গীতাচার্যের বাড়ি! আমি তো বাড়িটা দেখেই ঢুকেছি। বাড়ীর মালিক কি সত্যি গরিব, না রাজা অথবা চোরের ভয়ে টাকা-পয়সা মাটিতে পুঁতে রেখে দিয়েছে? কিন্তু শর্বিলককি ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। বীজ ছড়িয়ে দেখব। (তাই করে) তাই তো, বীজ ছড়ালাম, কিন্তু কোনোটাই ফুটে উঠল না। আহা, বেচারা সত্যিই গরিব। তা হলে চলেই যাই।

বিদূষক—(ঘুমের মধ্যে কথা বলে) বন্ধু, গর্তের মতো কি যেন দেখতে পাচ্ছি! চোরের মতো কে যেন দাঁড়িয়ে। এই সোনার পেটিকা আপনি নিন তা হলে।

শর্বিলক—গরিবের বাড়িতে ঢুকেছি বলে কি আমাকে ঠাট্টা করছে? তবে কি একে বধ করব? না কি দুর্বল প্রকৃতি বলে স্বপ্নে এরকম বলছে? (দেখে) ছেঁড়া-খোঁড়া স্নানের গামছায় বাঁধা সত্যিই কতকগুলো অলংকার প্রদীপের আলোয় ঝকমক করছে—আচ্ছা, তবে নেওয়াই যাক। না, থাক, আমার মতো গরিব হলেও এই উচ্চ বংশের লোকটিকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। আমি বরং চলেই যাই।

বিদূষক—বয়স্য, গো-ব্রাহ্মণের দিব্যি, অলংকারগুলো আপনি নিয়ে যান বলছি।

শর্বিলক—গো-ব্রাহ্মণের দিব্যি! তা হলে তো নিতেই হয়। কিন্তু প্রদীপটা জ্বলছে যে। আমার কাছে অবশ্য প্রদীপটা নেভানোর জন্যে এ-ধরনের আগুন পোকাও আছে। পোকা ছেড়ে দি। (তাই করে) পোকাগুলো প্রদীপের ওপর ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে। ভদ্রপীঠের পাখার ঝাপটায় প্রদীপ নিভে গেল। ওঃ কী অন্ধকার! কিন্তু আমি কিনা ব্রাহ্মণ বংশে জন্মে অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছি? চতুর্বেদের অধিকারী, যে ব্রাহ্মণ কখনো দান গ্রহণ করেন নি তাঁর পুত্র হয়ে আমি—ব্রাহ্মণ শর্বিলক কি না গণিকা মদনিকার জন্যে কুকর্ম করছি। যাকগে,

এখন এই ব্রাহ্মণের অনুরোধটা রক্ষা করি তো।

(হাতড়াতে হাতড়াতে এগিয়ে যায়)

বিদূষক—বয়স্য ! আপনার হাতটা এত ঠাণ্ডা কেন ?

শর্বিলক—কী বিপদ বল দেখি ! জল ঘেঁটে হাতটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আচ্ছা, বগলের মধ্যে হাতটা রাখি। (ডান হাত গরম করে অলংকার নেয়)

বিদূষক—নিয়েছেন তা হলে ?

শর্বিলক—ব্রাহ্মণের অনুরোধ কি এড়ানো যায় ? নিয়েছি।

বিদূষক—জিনিসপত্র বিক্রী হয়ে যাবার পর বণিক যেমন নিশ্চিন্তে ঘুমোয়, তেমনি আমিও এবার ঘুমোই। (ঘুমিয়ে পড়ে)

শর্বিলক—ওহে, মহাব্রাহ্মণ, এখন তুমি একশ বছর ধরে ঘুমোও, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। আমার এখন একমাত্র দুঃখ হল - গণিকা মদনিকার জন্যে গোটা ব্রাহ্মণকুলকে নরকে ডোবালাম, অথবা নিজেই নরকে ডুবলাম। দারিদ্র্যকে ধিক্, কারণ, এই দারিদ্র্যই পৌরষকে বিপথগামী করে। দারিদ্র্যের জন্যেই আমি কুকর্ম করছি, আবার তার নিন্দাও করছি ॥১৯॥

এখন তবে মদনিকার দাসত্ব ঘোচাতে বসন্তসেনার বাড়িতে যাওয়া যাক। (পরিক্রমা ও অবলোকন করে) কার যেন পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে, প্রহরীদের নয় তো ? থামের মত চুপ করে এখানে দাঁড়িয়ে থাকি। আমি হলাম গিয়ে শর্বিলক, রক্ষী আমার কী করবে ?

বিড়ালের মতো নিঃশব্দে যে চলে, হরিণের মতো দ্রুতগতিতে যে ছোটে, গ্রহণ-ছেদন কাজে যে বাজের মতো, কুকুরের মতো যে বুঝতে পারে কে নিদ্রিত, কে সুপ্ত, সাপের মতো আঁকাবাঁকা যার গতি, ছদ্মবেশে যে মায়ার মতো, ফুটো দিয়ে গলে যাবার ব্যাপারে যে সাপ, নানা ভাষায় যে অভিজ্ঞ এবং সরস্বতীর মতো জ্ঞানী, রাত্রে যে প্রদীপ, বিপদে শেয়াল, মাটিতে ঘোড়া আর জলে নৌকা—সেই শর্বিলকের আবার রক্ষীর ভয় ! ॥২০॥

তাছাড়া,—

আমি গতিতে সর্প, স্থৈর্যে পর্বত, অবিরাম ওড়ায় গরুড়ের সমতুল্য, চারিদিক লক্ষ্যের ব্যাপারে খরগোস, ছিনিয়ে নিতে আমি যেন বাঘ আর শক্তিতে সিংহ ॥২১॥

(রদনিকার প্রবেশ)

রদনিকা—হায়, এখন কী করি ? বাইরের দরজার কাছের ঘরে বর্ধমানক ঘুমোচ্ছিল—তাকেও দেখছি না। আচ্ছা, তবে মৈত্রেয়মশাইকেই ডাকি। (পরিক্রমণ)

শর্বিলক—(রদনিকাকে মারতে উদ্যত, কিন্তু দেখে) এ কি ! এ যে স্ত্রীলোক ! তবে যাই (প্রস্থান)

রদনিকা—(ভয়ে ভয়ে গিয়ে) সর্বনাশ হয়েছে। চোর চুরি করে পালাচ্ছে ! আমি গিয়ে মৈত্রেয়কে জানিয়ে দি। (বিদূষকের কাছে গিয়ে) মৈত্রেয়মশাই, শিগ্‌গির জাগুন। বাড়িতে সিঁধ কেটে পালাচ্ছে !

বিদূষক—(উঠে পড়ে) আরে বেটী, বলিস কী ? সিঁধ কেটে চোর পালাল ?

রদনিকা—আরে নির্বোধ ; ঠাট্টা নয়, দেখছ না ঐ যে সিঁধ ?

বিদূষক—ওরে বেটী, বলিস কী ? দ্বিতীয় একটা দরজা তৈরি হয়েছে দেখছি ! বন্ধু

বয়স্য চারুদত্ত, উঠুন, উঠুন, আমাদের বাড়িতে চোর সিঁধ কেটে পালিয়েছে !

চারুদত্ত—খুব হয়েছে। পরিহাস করছ কেন।

বিদূষক—পরিহাস নয়, আপনি নিজে এসে দেখুন।

চারুদত্ত—কোথায় ?

বিদূষক—এই যে এদিকে।

চারুদত্ত—(লক্ষ্য করে) আহা, দেখার মতো সিঁধ বটে ! ওপর থেকে ইঁট সরিয়ে নিচের দিকে নামা হয়েছে। তাই ওপর দিকটা সরু আর মাঝখানটা চওড়া। মনে হচ্ছে আমাদের রাজকীয় গৃহের হৃদয়টি যেন অযোগ্য লোকের সংসর্গের ভয়ে বিদীর্ণ হয়েছে। এই ধরণের কাজের মধ্যেও কী নৈপুণ্য[৪] ॥২২॥

বিদূষক—বয়স্য ! হয় কোনো বিদেশী অথবা কোনো শিক্ষানবিস দেশী লোক এই সিঁধ কেটেছে। তা না হলে, উজ্জয়িনীতে আমাদের বাড়ির অবস্থার কথা কে না জানে ?

চারুদত্ত—কোনো বিদেশী অথবা কেবল শিখছে এ রকম কেউ এ কাজ করেছে। তার জানা ছিল না যে টাকা পয়সা নেই বলে বাড়ির লোক নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। প্রথমে আমদের বাড়ীর বাহ্যিক জৌলুস দেখে আশা করেছিল। তারপর অনেক্ষণ ধরে সিঁধ কেটে ক্লান্ত হয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে গিয়েছে ॥২৩॥

তাহলে এখন বেচারা বন্ধুদের কাছে গিয়ে কী বলবে ? বলবে 'বণিকের ছেলের বাড়িতে গিয়ে কিছুই পাইনি'।

বিদূষক—বটে ! চোরটার ওপর খুব যে দরদ দেখছি ! সে নিশ্চয়ই মনে করেছিল এই বিরাট বাড়ি থেকে সোনার অলংকার, ধনরত্ন সব চুরি করে নিয়ে যাবে। ও ভালো কথা, সেই সোনার অলংকারগুলো কোথায় ? তা বয়স্য, আপনি সব সময় বলে থাকেন, "মৈত্রেয়টা একটা আস্ত নির্বোধ, মূর্খ"—কিন্তু আমি সেই অলংকারগুলো আপনার হাতে দিয়ে ঠিক করেছি কিনা, বলুন তো ? তা না দিলে চোরটা নিশ্চয়ই ওগুলো নিয়ে পালাতো, তাই না ?

চারুদত্ত—আর পরিহাসে কাজ নেই।

বিদূষক—আমি এমনই মূর্খ যে পরিহাসের স্থানকাল বুঝি না ?

চারুদত্ত – কখন দিলে তুমি ?

বিদূষক—কেন ? আপনাকে যখন বললাম, আপনার হাতটা কী ঠাণ্ডা—

চারুদত্ত—এ কথা আবার কখন বললে ? (চারদিক দেখে আনন্দে) বন্ধু, একটা সুখবর দিচ্ছি।

বিদূষক—কী ? চুরি হয়নি তো ?

চারুদত্ত—হ্যাঁ, চুরি হয়েছে।

বিদূষক—তবু বলছেন, সুখবর ?

চারুদত্ত—চোর সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেছে।

বিদূষক—কিন্তু সে যে গচ্ছিত জিনিস।

চারুদত্ত—কি বললে ! সেই গচ্ছিত জিনিস ? (মূর্চ্ছা)

বিদূষক—শান্ত হোন বন্ধু। চোরে গচ্ছিত জিনিস চুরি করেছে বলে আপনি মূর্চ্ছা যাচ্ছেন কেন ? চারুদত্ত (সংজ্ঞা লাভ করে)—বন্ধু, সত্যি ঘটনা কে বিশ্বাস করবে ? প্রত্যেকেই আমাকে নীচ মনে করবে। গৌরবহীন দারিদ্র্যকেই লোকে

সন্দেহের চোখে দেখে ।।২৪।।

ওঃ কি দুর্ভাগ্য আমার ! বিধি আমার ধন চুরি করালেন, এখন আমার চরিত্রকে নিষ্ঠুরভাবে হনন করছেন ।।২৫।।

বিদূষক—আমি সরাসরি অস্বীকার করব। দিয়েছে কে ? নিয়েছেই বা কে ? সাক্ষী কোথায় ?

চারুদত্ত—আমাকে কি এখন মিথ্যে কথা বলতে হবে ? না, আমি বরং ভিক্ষা করে গচ্ছিত জিনিস ফেরত দেব, তবু মিথ্যা বলে চরিত্রনাশের কারণ ঘটাতে পারব না ।।২৬।।

রদনিকা—যাই ধূতা-মাকে খবরটা দিয়ে আসি। (প্রস্থান)

(চেটীর সঙ্গে চারুদত্তের স্ত্রীর প্রবেশ)

স্ত্রী—(ব্যস্ত হয়ে) ওলো, আর্যপুত্র মৈত্রেয়সহ অক্ষত শরীরে আছেন ?

চেটী—সত্যি মা-ঠাকরণ। কিন্তু সেই গণিকার গয়নাগুলো চুরি হয়ে গেছে।

স্ত্রী—(অচৈতন্য হওয়ার অভিনয় করে)

চেটী—শান্ত হোন্ মা ঠাকরুন।

স্ত্রী—(সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে) ওরে কি বলছিস তুই ? ওঁর শরীরে কোনো আঘাত লাগে নি কিন্তু চরিত্রে আঘাত লাগার চেয়ে যে শরীরের আঘাত অনেক ভালো ছিল। এখন উজ্জয়িনীর সব লোক বলবে—অভাবের তাড়নায় উনি এই কাজ করেছেন। (ওপরে তাকিয়ে ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে) হায় ভগবান। পুরুষের ভাগ্যকে পদ্মপাতার জলের মতো চঞ্চল করে এ তোমার কী কৌতুক ? আমার মায়ের বাড়ি থেকে পাওয়া এই একটি মাত্র রত্নহার আমার আছে। কিন্তু আমার স্বামী যে প্রকৃতির লোক—তিনি কিছুতেই এটা গ্রহণ করবেন না। ওলো, যা মৈত্রেয়মশাইকে একবার এখানে ডেকে নিয়ে আয়।

চেটী—যে আজ্ঞা, মা-ঠাকরুন। (বিদূষকের কাছে গিয়ে) মৈত্রেয়মশাই ধূতা-মা আপনাকে ডাকছেন।

বিদূষক—কোথায় তিনি ?

চেটী—এই যে ইনি এখানে। এদিকে আসুন।

বিদূষক—(এগিয়ে গিয়ে) কল্যাণ হোক।

স্ত্রী—প্রণাম জানাই। পুব দিকে মুখ ফিরিয়ে বসুন।

বিদূষক—এই আমি পুবমুখো হয়ে বসলাম।

স্ত্রী—এইটে আপনি রাখুন।

বিদূষক—কী এটি ?

স্ত্রী—আমি রত্নষষ্ঠী ব্রত নিয়েছিলাম—তাতে যার যা ক্ষমতা সেই অনুসারে ব্রাহ্মণকে রত্নদান করতে হয়। এটা আমি একজন ব্রাহ্মণকে দিতে গিয়েছিলাম—কিন্তু তিনি গ্রহণ করলেন না। তাঁর হয়ে এই রত্নহারটি আপনি গ্রহণ করুন।

বিদূষক—(গ্রহণ করে) কল্যাণ হোক। যাই প্রিয়বন্ধুকে খবরটা দিই গে।

স্ত্রী—মৈত্রেয়মহাশয়, আমাকে লজ্জা দেবেন না। (প্রস্থান)

ন—(বিস্ময়ে) ওঃ। কী মহানুভবতা !

রদনি মৈত্রেয় আসতে এত দেরি করছে কেন ? মনের দুঃখে কিছু একটা করে না

বিদূ। মৈত্রেয়, মৈত্রেয় !

বিদূষক—(কাছে এসে) এই যে এসেছি। এইটি নিন। (রত্নহার দেখান)
চারুদত্ত—এটা কী?
বিদূষক—আপনি যে আপনারই যোগ্য স্ত্রী পেয়েছেন এ তারই প্রমাণ।
চারুদত্ত—অ্যাঁ, আমার ব্রাহ্মণী পর্যন্ত আমাকে করুণা করেন। আমি তবে সত্যিই গরিব - ভাগ্যদোষে হৃতসর্বস্ব আমার প্রতি স্ত্রী করুণা দেখাচ্ছেন। অর্থই পুরুষকে নারী করে দেয়, আবার অর্থই স্ত্রীলোককে পুরুষ করে ॥২৭॥

কিন্তু না, আমি দরিদ্র নই, কারণ—আমার স্ত্রী আমার ভাগ্যেরই অনুগমন করেন, সুখে-দুঃখে তুমি আমার বন্ধু, দরিদ্রের পক্ষে স্বাভাবিক হলেও আমি মনে-প্রাণে সত্যভ্রষ্ট হইনি ॥২৮॥

মৈত্রেয়, এই রত্নহার নিয়ে বসন্তসেনার কাছে যাও। তাকে আমার হয়ে বোলো, 'তোমার সেই স্বর্ণ-অলংকার আমার নিজের জিনিস মনে করে পাশা-খেলায় হারিয়েছি—তার বদলে এই রত্নহারটি দিচ্ছি, তুমি গ্রহণ করো।

বিদূষক—চার সাগরের সার এই মহামূল্য রত্নহারটি সামান্য মূল্যের অলংকারের পরিবর্তে দেওয়াটা মোটেই উচিত নয়। তাছাড়া সে অলংকারটি আমরা ভোগও করিনি, আত্মসাৎও করি নি - চোরে নিয়েছে।

চারুদত্ত—না বন্ধু, ঠিক তা নয়। যে বিশ্বাস নিয়ে সে আমাদের কাছে সেটা গচ্ছিত রেখেছিল আমি সেই বিশ্বাসেরই দাম দিচ্ছি ॥২৯॥

তাহলে বন্ধু, আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করো এটা গ্রহণ না করিয়ে তুমি এখানে আসবে না।

বর্ধমানক—ইঁটগুলো দিয়ে তাড়াতাড়ি সিঁধটা গেঁথে ফেল। দুর্নামের অনেক জ্বালা, তাই ওটাকে ওভাবে ফেলে রাখতে চাই না ॥৩০॥

বন্ধু, মৈত্রেয়, তুমি সসম্মানে ও উদারভাবে তাবে সম্বোধন করবে।

বিদূষক—বন্ধু, গরিব কি উদারভাবে কথা বলতে পারে?
চারুদত্ত—বন্ধু, আমি মোটেই গরিব নই। যার—('স্ত্রী অনুগতা' ইত্যাদি বার বার বলতে থাকে)। তুমি তবে এসো—আমিও শুদ্ধ হয়ে সন্ধ্যা-উপাসনায় যাই।

॥ সন্ধিচ্ছেদ-নামে তৃতীয় অঙ্কের সমাপ্তি ॥

×××××××××××× চতুর্থ অঙ্ক ××××××××××××

(চেটীর প্রবেশ)

চেটী—মা আর্যার কাছে যেতে বললেন। এই তো আর্যা মদনিকার সঙ্গে কথা বলছেন, তাঁর চোখ একটা ছবির ওপর। কাছে যাই। (যেতে থাকে)

(বসন্তসেনা ও মদনিকার প্রবেশ)

বসন্তসেনা—ওলো মদনিকা, ছবিটা অবিকল চারুদত্তের মতো, তাই না?
মদনিকা—একেবারে অবিকল।
বসন্তসেনা - জানলি কী করে?
মদনিকা—ছবিটার দিকে কি রকম অনুরাগ নিয়ে চেয়ে আছেন, এতেও বুঝব না?

বসন্তসেনা—বাঃ গণিকার বাড়িতে থেকে থেকে বেশ তো মন যুগিয়ে কথা বলতে শিখেছিস।

মদনিকা—বা রে, গণিকার বাড়িতে থাকলেই বুঝি মন জুগিয়ে চলতে হয়? আপনার চোখ আর মন যেভাবে ছবিটার ওপর পড়ে আছে তার কী কারণ তা না জিজ্ঞেস করলেও চলে।

বসন্তসেনা—ওলো, সখীদের ঠাট্টার হাত থেকে বাঁচতে চাইছি।

মদনিকা—না আর্যা, ঠিক তা নয়। সখীর সঙ্গে সখীর মনের মিল থাকবেই।

প্রথম চেটী—(কাছে এসে) আর্যা, মা আদেশ করলেন, 'পাশের দরজায় ঢাকা গাড়ি তাইতে যাও।'

বসন্তসেনা—ওলো, চারুদত্ত কি আমায় নিতে পাঠিয়েছেন?

চেঠী—আর্যা, তিনি গাড়ির সঙ্গে দশ হাজার মোহরের গয়না পাঠিয়েছেন।

বসন্তসেনা—তিনি আবার কে?

চেটী—তিনি হলেন রাজার-শালা সংস্থানক।

বসন্তসেনা—(রেগে) দূর হ। আর কক্ষনো বলবি না ও কথা।

চেটী—শান্ত হন, শান্ত হন, আর্যা। আমায় খবরটা দিতে বলেছেন, তাই —

বসন্তসেনা—তোর এই খবরটার ওপরেই আমার রাগ হচ্ছে।

চেটী—তা হলে মাকে গিয়ে কী বলব?

বসন্তসেনা—বলবি, মা যদি আমার মরা মুখ দেখতে না চান তবে যেন আর কখনো এমন আদেশ না করেন।

চেটী—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

(শর্বিলকের প্রবেশ)

শর্বিলক—রাত্রিকে অপবাদ দিয়ে, নিদ্রাকে জয় করে আর রাজার রক্ষীদের বোকা বানিয়ে শেষ রাত্রে সূর্যোদয়ের সময়কার চাঁদের মতো মলিন হয়ে আমি এখানে এসেছি ॥১॥ তা ছাড়া —

যখনই কেউ আমায় ছুটতে দেখে আমার দিকে তাকিয়েছে, কিংবা তাড়াতাড়ি আমার কাছে এসেছে তখন আমি তাদের সবাইকে দেখেই ভয় পেয়েছি – এর কারণ আমার নিজেরই সন্দিগ্ধ মন। মানুষের নিজের দোষই তাকে ভীরু করে রাখে[১] ॥১॥

মদনিকার জন্যেই আমার এই দুঃসাহসের কাজ। কোন কোন জায়গায় চাকর-বাকরের সঙ্গে কোন লোক কথা বলছে শুনে এড়িয়ে গেছি, কোন বাড়িতে কেবল স্ত্রীলোক আছে বলে ছেড়ে দিয়েছি, রাজার রক্ষীরা কাছাকাছি এলে কাঠের খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে গেছি। এই ধরনের নানা আচরণে আমি রাতকে দিন করেছি ॥৩॥

(পরিক্রমা করে)

বসন্তসেনা—ওলো, এই ছবিটা আমার ঘরে বিছানার ওপরে রেখে তাড়াতাড়ি একটা পাখা নিয়ে আয়।

মদনিকা—যাচ্ছি। (ছবি নিয়ে চলে যায়)

শর্বিলক—এই ত বসন্তসেনার বাড়ি। তা হলে প্রবেশ করি (তাই করে) এখন মদনিকাকে পাই কোথায়?

(পাখাহাতে মদনিকার প্রবেশ)

শর্বিলক—(দেখতে পেয়ে) এই ত মদনিকা আসছে ! গুণে মদনদেবকেও পরাস্ত করে মূর্তিমতী রতিদেবীর মতো শোভা পাচ্ছে এই আমার মদনিকা। ভালবাসার আগুনে আমার হৃদয় পুড়িয়ে আবার তাকে চন্দনের প্রলেপে শান্ত করে দেয় ॥৪॥

মদনিকা—

মদনিকা—(দেখে) একী ! এ যে শর্বিলক ; এসো, এসো। ব্যাপার কী ! এদিকে কোথায় চলেছ ?

(পরস্পর অনুরাগের সাথে দেখে)

বসন্তসেনা—মদনিকা এত দেরি করছে কেন ? তাই তো, গেল কোথায় ? চলে গেল নাকি ? (জানলা দিয়ে দেখে) একী ! এ যে একজন পুরুষমানুষের সঙ্গে কথা বলছে দেখছি। যে ভাবে লোকটিকে অনুরাগের দৃষ্টি দিয়ে গিলে খাচ্ছে তাতে মনে হয় লোকটি ওকে বন্ধন থেকে মুক্ত করতে চায়। ঠিক আছে, ওরা রসালাপ করুক। ওদের প্রেম নিবেদনে কেউ যেন বাধা সৃষ্টি না করে। আমি আর ডাকব না ওকে।

মদনিকা—শর্বিলক, বল কী ব্যাপার।

(শর্বিলক ভয়ে ভয়ে চারিদিক দেখে)

কী হয়েছে, শর্বিলক ? মনে হচ্ছে, তুমি যেন ভয় পেয়েছ !

শর্বিলক—তোমাকে, একটা গোপন কথা বলছি, তা, জায়গাটা নির্জনতো ?

মদনিকা—হ্যাঁ।

বসন্তসেনা—(স্বগত) গোপন কথা ! তা হলে না শোনাই উচিত।

শর্বিলক—আচ্ছা মদনিকা, আমি যদি দাম দিই তা হলে বসন্তসেনা কি তোমায় ছেড়ে দেবেন ?

বসন্তসেনা—আমার সম্বন্ধে কথা ! তা হলে নিজেকে লুকিয়ে রেখে এই জানলা দিয়ে শুনি।

মদনিকা—শর্বিলক, আমি আর্যাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলছেন—'আমার ইচ্ছে হলে আমার নব পরিচারক-পরিচারিকাদেরই কোনো দাম না দিয়েই ছেড়ে দিতে পারি।' আচ্ছা, শর্বিলক, তোমার এত অর্থ কোথায় যে আমাকে আর্যার কাছ থেকে মুক্ত করবে ?

শর্বিলক—ওগো, ভীতু মেয়ে, আমি গরিব, কিন্তু তোমাকে ভালবাসি বলেই গত রাত্রে একটা দুঃসাহসের কাজ করে ফেলেছি ॥৫॥

বসন্তসেনা—দেখে মনে হচ্ছে লোকটি শান্তশিষ্ট। কিন্তু ওর ঐ দুঃসাহসের কাজের ব্যাপারটা শুনে ভয় হয়।

মদনিকা—শর্বিলক, একটা সামান্য মেয়ের জন্যে তুমি দুটো জিনিসকে বিপদে ফেলেছিলে।

শর্বিলক—দুটো জিনিস কী কী ?

মদনিকা—তোমার দেহ আর চরিত্র।

শর্বিলক—আরে বোকা মেয়ে, সাহসেই লক্ষ্মী বাস করেন।[২]

মদনিকা—শর্বিলক, এখন পর্যন্ত তোমার চরিত্রে কোন দোষ ঘটে নি, কিন্তু

আমার জন্যে একটা অপরাধের কাজ করা কি তোমার উচিত হয়েছে ?

শর্বিলক—আমি কখনো পুষ্পিতা লতার মতো গয়না-পরা মেয়েদের চুরি করি না, ব্রাহ্মণের সম্পদ[৩] কিংবা যজ্ঞের সোনা চুরি করি না, অর্থের জন্যে আমি কখনো ধাত্রীর কোল থেকে শিশুকে ছিনিয়ে নিই না। চুরি করার সময়েও আমার মন কোন্‌টা ভালো আর কোন্‌টা মন্দ তা বিচার করে ॥৬॥

কাজেই বসন্তসেনাকে বলো—

'দয়া করে আমার ভালবাসার খাতিরে যেন আপনারই দেহের মাপে তৈরি—এই অলঙ্কার গোপনে পরবেন।'

মদনিকা—দেখ শর্বিলক, গয়না পরা আর গোপনে এ দুটো জিনিস এক সঙ্গে হয় না। কৈ, আনো দেখি, একবার গয়নাগুলো দেখি।

শর্বিলক—এই যে অলংকার। (সসংকোচে হাতে দেয়)

মদনিকা—(ভালো করে দেখে) এ অলংকার যেন আগে কোথাও দেখেছি! কোথায় পেলে, বলো তো ?

শর্বিলক—সে-সব শুনে লাভ নেই, এগুলো ধরো এখন।

মদনিকা—(রেগে গিয়ে) আমাকে যদি এতই অবিশ্বাস তবে আমাকে মুক্ত করতে চাও কেন ?

শর্বিলক—সকালে বাজারে শুনলাম এগুলো নাকি বণিক চারুদত্তের।

(বসন্তসেনা ও মদনিকা দু'জনেই মূর্ছার অভিনয় করে।

শর্বিলক—শান্ত হও মদনিকা! তুমি এখন মুক্ত, তবু তুমি কেন বিচলিত হচ্ছ, কেন তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতাশায় কাঁপছে, তোমার চোখ উত্তেজনায় ঘুরছে কেন ? আমার প্রতি তোমার কি করুণা নেই ?

মদনিকা—(সুস্থ হয়ে) বীরপুরুষ, এই কুকর্ম করতে গিয়ে সে বাড়ির কাউকে মেরে-টেরে ফেল নি ত ?

শর্বিলক—ওগো, মদনিকা, শর্বিলক কোনো ভীত বা নিদ্রিত মানুষকে আঘাত করে না। আমি কাউকে মারিও নি, আঘাতও করি নি।

মদনিকা—সত্যি বলছ ?

শর্বিলক—সত্যি।

বসন্তসেনা—(সংজ্ঞালাভ ক'রে) আঃ! বাঁচলাম।

মদনিকা—এটা তবে সুসংবাদ আমার কাছে।

শর্বিলক—(ঈর্ষান্বিত হয়ে) সুসংবাদ বলতে তুমি কী বোঝাতে চাইছ ?

পূর্বপুরুষদের ন্যায়নিষ্ঠ আচরণে যে বংশ ধন্য সেই বংশে জন্মেও আমি পাপের কাজ করেছি, কারণ আমার হৃদয় তোমার প্রেমে মুগ্ধ। কামনার আগুনে আমার গুণ পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও আমি এখনো মান বিসর্জন দিই নি। তুমি আমাকে বন্ধু বলছ, আবার অন্য পুরুষের প্রতিও আসক্তি দেখাচ্ছ ॥৯॥

(অর্থপূর্ণভাবে)

পৃথিবীতে উচ্চ বংশের যুবকেরা যেন ফলবান্ বৃক্ষ। গণিকারূপী পাখিরা সেই সব ফল খেয়ে তাদের শেষ করে দেয় ॥১০॥

আর এই প্রেম হল আগুন, প্রণয় জ্বালানি এবং কামলীলা তার শিখা। মানু

এতে তার যৌবন ও সম্পদ আহুতি দেয় ॥১১॥

বসন্তসেনা—(হেসে) ওর এই আবেগ ভুল জায়গায়।

শর্বিলক—আমার মতে, যারা স্ত্রীলোককে অথবা সম্পদকে বিশ্বাস করে তারা সব দিক দিয়েই বোকা। স্ত্রীলোক আরা সম্পদ সাপিনীর মতোই কুটিল ভাবে চলে ॥১২॥ স্ত্রীলোককে ভালবাসা ঠিক নয়, স্ত্রীলোক তার প্রতি আসক্ত মানুষকে অপমান করে। যে স্ত্রীলোকের হৃদয়ে প্রেম আছে তাকেই কেবল ভালবাসা উচিত, যে স্ত্রীলোকের হৃদয়ে তা নেই তাকে ত্যাগ করা উচিত ॥১৩॥

এ কথা খুব সত্যি যে—

এ সব মেয়ে মানুষেরা টাকার জন্যেই হাসে, টাকার জন্যেই কাঁদে! এরা নিজেদের প্রতি পুরুষকে বিশ্বস্ত করে তোলে, কিন্তু নিজেরা পুরুষকে অবিশ্বাস করে। কাজেই উঁচু বংশের সচ্চরিত্র লোকের উচিত এদের শ্মশানের ফুলের মতো এড়িয়ে চলা ॥১৪॥

মেয়েদের স্বভাব সাগরের ঢেউয়ের মতো চঞ্চল, তাদের অনুরাগ সন্ধ্যের মেঘের রেখার মতোই ক্ষণিকের, মেয়েমানুষ পুরুষের অর্থ শুষে নিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে বর্ণহীন অলক্তের মতো ত্যাগ করে ॥১৫॥

স্ত্রীলোকেরা সত্যিই চপল—

একজন পুরুষকে হৃদয়ে নিয়ে আর একজনকে কটাক্ষে আহ্বান জানায়, একজনকে অনুরাগসূচক হাবভাব দেখিয়ে একজনকে দেহ দিয়ে কামনা করে[৪] ॥১৬॥

একজন খুব সত্যি কথা বলেছেন—

পাহাড়ের চূড়ায় পদ্মফুল হয় না, গাধা ঘোড়ার বোঝা বইতে পারে না, যব বুনলে ধান হয় না, ঠিক তেমনি গণিকালয়ের স্ত্রীলোকেরা খাঁটি হয় না[৫] ॥১৭॥ ওরে, দুরাত্মা, চারুদত্ত, আজ তোর একদিন কি আমার একদিন। (কয়েক পা এগিয়ে যায়)

মদনিকা—(বস্ত্রাঞ্চল ধরে) কী সব আবোল তাবোল বকছ, অকারণে রাগ করছ।

শর্বিলক—অকারণে কেন?

মদনিকা—এই গয়না আর্য বসন্তসেনার।

শর্বিলক—তাতে কী হয়েছে?

মদনিকা—এই গয়না চারুদত্তের কাছে গচ্ছিত ছিল।

শর্বিলক—কী জন্যে?

মদনিকা—(কানে কানে) এর জন্যে।

শর্বিলক—(লজ্জায়) হায়! কী কষ্ট!

গ্রীষ্মে তাপিত হয়ে ছায়ার জন্য যে শাখার আশ্রয় নিলাম, অজ্ঞতার বশে আমি সেই শাখাকেই নিষ্পত্র করলাম ॥১৮॥

বসন্তসেনা—এ সত্যি দুঃখিত। তা হলে না জেনেই কাজটা করে ফেলেছে।

শর্বিলক—মদনিকা, তা হলে এখন কী করা উচিত।

মদনিকা—এ ব্যাপারে তুমি যা ভাল বোঝ। তুমি অভিজ্ঞ লোক।

শর্বিলক—তা নয়, বুঝলে—

এ সব স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতই অভিজ্ঞা, কিন্তু পুরুষের অভিজ্ঞতা শাস্ত্র থেকে পাওয়া ॥১৯॥

মদনিকা—শর্বিলক, যদি আমার বুদ্ধি নাও তো এ অলংকার সেই মহানুভবকেই ফিরিয়ে দিয়ে এস।

শর্বিলক—তিনি যদি রাজদ্বারে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করেন ?

মদনিকা—চাঁদের কি তাপ থাকে ?

বসন্তসেনা—সুন্দর বলেছ, মদনিকা, সুন্দর বলেছ !

শর্বিলক—আমার এই দুঃসাহসের কাজের জন্যে আমার দুঃখ বা ভয় কোনোটাই হচ্ছে না। তবু তুমি আমাকে সেই ভালো মানুষটির গুণের কথা কেন বলছ ? এই জঘন্য কাজটাই আমাকে লজ্জা দিচ্ছে ? রাজা আমাদের মতো ধূর্ত লোকদের কী করতে পারেন ? ॥২০॥

তবুও এটা নীতিবিরুদ্ধ। অন্য কোনো উপায় ভাবো।

মদনিকা তা হলে আর-একটা উপায় আছে।

বসন্তসেনা—আর একটা উপায় ! সেটা কী হতে পারে ?

মদনিকা—সেই আর্যের (চারুদত্তের) লোক হয়ে এই অলংকার আর্যার (বসন্তসেনার) কাছে নিয়ে যাও।

শর্বিলক—যদি তাই করি, তাহলে কী হবে ?

মদনিকা—তা হলে তুমি চোর হলে না, আর্যেরও ঋণ রইল না, আর আর্যাও তাঁর গয়না পেয়ে গেলেন।

শর্বিলক—কিন্তু এতে বিপদ আছে।

মদনিকা না গো, মশাই না ! আর্যার কাছেই নিয়ে যাও। বরং না গেলেই বিপদ !

বসন্তসেনা—সাবাস, মদনিকা, সাবাস ! ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকের মতোই বলেছ।

শর্বিলক—তোমার কথা শুনে আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল। রাত্রিবেলায় চাঁদ ডুবে গেলে পথ দেখাবার লোক পাওয়াই শক্ত ॥২১॥

মদনিকা—তা হলে তুমি কামদেবের মন্দিরে একটু বোসো, আর্যাকে তোমার আসার খবরটা দিই গে।

শর্বিলক—ঠিক আছে।

মদনিকা—(এগিয়ে গিয়ে) আর্যা চারুদত্তের কাছ থেকে একজন ব্রাহ্মণ এসেছেন।

বসন্তসেনা ওলো, চারুদত্তের লোক চিনলি কী করে ?

মদনিকা—ওমা, নিজের লোককে চিনবা না ?

বসন্তসেনা—(নিজের প্রতি মাথা নেড়ে ও হেসে) ঠিক বলেছিস। (প্রকাশ্যে) তা ভেতরে নিয়ে আয়।

মদনিকা—তাই যাচ্ছি। (কাছে গিয়ে) শর্বিলক, ভেতরে এস।

শর্বিলক (বিচলিত ভাবে এগিয়ে যায়) আর্যার মঙ্গল হোক।

বসন্তসেনা—নমস্কার। আর্য বসুন।

শর্বিলক—বণিক (চারুদত্ত) বলে পাঠিয়েছেন—আমার বাড়িটা ভাঙাচোরা, এই পেটিকা রক্ষা করা কঠিন। কাজেই দয়া করে এটা ফেরত নিন। (মদনিকার হাতে দিয়ে চলে যেতে চায়)

বসন্তসেনা—আর্য, আমারও একটি প্রতিবার্তা তাঁকে পেঁৗছে দেবেন।
শর্বিলক—(স্বগত) সর্বনাশ। তাঁর কাছে কে যাবে? (প্রকাশ্যে) আপনার বার্তাটি কী?
বসন্তসেনা—মদনিকাকে গ্রহণ করতে হবে।
শর্বিলক—আর্যা, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।
বসন্তসেনা—আমি পারছি।
শর্বিলক—আপনি কী বলতে চান—
বসন্তসেনা—চারুদত্ত আমায় বলছেন যে যিনি আমাকে গয়না দিতে আসবেন তাঁর হাতে আমি যেন মদনিকাকে সমর্পণ করি। কাজেই বুঝতে পারছেন, তিনিই মদনিকাকে আপনার হাতে দিতে চান।
শর্বিলক—(স্বগত) এই রে, আমি ধরা পড়ে গেছি! (প্রকাশ্যে) সাধু, আর্য চারুদত্ত, সাধু।

মানুষের উচিত সর্বদা গুণী হবার চেষ্টা করা। গরীব হলেও গুণী লোক গুণহীন ধনীর মতো নয় ॥২২॥

তাছাড়া -

মানুষের উচিত গুণের অধিকারী হতে চেষ্টা করা, কারণ গুণ দিয়ে পাওয়া যায় না এমন কিছু নেই। গুণ আছে বলেই চাঁদ শিবের অলংঘ্য ললাটে উঠতে পেরেছে।

বসন্তসেনা—গাড়ির চালক কোথায়?

(গাড়ি নিয়ে[৬] আসে)

চেট—আর্যা. গাড়ি প্রস্তুত।
বসন্তসেনা—ওলো, মদনিকা, আমার দিকে ভালো করে তাকা। তোকে দান করলাম। নে এবার গাড়িতে ওঠ। আমাকে মনে রাখিস, বুঝলি?
মদনিকা—(কেঁদে) আর্যা আমাকে ত্যাগ করলেন। (পায়ে লুটিয়ে পড়ে)
বসন্তসেনা—এখন থেকে তুইই প্রণামের যোগ্য হলি।[৭] নে ওঠ, বাড়িতে গিয়ে বোস। আর, আমাকে ভুলিস না যেন।
শর্বিলক—আর্যা, আপনার মঙ্গল হোক। ওগো, মদনিকা—এঁর দিকে শুভদৃষ্টিপাত করো। এঁকে মাথা নত করে প্রণাম জানাও। এঁর কৃপাতেই তুমি দুর্লভ বধূআখ্যার অবগুণ্ঠন লাভ করলে ॥২৪॥

(মদনিকাকে নিয়ে গাড়িতে উঠে রওনা দেয়)

(নেপথ্যে)

যে আছ, শোন। নগরপাল আদেশ করেছেন: 'রাখালবালক আর্যক রাজা হবেন'—জ্যোতিষীর এই ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করে ভীত রাজা পালক তাকে ঘোষপল্লী থেকে ধরে এনে ভয়ংকর কারাগারের নরকে বন্দী করে রেখেছেন। কাজেই যে যেখানে আছ' সবাই সাবধান।

শর্বিলক—(শুনে) কী! রাজা পালক আমার বন্ধু আর্যককে বন্দী করে রেখেছেন, আর এদিকে আমি কিনা স্ত্রীকে নিয়ে—ওঃ কী হতভাগা আমি! না—
পৃথিবীতে দুটো জিনিস মানুষের খুবই প্রিয়, বন্ধু আর স্ত্রী। কিন্তু এখন

আমার কাছে বন্ধু শত শত সুন্দরী স্ত্রীর চেয়েও দামী ॥২৫॥

বেশ, নেমেই যাই (নেমে যায়)

মদনিকা—(চোখের জল ফেলতে ফেলতে হাত জোড় করে) এ আবার কী হল ? আমাকে তবে কোনো গুরুজনের কাছে পাঠিয়ে দাও।

শর্বিলক—বাঃ। তুমি ঠিক বলেছ, প্রিয়া। (চেটের প্রতি) ওহে, তুমি বণিক রেভিলের বাড়ি চেন ?

চেট—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

শর্বিলক—আমার স্ত্রীকে তাহলে সেখানেই নিয়ে যাও।

চেট—আর্যের যা আদেশ।

মদনিকা—আর্য যা বলছেন তাই হোক। তবে, আর্য, তুমি সাবধানে থেকো। (প্রস্থান)

শর্বিলক —আমি এখন—

আমার বন্ধুর মুক্তির জন্যে রাজা উদয়নের পক্ষে যৌগন্ধরায়ণের মতো জ্ঞাতিদের বিজ্ঞ লোকেদের, বাহুবলে যাঁরা খ্যাত হয়েছেন তাঁদের আর রাজা অপমান করেছেন বলে যে সব রাজকর্মচারীরা ক্রুদ্ধ তাঁদের সবাইকে উত্তেজিত করে তুলব ॥২৬॥

শুধু তাই নয়—

রাহু যেমন চাঁদকে আবদ্ধ করে তেমনি যে-সব অসৎ শত্রুরা ভয় পেয়ে অকারণে আমার প্রিয় বন্ধুকে আটকে রেখেছে তাদের ওপর হঠাৎ হানা দিয়ে আমি রাহু মুখে স্থিত চন্দ্রবিম্বের মতো আমার বন্ধুকে উদ্ধার করব ॥২৭॥

(প্রস্থান)

(চেটের প্রবেশ)

চেট —আর্যা, কী সৌভাগ্য আপনার ! আর্য চারুদত্তের কাছ থেকে একজন ব্রাহ্মণ এসেছেন আপনার কাছে।

বসন্তসেনা—সত্যি, আজকের দিনটি খুব সুন্দর। ওলো, তোরা কেউ তাঁকে সসম্মানে বন্ধুলের সঙ্গে এখানে নিয়ে আয়।

চেটী—আপনার যা আদেশ। (প্রস্থান)

(বন্ধুল সহ বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক—হা ! হা ! রাক্ষসরাজ রাবণ তপস্যা করে পাওয়া পুষ্পক রথে চেপে যাওয়া-আসা করতেন, আর আমি সামান্য এক ব্রাহ্মণ কোনো তপস্যা না করেই কেমন দিব্যি একদল পুরুষ আর মহিলার সঙ্গে চলেছি।

চেটী—মশাই, বাড়ির দরজাটার দিকে চেয়ে দেখুন।

বিদূষক—(বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখে) আহা, বসন্তসেনার বাড়ির দরজাটার দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায় ! জল দিয়ে ধুয়ে গোবর লেপন করা হয়েছে। নানারকম সুগন্ধি ফুলে মেঝে সাজানো। হাতীর দাঁতের তোরণটি যেন আকাশ দেখার কৌতুহল নিয়ে অনেক উঁচুতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। দরজায় মল্লিকার মালা দুলছে—মনে হয় বুঝি হাতীর শুঁড় দুলছে। মহামূল্য রত্নখচিত হাতীর দাঁতের তোরণে সৌভাগ্যসূচক পতাকা উড়ছে - যেন হাওয়ায় দুলতে-দুলতে আমাদের আহ্বান জানাচ্ছে। তোরণের থামের নিচে বেদীর দুপাশে স্ফটিকের তৈরি মঙ্গলকলস, তার ওপর হলদে রঙের আমের শাখা। সোনার কপাট মহাসুরের

বুকের মতো দুর্ভেদ্য, তাতে ঘন ঘন পেরেক লাগানো। এই দরজা গরিব লোকের মনে আশা জাগিয়ে আবার দুঃখ দেয়। এমন কি উদাসীনের দৃষ্টিকেও আকৃষ্ট করে।

চেটী—আসুন, আসুন—দয়া করে প্রথম মহলে আসুন।

বিদূষক—(প্রবেশ করে ও দেখে) আহা, অপূর্ব। এই প্রথম মহলে চাঁদ কিংবা শাঁখের বরণ, মৃণালের মতো চকচকে চূণকামকরা নানা ধরনের রত্নখচিত সোনার সিঁড়ি যুক্ত সারি সারি প্রাসাদ দেখছি। মুক্তোর মালায় সাজানো স্ফটিকের জানালা যেন প্রাসাদগুলোর চাঁদমুখ—যা দিয়ে ওরা সারা উজ্জয়িনীনগরটিকে দেখছে। আবার শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের মতো দারোয়ানেরা দিব্যি ঘুমোচ্ছে। কাকেদের দই আর কলমা চালের ভাত খেতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারা লোভী হলেও চূণ-মাখানো মনে করে সে ভাত খাচ্ছে না। এরপর কোথায় যেতে হবে, বলো।

চেটী—আসুন, এই যে দয়া করে দ্বিতীয় মহলে আসুন।

বিদূষক—(প্রবেশ করে ও চারিদিক দেখে) আহা! অপূর্ব! ঘাস-ভুষি খেয়ে পুষ্ট তেল-কুচকুচে শিঙওয়ালা গাড়িটানা সব বলদ দেখছি। এখানে আবার একটা মোষ, সৎকুলজাত অপমানিত মানুষের মতো ভোস ভোস করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে। এদিকে আবার যুদ্ধশেষে মল্লবীরের ঘাড় মলে দেবার মতো একটি মেয়ের ঘাড় মলে দেওয়া হচ্ছে। ওদিকে আবার অশ্বদের কেশবিন্যাস করে দেওয়া হচ্ছে। আস্তাবলে চোরের মতো একটি বানর আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। (অন্যদিকে তাকিয়ে) এখানে মাহুতেরা দেখছি হাতীকে তেলমাখা ভাতের পিণ্ড খাওয়াচ্ছে। বলো, এবার কোথায় যেতে হবে।

চেটী—আসুন, তৃতীয় মহলে আসুন।

বিদূষক—(প্রবেশ করে ও চারিদিক দেখে) বাঃ! এই তৃতীয় মহলে দেখছি ভদ্র-সন্তানদের বসবার জন্যে আসন সাজানো হয়েছে। বেদিকার ওপরে অর্ধ-পঠিত পুস্তক ও মণিখচিত পাশায় গুটি পড়ে আছে। এদিকে আবার রতিশাস্ত্রে বিজ্ঞ গণিকা ও বৃদ্ধ রসজ্ঞেরা নানা রঙের চিত্রফলক হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর পর কোথায় যেতে হবে বলো।

চেটী—আসুন. এই চতুর্থ মহলে আসুন।

বিদূষক—(প্রবেশ করে ও চারিদিক দেখে) বা বা, চমৎকার! চতুর্থ মহলে দেখছি যুবতীর করাঘাতে মৃদঙ্গ বেজে উঠছে. মেঘগর্জনের মতো কী গম্ভীর ধ্বনি! স্বর্গের পুণ্যশেষে খসে-পড়া নক্ষত্রদের মতো কর্তালগুলি নেমে এসে কেমন তালে তালে পড়ছে। ভ্রমরের গুঞ্জনের মতো বাঁশি-তবলা কেমন মধুরভাবে বেজে উঠছে। এখানে আবার ঈর্ষা-প্রণয়-ক্রুদ্ধা কামিনীর মতো বীণাটিকে কোলে নিয়ে নখের আঘাতে বাজানো হচ্ছে। এখানে ফুলের মধুপানে মত্ত ভ্রমরের মতো গণিকাকন্যারা কামনামদির নৃত্যে মেতে উঠেছে। আর বাতাস ধরে রাখবার জন্যে বাতায়নে জলের কলসীগুলো উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এর পর কোথায় যেতে হবে বলো।

চেটী—এবার চলুন পঞ্চম মহলে।

বিদূষক—(প্রবেশ করে ও দেখে) এই পঞ্চম মহল তো দেখছি মনমাতানো হিঙ্ আর

তেলের গন্ধে ভুর-ভুর করছে, এই গন্ধে কাঙালের ক্ষিধে বেড়ে যায়। সদা-উত্তপ্ত রন্ধনশালাটি যেন হাঁসফাঁস করছে, উনুনগুলোর নানা আকারের রন্ধ্রপথ দিয়ে নানাজাতীয় সুভাস বের হচ্ছে। এত নানা ধরনের খাবার তৈরি হচ্ছে যে আমার লোভ ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। ওদিকে আবার কশাই-বালকটি কাটা-পশুর পেটের মাংস ছেঁড়া কাপড়ের মতো কচলে-কচলে ধুচ্ছে। রাঁধুনী নানাধরনের খাবার তৈরি করছে—মিষ্টি বানাচ্ছে, পিঠে ভাজছে। (স্বগত) ও আমাকে তাড়াতাড়ি পাতা ধুয়ে নিয়ে পেটপুরে খাবার অনুরোধ কখন জানাবে! (অন্যদিকে তাকিয়ে) সত্যি বলতে কি, গৃহের এই স্থানটি বন্ধুল আর নানা অলঙ্কারে ভূষিতা গণিকারা গন্ধর্ব-অপ্সরাদের মতো যেন স্বর্গ রচনা করেছে। আচ্ছা, তোমরা—যারা বন্ধুল বলে পরিচিত তারা কে বলো দেখি?

বন্ধুলেরা—আমরা হস্তিশাবকের মতো ঘুরিফিরি, অন্য লোকের গৃহে পালিত হই, পরের খাবার খেয়ে বাঁচি, অন্য মানুষের ঔরসে অপরিচিতা নারীর গর্ভে জন্ম নিই, পরের ধন ভোগ করি, আমাদের নিজেদের কোন গুণ নেই ॥২৮॥

বিদূষক—ওগো, এরপর কোথায় যাব চলো।

চেটী—আসুন, আসুন এই ষষ্ঠ মহলে আসুন।

বিদূষক—(প্রবেশ করে ও চারিদিক দেখে) মরি মরি! এই ষষ্ঠ মহলে এই সব অপূর্ব শিল্পকীর্তির নিদর্শন তোরণগুলি স্বর্ণখচিত নীল রত্নে মণ্ডিত হয়ে ইন্দ্রধনুর মতো শোভা পাচ্ছে। মণিকারেরা প্রবাল, পুষ্পরাগ, ইন্দ্রনীল, কর্কেতরক, পদ্মরাগ, মরকত প্রভৃতি রত্ন নিয়ে পরস্পর পরামর্শ করছে, সোনায় মণি বসানো হচ্ছে, সোনার অলঙ্কার তৈরি হচ্ছে, লাল রেশমী সুতোয় বাঁধা হচ্ছে মুক্তোর অলঙ্কার, বৈদূর্যমণি ধীরে ধীরে মাজা হচ্ছে, শাঁখা কাটা হচ্ছে, প্রবাল শাণে ঘষা হচ্ছে, ভিজে কুমকুম শুকোতে দেওয়া হয়েছে, কস্তুরী ভিজোনো হচ্ছে, চন্দন বাঁটা হচ্ছে। গণিকারা তাদের কামার্ত পুরুষদের কর্পূর-মেশানো পান দিচ্ছে—কটাক্ষ হানছে, হাসছে; তৃপ্তিসূচক শব্দ করে অনবরত মদ্যপান করে চলেছে। এই সব দাস-দাসীরা ও পুরুষেরা তাদের স্ত্রী' সম্পত্তি ও শিশু-সন্তানদের ছেড়ে এখানে এসে গণিকাদের উচ্ছিষ্ট মদ্য পান করছে। এরপর কোথায় যেতে হবে বলো।

চেটী—আসুন, একবার সপ্তম মহলে চলুন।

বিদূষক—(প্রবেশ করে ও দেখে) কী আশ্চর্য। এখানেও ওই সপ্তম মহলে দেখছি পায়রা-জুটিরা পরস্পরকে চুম্বন করে কেমন সুখ অনুভব করছে। খাঁচার মধ্যে শুক-পাখি দই-ভাতে উদর-পূর্ণ ব্রাহ্মণের মতো বেদমন্ত্র পাঠ করছে। এদিকে আবার কয়েকটি ময়না-শালিক প্রভুর আদুরে দাসীর মতো কী সব বিড়বিড় ক'রে বকে চলেছে। কোকিলেরা নানা ফলের রসাস্বাদে কণ্ঠকে ভিজিয়ে নিয়ে কুট্টিনীর মতো তারস্বরে চীৎকার করছে। সারি সারি খাঁচা ঝুলছে। 'লওয়া'-পাখিদের লড়াইয়ের জন্যে উত্তেজিত করা হচ্ছে, কপিঞ্জল-পাখিরা আলাপন করছে। খাঁচায় পায়রা বসে আছে। নানান মণি-মাণিক্যে চিত্রিত গৃহপালিত ময়ূরটি আনন্দে নাচতে নাচতে পেখম মেলে রৌদ্রতপ্ত প্রাসাদটিকে যেন চামর দিয়ে বাতাস করছে—(অন্যদিকে তাকিয়ে) এখানে দেখছি জমাট-বাঁধা জ্যোৎস্নার মতো রাজহংসেরা

সুন্দরী যুবতীদের পেছনে পেছনে যেন তাদের পদ-গতি শিখে নেবার জন্যে হাঁটছে। আর এখানে এই সব পোষা সারসেরা বৃদ্ধের মতো চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। আহা অপূর্ব! গণিকারা নানা পাখির এক বিরাট সমাবেশে কী সুন্দর প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। সত্যি বলতে কি, এই গণিকালয়টি আমার কাছে নন্দন-কাননের মতো মনে হচ্ছে। চলো, কোথায় যেতে হবে।

চেটী—আসুন, এবার অষ্টম মহলে আসুন।

বিদূষক—(প্রবেশ করে ও দেখে) আচ্ছা, ঐ যে লোকটি রেশমী চাদর গায়ে আর নানা বিচিত্র অলংকার পরে কেমন যেন অদ্ভুত ভঙ্গিতে থেমে থেমে চলাফেরা করছেন—উনি কে?

চেটী—ইনি হলেন মনিবকন্যার ভাই।

বিদূষক—আচ্ছা, কতটা তপস্যা করলে বসন্তসেনার ভাই হওয়া যায়? না এ আমি কী বলছি! কারণ, যদিও তাঁর দেহ রাজকীয় ও জমকালো পোষাকে আবৃত এবং সুবাসযুক্ত তবু তিনি শ্মশানে জাত পুষ্পিত, সুগন্ধি ও আকর্ষণীয় চাঁপাগাছের মতোই সকলের অনাদৃত ॥২৯॥

(অন্যদিকে চেয়ে) আর ঐ যে উঁচু আসনে বসে ফুলের কারুকার্যখচিত চাদর গায়ে, তেলে চোবানো চুকচুকে জুতো পরা—ইনি আবার কে?

চেটী—ইনি হলেন আমাদের মনিবকন্যার মা।

বিদূষক—এই কুৎসিত ডাইনীর পেটটি কী বিরাট! এই শিবমূর্তিটিকে দ্বারের শোভার জন্যেই কি এখানে রাখা হয়েছে?

চেটী—আমাদের মাকে নিয়ে ওভাবে পরিহাস করবেন না। উনি 'চাতুর্থিক' পালা-জ্বরে ভুগছেন।

বিদূষক—ওগো 'চাতুর্থিক'! এই ব্রাহ্মণটিকে একবার কৃপা করো।

চেটী—তা হলে মরবে যে!

বিদূষক—(পরিহাসপূর্বক) এ ধরনের মোটা আর ভুঁড়িওয়ালা লোকদের মরণই ভালো। সোমসুধারস পান করে করে মায়ের আমার এই করুণ অবস্থা। মা যদি আমার দেহ রাখেন তাহলে হাজার শেয়ালের ভোজ হবে ॥৩০॥

ও মেয়ে, তোমাদের বাণিজ্য জাহাজ-টাহাজ কি বিদেশে যাতায়াত করে?

চেটী—মোটেই না।

বিদূষক—দেখো দেখি, এ আবার কী জিজ্ঞাসা করছি। নির্মল প্রেমের জলে কাম-সমুদ্রে তোমাদের স্তন, নিতম্ব, জঘনাদিই তো মনোহর জলযান। সে যা-হোক, বসন্তসেনার এই আটমহলা বাড়ি দেখে আমার মনে হচ্ছে, বুঝি তিন ভুবন এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। প্রশংসার বাণী আমি খুঁজে পাচ্ছি না, একে গণিকালয় বলব, না কুবেরের বাড়ি বলব জানি না। হ্যাঁ, তোমাদের মনিব-কন্যাটি কোথায়?

চেটী—তিনি ঐ বাগানে আছেন, দয়া করে চলুন।

বিদূষক—(প্রবেশ করে ও দেখে) আহা! কী অপূর্ব! বাগানটি সত্যি বড়ো চমৎকার। কত রকমের গাছের বাহার, কত বিচিত্র সব ফুল ফুটে রয়েছে। নধর বৃক্ষের তলায় যুবতীদের জঘনের মাপমতো সব দোলনা ঝুলছে। সত্যিকথা বলতে কি, চম্পা, যূঁই, শেফালি, মালতী আর নবমল্লিকা প্রভৃতি নানান ফুলের সমারোহে

বাগানটি যেন নন্দনকাননের শোভা ধারণ করেছে। (অন্য দিকে চেয়ে) এদিকে আবার নতুন সূর্যের মতো উজ্জ্বল রক্ত-লাল পদ্মে দীর্ঘিটি আবৃত। তা ছাড়া, —অশোকের গাছে গাছে নবীন পুষ্পপত্রের উদ্গমের ফলে মনে হচ্ছে বুঝি সংগ্রামী কোনো মল্লের রক্তাক্ত সুশোভন শরীর ॥৩১॥

তা, তোমাদের মনিব-কন্যাটি কোথায় ?

চেটী নিচের দিকে তাকান—ওঁকে দেখতে পাবেন।

বিদূষক—(দেখে অগ্রসর হয়ে) কল্যাণ হোক।

বসন্তসেনা—এ কী ! মৈত্রেয়মশাই যে ; (উঠে) আসুন, আসুন। এই যে আসন গ্রহণ করুন।

বিদূষক - আপনি বসুন।

(উভয়ে বসে)

বসন্তসেনা—বণিকপুত্রের কুশল তো ?

বিদূষক—হ্যাঁ, তিনি কুশলেই আছেন ?

বসন্তসেনা - মৈত্রেয়মশাই, এখন গুণ যাঁর কিশলয়, বিনয় শাখা-প্রশাখা, সুযশ কুসুম আর মূলটি হল বিশ্বাস, যার ফল ধরে নিজের গুণে—এমন বৃক্ষে বন্ধু-বান্ধব-রূপ পাখিরা কি সুখে বাস করে ? ॥৩২॥

বিদূষক—(স্বগত) হতচ্ছাড়া বেটী ধরেছে ঠিক ? (প্রকাশ্যে) তা করে বৈ কি।

বসন্তসেনা—এখন আগমনের হেতু ?

বিদূষক—তা হলে শুনুন, মহাশয়া। মাননীয় চারুদত্ত শিরস্পর্শ করে আপনাকে এই বার্তা জানাতে বলেছেন—

বসন্তসেনা (জোড়হাতে) কী তাঁর বার্তা ?

বিদূষক—তিনি জানিয়েছেন—"আমি সেই অলংকারগুলি নিজের দ্যূতক্রীড়ায় হারিয়েছি, সেই জুয়াড়ীও রাজার কাছে কোথায় চলে গেছে জানি না।"

চেটী—আপনার সৌভাগ্য, মা, আর্য চারুদত্ত জুয়াড়ী হয়েছেন।

বসন্তসেনা—(স্বগত) এও কি সম্ভব ! চোরে চুরি করে নিয়ে গেছে তবু নিজের মহত্ত্বে বলছেন কিনা—"দ্যূতক্রীড়ায় হারিয়েছি।' এই জন্যেই তো তাঁকে আমি ভালবাসি।

বিদূষক—ক্ষতিপূরণস্বরূপ দয়া করে এই রত্ন-হারটি গ্রহণ করুন।

বসন্তসেনা—(স্বগত) অলংকারগুলো দেখাবো ? না, এখনই নয়।

বিদূষক—আপনি কি তবে এই রত্নহার গ্রহণ করবেন না ?

বসন্তসেনা—(হেসে, সখীর মুখের দিকে চেয়ে) নেব না কেন, মৈত্রেয়মশাই ? (রত্নহার নিয়ে নিজের পাশে রেখে, স্বগত) আম্রতরু পুষ্পহীন হয়ে গেলেও তা থেকে মধু-বিন্দু ঝরে। (প্রকাশ্যে) জুয়াড়ী চারুদত্তকে আমার নাম করে বলবেন আজ সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব।

বিদূষক—(স্বগত) সেখানে গিয়ে না জানি কী আবার আদায় করার মতলব ! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, বলে দেব। (স্বগত) বলব—যদি বাঁচতে চাও তো এই গণিকাবেটীর সঙ্গ ছাড়ো।

(প্রস্থান)

বসন্তসেনা—ওলো, অলংকারগুলো ধর, চারুদত্তের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

চেটী—এদিকে দেখুন মা, দেখুন। অকালে ঝড় উঠছে।

বসন্তসেনা—মেঘ জমুক, আঁধার নামুক, অবিরাম বর্ষণ হোক। আমার হৃদয় প্রিয়-সঙ্গের জন্যে উতলা হয়েছে, আজ আর কোনো কিছুই গ্রাহ্য করব না। ওলো, তাড়াতাড়ি হারটা নিয়ে আয় ॥৩৩॥

(সকলের প্রস্থান)

॥ 'মদনিকা ও শর্বিলক' নামক চতুর্থ অঙ্কের সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × পঞ্চম অংক × × × × × × × × × × × × × ×

(তারপর আসনস্থ উৎকণ্ঠিত চারুদত্তের প্রবেশ)

চারুদত্ত— উ'চুদিকে তাকিয়ে) অসময়ে দুর্যোগ ঘনালো। কারণ—

যা ময়ূরেরা পেখম মেলে দেখছে, মানসসরোবরের উদ্দেশ্যে প্রস্থানে উন্মুখ হংসদল[১] যা অনুমোদন করছে না, সেই অকাল-মেঘ একই সঙ্গে আকাশ এবং উৎকণ্ঠিত প্রেমিকের হৃদয়[২] আচ্ছন্ন করছে ॥১॥

তাছাড়া—

জলে-ভেজা মহিষের উদরের মতো ভ্রমর-নীল মেঘ শোভা পাচ্ছে। বিদ্যুৎপ্রভায় তার হলুদরঙের রেশমী চাদর তৈরি হয়েছে। সংলগ্ন বলাকা-পংক্তিরূপ শঙ্খ ধারণ করেছে সে। সে যেন দ্বিতীয় বিষ্ণুর মতো[৩] আকাশ আক্রমণ করতে চলেছে ॥২॥

তাছাড়া—

চক্রধারী বিষ্ণুর মতো একখণ্ড মেঘ উঠে আসছে। বিষ্ণুদেহের মতো তা শ্যামবর্ণ, বক্র বলাকা পঙ্‌ক্তিতে তার শঙ্খ রচিত হয়েছে, বিদ্যুৎ-তন্তুই তার পীতবস্ত্র ॥৩॥

মেঘের গর্ভ থেকে বৃষ্টিধারা গলিত রজতের সঞ্চিত ধারার মতো ঝরে পড়ছে। আকাশপটের ছিন্ন সূত্রের মতো সেই ধারা, বিদ্যুৎরূপ প্রদীপের শিখায় যা চকিতে দেখা যাচ্ছে, আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ॥ ॥

বায়ু মেঘমালাকে বিশ্লিষ্ট করে দেওয়ায় আকাশ যেন চিত্রমালায় ভূষিত হয়েছে। কখনও মনে হচ্ছে যেন চক্রবাকমিথুন সংলগ্ন হয়েছে, কখনও বা মনে হচ্ছে উড়ন্ত হাঁসের দল, কোথায় বিক্ষিপ্ত মীন ও মকরের ঝাঁক, কোথাও বা সমুচ্চ সৌধমালা—এইভাবে মেঘ নানা আকৃতিতে রূপ নিচ্ছে ॥৫॥

এই মেঘে অন্ধকার আকাশ যেন ধৃতরাষ্ট্রের সেনার মতো। আনন্দিত ময়ূর যেন শক্তিগর্বে অতিগর্বিত দুর্যোধনের মতো চিৎকার করছে। কোকিল কুহু-ধ্বনি ত্যাগ করছে, পাশাখেলায় পরাজিত যুধিষ্ঠির যেন (মৌন হয়ে) বনপথ ধরেছেন। সম্প্রতি হাঁসেরা পাণ্ডবদের মতো বন থেকে অজ্ঞাতবাসে গিয়েছে ॥৬॥

(চিন্তা করে) অনেকক্ষণ হল মৈত্রেয় বসন্তসেনার কাছে গিয়েছে। এখনও তো এল না।

(প্রবেশ করে)

বিদূষক—ইস্ ! গণিকাদের কী লোভ এবং অসৌজন্য ! একটা অন্য কথাও বলল না। তার স্নেহের অনুরূপ কিছু বলে রত্নহারটি নিল।

এত ধনদৌলত থাকা সত্ত্বেও একটি বার তো বলল না—আর্য মৈত্রেয়, বিশ্রাম করুন। অন্ততঃ এক গেলাস জল খেয়ে যান। এই বাঁদীরবেটী গণিকার মুখদর্শন যেন আমাকে আর না করতে হয়। (সখেদে) মূল নেই অথচ পদ্মচারা গজাচ্ছে, সঁ্যাকরা অথচ চোর নয়। গাঁয়ের পঞ্চায়েৎ অথচ ঝগড়া নেই সেখানে, গণিকা অথচ লোভ নেই তার—এমনটা যে হয় না, একথা লোকে ঠিকই বলে। তাই প্রিয়বয়স্যের কাছে গিয়ে এই গণিকার আসক্তি থেকে ওঁকে নিবৃত্ত করি। (পরিক্রমা করে দেখে) এ কী, প্রিয়বয়স্য যে বাগানে বসে আছেন ! কাছে যাই তাহলে, (কাছে গিয়ে)। কল্যাণ হোক আপনার। সমৃদ্ধিলাভ করুন আপনি।

চারুদত্ত—(দেখে)। এই যে আমার বন্ধু মৈত্রেয় এসেছ। বন্ধু, স্বাগত। বোসো।

বিদূষক—বসেছি।

চারুদত্ত—বন্ধু, যে-কাজের ভার দিয়েছিলাম তার কথা বলো।

বিদূষক—ও কাজ ভেস্তে গিয়েছে।

চারুদত্ত—তিনি কি রত্নহার গ্রহণ করেন নি ?

বিদূষক—আমাদের কি সেই ভাগ্য ?

নবকমলের মতো কোমল অঞ্জলি মাথায় করে গ্রহণ করেছেন।

চারুদত্ত—তাহলে ভেস্তে গেল বলছ কেন ?

বিদূষক—ভেস্তে গেল ছাড়া কী বলব ?

যা আমরা খাই নি পরি নি, যা চোরে নিয়ে গেল, সেই অল্পদামের সোনার বাক্সটার বদলে কিনা আপনি হারালেন রত্নহার—যা চতুঃসমুদ্রের সার !

চারুদত্ত—বন্ধু, ওকথা বোলো না।

যে-আস্থা অবলম্বন করে আমার কাছে তিনি তা গচ্ছিত রেখেছিলেন সেই মহাপ্রত্যয়ের মূল্য দিয়েছি ॥৭॥

বিদূষক—বয়স্য, আর এটাও আমার রাগের আর এক কারণ যে তিনি আঁচলেমুখ ঢেকে সখীকে ইঙ্গিত করে আমাকে যেন উপহাস করলেন। তাই আমি ব্রাহ্মণ হয়ে এখন আপনার কাছে মাথা নত করেঅনুরোধ করছি, বহু অনর্থেরমূল এই গণিকায় আসক্তি থেকে আপনি নিবৃত্ত হোন। গণিকা হচ্ছে জুতোয়-ঢুকে-পড়া ঢিলের মতো, অনেক কষ্ট যা বের করতে হয়। তাছাড়া, বন্ধু ! গণিকা, হাতি, কায়স্থ, ভিক্ষু, গুপ্তচর এবং গাধা—এরা যেখানে বাস করে সেখানে দুষ্টেরাও জন্মায় না।

চারুদত্ত—বন্ধু, এসব নিন্দা করে আর লাভ নেই। আমার অবস্থাই তো আমাকে করেছে। দেখ—

(ক্লান্ত) ঘোড়া দ্রুত ছুটতে বেগের আশ্রয় নেয়, কিন্তু শক্তির অভাবে তার পা তাকে ততটা বইতে পারে না। তেমনি মানুষের বাসনারাশি সর্বত্রই যেতে চায়, কিন্তু খিন্ন হয়ে তারা আবার হৃদয়েই প্রবেশ করে ॥৮॥

তা ছাড়া, বন্ধু—

যার ধন আছে সেই অঙ্গনা তারই, ধনেই তাঁকে পাওয়া যায়। (স্বগত) না, গুণেই তাঁকে পাওয়া যায়। (প্রকাশ্যে) ধন আমাকে পরিত্যাগ করেছে তাই, তাঁকেও আমি ত্যাগ করেছি ।।৯।।

বিদূষক—(নিচে তাকিয়ে। স্বগত) তিনি যে ঊর্ধ্ব দৃষ্টি দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন তাতে মনে হচ্ছে আমি নিবারণ করায় তাঁর উৎকণ্ঠা (অনুরাগ) আরও বেড়ে গেল। প্রেমের গতি যে বক্র একথা ঠিকই বলা হয়ে থাকে। (প্রকাশ্যে) বয়স্য ! তিনি বলেছেন—'চারুদত্তকে বলবেন আজ সন্ধ্যায় আমি তাঁর ওখানে আসব।' মনে হয় রত্নহার পেয়ে তিনি সন্তুষ্ট হন নি, আরও কিছু চাইতেই তিনি আসবেন।

চারুদত্ত—বয়স্য, আসুন, পরিতুষ্ট হয়েই যাবেন তিনি।

চেট—(প্রবেশ করে)—শুনুন সকলে।

মেঘ যতই বর্ষণ করছে আমার পিঠের চামড়াও ততই ভিজে উঠছে আর ঠাণ্ডা হাওয়া যতই বইছে, আমার হৃদয়ও তত কাঁপছে ।।১০।।

(জোরে হেসে)

সাতটি ফুটো-ওয়ালা বাঁশি বাজাই আমি, ঝংকারতোলা সাততারের বীণাও বাজাই আমি। গাধার মতো গান গাই আমি। তুম্বুরুই হোন, আর নারদই হোন, আমার গানের কাছে তাঁরা কে ।।১১।।

আর্যা বসন্তসেনা আমাকে আদেশ করেছেন—কুম্ভীলক, যাও আমার আসার কথা চারুদত্তকে বলো গিয়ে। যাই তাহলে আর্য চারুদত্তের বাড়ি যাই।

(পরিক্রমা করল। প্রবেশ করে এবং দেখে)

এই যে, চারুদত্ত বাগানেই আছেন। আর এই দুষ্ট বামুনটাও আছে দেখছি। কাছেই যাই। সে কী। বাগানের দুয়োর যে বন্ধ। যাক ঐ দুষ্ট বামুনটাকেই ইশারা করি। (কাদার ঢেলা ছুঁড়ল)

বিদূষক এ কী! কে এখানে এসে আমাকে কাদার ঢেলা ছুঁড়ে মারছে, আমি যেন বেড়ায়ঘেরা কদবেল গাছ।

চারুদত্ত—বাগান-বাড়ির ছাতে খেলা করতে করতে পায়রারা হয়তো ফেলেছে।

বিদূষক—হতচ্ছাড়া বাঁদীরবেটা পায়রা ! দাঁড়া আমি এই লাঠিটা দিয়ে দালান থেকে তোদের পাকা আমের মতো মাটিতে ফেলছি ! (লাঠিয়ে উঁচিয়ে দৌড়ল)

চারুদত্ত—(পৈতে টেনে) বয়স্য, বোসো। কী হবে ওর সঙ্গে লেগে ? বেচারা পায়রাটি দয়িতার সঙ্গে থাকুক না।

চেট—এ কী! পায়রাই দেখছে দেখি, আমাকে তো দেখছে না। যা হেকে। আর একটা কাদার ঢেলা ছুঁড়ে মারি। (তাই করল)।

বিদূষক— চারদিক দেখে) আরে ! এ যে কুম্ভীলক ! ওর কাছেই যাই তাহলে। (এসে, দুয়োর খুলে) কুম্ভীলক, ভেতরে এসো, স্বাগত জানাচ্ছি তোমাকে।

চেট—(প্রবেশ করে) আর্য, নমস্কার।

বিদূষক—ওহে ! এমন দুর্যোগে অন্ধকারের মধ্যে তুমি কোথায় এসেছ ?

চেট—তিনি এসেছেন যে।

বিদূষক—তিনি কে ?

চেট—এই যে তিনি।

বিদূষক—ওরে বাঁদীরবেটা, দুর্ভিক্ষের দিনে ভিখিরির মতো তুই 'এষ সা এষ সা' (এই যে তিনি, এই যে তিনি) বলে শোষাচ্ছিস কেন ?

চেট—তুমিও 'কা'-'কা' (কে-কে) করে কাকের মতো চেঁচাচ্ছ কেন ?

বিদূষক—বেশ ! বল্ তাহলে।

চেট—(স্বগত) তা হলে এইভাবেই বলি। (প্রকাশ্যে) তোমাকে একটা হেঁয়ালি শুধোই।

বিদূষক—(বলতে পারলে) আমি তোমার মাথায় পা রাখব।

চেট—বেশ ! কোন ঋতুতে আমের মুকুল ধরে বল তো !

বিদূষক—ওরে বাঁদীর-বেটা ! গ্রীষ্মে।

চেট—না, না।

বিদূষক—(স্বগত) কী বলি তাহলে ? (চিন্তা করে) চারুদত্তের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি। (প্রকাশ্যে) ওরে, একটু দাঁড়া। (চারুদত্তের কাছে গিয়ে) হে বন্ধু, জিজ্ঞেস করছি কোন্ সময়ে আমের মুকুল ধরে বলুন তো।

চারুদত্ত—মূর্খ, বসন্তে।

বিবুষক—(চেটের কাছে গিয়ে) মূর্খ, বসন্তে।

চেট—এবারে দ্বিতীয় প্রশ্ন করছি। সুসমৃদ্ধ গ্রামকে কে রক্ষা করে ?

বিদূষক—কেন, রথ্যা (সৈনিকদের গাড়ি)

চেট—(সহাস্যে) হল না, হল না।

বিদূষক—সংশয়েই পড়লাম দেখছি। (চিন্তা করি) যাই চারুদত্তকেই আবার জিজ্ঞেস করি। (আবার ফিরে চারুদত্তকেই জিজ্ঞেস করল।)

চারুদত্ত—বন্ধু ! সেনা।

বিদূষক—(চেটের কাছে এসে) ওরে—বাঁদীরবেটা ! 'সেনা'।

চেট—দুটো একসঙ্গে বলো তো।

বিদূষক—সেনাবসন্তে।

চেট—উল্টিয়ে বলো।

বিদূষক—(দেহটা ঘুরিয়ে নিয়ে) সেনাবসন্তে।

চেট—ওরে মূর্খ ! ঐ বর্ণগাঁথা পদদুটো ওল্টাও।

বিদূষক—বসন্তসেনা।

চেট—তিনিই এসেছেন।

বিদূষক তাহলে চারুদত্তকে বলি গিয়ে। (কাছে এসে) সেই ধনী মানুষটি আপনার কাছে এসেছে।

চারুদত্ত—আমাদের বংশে ধনী মানুষ আবার কে ?

বিদূষক—বংশে না থাকলেও, দ্বারে আছেন ; বসন্তসেনা এসেছেন।

চারুদত্ত—বয়স্য, আমাকে কি প্রতারণা করছ ?

বিদূষক—যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তাহলে এই কুম্ভীলককে জিজ্ঞাসা করুন। ওরে বাঁদীর-বেটা ! এদিকে আয়।

চেট—(এগিয়ে এসে) আর্য, প্রণাম।

চারুদত্ত—ভদ্র ! স্বাগত। বলো সত্যিই কি বসন্তসেনা এসেছেন।
চেট—বসন্তসেনা সত্যই এসেছেন এখানে।
চারুদত্ত—(সহর্ষে) ভালো সংবাদ পেলে আমি কখনও নিষ্ফল হতে দিই না (অর্থাৎ সুসংবাদবাহীকে আমি পুরস্কৃত করি)। এই পারিতোষিক নাও তুমি (উত্তরীয় দিলেন)
চেট—যাই, আর্যাকে বলি গিয়ে। (নিষ্ক্রান্ত হল)
বিদূষক—আচ্ছা, আপনি কি জানেন এই দুর্যোগে তিনি কেন এসেছেন ?
চারুদত্ত · বন্ধু, তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।
বিদূষক—কিন্তু আমি বুঝতে পারছি। রত্নহারটি কম দামের, স্বর্ণভাণ্ডটি বেশী দামের। তাই পরিতুষ্ট না হতে পেরে আর কিছু চাইতে এসেছেন।
চারুদত্ত—পরিতুষ্ট হয়েই যাবেন তিনি।

(তারপর উজ্জ্বল অভিসারিকার বেশে বসন্তসেনা ও তাঁর সঙ্গে ছত্রধারিণী এবং বিট প্রবেশ করল)।

বিট—(বসন্তসেনাকে উদ্দেশ্য করে) ইনি পদ্মহীন লক্ষ্মী কামদেবের ললিত অস্ত্র। কুলস্ত্রীদের দুঃখ এবং কামরূপ রম্যবৃক্ষের ফল স্বরূপা। রতিকালে লজ্জা প্রকট করে যখন উনি অভিরাম গতিতে চলেন তখন প্রিয় বণিকদল রতিক্ষেত্ররূপ রঙ্গমঞ্চে তাঁকে অনুসরণ করেন ।।১২।।

বসন্তসেনা—দেখো দেখো।

বিরহি-বনিতাদের হৃদয়-অনুকারী (বিদীর্ণ) মেঘরাশি গর্জন করছে। শৈল-শিখরে তাদের ছায়া এসে পড়েছে। এদের গর্জনে হঠাৎ-উড়ে-আসা ময়ূরেরা যেন মণিময় তাল-পাখায় আকাশকে হাওয়া করছে ।।১৩।।

বৃষ্টিধারায় আহত কাদায়-মুখ-লেপা ব্যাঙেরা জল পান করছে। কামাতুর ময়ূরেরা মুক্তকণ্ঠে কেকাধ্বনি তুলছে। কদমফুলকে প্রদীপের মতো দেখাচ্ছে। কুলঘ্ন মানুষ যেমন ক'রে সন্ন্যাসকে আচ্ছন্ন ক'রে কলঙ্কিত করে, মেঘ চাঁদকে যেন তেমনি ক'রে আচ্ছন্ন করেছে। নিচুবংশে জাত যুবতীর মতো বিদ্যুৎও একখানে থাকছে না ।।১৪।।

বসন্তসেনা—ভদ্র ! আপনি ঠিকই বলছেন। এই—

(মেঘ-)গর্জনে মুহুর্মুহু আমাকে নিবারণ ক'রে রাত্রিরূপিণী সপত্নী যেন কুপিতা হয়েই আমার পথরোধ করে চলছে, রে মূঢ়ে, ঘনসংলগ্ন-পয়োধরা, আমার সঙ্গে কান্ত যখন রতিরঙ্গে মত্ত তখন তোমার এখানে আসার প্রয়োজন কী ? ।।১৫।।

বিট—হ্যাঁ, তাই বটে। একে তুমি তিরস্কার করো।
বসন্তসেনা—এ অনড়, স্ত্রীলোকের স্বভাব যা তাই[৬], একে আর তিরস্কার করে কী হবে ? দেখুন, ভদ্র—

মেঘ বর্ষণ করুক, অথবা বজ্রপাত করুক। অভিসারিকারা শীতাতপ গণনা করে না ।।১৬।।

বিট—বসন্তসেনা ! দেখো দেখো। এই যে একজন—

বাতাসে যার বেগ বর্ধিত হয়েছে স্থূল ধারা যার বাণরাশি, গর্জন যার পটহনাদ, স্ফুরিত বিদ্যুৎ যার পতাকা সেই মেঘ, নগরমধ্যে হীনবল শত্রুর কাছ থেকে

রাজা যেমন কর গ্রহণ করে তেমনি করে মেঘ ও আকাশে চাঁদের কর (কিরণ) গ্রহণ করছে অর্থাৎ চাঁদকে আচ্ছন্ন করছে ।।১৭।।

বসন্তসেনা—হ্যাঁ, তাই। এই আর একজন—

যারা গজেন্দ্রের মতো কৃষ্ণবর্ণ, যাদের উদর স্ফীত ও লম্বিত, তড়িৎ এবং বলয়-পঙ্‌ক্তিতে যারা চিত্রিত সেই সব গর্জনশীল মেঘখণ্ড যখন মনকে শল্যবিদ্ধ করে ফেলেছে তখন, হায়! হে হতভাগা দুষ্টবুদ্ধি বক, প্রোষিতভর্তৃকাদের বধনির্দেশে পটহধ্বনির মতো তুমি 'প্রাবৃট্' 'প্রাবৃট'[৭] (বর্ষা বর্ষা) বলে কাটাঘায়ে নুনের ছিটা[৮] দিচ্ছ যেন? ।।১৮।।

বিট—বসন্তসেনা, সত্যিই তাই। আর একটা জিনিস দেখুন। বলাকারূপ শ্বেত-উষ্ণীষ এবং বিদ্যুৎরূপ চামর ধারণ করে আকাশ মত্তহস্তীর সাম্যগ্রহণে ইচ্ছুক হয়েছে ।।১৯।।

বসন্তসেনা—ভদ্র! দেখুন দেখুন।

সিক্ত তমালপত্রের মতো কৃষ্ণবর্ণ এই মেঘরাশি আকাশে সূর্যকে সম্পূর্ণ পান করেছে (গ্রাস করেছে), উইয়ের ঢিবিগুলো বৃষ্টিধারায় আহত হয়ে শরাহত হাতির মতো ভেঙে পড়েছে। (মেঘরাশি) বিদ্যুৎকে কাঞ্চনদীপিকার মতো প্রাসাদ-সঞ্চারিণী এবং জ্যোৎস্নাকে দুর্বলভর্তৃকা স্ত্রীর মতো সবলে অপহরণ করেছে ।।২০।।

বিট—বসন্তসেনা, দেখো দেখো—

বিদ্যুৎরূপ গুণে (জ্বললে আবদ্ধ হাতির মতো পরস্পরের প্রতি ধাবমান এই ধারাবর্ষী মেঘেরা যেন ইন্দ্রের আদেশে পৃথিবীকে রূপোর রশিতে উপরে তুলেছে ।।২১।।

আরো দেখো—

প্রচণ্ড ঝটিকায় ধ্বনিত মহিষকুলের মতো নীলবর্ণ বিদ্যুৎরূপ পাখার বলে জলধির মতো আকাশে সঞ্চরমাণ এই চঞ্চল মেঘরাশি ধারাসম্পাতে নব-শ্যামল শস্যাঙ্কুরবতী মৃৎসুরভি এই ধরিত্রীকে যেন মণিময় শরে বিদ্ধ করছে ।।২২।।

বসন্তসেনা—ভদ্র! আরও দেখুন—

দিঙ্‌মণ্ডলকে কাজলের মতো কালো করে দিয়ে মেঘ উঠে আসছে। ময়ূরেরা 'এসো এসো' বলে তাকে উচ্চ কেকাধ্বনিতে তাকে ডাকছে। উড়ে এসে বকপঙ্‌ক্তি যে তাকে আবেগের সঙ্গে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করছে, পদ্ম ছেড়ে কষ্টে উঠে এসে হাঁসেরা অত্যন্ত উদ্বেগ নিয়ে তাকে দেখছে ।।২৩।।

বিট—তাই বটে। আরও দেখ—

পৃথিবী এখন যেন ধারাসম্পাতে রচিত সৌধের ভিতরে নিশ্চল হয়ে নিদ্রা যাচ্ছে। পদ্মফুলরূপ তার চোখও নিশ্চল হয়েছে। পৃথিবী দিন ও রাত্রিকে হারিয়েছে। বিদ্যুৎ-স্ফুরণের দরুন ভিতরের অন্ধকার ক্ষণকালের জন্যে কাটছে বলে আবার দেখা যাচ্ছে। দিঙ্‌মণ্ডলরূপ তার মুখ অবগুণ্ঠিত। মেঘের আবাস ঐ বিস্তীর্ণ আকাশে অগণিত মেঘের এক ছত্র-আচ্ছাদন রচিত হয়েছে ।।২৪।।

বসন্তসেনা ভদ্র, সত্যিই তাই। দেখুন দেখুন—

অসজ্জনে কৃত উপকারের মতো তারারা বিনষ্ট হয়ে রয়েছে; কান্ত বিযুক্তা নারীর

মতো দিকগুলো শোভা পাচ্ছে না ; মনে হচ্ছে, দেবরাজ ইন্দ্রের অস্ত্রের অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে দ্রবীভূত হয়ে আকাশ জলরূপে ঝরে পড়ছে ॥২৫॥

আরও দেখুন—

প্রথম সম্পদলাভে পুরুষ যেমন করে তেমনি মেঘ নানা রূপ ধারণ করছে—এই উঠছে, এই পড়ছে, এই ঝরে পড়ছে, এই গর্জন করছে, এই অন্ধকার ঘনিয়ে তুলছে ॥২৬॥

বিট—তাই বটে।

আকাশটা যেন বিদ্যুতে বিদ্যুতে জ্বলছে। শত শত বলাকার দরুন যেন হাসছে, ধরাশরবর্ষী ইন্দ্রধনু উদিত হওয়ায় যেন নাচছে, বজ্রের উচ্চধ্বনির দরুন যেন চিৎকার ঝরছে, ঝড়ে যেন টলছে, ঘন কালো সাপের মতো মেঘগুলোর দরুন যেন ধূম উদ্গিরণ করছে বলে মনে হচ্ছে ॥২৭॥

বসন্তসেনা—মেঘ তুমি নির্লজ্জ, কারণ—

প্রিয়গৃহে চলিতা আর্যাকে গর্জনে ভয় দেখিয়ে ধারাহস্তে (বৃষ্টিধারারূপ হস্তে) তুমি আমাকে স্পর্শ করছ ॥২৮॥

হে ইন্দ্র, আমি কি তোমার প্রতি পূর্বে কখনও অনুরাগে আসক্ত হয়েছি যে তুমি মেঘগর্জনরূপ সিংহনিনাদ করছ ? ধারাসম্পাতে এই প্রিয়বাঞ্ছিতা আমার পথরোধ করা উচিত নয় ॥২৯॥

তা ছাড়া—

হে ইন্দ্র, তুমি যেমন অহল্যার জন্যে 'আমি গোতম' একথা বলেছিলে তেমনি, আমারও দুঃখ (এ দুঃখ তুমি হৃদয়ঙ্গম করো)। হে (পরদুঃখে) উদাসীন, মেঘ সরিয়ে নাও ॥৩০॥

তা ছাড়া—

হে ইন্দ্র ! তুমি গর্জনই কর আর বর্ষণই কর বা শত শত বজ্রপাত ঘটাও, দয়িতের মিলনে যে নারীরা চলেছে তাদের তুমি বাধা দিতে পারবে না ॥৩১॥

মেঘ যদি গর্জন করে করুক, কারণ পুরুষেরা নিষ্ঠুর। কিন্তু অয়ি বিদ্যুৎ। তুমিও অঙ্গনাদের দুঃখ বোঝ না ? ॥৩২॥

বিট—ভদ্রে, না না তুমি তিরস্কার কোরো না। এ (বিদ্যুৎ) যে তোমার উপকারিণী। কারণ, ঐরাবতের বুকে চঞ্চল স্বর্ণরজ্জুর মতো, পাহাড়চূড়োয় নিহিত পতাকার মতো, ইন্দ্রভবনের (আকাশের) দীপিকার মতো এ (বিদ্যুৎ) তোমাকে প্রিয়তমের আবাস দেখিয়ে দিচ্ছে ॥৩৩॥

বসন্তসেনা—ভদ্র ! সত্যই তাই। এই সেই গৃহ।

বিট—সকল কলায় অভিজ্ঞ তোমাকে উপদেশ দেবার কিছু নেই। তবু স্নেহ কিছু বলিয়ে নিচ্ছে। এখানে প্রবেশ করে মোটেই বেশি কোপ প্রকাশ করবে না। যদি কুপিতা হও প্রেম রইবে না। আবার কোপ ছাড়া কাম কোথায় ? কুপিতা হও, তাকেও কুপিত করো, কিন্তু প্রসন্ন হোয়ো, প্রিয়কে প্রসন্নও কোরো ॥৩৫॥

তাই হোক। ওহে শোনো, আর্য চারুদত্তকে বলো—কদম্ব ও নীল যে-সময়ে প্রস্ফুটিত হয়ে সুগন্ধ ছড়ায় মেঘমেদুর সময়ে সে কামার্তা ও আনন্দিতা হয়ে প্রিয়ের আবাসে এনেছে। জল তার চূর্ণকুন্তল সিক্ত। বিদ্যুৎ এবং মেঘগর্জনে

সে তার চরণদুটি প্রক্ষালনে রতা, যে চরণদুটির নূপুর কর্দমে ক্লিন্ন ॥৩৫॥

চারুদত্ত—(শুনে) বয়স্য, জেনে এসো ব্যাপারটা কী ?

বিদূষক - আপনার যে আদেশ। (বসন্তসেনার কাছে এসে, সাদরে) আপনার মঙ্গল হোক।

বসন্তসেনা—আর্য, নমস্কার। আপনাকে স্বগত জানাচ্ছি।

বিট—(স্বগত) এইভাবে সুন্দর করে আমাকে বিদায় দেওয়া হল। (প্রকাশ্যে) তাই হোক, শ্রীমতী বসন্তসেনা।

সগর্ব মায়া, ছল ও মিথ্যার যা জন্মভূমি, শাঠ্যই যার আত্মা, সম্ভোগক্রীড়া যাকে নিজের ঘর বানিয়েছে সেখানে রমণসুখের সংগ্রহ গণিকারূপ বিপণির পণ্যের সামান্য বিনিময় দাক্ষিণ্য সহকারে সিদ্ধ হোক ॥৩৬॥

(বিটের প্রস্থান)

বসন্তসেনা—আর্য মৈত্রেয়, আপনাদের দ্যূতকর কোথায় ?

বিদূষক—(স্বগত)—আশ্চর্য ! 'দ্যূতকর' একথা বলে ইনি প্রিয় বয়স্যকে অলংকৃতই করলেন।

(প্রকাশ্যে) শ্রীমতী ! ইনি এই শুষ্ক উদ্যানে।

বসন্তসেনা—আর্য ! 'শুষ্ক উদ্যান' বলতে কী বোঝায় ?

বিদূষক—যেখানে খাওয়ার বা পান করার কিছুই নেই।

(বসন্তসেনার স্মিতহাস্য)

বিদূষক—তাহলে শ্রীমতী প্রবেশ করুন।

বসন্তসেনা—(জনান্তিকে)—এখানে প্রবেশ করে আমি আমি কী বলব

চেটী—দ্যূতকর ! আপনার কাছে এই সন্ধ্যাটি সুখকর তো।

বসন্তসেনা—আমি কি তা বলতে পারব ?

চেটী—অবস্থাগতিকে ভালোই পারবেন।

বিদূষক—শ্রীমতি প্রবেশ করুন।

বসন্তসেনা—(প্রবেশ করে এবং কাছে গিয়ে, ফুলের আঘাত করে) ওগো দ্যূতকর, সন্ধ্যাটি আপনার কাছে সুখকর তো ?

চারুদত্ত—(দেখে)—ও, বসন্তসেনা এসেছে। (সহর্ষে উঠে) প্রিয়ে !

আমার সন্ধ্যা সর্বদাই বিনিদ্রভাবে কাটে, রাত্রিও সর্বদা দীর্ঘশ্বাস ফেলেই কেটেছে। হে বিশাললোচনে ! তোমার সঙ্গে মিলিত হয়েছি বলে আজকে আমার এই সন্ধ্যা দুঃখ দূর করেছে ॥৩৭॥

তাই তোমাকে স্বাগত জানাই। এই যে আসন। বোসো এখানে।

বিদূষক—এই যে আসুন। বসুন আপনি। (বসন্তসেনা বসলেন, তারপর সবাই বসলেন)

চারুদত্ত—বয়স্য, দেখো দেখো—

কর্ণান্তবিলম্বী বর্ষাবারিবর্ষী কদম্বে এঁর যৌবরাজ্যে বৃত রাজতনয়ের মতো একটি স্তন অভিষিক্ত হয়েছে ॥৩৮॥

তাই, হে বয়স্য ! বসন্তসেনার পরিচ্ছদদুটি সিক্ত, অন্য একজোড়া সুন্দর পরিচ্ছদ এনে দাও।

বিদূষক—আপনার যা আদেশ।

চেটী—আর্য মৈত্রেয়, আপনি থাকুন। আমিই আর্যার পরিচর্যা করছি।

বিদূষক—(চারুদত্তকে, জনান্তিকে) বয়স্য, আমি এঁকে কিছু জিজ্ঞেস করব।

চারুদত্ত—তাই করো।

বিদূষক—(প্রকাশ্যে) আপনি এই জ্যোৎস্নাহীন দুর্যোগের অন্ধকারে এলেন কেন বলুন তো ?

চেটী—এই ব্রাহ্মণ কী সরল !

বসন্তসেনা—বরং 'চতুর' এ কথাই বলো।

চেটী—আর্যা জিজ্ঞেস করতে এসেছেন সেই রত্নহারের দাম কত ?

বিদূষক—(জনান্তিকে) আমি তো বলেইছিলাম রত্নহারটি অল্প দামের আর স্বর্ণভাণ্ডটা অনেক দামের। তাই সন্তুষ্ট হতে না পেরে ইনি অন্য কিছু চাইতে এসেছেন।

চেটী ঐ হারটি তো আর্যা নিজের মনে করে জুয়ায় খুইয়েছেন। এখন সেই রাজদূত সভিক জুয়ার সর্দার কোথায় গেল তা জানা যাচ্ছে না।

বিদূষক—আপনি শুধু আমি যা বললাম তারইপুনরুক্তি করছেন।

চেটী · তাকে যতক্ষণ খুঁজে না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ এই রত্নভাণ্ডটি রাখুন।

(বিদূষক চিন্তামগ্ন হলেন)

চেটী—আর্য দেখি একদৃষ্টে দেখছেন এটি। আপনি কি আগে দেখছেন নাকি ?

বিদূষক—এর শিল্পনৈপুণ্য আমার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে।

চেটী · আর্য, আপনার চোখ আপনাকে ঠকিয়েছে। এটি সেই সুবর্ণভাণ্ড।

বিদূষক—(সানন্দে) বয়স্য। এই সেই সুবর্ণভাণ্ড যা আমাদের বাড়ি থেকে চোরে নিয়ে গিয়েছিল।

চারুদত্ত—বয়স্য ! গচ্ছিত প্রত্যর্পণের যে ছলনার কথা আমরা ভেবেছিলাম তাই দেখি আমাদের দিকে ঘুরিয়ে ধরা হয়েছে ! একি সত্যি, না কৌতুকমাত্র ?

বিদূষক বন্ধু, আমার বামনাইয়ের দিব্যি, সত্যি।

চারুদত্ত—এ আনন্দের, সত্যিই আনন্দের।

বিদূষক—(জনান্তিকে) আচ্ছা, জিজ্ঞেস করছি কোত্থেকে চোর পেল এটা ?

চারুদত্ত—না পাবার কী আছে ?

বিদূষক—(চেটীর কানে কানে) এটা কি সেইরকম ?

চারুদত্ত—কী বলা হচ্ছে শুনি ! আমি কি বাইরের লোক ?

বিদূষক- সেই রকমই।

চারুদত্ত—ভদ্রে ! এটা কি সত্যিই সেই স্বর্ণভাণ্ড ?

চেটী—আর্য, হ্যাঁ, সেই ভাণ্ডই।

চারুদত্ত—ভালো খবর পেলে (তাকে আমি নিষ্ফল করি না, উপহার না দিয়ে আমি পারি না)। তাই উপহার হিসেবে এই আংটিটি নাও।

বসন্তসেনা—(স্বগত) এই জন্যেই তো তুমি আমার প্রার্থিত।

চারুদত্ত— (জনান্তিকে) হায় ! ধনহীন লোকের প্রথমতঃ, জীবন থেকেই বা লাভ কি ? কারণ—প্রতিকারের শক্তি নেই ব'লে তার ক্রোধ এবং অনুগ্রহ দুই-ই ব্যর্থ হয়ে যায় ॥৪০॥

তা ছাড়া—

ডানাভাঙা পাখি, শুকিয়ে যাওয়া গাছ, জনহীন সরোবর, বিষদাঁত ভেঙে যাওয়া সাপ আর গরিব মানুষ—এরা সংসারে একই রকম ॥৫১॥

তা ছাড়া—

গরিব মানুষেরা শূন্যগৃহের মতো, নির্জলা কুয়োর মতো, শীর্ণ তরুর মতো। কারণ—পূর্বপরিচিত মানুষদের সঙ্গে মিলন (দুঃখ) বিস্মৃত হলেও আনন্দের সময়টি ব্যর্থ হয় ॥৪২॥

বিদূষক—দুঃখ করবেন না বেশি। (প্রকাশ্যে সপরিহাসে) শ্রীমতী! আমার স্নানবস্ত্রটি ফিরিয়ে দিন।

বসন্তসেনা—আর্য চারুদত্ত এই রত্নহারটি দিয়ে আমাকে পরীক্ষা করাটা কি ঠিক হয়েছে?

চারুদত্ত—(সংকোচের হাস্যে) বসন্তসেনা। দেখো দেখো!

কে সত্য ঘটনাটি বিশ্বাস করত। প্রত্যেকেই আমাকে লঘু করেই দেখত। গৌরবহীন দারিদ্র্য এ সংসারে সংশয়েরই উদ্রেক করে ॥৪৩॥

বিদূষক—চেটী, তুমি কি এখানেই ঘুমোবে?

চেটী—(সহাস্যে)! আর্য মৈত্রেয়! এবারে আপনি নিজেকে অত্যন্ত সরল বলে প্রমাণিত করলেন।

বিদূষক—বয়স্য! আবার দেখি ধারাসারে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। জমিয়ে বসা লোকদের তাড়ানোর জন্যেই বোধহয় মেঘের এই কাণ্ড!

চারুদত্ত—তুমি ঠিকই বলেছ। মেঘের অন্তরাল ভেদ করে জলধারা ঝরছে, মৃণালদণ্ড যেমন পংকের অন্তরাল ভেদ করে প্রবেশ করে তেমনি।

এই বারিধারা যেন চাঁদের দুঃখে দুঃখিত আকাশের অশ্রুধারার মতোই ঝরছে ॥৫৪॥

তাছাড়া—

বলরামের পরিচ্ছেদের মতো প্রতীয়মান মেঘেরা বৃষ্টিধারায় ঝরে পড়ছে, তারা যেন মহৎজনের মনের মতো পবিত্র, আর ভয়ংকর বলে যেন অর্জুনের শরবর্ষণের মতো। দেখে মনে হচ্ছে মেঘেরা যেন ইন্দ্রের মুক্তাসঞ্চয় বর্ষণ করে চলেছে ॥৪৫॥

প্রিয়ে, দেখো দেখো!

মেঘেদের বর্ণ পিষ্টতমালপাতার মতো, সুরভি ও শীতল সান্ধ্য বায়ুতে তারা বীজিত। এমন মেঘে আচ্ছন্ন অম্বরকে মেঘসমাগমে প্রণয়িনীর মতো বিদ্যুৎ ইচ্ছামতো আলিঙ্গন করছে, প্রিয়তমা কান্তকে যেমন আলিঙ্গন করে তেমনি ॥৪৬॥

(বসন্তসেনা শৃঙ্গারভাবের অভিনয় করে চারুদত্তকে আলিঙ্গন করল)

চারুদত্ত—(স্পর্শসুখ অভিনয়ে প্রকাশ করে আলিঙ্গন করে)

হে মেঘ আরও গম্ভীরভাবে গর্জন করো। তোমারই অনুগ্রহে আমার অনঙ্গ-পীড়িত দেহ (প্রিয়া) স্পর্শে রোমাঞ্চিত হয়ে যেন কদম্বপুষ্পে পরিণত হয়েছে[১] ॥৪৭॥

বিদূষক—বয়স্য! বাঁদীরবেটা বর্ষাকাল, তুই অত্যন্ত অনার্য বলে প্রতিপন্ন হলি। কারণ শ্রীমতীকে বিদ্যুতস্ফুরণে ভয় দেখাচ্ছিস।

চারুদত্ত—ভর্ৎসনা করা অন্যায় হবে তোমার। অবিরত বর্ষণ দিয়ে এই দুর্যোগ শতবর্ষ বিরাজিত থাকুক। বিদ্যুৎও স্ফুরিত হতে থাকুক। যেহেতু আমাদের মতো লোকের কাছে দুর্লভ এই প্রিয়া আমাকে আলিঙ্গন করছে ॥৪৮॥

তা ছাড়া, বয়স্য—

তাদের জীবনই ধন্য গৃহে আগত কামিনীদের বৃষ্টিশীতল আর্দ্রদেহে যাদের দেহ আলিঙ্গিত হয় ॥৪৯॥

প্রিয়া বসন্তসেনা !

এই চন্দ্রাতপটি ছিন্ন হওয়ায় স্তম্ভগুলো তা কোন রকমে ধরে রেখেছে। কারণ পাদপীঠের প্রান্তগুলো শিথিল হয়ে পড়েছে। আর এই চিত্রিত দেয়ালটি রঙের প্রলেপ ফেটে ফেটে যাওয়ায় বৃষ্টিধারায় একেবারে ভিজে উঠেছে ॥৫০॥

(উঁচুদিকে তাকিয়ে) এ কী, ইন্দ্রধনু উঠেছে দেখছি ! প্রিয়ে দেখো দেখো— আকাশ যেন হাই তুলেছে। বিদ্যুৎ যেন তার জিভ। বাহু যেন ঐ ইন্দ্রধনু[১৩], প্রশান্ত চিবুক যেন ঐ মেঘরাশি ॥৫১॥

তাই এসো, এবারে ভিতরে যাই।

(উঠে পরিক্রমা করল)

বৃষ্টিধারা তালপাতায় পড়ছে তীব্রভাবে, শাখায় পড়ছে মন্দ্রভাবে, শিলায় পড়ছে রুক্ষভাবে, আর জলে পড়ছে প্রচণ্ডভাবে। তালের সঙ্গে বাদিত সংগীত-বীণার মতোই যেন সেই বৃষ্টিধারার ধ্বনি ॥৫২॥

॥ 'দুর্দিন' নামে পঞ্চম অংক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × × ষষ্ঠ অংক × × × × × × × × × × × × × × ×

চেটী—এ কী, এখনও তো আর্যা জাগলেন না। যাই, ভিতরে গিয়ে জাগাই।

(পরিক্রমার অভিনয় করল)

[তারপর আবৃতাদেহা প্রসুপ্তা বসন্তসেনার প্রবেশ]

(দেখে)—উঠুন দেবী ! ভোর হয়েছে।

বসন্তসেনা—(জেগে উঠে) সে কী, রাত থাকতে ভোর হবে কেমন করে ?

চেটী—আমাদের কাছে এ ভোর আপনার কাছে এখনও রাতই।

বসন্তসেনা—চেটী ! তোমাদের সেই দ্যূতকর কোথায় ?[১]

চেটী—দেবী ! বর্ধমানকে আদেশ দিয়ে আর্য চারুদত্ত পুরনো বাগান পুষ্পকরণ্ডকে[২] গিয়েছেন।

বসন্তসেনা—তিনি কী আদেশ দিয়ে গেছেন।

চেটী—রাতেই গাড়ি ঠিক ক'রে রাখো বসন্তসেনা যেন চলে যান।

বসন্তসেনা—ওলো, আমাকে কোথায় যেতে হবে ?

চেটী—দেবী ! যেখানে চারুদত্ত গেছেন, সেখানে।

বসন্তসেনা—(চেটীকে আলিঙ্গন করে) ওলো, রাতে তাকে ঠিক দেখতে পাই নি। আজ দুচোখ ভরে দেখব। ওলো, আমি কি ভিতরের চতুঃশালায় প্রবেশ করেছি ?

চেটী—শুধু ভিতরের চতুঃশালায় নয়, আপনি সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করেছেন।

বসন্তসেনা—চারুদত্তের পরিজনেরা কি দুঃখিত হয়েছেন ?

চেটী—দুঃখিত হবেন।

বসন্তসেনা—কখন ?

চেটী—যখন আপনি চলে যাবেন।

বসন্তসেনা—তখন তো সবার আগে আমার দুঃখ হবে।

(সানুনয়ে) ওলো! আমার এই রত্নহারটা নে। গিয়ে আমার বোন আর্যা ধূতাকে দিবি। বলবি আমি যখন গুণের মূল্যে কেনা চারুদত্তের দাসী, তখন আপনারও দাসী। তাই এই রত্নহার আপনারই কণ্ঠে শোভা পায়।

চেটী—দেবী! তাহলে চারুদত্ত তাঁর উপর রাগ করবেন।

বসন্তসেনা—যা, রাগবেন না।

চেটী—(নিয়ে) আপনার যা আদেশ।

(এই বলে চেটীর নিষ্ক্রমণ ও পুনঃপ্রবেশ) দেবী! আর্যা বললেন—আমার স্বামী প্রসন্ন হয়ে এটা আপনাকে দিয়েছেন, এটা আমার নেওয়া ঠিক নয়। আর্যা জানুন, আমার স্বামীই আমার বিশেষ অলংকার।[৩]

(তারপর চারুদত্তের ছেলেকে নিয়ে রদনিকার প্রবেশ)

রদনিকা—আয় বাছা! গাড়িটা নিয়ে খেলি আমরা।

ছেলেটি—(কাঁদোকাঁদো হয়ে) রদনিকা! এই মাটির গাড়ি দিয়ে কী করব আমি? আমাকে সোনার গাড়িটা দাও।

রদনিকা—(সবিষাদে দীর্ঘশ্বাস নিয়ে) এখন আমরা সোনাদানা কোথায় পাব, বাছা! বাবার অবস্থা ফিরুক, তারপর সোনার গাড়ি নিয়ে খেলবি।—

ওকে একটু ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখি। বরং আমি বসন্তসেনার কাছে যাই। (কাছে গিয়ে) দেবী! প্রণাম।

বসন্তসেনা—এসো এসো, রদনিকা! তা ছেলেটি কার? গায়ে গয়নাগাটি কিছু না থাকলেও ওর চাঁদমুখ আমাকে আনন্দ দিচ্ছে।

রদনিকা—এটি হল আর্য চারুদত্তের ছেলে, নাম রোহসেন।

বসন্তসেনা—আয় বাছা, আমাকে আলিঙ্গন কর। (কোলে বসিয়ে) ওর বাবার রূপেরই প্রতিচ্ছবি।

রদনিকা—শুধু রূপে নয়, আমার মনে হয় চরিত্রেও! আর্য চারুদত্ত ওকে নিয়েই নিজেকে মাতিয়ে রাখেন।

বসন্তসেনা—কিন্তু ও কাঁদছে কেন?

রদনিকা—ও প্রতিবেশী এক গৃহস্থের ছেলের ছোট্ট একটা সোনার গাড়ি নিয়ে খেলেছিল। সে তা নিয়ে গেছে। তারপর আবার ঐটে চাওয়ায় আমি একটা মাটির গাড়ি গড়ে ওকে দিয়েছি। কিন্তু ও বলছে রদনিকা, এই মাটির গাড়ি গড়ে ওকে দিয়েছি। কিন্তু ও বলছে রদনিকা, এই মাটির গাড়ি দিয়ে আমি কী করব? আমাকে ঐ সোনার গাড়িটা দাও।

বসন্তসেনা—হায় হায়! একেও কিনা অন্যের জিনিসের জন্যে মন খারাপ করতে হচ্ছে! ভাগ্যের দেবতা! পদ্মপাতায় পড়া জলবিন্দুর মতো মানুষের ভাগ্য নিয়ে তুমি খেলছ! (সাশ্রুনেত্রে) বাছা, কেঁদো না, সোনার গাড়ি নিয়েই তুমি খেলবে।

ছেলেটি—ও কে, রদনিকা?

বসন্তসেনা—তোমার বাবার গুণের মূল্যে কেনা দাসী।

রদনিকা—ইনি তোমার মা হন।

দারক—রদনিকা, তুমি মিথ্যে কথা বলছ। ও যদি আমার মা হয় তাহলে গয়না-পরা কেন ?

বসন্তসেনা—বাছা, সরলমুখে তুমি অতি করুণ কথা বলেছ। (আভরণ উন্মোচনের অভিনয় করে রোদন) এই আমি তোমার মা হলাম। এই গয়নাগুলো তুমি নাও। সোনার গাড়ি গড়িয়ে নাও।[৫]

দারক—তুমি যাও ! আমি নেব না। তুমি কাঁদছ।

বসন্তসেনা (চোখ মুছে) বাছা, আর কঁদব না। যাও, খেলা করো। (অলঙ্কারে মাটির গাড়িটা ভ'রে দিয়ে) বাছা সোনার গাড়ি গড়িয়ে নিও।

(ছেলেকে নিয়ে রদনিকার প্রস্থান)

(শকটারোহণে প্রবেশ ক'রে)

চেট—রদনিকা ! রদনিকা ! আর্যা বসন্তসেনাকে বলো—পাশের দুয়ারে ঢাকা-গাড়ি প্রস্তুত।

(প্রবেশ করে)

রদনিকা—দেবী ! বর্ধমানকে জানাচ্ছে পাশের দুয়োরে গাড়ি প্রস্তুত।

বসন্তসেনা—ওলো, একটু দাঁড়া, আমি প্রসাধনটা সেরে নিই।

রদনিকা—(প্রস্থান করে) বর্ধমানক, একটু অপেক্ষা করো। আর্যা প্রসাধনটা সেরে নিন।

চেট—আরে ! এ কী ! আমি দেখছি গাড়ির গদিটা নিতেই ভুলে গিয়েছি। যাই নিয়ে আসি গিয়ে। নাকে-দড়ি বলদগুলো চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তাই, গাড়ি নিয়েই বরং যাই। (চেটের প্রস্থান)

বসন্তসেনা—ওলো, আমার প্রসাধনের জিনিসগুলো এনে দে তো। প্রসাধনটা সেরে নিই।

(শকটারোহণে প্রবেশ)

চেট—স্থাবরক, রাজার-শ্যালক সংস্থানক আমাকে আদেশ করেছেন—'স্থাবরক, গাড়িটা নিয়ে পুরনো বাগান পুষ্পকরণ্ডকে শিগ্গিরই এস।' যাই, সেখানেই যাই—জল্‌দি ছোট্, বলদজোড়া, জল্‌দি ছোট্। (পরিক্রমা ক'রে, দেখে) গ্রামের গাড়িগুলোতে পথটা আটকে আছে দেখছি। কী করি এখন ? (উদ্ধতভাবে) সরে যাও, সরে যাও ! (শুনে) কী বলছ ? কার গাড়ি এটা ! গাড়িটা রাজার-শ্যালক সংস্থানকের শিগ্গিরই সরে যাও। (দেখে) ব্যাপার কী ! কে একজন সভয়ে আমাকে দেখে হঠাৎ জুয়ার-সর্দারের কাছ থেকে পালানো জুয়াড়ীর মতো নিজেকে হঠাৎ আড়াল করে অন্যদিকে পালিয়ে গেল। কে লোকটা ? যাক্ তা দিয়ে আমার দরকারটা কী ? তাড়াতাড়ি যাব। গাঁয়ের লোকেরা, সরে যাও, সরে যাও ! কী বলছ ?—'একটু দাঁড়াও, চাকাটা একটু ঠেলে দাও ?' সাহস তো কম নয় ? আমি হলাম গিয়ে রাজার-শ্যালকের বীর ভৃত্য সংস্থানক, আর আমি কিনা তোর চাকা ঠেলব ? অবশ্য, বেচারা একা ! ঠিক আছে। এই করি তা হলে। গাড়িটাকে আর্য চারুদত্তের বাগানবাড়ির পাশদুয়ারে রাখি। (গাড়ি রেখে) এই আমি এসেছি। (প্রস্থান)

চেটী—দেবী ! গাড়ির চাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। গাড়িটা এসেই পড়েছে তা হলে।

বসন্তসেনা—ওলো, যা। মনটা চঞ্চল আমার, পাশদুয়োরটা কোন্ দিকে বল্ !

চেটী—এদিকে আসুন, দেবী ! এদিকে আসুন।

বসন্তসেনা—(পরিক্রমা ক'রে) এবারে তুই বিশ্রাম কর্ গিয়ে।

চেটী—আপনি যা বলেন। (প্রস্থান)

বসন্তসেনা—(ডান চোখ নাচছে তাই দেখিয়ে এবং গাড়িতে উঠে) এ কী! আমার ডানচোখ নাচছে কেন? চারুদত্তের দর্শনই অবশ্য অমঙ্গল দূর করবে।

(প্রবেশ করে)

চেট স্থাবরক—(পথ-আটকে থাকা) গাড়িগুলোকে কাটিয়েছি! এবারে এগিয়ে যাব। (আরোহণ ও চালনার অভিনয় করে) গাড়িটা ভারি মনে হচ্ছে যে! বোধহয় চাকা ঠেলার ধকলের জন্যেই এমন ভারি বলে মনে হচ্ছে। যা হোক, এগিয়ে যাই। চল্ বলদজোড়া, চল্।

(নেপথ্যে)

দ্বাররক্ষীরা! ওহে, যে-যার চৌকিতে হুঁশিয়ার হও। এই গোয়ালার ছেলে (আর্যক) কারাগার ভেঙে প্রহরীকে হত্যা করে শিকল ছিঁড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, তাকে ধরো, তাকে ধরো!

(তারপর পর্দা নাড়িয়ে একপায়ে শিকল জড়ানো অবগুণ্ঠিত চঞ্চল আর্যকের প্রবেশ ও পরিক্রমা)

চেট—(স্বগত) নগরীতে বিরাট চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে, তাই শিগ্গির শিগ্গির যেতে হবে। (প্রস্থান)

আর্যক—রাজার অবরোধরূপ বিপদ-মহাসমুদ্র পার হয়ে পায়ের প্রান্তে একমাত্র শৃঙ্খলপাশ বয়ে বন্ধনভ্রষ্ট হাতির মতো বিচরণ করছি আমি ।।১।।

সিদ্ধপুরুষের ভবিষ্যদ্-বাণীতে ভয় পেয়ে রাজা পালক আমাকে ঘোষপল্লী থেকে ছিনিয়ে এনে মারাত্মক গুপ্তকারাগার শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছিলেন। সেখান থেকে প্রিয়সুহৃদ্ শর্বিলকের অনুগ্রহে বন্ধনদশা থেকে মুক্ত হয়েছি আমি।

(চোখের জল ফেলে) যদি আমার সে ভাগ্যই থাকে তাহলে আমার কী দোষ যে তিনি আমাকে বুনো হাতির মতো বেঁধে রাখবেন?

তাছাড়া, দৈবসিদ্ধকে কেউ লঙ্ঘনও করতে পারে না। রাজা সকলেরই সেব্য। বলবানের সঙ্গে বিরোধের অবকাশই বা কোথায়? ।।২।।

কিন্তু এখন হতভাগ্য আমি যাব কোথায়? (দেখে) এটা কোন সজ্জনের বাড়ি। পাশের দুয়ারটি অবারিত দেখছি।

বাড়িটার ভগ্নদশা। ওর বিরাট কপাটটিতে আগল নেই, জোড়াগুলোয় চিড় ধরেছে। আমারই মতো দুর্ভাগা গৃহস্বামীটি নিশ্চয়ই দুর্দশার কবলে পড়েছেন। এখানে প্রবেশ করে থেকে যাই।

(নেপথ্যে)

চল চল্, বলদজোড়া, চল্।

আর্যক—(শুনে) একটা গাড়ি এগিয়েই আসছে দেখছি।

এটা কি কোন উৎসব গামী? কোন বাজে লোক হয়তো যাচ্ছে না এতে। না কি কোন কনের গাড়ি? তাকে নিয়ে যাবার জন্যেই এসেছে হয়তো। নাকি ভাগ্যক্রমে এটা বাহিরে নিয়ে যাবার জন্যে কোন বড়ো মানুষের চড়বার মতো

গাড়ি ? সঙ্গে লোকজন কেউ নেই বলে মনে হচ্ছে গাড়িটা ফাঁকা, আমার অনুকূলে দৈবই হয়তো পাঠিয়েছে গাড়িটা।

(তারপর গাড়ির সঙ্গে প্রবেশ করে)

চেট বর্ধমানক—চমৎকার। আমি গাড়ির গদিটা নিয়ে এসেছি।
রদনিকা ! আর্যা বসন্তসেনাকে বলো - তৈরি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আপনি আরোহণ করে পুরনো বাগান পুষ্পকরণ্ডকে আসুন।

আর্যক—(শুনে) বারবনিতার গাড়ি এটা। (নগরীর) বাইরে যাবার গাড়িও বটে। যাক চড়ে বসি।

(এই বলে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল)

চেট—(শুনে) হ্যাঁ, নূপুরের শব্দ। আর্যাই নিশ্চয় এসে পড়েছেন তাহলে। নাকে দড়ি থাকায় অসহিষ্ণু হয়েছে বলদ দুটি।[৬] পিছন দিয়েই উঠুন আপনি।

(আর্যক তাই করল)

চেট—পদচালনায় মুখর নূপুর শান্ত হয়েছে। গাড়িটা ভারি হয়েছে। মনে হয় এখন আর্যা উঠে বসেছেন। এবারে যাই। চল্ রে, বলদদুটি, চল্। (পরিক্রমা)

(প্রবেশ করে)

বীরক—ওহে, জয়, জয়মান চন্দনক, মঙ্গল, পুষ্পভদ্র এবং আর সবাই! তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বেড়াচ্ছ কেন ? সেই গোয়ালার ছেলে যে কারাগারে আটক ছিল সে, রাজার হৃদয় এবং শৃঙ্খল দুটোই একসঙ্গে ভেঙে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে ॥৫॥
এই যে, তুমি এই মধ্যপথের পূব দুয়ারে থাকো। তুমি থাকো পশ্চিমের দুয়ারে আর তুমি থাকো দক্ষিণে, আর তুমি উত্তরে। আর এই যে প্রাকারখণ্ড, আমি এরই উপর উঠে চন্দনকের সঙ্গে চারদিক দেখছি। এসো চন্দনক, এসো। এইদিকে।

(উত্তেজিতভাবে প্রবেশ করে)

চন্দনক—ওহে বীরক, বিশল্য, ভীম, অঙ্গদ, দন্তকালক, দণ্ডশূর এবং আর সবাই— খুব বিশ্বস্ত হয়ে আয়, একটুও দেরি না, তাড়াতাড়ি চেষ্টা কর্ রাজলক্ষ্মী যাতে অন্য বংশে না যেতে পারে ।।৬।।
তাছাড়া—বাগানে, জুয়ার আড্ডায়, পথেঘাটে, নগরে, বাজারে, গোয়ালাদের বস্তীতে, যার উপরে তোমাদের সন্দেহ হবে তাকেই পরীক্ষা করে দেখবে ।।৭।।
বীরক, আমাকে কোন্ দিকে লক্ষ্য রাখতে বল, গোপনে বলো তো। কে এই বাঁধন ছিঁড়ে ঘোষেদের ব্যাটাকে নিয়ে পালালো ।।৮।।
কার অষ্টম স্থানে রবি, কার চতুর্থ স্থানে চন্দ্র, কার ষষ্ঠ স্থানে শুক্রগ্রহ, আর কারই বা পঞ্চম স্থানে মঙ্গলগ্রহ ? ।।৯।।
বলো বৃহস্পতি কার জন্ম রাশিতে ষষ্ঠ স্থানে আর শনি আছে নবম স্থানে। চন্দনক জীবিত থাকতে সে কে যে সেই গোয়ালার ব্যাটাকে হরণ করল ? ।।১০।।

বীরক—ভট চন্দনক !
আমি তোমার হৃদয়ের নামে দিব্যি করে বলছি, চন্দনক, কেউ নিশ্চয় সেই ঘোষের পো-কে নিয়ে পালিয়েছে। কারণ, সূর্য যখন অর্ধোদিত ঠিক সেই সময়েই তাকে বন্ধন মুক্ত করা হয়েছে ।।১১।।

চেট—চল্, বলদজোড়া, চল্।

চন্দনক—(দেখে) দেখো দেখো! একটা ঢাকা গাড়ি রাজপথের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখো, কার গাড়ি, কোথায় পাঠানো হচ্ছে।

বীরক—(দেখে) গাড়োয়ান। গাড়িটা থামাও। কার গাড়ি, কে আছে ভিতরে? কোথায় যাচ্ছে সে;

চেট—এ গাড়ি আর্য চারুদত্তের। এতে আছেন বসন্তসেনা। চারুদত্তের সঙ্গে বিহারের জন্যে তাকে পুরনো বাগান পুষ্পকরণ্ডকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বীরক—(চন্দনকের কাছে এসে) গাড়োয়ান বলছে আর্য চারুদত্তের গাড়ি। এতে রয়েছেন বসন্তসেনা। পুরনো বাগান পুষ্পকরণ্ডকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

চন্দনক—যাক তাহলে।

বীরক—না দেখেই ছাড়ব?

চন্দনক—হাঁ।

বীরক—কার সুবাদে?

চন্দনক—আর্য চারুদত্তের সুবাদে।

বীরক—কে আর্য চারুদত্ত, বসন্তসেনাই বা কে, যে না দেখেই ছাড়া হবে?

চন্দনক—সে কী! আর্য চারুদত্তকেও জানো না, বসন্তসেনাকেও? যদি আর্য চারুদত্তকে বা বসন্তসেনাকে না জানো তা হলে আকাশে জ্যোৎস্নামণ্ডিত চাঁদকেও জানো না।

গুণে যিনি পদ্মের মতো, শীলে যিনি চন্দ্রের মতো, যিনি দুঃখীদের মোক্ষ-স্বরূপ চারটি সমুদ্রের যিনি সারভূত রত্ন তাঁকে কে চেনে না? ॥১৩॥

এই নগরীর অলংকারস্বরূপ দুটি শ্রদ্ধেয় মানুষ আছেন—একজন বসন্তসেনা, আর একজন ধর্মনিধি চারুদত্ত ॥১৪॥

বীরক—চারুদত্তকে জানি বসন্তসেনাকেও ভালোভাবে জানি, কিন্তু রাজকার্যের ব্যাপারে আমি নিজের পিতাকেও জানি না ॥১৫॥

আর্যক—(স্বগত) - এ আমার পূর্বশত্রু, আর এ আমার পূর্ববন্ধু। কারণ—

এক কাজে নিযুক্ত হলেও এঁদের চরিত্রে মিল নেই, বিবাহে এবং চিতায় যেমন দুই অগ্নির মিল নেই ॥১৬॥

চন্দনক - আমি দেখলেই কি সেটা তোমার দেখা হবে না?

বীরক—যা তুমি দেখেছ তা স্বয়ং রাজা পালকও দেখেছেন একথা বলা চলে।

চন্দনক - ওহে জাঙাল ওঠাও। (চেট তাহাই করিল)

আর্যক—(স্বগত) রক্ষীরা দেখে ফেলবে না তো? খুবই দুর্ভাগ্য আমার তাই আমি নিরস্ত্র। অথবা—

আমি ভীমের অনুকরণ করব। আমার বাহুই হবে আমার অস্ত্র; বন্দী হয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ হবার চেয়ে যুদ্ধ করে মরাও ভালো ॥১৭॥

অথবা, হঠকারিতারও এটা সময় নয়।

(চন্দনকের যানারোহণ এবং পরিক্রমণের অভিনয়)

আমি শরণাগত।

চন্দনক—(সংস্কৃত আশ্রয় করে) শরণাগতের কোন ভয় নেই।

আর্যক—যে শরণাগতকে ত্যাগ করে জয়শ্রী তাকে ত্যাগ করে, মিত্র স্বজনেরাও তাকে ত্যাগ করে। সে সর্বদা উপহাসের পাত্র হয়ে থাকে ।।১৮।।

চন্দনক—সে কী? ঘোষনন্দন আর্যক শ্যেনের ভয়ে ভীত পাখির মতো ব্যাধের হাতে পড়েছে। (চিন্তা করে) আর্য চারুদত্তের শকটে আছে নিরাপরাধ শরণার্থী এই মানুষটি আমার প্রাণদাতা আর্য শর্বিলকের বন্ধু। অন্যদিকে রাজকর্তব্য! এখন এখানে কী করা উচিত? অথবা যা হবার হোক। প্রথমেই অভয় দিয়েছি। ভীতকে যে অভয় সেই পরোপকার-রসিকের যদি বিনাশও হয় হোক, সংসারে তা গুণই। (সভয়ে নেমে) আমি তাকে দেখেছি (অর্ধোক্ত রেখেই)—এবং তিনি বললেন, 'আমি যে আর্য চারুদত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে রাজপথে অপমানিত হলাম, এটা কি ঠিক হল, এটা কি যুক্তিযুক্ত হল?

বীরক—চন্দনক, এখানে আমার সংশয়ের উদ্রেক হচ্ছে।

চন্দনক—তোমার সংশয়ের কারণ কী?

বীরক—'আমি আর্যকে দেখেছি' এবং ঠিক তার পর-পরই 'আর্যা বসন্তসেনা'—একথা বলবার সময় তোমার কণ্ঠ উত্তেজনায় ভাঙা-ভাঙা শোনালো—এখানেই আমার অবিশ্বাস।

চন্দনক—ওহে, এখানে তোমার অবিশ্বাসের কী আছে? আমরা দক্ষিণদেশের অধিবাসী বলে অস্ফুটভাষী। খশ, খত্তি খড়, গড়মুঠ, বিড, কর্ণাট, কর্ণ, প্রাবরণ, দ্রাবিড়, চোল, চীন, বর্বর, খের, খান, মুখ, মধুঘাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছ জাতিদের অনেক দেশের ভাষায় অভিজ্ঞ বলে আমরা যথেচ্ছভাবে বলি 'দৃণ্ট' বা 'দৃষ্টা'। 'আর্য' বা 'আর্যা'।

বীরক—তা হোক, আমিও দেখব। এটা রাজার আদেশ। আমি রাজার বিশ্বস্ত (অনুচর)।

চন্দনক—তাহলে আমি কি অবিশ্বস্ত হয়ে গেলাম?

বীরক—তবু, রাজাদেশ তো।

চন্দনক—(স্বগত) আর্য গোপালনন্দন আর্য চারুদত্তের গাড়িতে চড়ে পালাচ্ছে যদি একথা বলি তাহলে আর্য চারুদত্তকে শাস্তি দেবেন রাজা। তাই তো, কী করি এখন? (চিন্তা করে) কর্ণাটকেরা যেভাবে কলহ করে সেইভাবে কলহ শুরু করি। (প্রকাশ্যে) ওহে বীরক, আমি চন্দনক যা দেখেছি তুমি আবার তা দেখবে? তুমি কে?

বীরক—তুমিই বা কে?

চন্দনক—পূজ্যমান এবং মান্যমান তুমি তোমার বংশকে স্মরণ করছ না।

বীরক—(সক্রোধে) বলো তো আমার কী বংশ?

চন্দনক—কে বলতে পারে?

বীরক—বলো।

চন্দনক—না আমি বলব না। সৌজন্যের খাতিরে তোমার বংশ কী তা জেনেও বলব না। তা আমার মনেই থাকুক। কৎবেল ভেঙে আর কী হবে?

বীরক—না, বলো।

(চন্দনক আকারে-ইঙ্গিতে কী যেন বলল)

বীরক—এর মানে কী ?

চন্দনক—(এক সময়) তোমার হাতে থাকত একটা ভাঙা (শাণ) পাথরের টুকরো যা পুরুষের দাড়ি কামাতে লাগত, আর তোমার ব্যস্ত হাতে থাকত একটি কাঁচি। সেই তুমি আজ সেনাপতি হয়েছে ! ॥১২॥

বীরক—ওহে চন্দনক, মান্যমান তুমিও নিজের জাতটিকে ভুলে যাচ্ছ।

চন্দনক—ওহে, চাঁদের মতো শুদ্ধ এই চন্দনকের জাতটি কী শুনি ?

বীরক—কে জানে ?

চন্দনক—বলো বলো।

(বীরক অভিনয় করে ইঙ্গিতে দেখাল)

চন্দনক– এর মানে কী ?

বীরক—শোনো, শোনো, খুব বিশুদ্ধ তোমার জাত। মা হল ভেরী, বাবা হল ঢাক করটক হল ভাই। ওহে দুর্মুখ, তুমিই কিনা সেনাপতি হলে ! ॥১৩॥

চন্দনক–(সক্রোধে) আমি চন্দক হলাম চর্মকার। তা হলে গাড়িটা দেখো এবারে।

বীরক—গাড়োয়ান, গাড়ি ঘোরাও, আমি দেখব।

(চেট তাই করল। বীরক গাড়িতে উঠতে চাইল। চন্দনক হঠাৎ চুল ধরে তাকে মাটিতে ফেলে পদাঘাত করল)

বীরক—(সক্রোধে উঠে) (রাজার) বিশ্বস্ত (কর্মী) আমি যখন রাজার হুকুম তামিল করছি সেই সময়ে তুই হঠাৎ আমার চুল ধরে আমাকে পদাঘাত করলি ! শোন্ তা হলে। আমি যদি তোকে বিচারালয়ে দণ্ড না দেওয়াই তা হলে আমি বীরক নই।

চন্দনক—ওরে, রাজকুলে যা বা আদালতে যা, তোর মতো কুকুরকে দিয়ে কী হবে ?

বীরক—বেশ, দেখা যাবে ! (প্রস্থান)

চন্দনক–(চারদিক দেখে) গাড়োয়ান, যাও। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তাহলে বোলো চন্দনক আর বীরকের দেখা গাড়ি যাচ্ছে

মাননীয় বসন্তসেনা, এই অভিজ্ঞান আপনাকে দিলাম। (এই বলে খড়্গ দিল)

আর্যক— খড়্গ নিয়ে সহর্ষে, মনে মনে) ওহো ! আমি অস্ত্র পেয়েছি। আমার ডান হাত স্পন্দিত হচ্ছে। সব কিছুই আমার অনুকূলে হতে চলেছে। আমি বেঁচে গেলাম তবে ॥২৪॥

চন্দনক—আর্যে, আশা করি চন্দনককে আপনার মনে থাকবে, কারণ আমি আপনাকে যা বলেছি তা সত্য বলে প্রমাণও করেছি। আমি একথা কোন লোভ নিয়ে বলছি না, বলছি প্রীতিরসে পূর্ণ হয়ে।

আর্যক—ভাগ্যক্রমে চাঁদের মতো চরিত্রে মহান্ চন্দনক আজ আমার বন্ধু হল। হাঁ যদি সিদ্ধাদেশ সত্যি হয় আমি চন্দনককে ভুলব না।

চন্দনক—শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, রবি ও চন্দ্র শত্রুপক্ষকে বধ করে তোমাকে অভয় দিন, দেবী পার্বতী শুম্ভনিশুম্ভ বধ করে দেবতাদের যেমন অভয় দিয়েছিলেন তেমনি। (চেট গাড়ি নিয়ে চলে গেল)

চন্দনক—(নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে) ওহো ! সে চলে যাওয়ার পর পরই আমার প্রিয় বন্ধুও ঠিক তার পিছনে-পিছনে সংলগ্ন হয়েই গেলেন।

প্রধান দণ্ডধারক এবং রাজার বিশ্বাসের পাত্র বীরবককে আমি শত্রু করছি। তাই আমিও ছেলেদের এবং ভাইদের নিয়ে তাকেই (শর্বিলককে) অনুসরণ করি।

॥ প্রহর-বিপর্যয় নামে ষষ্ঠ অংক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × **সপ্তম অংক** × × × × × × × × × × × × ×

(তারপর চারুদত্ত ও বিদূষকের প্রবেশ)

বদূষক—দেখুন দেখুন, পুরনো বাগান পুষ্পকরণ্ডকের মাধুর্য দেখুন।

চারুদত্ত—বয়স্য! সত্যই তাই। কারণ গাছগুলো বণিকের মতো শোভা পাচ্ছে, ফুলগুলো পণ্যের মতোই সজ্জিত (ভ্রমরেরা বিচরণ করছে, তারা যেন শুল্ক আদায় করতে বেরিয়েছে ॥১॥

বিদূষক—বিনা অলংকরণেই রমণীয় এই শিলাতলে বসুন আপনি।

চারুদত্ত—বয়স্য! বর্ধমানক দেরি করে ফেলেছে।

বিদূষক—বর্ধমানককে তো বলেছিলমে—বসন্তসেনাকে নিয়ে শিগ্গিরই চলে এসো।

চারুদত্ত—তাহলে দেরি করছে কেন? তার সামনে কি অন্য গাড়ি পড়ল যাকে কাটিয়ে যেতে অবকাশের অপেক্ষায় আছে অথবা, অক্ষটি ভেঙে যাওয়ায় তাকে তা বদলাতে হচ্ছে, না কি লাগামই ছিঁড়ে গেল, না কি পথের মাঝখানে কাঠ পড়ে থাকায় তাকে অন্য পথের সন্ধান করতে হচ্ছে, না কি ইচ্ছামতো বলদদুটোকে চালাতে দিয়ে স্বাচ্ছন্দগতিতে আসছে সে ॥২॥

(ব্যস্ত আর্য সহ গাড়ি নিয়ে প্রবেশ করে)

চেট—চল্, বলদজোড়া, চল্।

আর্য—(স্বগত) রাজপুরুষদের দেখে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ছি, পায়ে শিকল থাকায় পলায়ন এখন সম্পূর্ণ হয়েছে বলা চলে না, সজ্জনের গাড়ীতে চড়ে গোপনে চলেছি, এ অবস্থায় নিজেকে মনে হচ্ছে কোকিলের মতো, বায়সীরা যাকে নীড়ে রক্ষা করছে [১]। ॥৩॥

দেখছি নগর থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছে। তাই এখন এই গাড়ী থেকে নেমে এই গভীর কুঞ্জে প্রবেশ করব, নাকে এই গাড়ির মালিককে দেখব? অথবা, কুঞ্জে না হয় নাই গেলাম। শোনা যায় আর্য চারুদত্ত শরণাগতবৎসল। তাই তাঁকে চোখে দেখেই যাব সেই সজ্জন আমাকে সম্প্রতি বিপদ থেকে সদ্য মুক্ত জেনে সুখীই হবেন। সেই মহাত্মার গুণেই আমি (এখনও) এমন-হাল-হওয়া ধারণ করে আছি ॥৪॥

চেট—এই সেই উদ্যান। এগিয়ে যাই। (এগিয়ে) আর্য মৈত্রেয়।

বিদূষক—শুনছেন? আপনাকে খোশখবর দিচ্ছে। বর্ধমানক কথা বলছে। বসন্তসেনাও নিশ্চয় এসেছেন।

চারুদত্ত—আমার কাছে এ খবর আনন্দের, সত্যই আনন্দের।

বিদূষক—বাঁদীরব্যাটা! এত দেরি করলি কেন শুনি?

চেট—আর্য মৈত্রেয়, রাগ করবেন না। গাড়ির গদি আনতে ভুলে গিয়ে অনর্থক যাতায়াত

করতে হল বলে দেরি করে ফেলেছি।

চারুদত্ত—বর্ধমানক, গাড়ি ঘোরাও। বন্ধু মৈত্রেয়, বসন্তসেনাকে নামিয়ে আনো।

বিদূষক – ওঁর পা-দুটি কি শিকলে বাঁধা যে উনি নিজে নামতে পারবেন না? (উঠে এবং গাড়ির আবরণ মোচন করে) ও মা কে? বসন্তসেনা না, এ যে বসন্তসেন!

চারুদত্ত—বয়স্য, আর পরিহাস কোরো না। প্রীতি সময়ের অপেক্ষা করে না; বরং নিজেই নামিয়ে আনছি। (এই বলে উঠলেন)

চারুদত্ত—(গাড়িতে উঠে দেখে) সে কী! তা হলে ইনি কে?

হাতির শুঁড়ের মতো বাহু, সিংহের মতো উঁচু আর চওড়া কাঁধ, প্রশস্ত আর সমান বুক, আনত চোখ দুটি রক্তিম আর চঞ্চল—এমন আকৃতি যার সেই মহাত্মা এমন দশায় কেমন করে পড়লেন যা তাঁর মোটেই যোগ্য নয়, কারণ তিনি পায়েহাঁটা একটি শিকল বহন করছেন ॥৫॥

আপনি কে বলুন তো?

আর্যক—আমি শরণাগত গোপালতনয় আর্যক।

চারুদত্ত—ঘোষপল্লী থেকে এনে রাজা পালক যাঁকে বন্দী করে রেখেছিলেন?

আর্যক—আজ্ঞে হ্যাঁ।

চারুদত্ত—ভাগ্যই আপনাকে এখানে পাঠিয়েছে, আপনি আমার দৃষ্টিসীমার মধ্যে এসে পড়েছেন। আমি বরং প্রাণ ত্যাগ করব তবু শরণাগত আপনাকে ত্যাগ করব না ॥৬॥

(আর্যক আনন্দের অভিনয় করল)

চারুদত্ত—বর্ধমানক, এর পা থেকে শিকল খুলে দাও।

চেট—তাই করছি, আর্য। (তাই করে) আর্য শিকল খুলছে।

আর্যক—কিন্তু ভালোবাসায় গড়া এর চেয়ে বেশি শক্ত অন্য শিকল পরানো হল।[১]

বিদূষক—শিকলগুলো নাও। ওঁকে মুক্ত করা হয়েছে। এবারে আমরা চলি।

চারুদত্ত—না না, এতো তাড়া কিসের?

আর্যক—বন্ধু চারুদত্ত, আমিও প্রীতিবশতই আপনার গাড়িতে চড়েছিলাম, ক্ষমা করবেন।

চারুদত্ত—নিজে থেকেই আপনি যে প্রীতি দেখিয়েছেন তাতে আমি অলংকৃত হলাম।

আর্যক—এবারে আপনি অনুমতি দিন আমি যেতে পারি।

চারুদত্ত—আসুন।

আর্যক যা হোক, এবারে নামি।

চারুদত্ত—বন্ধু, নামবেন না। আপনার শিকলগুলো কেবল খোলা হয়েছে, আপনি দ্রুত চলতে পারবেন না। এ অঞ্চলে গাড়িটাও কিছুটা আস্থার সৃষ্টি করবে, রাজপুরুষেরা অনেকেই ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে। তাই গাড়িতেই চলুন।

আর্যক—আপনি যেমন বললেন তাই হোক।

চারুদত্ত কথাপ্রসঙ্গে আমাকে মনে পড়বে আশা করি।

আর্যক—আমি নিজের আত্মাকে ভুলতে পারি?

চারুদত্ত—পথ চলার দেবতারা আপনাকে রক্ষা করুন।

আর্যক – আপনিই আমাকে রক্ষা করেছেন।

চারুদত্ত—নিজের ভাগ্যেই আপনি রক্ষা পেয়েছেন।

আর্যক—তবু আপনিই তার হেতু ॥৭॥

চারুদত্ত—যেখানে 'পালক' ক্ষমতায় আসীন সেখানে সত্যিকারের নিরাপত্তা কিছুই নেই, তাই অবিলম্বে আত্মগোপন করুন।

আর্যক—হ্যাঁ, তাই করব, তবে আবার দেখা হবার জন্যেই। (প্রস্থান)

চারুদত্ত—রাজার বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ ক'রে এখানে আর তিলার্ধ থাকাও ঠিক নয়। মৈত্রেয়, শিকলটা পুরনো কুয়োতে ফেলে দাও। কারণ রাজারা চরদের চোখে সব দেখে ফেলেন[৩] ॥৮॥

(বাঁ চোখ নাচছে এমন অভিনয় করে)

বন্ধু মৈত্রেয় আমি বসন্তসেনাকে দেখার জন্যে উৎসুক। দেখো—

সেই কান্তাকে না দেখে আমার বাঁ চোখ স্ফুরিত হচ্ছে, অকারণে ভীত আমার মন ব্যথিত হচ্ছে ॥৯॥

তাই এসো। যাই (পরিক্রমণ)

আমার সামনেই একজন বৌদ্ধ শ্রমণকে দেখছি—এ যে অশুভ লক্ষণ[৪]। (চিন্তা করে) সে এই পথে আসুক, আমরা বরং এইখানে (আর একটি পথে) যাই।

(প্রস্থান)

॥ আর্যকাপহরণ' নামে সপ্তম অঙ্ক সমাপ্ত ॥

×××××××××××××× অষ্টম অঙ্ক ××××××××××××

(তারপর হাতে ভিজে কাপড় নিয়ে ভিক্ষুর প্রবেশ)

ভিক্ষু হে অজ্ঞজন, ধর্মসঞ্চয় করো। নিজের উদরকে সংযত করো, ধ্যানরূপ পটহবাদ্যে নিত্য জাগ্রত হও। ইন্দ্রিয়ের রূপ-ধরা চতুর চোরেরা দীর্ঘদিনের সঞ্চিত পুণ্য হরণ করে ॥১॥

অধিকন্তু, এ (সংসারের) অনিত্যতা দেখে আমি একান্তভাবে ধর্মের[১] শরণ নিয়েছি।

পাঁচজন পুরুষ (পাঁচটি ইন্দ্রিয়) এবং একজন নারীকে (অবিদ্যাকে) বধ করে যে গ্রামকে (দেহকে) রক্ষা করেছে, এবং বলহীন চণ্ডালকেও (অহংকারকে) যে যে বধ করেছে সেই মানুষ অবশ্যই স্বর্গে যায় ॥২॥

মাথা কামিয়েছ, মুখ কামিয়েছ[২] কিন্তু মন তো কামাও নি (পরিষ্কার কর নি), তাহলে আদৌ কামালে কেন? দেখ, যার মন ঠিক মতো কামানো, তার মাথা আর মুখও ঠিক মতো কামানো[৩] ॥৩॥

এই কাপড়টা গেরুয়া রঙের জলে রাঙিয়েছি। এখন রাজ্যশালকের বাগানে প্রবেশ করে পুকুরে ধুয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাব। (পরিক্রমা করে তা-ই করল)

(নেপথ্যে)

শকার—ওরে দুষ্ট সন্ন্যাসী দাঁড়া, দাঁড়া।

ভিক্ষু—(দেখে, সভয়ে) আশ্চর্য! এই সেই রাজশ্যালক সংস্থানক আসছে। একজন

ভিক্ষু তার কাছে দোষ করেছে বলে যেখানেই ভিক্ষু দেখে সেখানেই গোরুর মতো নাকে দড়ি পরিয়ে তাড়িয়ে দেয়। তাই অসহায় আমি কার শরণ নেব। অথবা প্রভু বুদ্ধই আমার শরণ।

(খড়্গধারী বিটের সঙ্গে প্রবেশ করে)

শকার—দাঁড়া, দুষ্ট সন্ন্যাসী, দাঁড়া। পানশালায়-আনা রাঙামুলোর মতো (মট্ করে) তোর মাথা ভাঙব। (মারতে লাগল)।

বিট—ছিনাল-পো! বৈরাগ্যে যে গেরুয়াধারণ করেছে সেই ভিক্ষুকে মারা ঠিক নয়। এ করে কী হবে। তার চেয়ে বরং সুখোপভোগ্য বাগানটি দেখো।
এখানে নিরাশ্রয়দের আশ্রয় ও আনন্দস্বরূপ এই তরুরাজি মহৎ কাজ করছে এই বনে, যে বন দুরাত্মাদের হৃদয়ের মতো অসংযত আর নতুন রাজ্যের মতো পূর্ণ বশীভূত নয় অথচ যা উপভোগে বাধা নেই ॥৪॥

ভিক্ষু—স্বাগত! প্রসন্ন হোন, উপাসক।

শকার—বন্ধু! দেখো দেখো গাল দিচ্ছে আমাকে।

বিট—কী বলছে?

শকার—আমাকে বলছে 'উপাসক'! আমি কি নাপিত?

বিট—বুদ্ধের উপাসক বলে তোমার স্তুতি গাইছে।

শকার বেশ তো! স্তুতি গাও, ভিক্ষু স্তুতি গাও।

ভিক্ষু—তুমি ধন্য, তুমি পুণ্য (পবিত্র)।

শকার—বন্ধু, সে আমাকে ধন্য আর পুণ্য বলছে। আমি কি চার্বাক[১], না ভাঁড়ার ঘর না কুম্ভকার?

বিট—ছিনাল-পো, তুমি ধন্য। তুমি পবিত্র তাই বলে তোমার প্রশংসাই করছে।

শকার—বন্ধু, তাহলে এ এখানে এসেছে কেন?

ভিক্ষু—এই গেরুয়াটা ধুতে।

শকার—ওরে দুষ্ট সন্ন্যাসী! আমার ভগ্নীপতি আমাকে সমস্ত বাগানের মধ্যে সেরা এই পুষ্পকরণ্ডক বাগানটা দিয়েছেন। যেখানে শিয়াল-কুকুরেরা জল খায়। পুরুষশ্রেষ্ঠ হয়েও আমি এখানে স্নান করি না। আর সেখানে কিনা তুমি পুরনো কুলত্থরসের[২] মতো লাল এবং কটুগন্ধি কাপড় ধুচ্ছ। এক ঘুষি মারব তোমাকে।

বিট—ছিনাল-পো! আমার মনে হয় অল্প দিন হল এ ভিক্ষু হয়েছে।

শকার—বন্ধু তা বুঝলে কেমন করে?

বিট—এতে বোঝবার কী আছে? দেখো না—আজও চুল নেই বলে তার কপালের রং আগের মতোই গৌরবর্ণ, অল্প সময়ই কেটেছে বলে কাপড়ের দাগ পড়ে নি। গেরুয়াপরায় এখনও সে অভ্যস্ত হয় নি। কাপড়টা লম্বা হওয়ায় তা ঢিলে হয়েছে, দেহের মাঝের অংশটা ঢেকে ফেলেছে, আর কাঁধের উপর এঁটে থাকছে না ॥৫॥

ভিক্ষু—উপাসক, আপনি যা বললেন তাই, আমি অল্প দিন হল সন্ন্যাস নিয়েছি।

শকার—জন্মানো মাত্রই সন্ন্যাসী হলে না কেন? (মারতে লাগল)

ভিক্ষু—বুদ্ধকে নমস্কার।

বিট—এ তপস্বীকে মেরে কী লাভ। ছেড়ে দিন। চলে যাক।
শকার—একটা পরামর্শ করে নিই, ততক্ষণ থাকো।
বিট—কার সঙ্গে ?
শকরে—নিজের হৃদয়ের সঙ্গে।
বিট—ইস্! এখন গেল না (বেচারা) !
শকার—হে পুত্র, হে আমার হৃদয়, হে প্রভু ; হে পুত্র ! এই ভিক্ষু কি যাবে না থাকবে। (স্বগত) এ যাবেও না থাকবেও না। (প্রকাশ্যে) বন্ধু, আমার হৃদয়ের সঙ্গে পরামর্শ করেছি। আমার হৃদয় বলছে—
বিট—কী বলছে ?
শকার—সে যাবেও না, থাকবেও না। নিশ্বাস নেবেও না ফেলবেও না। এখানেই এক্ষুনি পড়ে মরুক।
ভিক্ষু—বুদ্ধকে নমস্কার করি। আমি আপনার শরণ নিচ্ছি।
বিট—এ চলে যাক্।
শকার—কিন্তু একটি শর্তে।
বিট—শর্তটা কী শুনি ?
শকার—এমনভাবে কাদা ছুঁড়ুক যে জল ঘোলাটে না হয়। অথবা জল রাশীকৃত করে কাদায় ফেলুক।
বিট—কী মূর্খতা ! মূর্খের মন ও কাজ বিকৃত, তাদের দেহ যেন শুধু শিলাখণ্ডের সমষ্টি, তারা যেন মাংসের উদ্ভিদ্। এমন মূর্খেরা পৃথিবীর বোঝার মতো।

(ভিক্ষু অভিশাপ দেবার ভঙ্গী করল)

শকার—কী বলছে ?
বিট—তোমার প্রশংসা করছে।
শকার- হাঁ হাঁ, তা করো, প্রশংসা করো।

(ভিক্ষু তাই করে প্রস্থান করল)

বিট—ছিনালোর-পো, বাগানের শোভা দেখো। ফলে ফুলে শোভিত, স্থির লতায় বেষ্টিত, রাজার আদেশে রক্ষীদের হাতে পালিত এই গাছগুলো সপত্নীক মানুষের মতোই সুখ ভোগ করছে ॥৭॥
শকার—বন্ধু ঠিকই বলেছে। ভূমি বহু পুষ্পে চিত্রিত, পুষ্পভারে অবনমিত তরু তরুশিখরে লতায় লম্বমান বানরগুলো কাঁঠাল-ফলের মতো শোভা পাচ্ছে ॥৮॥
বিট—ছিনাল-পো, এই শিলাতলে বসো।
শকার—এই বসলাম (বিটের সঙ্গে বসল)। বন্ধু, এখনও সেই বসন্তসেনাকে মনে পড়ছে। দুর্জনের মতো হৃদয় থেকে দূর হচ্ছে না।
বিট—(স্বগত) ঐভাবে প্রত্যাখ্যাত হলেও তাকে স্মরণ করছে। অথবা, স্ত্রীলোকের অপমান করলে কাপুরুষদের কাম বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সৎপুরুষের তা হ্রাস পায়, হয়তো একেবারেই থাকে না ॥৯॥
শকার—বন্ধু, বহুক্ষণ হল স্থাবরক চেটকে বলেছিলাম গাড়ি নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আসতে। এখনও এল না। ক্ষিদে পেয়েছে কতক্ষণ হল। দুপুরে পা ফেলে চলতেই পারছি না। দেখো, দেখো—

আকাশের মাঝখানে আসা কুপিতবানরের মতো আকাশের মাঝখানে আসা সূর্যটার দিকে তাকানোই কষ্টকর। মাটিটাও শতপুত্রকে হারিয়ে গান্ধারীর[৬] মতোই অত্যন্ত সন্তপ্ত ॥১০॥

বিট—সত্যি তাই। গোরুরা ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ছে, তাদের মুখ থেকে তৃণের গ্রাস পড়ে যাচ্ছে। তৃষ্ণার্ত বনমৃগেরা সরোবরে উষ্ণ জল পান করছে। উত্তাপের ভয়ে লোকেরা নগরীর পথে বেরুচ্ছে না। তেতে-ওঠা মাটি ছেড়ে গাড়িটা মনে হয় দাঁড়িয়ে আছে ॥১১॥

শকার—বন্ধু! আমার মাথার উপরে সূর্যের কিরণ পড়েছে। শকুনি, খগ এবং বিহগেরা বৃক্ষশাখায় লীন হয়ে আছে। নরপুরুষ ও মানুষেরা উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলতে-ফেলতে গৃহ এবং আবাসে থেকে খরতাপ (খরতাপের মুহূর্তগুলো) যাপন করছে ॥১২॥

বন্ধু! এখনও সেই চেট এল না। নিজেকে ভোলাবার জন্যে কোন গান গাই। (গান গাইল) আমি যা গাইলাম শুনলে?

বিট—কী আর বলব? তুমি স্বয়ং গন্ধর্ব!

শকার—গন্ধর্ব হব না কেন? হিং, জিরা, নাগরমোথা, বচের গাঁঠ এবং গুড় দেওয়া আদা মিশানো এক সুগন্ধ কাথ আমি সেবন করেছি, আমার গলার স্বর মধুর হবে না কেন? ॥১৩॥

বিট—কী আর বলার আছে? তুমি গন্ধর্বই।

শকার—গন্ধর্ব হব না কেন? হিং দিয়ে মরিচগুঁড়ো মিশিয়ে দিয়ে ভেজে তেল ও ঘি ছিটিয়ে কোকিলের মাংস খেয়েছি আমি। আমার গলার স্বর মধুর হবে না কেন? ॥১৪॥

বন্ধু, এখনও তো চেট এল না।

বিট—ব্যস্ত হোয়ো না। এসে পড়বে এখুনি।

(তারপর গাড়িতে ক'রে বসন্তসেনা ও চেটের প্রবেশ)

চেট—ভয় হচ্ছে আমার। সূর্য মাঝ-আকাশে। রাজশ্যালক সংস্থানক হয় তো এখন ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন। তাই তাড়াতাড়ি চালাই। চল্‌রে বলদজোড়া, চল্‌।

বসন্তসেনা - কী সর্বনাশ! কী সর্বনাশ! এ তো বর্ধমানাকর গলা নয়। ব্যাপার কী। ক্লান্ত বলদদের ক্লান্তি থেকে বাঁচানোর জন্যে আর্য চারুদত্ত কি অন্য চালক এবং অন্য গাড়ি পাঠিয়েছেন? আমার ডানচোখ নাচছে, আমার বুক টিপ্‌ টিপ্‌ করছে। চারদিক খাঁ খাঁ করছে। সবই ওলট-পালট হয়ে গেল।

শকার—(চাকার আওয়াজ পেয়ে) বন্ধু, বন্ধু, গাড়ি এসেছে।

বিট—কেমন করে বুঝলে?

শকার—দেখছো না বন্ধু? বুড়ো শুয়োরের মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ হচ্ছে।

বিট—স্থাবরক, আমার ভৃত্য, আমার পুত্র, এসেছিস বাবা?

চেট—এসেছি।

শকার—গাড়িটাও এসেছে?

চেট—নিশ্চয়।

শকার—বলদজোড়ও এসেছে

চেট—নিশ্চয়।
শকার—আর, তুই-ও এসেছিস্ ?
চেট—(সহাস্যে) এসেছি, প্রভু।
শকার—তাহলে গাড়ি নিয়ে আয়।
চেট—কোন্ পথে আনব ?
শকার—ভাঙা প্রাচীরের দিক দিয়ে নিয়ে আয়।
শকার—কর্তা, বলদজোড়া মরবে, গাড়িটাও ভাঙবে, আর (আপনার) ভৃত্য আমিও মরব।
শকার—ওরে, আমি রাজার-শ্যালক। বলদজোড়া যদি মরে, আর-একজোড়া কিনব। আর তুই মরলেও আর-একজন গাড়োয়ান হবে।
চেট—এ সব ঠিকই হবে। কিন্তু আমি আর আমি থাকব না।
শকার—ওরে, সব নষ্ট হোক। ঐ প্রাচীরটার পথেই গাড়ি ঢোকা।
চেট—ভাঙরে, গাড়ি ভাঙ্। প্রভুর সঙ্গেই ভেঙে টুকরো হ। অন্য গাড়ি হোক। কর্তাকে গিয়ে বলব। (প্রবেশ করে) আরে ভাঙল না তো ! কর্তা, এই যে এনেছি গাড়িটা।
শকার—বন্ধু, এসো। গাড়িটা দেখি দুজনে। বন্ধু, তুমিও আমার গুরু, পরম গুরু। আমি তোমাকে শ্রদ্ধেয় এমন একজন মনে করি যাকে বিশ্বাস ও সম্মানের চোখে দেখা উচিত। তাই, আমার আগে তুমিই গাড়িতে ওঠো।
বিট—তাই হোক। (উঠতে গেল)
শকার—অথবা, তুমি থাকো। এটা কি তোমার বাপের গাড়ি যে তুমি আগে উঠছ ? আমিই গাড়ির মালিক, আমিই আগে গাড়িতে উঠব।
বিট—কিন্তু তুমিই তো বললে।
শকার—আমি বলে থাকলেও সৌজন্যের খাতিরে তোমার উচিত ছিল 'তুমিই আগে ওঠো' এ কথা বলা।
বিট—তুমি ওঠো।
শকার—এই এখন উঠছি আমি। পুত্র, স্থাবরক, চেট, গাড়িটা ঘোরা।
চেট—(গাড়ি ঘুরিয়ে) উঠুন কর্তা।
শকার—(উঠে, দেখে, শঙ্কা প্রকাশ করে দ্রুত নেমে পড়ে বিটের গলা জড়িয়ে ধরে) বন্ধু, মরেছি, মরেছি। একটা রাক্ষসী অথবা চোর গাড়িতে বসে আছে। যদি রাক্ষসী হয় তাহলে আমরা দুজনেই অপহৃত, আর যদি চোর হয় তাহলে আমরা দুজনেই ভক্ষিত !
বিট—ভয় পেয়ো না। গরুরগাড়িতে রাক্ষস আসবে কোথা থেকে ? মধ্যাহ্নসূর্যের তাপে ঝলসানো চোখে সপরিচ্ছদ স্থাবরকের ছায়া দেখে তোমার এ ভ্রান্তি হয়নি তো ?
শকার—পুত্র, স্থাবরক, ভৃত্য আমার ! তুই কি জীবিত ?
চেট—আজ্ঞে হাঁ।
শকার—বন্ধু, গাড়িতে বসে আছে একজন স্ত্রীলোক, তুমি বরং দেখো একবার।
বিট—কী বললে ? স্ত্রীলোক ? বৃষ্টি-চোখে-লাগা বলদের মতো মাথা নত করে আমরা বরং শিষ্টিরই পথ ধরি। সমাজে গৌরব লাভই আমার প্রিয়, তাই

আমার চোখ কুলবধূদর্শনে অনিচ্ছুক ॥১৫॥

বসন্তসেনা—(সবিস্ময়ে, স্বগত) এ কী ! আমার চক্ষুশূল এই সেই রাজশ্যালক। তাহলে হতভাগিনী আমি সত্যিই বিপন্না। ঊষর জমিতে বোনা একমুঠো বীজের মতোই হতভাগিনী-আমার এখানে আসা নিষ্ফল। এখন কী করি ?

শকার—এই বুদ্ধ চেট ভীরু, সে গাড়ি দেখবে না। বন্ধু, তুমিই দেখো।

বিট—ক্ষতি কী ! তাই হোক। তাই দেখি।

শকার—এ কী ! শেয়াল উড়ছে, কাকেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বন্ধুকে যতক্ষণে চোখ দিয়ে খাচ্ছে এবং দাঁত দিয়ে দেখছে, ততক্ষণে আমি পালাব।[৮]

বিট—(বসন্তসেনাকে দেখে সবিস্ময়ে, মনে মনে) এ কী ! হরিণী কেন বাঘের অনুসরণ করছে ! হায় ! বেলাভূমিতে শয়ান শরচ্চন্দ্রের মতো হংসকে পরিত্যাগ করে হংসী কেন কাকের কাছে এসেছে ?

(জনান্তিকে) বসন্তসেনা ! এটা উচিতও নয়, তোমার যোগ্যও নয়।

আগে তাকে সগর্বে প্রত্যাখ্যান করে পরে জননীর আদেশে অর্থের লোভে--

বসন্তসেনা—না। (মাথা নাড়ল)

বিট—তা হলে মনে হয় আত্মসম্মানহীন স্বভাবগত বেশ্যাবৃত্তির জন্যেই এসেছ। আমি তো আগেই তোমাকে বলেছি, প্রিয়-অপ্রিয় সবার সঙ্গেই একরকম আচরণ করবে।

বসন্তসেনা—গাড়িবদল হওয়ায় এভাবে এসেছি, আমি শরণাগত।

বিট—ভয় পেওনা, ভয় পেওনা। আমি একে বোকা বানাব। (শকারের কাছে এসে) ছিনাল-পো ! সত্যিই রাক্ষসীই বসে আছে বটে।

শকার—বন্ধু, বন্ধু ! যদি রাক্ষসীই বসে থাকে তবে তোমাকে কেন চুরি করল না। আর যদি চোরই হয় তোমাকে তো খেয়ে ফেলল না ?

বিট—এসব আলোচনা ক'রে কী হবে ? যদি পর পর উদ্যান দিয়ে পায়ে হেঁটেই আমরা উজ্জয়িনীনগরীতে প্রবেশ করি তাহলে ক্ষতি কী ?

শকার—তা করলে কী হবে ?

বিট—তা করলে ব্যায়াম হবে, আর বলদবেচারাদেরও একটু আরাম দেওয়া হবে।

শকার—তাই হোক। স্থাবরক, চেট, গাড়ি নিয়ে যা। না না, দাঁড়া দাঁড়া। দেবতা ও ব্রাহ্মণদের সামনে পায়ে হেঁটে যাব ? না, না। গাড়িতে চেপেই যাব। যাতে দূর থেকেই আমাকে দেখে বলে—ঐ আমাদের প্রভু রাজশ্যালক যাচ্ছেন।

বিট—(স্বগত) বিষকে ওষুধ করা সত্যিই কঠিন ![৯] যা-হোক, এই ভাবে বলি। (প্রকাশ্যে) ছিনালের-পো ! এই বসন্তসেনা তোমার অভিসারে এসেছে। বসন্তসেনা ! বালাই, বালাই।

শকার—(সহর্ষে) তা হলে সে এসেছে আমার কাছে—এক প্রবর পুরুষের কাছে, (আর এক) বাসুদেবের কাছে।

বিট—হাঁ।

শকার - তাহলে অপূর্ব ভাগ্যলক্ষ্মীকে পেয়েছি আমি। সেই সময়ে আমি তাকে রুষ্ট করেছি, এখন পায়ে পড়ে প্রসন্ন করব।

বিট—ঠিকই বলেছ।

শকার—এই আমি পায়ে পড়ছি। (এই বলে বসন্তসেনার কাছে গিয়ে) মা, জননী! আমার মিনতি শোনো—হে বিশালাক্ষী! এই আমি তোমার পায়ে পড়ছি। হে শুভ্রদন্তী! তোমার পায়ের দশটি নখে আমার হস্তাঞ্জলি রাখছি। কামার্ত হয়ে আমি তোমাকে যে কষ্ট দিয়েছি তুমি তা ক্ষমা করো। হে বরগাত্রী! আমি তোমার দাস ॥১৮॥

বসন্তসেনা—(সক্রোধে) দূর হও, অশোভন কথা বলছ। (এই বলে পদাঘাত করল।

শকার—আমার মা, আমার জননী, আমার মাথাটি চুম্বন করেছেন, দেবতার কাছেও যা কখনও নত হয়নি সেই মাথায় ইনি পদাঘাত করলেন, শৃগাল যেমন শবকে পদাঘাত করে তেমনি।[১০] ॥১৯॥

ওরে স্থাবরক, চেট, তুই এঁকে কোথায় পেলি?

চেট—কর্তা, গাঁয়ের গাড়িগুলোতে রাজপথ রুদ্ধ হয়েছিল। তখন চারুদত্তের বাগানবাড়িতে গাড়ি রেখে একটা গাড়ির চাকা ঠেলছিলাম, সেই সময়ে গাড়ি-বদল হয়ে ইনি উঠেছেন বলে মনে হচ্ছে।

শকার—সে কী, গাড়ি-বদল হয়ে এসেছে! আমার অভিসারে আসে নি তবে। তা হলে নামো, আমার গাড়ি থেকে নামো। তুমি সেই দরিদ্র বণিক্‌পুত্রের অভিসারে এসেছ আর আমার বলদজোড়াকে দিয়ে নিজেকে আনিয়েছ। নেমে পড়ো, নেমো পড়ো। গর্ভদাসী! নেমে পড়ো।

বসন্তসেনা—সত্যি বলতে কি, 'তুমি সেই চারুদত্তের অভিসারে এসেছ' এ কথায় আমি সম্মানিত হয়েছি। এখন যা হবার হোক।

শকার—আমার যে-দুটি হাতের দশনখ হল পদ্মমণ্ডলের মতো, শত চাটুবাক্যের ছলনায় যে-দুটি তোমার ধর্ষণে লোলুপ সেই হাতদুটি দিয়ে আমার গাড়ি থেকে তোমার সুন্দর দেহটিকে টেনে নামাব, জটায়ু যেমন বালির স্ত্রীকে টেনে নামিয়েছিল তেমনি করে[১১] ॥২০॥

বিট—এই গুণমণ্ডিত রমণীদের কেশাকর্ষণ করতে নেই। উপবনে-জাত লতার পল্লব-ছেদ করা ঠিক নয় ॥২১॥

তাই তুমি থাকো, আমি একে নামিয়ে আনি! বসন্তসেনা! নেমে এসো।

(বসন্তসেনা নেমে এসে একান্তে দাঁড়িয়ে রইল)

শকার—(স্বগত) আমার যে ক্রোধাগ্নি আমার কথার অবমাননা করায় জ্বলেছিল তা আজ এর পাদপ্রহারে উদ্দীপিত হয়েছে। তাই একে এখন বধ করব। ঠিক আছে এইভাবে অগ্রসর হই। বন্ধু! বন্ধু!

যদি লম্বা-পাড়ওয়ালা বহুঝুরিদার চাদর পরতে চাও এবং চুহুচুহু চুক্কুচুহু চুহু করে[১২] মাংস খেয়ে তৃপ্তি পেতে চাও—

বিট—তা হলে কী?

শকার—আমার ইচ্ছেমতো কাজ করো।

বিট—বেশ করব, তবে অকাজ-কুকাজ বাদ দিয়ে।

শকার—অকাজের লেশ মাত্রও নয়। রাক্ষসীও কেউ নেই (সামনে)।

বিট—বলো তা হলে।

শকার—বসন্তসেনাকে বধ করো।

বিট—(কান ঢেকে) গণিকা হয়েও গণিকাদুর্লভ প্রণয়ে আসক্তা নগরের অলংকার নিরপরাধ এই তরুণী স্ত্রীকে যদি বধ করি কোন্ ভেলায় করে আমি পরলোকের নদী পার হব ?[১৩] ॥২৩॥

শকার—আমি তোমাকে ভেলা দেব। তা ছাড়া, এই নির্জন উদ্যানে একে বধ করবার সময় তোমাকে দেখবে কে ?

বিট—পাপপুণ্যের সাক্ষী দশদিক এবং বনদেবতারা আমাকে দেখছেন, দেখছেন চন্দ্র, দীপ্তরশ্মি এই সূর্য, ধর্ম, বায়ু, গগন, অন্তরাত্মা এবং ভূমি।[১৪] ॥২৪॥

শকার—তাহলে চাদর দিয়ে ঢেকে একে বধ করো।

চেট—মূর্খ, নিপাত যাও।

শকার—এই বৃদ্ধ শৃগাল অধর্মভীরু। যাক্, স্থাবরক চেটকে অনুরোধ করি। পুত্র স্থাবরক চেট, তোকে আমি সোনার বালা দেব।

চেট—আমিও পরব।

শকার—তোকে সোনার আসন গড়িয়ে দেব।

চেট—আমিও তাতে বসব।

শকার—আমি আমার সমস্ত উচ্ছিষ্ট তোকে দেব।

চেট—আমিও খাব।

শকার—সমস্ত ভৃত্যদের মধ্যে তোকেই প্রধান করব।

চেট—কর্তা, আমি তাই হব।

শকার—তাহলে আমি যা বলছি কর্।

চেট—কর্তা, সব করব, তবে 'অকাজ' ছাড়া।

শকার—অকাজ আদৌ নয়।

চেট – বলুন, কর্তা।

শকার—এই বসন্তসেনাকে বধ কর্।

চেট—রাগ করবেন না, কর্তা! গাড়ি বদল হওয়ায় আমি এই মাননীয়াকে এনেছি।

শকার—ওরে, নফর, তোর উপরেও কি আমার প্রভুত্ব খাটবে না ?

চেট—কর্তা, আপনি আমার দেহের প্রভু, আমার চরিত্রের নয়।[১৫] প্রসন্ন হোন্, প্রসন্ন হোন, কর্তা! আমি সত্যই ভয় পেয়েছি।

শকার—তুই আমার চাকর হয়ে কাকে ভয় পাচ্ছিস ?

চেট—পরলোককে ?

শকার– ঐ পরলোক-বস্তুটি কী ?

চেট—ভাল কাজ আর মন্দ কাজের পরিণাম।

শকার—ভালো কাজের পরিণাম কী ?

চেট—এই আপনি যেমন স্বর্ণমণ্ডিত।

শকার– মন্দ কাজের ফল কী ?

চেট—এই আমি যেমন পরান্নভোজী হয়েছি! তাই কুকাজ আমি করব না।

শকার—ও, তাহলে ওকে হত্যা করবি না তুই ? (এই বলে নানাভাবে মারতে লাগল)

চেট—মারুন কর্তা, মারুন। কুকাজ আমি করব না।

যে ভাগ্যদোষে আমি গর্ভদাস হয়ে জন্মেছি, সেই ভাগ্যকে (দুর্ভাগ্যকে) আমি

আর কিনব না। এই জন্যে আমি কুকাজ এড়িয়ে চলছি ॥২৫॥

বসন্তসেনা—ভদ্র, আমি আপনার শরণ নিলাম।

বিট—ছিনাল-পো! ক্ষমা করো, ক্ষমা করো।

সাবাস, স্থাবরক, সাবাস! দেখো, এই দুর্দশাগ্রস্ত দরিদ্রও পরলোকের ফল চায়, কিন্তু এর প্রভু চায় না। তাহলে এরা এক্ষুনি ধ্বংস হয় না কেন, যারা মন্দ কাজ বাড়িয়েই চলে আর ভালো কাজ চলে এড়িয়ে? ॥২৬॥

তা ছাড়া—

ছিদ্রান্বেষী ভাগ্য অসমদর্শী, কারণ, এর ভাগ্যে হল দাসত্ব আর তোমার ভাগ্যে প্রভুত্ব; তোমার সম্পদ এ ভোগ করছে না, তুমিও এর হুকুম তামিল করছ না ॥২৭॥

শকার—(স্বগত) অধর্মভীরু এই বুড়ো শেয়ালটা। পরলোকভীরু এই গর্ভদাস। আমি রাজ-শ্যালক, অভিজাত পুরুষ, আমি ভয় করি কাকে? (প্রকাশ্যে) ওরে গর্ভদাস, চেট, তুই যা। নির্জন কোন জায়গায় গিয়ে তুই বিশ্রাম কর।

চেট—আপনি যা বলেন। (বসন্তসেনার কাছে গিয়ে) এইটুকুই আমার করবার মতো ছিল।

শকার—(কোমর বেঁধে) দাঁড়াও, বসন্তসেনা। দাঁড়াও। বধ করছি তোমাকে।

বিট—ইস্! আমার সামনেই বধ করবি। (এই বলে গলা চেপে ধরল)

শকার—(মাটিতে পড়ে গেল) বন্ধু আমাকে মারল। (এই বলে মূর্ছার অভিনয় করল। চেতনা লাভ করে) সব সময় যাকে ঘি খাইয়ে মাংস খাইয়ে তাগড়া করলাম কাজের সময় সেই কিনা শত্রুর হল! ॥২৮॥

(চিন্তা করে) ঠিক আছে। উপায় খুঁজে পেয়েছি। বুড়ো শেয়ালটা মাথা নেড়ে (বসন্তসেনাকে) ইশারা করেছিল। তাই একে বিদেয় করে বসন্তসেনাকে বধ করব। তাই হোক। (প্রকাশ্যে) আমি তোমাকে যা বলেছি, পেয়ালার মতো বড়ো বংশে জন্মে আমি সেই কুকাজ করব কেমন করে? তাকে আমার প্রতি অনুকূল করবার জন্যেই একথা বলেছিলাম।

বিট—কুলের কথা তুলে কী হবে, এ বিষয় স্বভাবই আসল। কাঁটাগাছ ভালো ক্ষেতে খুব বেড়ে ওঠে ॥২৯॥

শকার—বন্ধু, তোমার সামনে এ লজ্জা করছে। আমাকে গ্রহণ করছে না। তাই তুমি যাও। স্থাবরক চেটকে আমি তাড়িয়েছি, সে চলেও গিয়েছে।

বিট—(স্বগত) আত্ম-অহংকারে আমার সামনে বসন্তসেনা এই মূর্খকে (প্রেমিকরূপে) গ্রহণ করবে না। তাই একে একান্তেই রেখে যাই, কারণ নির্জনতাতেই প্রেম আস্বাদ্য হয়ে ওঠে ॥৩০॥

(প্রকাশ্যে) তাই হোক। আমি যাচ্ছি।

বসন্তসেনা—(তার পরিচ্ছদের প্রান্ত আকর্ষণ করে) আমি যে বলেছি আমি আপনার শরণাগত।

বিট—বসন্তসেনা, ভয় কোরো না, ভয় কোরো না। ছিনাল-পো! বসন্তসেনা তোমার হাতে গচ্ছিত রইল।

শকার—বেশ! আমার হাতে এ গচ্ছিত হয়েই থাকুক।

বিট—সত্যি?

শকার—সত্যি।

বিট—(কিছুটা গিয়ে, স্বগত) কিন্তু আমি গেলে এই নৃশংস একে যদি বধ করে, তাই আড়ালে থেকে এর আচরণ লক্ষ্য করি। (একান্তে রইল)

শকার—ঠিক আছে, (এবারে) হত্যা করি একে। কিন্তু ধূর্ত-শিরোমণি এই ব্রাহ্মণ—এই বুড়ো শেয়ালটা যদি কোথাও লুকিয়ে থেকে (এখান থেকে) গিয়ে শেয়ালের মতো হয়েই যদি ছলনা করে! তাই একে ঠকাবার জন্যে এই করি। (ফুল তুলে নিজেকে সাজাল) বালিকা! বালিকা! বসন্তসেনা! এসো।

বিট—ওঃ এ দেখি প্রেমিক বনে গেল! যাক, নিশ্চিন্ত হলাম। যাই। (নিষ্ক্রমণ)

শকার—সোনা দিচ্ছি, মিষ্টি কথা বলছি, পাগড়িবাঁধা মাথায় (পায়ে) পড়ছি। তবু ওগো সুদন্তী, তুমি আমাকে গ্রহণ করছ না। (হায়) মানুষ সত্যিই দুঃখময়[১৬] ॥৩১॥

বসন্তসেনা—এ বিষয়ে সন্দেহের কী আছে? (এই বলে নতমুখে 'খলচরিত' ইত্যাদি শ্লোক দুটি আবৃত্তি করল)

দুশ্চরিত্র! অধম! দোষদুষ্ট হয়ে এখানে কেন আমাকে অর্থের লোভ দেখাচ্ছ? সুচরিত্র শুদ্ধদেহ কমলকে ভ্রমরেরা পরিত্যাগ করে না ॥৩২॥

সৎকুলজাত চরিত্রবান পুরুষ দরিদ্র হলেও তাকে সযত্নে সেবা করা উচিত। যোগ্যজনে আশ্রিত প্রেমবাসনা পণ্য নারীদের সৌন্দর্য ॥৩৩॥

তা ছাড়া,

আম্রতরুর সেবা করে এখন পলাশতরুকে গ্রহণ করতে পারব না।

শকার—বাঁদীর-বেটী, দরিদ্র চারুদত্তকে করলি আমগাছ আর আমাকে বললি পলাশ-গাছ? কিংশুকও করলি না[১৭]? এইভাবে আমাকে গালমন্দ দিতে দিতে তুই কিনা আজও চারুদত্তকেই স্মরণ করছিস?

বসন্তসেনা—তিনি তো আমার হৃদয়গত হয়েই আছেন, তাঁকে স্মরণ করব কেন?

শকার—আজকেই তোকে আর তোর হৃদয়গত তাকে একসঙ্গেই হত্যা করব। ওরে দরিদ্র বণিকপুত্রের প্রণয়িনী দাঁড়া, দাঁড়া।

বসন্তসেনা—বলো বলো, ঐ মনোরম অক্ষরগুলো আবার বলো।

শকার—বাঁদীর-ব্যাটা দরিদ্র চারুদত্ত তোকে রক্ষা করুক।

বসন্তসেনা—আমাকে দেখতে পেলে রক্ষা করবেন।

শকার—সে কি ইন্দ্র, বালিপুত্র মহেন্দ্র, রম্ভাপুত্র কালনেমি, সুবন্ধু, রাজা রুদ্র, দ্রোণ-পুত্র জটায়ু, চাণক্য, না ত্রিশঙ্কু[১৮]? ॥৩৪॥

ও কথা থাক। এঁরাও তোমাকে রক্ষা করতে পারবেন না।

ভারতযুগে চাণক্য যেমন করে সীতাকে বধ করেছিল, জটায়ু যেমন করে দ্রৌপদীকে বধ করেছিল তেমনি করেই আমি তোমাকে বধ করব।[১৯]

(মারতে উদ্যত হল)

বসন্তসেনা—হায় জননী! তুমি কোথায়? হায়, আর্য চারুদত্ত, অপূর্ণমনোরথ এই মানুষটি মারা পড়ল। এবারে আমি জোরে চেঁচাব। না থাক। বসন্তসেনা চেঁচাচ্ছে—এ ব্যাপারটা লজ্জায়ই বটে। আর্য চারুদত্তকে নমস্কার।

শকার—এখনও গর্ভদাসী সেই পাপিষ্ঠের নামই নিচ্ছে।

(কণ্ঠে পীড়ন করল) স্মরণ করো, গর্ভদাসী, স্মরণ করো।

বসন্তসেনা—আর্য চারুদত্তকে নমস্কার।

শকার—মর্ গর্ভদাসী মর্। (কণ্ঠ পীড়ন করে হত্যার অভিনয়)

(বসন্তসেনা নিশ্চলভাবে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল)

শকার—(সহর্ষে) দোষের পেটিকা, ঔদ্ধত্যের বাসভূমি, দুষ্টা এবং (চারুদত্তের) অনুরক্তা, তারই সঙ্গে বিহারের অভিপ্রায়ে আগতা, মৃত্যুচালিতাকে (বধ করে) আমি নিজের বাহুর বীরত্ব আর কী বর্ণনা করব ? নিঃশ্বাসরহিত হয়েও দেখি মাতা মৃতা হলেন,ভারতযুগে যেমন সীতা একান্ত মৃতা হয়েছিলেন তেমনি ॥৩৬॥ আমি তাকে চাইলেও এই গণিকা আমাকে চাইল না তাই ক্রুদ্ধ হয়ে এই নির্জন পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে তাকে হঠাৎ বাহুপাশে সন্ত্রস্ত করে হত্যা করছি। আমার ভাই, বাবা এবং দ্রৌপদীর মতো মা যার ছেলের এই কাজ—এই বীরত্ব দেখতে পেল না, তারা সেবাবঞ্চিত হল (অর্থাৎ আমি বীরত্ব দেখিয়ে পরিতৃপ্ত করে তাদের যে সেবা করতাম সেই সেবা থেকে তারা বঞ্চিত হল) ॥৩৭॥

যা হোক, এখন বুড়ো শেয়ালটা এসে পড়বে, একটু সরে দাঁড়াই। (তাই করল)

(চেটের সঙ্গে প্রবেশ করে)

বিট—স্থাবরক চেটকে বলে কয়ে এনেছি। এখন ছিনাল-পোটি কোথায় দেখি। (পরিক্রমা করে তাকিয়ে) এ কী ? পথের উপরেই একটা গাছ পড়েছে। পড়ন্ত গাছের চাপে একটি স্ত্রীলোক মারা গিয়েছে। ওহে পাপিষ্ঠ, এমন অকাজ কেন করলে তুমি ? তোমার পতনে নিহত স্ত্রীলোক দেখে আমরাও পতিত হলাম। এ এক কুলক্ষণ। সত্যি বলতে কি, বসন্তসেনার জন্যে মনটা উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। দেবতারা সব-দিক-দিয়ে মঙ্গল করবেন। (শকারের কাছে এসে) ছিনাল-পো, স্থাবরক চেটকে বলে কয়ে এনেছি।

শকার—বন্ধু, স্বাগত ! পুত্র স্থাবরক, তোমাকেও স্বাগত জানাচ্ছি।

চেট—হ্যাঁ।

বিট—আমার গচ্ছিত ধন ফেরৎ দাও।

শকার—গচ্ছিত ধন ? সে আবার কেমন ?

বিট—বসন্তসেনা।

শকার—চলে গিয়েছে।

বিট—কোথায় ?

শকার—তোমার পিছে পিছেই।

বিট—(সবিতর্কে) না সে তো সেদিকে যায় নি ?

শকার—তুমি কোন্ দিক দিয়ে গেলে ?

বিট—পূর্ব দিক দিয়ে।

শকার—সে-ও দক্ষিণ দিক দিয়ে গিয়েছে।

বিট—আমি দক্ষিণদিক দিয়ে গিয়েছি।

শকার—সেও উত্তরদিক দিয়ে গিয়েছে।

বিট—তুমি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে কথা বলছ। আমার মন মানছে না। সত্য কথা বল তো।

শকার—তোমার মাথা আর আমার পায়ের দিব্যি ! তোমার হৃদয়কে শান্ত করো । আমি তাকে হত্যা করেছি ।

বিট—(সবিষাদে) সত্যি হত্যা করেছ ?

শকার—যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তাহলে রাষ্ট্রিয় শ্যালকের প্রথম বীরত্ব প্রত্যক্ষ করো । (দেখাল)

বিট—হায়, হতভাগ্য আমার কী সর্বনাশ হল ; (মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল)

শকার—হা ! হা ! বন্ধু দেখি মরেই গেল !

চেট—ধৈর্য ধরুন, ধৈর্য ধরুন, ভদ্র । নির্বোধের মতো ঐ গাড়িটা এখানে এনে আমিই তাকে প্রথম হত্যা করেছি ।

বিট—(নিজেকে সামলে নিয়ে, করুণভাবে) হায় বসন্তসেনা !

দাক্ষিণ্যের নদী বিশুষ্ক হয়ে গেল ; রতি স্বদেশে যাত্রা করল । হায় অলঙ্কারের অলংকাররূপিণী ! হায় সুমুখী ! হায় রতিরঙ্গবিলাসিনী ! হায় সৌজন্যতটিনী ! হায় প্রমোদসৈকতভূমি ! হায় ! মাদৃশ (অধম) জনের আশ্রয়রূপিণী ! হায় ! সৌভাগ্যের পণ্যাবলীপূর্ণ অনঙ্গবিপণি বিনষ্ট হল !

(সাশ্রুনেত্রে) হায়, কী দুর্ভাগ্য, কী দুর্ভাগ্য ! তুমি এই যে-কাজটা করলে তাতে তোমার কোন্ অভিপ্রায় চরিতার্থ হবে ? পাপের প্রতিমূর্তি তুমি নগরের শ্রীকে ভূলুণ্ঠিত করলে ।

(স্বগত) ও, এই পাপী আবার এই গর্হিত কাজের অপরাধটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে না দেয় ! যাই এখান থেকে । (পরিক্রমণ)

(শকার এসে তাকে ধরল)

বিট—পাপিষ্ঠ, আমাকে ছুঁয়ো না । তোমাকে বুঝতে আমার বাকি নেই । আমি যাচ্ছি ।

শকার—ওঃ, নিজে বসন্তসেনাকে হত্যা করে আমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে পালাচ্ছ কোথায় ? কী অসহায় অবস্থায় পড়েছি আমি !

বিট—গোল্লায় যাও ।

শকার—এক-শো স্বর্ণমুদ্রা দেব, এক বোড়িক শুদ্ধ কার্ষাপণ[২১] দেব তোমাকে । আমার এই অপরাধমূলক পরাক্রম সর্বধারণের হোক অর্থাৎ আমার নাম করে প্রকাশ কোরো না ।

বিট—ধিক্ ! শুধু তোমারই হোক ।

চেট—ভগবান না করুন ! (শকারের হাস্য)

বিট—আনন্দ না থাকুক । হাসি ত্যাগ করো । তোমার বন্ধুত্বে ধিক যে বন্ধুত্ব অবমাননাকর এবং অসম্মানজনক । কখনও যেন তোমার মুখ দেখতে না হয় । ছিন্নধনুর মতো গুণহীন তোমাকে ত্যাগ করছি ॥৪১॥

শকার—বন্ধু, প্রসন্ন হও প্রসন্ন হও । এসো, আমরা এই পদ্মসরোবরে নেমে ক্রীড়ামত্ত হই ।

বিট—এই নগরের লোক, নিষ্প্রাণ হলেও তোমার সেবায় রত বলে আমাকে পাপী বলেই জানে । যে তুমি নারীহত্যা করেছ এবং যাকে নগরের স্ত্রীলোকেরা ভয়ে অর্ধনিমীলিত চোখে দেখে সেই তোমাকে আমি কেমন করে অনুগমন করব বলো ? ॥৪২॥

(করুণভাবে) বসন্তসেনা—হে সুন্দরী ! পরজন্মে তুমি আর বারনারী হোয়ো না। হে চরিত্রগুণমণ্ডিতা ! তুমি সদ্‌বংশে জন্ম নিও ॥৪৩॥

শকার—আমার পুষ্পকরণ্ডক জীর্ণোদ্যানে বসন্তসেনাকে হত্যা করে কোথায় পালাচ্ছ ? এসো। আমার শ্যালকের কাছে (রাজার কাছে) তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে। (এই বলে তাকে ধরল)

বিট—আঃ, থাম্ মূর্খ ! (এই বলে খড়্গ আকর্ষণ করল)

শকার—(সভয়ে এগিয়ে এসে) কি রে ভয় পেলি ? যা, তবে।

বিট (স্বগত)—(এখানে) থাকা উচিত হবে না। যেখানে আর্য শর্বিলক ও চন্দনক প্রভৃতিরা আছেন সেইখানে যাই। (নিষ্ক্রান্ত)

শকার—নিপাত যা। ওরে স্থাবরক, বাছা ! বল তো, আমি কেমন কাজ করলাম ?

চেট—কর্তা ! খুব খারাপ কাজ করেছেন।

শকার—ওরে চেট ! কী বলছিস ? অকাজ করেছি ? যাক, এই করি (নানা অলংকার খুলে) আমার দেওয়া এই অলংকার গ্রহণ কর। আমি যতক্ষণ প্রসাধন করব ততক্ষণ এগুলো আমার আর অন্য সময় তোর !

চেট—কর্তা, এগুলো আপনাকেই মানায়। আমার এ দিয়ে কী হবে ?

শকার—তাহলে যাও। আমি এই বলদজোড়া নিয়ে আমি যতক্ষণ না আসি ততক্ষণ আমার প্রাসাদের নতুন তৈরি চিলেকোঠায় অপেক্ষা কর।

চেট—আজ্ঞে, আপনার যা আদেশ। (প্রস্থান)

শকার—নিজেকে বাঁচানোর জন্যে বন্ধু অদৃশ্য হলেন। আর এই চেটকেও আমি নতুন তৈরি চিলেকোঠায় শিকলে বেঁধে রাখব। তাহলে ব্যাপারটা গোপন থাকবে। এখন বরং একে দেখি। এ কি সত্যিই মরেছে না আবার মারব ? (দেখে) দেখি। ভালো করেই মরেছে। যা হোক এই চাদর দিয়ে একে ঢাকি। না থাক, এটায় আবার আমার নাম লেখা। কোন ভদ্রলোক চিনে ফেলবে। বরং ঝোড়ো হাওয়ায় জড়ো হওয়া এই শুষ্ক পাতা দিয়ে ঢাকি। (তাই করে, ভেবে) যা হোক, ঠিক আছে। এবারে আমি এইভাবে অগ্রসর হব—আমি এক্ষুনি আদালতে যাব এবং 'এই মর্মে' একটা নালিশ-নামা লেখাব যে বণিক চারুদত্ত বসন্তসেনাকে আমার বাগানে এনে টাকার জন্যে একে বধ করেছে।'

চারুদত্তের বিনাশের জন্যে একটা নতুন চালের আশ্রয় নেব যা পবিত্র নগরীতে পাণ্ডববধের মতো দারুণ ॥৪৪॥

ঠিক আছে। যাই। (নিষ্ক্রান্ত হয়ে দেখে, সভয়ে) আরে এতে বড়ো মুশকিল ! আমি যে পথেই যাচ্ছি সেই পথেই গেরুয়া রঙে ছোপানো পরিচ্ছদ পরে ঐ দুষ্ট বৌদ্ধ সন্ন্যাসী যাচ্ছে। তার নাকে ছিদ্র করে আমি তার সঙ্গে শত্রুতা ক'রে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি ! আমাকে দেখে হয়তো সে ফাঁস করে দেবে যে আমিই তাকে মেরেছি। কিন্তু যাব কেমন করে ? (দেখে) হ্যাঁ, এই অর্ধেক ধ্বসে পড়া ভাঙা দেয়ালটা লাফিয়ে পার হয়ে পালাই।

(বনের) মহেন্দ্র যেমন আকাশে, পাতালে এবং 'হনুমৎ-পাহাড়ে'র চূড়ায় ছুটেছিল আমিও তেমনি প্রচণ্ড বেগে ছুটছি[২১] ॥৪৫॥ (প্রস্থান)

(যবনিকা কাঁপিয়ে সংবাহকের প্রবেশ)

ভিক্ষু—আমি এই ছেঁড়া-কাপড়টা ধুয়েছি। কোন শাখায় ঝুলিয়ে শুকিয়ে নেব কি? কিন্তু বানরেই তা শেষ করবে। মাটিতে রাখব? তা হলে ধুলোয় ময়লা হবে। তাহলে কোথায় মেলে শুকব? (দেখে) দেখেছি। এখানে ঝোড়ো হাওয়ায় জড়ো হওয়া এই শুকনো পাতার রাশিতে রাখি। (তাই করে 'বুদ্ধকে নমস্কার'। এই বলে বসল) যাক এবারে জপ করি। ('পঞ্চজনকে যে মেরেছে' ইত্যাদি শ্লোক উচ্চারণ করল)। অথবা কাজ নেই আমার এ স্বর্গে। যিনি দশটি সুবর্ণমুদ্রা দিয়ে জুয়াড়ীদের হাত থেকে আমাকে মুক্ত করেছিলেন, বুদ্ধের উপাসিকা সেই বসন্তসেনার প্রত্যুপকার যতদিন না করতে পারছি ততদিন আমি তাঁর ক্রীতদাস বলে নিজেকে মনে করছি। (দেখে) এ কী, কী একটা এই পাতার মধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে মনে হচ্ছে। আমার মনে হয় প্রথমে উষ্ণ হাওয়ায় তপ্ত হয়ে এবং পরে ছেঁড়া-কাপড় নিঙড়ানো জল পড়ায় এই পাতাগুলো স্পন্দিত হচ্ছে। পালক ছড়ানো পাখির পাখার মতোই দেখছি পাতাগুলোকে ॥৪৬॥

(বসন্তসেনা সংজ্ঞালাভ করে হাত বাড়ালো)

এ কী এ কী! সুন্দর গয়নাপরা স্ত্রীলোকের দুটো হাত বেরিয়ে আসছে দেখছি! (নানাভাবে দেখে) আমি এ হাতকে চিনি। অথবা সংশয় নিরর্থক, এই হাতই আমাকে অভয় দিয়েছিল। যাক, দেখি।

(পাতা সরিয়ে, দেখে চিনতে পারার অভিনয় করে)

এই সেই বুদ্ধ উপাসিকা!

(বসন্তসেনা জল চাইল)

এ কী? জল চাইছে দেখছি। দীঘি তো দূরে। এখন কী করা যায়? যা হোক এই ছেঁড়া কাপড়খানাই এর দেহে বিছিয়ে দিই। (তাই করল)

(বসন্তসেনা সংজ্ঞা লাভ করে উঠল। ভিক্ষু বস্ত্রপ্রান্ত দিয়ে তাঁকে হাওয়া করতে লাগল)

বসন্তসেনা—আর্য, আপনি কে?

ভিক্ষু—দশটি সুবর্ণমুদ্রায় যাকে কিনেছিলেন তাকে কি বুদ্ধ-উপাসিকা মনে করতে পারছেন না?

বসন্তসেনা—মনে পড়েছে। তবে আপনি যেভাবে বললেন (অর্থাৎ আপনার পরিচয় দিলেন) সেটা ঠিক নয়। আমি মরে গেলেই ভালো হত।

ভিক্ষু—বুদ্ধোপাসিকা! ব্যাপারটা কী?

বসন্তসেনা—(সখেদে) বেশ্যার যা হওয়া উচিত তাই।

ভিক্ষু—বুদ্ধোপাসিকা! আপনি এই গাছের কাছেই বেড়ে ওঠা লতা অবলম্বন ক'রে দাঁড়ান। (বসন্তসেনা তাই ধরে উঠলেন)

এই বিহারে আমার ধর্মভগিনী আছে। সেইখানে আপনি একটু আশ্বস্ত হয়ে তারপর বাড়ি যাবেন। তা হলে আপনি ধীরে ধীরে চলুন।

যে হাত-মুখ আর ইন্দ্রিয়ের চালনায় সংযত সেই প্রকৃত মানুষ। রাজার আদালত তার কী করতে পারে? পরলোক তার হাতের মুঠোয় স্থির হয়ে থাকে।

॥ 'বসন্তসেনা মোটন' নামে অষ্টম অংক সমাপ্ত ॥

(তারপর শোধনকের প্রবেশ)

ন্যায়ালয়ের কর্মকর্তারা আমাকে আদেশ দিয়েছেন—শোনক, বিচারমণ্ডপে গিয়ে আসনগুলো সাজাও। তাই এখন গিয়ে বিচারমণ্ডপটা সাজিয়ে ফেলি। (পরিক্রমা করে এবং দেখে)

এই যে বিচারমণ্ডপ। প্রবেশ করি তাহলে। বিচারমণ্ডপটি একেবারে নির্জন করিয়ে নিয়েছি। আসনও সাজিয়েছি। যাই এখন বিচারকদের খবর দিই গে। (পরিক্রমা করে) এ কী! রাজশ্যালক মানে, সেই দুষ্ট এবং দুশ্চরিত্র লোকটা এদিকেই আসছে। তার দৃষ্টিপথ এড়িয়ে যাই। (একান্তে দাঁড়িয়ে রইল)

(তারপর উজ্জ্বলবেশধারী শকারের প্রবেশ)

আমি সলিল, জল এবং পানীয়ে[১] স্নান ক'রে যুবতী স্ত্রী ও নারীদের সঙ্গে গন্ধর্বের মতো সুসজ্জিত অঙ্গে উপবন কাননে বসে এলাম[২] ॥১॥

এই আমি চুলে গিঁট দিলাম, এই ঝুঁটি করে বাঁধলাম। এই তা লম্বা, এই কোঁকড়ানো, এই খুলে দিলাম, এই তা চূড়োয় জড়ালাম। আমি হলাম গিয়ে চিত্রবিচিত্র রাজার-শালা[৩]! ॥২॥

তা ছাড়া, বিষগ্রন্থিতে ঢুকে পড়া পোকার মতো পথ খুঁজতে খুঁজতে একটা প্রশস্ত পথ পেয়ে গেলাম। এই কুকীর্তিটা চাপাব কার ঘাড়ে? (স্মরণ করে), ও মনে পড়েছে। দরিদ্র চারুদত্তের ঘাড়েই এই কুকীর্তিটা চাপিয়ে দেব। তাছাড়া সে দরিদ্র। দরিদ্রে সবই সম্ভব। যা হোক, বিচারমণ্ডপে গিয়ে আগে এই বলে নালিশটা রুজু করি যে চারুদত্ত বসন্তসেনাকে গলা টিপে হত্যা করছে। বিচারমণ্ডপে যাই তাহলে। (পরিক্রমা করে দেখে)। এই যে বিচারমণ্ডপ এইখানে প্রবেশ করি। (প্রবেশ করে দেখে) এ কী! আসন সাজানো হয়েছে দেখছি। যাক্ যতক্ষণ কর্মকর্তারা না আসছেন ততক্ষণ এই দুর্বাচত্বরে কিছুক্ষণ বসে অপেক্ষা করি। (সেই ভাবে অবস্থান করল)

শোধনক—(অন্যদিকে পরিক্রমা করে। সামনে তাকিয়ে)। এই যে বিচারকেরা আসছেন। কাছে যাই তা হলে। (কাছে গেল)

(তারপর শ্রেষ্ঠী কায়স্থাদি পরিবৃত হয়ে বিচারকদের প্রবেশ)

বিচারকেরা—শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থমশাই!

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ—আদেশ করুন আর্য।

বিচারক—দেখুন! বিবাদনিষ্পত্তিটা অন্য নানা ব্যাপারের উপর নির্ভরশীল বলে বিচারকদের পক্ষে অন্যের মনকে ঠিক মতো বোঝা সত্যিই কঠিন।

লোকেরা (বাদী ও প্রতিবাদী) যা ন্যায় থেকে অনেক দূরে এমন কাজ গোপন করে (বিচারের জন্যে) উপস্থিত করে। স্বার্থ আছে বলে নিজেরা নিজেদের দোষ তো বিচারালয়ে বলে না। বাদী ও প্রতিবাদী দুই পক্ষ তার (সেই দোষের) বলকে আরও বাড়িয়েই দেয় যা রাজাকে স্পর্শ করে। সংক্ষেপে বলতে গেলে বিচারকের অপযশটাই সুলভ। যশ দুর্লভ বললেই হয় ॥৩॥

তা ছাড়া,

ন্যায়কে অবজ্ঞা করে কুপিত লোকেরা সত্য গোপন করে অন্যের বিরুদ্ধে নালিশ করে। বিচারালয়ে নিজেদের দোষ তারা নিজেরা বলে না। বাদীপ্রতিবাদীর দোষের সংস্পর্শে এসে সজ্জনেরাও[৪] ন্যায়-ভ্রষ্ট হয়ে পাপ করেন এও সত্য। সংক্ষেপে বিচারকদের অপযশই জোটে, যশ তাঁদের কাছে অনেক দূরের ব্যাপার[৫] ॥৪॥

এই জন্যেই বিচারককে হতে হবে শাস্ত্রজ্ঞ, প্রতারণা ধরায় কুশলী, তাঁকে হতে হবে সুবক্তা এবং অক্রোধী, শত্রুমিত্র এবং স্বজনের স্বরূপ জেনেই তিনি রায় দেবেন, তিনি হবেন দীনের পালক এবং ধূর্তের পীড়ক, ধার্মিক হবেন তিনি, সুযোগ থাকলে[৬] লোভে পড়বেন না তিনি। আসল সত্য নির্ণয়ে তাঁকে হতে হবে একাগ্রচিত্ত, সেই সঙ্গে রাজার ক্রোধকেও দূর করবেন তিনি ॥৫॥

শ্রেষ্ঠী এবং কায়স্থ—আপনার ক্ষেত্রেও কি গুণ দোষ বলে নিন্দিত হবে! তাই যদি হয় তাহলে চন্দ্রলোকেও অন্ধকার আছে বলতে হবে।

বিচারক—ভদ্র শোধনক, বিচারমণ্ডপের পথ দেখাও।

শোধনক -আসুন আসুন মাননীয় বিচারকমশাই। (এই বলে পরিক্রমা করল)

শোধনক—এই যে বিচারমণ্ডপ। বিচারকেরা প্রবেশ করুন।

(সকলে প্রবেশ করলেন)

বিচারক—ভদ্র শোধনক, বাহিরে বেরিয়ে দেখুন তো কারা বিচারপ্রার্থী হয়ে এসেছেন?

শোধনক—আপনার যে আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত হয়ে) শুনুন মশাইরা বিচারকেরা জিজ্ঞেস করছেন—আপনারা কে কে বিচারপ্রার্থী হয়ে এসেছেন?

শকার—(সানন্দে) বিচারকেরা এসে গেছেন তাহলে। (সগর্বে পরিক্রমা করে) এই যে আমি শ্রেষ্ঠ পুরুষ, মনুষ্যরূপী বাসুদেব রাষ্ট্রীয় শ্যালক, রাজশ্যালক বিচারপ্রার্থী হয়ে এসেছি।

শোধনক—(সভয়ে) এ কী! প্রথমেই রাজশ্যালক বিচারপ্রার্থী। যাক আর্য, একটু অপেক্ষা করুন। আমি গিয়ে বিচারকদের বলছি। (এসে) শ্রদ্ধেয় মহোদয়েরা! রাষ্ট্রীয় শ্যালক বিচারপ্রার্থী হয়ে আদালতে এসেছেন।

বিচারক—সে কি? প্রথমেই রাষ্ট্রীয় শ্যালক বিচারপ্রার্থী? এ যেন সূর্যোদয়েই গ্রহণ লাগে—যা কোন মহাপুরুষের পতনের সূচনা করছে। শোধনক আজ মামলার শুনানী একটু গোলমেলে হবেই। ভদ্র, বেরিয়ে গিয়ে বলুন—তিনি যেতে পারেন, আজ তাঁর নালিশ শোনা সম্ভব হবে না।

শোধনক—আর্য যা বলেন। (বেরিয়ে এসে শকারের কাছে গিয়ে) আর্য! বিচারকেরা বললেন—আজ আপনি আসুন। আজ আপনার মামলার শুনানী সম্ভব নয়।

শকার—(সক্রোধে) কী আমার নালিশ শোনা হবে না? যদি শোনা না হয়, তাহলে আমি ভগ্নীপতি রাজা পালককে জানিয়ে দেব এবং ভগ্নীকে ও মাকে বলে এই বিচারককে তাড়িয়ে তার জায়গায় অন্য বিচারককে বসাব। (গমনোদ্যত হল)

শোধনক—আর্য! রাষ্ট্রীয় শ্যালক, একটু দাঁড়ান। আমি গিয়ে বিচারকদের বলি। (বিচারকের কাছে গিয়ে) এই রাষ্ট্রীয়-শ্যালক ক্রুদ্ধ হয়ে বলছেন—

বিচারক—এই মূর্খের পক্ষে সবই সম্ভব। ভদ্র, গিয়ে বলুন—আসুন, আপনার নালিশ শোনা হবে।

শোধনক—(শকারের কাছে এসে) আর্য বিচারকেরা বললেন—আসুন, আপনার নালিশ শোনা হবে। তা হলে আর্য প্রবেশ করুন আপনি।

শকার—প্রথমে তাঁরা বললেন আমার নালিশ তাঁরা শুনবেন না এখন বলছেন শুনবেন। তাই বেশ বোঝা যাচ্ছে বিচারকেরা বেশ ভয় পেয়েছেন। তাই যা আমি বলব তা-ই সত্যি বলে প্রতিপন্ন করিয়ে নেব। যা হোক, ভিতরে প্রবেশ করি।

(ভিতরে এসে, এগিয়ে)

আমি ভালোই আছি, তবে আপনাদের (ইচ্ছেমতো) ভালো থাকতেও পারি, নাও পারি।

বিচারক—(স্বগত) বিচারপ্রার্থী হলেও তার সেই স্থায়ী অভ্যাসগুলো গেল না (প্রকাশ্যে) বসুন।

শকার—ওঃ, এতো আমার নিজেরই জায়গা ; তাই যেখানে খুশি বসি। (শ্রেষ্ঠীকে) এখানে বসছি। (এই বলে মাটিতে বসল) (শোধনককে) এই এখানে বসছি। (বিচারকের মাথায় হাত রেখে) এইখানেই বসছি। এই বলে মেঝেতে বসল)

বিচারক—আপনি বিচারার্থী !

শকার—হ্যাঁ।

বিচারক—বলুন কী ব্যাপার।

শকার—ব্যাপারটা আপনার কানে কানে বলব। পানপাত্রের মতো বড়ো বংশে আমার জন্ম। আমার বাবা রাজার শ্বশুর, রাজা আমার বাবার জামাই, আমি রাজার শালা, রাজা আমার বোনের স্বামী ॥৬॥

বিচারক—সব জানি। কুলের উল্লেখ করে কী হবে, চরিত্রই এখানে বড়ো কথা। ভালো জমিতে কাঁটাগাছও খুব বেড়ে ওঠে ॥৭॥

কাজের কথা বলুন।

শকার—এই বলছি। কিন্তু জানবেন অপরাধী সাব্যস্ত হলেও তিনি (রাজা) কিছু বলবেন না ! সেই ভগ্নীপতি পরিতুষ্ট হয়ে আমার বিলাসভ্রমণের জন্যে এবং দেখাশোনা করার জন্যে সমস্ত বাগানের সেরা 'পুষ্পকরণ্ডক' নামে পুরনো বাগানটা আমাকে দিয়েছেন। আমি রোজ তা দেখাশোনা করবার জন্যে যাই—ঠিক মতো জলনিকাশ করাই, ঝাঁট দেওয়াই, প্রয়োজন মতো ছাঁটাই করি, দেখি গাছগুলো ঠিকমতো বাড়ছে কিনা। দৈবযোগে, আমি সেখানে একটি রমণীর মৃতদেহকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখলাম—না, দেখলাম না।

বিচারক—কী ক'রে বুঝলেন মৃতদেহটি রমণীর ? রমণীটি কে ?

শকার—হে বিচারকবৃন্দ ! শত স্বর্ণালংকারে ভূষিত নগরীর ভূষণস্বরূপা সেই রমণীকে চিনব না ? কোন এক দুর্জন তুচ্ছ সোনার লোভে সেই নির্জন পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে প্রবেশ ক'রে বাহুপাশে শ্বাসরোধ করে বসন্তসেনাকে হত্যা করেছে, আমি—না, কিন্তু—(এই অর্ধেকটুকু বলেই মুখ ঢাকল)

বিচারক—নগরবাসীদের কী অসাবধানতা ! শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ ! অভিযোগ অংশ—'আমি না' এই কথাটি প্রথমে লিখে রাখুন।

কায়স্থ—আপনি যা আদেশ করেন। (তাই লিখে) আর্য লিখেছি।

শকার—(স্বাগত) ভিখারী তাড়াতাড়ি গরম পায়স খেতে গিয়ে যেমন সর্বনাশ ডেকে

আনে আমিই তেমনি আমার সর্বনাশ ডেকে আনলাম। যাক্ এইভাবে বলি। (প্রকাশ্যে) হে বিচারকবৃন্দ! আমি বলতে যাচ্ছিলাম আমিই দেখেছি। এ নিয়ে এতো বিচলিত হচ্ছেন কেন? (যা লেখা হয়েছিল সে পা দিয়ে মুছে দিল)

বিচারক—আপনি কী করে জানলেন যে টাকার জন্যে তাকে বাহুপাশে (শ্বাস রোধ করে) মারা হয়েছে?

শকার—শুনুন, আমি তার গলা দেখে বুঝেছি, গলাটা ছিল কেমন ফোলা-ফোলা। আর ফাঁকা (অলংকারহীন) গয়না-পরা। অন্য অঙ্গগুলো দেখে তা বুঝেছি। কারণ সেসব জায়গায় গয়না আর নেই।

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ—তা সম্ভব বটে।

শকার—(স্বগত) ভাগ্যক্রমে আবার যেন জীবন ফিরে পেলাম। কী আনন্দ!

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ—প্রমাণের জন্যে এ মামলাটা কার উপর বর্তাবে?

বিচারক—মামলা দু রকমের।

শ্রেষ্ঠ ও কায়স্থ—কীরকম?

বিচারক—বাক্য অনুসারে (জবানবন্দীতে) এবং অর্থানুসারে (ঘটনা অনুসারে)। যেটা বাক্য-অনুসারে সেটা বাদী-প্রতিবাদীদের বক্তব্য থেকে নিষ্পত্তি হবে। আর যা ঘটনার উপর নির্ভরশীল তা বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে বিচারকই মীমাংসা করবেন।

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ—তাহলে এ মামলাটা বসন্তসেনার মায়ের উপরই বর্তাবে, অর্থাৎ (এ প্রসঙ্গে মাকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে)।

বিচারক—হ্যাঁ তাই, ভদ্র শোধনক, আপনি বসন্তসেনার মাকে ডেকে আনুন তো। দেখবেন উনি যেন খুব ভয় না পান।

শোধনক—এই যাচ্ছি। (বেরিয়ে গণিকামাতাকে নিয়ে প্রবেশ করে) আসুন আর্যা।

বৃদ্ধা—আমার মেয়ে তার কোন বন্ধুজনের বাড়ি গিয়েছে, যৌবন উপভোগ করতে। এই আয়ুষ্মান বলছেন বিচারক ডেকেছেন। তাই আমার মনে হচ্ছে—মূর্চ্ছা যেন আমাকে আচ্ছন্ন করছে। আমার বুক কাঁপছে। আর্য বিচারমণ্ডপের পথ বলে দিন আমাকে।

শোধনক—আসুন, আর্যা, আসুন।

(উভয়ের পরিক্রমা)

এই যে বিচারমণ্ডপ। আর্যা এইখানে প্রবেশ করুন।

(দুজনের প্রবেশ)

বৃদ্ধা—(এগিয়ে এসে) ভদ্রমহোদয়দের কল্যাণ হোক।

বিচারক—ভদ্রে, স্বাগত। আপনি বসুন।

বৃদ্ধা—বসছি (বসলেন)।

শকার—(গাল দেওয়ার ভঙ্গীতে) বৃদ্ধকুট্টনী! এসেছ তা হলে, কী বলো?

বিচারক—আপনিই কি বসন্তসেনার মা?

বৃদ্ধা—হ্যাঁ।

বিচারক—আচ্ছা, বসন্তসেনা এখন কোথায় গিয়েছেন?

বৃদ্ধা—বন্ধুর বাড়ি।

বিচারক—বন্ধুর নাম কী?

বৃদ্ধা—(স্বগত) হায় ধিক হায় ধিক ! সে তো খুব লজ্জার কথা। (প্রকাশ্যে) সাধারণ কোন লোক একথা জিজ্ঞেস করতে পারে, কিন্তু বিচারক পারেন না।

বিচারক লজ্জা করবেন না ; একটা আইনগত প্রয়োজন আছে বলেই জিজ্ঞেস করছি।

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ—আইনগত প্রয়োজনেই এই প্রশ্ন। এতে দোষ নেই। বলুন।

বৃদ্ধা—কী বললেন ? আইনের প্রয়োজন ? তাহলে শুনুন মশাইরা, তিনি হলেন বণিক বিনয়দত্তের পৌত্র, সাগরদত্তের পুত্র, তাঁর নাম চারুদত্ত, যাঁর নাম উচ্চারণেই মঙ্গল, যিনি শ্রেষ্ঠিচত্বরে বাস করেন। সেখানেই আমার কন্যা যৌবন সুখ উপভোগ করছে।

শকার—শুনলেন আপনারা ? একথাগুলো লিখে রাখুন। চারুদত্তের সঙ্গে আমার বিবাদ।

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ—চারুদত্ত তাঁর বন্ধু এতে কোন ক্ষতি নেই।

বিচারক - তাহলে এখন সাক্ষ্যের জন্যে চারুদত্তের দরকার হবে।

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ—হ্যাঁ তাই।

বিচারক—ধনদত্ত, এই মামলার প্রথম অংশ হিসেবে লিখুন—বসন্তসেনা আর্য চারুদত্তের বাড়ি গিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় আর্য চারুদত্তকে আমাদের ডাকাতে হচ্ছে। অবশ্য আইনই ডাকছে। ভদ্র শোধনক, যান। আর্য চারুদত্তকে সসম্মানে ডেকে আনুন। দেখবেন তিনি যেন স্বচ্ছন্দে আসেন, বিচলিত বা বা উদ্বিগ্ন না হয়ে পড়েন। বলবেন বিচারক আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।

শোধনক—আপনার যা আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত হয়ে চারুদত্তকে নিয়ে প্রবেশ করে) আসুন আর্য।

চারুদত্ত—(চিন্তা করে) আমার কুল ও শীল ভালো করে জেনেও রাজা যে আমাকে ডাকলেন তাতে মনে হচ্ছে আমার অবস্থাবিপর্যয়ে তিনি আমার প্রতি সন্দিগ্ধ ॥৮॥
(চিন্তা করে, মনে মনে) বন্ধনমুক্ত সে (আর্যক) পথে এসে পড়লে আমি তাকে গাড়িতে করে অন্য জায়গায় পাঠিয়েছি এ কথা গুপ্তচর-চক্ষু (গুপ্তচরেরাই রাজার চোখ) রাজার কানে এসেছে, তাই আমি এইভাবে অভিযুক্ত হয়ে (বিচারালয়ে) চলেছি ॥৯॥
অথবা, এসব ভেবে কী হবে ? বিচারমণ্ডপেই যাই। ভদ্র শোধনক, বিচারালয়ের পথ দেখিয়ে দিন।

শোধনক—আসুন, আর্য।

(দুজনে পরিক্রমা করলেন)

চারুদত্ত—কাক কর্কশ স্বরে ডাকছে[৮]। অমাত্য ভৃত্যেরা (আর্দালীরা) বারবার হাঁক দিচ্ছে। আমার বাঁ চোখ প্রবলভাবে স্পন্দিত হচ্ছে। এই সব কুলক্ষণ আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুলছে ॥১০॥

শোধনক—আসুন আর্য, ধীরেসুস্থে আসুন।

চারুদত্ত—(পরিক্রমা করে, সামনে তাকিয়ে)
কাক শুকনো গাছে বসে সূর্যের দিকে মুখ করে আমার দিকে বাঁ-চোখ হানছে, নিশ্চয় কোন বিপদ আসন্ন ॥১১॥
(আবার অন্যদিকে তাকিয়ে) এ কী ! এ যে সাপ ! বাটা কাজলের মতো

কালোরঙের এই প্রকাণ্ড সাপটা সরোষে আস্ফালন করছে। আমার দিকেই তার চোখ, লক্‌লকে জিভ বের করছে, চারটে সাদা দাঁত তার। পেটটা বাঁকা আর ফুলে-ওঠা। আমার পথ জুড়ে ঘুমিয়েছিল সাপটা[৯] ॥১২॥
আমার পা পিছলে যাচ্ছে কিন্তু মাটি তো তেমন ভিজে নয়, আমার (বাঁ) চোখ নাচছে, বাঁ হাতও বার বার কাঁপছে। আবার এদিকে এক পাখি ডেকেই চলেছে। এসব কিছু মহাভয়ংকর মৃত্যুই সূচিত করছে। এবিষয়ে কোন সন্দেহই নেই ॥১৩॥
দেবতারা সবদিক দিয়ে মঙ্গল করুন !

শোধনক—আসুন আর্য। এই যে বিচার-মণ্ডপ, আপনি প্রবেশ করুন।

চারুদত্ত—(প্রবেশ করে, চারদিকে তাকিয়ে) বাঃ বিচার-মণ্ডপটি কী অপূর্ব সুন্দর। উগ্র উপাদান আছে বলে রাজার এই বিচারালয়কে সমুদ্রের মতো দেখাচ্ছে। চিন্তামগ্ন মন্ত্রীরা হল এর জল; দূতেরা হল এর শঙ্খসমাকুল তরঙ্গ; নিকটস্থ গুপ্তচরেরা হল হাঙর ও কুমির, নাগ ও অশ্বেরা হল হিংস্র ও জন্তুস্থানীয়, বাদী-প্রতিবাদীরা হল কঙ্কপাখির দল, কায়স্থেরা হল সর্প। এর তটভূমি দণ্ডবিধিতে ভগ্ন (অর্থাৎ দণ্ডবিধিরূপ নদীর জলধারায় ভগ্ন) ॥১৪॥
যা হোক। (প্রবেশ করে মাথায় আঘাত অভিনয় করে, চিন্তা ক'রে) একি, এ যে আর এক দুর্লক্ষণ। বাঁ চোখ নাচছে, কাক ডাকছে, সাপ পথ আগলে আছে। দৈব আমার মঙ্গল করুন। প্রবেশ করি তাহলে ॥১৫॥

(প্রবেশ করলেন)

বিচারক—এই সেই চারুদত্ত। যিনি উন্নতনাসা এবং অপাঙ্গদীর্ঘ নেত্র ধারণ করেছেন। এরকম মুখ কখনও অকারণ দূষণের আবাস হতে পারে না। হাতি, গোরু, ঘোড়া এবং মানুষের ক্ষেত্রে আকৃতি কখনও সুচরিত্র বিরোধী হয় না[১০] ॥১৬॥

চারুদত্ত—বিচারকমহোদয়েরা ! আপনাদের মঙ্গল হোক। কর্মিবৃন্দ ! আপনাদের কুশল তো ?

বিচারকেরা—(সসম্ভ্রমে) আর্য, স্বাগত। ভদ্র শোধনক, ওঁর জন্যে আসন আনো।

শোধনক-(আসন এনে) এই আসন। আর্য, এখানে বসুন। (চারুদত্ত বসলেন)

শকার—(সক্রোধে) ও, নারীহন্তা তুমি এসেছ তা হলে। কী চমৎকার ব্যবস্থা ! কী চমৎকার ধর্মসম্মত আচার ! নারী হন্তাকে কিনা আসন দেওয়া হচ্ছে ! (সগর্বে) বেশ। দেওয়া হোক।

বিচারক—আর্য চারুদত্ত ! আপনার কি এই ভদ্রমহিলার কন্যার সঙ্গে পরিচয়, প্রণয় বা প্রীতি আছে ?

চারুদত্ত—কার ?

বিচারক এঁর। (বসন্তসেনার মাতাকে দেখালেন)

চারুদত্ত—(উঠে) আর্যে, অভিবাদন করি।

বৃদ্ধা—বৎস, দীর্ঘজীবি হও। (স্বগত) এই সেই চারুদত্ত। কন্যার যৌবন তাহলে যোগ্যপাত্রেই নিবেদিত।

বিচারক—আর্য, গণিকা আপনার মিত্র ? (চারুদত্ত লজ্জার অভিনয় করলে)

শকার—নিজে তাকে অর্থের জন্যে হত্যা করে এখন এ কুকর্ম লজ্জায় বা ভীরুতায়

গোপন করার চেষ্টা করছে। কিন্তু রাজা তা গোপন করবেন না (অর্থাৎ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবে) ॥১৭॥

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ—আর্য চারুদত্ত, আপনি বসুন, লজ্জা করবেন না। এ হল আইন-সম্মত পদ্ধতি মাত্র।

চারুদত্ত—(সলজ্জভাবে) হে বিচারকবৃন্দ, একজন গণিকা আমার মিত্র, একথা আমি উচ্চারণ করি কী করে। তবে এক্ষেত্রে যৌবনেরই দোষ, আমার চরিত্রের নয়।

বিচারক—মামলায় নানা বিঘ্ন। হৃদয়ে স্থিত লজ্জা দূর করুন। সত্য কথা বলুন, বিলম্ব করবেন না। এখানে কোন কপটতার স্থান নেই ॥১৮॥

লজ্জা করবেন না। মামলাই আপনাকে প্রশ্ন করছে।

চারুদত্ত বিচারক মহোদয়, কার সঙ্গে আমার মামলা?

শকার—(উদ্ধতভাবে) আমার সঙ্গে তোমার মামলা।

চারুদত্ত—আপনার সঙ্গে আমার মামলা অত্যন্ত দুঃসহ।

শকার—ওরে নারীঘাতক, ঐরকম শতরত্নভূষিতা বসন্তসেনাকে হত্যা করে এখন কপট ধূর্তের মতো তা গোপন করবার চেষ্টা করছিস?

চারুদত্ত—আপনি বাজে কথা বলছেন।

বিচারক—আপনি ওঁর কথা ধরবেন না, সত্য কথা বলুন। গণিকা কি আপনার মিত্র?

চারুদত্ত—হ্যাঁ।

বিচারক—আর্য, বসন্তসেনা কোথায়?

চারুদত্ত—বাড়ি গিয়েছেন।

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ—কেমন করে গেলেন? কখন গেলেন? তাঁর সঙ্গে কে গিয়েছে?

চারুদত্ত—(স্বগত) কীভাবে গিয়েছেন আমি তা দেখিনি তাই কেমন ক'রে বলব?

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ—আর্য, বলুন।

চারুদত্ত—বাড়ি গিয়েছেন। আর কী বলব?

শকার—তুমি তাকে আমার পুরনো উদ্যান পুষ্পকরণ্ডকে নিয়ে গিয়ে টাকার জন্যে তাকে জোর করে বাহুপাশে শ্বাসরোধ করে তাকে হত্যা করেছ। আর এখন বলছ তিনি বাড়ি গিয়েছেন?

চারুদত্ত—আঃ, কী বাজে কথা বলছেন? এ মিথ্যা। কারণ মেঘের জলে আপনি সম্পূর্ণ সিক্ত নন, তবু নীলকণ্ঠ পাখির পাখার মতো আপনার কালো মুখ কালো হয়ে উঠেছে[১১]। হেমন্তপদ্মের মতো নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে ॥১৯॥

বিচারক—(জনান্তিকে) চারুদত্তের উপর দোষারোপ যেন হিমালয়কে ওজন করতে যাওয়ার মতো, বায়ুকে ধরতে যাওয়ার মতো ॥২০॥

(প্রকাশ্যে) ইনি আর্য চারুদত্ত। ইনি এমন কুকাজ করবেন কেন?

(উন্নতনাসা ইত্যাদি শ্লোক উচ্চারণ করলেন।

শকার—আপনারা পক্ষপাতিত্ব করে মামলা পরিচালনা করছেন দেখছি।

বিচারক—দূর হও, মূর্খ। তুমি নীচ হয়ে বেদার্থ বলছ অথচ তোমার জিভ খসে পড়ছে না, মধ্যাহ্নের সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছ তবু সহসা তোমার দৃষ্টি লোপ হচ্ছে না, প্রদীপ্ত অগ্নির মধ্যে হাত দিচ্ছ তবু তা দগ্ধ হচ্ছে না। চারুদত্তকে

সুনাম থেকে ভ্রষ্ট করতে চলেছ, তবু পৃথিবী তোমার দেহ গ্রাস করছে না[২২] ॥২১॥

আর্য চারুদত্ত কেমন করে কুকাজ করবেন? যিনি সমুদ্রের শুধু জলটুকুই অবশিষ্ট রেখেছেন, যিনি অকল্পনীয় ধন দান করেছেন, সেই মঙ্গলের একমাত্র আধার মহাত্মা অর্থের জন্যে এমন পাপ কেন করবেন যা নীচ লোকের পক্ষেই করা সম্ভব ॥২২॥

বৃদ্ধা—হতভাগা! গচ্ছিত স্বর্ণভাণ্ড রাত্রে চুরি গেল বলে সম্প্রতি যিনি চতুঃসমুদ্রের সারভূতা রত্নাবলী দান করতে পারেন, তুচ্ছ অর্থের জন্যে তিনি কি এই কুকর্ম করতে পারেন?

বিচারক—আর্য চারুদত্ত, তিনি কি পায়ে হেঁটে গেছেন না গাড়িতে করে গেছেন?

চারুদত্ত—তাঁর যাওয়া আমি দেখি নি। তাই তিনি হেঁটে গেছেন না গাড়িতে গেছেন তা জানি না।

(সক্রোধে প্রবেশ করে)

বীরক—পদাঘাতের অপমানের (চন্দনকের বিরুদ্ধে) তীব্র বিদ্বেষ বুকে বয়ে ভাবতে ভাবতে কোনরকমে রাত কেটেছে। যাই বিচারমণ্ডপে প্রবেশ করি।

(প্রবেশ করে)

ভদ্রমহোদয়দের মঙ্গল কামনা করি।

বিচারক—এ যে নগররক্ষাধিকর্তা বীরক দেখছি। বীরক, এখানে এলে কেন?

বীরক—ওঃ, আর্যক বাঁধন ভেঙে বেরোবার পর যে হৈচৈ হল তারই মধ্যে তাকে খুঁজতে খুঁজতে একটা বন্ধ গাড়ি যেতে দেখে আমি সন্দিগ্ধ হয়ে 'তুমি গাড়িটা দেখলেও আমিও একবার দেখব' একথা বলামাত্র সর্দার চন্দনক আমাকে লাথি মেরেছে। একথা শুনে এখন আপনার যা হয় বিচার করুন ॥২৩॥

বিচারক—ভদ্র, আপনি জানেন কি গাড়িটা কার?

বীরক—এই আর্য চারুদত্তের। চালক বলল: বসন্তসেনা ভিতরে আছেন এবং তাকে পুষ্পকরণ্ডককে উদ্যানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

শকার—আবার আপনারা (একই কথা) শুনলেন!

বিচারক—হায়, নির্মল জ্যোৎস্নাছড়ানো চাঁদ রাহুগ্রস্ত হল। কূল ভেঙে পড়ায় স্বচ্ছ জল পঙ্কিল হল ॥২৪॥

বীরক, আমরা পরে তোমার অভিযোগ খতিয়ে দেখছি। এখন বিচারালয়ের দুয়োরে যে ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে আছে তাতে চড়ে পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে যাও, গিয়ে দেখো সেখানে কোন স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পড়ে আছে কিনা।

বীরক—আপনার যা আদেশ। (প্রস্থান করল, প্রবেশ করে)

আমি গিয়েছিলাম সেখানে। সেখানে একটি স্ত্রীলোকের শব দেখলাম, শিয়াল-কুকুরে খাচ্ছে।

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ—কী করে বুঝলেন স্ত্রীলোকের দেহ?

বীরক—চুল, বাহু, হাত ও পায়ের অবশিষ্ট অংশ দেখলাম যে।

বিচারক—হায় ধিক মামলা কী অদ্ভুত জিনিস!

যত সূক্ষ্মভাবে বিচার করতে চাচ্ছি ততোই তা গোলমেলে হয়ে উঠছে। হায়!

আইনের প্রমাণগুলো খুবই স্পষ্ট। গোরু পাঁকে পড়লে যেমন অবসন্ন হয়, আমার বুদ্ধিও সেইরকম অবসন্ন ॥২৫॥

চারুদত্ত—(স্বগত) ফুলের প্রথম প্রস্ফুটনের সময়ে যেমন ভ্রমরেরা মিলিত হয়ে মধুপান করতে আসে, মানুষের বিপদের সময়েও তেমনি ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে অকার্য দ্বিগুণিত হয় ॥২৬॥

বিচারক – আর্য চারুদত্ত, সত্য বলুন।

চারুদত্ত—পরগুণে ঈর্ষান্বিত দুরাশয়, ক্রোধান্ধ ও অন্যের প্রতি জিঘাংসাপরায়ণ কোন মানুষ স্বভাবদোষে যদি মিথ্যাকথা বলে সেটাই কি গ্রাহ্য হবে? তা বিচার করে দেখা হবে না? ॥২৭॥

তা ছাড়া,

যে আমি কুসুমিত লতাকেও ফুল তোলার জন্যে আকর্ষণ করেও ফুল তুলি না, সেই আমি কেমন করে ভ্রমরপক্ষের মতো বর্ণবিশিষ্ট সুদীর্ঘ কেশ আকর্ষণ করে রোরুদ্যমানা নারীকে হত্যা করব? ॥২৮॥

শকার—বিচারকমশাইরা, আপনারা কি পক্ষপাতিত্ব নিয়ে মামলা পরিচালনা করেন! তা না হলে এই নীচ চারুদত্তকে এখন আসনে বসিয়ে রেখেছেন কেন?

বিচারক—ভদ্র শোধনক, উনি যা বলছেন তাই করো।

(শোধনক তাই করল)

চারুদত্ত—বিচার করুন বিচারকমণ্ডলী, বিচার করুন।

শকার—(স্বগত, সহর্ষে নৃত্য করে) আহা, এই আমি আমার নিজের পাপ অন্যের মাথায় চাপালাম। তাই এখন যে জায়গায় চারুদত্ত বসেছিল সেই জায়গায় বসব। (তাই করে) চারুদত্ত, তাকাও আমার দিকে তাকাও। বলো, তাহলে বলো যে তুমিই তাকে হত্যা করেছ।

চারুদত্ত—বিচারকমণ্ডল! ('পরগুণে ঈর্ষান্বিত'—৯. ২৭ ইত্যাদি পূর্বোক্ত শ্লোক উচ্চারণ করলেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, স্বগত) মৈত্রেয়, এ কী হচ্ছে? আজ তো আমার সর্বনাশ হতে চলেছে। নির্মল দ্বিজকুলে জাতা হায় ব্রাহ্মণী! হায় রোহসেন! আমার বিপদ তুমি দেখছ না। তুমি তো শুধু মিথ্যা খেলা নিয়েই মেতে আছ ॥২৯॥

আমি রোহসেনের খবর নেবার জন্যে মৈত্রেয়কে পাঠিয়েছি, যে গয়নাগুলো তিনি তাকে সোনার খেলনাদি বানাবার জন্যে দিয়েছিলেন তা ফেরৎ দেবার জন্যে। তার দেরি হচ্ছে কেন?

(তারপর অলংকার নিয়ে বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক—আর্য চারুদত্ত অলঙ্কার দিয়ে আমাকে বসন্তসেনার কাছে পাঠিয়েছেন, বলেছেন—'আর্য মৈত্রেয়, বসন্তসেনা বৎস রোহসেনকে তাঁর নিজের গয়না দিয়ে সাজিয়ে তার মায়ের কাছে পাঠিয়েছেন। তাঁর দেওয়াটা ঠিকই হয়েছে কিন্তু আমরা তো আর নিতে পারি না। তাই এগুলো তাঁকে ফেরৎ দিয়ে এসো।' তাই আমি বসন্তসেনার কাছেই যাচ্ছি। (পরিক্রমা করে, দেখো। আকাশে) এ কী বন্ধু রেভিল যে; তোমাকে এত উদ্বিগ্ন বলে মনে হচ্ছে কেন! (শুনে) কী বললে? প্রিয় বয়স্য চারুদত্তকে বিচারালয়ে ডাকা হয়েছে: তাহলে এ তো

সামান্য ব্যাপারে নিশ্চয়ই নয়। (চিন্তা করে) তাহলে পরে বসন্তসেনার কাছে যাব। আগে বিচারালয়েই যাই। (পরিক্রমা করে, দেখে) এ যে বিচার-মণ্ডপ! যাই ভিতরে প্রবেশ করি। (প্রবেশ করে) কল্যাণ হোক বিচার-মণ্ডলীর। আমার প্রিয় বন্ধু কোথায়?

বিচারক – এই যে তিনি।

বিদূষক—বন্ধু, কল্যাণ হোক।

চারুদত্ত—তাই হোক।

বিদূষক—খবর সব ভালো তো?

চারুদত্ত— তাই হোক।

বিদূষক—বয়স্য! আপনাকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে যেন। আপনাকে (এখানে) ডাকাই বা হল কেন?

চারুদত্ত—বয়স্য। নৃশংস ও পরলোক সম্বন্ধে অজ্ঞ আমি একটি স্ত্রীলোককে হত্যা করেছি, যিনি রতির সঙ্গে প্রায় অভিন্ন বললেই চলে। বাকিটা ইনি বলবেন ॥৩০॥

বিদূষক—কী? কী?

চারুদত্ত (কানে কানে) এই, এই।

বিদূষক—কে বলছে একথা?

চারুদত্ত—(ইশারায় শকারকে দেখালেন) মৃত্যুদেবতার হেতুভুত এই নির্দোষ মানুষটি।

বিদূষক—(জনান্তিকে) একথা কেন বলেন নি যে বাড়ি চলে গিয়েছে।

চারুদত্ত—বললেও, আমার অবস্থাদোষের দরুন তা গ্রাহ্য হয় নি।

বিদূষক—ওহে ভদ্রমহোদয়েরা! যিনি উপনগরী, মঠ, উদ্যান, তড়াগ, কুপ এবং যূপ স্থাপন করে উজ্জয়িনীনগরীকে সাজিয়েছেন। তিনি কি, দরিদ্র বলেই, তুচ্ছ অর্থের জন্যে এই কুকর্ম করবেন? (সক্রোধে) ওরে কুলটাপুত্র, রাজশ্যালক সংস্থানক, ওরে উচ্ছৃংখল! নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে ওস্তাদ! ওরে বহু সোনায় সাজা বাঁদর! বল্ বল্ আমার কাছে বল। আমার যে প্রিয়বয়স্য কুসুমিত মাধবীলতাকেও আকর্ষণ করেও পাতা না ছেঁড়ে এই ভয়ে ফুল তোলেন না তিনি কেমন করে এই ইহলোক ও পরলোকের বিরুদ্ধ কুকর্ম করবেন? দাঁড়া, কুট্টনীর-পো, দাঁড়া। আমি তোর মনের মতোই কুটিল এই দণ্ডকাঠ দিয়ে তোর মাথাটাকে শতখণ্ড করছি!

শকার—(সক্রোধে) মশাইরা শুনুন শুনুন্। চারুদত্তের সঙ্গে আমার বিবাদ বা মোকদ্দমা। তাহলে এই কাকের-পায়ের-মতো-মাথাওয়ালা এই লোকটা আমার মাথাটা শতখণ্ড করবে কেন? এ হতে পারে না রে দাসীর-ব্যাটা দুষ্ট বামুন! (বিদূষক তার দণ্ডকাষ্ঠ উঠিয়ে আগে যা বলেছিল বলল। শকার রাগে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে মারল। বিদূষকও শকারকে মারল। দুজনেই মারামারি করতে লাগল। বিদূষকের বগল থেকে গয়নাগুলো পড়ে গেল)।

শকার— (সেগুলো নিয়ে, দেখে ভয় পেয়ে)—

দেখুন মশাইরা, দেখুন। এগুলো সেই বেচারীর গয়না। (চারুদত্তকে সম্বোধন করে, চারুদত্তকে দেখিয়ে) এই তুচ্ছ অর্থের জন্যে একে মারা হয়েছে।

(বিচারকেরা মুখ নিচু করে থাকলেন)

চারুদত্ত (জনান্তিকে)—ঠিক এই সময়ে দেখা গয়নাগাটিগুলো আমার দুর্ভাগ্যবশতই পড়ে গেল এবং আমার সর্বনাশও করবে এরা ॥৩১॥

বিদূষক—আসল কথা কেন বলছেন না?

চারুদত্ত—বয়স্য—রাজার চোখই দুর্বল, তা কখনও এ ব্যাপারে যা সত্য তাকে দেখতে পারবে না। বললেও তা হবে নিছক আত্ম-অবমাননা, যা কলঙ্কময় মৃত্যুর মতোই ॥৩২॥

বিচারক—হায়! কী দুঃখ। মণ্ডলগ্রহ যার বিরোধী এমন অতিদুর্বল বৃহস্পতির পাশে ধূমকেতুর মতো এ আর এক গ্রহ উত্থিত হল[১৪] ॥৩৩॥

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ (দেখে। বসন্তসেনার মাকে উদ্দেশ্য করে)

আর্যা, ভালো করে দেখুন তো এই গয়নাগুলো একই কিনা।

বৃদ্ধা—(দেখে) এক রকমই বটে। তবে সেগুলোই নয়।

শকার—আঃ বৃদ্ধ কুট্টনী? তোমার চোখ দুটো বলে দিয়েছে, তবে তোমার কথা গোপন করার চেষ্টা করেছে।

বৃদ্ধা—তুমি দূর হও, দুষ্ট।

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ—ঠিক করে বলুন, এগুলো সেগুলোই কিনা।

বৃদ্ধা—শিল্পকুশলতায় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে বটে, তবে এগুলো সেগুলো নয়।

বিচারক—ভদ্রে! এই গয়নাগুলো চিনতে পারেন?

বৃদ্ধা—আমি তো বলছি, চিনি না, সত্যই চিনি না। একই কারিগর গড়েছে এমনও হতে পারে।

বিচারক—দেখ, শ্রেষ্ঠী, কৃত্রিম আকারে অলঙ্কারের সৌন্দর্যাদিগুণে ভিন্ন জিনিসও এরকম দেখায়। কারণ শিল্পীরা কিছু দেখে তার অনুকরণ করে। শিল্প-কৌশলের দরুনই এই সাদৃশ্য দেখা যায় ॥৩৪॥

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ—তা হলে ওগুলো আর্য চারুদত্তের।

চারুদত্ত না, না, আমার নয়।

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ—তা হলে কার?

চারুদত্ত—এগুলো এঁর কন্যার।

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ—এগুলো তার দেহবিচ্ছিন্ন হল কী করে?

চারুদত্ত—এইভাবে গিয়েছে, হ্যাঁ, বলছি—

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ আর্য চারুদত্ত, এ ব্যাপারে সত্য বলবেন। দেখুন দেখুন—সত্য-ভাষণেই সুখ পাওয়া যায়, সত্যভাষণে পাপ হয় না। 'সত্য' শব্দের দুটি অক্ষর সত্যিই অক্ষর অর্থাৎ অবিনশ্বর। মিথ্যাভাষণে সেই সত্য গোপন করবেন না ॥৩৫॥

চারুদত্ত—এই গয়নাগুলো সেই গয়না কিনা তা জানি না। তবে আমার বাড়ি থেকে আনা হয়েছে তা জানি।

শকার—উদ্যানে প্রবেশ করিয়ে প্রথমে হত্যা করেছ। এখন ছলকপটতা করে তা গোপন করছ।

বিচারক—আর্য চারুদত্ত, সত্য বলুন। এখন নিশ্চিত আপনার সুকুমার অঙ্গে কর্কশ কশাঘাত পড়বে তার সঙ্গে আমাদের মনোরথও পড়বে (মাটিতে; অর্থাৎ আপনাকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা হবে ব্যর্থ) ॥৩৬॥

চারুদত্ত—নিষ্পাপদের বংশে জাত আমার মধ্যে পাপ নেই। আর যদি সেই পাপ আমাতে সম্ভব বলে মনেই করা হয় তা হলে নিষ্পাপ হয়েই বা আমার লাভ কী? ॥৩৭॥

(স্বগত) বসন্তসেনাবিরহিত জীবন দিয়েই বা কী করব? (প্রকাশ্যে) ভদ্রমহোদয়েরা, বেশি আর কী বলব? নৃশংস ইহকালপরকাল সম্বন্ধে অজ্ঞ আমি তাহলে এই বিশেষ স্ত্রীরত্নটিকে—বাকিটা এ বলবে। ॥৩৮॥

শকার—হত্যা করেছি। বলো আমি মেরেছি।

চারুদত্ত—এই তো তুমিই বললে।

শকার—শুনুন শুনুন মশাইরা, এ-ই মেরেছে। এ নিজেই সংশয় দূর করেছে। এই দরিদ্র চারুদত্তের প্রাণদণ্ড দেওয়া হোক।

বিচারক শোধনক, এই রাষ্ট্রীয় যেমন বলেছেন তাই করো। হে রাজপুরুষেরা! চারুদত্তকে গ্রেপ্তার কর।

(রাজপুরুষেরা তাই করল)

বৃদ্ধা—প্রসন্ন হোন, মহোদয়গণ। (গচ্ছিত স্বর্ণভাণ্ড রাতে চুরি গেল বলে সম্প্রতি যিনি···ইত্যাদি পূর্বোক্ত কথাগুলো উচ্চারণ করলেন)। যদি মেরেই থাকে আমার কন্যাকে মেরেছে। আয়ুষ্মান বেঁচে থাকুক। তা ছাড়া। বাদীপ্রতিবাদী নিয়ে মামলা। আমি প্রতিবাদিনী। তাই বলছি এঁকে ছেড়ে দিন।

শকার—দুরহ গর্ভদাসী! তোর ওকে দিয়ে কী দরকার?

বিচারক—আর্যে আপনি যান। হে রাজপুরুষেরা, তোমরা এঁকে বাহিরে নিয়ে যাও।

বৃদ্ধা—হায় বাছা! (কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলেন)

শকার—(স্বগত) আমাকে যা করা উচিত ছিল আমি উল্টো ওকে তাই করলাম। এখন যাই। (প্রস্থান)

বিচারক—আর্য চারুদত্ত, আমরা শুধু রায় দিতে পারি, বাকিটা নির্ভর করবে রাজার উপর। তবু শোধনক রাজা পালককে জানাও—

ইনি পাপ করেছেন। কিন্তু মনু বলেছেন বিপ্র অবধ্য। তাই অক্ষত ধনসমেত তাকে রাষ্ট্র থেকে নির্বাসিত করা যেতে পারে ॥৩৯॥

শোধনক—আপনার যা আদেশ।

(নিষ্ক্রান্ত হয়ে আবার প্রবেশ করে। অশ্রুসিক্ত হয়ে)

রাজা পালক বললেন—তুচ্ছ অর্থের জন্য যে বসন্তসেনাকে হত্যা করেছে ঐ গয়নাগুলো তার গলায় বেঁধে দাও এবং ঢেঁড়া পিটিয়ে তাকে দক্ষিণদিকের শ্মশানে নিয়ে গিয়ে অবমাননাকর দণ্ড[১৫] দাও।

চারুদত্ত—রাজা পালক কী অবিমৃষ্যকারী!

অথবা—

এই রকম বিচারব্যবস্থার অগ্নিতে মন্ত্রীরা নিক্ষেপ করার ফলে রাজারা সঙ্গত কারণেই শোচনীয় অবস্থায় পড়েন ॥৪০॥

তা ছাড়া—

যারা সাদা-কাক আছে তা বিশ্বাস করে এবং যারা রাজার প্রশাসন ব্যবস্থাকে দূষিত করে এমন লোকেরা (বিচারকেরা) হাজার হাজার নিষ্পাপকে হত্যা করে এবং করছে ॥৪১॥

বন্ধু মৈত্রেয়, যাও। আমার মাকে আমার শেষ প্রণাম জানাও। আর আমার পুত্র রোহসেনকে পালন করো।

বিদূষক—মূল ছিন্ন হলে পাদপকে আর কে পালন করবে ?

চারুদত্ত—না, তা বোলো না।

যারা লোকান্তরিত, পুত্রই তাদের প্রতিনিধি। তাই আমার উপর তোমার যে প্রীতি ছিল আমার পুত্রকেও তাই দিয়ো ॥৪২॥

বিদূষক—হে বন্ধু, দীর্ঘকাল তোমার প্রিয় বন্ধু হয়ে এখন তোমার বিচ্ছেদে আমি প্রাণধারণ করতে পারব কি ?

চারুদত্ত—রোহসেনকে একবার দেখিয়ে নিয়ে যাও।

বিদূষক—হ্যাঁ, সেটা ঠিক।

বিচারক—ভদ্র শোধনক, একে[১৬] সরিয়ে নিয়ে যাও। (শোধনক তাই করল)

বিচারক—এখানে কে আছ ? চণ্ডালদের আদেশ দাও।

(চারুদত্তকে একা রেখে আর সকলের প্রস্থান)

শোধনক—এদিকে আসুন, আর্য।

চারুদত্ত—(করুণভাবে, 'হে মৈত্রেয়—৯।২১ ইত্যাদি পাঠ করলেন। আকাশে)

আমার বিচারে বিষ, জল, তুলাদণ্ড ও অগ্নিপরীক্ষার প্রার্থনা করার পর সেইভাবে আগে দেখে নিয়ে না হয় আজ আমার দেহে করাত চালানোর আদেশ দিতে।[১৭]

কিন্তু (তা না করে যখন) যখন আমার শত্রুর কথার উপর নির্ভর করেই আমাকে হত্যা করছ তখন পুত্র-পৌত্রদের নিয়ে নরকে যাবে ॥৪৩॥

(সকলের প্রস্থান)

॥ 'ব্যবহার' নামে নবম অংক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × দশম অংক × × × × × × × × × × × ×

(তারপর চারুদত্তের প্রবেশ, সঙ্গে দুটি চণ্ডাল)

দুজনে—আমাদের মতলব তোমরা ধরতে পারছ না ? আমরা দুজন বধ বা বন্ধনের জন্যে নতুন নতুন অপরাধীকে নিয়ে যাওয়ায় দক্ষ। শিগ্‌গির শিগ্‌গির মুণ্ডু কেটে ফেলায় এবং শূলে চড়ানোয় ওস্তাদ ॥১॥

সরুন মশাইরা, সরুন। এই আর্য চারুদত্ত—

যাঁকে করবীর মালা দেওয়া হয়েছে, যিনি এই আমাদের ঘাতকদুজনের জিম্মায় তেল-ফুরনো দীপের মতো ধীরে ধীরে দীপ্তি হারাচ্ছেন। ॥২॥

চারুদত্ত (সবিষাদে)—

চোখের জলে ভেজা ধুলোয় ধূসরিত শ্মশানের ফুলে বেষ্টিত, রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত আমার এই দেহ এখানে কর্কশস্বরে-ডাকতে-থাকা কাকেরা পুজোর নৈবেদ্যের মতো খাবে বলে মনে করছে ॥৩॥

চণ্ডাল-দুজন—মশাইরা, সরুন, সরুন। মৃত্যুরূপ কুঠারে যাকে কাটা হচ্ছে সেই সৎপুরুষকে দেখে আর লাভ কী ? সেই সৎপুরুষ হলেন গাছের মতো যে-গাছে সুজনরূপ পাখির বাস ॥৪॥

এসো হে চারুদত্ত, এসো।

চারুদত্ত—পুরুষের ভাগ্য ব্যাপারটা সত্যিই অচিন্তনীয়[১]। কে ভাবতে পেরেছিল আমার এদশা হবে?

আমার সারা গায়ে রক্তচন্দনের ছাপ এবং পিষ্টচূর্ণের মালা। আমি মানুষ বটে, কিন্তু এখন আমাকে (বলির) পশুই বানানো হয়েছে ।।৫।।

(সামনের দিকে তাকিয়ে) হায়, মানুষের ভাগ্যবিপর্যয় কী শোচনীয়। যে-দশায় আমি এসেছি তা দেখে এই নগরবাসীরা 'মর্ত্যের মানুষকে ধিক্' একথা বলে আমাকে বাঁচাতে না পেরে সজল চোখে বলছে—'স্বর্গ লাভ করো' ।।৬।।

চণ্ডাল-দুজন—সরুন, মশাইরা সরুন।

(বিসর্জনের জন্যে) নীয়মান ইন্দ্রধ্বজ, গাভীর প্রসব, তারাদের স্থানচ্যুতি এবং সৎপুরুষদের বিপত্তি—এই চারটি জিনিস দেখা উচিত নয় ।।৭।।

একজন—ওরে আহীন্ত, দেখ্ দেখ্।

নগরীর যিনি প্রধানস্বরূপ ভাগ্যের নির্দেশে তাঁকে বধ করা হচ্ছে বলে আকাশ কি কাঁদছে অথবা বিনা মেঘে বজ্রপাত হচ্ছে? ।।৮।।

দ্বিতীয়জন—ওরে গোহ, বিনা মেঘে বজ্রও পড়ছে না, মহিলাবৃন্দরূপ মেঘ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ছে অঝোর ধারে ।।৯।।

তাছাড়া—

বধ্যকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কিন্তু পথের ধুলো উড়ছে না, কারণ—সকলেই কাঁদছে, তাদের চোখের জলে পথ সিক্ত ।।১০।।

চারুদত্ত—(দেখে, করুণভাবে)

সৌধস্থিত নারীরা জানালার অর্ধাংশ দিয়ে মুখ বের করে আমাকে লক্ষ্য করে 'হায় চারুদত্ত' একথা বলে যেন জলনিষ্কাশন প্রণালী দিয়ে অশ্রুধারা বইয়ে দিচ্ছে (অর্থাৎ অঝোরধারে অশ্রুবর্ষণ করছে) ।।১১।।

চণ্ডাল-দুজন—এসো হে চারুদত্ত, এসো। এটা হচ্ছে ঘোষণার স্থান। ঢাক বাজা। ঘোষণা ঘোষিত কর্।

দুজনে—শুনুন, মশাইরা শুনুন। বণিক বিনয়দত্তের নাতি সাগরদত্তের পুত্র এঁর নাম চারুদত্ত। কুকর্মকারী ইনি তুচ্ছ অর্থের জন্যে গণিকা বসন্তসেনাকে পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে এনে বাহুপাশে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছেন, এবং তারপর বা-মাল ধরা পড়েছেন এবং তিনি নিজেই দোষ স্বীকার করেছেন। তারপর রাজা পালক তাঁকে বধ করবার জন্য আমাদের আদেশ দিয়েছেন। যদি অন্য কেউ এই ধরণের অপরাধ করে, যা ইহলোক পরলোক কোন লোকেই মঙ্গলকর নয়, তাহলে তাঁকেও এই দণ্ড দেবেন।

চারুদত্ত—(সবিষাদে,স্বগত)

আগে শতযজ্ঞে পবিত্র আমার যে বংশ যজ্ঞসভায় এবং ভক্তনিবিড় চৈত্যে বেদপাঠে উজ্জ্বল হয়ে থাকত আমার মরণদশায়, এই সব পাপী এবং ভিন্নধর্মী মানুষেরা সেই বংশের নাম ঘোষণাস্থানে উচ্চারণ করছে! ।।১২।।

(শিউরে উঠে এবং কান ঢেকে)

হা প্রিয়া বসন্তসেনা!

চাঁদের পবিত্র কিরণের মতো শুভ্র তোমার দাঁত, প্রবালের মতো রক্তোজ্জ্বল তোমার অধর। তোর মুখজাত অমৃত পান করে অসহায় আমি কেমন করে (এই) অপযশের বিষ পান করব? ॥১৩॥

দুজনে—সরুন, মশাইরা, সরুন।

এই গুণরত্নের আধার, সজ্জনদের দুঃখ (-নদী) পার হবার সেতু। সোনার তৈরী নয় অথচ (মূল্যবান্) অলংকার স্বরূপ এই মানুষটিকে আজ নগরী থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ॥১৪॥

তাছাড়া,

এই সংসারে মানুষ সুখীদের সুখের কথাই ভাবে। কিন্তু বিপন্ন মানুষের হিতকারী সত্যই দুর্লভ ॥১৫॥

চারুদত্ত—(চারদিক দেখে)

পরিচ্ছদের প্রান্ত দিয়ে মুখ ঢেকে বন্ধুরা ঐ দূরে চলে যাচ্ছে। পরও সুখীমানুষের আপনজন হয়ে ওঠে কিন্তু বিপন্নের কেউ বন্ধু হয় না ॥১৬॥

চণ্ডাল-দুজন—(জনতাকে) সরিয়ে দিয়েছি।

রাজপথ এখন নির্জন। তাই বধ্যচিহ্নে চিহ্নিত একে নিয়ে চলো।

(চারুদত্ত নিশ্বাস ফেলে 'মৈত্রেয়, আজ কেন?' ইত্যাদি (৯।২৯ পাঠ করেন।)

(নেপথ্যে)

হায় পিতা! হায় প্রিয় বন্ধু!

চারুদত্ত—(শুনে, করুণভাবে)। হে স্বজাতিশ্রেষ্ঠ, তোমার কাছ থেকে আমি একটি অনুগ্রহ প্রার্থনা করি।

চণ্ডাল-দুজন—কী! আমাদের হাত থেকে তুমি দান নেবে।

চারুদত্ত—ভগবান্ না করুন। তবে চণ্ডাল না দেখে-বিচার-করা দুরাচার পালকের মতো (অত মন্দ) নয়। পরলোকে শান্তির জন্যে আমি ছেলের মুখ দেখতে চাই।

চণ্ডাল-দুজন—তা করতে পারো।

(নেপথ্যে)

হায় পিতা! হায়!

চারুদত্ত শুনে করুণভাবে ('হে স্বজাতিশ্রেষ্ঠ' ইত্যাদি পাঠ)

চণ্ডাল-দুজন—হে পুরবাসিগণ, একটু পথ এই আর্য চারুদত্ত ছেলের মুখ দেখুন।

(নেপথ্যের দিকে চেয়ে) আর্য! এদিকে আসুন, এদিকে আসুন।

(তারপর পুত্রসহ বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক—তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি করো বাছা। তোমায় পিতাকে বধ করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বালক—হায় তাত, হায় পিতা!

বিদূষক—হায় প্রিয়বয়স্য! আমি আবার কোথায় তোমাকে দেখব?

চারুদত্ত—(পুত্র ও মিত্রকে দেখে) হায় পুত্র, হায় মৈত্রেয়। (করুণভাবে) কী কষ্ট! পরলোকে দীর্ঘকাল আমাকে পিপাসিত থাকতে হবে, কারণ মৃত্যুর পর আমার জলাঞ্জলি খুব সামান্যই হবে, (কারণ বালকের হাতদুটো যে খুবই ছোটো) ॥১৭॥

ছেলেকে কী দেব আমি ? (নিজের দিকে তাকিয়ে, যজ্ঞোপবীত দেখে)
হ্যাঁ, একটা জিনিস তো আমার আছে —
মুক্তোর তৈরি নয়, সোনার তৈরী নয়, কিন্তু যা ব্রাহ্মণদের অলংকারস্বরূপ, যা দিয়ে দেবতা এবং পিতৃপুরুষদের অংশ (দেববলি এবং পিতৃপিণ্ডাদি) দান করা হয় (এই ব'লে বলে যজ্ঞোপবীত দিলেন) ॥১৮॥

চণ্ডাল-দুজন--এসো হে চারুদত্ত এসো ।

দ্বিতীয়—ওরে তুই আর্য চারুদত্তকে সম্মানবোধক পদ[২] ছাড়া শুধু নামধরে ডাকছিস ? দেখ্—
উত্থান ও পতনে, দিনে ও রাতে অপ্রতিরোধ্য গতিতে উদ্দাম কিশোরীর[৩] মতোই নিয়তি পুরুষের অনুসরণ করে ॥১৯॥
তাছাড়া—
তাঁর মর্যাদাদ্যোতক পদবীগুলো কি লুপ্ত হয়েছে ? তাঁর কাছে কি মাথা নত করা উচিত নয় ? রাহুগ্রস্ত চাঁদ কি মানুষের বন্দনীয় নয় ! ॥২০॥

বালক—ওগো চণ্ডালেরা তোমরা আমার বাবাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ?

চারুদত্ত—বৎস !
গলায় করবীর মালা, কাঁধে শূল ও হৃদয়ে শোক ধারণ করে যজ্ঞ যূপকাষ্ঠের কাছে নিয়ে যাওয়া ছাগের মতো আজ আমি (চণ্ডালের পিছে পিছে) বধ্যভূমিতে[৪] যাচ্ছি ॥২১॥

চণ্ডাল—বালক !
আমরা দুজন চণ্ডালকুলে জাত হলেও চণ্ডাল নই । চণ্ডাল সেই পাপীরা যারা সজ্জনদের নিগ্রহ করে ॥২২॥

বালক—তাহলে আমার বাবাকে তোমরা হত্যা করতে চলেছ কেন ?

চণ্ডাল—হে দীর্ঘায়ু, এ ব্যাপারে রাজার আদেশই দোষী, আমরা নই ।

বালক—আমাকে বধ করো । বাবাকে ছেড়ে দাও ।

চণ্ডাল—হে দীর্ঘায়ু । একথা ব'লে তুমি (আরও) দীর্ঘজীবী হও ।

চারুদত্ত—(অশ্রুসিক্ত হয়ে পুত্রকে কণ্ঠে নিয়ে)
এ (পুত্র) হল সেই স্নেহসর্বস্ব জিনিস যা যেমন ধনীর তেমনি নির্ধনের ।
এ হল হৃদয়ের অনুলেপন, যদিও তাতে চন্দন নেই, উশীরও নেই ॥২৩॥
('গলায় করবীর মালা'—২০।২১ ইত্যাদি শ্লোক আবার পাঠ করলেন । দেখে, স্বগত । 'পরিচ্ছদের প্রান্ত দিয়ে' ১।১৬ ইত্যাদি শ্লোক আবার পাঠ করলেন ।)

বিদূষক—হে ভদ্রমুখ ! আপনারা আমার প্রিয়বয়স্য চারুদত্তকে ছেড়ে দিন । আমাকে হত্যা করুন ।

চারুদত্ত ঈশ্বর না করুন ! (দেখে, স্বগত) আজ বুঝছি । ('পরও'— ১০।১৬ ইত্যাদি পাঠ করলেন। প্রকাশ্যে সৌধগত— ১০।১০ ইত্যাদি শ্লোক আবার পাঠ করলেন)

চণ্ডাল—সরুন, মশাইরা সরুন । অযশের বশে যে সজ্জন জীবনের আশা ত্যাগ করেছেন, যিনি দড়িছেঁড়া সোনার কলসির মতো কুয়োয় ডুবছেন তাকে দেখছেন কেন ? ॥২৪॥

আর-একজন—ওরে, আবার ঘোষণা কর্ । (চণ্ডাল তাই করল)

চারুদত্ত—প্রতিকূল দৈবের বশে আমি তো এই শোচনীয় অবস্থায় এসেছি। যার চরম ফল আমার জীবনান্ত। কিন্তু সেই ঘোষণাটি আমাকে অত্যন্ত পীড়া দিচ্ছে যে-ঘোষণাটিতে আমাকে শুনতে হবে তাকে (আমার প্রিয়তমাকে) আমি হত্যা করেছি ॥২৫॥

(তারপর প্রাসাদস্থ বন্ধ স্থাবরকের প্রবেশ)

স্থাবরক—(ঘোষণা শুনে বেদনার্তভাবে) একি, নিষ্পাপ চারুদত্তকে বধ করা হচ্ছে? প্রভু আমাকে শিকলে বেঁধে রেখেছে। যাক চিৎকার করি—শুনুন, মহোদয়েরা, শুনুন! ব্যাপারটা এই—এই পাপী আমি যান-পরিবর্তনের ফলে বসন্তসেনাকে পুষ্পকরণ্ডক নামে জীর্ণ উদ্যানে এনেছিলাম। তারপর আমার প্রভু 'আমাকে চাইলি না' এই বলে বাহুপাশে সবলে এঁকে হত্যা করেছেন, এই আর্য নন। কী! দূরে থেকে বলছি বলে কেউ শোনে নি? কী যে করি? লাফিয়ে পড়ি তবে। (চিন্তা করে) যদি তাই করি তাহলে আর্য চারুদত্তকে বধ করা হবে না। যা হোক এই প্রাসাদের নতুন বানানো উঁচু চত্বর থেকে ভাঙা জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ি। আমি মরলে কিছু এসে যায় না। কিন্তু কুলপুত্ররূপ পক্ষিনিবাস আর্য চারুদত্তের মরা কিছুতেই চলবে না। এভাবে যদি আমি মরিও তাহলে আমার পরলোকে (স্বর্গলাভ) তো হবে। (লাফিয়ে পড়ে) আশ্চর্য! আমি মরি নি। আমার ডান্ডাবেড়ীও শৃংখল খুলে গিয়েছে। এবারে চণ্ডালদের ঘোষণাস্থানটি খুঁজি। (দেখে এবং কাছে গিয়ে) ওহে চণ্ডালেরা, যেতে দাও, যেতে দাও।

চণ্ডাল-দুজন—আরে? কে জায়গা ছাড়তে বলছে?

(চেট—শুনুন, শুনুন এই কথা শুনে আবার বলল)

চারুদত্ত—এ কি! এমন (অ-) সময়ে আমি যখন কালপাশে আবদ্ধ তখন, শস্য অনাবৃষ্টিতে বিপন্ন হলে দ্রোণমেঘের[৫] মতো কে উদিত হল? ॥২৬॥

আপনারা শুনলেন তো? আমি মৃত্যুভীত নই, যশ কলঙ্কিত হল বলেই আমার দুঃখ। আমি নির্দোষ প্রমাণিত হলে মৃত্যু আমার কাছে হবে পুত্র-জন্মের মতো (আনন্দপ্রদ) ॥২৭॥

তা ছাড়া

তার সঙ্গে শত্রুতা না করলেও নীচ এবং অল্পবুদ্ধি সে (শকার) আমাকে কলঙ্কিত করল। দূষিত সে বিষাক্ত শরে যেন আমাকেও দূষিত করল ॥২৮॥

চণ্ডাল-দুজন—স্থাবরক! তুমি সত্যি বলছ?

চেট—সত্যি। আমাকেও 'কাউকেই কিছু বলতে পারবে না' এই মনে করে প্রাসাদের নতুনগড়া প্রতোলিতে ডান্ডাবেড়ী দিয়ে আবদ্ধ করে রেখেছিল।

(প্রবেশ করে)

শকার—(সহর্ষে) আমার বাড়িতে আমি টক-টক-তেতো মাংস, শাক এবং মাছের ঝোল, পিঠে আর গুড়ের পায়েস দিয়ে ভাত খেয়েছি[৬] ॥২৯॥

(কান দিয়ে) ফাটা কাঁসার আওয়াজের মতো খনখনে চণ্ডালের গলার স্বর কানে আসছে। যে রকম ঢেঁড়া আর ঢাকের বাদ্য শুনছি তাতে মনে হচ্ছে দরিদ্র চারুদত্তকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাই দেখি। শত্রুবিনাশে, সত্যি

কথা বলতে কি, আমার মনে দারুণ আনন্দ হচ্ছে। কোন বিষাক্ত গুল্মের মধ্যে লুকনো পোকার মতো, আমি বুদ্ধি করে দরিদ্র চারুদত্তের বিনাশ করলাম। এখন নিজের প্রাসাদের নতুন বানানো উঁচু চত্বরে উঠে নিজের পরাক্রম দেখব। (তাই করে এবং দেখে) হা হা! গরিব চারুদত্তকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবার সময় যদি এমন লোকের ভিড় হয় তাহলে আমার মতো লোককে যখন বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হবে তখন কী দারুণ ভিড় হবে? (দেখে) এই যে তাকে নতুন ষাঁড়ের মতো সাজিয়ে দক্ষিণ দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমার প্রাসাদের নতুন গড়া উঁচু চত্বরের কাছে হঠাৎ ঘোষণা হতেই তা থামিয়ে দেওয়া হল কেন? (দেখে) এ কী! স্থাবরক চেটও দেখি এখানে নেই? সে-ই এখান থেকে গিয়ে গুপ্ত কথা প্রকাশ করে দেয় নি তো? একেই বরং খুঁজে দেখি। (নেমে এগিয়ে গেল)

চেট—(দেখে) মহোদয়গণ, এই তিনি এসেছেন।

চণ্ডাল-দুজন সরে যাও, জায়গা দাও। দুয়োর বন্ধ করো। চুপ করে থাক। কারণ ঐ যে ঔদ্ধত্যের শিং উঁচিয়ে ক্ষ্যাপা ষাঁড় আসছে! ॥৩০॥

শকার ওহে জায়গা ছাড়ো জায়গা ছাড়ো। (এগিয়ে) পুত্র, স্থাবরক, এসো আমরা যাই।

চেট—অনার্য তুমি বসন্তসেনাকে হত্যা করেই খুশি হও নি, এখন হত্যা করতে চাও, চারুদত্তকে যিনি প্রাণিজনের কল্পতরুর মতো।

শকার—রত্নকুলের মতো[৭] আমি (অর্থের জন্যে) স্ত্রী হত্যা করি না।

সকলে—হ্যাঁ, তুমিই হত্যা করেছ। আর্য চারুদত্ত হত্যা করেন নি।

শকার—একথা কে বলছে?

সকলে—(চেটকে দেখিয়ে) এই সজ্জন ব্যক্তি বলছে।

শকার—(ভীত হয়ে স্বগত) হায়। স্থাবরক চেটকে আমি ভালো করে বেঁধে রাখিনি কেন? সেই আমার কুকর্মের সাক্ষী। (প্রকাশ্যে) মহোদয়গণ! এ মিথ্যা। কারণ আমার এ দাসটি যখন আমার সোনা চুরি করেছিল তখন তাকে আমি মেরেছি, আঘাত করেছি এবং বেঁধে রেখেছি। এখন এইভাবে শত্রু হয়ে উঠেছে বলে সে যা বলবে তাই হবে সত্যি? (আড়ালে চেটকে সোনার বালা দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে) পুত্র স্থাবরক, চেট এটা নিয়ে অন্য কথা বল্।

চেট—(গ্রহণ করে) দেখুন দেখুন, মশাইরা, ইনি সুবর্ণের লোভ দেখাচ্ছেন।

শকার—(বালা কেড়ে নিয়ে) এই বালার জন্যেই ওকে শিকলে বেঁধে রেখেছিলাম। (সক্রোধে) ওহে চণ্ডালেরা, আমার সোনা চুরি করার সময় আমি সত্যিই তাকে মেরেছি এবং পিটিয়েছি। আমার কথা যদি বিশ্বাস না করেন, তাহলে তার পিঠ দেখতে পারেন।

চণ্ডাল—(দেখে) ইনি (শকার) যা বলছেন তা ঠিকই। বিক্ষুব্ধ হলে ভৃত্য কী না বলে?

চেট—হায়, দাসত্ব কী দারুণ অভিশাপ, দাসের কথা কেউ বিশ্বাস করে না। (করুণ-ভাবে) আর্য চারুদত্ত, এইটুকুই করতে পারলুম শুধু। (এই বলে পায়ে পড়ল)

চারুদত্ত—(করুণভাবে) ওঠো, তুমি বিপন্ন সজ্জনের প্রতি করুণা করেছ, হে ধর্মশীল,

তুমি অকারণ বন্ধু হয়েই এসেছিলে! আমার মুক্তির জন্যে তুমি অনেক চেষ্টা করলে। দৈব সায় দিল না, আজ তুমি কীই-বা না করলে? ॥৩১॥

চণ্ডাল-দুজন—ভদ্র, এই চেটকে মেরে তাড়াও।

শকার—দূর হ' তুই (তাড়ালে)। ওহে চণ্ডাল, তোমরা দেরি করছ কেন, একে বধ করো।

চণ্ডাল—যদি তাড়া থাকে, আপনি নিজেই মারুন না।

রোহসেন—ওগো চণ্ডালেরা তোমরা আমাকে মারো, বাবাকে ছেড়ে দাও।

শকার—ছেলেকে শুদ্ধ একে বধ করো।

চারুদত্ত—এ মূর্খ সব পারে। বাছা, তুমি মায়ের কাছে যাও।

রোহসেন—আমি গিয়ে কী করব?

চারুদত্ত—বৎস, আজ তুমি মাকে নিয়ে কোন আশ্রমে[৮] যাও, পিতৃদোষে তোমারও এমন দশা না হয় ॥৩২॥

বয়স্য, একে নিয়ে যাও।

বিদূষক—বন্ধু, তোমাকে ছাড়া আমি প্রাণধারণ করব তোমার কি ধারণা?

চারুদত্ত—তোমার জীবন তোমার আয়ত্তে। তাই তাকে ত্যাগ করা তোমার উচিত হবে না।

বিদূষক (স্বগত) একথা ঠিক। তবুও প্রিয় বন্ধু-বিরহিত হয়ে প্রাণধারণ করতে পারছি না। তাই আমি ব্রাহ্মণীর কাছে ছেলেকে সমর্পণ করে প্রাণত্যাগ করে প্রিয় বন্ধুর অনুগমন করব। (প্রকাশ্যে) বন্ধু, একে আমি এক্ষুণি নিয়ে যাচ্ছি।

(সে চারুদত্তকে কণ্ঠে আলিঙ্গন করল এবং পায়ে পড়ল)

(ছেলেটিও কাঁদতে কাঁদতে পায়ে পড়ল)

(চারুদত্ত ভীতির অভিনয় করলেন)

চণ্ডাল-দুজন—পুত্রসহ চারুদত্তকে বধ করো রাজা আমাদের এমন আদেশ দেন নি। চলে যাও বালক, চলে যাও। (নিষ্ক্রান্ত করালো এই হল তৃতীয় ঘোষণার স্থান। ঢেঁড়ায় আঘাত করো। (আবার ঘোষণা করল)

শকার—(স্বগত) ব্যাপার কী! নাগরিকেরা দেখি এটা বিশ্বাস করছে না? (প্রকাশ্যে) ওহে নচ্ছার চারুদত্ত, পুরবাসীরা বিশ্বাস করছে না, তাই নিজের জিভ দিয়েই বলো 'বসন্তসেনাকে হত্যা করেছি'। (চারুদত্ত নীরব রইলেন) ওরে চণ্ডাল, শুনছ? বজ্জাত চারুদত্ত কথা বলছে না। তাই তোমার ঢাকের কাঠি এই জীর্ণ বাঁশের টুকরোটা দিয়েই একে বারবার মেরে বলাও।

চণ্ডাল—(প্রহারের জন্যে হাত তুলে) ওহে চারুদত্ত, বলো!

চারুদত্ত—(করুণভাবে) বিপদরূপ মহাসমুদ্রের এই গভীর জলে পড়েও আমার মনে কোন ভয় বা বিষাদ নেই। এই লোকনিন্দার আগুনই আমাকে দগ্ধ করছে যে এখন আমাকে বলতে হবে 'আমিই প্রিয়াকে হত্যা করেছি' ॥৩৩॥

(শকার আবার তা-ই বলতে লাগল)

শকার - পুরবাসিগণ! ('নৃশংস আমি তাকে'—৯।৩০।৩৮ ইত্যাদি শ্লোক আবার পাঠ করলেন)

চারুদত্ত—'হত্যা করেছি।'

শকার—তাই হোক।

প্রথম-চণ্ডাল—ওরে আজ তোরই বধ করার পালা।

দ্বিতীয় চণ্ডাল—ওরে, তোর।

প্রথম-চণ্ডাল—ওরে, আঁচড় কেটে দেখি। (নানারকম আঁচড় কেটে) ওরে, যদি আমার বধ করার পালা হয় তা হলে একটু অপেক্ষা কর্।

দ্বিতীয়-চণ্ডাল—কেন?

প্রথম-চণ্ডাল—স্বর্গে যাবার সময় আমার পিতা আমাকে বলেছিলেন—পুত্র বীরক, যদি তোমারই বধ করবার পালা হয় তাহলে সহসা বধ্যকে বধ কোরো না।

দ্বিতীয়-চণ্ডাল—কেন বল্ তো শুনি?

প্রথম-চণ্ডাল—কখনও কোন সজ্জন যদি অর্থ দিয়ে বধ্যকে মুক্ত করেন। কখনও রাজার পুত্র হলে আনন্দোৎসবের জন্যে সমস্ত বধ্যের মুক্তি হতে পারে। কখনও হাতি বন্ধন ভাঙলে যে চাঞ্চল্য দেখা দেয় তাতে বধ্য মুক্ত হতে পারে। কখনও বা রাজার পরিবর্তন ঘটে, তাতেও সমস্ত বধ্যের মুক্তি হতে পারে।

শকার—কী কী? রাজার পরিবর্তন?

চণ্ডাল—ওরে, তাহলে বধ করবার পালা আমাদের কার কখন সেটা লিখে ফেলা যাক।

শকার—ওরে, এক্ষুনি বধ কর্ চারুদত্তকে।

চণ্ডাল—আর্য চারুদত্ত, রাজার আদেশই অপরাধী, আমরা চণ্ডালরা নই। তাই যা স্মরণ করার তা স্মরণ করো।

চারুদত্ত—ক্ষমতাবান পুরুষদের বাক্যে ভাগ্যদোষে যদিও কোনভাবে আমি দোষী সাব্যস্ত হয়েছি তবুও যদি ধর্মের কোন প্রভাব থাকে তা হলে তিনি (বাসবদত্তা) সুরলোকেই থাকুন বা যেখানেই থাকুন তিনি নিজগুণে আমার কলঙ্ক ক্ষালন করুন ॥৩৪॥

ওহে, আমাকে এখন কোথায় যেতে হবে?

চণ্ডাল—(সামনের পথ দেখিয়ে) এই যে দক্ষিণ শ্মশান দেখা যাচ্ছে যা দেখলেই বধ্যেরা তৎক্ষণাৎ (ভয়ে) মরে। দেখ দেখ—

উঁচুদিকে শরীর-তোলা শিয়ালেরা শূলে ঝোলানো শরীরটাকে টানছে, আর (উপর দিকের) বাকি অংশ বিকট হাসির রূপান্তর বলে মনে হচ্ছে ॥৩৫॥

চারুদত্ত—হায়, হতভাগ্য আমার সর্বনাশ হল!

শকার—এখন যাব না। হত্যা করা হচ্ছে এমন অবস্থায় চারুদত্তকে দেখে যাব।

(পরিক্রমা করে দেখে) এ কী, বসে পড়ল যে!

চণ্ডাল—চারুদত্ত, ভয় পেলে কী?

চারুদত্ত—(হঠাৎ উঠে) মূর্খ।

(আমি মৃত্যুভীত নই…১০।২৭ ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করলেন)

চণ্ডাল—আর্য চারুদত্ত, আকাশতলবাসী চন্দ্রসূর্যও বিপন্ন হন, মরণভীরু মানুষজনের কথা আর কী বলব? এ সংসারে কেউ উঠে তারপর পড়ে, কেউ-বা পড়ে তারপর ওঠে!

শব উঠে আবার প'ড়ে বসনত্যাগের প্রক্রিয়াটা দেখিয়ে দেয়। একথা মনে রেখে নিজেকে আশ্বস্ত করো ॥৩৬॥

(দ্বিতীয় চণ্ডালের প্রতি) এটি হল চতুর্থ ঘোষণা স্থান। তাই ঘোষণা করি।

(আবার সেই-ভাবেই ঘোষণা করল)।

চারুদত্ত—হায় প্রিয়া বসন্তসেনা! (চাঁদের মতো পবিত্র—১০।১৩ ইত্যাদি শ্লোক আবার পাঠ করলেন)

(তারপর সন্ত্রস্তা বসন্তসেনা ও ভিক্ষুর প্রবেশ)

ভিক্ষু—আশ্চর্য। অস্থানে মূর্ছিতা বসন্তসেনাকে আশ্বস্ত করে সঙ্গে নিয়ে যেতে যেতে আমি সন্ন্যাসগ্রহণে কৃতকৃত্য হলাম। উপাসিকা! আপনাকে কোথায় নিয়ে যাব?

বসন্তসেনা—আর্য চারুদত্তের বাড়িতে। চন্দ্রতুল্য তাকে দেখিয়ে আমাকে কুমুদিনীর মতো আনন্দ দিন।

ভিক্ষু—(স্বগত) কোন্ পথ দিয়ে যাব? (চিন্তা করে) রাজপথ দিয়েই যাই। উপাসিকা, আসুন। এই রাজপথ। (শুনে) এ কী! এই রাজপথে তুমুল কোলাহল শোনা যাচ্ছে কেন?

বসন্তসেনা—(সামনে দেখে) সামনে বিপুল জনতা যে! আর্য! ব্যাপার কী জানুন তো। উজ্জয়িনী যেন একটা জায়গায় উঁচু হয়ে উঠেছে, পৃথিবী যেন অসম ভারে ভারাক্রান্তা হয়েছেন?

চণ্ডাল—এই হচ্ছে শেষ ঘোষণাস্থান। ঢেঁড়ায় আঘাত হান্, ঘোষণা কর্। (তাই করে) ওহে চারুদত্ত, প্রস্তুত হও, ভয় পেও না, এক্ষুনি তোমাকে বধ করা হবে। হে দেবতারা!

ভিক্ষু—(শুনে সন্ত্রস্ত হয়ে) উপাসিকা, আপনাকে চারুদত্ত হত্যা করেছে এই বলে চারুদত্তকে বধ করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বসন্তসেনা—(সন্ত্রস্ত হয়ে) হায় ধিক্, হায় ধিক্। হতভাগিনী আমার জন্যে চারুদত্তকে বধ করা হচ্ছে। শিগ্‌গির শিগ্‌গির পথ দেখিয়ে দিন।

ভিক্ষু—উপাসিকা, জীবিত অবস্থায় আর্য চারুদত্তকে আশ্বস্ত করতে শিগ্‌গিরই চলুন শিগ্‌গিরই চলুন।

বসন্তসেনা—জায়গা দিন, জায়গা দিন।

চণ্ডাল—আর্য চারুদত্ত প্রভুর আদেশই অপরাধী আমরা নই। তাই যা স্মরণ করার তাই স্মরণ কর।

চারুদত্ত—কী আর বলব? (ক্ষমতাবান্ পুরুষদের—১০-৩৪ ইত্যাদি শ্লোক আবার পাঠ করলেন)

চণ্ডাল—(খড়্গ আকর্ষণ করে) চিৎ হয়ে সোজা হয়ে থাক, এক কোপে তোমাকে স্বর্গে পাঠাব। (চারুদত্ত সেইভাবে থাকলেন)।

চণ্ডাল—(প্রহারে উদ্যত। কিন্তু হাত থেকে খড়্গপতনের অভিনয় করে) একী! যদিও আমি সরোষে বাঁট ধরে এটি আকর্ষণ করে মুষ্টিতে ধারণ করেছি তবু বজ্রতুল্য এই খড়্গ কেন মাটিতে পড়ে গেল? ॥৩৭॥
এমন যখন হল তখন মনে হচ্ছে আর্য চারুদত্তকে নিহত হতে হবে না। সহ্যবাসিনী ভগবতী![1] অনুগ্রহ করো! চারুদত্তের যদি মুক্তি হয় তাহলে তুমি চণ্ডালকুলকে অনুগৃহীত করবে।

অপরজন—যা আদেশ তাই করব।

(দুজনে চারুদত্তকে শূলে চড়াতে চাইল)

(চারুদত্ত ক্ষমতাবান্ পুরুষদের—ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করলেন।)

ভিক্ষু ও বসন্তসেনা—(দেখে) ভদ্রমহোদয়েরা ! এমন যেন না হয়, এমন যেন না হয় । মহোদয়েরা, এই আমি সেই হতভাগিনী যাঁর জন্যে (ওঁকে) বধ করা হচ্ছে।

চণ্ডাল—(দেখে) কেশভার কাঁধে লুটিয়ে পড়া এই মহিলাটি আবার কে, যিনি হাত তুলে 'না, না, এমন যেন না হয়' বলতে বলতে দ্রুত এদিকেই আসছেন ? ॥৩৮॥

বসন্তসেনা—আর্য চারুদত্ত, এ কী হল ? (এই বলে পায়ে পড়লেন)

চণ্ডাল—(সভয়ে সরে গিয়ে) এ কী ! এ বসন্তসেনা ? আমাদের কী ভাগ্য যে আমরা একজন নির্দোষ মানুষকে বধ করি নি।

ভিক্ষু—(উঠে) আহা চারুদত্ত বেঁচে আছেন।

চণ্ডাল—শতবর্ষ বাঁচবেন।

বসন্তসেনা—(সহর্ষে) আমিও যেন পুনর্জীবিতা হলাম।

চণ্ডাল—যাই এ ঘটনা যজ্ঞবাটিকায়-গত রাজাকে জানাই। (নিষ্ক্রমণ)

শকার—(বসন্তসেনাকে দেখে সত্রাসে) আশ্চর্য ! গর্ভদাসীকে বাঁচাল কে ? আমার প্রাণ গেল তাহলে ! যাক—পালাই। (পালাল)

চণ্ডাল—(এগিয়ে এসে) রাজা আমাদের এই আদেশ দিয়েছিলেন 'যে তাকে (বসন্তসেনাকে) বধ করেছে তাকে বধ করো'। তাহলে রাষ্ট্রীয় শ্যালককেই এবারে খুঁজি আমরা।

চারুদত্ত—(সবিস্ময়ে) শস্ত্র যখন উদ্যত, আমি যখন মৃত্যুর মুখগহ্বরে তখন অনাবৃষ্টিহত শস্যে দ্রোণ-মেঘের বৃষ্টির মতো কোন্ নারী এলো ? ॥৩৯॥

(দেখে) একি দ্বিতীয় বসন্তসেনা ? না কি সেই বসন্তসেনা যে স্বর্গ থেকে নেমে এলো ? না কি আমার ভ্রান্ত মন তাকে এইভাবে দেখছ ? অথবা এমন কি হতে পারে যে বসন্তসেনা আদৌ মরেই নি, সেই বসন্তসেনাই এসেছে ? ॥৪০॥

অথবা—

সে কি আমাকে জীবন দান করতে স্বর্গ থেকে এল ? না কি এ অন্য কেউ এল, আকৃতিতে যে তারই মতো ? ॥৪১॥

বসন্তসেনা—(সাশ্রুনেত্রে উঠে পায়ে পড়ল) আর্য চারুদত্ত, আমিই সেই পাপিনী যার জন্যে তুমি এই অবস্থায় এসেছ।

(নেপথ্যে)

আশ্চর্য আশ্চর্য ! বসন্তসেনা জীবিত ! (সকলে একথার পুনরুক্তি করল)

চারুদত্ত—(শুনে সহসা উঠে স্পর্শসুখ অভিনয় করে নিমীলিত চোখে আনন্দে গদ্‌গদস্বরে) তুমিই বসন্তসেনা ?

বসন্তসেনা—আমিই সেই হতভাগিনী।

চারুদত্ত—(সহর্ষে) হ্যাঁ, বসন্তসেনাই। (সহর্ষে) আমি যখন মৃত্যুর কবলে তখন অশ্রুধারায় স্তনযুগলকে স্নান করিয়ে, বিদ্যার[10] মতো তুমি কোথা থেকে এলে ? ॥৪২॥

আমার যে-দেহ তোমার কারণেই বিনষ্ট হচ্ছিল তা আবার তুমিই বাঁচালে। প্রিয়

প্রিয় মিলনের কী প্রভাব। না হলে যে মৃত সে কখনও আবার বেঁচে ওঠে? ॥৪৩॥

তা ছাড়া, প্রিয়ে দেখ—

সেই রক্ত বস্ত্র এবং মালা বধূমিলনে বরের সজ্জার মতোই দেখাচ্ছে। আর এই বধ্য পটহের বাদ্য যেন বিবাহের পটহবাদ্যের মতোই হল ॥৪৪॥

বসন্তসেনা—তোমার অতি-ঔদার্যে তুমি কেমন করে নিজেকে এ অবস্থায় আনলে?

চারুদত্ত—প্রিয়ে, তোমাকে আমি হত্যা করেছি—এই বলে আমার প্রবল শত্রু পূর্ববন্ধ শত্রুতায় নিজে নরকে যেতে যেতে আমাকে এই অবস্থায় ফেলেছে ॥৪৫॥

বসন্তসেনা—(কান ঢেকে) ভগবান না করুন। সেই রাজশ্যালকই আমাকে হত্যা করেছিল।

চারুদত্ত—(ভিক্ষুকে দেখে) ইনি কে?

বসন্তসেনা—সেই অনার্য আমাকে হত্যা করল আর আর্য আমাকে জীবন দান করলেন।

চারুদত্ত—নিঃস্বার্থ বন্ধু কে আপনি?

ভিক্ষু—আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি। আমিই আপনার চরণসংবাহনার ভার নিয়েছিলাম, আমার নাম সংবাহক। জুয়াড়ীরা আমাকে ধরেছিল কিন্তু এই উপাসিকা আমি আপনার সেবক জেনে একটি অলংকার দিয়ে আমাকে ছাড়িয়ে নিলেন। তারপর জুয়ায় বিরক্ত হয়ে আমি বৌদ্ধ ভিক্ষু হয়েছি। এই আর্যা, শকট-বিপর্যয়ে পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে গিয়েছিলেন। এবং সেখানে সেই দুশ্চরিত্র 'আমাকে গণ্য করলে না' এই বলে বাহুপাশে শ্বাসরোধ করে তাকে হত্যা করলেন। এই অবস্থায় আমি এঁকে দেখলাম।

(নেপথ্যে কলরব)

দক্ষযজ্ঞবিনাশক বৃষভকেতুর[১১] জয় হোক, তারপর জয় হোক ক্রৌঞ্চপর্বত-বিদারক ক্রৌঞ্চরিপু কার্তিকেয়ের,[১২] তারপর জয় হোক আর্যকের, যিনি প্রবল শত্রুকে বধ করেছেন এবং সমগ্র বসুন্ধরাকে জয় করেছেন, যার (যে বসুন্ধরার) শুভ্র পতাকা হল কৈলাসপর্বত ॥৪৬॥

(হঠাৎ প্রবেশ করে)

শর্বিলক—হে পুরবাসিরা! সেই দুষ্ট রাজা পালককে হত্যা করে তার রাজ্যে আর্যকে অভিষিক্ত করে, তারই শেষ আজ্ঞা মাথায় নিয়ে আমি (এখন) বিপন্ন চারুদত্তকে মুক্ত করব ॥৪৭॥

সেই শক্তি ও সুমন্ত্রণাহীন শত্রুকে বধ করে উৎকর্ষবলে সমস্ত পুরবাসীকে আশ্বস্ত করে, আমরা শত্রুর সমগ্র রাজ্য সার্বভৌমত্বসহ জয় করেছি, এ যেন ইন্দ্রেরই নিজের রাজ্য ॥৪৮॥

(সামনে দেখে) যা হোক। যেখানে লোক জমা হয়েছে তিনি সেইখানেই আছেন। মনে হয় রাজা আর্যকের (রাজত্বের) এই আরম্ভ চারুদত্তের জীবনলাভের মধ্যে দিয়ে সার্থক হবে। (অত্যন্ত দ্রুত উপস্থিত হয়ে) সরে যাও, মূর্খেরা। (দেখে, সহর্ষে) চারুদত্ত বসন্তসেনা সহ তাহলে জীবিত আছেন? আমার প্রভুর ইচ্ছা সম্পূর্ণ হল।

সৌভাগ্যবশতঃ গুণে (পক্ষে, দড়িতে) আকৃষ্ট সুশীলা (পক্ষে, সঙ্ঘটিতা)

নৌকার মতো প্রিয়তমা বসন্তসেনার সাহায্যে অপার বিপত্তিসাগর-পার-হওয়া চারুদত্তকে দীর্ঘদিন পর গ্রহণমুক্ত জ্যোৎস্নাবন্ধ চাঁদের মতো দেখছি ॥৪৯॥

কিন্তু মহাপাপ করে (তাঁর থেকে চুরি করে) এখন তার কাছে যাব কী করে ? অথবা, ঋজুতা সর্বত্রই শোভা পায়। (প্রকাশ্যে উপস্থিত হয়ে যুক্ত করে) আর্য চারুদত্ত !

চারুদত্ত—আপনি কে ?

শর্বিলক—আপনার বাড়িতে সিঁধ কেটে গচ্ছিত ধন চুরি করেছিল আমি সেই মহাপাপী (এখন) আপনারই শরণ নিচ্ছি ॥৫০॥

চারুদত্ত— সখা, একথা বোলো না। তোমার সে-কাজ আমার পক্ষে অনুগ্রহই হয়েছিল। (গলা জড়িয়ে ধরলেন)

শর্বিলক - তা ছাড়া—।

সচ্চরিত্র আর্যক যজ্ঞবাটিকায় স্থিত দুরাত্মা পালককে পশুর মতো বধ করে (নিজের) কুল ও মান রক্ষা করছে। ॥৫১॥

চারুদত্ত—কী ?

শর্বিলক—আপনার গাড়িতে চড়ে একদিন আপনার শরণ নিয়েছিল সে আজ যজ্ঞস্থলে যে পালককে পশুর মতো হত্যা করছে ॥৫২॥

চারুদত্ত— শর্বিলক, পালক যাকে ঘোষপল্লী থেকে অকারণে এনে গুপ্তকক্ষে বন্দী করে রেখেছিল এবং তুমি যাকে মুক্ত করেছিলে এ কি সে-ই (আর্যক) ?

শর্বিলক—আপনি যা বললেন তাই।

চারুদত্ত— আমার পক্ষে এ সুসংবাদও বটে।

শর্বিলক—আর্যক উজ্জয়িনীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েই আপনার বন্ধু আপনাকে বেনানদীর তীরবর্তী কুশাবতী[১৩] নগরী অর্পণ করেছে। আপনি বন্ধুর এই প্রথম অনুরোধ গ্রহণ করুন। (কিছু দিয়ে) ওহে কে আছ ? সেই পাপী রাষ্ট্রীয় শঠকে ধরে আনো।

(নেপথ্যে)

শর্বিলকের যা আদেশ।

শর্বিলক- আর্য, রাজা আর্যক জানাচ্ছেন—আপনারই সৌজন্যে আমি এই রাজ্য পেয়েছি। এ রাজ্য আপনি উপভোগ করুন।

চারুদত্ত—আমার গুণে এ রাজ্য উপার্জিত !

(নেপথ্যে)

ওরে রাষ্ট্রীয় শ্যালক, এসো এসো, নিজের কুকর্মের ফল ভোগ করো।

(তারপর পিছনে হাত-বাঁধা অবস্থায় প্রহরীবেষ্টিত শকারের প্রবেশ)

শকার –আশ্চর্য !

দড়ি-ছেঁড়া গাধার মতো আমি অনেকটা পূর্বেই পালিয়েছিলাম, কিন্তু বন্য কুকুরের মতো আবার আমাকে ধরে আনা হল ॥৫৩॥

(চারদিক দেখে) এই রাষ্ট্রিয় এখন চারদিকে প্রহরীবেষ্টিত। তাহলে অসহায় আমি কার শরণ নেব ? যাই, সেই শরণাগতবৎসলের কাছেই যাই। (এগিয়ে এসে) আর্য চারুদত্ত, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন ! (এই বলে পায়ে পড়ল)

(নেপথ্যে)

আর্য চারুদত্ত, ওকে ছেড়ে দিন, একে বধ করতে দিন আমাদের।

শকার—(চারুদত্ত) হে অসহায়ের সহায়, রক্ষা করুন।

চারুদত্ত—(সদয়ভাবে) ভয় নেই, শরণাগতের ভয় নেই।

শর্বিলক—(অধৈর্যভাবে) আঃ চারুদত্তের কাছ থেকে ওকে সরিয়ে নিয়ে যাও। (চারুদত্তকে) বলুন, এই পাপীকে কোন শাস্তি দেওয়া হবে? ওরা (চন্ডালেরা) ওকে শক্ত করে বেঁধে নিয়ে যাক। তারপর একে কি কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হবে? না শূলে চড়ানো হবে, না করাত দিয়ে কাটা হবে? ॥৫৪॥

চারুদত্ত—আমি যা বলব তাই কি করা হবে?

শর্বিলক—এ বিষয়ে সন্দেহের কী আছে?

শকার—প্রভু চারুদত্ত! আমি আপনার শরণাগত। রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। আপনার পক্ষে যা শোভা পায় তাই করুনা আমি আর এমন কাজ করব না।

(নেপথ্যে পুরজন)

ওকে হত্যা করো। (এমন) পাপী বেঁচে থাকবে কেন?

(বসন্তসেনা বধ্যমালা চারুদত্তের গলা থেকে নিয়ে
শকারের উপর নিক্ষেপ করল)

শকার—গর্ভদাসীর কন্যা! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও। আমি আর তোমাকে বধ করব না। আমাকে বাঁচাও।

শর্বিলক – ওরে, একে সরিয়ে নে। আর্য চারুদত্ত—এই পাপীকে কী করা হবে?

চারুদত্ত—আমি যা বলব তা করা হবে?

শর্বিলক—এ বিষয়ে সন্দেহ কী?

চারুদত্ত—সত্যি?

শর্বিলক—সত্যি।

চারুদত্ত—যদি তাই হয় তাহলে শিগ্গিরই একে—

শর্বিলক—বধ করা হবে?

চারুদত্ত—না, না মুক্তি দেওয়া হবে।

শর্বিলক – কেন?

চারুদত্ত—শত্রু যদি অপরাধ করে শরণপ্রার্থী হয়ে পায়ে পড়ে তাকে অস্ত্র দিয়ে মারতে নেই—

শর্বিলক – তা হলে কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হোক।

চারুদত্ত—না, উপকার দিয়ে তাকে প্রত্যাঘাত করতে হবে ॥৫৫॥

শর্বিলক—কী আশ্চর্য। কী করব? আর্য বলুন।

চারুদত্ত—তাই, একে ছেড়ে দাও।

শর্বিলক —ওকে ছেড়ে দেওয়া হোক।

শকার—(আশ্চর্য) পুনর্জীবিত হলাম। (রক্ষীদের সঙ্গে প্রস্থান)

(নেপথ্যে কলরব, পুনরায় নেপথ্যে)

আর্য চারুদত্তের বধূ আর্যা ধূতা অগ্নিতে প্রবেশ করছেন। তার পায়ের কাছে

আঁচলে ধরে থাকা ছেলেটাকে তিনি সরিয়ে দিচ্ছেন, জলভরা চোখে লোকেরা তাঁকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করছেন।

(শুনে, নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে)

এ কী চন্দনক ? একী ?

চন্দনক—(প্রবেশ করে) আপনি কি দেখেন নি ? মহারাজের প্রাসাদের দক্ষিণে বহু লোকের ভিড় জমেছে। ('আর্য চারুদত্তের বধু' ইত্যাদি আবার পাঠ করল) আমি তাঁকে বলছি, আর্যে, হঠকারিতা করবেন না, আর্য চারুদত্ত বেঁচে আছেন। কিন্তু দুঃখভারাক্রান্ত অবস্থায় কে শোনে আর কে বিশ্বাস করে ?

চারুদত্ত—(সোদ্বেগে) আমি বেঁচে থাকতেও তুমি এ কি করতে চলেছ ঃ (উঁচুতে তাকিয়ে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে) চারুচরিতা ! তোমার কাজ (মহত্ত্ব) ঠিক এ পৃথিবীতে মাপা যায় না। তবুও হে পতিব্রতা, স্বামীকে ছেড়ে পরলোকের সুখভোগ তোমার উচিত নয় ॥৫৬॥ (মূর্ছিত হলেন)

শর্বিলক—কী অঘটন ! সেখানে (ধূতা দেবীর কাছে) আমাদের অবিলম্বে যাওয়া উচিত, অথচ এদিকে আর্য মূর্ছিত হলেন। হায় ধিক্, আমাদের চেষ্টা সর্বদিক দিয়ে ব্যর্থ হতে চলেছে দেখছি ॥৫৭॥

বসন্তসেনা—আশ্বস্ত হও, আর্য। সেখানে গিয়ে আর্যাকে রক্ষা করো। তা না হলে অধৈর্যে অনর্থ হতে পারে।

চারুদত্ত—(আশ্বস্ত হয়ে হঠাৎ উঠে) হায় প্রিয়ে, তুমি কোথায় ? আমাকে প্রত্যুত্তর দাও।

চন্দনক—এদিকে আসুন, আর্য এদিকে আসুন।

(সকলে পরিক্রমা করল)

(তারপর যথানির্দিষ্টা ধূতা, অঞ্চল সংলগ্ন রোহসেন এবং বিদূষক ও রদনিকার প্রবেশ)

ধূতা—(অশ্রুসিক্ত হয়ে) বাছা ! আমাকে বাধা দিস্ নে। আমার ভয় হচ্ছে পাছে স্বামীর সম্বন্ধে দুঃসংবাদটা আমার কানে যায়। (তিনি উঠলেন, আঁচল মুক্ত করলেন এবং আগুনের দিকে চললেন)

রোহসেন—মা, আমার জন্যে অপেক্ষা করো। তুমি ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না।

(তাঁর কাছে দ্রুত ছুটে এসে সে আবার আঁচল ধরল)

বিদূষক—আপনি ব্রাহ্মণী বলে, ঋষিরা পৃথক্‌ভাবে [১৪] আরোহণ করাকে পাপ বলে বিধান দিয়েছেন।

ধূতা – আমার স্বামীর সম্বন্ধে দুঃসংবাদ শোনার চেয়ে পাপ করাও ভালো।

শর্বিলক—(সামনে তাকিয়ে) আর্য প্রায় আগুনের কাছে এসে পড়েছেন। শিগ্‌গির শিগ্‌গির।

(চারুদত্ত দ্রুত ছুটে চললেন)

ধূতা—রদনিকা, বালককে দেখো যাতে আমি যা ভাবছি তা করতে পারি।

চেটী – (করুণভাবে) আমিও আমার প্রভুপত্নীর কাছে যা শিখেছি তাই করতে যাচ্ছি।

ধূতা—(বিদূষককে দেখে) আর্য, আপনিই ওকে দেখবেন।

বিদূষক—(সবেগে) কোনো ইচ্ছা পূরণ করতে হলে ব্রাহ্মণের নেতৃত্বেই তা করতে হয়।

তাই আমি আর্যার অগ্রবর্তী হব।

ধূতা—এ কী! দুজনেই আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করল। (বালককে আলিঙ্গন করে) বাছা তুমি নিজেই নিজেকে দেখো। যাতে আমাদের দুজনকে তিলাঞ্জলি দিতে পার। যিনি নাগালের বাইরে তাঁর উপর কিছু আশা করে তো লাভ নেই (সনিঃশ্বাসে) আর্যপুত্র তো আর তোমাকে দেখবেন না!

চারুদত্ত—(শুনে, হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে) আমিই আমার পুত্রের ভার নেব। (এই বলে বালককে দু-হাতে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন)

ধূতা—(দেখে) আশ্চর্য! আর্যপুত্রের গলার স্বর শুনছি মনে হচ্ছে। (তারপর ভালো করে দেখে সহর্ষে) কী ভাগ্য আমার! ইনি তো আর্যপুত্রই দেখছি। কী আনন্দ! কী আনন্দ আমার!

বালক—(দেখে, সহর্ষে) আশ্চর্য! বাবা, আমাকে আলিঙ্গন করছেন। মা, এবার তুমি খুশি তো? বাবা নিজেই আমার ভার নিলেন!

(এই বলে সে প্রত্যালিঙ্গন করল)

চারুদত্ত—(ধূতাকে) হায় প্রেয়সী! স্বামী জীবিত থাকতে এ ভয়ংকর কাজ তুমি করতে চলেছিলে কেন? সূর্য অস্ত না যেতে কি পদ্মিনী নয়ন নিমীলিত করে? ॥৫ ॥

ধূতা—আর্যপুত্র, এই জন্যেই তো তাকে অচেতন বলা হয়।

বিদূষক—(দেখে সহর্ষে) আশ্চর্য! এই দুটো চোখ দিয়ে প্রিয় বয়স্যকে দেখছি। পতিব্রতার কী শক্তি! অগ্নিতে প্রবেশের সংকল্প করেই তিনি প্রিয়সঙ্গ লাভ করলেন। (চারুদত্তকে) জয় হোক, প্রিয় বয়স্যের জয় হোক।

চারুদত্ত—এসো মৈত্রেয়। (এই বলে আলিঙ্গন করলেন)

চেটী—ঘটনার কী বিচিত্র গতি! আর্য, প্রণাম করি। (এই বলে চারুদত্তের পায়ে পড়ল)

চারুদত্ত—(পিঠে হাত দিয়ে) রদনিকা ওঠো। (এই বলে তাকে ওঠালেন)

ধূতা—(বসন্তসেনাকে দেখে) কী সৌভাগ্য! ভগিনী নিরাপদ।

বসন্তসেনা—এখন সত্যিই আমি নিরাপদ হলাম।

(পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ হলেন)

শর্বিলক—সৌভাগ্যবশতঃ আপনার বন্ধুবর্গ সবাই জীবিত।

চারুদত্ত তোমারই অনুগ্রহে।

শর্বিলক আর্যা বসন্তসেনা। পরিতুষ্ট রাজা আপনাকে 'বধূ' আখ্যাতেই অভিহিত করেছেন।

বসন্তসেনা আর্য! আমি কৃতার্থ হলাম।

শর্বিলক—(বসন্তসেনাকে ঘোমটা পরিয়ে। চারুদত্তকে) এই ভিক্ষুর কী করা যায়?

চারুদত্ত—ভিক্ষু, তোমার কী ইচ্ছা?

ভিক্ষু—সম্প্রতি এরকম ভাগ্য-পরিবর্তন দেখে প্রব্রজ্যায় আমার যে-আসক্তি জন্মেছিল তা দ্বিগুণ হল।

চারুদত্ত—সখা, এর সংকল্প দৃঢ়। তাই একে দেশের সমস্ত বৌদ্ধ মঠের অধ্যক্ষ করা হোক।

শর্বিলক—আপনি যেমন বললেন।

ভিক্ষু—এ আমার পক্ষে সত্যিই আনন্দের। সত্যিই আনন্দের।
বসন্তসেনা—এখন আমার মনে হচ্ছে আমি জীবন ফিরে পেয়েছি।
শর্বিলক—স্থাবরকের কী করা যায় ?
চারুদত্ত—সচ্চরিত্র এই মানুষটি দাসত্ব থেকে মুক্ত হোক। আর এই চণ্ডালেরা সমস্ত চণ্ডালের অধিপতি হোক। আর রাষ্ট্রীয় শ্যালক আগে যে অধিকারে প্রতিষ্ঠিত ছিল তাই থাকুক।
শর্বিলক—আপনি যা বললেন তাই হোক। কিন্তু একে ছেড়ে দিন (আমার কাছে) আমি তাকে বধ করি।
চারুদত্ত—যে শরণাগত সে অভয় হোক। (শত্রু যদি—১০।৫৫ ইত্যাদি পাঠ করলেন)
শর্বিলক—এবারে বলুন আর কী করলে আপনি খুশি হবেন ?
চারুদত্ত—এর পরেও আর কী প্রিয় থাকতে পারে ? আমার চরিত্রের বিশুদ্ধি রক্ষিত হল। আমার চরণে পতিত শত্রুকে মুক্তি দেওয়া হল। আমার প্রিয় বন্ধু আর্যক শত্রুর মূলোচ্ছেদ করেছে এবং সে এখন রাজা পৃথিবীর শাসক। প্রিয়াকে (বসন্তসেনাকে) পেলাম, (তোমার) প্রিয়বন্ধুর (আর্যকের) সঙ্গে মিলিত তুমি আমার বন্ধু হলে, তোমার কাছে চাইবার মতো আর কী থাকতে পারে? ॥৫৯॥ কাউকে তুচ্ছ করে দেয়, কাউকে তুলে ধরে, কাউকে নীচে নামায়, কাউকে সংশয়িত অবস্থায় রাখে, এইভাবে ভিন্নধর্মী বস্তুর পরস্পর সান্নিধ্য ঘটিয়ে ভাগ্য মানুষকে লোকস্থিতির শিক্ষা দিয়ে কূপযন্ত্র এবং ঘটিকান্যায়ে[১৫] খেলা করে॥৬০॥ তবুও এই হোক—

(ভরতবাক্য[১৬])

গাভীরা দুগ্ধবতী হোক, বসুমতী শস্যসমৃদ্ধা হোক, মেঘ সময়মতো বর্ষণ করুক, সর্বজনের মনকে আনন্দ দিয়ে বায়ু প্রবাহিত হোক। সমস্ত প্রাণী আনন্দিত হোক, ব্রাহ্মণেরা সম্মানিত হোক, সজ্জনেরা সমৃদ্ধিমান হোক। ধার্মিক রাজারা শত্রু দমন করুন এবং পৃথিবী সুশাসন করুন ॥৬১॥

॥ 'সংহার'[১৭] নামে দশম সর্গ সমাপ্ত ॥

॥ মৃচ্ছকটিক নাটক সমাপ্ত ॥

প্রসঙ্গ কথা

প্রথম অঙ্ক

১. পর্যঙ্কাসনকে সাধারণত 'বীরাসনের' সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়। বীরাসনের লক্ষণ

একপাদমথৈকস্মিন্ বিন্যস্যোরুণি সংস্থিতম্।
ইতরস্মিংস্তথা চান্যং বীরাসনমুদাহৃতম্॥

(রঘুবংশম্ এর ত্রয়োদশসর্গীয় ৫২ নং শ্লোকের টীকায় উদ্ধৃত)।
কিন্তু 'পর্যঙ্ক'কে পৃথক্ আসন বলাই ভালো। শিবমহাপুরাণে অষ্টাসনের মধ্যে পর্যঙ্ক' ও 'বীরাসন' পৃথক আসনরূপে উল্লিখিত —

স্বস্তিকং পদ্মং মধ্যেন্দুং বীরং যোগং প্রসাধিতম্
পর্যঙ্কং চ যথেষ্টং চ প্রোক্তমাসনমষ্টধা॥ শিবমহাপুরাণ ৭।২।৩৭।২০

২. একাদশ ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং ছয়টি জ্ঞানেন্দ্রিয়ঃ

মনঃ কর্ণৌ তথা নেত্রে রসনা চ তয়া সহ।
নাসিকা চেতি ষট্ তানি ধীন্দ্রিয়াণি প্রচক্ষতে॥

—এখানে এই ছয়টি ইন্দ্রিয়ই বিবক্ষিত।

৩. মূলের 'ব্যপগতকরণং' পদটি ক্রিয়াবিশেষণরূপে ব্যবহৃত। করণ = ইন্দ্রিয়। এখানে একাদশ ইন্দ্রিয়ই বিবক্ষিত। সাংখ্যদর্শনে বুদ্ধি ও অহংকারও ইন্দ্রিয়ের অন্তর্ভুক্ত।

৪ এককথায় আত্মদর্শন অর্থাৎ নিজের ব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধিঃ
'দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্' (পাতঞ্জল যোগ, সূত্র ১৩)

৫. তুলনীয়ঃ

পর্যঙ্কবন্ধস্থিরপূর্বকায়মৃজ্বায়তং সংনমিতোভয়াংসম্।
উত্তানপাণিদ্বয়সংনিবেশাৎপ্রফুল্লরাজীবমিবাঙ্কমধ্যে॥

ইত্যাদি শ্লোক, কুমারসম্ভবম্ (৪৫-৫০)

৬. সমুদ্রমন্থনে উদ্ধৃত বিষপানে শিবের কণ্ঠ নীলবর্ণ ধারণ করেছিল, তাই তাঁর নাম নীলকণ্ঠ।

৭. 'গৌরী'-পদটি বিদ্যুল্লতার সঙ্গে উপমাটিকে সার্থক করেছে। দ্বিতীয় শ্লোকটি সম্ভবতঃ বস্তুনির্দেশের জন্যেই লেখা হয়েছে ('অর্থতঃ শব্দতো বাপি মনাগ্-বাক্যার্থসূচনম্')। শিবের কণ্ঠে গৌরীর ভুজলতা স্থাপন চারুদত্ত ও বসন্তসেনার প্রেমোপাখ্যানেরই ইঙ্গিত। তাঁদের মিলন যে বর্ষার পটভূমিতে ঘটবে 'নীলাম্বুদ' পদটিতে তারই আভাস।
ভাসের নাটক 'চারুদত্তে' মঞ্চে নান্দীপাঠ নেই। সেখানে আছে নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ। নান্দী সেখানে নেপথ্যেই অনুষ্ঠিত, মঞ্চে নয়।

৮. 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।

৯. 'বেশ' সম্বন্ধীয় বিদ্যা। 'বেশ' কথাটি নানার্থক—
১. বেশ্যাদের বাসস্থান ২. অগ্নিবেশ-রচিত কামশাস্ত্র ৩ নেপথ্য। এখানে 'নেপথ্যকলা' একটু ব্যাপক অর্থে নাট্যকলাকেই বোঝাতে পারে।

১০. 'অগ্নিং প্রবিষ্ট'; কথাটি নানাভবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। Wilson-এর মতে এর অর্থ স্বেচ্ছায় অগ্নিতে জীবনাহুতি; 'Zarmancohagas (Sramanachaya) burnt himself at Athens after the custom of his country, and colunus (Kalyana) mounted the funeral pile at Pasaegadae in the resence of the astonished Greeks.)

(অগ্নিং প্রবিষ্টঃ— এই অংশে Wilson-এর টীকা)

M. R. Kale 'অগ্নিং প্রবিষ্টঃ' পদটিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেন নি; The words are not to be taken in their literal sense. They simply mean, like পুরন্দরাতিথিরভবৎ বা অমরেশ্বগণ্যত, 'he died' The writer has used the expression অগ্নিং প্রবিষ্টঃ only to show that Sudruka was an agnihotrin till his death, as we speak of a devoted of Siva as going to the mountain Kailasa, or of Vishnu to Vaikuntha. (টীকা : অগ্নিং প্রবিষ্টঃ)

১১. 'পরবারণ' অর্থ শত্রুর হাতিও হতে পারে, শ্রেষ্ঠ হাতিও হতে পারে। দ্বিতীয় অর্থটিই সঙ্গত।

'শত্রুর হাতির সঙ্গে'—এই মানে সহজ হইলেও সঙ্গত নয়। হাতির সঙ্গে মানুষের বাহুযুদ্ধ কল্পনায়ও আসেনা।'

—ডঃ সুকুমার সেন, ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস।

১২. শকারের একটি বিশেষ বাগ্ভঙ্গী যেখানে আছে ঘটনা, কাল বা চরিত্রের বৈপরীত্য।

১৩. ১১ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

শকার-চরিত্রটিকে হাস্যোদ্দীপক করার জন্যেই এ ব্যবস্থা।

১৪. বলা বাহুল্য শকারের এই পৌরাণিক ঘটনার উল্লেখটি অভ্রান্ত।

১৫. ভাসের চারুদত্ত নাটকেও এই শ্লোকটি আছে। এটি কাব্যপ্রকাশে প্রথমে উৎপ্রেক্ষা ও পরে সংসৃষ্টির উদাহরণ হিসেবে আলোচিত। দণ্ডীর কাব্য-প্রকাশেও এটি উদ্যহৃত।

১৬-১৭. ডঃ সুকুমার সেনের সরস মন্তব্য: 'এখনকার দিনের অভিনব-কবিভারতীয় অনুপযুক্ত নয়'।

(ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস পৃ: ৩০৫)

cf: Eye of man hath not heard, norear ser.

(Midsummar Night's Dream)

১৮. ১১, ১২-১৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

১৯. শকারের উপমাপ্রয়োগ কিন্তু মাঝে মাঝে চমকপ্রদ!

২০. শকারের সেই পরিচিত বাক্‌শৈলী: এখানে উল্লিখিত সব চরিত্রই শৌর্যের জন্যে খ্যাত। শকার পুরাণেতিহাস জানে না তা নয়, তবে একজনের সঙ্গে আর-একজনকে গুলিয়ে ফেলে, মজাটা সেখানেই।

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ মূলের 'পুরো ভাগিতা' শব্দের দুটি অর্থ সম্ভব: ১. প্রাগল্‌ভতা ·· দোষ-দর্শিতা। আমরা দ্বিতীয় অর্থটি নিয়েছি। মালতীমাধবে (১. ২০)

পুরোভাগে শব্দটি দোষদর্শী অর্থে গৃহীত ঃ 'প্রায়ঃ সমানবিদ্যা পরস্পর-পুরোভাগাঃ।

২. 'আর্থিকর্তা' অতিক্রম করে তাঁর সঙ্গসুখ অনুভবই প্রণয়িনী বসন্তসেনার উদ্দেশ্যে। 'রন্তুম্' কথাটির এই তাৎপর্য।
'ওলো, আমি প্রেম করিতে চাই। (দেহ দিয়া) সেবা করিতে চাই না'—ডঃ সুকুমার সেন, ভারতীয় সাহিত্যের ইতিকথা।
কেউ কেউ বলেন 'রন্তুমিচ্ছামি' থেকে ভর্তৃদারিকা কাম্যতে' পর্যন্ত পাঠ প্রক্ষিপ্ত। তাঁদের মতে কোন নারী নিজের কাম-ভাব ঐ ভাষায় ('রন্তুমিচ্ছামি') প্রকাশ করে না। তাঁদের মতে রন্তুম্' কথাটির অর্থ 'রতিরঙ্গে মাততে চাই'।

৩ গর্দভী—অর্থ ঃ অর্থ ১. রাসভী ২ ঐ নামের জুয়াখেলার কড়ি। ডঃ সুকুমার সেন বলেন 'দ্বিতীয় গদ্দহীএ' পদটির মনে করা হয় 'জুয়ার কড়ি'। এ অর্থ সঙ্গত নয়। বাংলা 'ঘাড়' তুলনীয়। —ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস।

৪-৫. শক্তি—অর্থ ঃ ১. ঐ নামের অস্ত্র ২. ঐ নামের জুয়াখেলার কড়ি। রাক্ষসী হিড়িম্বার গর্ভজাত ভীমপুত্র ঘটোৎকচ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম পরাক্রমে যুদ্ধ করে, বহু শত্রু বিনাশ করে। এর মায়াযুদ্ধ ও অমিতবীর্যে বিপক্ষদল আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। যুদ্ধের চতুর্দশ দিনে ঘটোৎকচের পরাক্রম সহ্য করতে না পেরে কৌরবদের কাতর অনুরোধে কর্ণ অর্জুনবধের জন্যে রক্ষিত ইন্দ্রদত্ত 'শক্তি'-অস্ত্র নিক্ষেপে ঘটোৎকচকে বধ করেন।

৬. সঠিক কথাটির ব্যুৎপত্তি=সভা+ঠন্ (ইক)। 'সভা' বলতে এখানে দ্যূতসভা বোঝাচ্ছে, সভিক হল দ্যূতসভার পরিচালক। বিভিন্ন দ্যূতভবনে অনুষ্ঠিত দ্যূতসভাগুলি রাজ-অনুমোদিত ছিল। সভিক সেই সভার অধ্যক্ষতা করত। তার নিজেরই কিছু প্রাপ্য থাকত আর রাজকোষেও কিছু দেয় থাকত। হিসেবপত্র তাকে রাখতেই হত! তাই সভিকের 'লেখকব্যাপৃত' রূপটি বাস্তবানুগ। 'লেখক' অর্থ এখানে নথিপত্র—documents.

৭. জুয়াড়ীর মনস্তত্ত্ব এই শ্লোকটিতে কী আশ্চর্য সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে! এই প্রসঙ্গে দ্যূতসম্পর্কিত বৈদিক সূক্ত স্মরণীয় ঃ

প্রাবেপা মা বৃহতো মাদয়ন্তি প্রবাতেজা ইরিণে বর্বৃতানাঃ।
সোমস্যেব মৌজবতস্য ভক্ষো বিভীদকো জাগৃবির্মহ্যমচ্ছান্ ॥১॥

—বড়ো বড়ো পাশাগুলি যখন ছকের উপর ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হয়, দেখে আমার বড়োই আনন্দ হয়। মুজবান নামক পর্বতে যে চমৎকার সোমলতা জন্মে তার রস পান করতে যেমন প্রীতি জন্মে, বিভীতকাষ্ঠনির্মিত অক্ষ আমার পক্ষে তেমনি প্রীতিকর এবং আমাকে তেমনিই উৎসাহিত করে।

যদাদীধ্যে ন দবিষাণ্যেভিঃ পরায়দ্ভ্যোঽবহীয়ে সখিভ্যঃ।
ন্যুপ্তাশ্চ বভ্রবো বাচক্রমত এমীদেষাং নিষ্কৃতং জারিণীব ॥৫॥

আমি যখন মনে ভাবি, আর এ পাশাখেলা করব না তখন খেলার সঙ্গীদের দেখলে তাঁদের নিকট হতে সরে যাই। কিন্তু পাশাগুলি সুন্দর পিঙ্গলমূর্তিতে ছকের উপরে বসে আছে দেখে আর থাকতে পারি না। ভ্রষ্টনারী যেমন

উপপতির নিকট গমন করে, আমিও তেমন খেলার সঙ্গীদের ভবনে গমন করি।
(ঋগ্‌বেদ ১০.৩৪।১০ ও ৫)

৮-১১. ত্রেতা, পাবর, নর্দিত ও কট—কড়ির বিশেষ বিশেষ চালের নাম। উত্তরভারতে এগুলোর নাম যথাক্রমে তীরা, দুয়া, নাক্কী (নক্কী) ও পুরা। Wilson এগুলোর অনুবাদ করেছেন যথাক্রমে Tray, Deuce, Ace এবং doubets (four) শব্দ দিয়ে।

১২. পরপর দুটি শ্লোক থেকে মনে হয় দর্দুরকের মতো জুয়াড়ী এবং শর্বিলকের মতো চোরেরা নানারকম নির্যাতন সহ্য করার উপযোগী করে নিজেদের তৈরি করত।

১৩ 'কল্য' অর্থ প্রভাত, 'বর্ত' অর্থ আহার (বর্ত্যতে অনেন ইতি)। কল্যবর্ত— প্রাতরাশ। 'প্রাতরাশ' খুব হালকা আহার। এর থেকে অর্থ দাঁড়িয়েছে 'সামান্য বা তুচ্ছ কিছু'।

১৪. মূল শব্দটি খণ্ডিতবৃত্ত। বৃত্ত=চরিত্র। খণ্ডিতবৃত্ত অর্থ যে নিজের চরিত্র-বিরোধী, অর্থাৎ বৃত্তিগত ভাবে যা যার করা উচিত সে তা না করে যদি কোন অসদুপায় অবলম্বন করে তবে তাকে খণ্ডিতবৃত্ত বলা হবে। জুয়াড়ী হিসাবে 'দর্দুরকের যা কর্তব্য সে তা করছে না মাথুরের এই বক্তব্য।

১৫. 'পুজাবিশেষমপি জানাতি' বাক্যটিকে প্রশ্নাত্মক ধরলে ভালো হয়।

১৬. অসম্মতি প্রকাশের কৌশলটি লক্ষণীয়।

১৭. চলিত ভাষায় বলা যেতে পারে 'খোঁটাভাঙা'। যে যে-কাজ করছে তা-ই দিয়েই তার নামকরণ করা হয়েছে।

১৮. হাতির উৎকট মদগন্ধ এখনও নাকে লেগে আছে, তাই চাদরটায় জুঁইফুলের গন্ধ আছে কিনা তা কর্পূরক বুঝতে পারছে না।

তৃতীয় অংক

১. সমুদ্রের চতুর্দশ রত্ন ঃ
লক্ষ্মী, কৌস্তুভ, পারিজাত, সুরাদেবী, ধন্বন্তরি, চন্দ্র, কামধেনু ঐরাবত, রম্ভাদি দেবাঙ্গনা, সপ্তমুখ অশ্ব, বিষ, হরিধনু, শংখ, অমৃত।
বীণা এখানে সমুদ্ররত্নের সঙ্গে তুলিত হল।

২. তুলনীয় ঃ

উৎসঙ্গে মলিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং
মদ্‌গোত্রাংকং বিরচিতপদং গেয়মুদ্‌গাতুকামা' —(উত্তরমেঘ, ২৫)

৩. উপমাটির মাধুর্য লক্ষণীয়। শর্বিলককে আত্মগোপন করতে হবে তাই তিমির অবগুণ্ঠন তার প্রয়োজন। শর্বরী তাকে কোল দিচ্ছে মায়ের মতো। রাত্রিকে মাতৃমূর্তিতে যে কল্পনা করতে পারে সেই মুহূর্তে চৌর্যবৃত্তি তার পক্ষে সম্ভব কী? কিন্তু প্রণয়িনীকে পাবার জন্যে একাজ তাকে করতেই হচ্ছে।

'কিং বা ন কারয়তি মন্মথঃ'! —(দরিদ্র চারুদত্ত ৩য় অংক)

৪. অদ্ভুত চারুদত্তের ঔদার্য ও সৌন্দর্যবোধ। এ নিদারুণ সর্বনাশে তিনি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন নি। অবাক বিস্ময়ে চোরের শিল্পচাতুর্যের প্রশংসা করছেন। ভাসের চারুদত্তে এই অনবদ্য অংশটি নেই।

বিদূষক বলছে—চারুদত্ত ! একটা আনন্দের সংবাদ দিই।
নায়ক—আনন্দের সংবাদটি কী ? বসন্তসেনা এসেছিল ?
বিদূষক—না, বসন্তসেনা নয়, এসেছিল বসন্তসেন।
বিদূষক এমন দুর্দৈব নিয়ে রঙ্গ করতে পারছে কারণ তার ধারণা স্বর্ণভাণ্ডটি যে চারুদত্তের হাতেই দিয়েছে, অতএব খোয়া যায় নি। স্বপ্নকেই যে সত্য ভেবেছে সে !

চতুর্থ অঙ্ক

১. তুলনীয় : Thus conscience does make cowards of us all.

(হ্যামলেটের স্বগতোক্তি) Hamlet-III, Sec I, 1 83

'স্বৈর্দোষৈর্ভবতি হি শঙ্কিতো মনুষ্যঃ'

এই উক্তিটি ভাসের 'চারুদত্তে' আছে প্রায়-অনুরূপ অন্য একটি শ্লোকের অংশ হিসেবে :

যঃ কশ্চিত্ত্বরিতগতিং নিরীক্ষতে মাং
সম্ভ্রান্তো দ্রুত মুপসর্পতি, স্থিতো বা।
সর্বাংস্তাংস্তুলয়তি দোষতো মনো মে
স্বৈর্দোষৈর্ভবতি হি শঙ্কিতো মনুষ্যঃ। (চারুদত্ত ৪.৬)

(সজ্জলক বসন্তসেনাকে চুরি-করা গয়না দিতে গিয়ে এই শ্লোকটি বলেছে)

২. ভাসের 'চারুদত্তে' সজ্জলক (মৃচ্ছকটিকে শর্বিলক) চেটীকে বলছে :
উন্মত্তিকে ! সাহসে খলু শ্রীর্বসতি।
তুলনীয় : উদ্যোগ : প্রস্তুত : কস্মাচ্ছ্রীর্ণা সন্তোষমিচ্ছতি। (পঞ্চরাত্রম্ ২.৮)

৩. ব্রাহ্মণের সম্পদ হল দক্ষিণা মাত্র। তাও সে অর্থ সৎকর্মেই ব্যয়িত হোত। তাই ব্রাহ্মণের ধন চুরি করা মহাপাপ বলে গণ্য হোত তার শাস্তি ছিল অত্যন্ত কঠোর :

দেবস্বং ব্রাহ্মণস্বং বা লোভে নোপহিনস্তি যঃ
স পাপাত্মা পরে লোকে গৃধ্রোচ্ছিষ্টেন জীবতি ॥ (মনুসংহিতা ১১.২৬)

৪. তুলনীয় :
'স্ত্রী বহুরূপা নিজা কস্য' (শাঙ্গধর)

৫. শ্লোকটি মিশ্রছন্দে রচিত : প্রথম তৃতীয় ও চতুর্থটি বংশস্থ, শুধু ২-য়টি উপেন্দ্রবজ্রা। এ ধরণের উপজাতি দেখা যায় না। প্রথম পঙ্ক্তির শেষ অক্ষরটিতে লঘু আছে, ওটিকে দীর্ঘ করে উচ্চারণ করতে হবে।

৬. মণ্ডটি বেশ বড়োই কল্পনা করতে হবে। এ বিষয়ে Wilson এর মন্তব্য : The introduction of this kind of stageproperty is so constant and essential that it must have been real and shows that the place appropriated to the representation must have been level and spacious.

৭. মদনিকা এখানে ব্রাহ্মণপত্নী হল, তাই, এখন সে শ্রদ্ধেয়।
ভাসের 'চারুদত্তে' বসন্তসেনা মদনিকাকে বলছে :

'আর্যা খল্বিদানীমসি সংবৃত্তা'।

চতুর্থ অংকের শেষ প্রসঙ্গত ভাসের চারুদত্তের সঙ্গে মৃচ্ছকটিকের তুলনামূলক আলোচনা এসে পড়ে। ভাসের চারুদত্ত চতুর্থ অংকেই শেষ। শেষ হচ্ছে এইভাবে ঃ

গণিকা—এহি ইমং অলংকারং গহ্নিঅ অয্য চারুদত্তং অভিসরিস্সামো।

চেটী—অজ্জুএ! তহ। এদং পুণ অভিসারিআসহাঅভূদং দুদ্দিনং উণ্ণমিদং।

এই দুর্দিনের বর্ণনা দিয়েই 'মৃচ্ছকটিকের' পঞ্চম অঙ্ক শুরু। চারুদত্ত আকাশে তাকিয়ে বলছেন—উন্নমত্যকালদুর্দিনম্। পঞ্চম থেকে দশম অংক পর্যন্ত শূদ্রকের নিজস্ব সৃষ্টি, আর্যক-পালক ঘটনা বিন্যাসও তার নিজস্ব। কিন্তু প্রথম চারটি অঙ্কে শূদ্রক সম্পূর্ণভাবে ভাসের অনুসরণ করেছেন। চতুর্থ অঙ্ক পর্যন্ত 'মৃচ্ছকটিক'কে বলা যেতে পারে ভাসের 'চারুদত্তে'র বর্ধিত সংস্করণ। অনেক শ্লোকই হুবহু নিয়েছেন। অবশ্য যোগও করেছেন অনেক বেশি শ্লোক। চতুর্থ অংক পর্যন্ত চারুদত্তের শ্লোকের সংখ্যা ৫৫ আর মৃচ্ছকটিকের ১৪১। অনেক কথাই তিনি নিয়েছেন কিন্তু একটু পূর্ণাঙ্গ করে নিয়েছেন। যেমন,

চারুদত্তে

শকার—(বিলোক্য) ভাবে! ণট্ঠা ণট্ঠা।

মৃচ্ছকটিকে

শকার—ভাবে, ভাবে! বলিয়ে কখু অন্ধআলে মাশলাশি-পবিশটো বিঅ মশী-গুডিআ দীশন্দী স্তেব পণশ্টা বশন্তসেণিতা।

চারুদত্তে গণিকার প্রাসাদ বর্ণনা মাত্র চারটি পঙ্ক্তিতে শেষ আর মৃচ্ছকটিকে তা সম্পূর্ণ অংকটির প্রায় এক তৃতীয়াংশ জুড়ে।

শুধু দৈর্ঘ্যে বা সংযোজনে নয়, ভাবে ও কল্পনায় মৃচ্ছকটিকে শূদ্রক অনুপম কবিত্বশক্তির স্বাক্ষর রেখেছেন।

চারুদত্তে নান্দীশ্লোক নেই কিন্তু শূদ্রক তা রেখেছেন! ভাস সূত্রধারের মুখে শুধু প্রাকৃত রেখেছেন, শূদ্রক প্রথমে সংস্কৃত তারপর প্রাকৃত দুটোই রেখেছেন। প্রাকৃতের বৈচিত্র্যও মৃচ্ছকটিকে অনেক বেশি। মৃচ্ছকটিকের প্রাকৃত চারুদত্তের প্রাকৃতের চেয়ে অর্বাচীন কালের বলেই মনে হয়।

কোন কোন পণ্ডিত অবশ্য মনে করেন মৃচ্ছকটিকই পূর্ববর্তী, চারুদত্ত তার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র। এ তর্ক আজও মেটেনি। আমরা শুধু এই বলব চতুর্থ অংকের চারুদত্তেও তার সরল মাধুর্যে আমাদের তৃপ্ত করে।

পঞ্চম অংক

১. তুলনীয় ঃ

তচ্ছ্রুত্বা তে শ্রবণসুভগং গর্জিতং মানসোৎকাঃ।
সম্পৎস্যন্তে নভসি ভবতো রাজহংসাঃ সহায়াঃ॥—মেঘদূত ১.১১

'হংস' শব্দটির সম্বন্ধে টীকায় Wilson বলেছেন ঃ

The wild grey goose, which bird is supposed to migrate annually to the Himalaya Mountains, particularly to the Manasa Lake, whencc it is termed Manasaukas, 'the dweller of Manasa.

মিঃ মুরক্র্যাফটের অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেছেন ঃ
'Mr. Moorcroft in his adventurous visit to the like in 1812, found the birds in vast flocks along the beach and on the water, and concluded from what he saw, that they were accustomed to freequent the lake and breed in the swell of the rivers of Hindusthan and the inundation of the plains conceal their usual food.'

২. তুলনীয় ঃ

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ।
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনিজনে কিং পুনর্দূরসংস্থে ॥—মেঘদূত ১.৩

৩. মেঘ যেন দ্বিতীয় বিষ্ণু। পৌরাণিক আখ্যানটির ইঙ্গিতও আছে এই উপমায়। বামনরূপী বিষ্ণু বলির দর্প খর্ব করার জন্যে ত্রিপাদভূমি চেয়েছিলেন। বলি তাঁর প্রার্থনা পূরণে সম্মত হলে বিষ্ণু বিরাটদেহ ধারণ করে একটি পদক্ষেপে পৃথিবী এবং আর-একটিতে আকাশকে আবৃত করেছিলেন, আর-একটি পদক্ষেপ বলির মাথায় রেখে তাঁকে পাতালে পাঠিয়েছিলেন।

৪. সদ্য প্রেমরাগে যিনি রঞ্জিত তাঁর এই উপযুক্ত কথাই বটে। 'তপস্বী' কথাটা এখানে 'নির্দোষ' অর্থে প্রযুক্ত।

৫. কারণ তাঁর অসাধারণ রূপ তাদের স্বামীদের ঘরছাড়া করতে পারে।

৬ এ কথাটা স্ত্রীলোকের মুখে মানায় কি ? বিট বললেই তো ভালো শোনাতো।

৭. 'প্রাবৃট্'—এই পাদটি যেন ঘকের ধ্বনিরই অনুকারী।

৮. বাক্যটি প্রবাদবাক্যে পর্যবসিত।
তুলনীয় ঃ

ক্ষতে ক্ষারমিবাসহ্যং জাতং তস্যৈব দর্শনম্।—উত্তররামচরিতম্ ৪.৭

৯. তুলনীয় ঃ

তৎসম্পর্কাৎপুলকি, কমিব প্রৌঢ়পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ।—মেঘদূত ৬.২৫

১০. হাই তোলার সময় লোকে অনেক সময় হাতও তোলে। তাই রামধনুকে আকাশের হাত হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অঙ্ক

১. ঘটনাটা ব্যাখ্যাত হয়ে যাবার পরও বসন্তসেনা চারুদত্তকে 'তোমাদের সেই দ্যূতকর' বলে উল্লেখ করছেন কারণ ঐ ঘটনার সঙ্গে মধুর স্মৃতি জড়িত।

২. 'করণ্ডক' মানে ঝাঁপি বা সাজি। 'পুষ্পকরণ্ডক'-এর আক্ষরিক অর্থ ফুলের সাজি। বাগানটিতে প্রচুর ফুলের গাছ ছিল বলেই সম্ভবতঃ ঐ নাম।

৩ চারুদত্তের যোগ্য সহধর্মিণীই বটে। ধূতায় মুখে যে বাণী উচ্চারিত হল তা যেন ভারতের হৃদয়-নিঃসৃত।
মনে পড়ে যাবে—

সীতা কহিলেন মাতা, সম্পদে কি কাম।
সকল সম্পদ মম দূর্বাদলশ্যাম ॥ (কৃত্তিবাসী রামায়ণ)

৪-৫. শিশুটির মায়ের গায়ে তো গয়না নেই, তিনি যে নিরাভরণা। তাই অত গয়না যার গায়ে তিনি কী করে মা হবেন ? কবি কৌশলে যেমন চারুদত্তের সাম্প্রতিক দুর্দশার ইঙ্গিত দিলেন, তেমনি শিশুর একটি কথাতেই বসন্তসেনার মাতৃত্ব হল উন্মোধিত। খুব স্বাভাবিক কারণেই তিনি গয়না খুলে বলতে পারলেন — 'এ গয়নাগুলো তুমি নাও, সোনার গাড়ি বানিয়ে নাও।' নাটকটির 'মৃচ্ছকটিক' নামের উৎসও এই আশ্চর্য-মধুর মুহূর্তটি।

৬. নাকে দড়ি থাকায় তারা অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে পারে তাই এখানে গাড়িটা না রেখে যাওয়াই ভালো। তাই চেট গাড়ি নিয়েই আচ্ছাদন আনতে গেল। প্রবহণ বিপর্যয়ের সম্ভাবনাও সুকৌশলে করলেন কবি।

৭. শুম্ভ-নিশুম্ভ ছিল দৈত্যভ্রাতা। সুদীর্ঘকাল তপস্যা করে তারা শিবকে সন্তুষ্ট করে এমন বর পেল যে শক্তি ও সম্পদে দেবতাদেরও ছাড়িয়ে গেল। তারা দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাঁদের বিব্রত করে তুলল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের পরামর্শে দেবতারা দুর্গার শরণাপন্ন হলেন। দুর্গা তাদের দুজনকে এবং তাদের সেনাধ্যক্ষ চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করলেন।

সপ্তম অঙ্ক

১. স্বমপত্যজাতমন্যৈর্দ্বিজৈঃ পরভৃতাঃ খলু পোষয়ন্তি। —কোকিলেরা নিজের বাচ্চাদের অন্যকে দিয়ে পালন করিয়ে নেয়।
কোকিলদের এই অভ্যাস সম্বন্ধে একটি সমীক্ষা :

'Much has been written on the Cuckoo's parasitic habits, but there is considerable disagreement, even between observers. The female appears to lay on egg directly in the selected nest, then removes one of the host's eggs with her beak, so that the total number of eggs remains the same. Yet it has been reported that if the nest is too small or too fragile she lays her egg on the ground and then carries it to the selected nest.

[Larousse Encyclopedia of Animal life, P. 424]

২. আর্যক তার কৃতজ্ঞতাকে সুন্দর করেই প্রকাশ করল, আসন্ন প্রত্যুপকারের ছায়াপাতও ঘটল তার এই কথাগুলোতে।

৩. তুলনীয় :

যস্মাৎ পশ্যন্তি দূরস্থাঃ সর্বানর্থান্নরাধিপাঃ।
তারেণ তস্মাদুচ্যন্তে রাজানশ্চারচক্ষুষঃ ॥ —রামায়ণ

(যেহেতু রাজারা দূর থেকে চরদের মাধ্যমে সব বিষয় দেখেন সেই জন্যে রাজাদের 'চারচক্ষু' বলা হয়)

৪. বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর দর্শন অশুভসূচক বলে মনে করা হত। 'কাষায়ীগূঢ়তক্র-পঙ্কবিধবাকুব্জা ন দৃষ্টাঃ শুভাঃ'। শুধু কি কাষায় পরিচ্ছদ পরিহিত বলেই বৌদ্ধভিক্ষুদর্শন অশুভসূচক নাকি অন্য কোন সংস্কার এতে আছে ? কিন্তু যে চারুদত্ত এত উদার এবং সহিষ্ণু তিনি এ সংস্কারের বশীভূতই বা হবেন কেন ?

তাছাড়া বৌদ্ধ ধর্ম তো সে সময়ে সমাদৃত। নাটকেও তার আভাস আছে। 'He who is familar with the moral teachings of Buddhism will not miss to see in this drama clear traces of moral teachings of Buddhism —History of Indian literature III, Winterntz, P. 232.

অষ্টম অঙ্ক

১. মনে 'ধর্মাণাং' পদটি সাধারণভাবে ধর্মীয় কর্তব্য সমূহকে না বুঝিয়ে বৌদ্ধধর্ম স্বীকৃত অষ্টাঙ্গিকমার্গকে বোঝাচ্ছে বলে মনে হয়।

২. তুলনীয়ঃ

ক্লৃপ্তকেশনখশ্মশ্রুঃ পাত্রী দণ্ডী কুসুম্ভবান্‌।
বিচরেন্নিয়তো নিত্যং সর্বভূতান্যপীড়ান্‌॥

মনুসংহিতা ৬, ৫২.

৩. চিত্তশুদ্ধিই ধর্মের সার এ কথাই এ অংশের প্রতিপাদ্য।
তুলনীয়ঃ
কিং তহ দীবে কিং তহ ণিবেজ্জ কিং তহ কিজ্জই সংতহ সেব্ব।
কিং তহ তিথ তপোবন জাই মোক্‌খ কি লব্‌ভই পাণী হ্বাই॥
দীপ ও নৈবদ্যে কী হবে? মন্ত্র সেবাতেই বা কী হবে? তীর্থে তপোবনে গিয়েই বা কী হবে? জলে স্নান করলেই কি মোক্ষলাভ হয়?

৪. মল্লদীক্ষিতাদি অনেকেই 'শলাবকে' শব্দটার সংস্কৃত রূপ ধরেছেন 'চার্বাকঃ'। এটা কষ্টকল্পনা বলেই মনে হয়। শলাবকের সংস্কৃত রূপ হতে পারে 'শ্রাবকঃ'। 'শ্রাবক' মানে যিনি ধর্মকথা শোনেন, 'শরাবক' মানে সরা (মৃৎপাত্র)

৫. কুলিথ=কলাই বিশেষ, কুলতি কলাই।

৬. পুরাকাহিনী থেকে উপমা দিতে গিয়ে শকার কোন ভুল করে নি এবার, উপমাটিও সুন্দর।

৭-৮. এখানে কিন্তু শকার আবার নিজমূর্তি ধারণ করল। শব্দব্যবহারে বৈপরীত্য ঘটিয়ে সে আবার হাস্যাস্পদ হল।

৯. তুলনীয়ঃ ন বিষমমৃতীকর্তুং শক্যং প্রযত্নশতৈরপি
ত্যজতি কটুতাং ন স্বাং নিম্বঃ স্থিতোঽপিপয়োদ্রদে।
গুণপরিচিতামার্যাং বাণীং ন জল্পতি দুর্জন-
শ্চিরমপি বলাধ্মাতে লোহে কুতঃ কনকাকৃতিঃ॥
(পণ্ডিত হীরানন্দ উদ্ধৃত)

১০. বসন্তসেনাকে শৃগালের সঙ্গে তুলনা শকারীয়ই বটে!

১১. জটায়ু কেন বালিদয়িতায় কেশ আকর্ষণ করবে? অবশ্য, শকারের অভিধানে নেই এমন কীই বা আছে?

১২. ধ্বনাত্মক শব্দগুলো হাড়চোষার এবং হাড়চিবানোর নানা শব্দের অনুকরণ।

১৩. একটা মহৎভাবের কথা অল্পের মধ্যে আশ্চর্য সুন্দর করে বলেছে বিট। প্রবাদ-বাক্য হবার মতো প্রকাশকভঙ্গীটি।

১৪. তুলনীয় ঃ

দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং চন্দ্রার্কাগ্নিযমানিলাঃ।
রাত্রিঃ সন্ধ্যে চ ধর্মশ্চ বৃত্তজ্ঞাঃ সর্বদেহিনাম্‌ ॥ মনু ৮, ৮৬

১৫. তুলনীয় ঃ

'My life thou shalt command, but not my shame : (ডিউক অফ নরফোকের উক্তি) —King Richard II. 1. 166-169

১৬. শকার নিজের দুঃখের কথা ভেবে একথা বলছে কিন্তু সে যে অন্যের দুঃখের কারণ নিজেই হচ্ছে তার বেলা ?

১৭. পলাশ আর কিংশুক সমার্থক। কিন্তু 'পলাশ' শব্দটির আর একটি অর্থ রাক্ষস (যে পল অর্থাৎ কাঁচা মাংস খায়)। শকার ধরে নিল বসন্তসেনা তাকে রাক্ষস বলে গাল দিচ্ছেন। বসন্তসেনা 'পলাশ' কথাটি 'নির্গন্ধ' বা নির্গুণ অর্থে ব্যবহার করেছিলেন বলাই বাহুল্য।

১৮-১৯. শকারেরই সেই পৌরাণিক নাম বা ঘটনা ঘুলিয়ে ফেলার আশ্চর্য দক্ষতা !

২০. মনুস্মৃতির মতে কার্ষাপণ তাম্রমুদ্রা। অমরকোষে কার্ষাপণ রৌপ্যমুদ্রা বলে উল্লিখিত। পৃথ্বীধরের মতে এর মূল্য এক টাকা, বোড়িকের মূল্য বিশ-কড়ি এবং এই মুদ্রা গৌড়দেশে প্রচলিত ছিল।

২১. মহেন্দ্র অন্যতম কুলপর্বত ঃ

মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শক্তিমানৃক্ষপর্বতঃ।
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ সপ্তৈতে কুলপর্বতাঃ ॥

শকারের বলা উচিত ছিল ঃ শূন্যপথে লঙ্কায় যেতে হনুমান মর্ত্য ও পাতাল এবং মহেন্দ্র পর্বতের উপর দিয়ে গেল।

নবম অংক

১. পুনরুক্তি শকারের বাগ্‌বিভ্রম।

২. নারী যুবতী বা স্ত্রীদের গন্ধর্বের (পুংলিঙ্গ) সঙ্গে তুলনা করা যায় না। কিন্তু এ নিয়ে আমাদের দুর্ভাবনার কারণ সেই কারণ বক্তা স্বয়ং শকার।

৩. চুলের মতো ঘটনার গতিকেও শকার ইচ্ছা মতো নিয়ন্ত্রণ করতে চায় !

৪. সজ্জন বলতে বোঝাচ্ছে সেইসব সদ্বুদ্ধিপরায়ণ উপদেষ্টাদের। সজ্জন হয়েও এঁরা বাদীপ্রতিবাদীর মিথ্যাভাষণাদি দোষ থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারেন না।

৫. পরপর দুটি শ্লোকই অর্থের দিক থেকে অভিন্ন। এ ধরনের পুনরুক্তি যে রসাপকর্ষক তা বলাই বাহুল্য।

৬. তুলনীয় ঃ

বিকারহেতৌ হেতৌ ষতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ (কুমার ১৫৯)

৭. রাজার ক্রোধ থেকে নিজে বাঁচতে যিনি বিচারদক্ষ তিনি ন্যায়পরায়ণ হবেন কী করে ? রাজার স্বার্থবিরোধী কোন ন্যায়কেই তো তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন না।

৮. বাশতি—রব-করা অর্থে 'বাশ্‌' ধাতুকে পরস্মৈপদে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু

বাশধাতু আত্মনেপদী : ক্রূরা ধ্বাঙ্ক্ষা ববাশিরে (ভট্টি ১৪, ৭৬)
প্রতিভয়ং ববাশিরে (রঘু ১১, ৬১)
তবে বাশং করোতি—এক কথায় 'বাশতি' এমন হতে পারে।

৯. উজ্জয়িনীর রাজপথে দিনের বেলায় সাপ উজ্জয়িনীর গৌরব বাড়ায় না বলাই বাহুল্য। কিন্তু নাট্যকার পরস্পর অশুভ সংকেতের একটি প্রদর্শনী সাজাতে গিয়ে সম্ভাব্যতার দিকে চেয়ে দেখেন নি।

১০. তুলনীয় :
'সেয়মাকৃতি র্ন বাভিচরতি শীলম্।'—দশকুমারচরিতম্
'যথাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি।'—বিদ্ধশালভঞ্জিকা

১১. তুলনীয় :
ললাটং স্বিদ্যতে চাস্য মুখং বৈবর্ণ্যমেতি চ।
অভিযোগে চ সাক্ষ্যে বা দুষ্টঃ স পরিকীর্তিত॥—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা
(অভিযোগে বা সাক্ষ্যদানের সময়ে যার কপাল ঘামে ভিজে ওঠে, মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায় সে দুষ্ট বলে খ্যাত)।

১২ তুলনীয় :
উপকারিণি হি বিশ্রব্ধে শুদ্ধমতৌ যঃ সমাচরিত পাপম্।
তং জনসত্যসন্ধং ভগবতি বসুধে কথং বহসি।—হিতোপদেশ
[নির্মলচিত্ত বিশ্বস্ত উপকারীর সঙ্গে যে পাপাচরণ করে, অয়ি ভগবতি বসুধে! অসত্যসন্ধ সেই মানুষটিকে কেন বহন করছ ?]

১৩. মাথায় যার কাকপদের মতো ∧ চূড়া বাঁধা। (কাকপদ=পরিত্যক্ত বর্ণাদির সূচক-চিহ্ন '∧') অথবা কাকের পায়ের মতো কেশবিন্যাস যার মাথায়।

১৪. তুলনীয় :
উপপ্লবায় লোকানাং ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ।—কুমারসম্ভব
(লোকেদের দুর্বিপাকের জন্যে ধূমকেতুর মতো উদিত)।

১৫. 'নিকার' কথাটির অর্থ চরম অবমাননা, এখানে 'অঙ্গচ্ছেদ-দণ্ড' অর্থে প্রযুক্ত।

১৬. ব্রাহ্মণার্থক 'বটু' প্রায়ই অবজ্ঞার্থে ব্যবহার হয়!

১৭. এগুলি নির্দোষিতা প্রমাণের বিভিন্ন পরীক্ষা।
তুলনীয় :
তুলাগ্ন্যাপো বিষং কোশো দিব্যানীহ বিশুদ্ধয়ে।
মহাভিযোগেষ্বেতানি শীর্ষকস্থেঽপি যোক্তরি॥—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ২.৯৫

দশম অংক

১. তুলনীয় :
স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং।
দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ॥

২ 'উপপদ' অর্থ নামের আগে ব্যবহৃত সম্মানসূচক বিশেষণাদি পদ, যেমন আর্য, ভদ্র, শ্রী ইত্যাদি। 'নিরুপপদ' অর্থ যেখানে এমন সম্মানসূচক পদ নেই।

৩. 'কিশোরী' পদের অর্থ তরুণ ঘোটকীও হতে পারে। কিন্তু এখানে প্রচলিত 'বালিকা' অর্থই সঙ্গত মনে হয়।

৪. মূলে আছে 'আঘাত' শব্দটি। 'আঘাত' মানে বধ্যভূমি।
আহন্যতে অত্র ইতি অ+হন্+ঘঞ্ (অধিকরণে)।

৫. দ্রোণমেঘ—বিশেষ এক ধরনের মেঘ যা থেকে প্রচুর বর্ষণ হয় এবং তাতে প্রচুর শস্য জন্মায়। ৩৯ নং শ্লোকে এর পুনরুল্লেখ আছে।

৬. এই তালিকা থেকে তখনকার দিনের প্রিয়খাদ্য কি ছিল তা অনেকটা বোঝা যায়। মনে পড়ে যায় প্রাকৃতপৈঙ্গলের সেই বিখ্যাত শ্লোকটি। বাঙালী-জীবনের চিত্রটি যেখানে উদ্ভাসিত—

ওগ্গর ভত্তা রম্ভঅ পত্তা
গাইক ঘিত্তা দুদ্ধ সজুত্তা
মোইলি মচ্ছা ণালিচ গচ্ছা
দিজ্জই কন্তা খাঅ পুণবন্তা ॥

কলাপাতায় ভাত, গাওয়া ঘি, স্বাদু দুধ, মৌরলা মাছ, নালতে শাক—স্ত্রী দিচ্ছেন, পুণ্যবান স্বামী খাচ্ছেন।

৭. রত্নকুম্ভের মতো অর্থাৎ অত্যন্ত ধনবান্ ব্যক্তি।

৮. নগরের খলতন্ত্র থেকে মুক্তিপাবার জন্যে অরণ্যের আশ্রমে আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পাচ্ছি। মনে পড়ে যাবে—Duke Senior-এর কথা:
Are not the woods
More free from peril than the envious court. (As yov like it).
সেই সঙ্গে Forest of Arden Amiens-এর গান:

Here shall he see
No enemy
But winter and rough weather.

৯. 'সহ্য' কুলপর্বতদের অন্যতম। মনে হয় সহ্যবাসিনী বলতে সহ্যপর্বতের অধিষ্ঠাত্রী চণ্ডাল-আরাধ্যা দুর্গাদেবীকেই বোঝাচ্ছে। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে 'পার্বতী' কথাটি পর্বতবাসিনী অর্থেই ব্যবহৃত।

১০. বিদ্যা বলতে এখানে 'সঞ্জীবনী বিদ্যা' বোঝাচ্ছে। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যই প্রথম এই বিদ্যার অনুশীলন করেন।
ডঃ সুকুমার সেন বলেন—'এখানে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর ইঙ্গিত আছে অনুমান করি। তবে 'বিদ্যা' এখানে কোন নায়িকা নয়, বিদ্যা-বিস্মৃত গুণীর সংকটাবস্থায় অকস্মাৎ স্মৃত-বিদ্যা'।

১১. দক্ষ তাঁর আয়োজিত বিরাট যজ্ঞে শিব ছাড়া সকলেই নিমন্ত্রণ করলেন। সতী শিবের নিষেধ সত্ত্বেও এ যজ্ঞে এলেন, কিন্তু শিবনিন্দা শুনে অগ্নিতে জীবনাহুতি দিলেন। শিব সরোষে এসে যজ্ঞনাশ করলেন এবং মৃগরূপ ধারণ করে পলায়মান দক্ষকে বধ করলেন।

১২. কার্তিকেয় ক্রৌঞ্চপর্বত বিদীর্ণ করেন, তাই তার নাম ক্রৌঞ্চদারণ।

১৩ কুশাবতীর আর-এক নাম কুশস্থলী, পুরাণ মতে রামপুত্র কুশ এই নগরী স্থাপন করেন। এটি দক্ষিণ-কোশলের রাজধানী।

১৪ 'পৃথক্‌চিতিং সমারুহ্য ন বিপ্রা গন্তুমর্হন্তি।'

১৫. কূপঘটিকান্যায়—কূপের চক্রলগ্ন রশি ঘটিকাসমেত কূপের জলে মজ্জিত হয়ে জলপূরিত হয়ে উঠে আসে, আবার রিক্ত হয়। শূন্যতা ও পূর্ণতা—অর্থাৎ দশা-বিপর্যয় বোঝাতে 'কূপঘটিকান্যায়' কথাটি প্রযুক্ত হয়।

তুলনীয় ঃ

আপদ্‌গতং হসসি কিং দ্রবিণান্ধ মূঢ়
লক্ষ্মীঃ স্থিরা ন ভবতীতি কিমত্র চিত্রম্‌।
কিং ত্বং ন পশ্যসি ঘটীর্জলযন্ত্রচক্রে
রিক্তা ভবন্তি ভরিতা ভরিতাশ্চ রিক্তাঃ ॥—প্রবন্ধচিন্তামণি

১৬. 'সংহার' কথাটির খাঁটি বাংলা করলে দাঁড়াবে 'আমার কথাটি ফুরলো'। 'মৃচ্ছকটিক' শেষ হল। কিন্তু তার অনুরণন বাজতে থাকল আমাদের মনে। এ নাটকের আশ্চর্য স্বাদুতাই এর কারণ।

সত্যিই অনন্য এই নাটকটি।

শুধু নাট্যশাস্ত্রের 'প্রকরণ' বললেই তার আত্মাটিকে ছোঁয়া যাবে না। এর স্বাতন্ত্র্য সর্বদেহে পরিব্যাপ্ত। সামাজিক নাটক হিসেবেও মৃচ্ছকটিকের গুরুত্ব অসীম।

নাটকের নায়ক চারুদত্ত, জাতিতে ব্রাহ্মণ। কিন্তু ব্রাহ্মণ হলেও তিনি বসন্তসেনার প্রেমাসক্ত। বসন্তসেনা গণিকা ; কিন্তু তাতে নাসিকাকুঞ্চনের অবকাশ নেই। প্রথমতঃ গণিকা হলেও ঐ বৃত্তিকে তিনি ঘৃণা করেন, দ্বিতীয়তঃ তিনি বিবাহিত জীবন চান ; তাছাড়া, নাটকে তাঁর সম্পদ, প্রাচুর্য ও প্রতিষ্ঠার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে সমাজে তার মর্যাদা সম্পর্কে সংশয় থাকে না। নাটকে দেখানো হয়েছে, ব্রাহ্মণ চারুদত্ত তাকে বিবাহ করেছেন—নবপ্রতিষ্ঠিত রাজা তাকে 'বধূ' রূপে সম্মানিত করেছেন।

সমাজের নীচু স্তরের কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ছবি নাটকে আছে। আছে জুয়াড়ী, সিঁধেল চোর ; চৌর্যকর্মের বিভিন্ন উপকরণের উল্লেখ দেখে মনে হতে পারে এটি বিজ্ঞান-হিসেবেই অনুশীলিত হত ; নাটকে আছে খেলার বাস্তব দৃশ্য, আর আছে অত্যন্ত সাধারণ মানুষের দুঃখ-সুখের কথাবার্তা বা প্রেম বিনিময়ের কাহিনী। এমনকি সমগ্র নাটকের সংলাপও প্রাকৃতঘেঁষা। নাট্যকার অভিজাত ভাষা সংস্কৃতের চেয়ে প্রাকৃতের প্রতিই পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। নাটকের বৃহত্তর দৃশ্যগুলো সাধারণ জীবন থেকে আহৃত হয়েছে।

নাটক দেখে মনে হয় চারুদত্তের মতো অভিজাত ব্যক্তিও একটি গণিকার সঙ্গে তার সম্পর্ক কোন ক্রমেই গোপনীয় মনে করতেন না। দ্যূতক্রীড়ার জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট স্থান ছিল—এই সব প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা রীতিমত বিধিবদ্ধ। সমাজের কুক্রিয়াসক্ত নরনারীর মিলন স্থানেরও অভাব ছিল না, এমন একটি স্থান আমরা নাটকেই পেয়েছি।

সমাজের প্রসঙ্গেই আর একটি কথাও মনে পড়ে। এ নাটকের পরিকল্পনায় শূদ্রক গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করেছেন—নাটকের ভাবনা যেন দরবারী মঞ্চ থেকে পথের ধুলোয় নেমে এসেছে। সাহিত্যে কেবলই উদয়ন-বাসবদত্তা, দুষ্যন্ত-শকুন্তলা, বিক্রম উর্বশীরাই অভ্যর্থিত হবেন কেন ? মৃচ্ছকটিক নাটকে

তাই এসে পড়েছে শর্বিলক-দর্দুরকের দল, শকার-সংস্থাপকের দল। শুধু আসে নি—বলতে গেলে, তারাই আসর জমিয়ে রেখেছে।

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে মৃচ্ছকটিক অলংকারশাস্ত্রসম্মত সবরকম গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। এ নাটকের বিদূষক তথাকথিত বিদূষক নয়, তার স্থান পূরণ করেছেন মৈত্রেয়; খাদ্যের জন্য স্পৃহা এঁরও আছে—তথাপি তিনি শুধু ভোজনবিলাসী নন, চারুদত্তের ইনি অকৃত্রিম বন্ধু—বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যুবরণেও এঁর কুণ্ঠা নেই। এই নাটকে চারুদত্ত পুঁথির নায়ক নন, তিনি দোষেগুণে মণ্ডিত সাধারণ মানুষ—সমাজের একটি বাস্তব চরিত্র। অন্য কয়েকটি বিষয়েও শূদ্রক স্বতন্ত্র; নাট্যবস্তুর জন্যে তিনি রামায়ণ-মহাভারতের বা অন্য কোন পুরাণের দ্বারস্থ হন নি—ভাসের 'দরিদ্র চারুদত্ত' তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাছাড়া অলংকার শাস্ত্রের অনেক সূক্ষ্ম নিয়ম তিনি লঙ্ঘন করেছেন।

একটি প্রধান বিষয়ে নাট্যকার সমসাময়িক নাট্যকারদের সঙ্গে তুলনায় চিন্তার ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগামী। আলোচ্য নাটকে প্রজাপুঞ্জের মধ্যে একটি ছোটখাট বিপ্লবের প্রসঙ্গ আছে; বিপ্লবান্তে রাজা পালককে রাজ্যচ্যুত ক'রে রাজপদে অভিষিক্ত করা হয়েছে আর্যক রাজবংশের কেউ নন, অতি সাধারণ 'গোপপুত্র' —একে বন্দীদশা থেকে মুক্ত ক'রে যে সিংহাসনে বসানো হল—গণশক্তির (?) এই বিজয়-ঘোষণায় কি রাজনৈতিক কোন ইঙ্গিত নেই? এই ধরণের চিন্তার ক্ষেত্রেও নাট্যকার শূদ্রক স্বতন্ত্র—একথা স্বীকার করতে হয়। এতকাল কাব্যে ও নাটকে রাজাদের জয়-পরাজয়ের কাহিনী বিবৃত হয়েছে—কিন্তু মৃচ্ছকটিকের দর্শক নিশ্চয়ই এক পৃথক জগতের অস্তিত্ব অনুভব করবেন। এই জগতে পরিচিত মানুষের ভীড়, এর আস্বাদনও পৃথক।

মৃচ্ছকটিক নাটকের আলোচনার উপসংহারে আমরা ভরতবাক্যের মতোই বলি —রোহসেন, তুমি গঙ্গাযমুনার মতো দুই-মায়ের স্নেহধারায় পুষ্ট হতে থাকো। স্বর্ণশকট চেয়েছিলে তুমি, ঐ যুগল মাতৃস্নেহের স্পর্শে মৃচ্ছকটিকই স্বর্ণশকটিকায় পরিণত হোক।

মৃচ্ছকটিকম্

প্রথমোঽঙ্কঃ

পর্যঙ্কগ্রন্থিবন্ধদ্বিগুণিত ভুজগাশ্লেষসম্বীতজানো-
রন্তঃ প্রাণাবরোধব্যুপরতসকলজ্ঞানরুদ্ধেন্দ্রিয়স্য ।
আত্মন্যাত্মানমেব ব্যপগতকরণং পশ্যতস্তত্ত্বদৃষ্ট্যা
শম্ভোর্বঃ পাতু শূন্যেক্ষণঘটিতলয়ব্রহ্মলগ্নঃ সমাধিঃ ॥১॥

অপি চ,—

পাতু বো নীলকণ্ঠস্য কণ্ঠঃ শ্যামাম্বুদোপমঃ ।
গৌরীভুজলতা যত্র বিদ্যুল্লেখেব রাজতে ॥২॥

সূত্রধারঃ—অলমনেন পরিষৎকুতূহলবিমর্দকারিণা পরিশ্রমেণ । এবমহমার্যমিশ্রান্ প্রণিপত্য বিজ্ঞাপয়ামি যদিদং বয়ং মৃচ্ছকটিকং নাম প্রকরণং প্রয়োক্তুং ব্যবসিতাঃ । এতৎকবিঃ কিল,—

দ্বিরদেন্দ্রগতিশ্চকোরনেত্রঃ পরিপূর্ণেন্দুমুখঃ সুবিগ্রহশ্চ ।
দ্বিজমুখ্যতমঃ কবির্বভূব প্রথিতঃ শূদ্রক ইত্যগাধসত্ত্বঃ ॥৩॥

অপি চ,—

ঋগ্বেদং সামবেদং গণিতমথ কলাং বৈশিকিং হস্তিশিক্ষাং
জ্ঞাত্বা শর্বপ্রসাদাদ্ব্যপগততিমিরে চক্ষুষী চোপলভ্য ।
রাজানং বীক্ষ্য পুত্রং পরমসমুদয়েনাশ্বমেধেন চেষ্ট্বা
লব্ধা চায়ুঃ শতাব্দং দশদিনসহিতং শূদ্রকোঽগ্নিং প্রবিষ্টঃ ॥৪॥

অপি চ,

সমরব্যসনী প্রমাদশূন্যঃ ককুদং বেদবিদাং তপোধনশ্চ ।
পরবারণবাহুযুদ্ধলুব্ধঃ ক্ষিতিপালঃ কিল শূদ্রকো বভূব ॥৫॥

অস্যাং চ তৎকৃতৌ,—

অবন্তিপুর্যাং দ্বিজসার্থবাহো যুবা দরিদ্রঃ কিল চারুদত্তঃ ।
গুণানুরক্তা গণিকা চ যস্য বসন্তশোভেব বসন্তসেনা ॥৬॥
তয়োরিদং সৎসুরতোৎসবাশ্রয়ং নয়প্রচারং ব্যবহারদুষ্টতাম্ ।
খলস্বভাবং ভবিতব্যতাং তথা চকার সর্বং কিল শূদ্রকো নৃপঃ ॥৭॥

(পরিক্রম্যাবলোক্য চ) অয়ে, শূন্যেয়মস্মৎ সঙ্গীতশালা, ক্ব নু গতাঃ কুশীলবা ভবিষ্যন্তি । (বিচিন্ত্য) আং, জ্ঞাতম্ ;

শূন্যমপুত্রস্য গৃহং চিরশূন্যং নাস্তি যস্য সন্মিত্রম্ ।
মূর্খস্য দিশঃ শূন্যাঃ সর্বং শূন্যং দরিদ্রস্য ॥৮॥

কৃতং চ সঙ্গীতকং ময়া । অনেন চিরসঙ্গীতোপাসনেন গ্রীষ্মসময়ে প্রচণ্ডদিনকর-কিরণোচ্ছুষ্কপুষ্করবীজমিব প্রচলিততারকে ক্ষুধা মমাক্ষিণী খটখটায়েতে । তদ্যাবদ্গৃহিণীমাহূয় পৃচ্ছামি, অস্তি কিঞ্চিৎ প্রাতরাশো ন বেতি । এষোঽস্মি ভোঃ, কার্যবশাৎপ্রয়োগবশাচ্চ প্রাকৃতভাষী সংবৃত্তঃ । অবিদ অবিদ ভোঃ ! চির-সঙ্গীদোবাসণেণ সুক্খপোক্খরণালাইং বিঅ মে বুভুক্খাএ মিলাণাইং অংগাইং ।

তা জাব গেহং গদুঅ জাণামি, অত্থি কিং পি কুডুংবিনীএ উব্ববাদিদং ণ বেত্তি। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) হিমাণহে,কিং ণু খু অম্হাণং গেহে অবরং বিঅ সংবিহাণঅং বট্টদি। আআমিতণ্ডুলোদঅপবাহা রচ্ছা, লোহকডাহপরিঅত্তণকসণসারা কিদাবিসেসআ বিঅ জুঅদী অহিঅদরং সোহদি ভূমী। সিণিদ্ধগন্ধেণ উদ্দীবিঅন্তী বিঅ অধিঅং বাধেদি মং বুভুক্খা। তা কিং পুব্ববিঢ়ত্তং নিহাণং উপ্পন্নং ভবে। আদু অহং ব্জেব্ব বুভুক্খাদো ওদাণমঅং জীঅলোঅং পেক্খামি। ণত্থি কিল পাদরাসো অম্হাণং গেহে। পাণচ্চঅং বাধেদি মং বুভুক্খা। ইধ সব্বং ণবং বিঅ সংবিহাণং বট্টদি। এক্কা বণ্ণঅং পীসেদি, অবরা সুমণাও গুম্ফেদি। (বিচিন্ত্য) কিং ণ্নেদং। ভোদু। কুটুম্বিণি সদ্দাবিঅ পরমত্থং জানিস্সং। (নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য।) অজ্জে! ইদো দাব।

অবিদ, অবিদ ভোঃ! চিরসঙ্গীতোপাসনেন শুষ্কপুষ্করনালানীব মে বুভুক্ষয়া ম্লানান্যঙ্গানি। তদ্যাবদ্‌গৃহং গত্বা জানামি, অস্তি কিমপি কুটুম্বিন্যা উপপাদিতং ন বেতি। ইদং তদস্মাকং গৃহম্ তৎ প্রবিশামি। আশ্চর্যম্। কিং নু খল্বস্মাকং গৃহেঽপরমিব সংবিধানকং বর্ততে। আয়ামিতণ্ডুলোদকপ্রবাহা রথ্যা লোহকটাহপরিবর্তনকৃষ্ণসারা কৃতবিশেষকেব যুবত্যধিকতরং শোভতে ভূমিঃ। স্নিগ্ধগন্ধেনোদ্দীপ্যমানেবাধিকং বাধতে মাং বুভুক্ষা। তৎ কিং পূর্বার্জিতং নিধানমুৎপন্নং ভবেৎ। অথবাহমেব বুভুক্ষাত ওদনময়ং জীবলোকং পশ্যামি। নাস্তি কিল প্রাতরাশোঽস্মাকং গৃহে। প্রাণাধিকং বাধতে মাং বুভুক্ষা। ইহ সর্বং নবমিব সংবিধানকং বর্ততে। একা বর্ণকং পিনষ্টি, অপরা সুমনসো গুম্ফতি। কিং স্বিদম্। ভবতু, কুটুম্বিণীং শব্দাপ্য পরমার্থং জ্ঞাস্যামি। আর্যে! ইতস্তাবৎ।

নটী—(প্রবিশ্য) অজ্জ! ইঅং ম্হি। (আর্য, ইয়মস্মি)।

সূত্রধারঃ—অজ্জে! সাঅদং দে। (আর্যে! স্বগতং তে।)

নটী—আণবেদু অজ্জো কো ণিওও অণুচিঠ্‌ঠীঅদু ত্তি। (আজ্ঞাপয়ত্বার্যঃ কো নিয়োগোঽনুষ্ঠীয়তামিতি।)

সূত্রধারঃ—অজ্জে! ('চিরসঙ্গীদোবাসনেন ইত্যাদি পঠিত্বা) অত্থি কিং পি অম্হাণং গেহে অসিদব্বং ণ বেত্তি! (আর্যে! অস্তি কিমপ্যস্মাকং গেহেঽশিতব্যং ন বেতি।)

নটী—অজ্জ! সব্বং অত্থি। (আর্য! সর্বমস্তি।)

সূত্রধারঃ—কিং কিং অত্থি? (কিং কিমস্তি?)

নটী—তং জধা—গুডোদণং ঘিঅং দহীং তণ্ডুলাইং, অজ্জেণ অত্তব্বং রসাঅণং সব্বং অত্থি ত্তি। এবং তে দেবা আসাসেতু (তদ্যথাগুড়োদনং ঘৃতং দধি তণ্ডুলাঃ, আর্যেণাত্তব্যং রসায়নং সর্বমস্তীতি। এবং তব দেবা আশাসন্তাম্।)

সূত্রধারঃ—কিং অম্হাণং গেহে সব্বং অত্থি? আদু পরিহসসি? (কিমস্মাকং গেহে সর্বমস্তি অথবা পরিহসসি?)

নটী—(স্বগতম্) পরিহসিস্সং দাব। (প্রকাশম্) অজ্জ! অত্থি আবণে। (পরিহসিষ্যামি তাবৎ। আর্য! অস্ত্যাপণে।)

সূত্রধারঃ—(সক্রোধম্) আঃ, অণজ্জে! এব্বং তে আসা ছিজ্জিস্সদি। অভাবং অ

গমিস্সসি। জং দাণিং অহং বরণ্ডলংবুত্ত বিঅ দূরং উক্খিবিঅ পাডিদো।
[আঃ অনার্যে ! এবং তবাশা ছেৎস্যতি। অভাবং চ গমিষ্যসি। যদিদানীমহং বরণ্ডলম্বুক ইব দূরমুৎক্ষিপ্য পাতিতঃ।]

নটী—মরিসেদু মরিসেদু অজ্জো, পরিহাসো খু এসো। [মর্ষতু মর্ষত্বার্যঃ, পরিহাসঃ খল্বেষঃ।]

সূত্রধারঃ তা কিণ উণ ইমং ণবং বিঅ সংবিহাণঅং বট্টদি ? একা বপ্পঅং নীসেদি, অবরা সুমণাও গুম্ফেদি, ইঅং অ পঞ্চবণ্ণকুসুমোবহারসোহিদা ভূমী। [তৎ কিং পুনরিদং নবমিব সংবিধানকং বর্ততে। একা বর্ণকং পিনষ্টি, অপরা সুমনসো গুম্ফতি, ইয়ং চ পঞ্চবর্ণকুসুমোপহারশোভিতা ভূমিঃ।]

নটী—অজ্জ উববাসো গহিদো। [আর্য ! উপবাসো গৃহীতঃ।]

সূত্রধারঃ—কিংণামধেও অঅং উববাসো ? [কিং নামধেয়োঽয়মুপবাসঃ ?]

নটী—অহিরূঅবদী ণাম। [অভিরূপপতির্নাম ॥]

সূত্রধারঃ অজ্জে ! ইহলোইও আদু পারলোইও ? [আর্যে ! ইহলৌকিকোঽথবা পারলৌকিকঃ ?]

নটী—অজ্জ ! পারলোইও। [আর্য ! পারলৌকিকঃ।]

সূত্রধারঃ—(সরোষম্‌) পেক্খংতু পেক্খংতু অজ্জমিস্সা, মমকেরকেণ ভত্তপরি ব্বএণ পারলোইও ভত্তা অণ্ণেসীঅদি। [প্রেক্ষন্তাং প্রেক্ষন্তামার্যমিশ্রাঃ, মদীয়েন ভক্তপরিব্যয়েন পারলৌকিকো ভর্তান্বিষ্যতে।]

নটী—অজ্জ ! পসীদ পসীদ। তুমং জেব্ব জম্মান্তরে বি ভবিস্সদি ত্তি উববসিদম্হি।
[আর্য ! প্রসীদ প্রসীদ ! ত্বমেব জন্মান্তরেঽপি ভবিষ্যসীত্যুপোষিতাঽস্মি।]

সূত্রধারঃ—অধ অঅং উবাবাসো কেণ দে উবদিট্‌ঠো ? [অথায়মুপবাসঃ কেন তবোপদিষ্টঃ।]

নটী—অজ্জস্স জ্জেব্ব পিঅবঅস্সেণ জুণ্ণবড্‌ঢেণ। [আর্যস্যৈব প্রিয়বয়স্যেন জূর্ণ-বৃদ্ধেন।]

সূত্রধারঃ—(সক্রোধম্‌।) আঃ দাসীই উত্তা জুণ্ণবুড্‌ঢা, কদা ণু হু তুমং কুবিদেণ রণ্ণা পালএণ ণববহুকেসহত্থং বিঅ সসুঅন্ধং কপ্পিজ্জতং পেক্খিস্সং। [আঃ দাস্যাঃ পুত্র জূর্ণবৃদ্ধ ! কদা নু খলু ত্বাং কুপিতেন রাজ্ঞা পালকেন নব-বধূকেশহস্তমিব সসুগন্ধং ছেদ্যমানং প্রেক্ষিষ্যে।]

নটী—পসীদদু অজ্জো। অজ্জস্স জ্জেব্ব পারলোইও অঅং উববাসো অণুচিট্‌ঠিঅদি। (ইতি পাদয়োঃ পততি।) [প্রসীদত্বার্যঃ। আর্যস্যৈব পারলৌকিকোঽয়মুপবাসঃ অনুষ্ঠীয়তে।]

সূত্রধারঃ অজ্জে ! উট্‌ঠেহি। কধেহি এত্থ উববাসে কেণ কজ্জং ? [আর্য ! উত্তিষ্ঠ। কথয়াত্রোপবাসে কেন কার্যম্‌।]

নটী—অম্হারিসজণজোগ্গেণ বহ্মণেণ উবণিমন্তিদেণ। [অস্মাদৃশজনযোগ্যেন ব্রাহ্মণে-নোপনিমন্ত্রিতেন।]

সূত্রধারঃ—অদো গচ্ছদু অজ্জা। অহং পি অম্হারিসজণজোগ্গং বহ্মণং উবণিমন্তেমি।
[অতো গচ্ছত্বার্যা। অহমপ্যস্মাদৃশজনযোগ্যং ব্রাহ্মণমুপনিমন্ত্রয়ামি।]

নটী—জং অজ্জো আনবেদি। (ইতি নিষ্ক্রান্তা।) [যদার্য আজ্ঞাপয়তি।]

সূত্রধারঃ—(পরিক্রম্য ।) হীমাণহে, তা কধং মএ এব্বং সুসমিদ্ধাএ উজ্জইণীএ অহ্মারিসজণজোগ্গো বহ্মণো অণ্ণেসিদব্বো । (বিলোক্য ।) এসো চারুদত্তস্য মিত্তং মিত্তেও ইদো জ্জেব্ব আঅচ্ছদি । ভোদু, পুচ্ছিস্সং দাব । অজ্জ মিত্তেঅ ! অহ্মাণং গেহে অসিদুং অগ্গণী ভোদু অজ্জো । [আশ্চর্যম্, তস্মাৎকথং ময়ৈবং সুসমৃদ্ধায়ামুজ্জয়িন্যামস্মাদৃশজনযোগ্যো ব্রাহ্মণোঽন্বেষিতব্যঃ । এষ চারুদত্তস্য মিত্রং মৈত্রেয় ইত এবাগচ্ছতি । ভবতু, প্রক্ষ্যামি তাবৎ । আর্য মৈত্রেয় ! অস্মাকং গৃহেঽশিতুমগ্রণীর্ভবত্বার্যঃ ।]

(নেপথ্যে)

ভো ! অণ্ণং বহ্মণং উবণিমন্তেদু ভবং ; বাবুডো দাণিং অহং । (ভোঃ ! অন্যং ব্রাহ্মণমুপনিমন্ত্রয়তু ভবান্ ; ব্যাপৃত ইদানীমহম্ ।)

সূত্রধারঃ—অজ্জ ! সম্পণ্ণং ভোঅণং ণীসবত্তং চ । অবি অ দক্খিণা বি দে ভবিস্সদি । [আর্য ! সম্পন্নং ভোজনং নিঃ সপত্নং চ । অপি চ দক্ষিণাপি তে ভবিষ্যতি ।]

(পুনর্নেপথ্যে)

ভো, জধা দাণিং পঢমং জ্জেব্ব পচ্চাদিট্ঠোসি, তা কো দাণিং দে ণিব্বন্ধো পদে পদে মং অণুবন্ধেদুং । [ভোঃ, যদিদানীং প্রথমমেব প্রত্যাদিষ্টোঽসি, তৎ ক ইদানীং তে নির্বন্ধঃ পদে পদে মামনুরোদ্ধুম্ ।]

সূত্রধারঃ—পচ্চাদিট্ঠো হ্মি এদিণা । ভোদু, অণ্ণং বহ্মাণং উবণিমন্তেমি । (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ) [প্রত্যাদিষ্টোঽস্ম্যেতেন । ভবতু, অন্যং ব্রহ্মণমুপনিমন্ত্রয়ামি ।]

ইত্যামুখম্ ।

(প্রবিশ্য প্রাবারহস্তঃ)

মৈত্রেয়ঃ—(অণ্ণং বহ্মণং ইতি পূর্বোক্তং পঠিত্বা) অধকা, মএ বি মিত্তেএণ পরস্স আমন্তং আইং পক্খিদব্বাইং । হা অবথে ! তুলীঅসি । জো ণাম অহং তত্থভবদো চারুদত্তস্স রিদ্ধীএ অহোরত্তং পঅত্তসিদ্ধেহিং অগ্গারসুরহিগন্ধেহিং মোদএহিং জ্জেব্ব আসিদো অব্ভন্তরচদুস্সালঅদুএ উববিট্ঠো মল্লকসদপরিবুদো চিত্তঅরো বিঅ অঙ্গুলীহিং ছিবিঅ ছিবিঅ অবণেমি । ণঅরচত্তরবুসহো বিঅ রোমন্থা-অমাণো চিট্ঠামি, সো দাণিং অহং তস্স দলিদ্দদাএ জহিং তহিং চরিঅ গেহপারাবদো বিঅ আবাসণিমিত্তং ইধ আঅচ্ছামি । এসো অজ্জচারুদত্তস্স পিঅবঅস্সেণ জুণ্ণবুড্ঢেণ জাদীকুসুমবাসিদো পাবারও অণুপ্পেসিদো সিদ্ধীকিদদেবকজ্জস্স অজ্জচারুদত্তস্স উবণেদব্বো ত্তি । তা জাব অজ্জচারু-দত্তং পেক্খামি । (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) এসো অজ্জচারুদত্তো সিদ্ধীকিদ-দেবকজ্জো গিহদেবদাণং বলিং হরেতো ইদো জ্জেব্ব আঅচ্ছদি । [অথবা ময়াপি মৈত্রেয়েণ পরস্যামন্ত্রণকানি সমীহিতব্যানি । হা অবস্থে ! তুলয়সি । যো নামাহং তত্রভবতশ্চারুদত্তস্য ঋদ্ধ্যাঽহোরাত্রং প্রযত্নসিদ্ধৈরুদ্গারসুরভিগন্ধিভির্মোদকৈরে-বাশিতোঽভ্যন্তরচতুঃশালকদ্বার উপবিষ্টো মল্লকশতপরিবৃতশ্চিত্রকর ইবাঙ্গুলীভিঃ স্পৃষ্ট্বাপনয়ামি । নগরচত্বরবৃষভ ইব রোমন্থায়মানস্তিষ্ঠামি, স ইদানীমহং তস্য দারিদ্রতয়া যত্র তত্র চরিত্বা গৃহপারাবত ইবাবাসনিমিত্তমত্রাগচ্ছামি । এষ চার্যচারুদত্তস্য প্রিয়বয়স্যেন জুর্ণবৃদ্ধেন জাতীকুসুমবাসিতঃ প্রাবারকোঽনু-প্রেষিতঃ সিদ্ধীকৃতদেবকার্যস্যার্যচারুদত্তস্যোপনেতব্য ইতি । তদ্যাবদার্য-

চারুদত্তং পশ্যামি। এষ আর্যচারুদত্তঃ সিদ্ধীকৃতদেবকার্যো গৃহদেবতানাং বলিং হরন্নিত এবাগচ্ছতি।]

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দিষ্টশ্চারুদত্তো রদনিকা চ)

চারুদত্তঃ—(উর্ধ্বমবলোক্য সনির্বেদং নিঃশ্বস্য চ)

যাসাং বলিঃ সপদি মদ্গৃহদেহলীনাং
হংসৈশ্চ সারসগণৈশ্চ বিলুপ্তপূর্বঃ।
তাস্বেব সম্প্রতি বিরূঢ়তৃণাঙ্কুরাসু
বীজাঞ্জলিঃ পততি কীটমুখাবলীঢ়ঃ ॥৯॥

(ইতি মন্দং মন্দং পরিক্রম্যোপবিশতি)

বিদূষকঃ—এসো অজ্জচারুদত্তো। তা জাব সম্পদং উবসপ্পামি। (উপসৃত্য) সোত্থি ভবদে। বড্ঢদু ভবং। [এষ আর্যচারুদত্তঃ। তদ্যাবৎসাম্প্রতমুপসর্পামি। স্বস্তি ভবতে। বর্ধতাং ভবান্।]

চারুদত্তঃ—অয়ে ! সর্বকালমিত্রং মৈত্রেয়ঃ প্রাপ্তঃ। সখে ! স্বাগতম্। আস্যতাম্।

বিদূষকঃ—জং ভবং আণবেদি। (উপবিশ্য) ভো বঅস্স ! এসো দে পিঅবঅস্সেণ জুণ্ণবুড্ঢেণ জাদীকুসুমবাসিদো পাবারও অণুপ্পেসিদো সিদ্ধীকিদদেবকজ্জস্স অজ্জচারুদত্তস্স পত্ত উবণেদব্বো ত্তি। (সমর্পয়তি) [যদ্ভবানাজ্ঞাপয়তি। ভো বয়স্য ! এষ তে প্রিয়বয়স্যেন জূর্ণবৃদ্ধেন জাতীকুসুমবাসিতঃ প্রাবারকোঽনু-প্রেষিতঃ সিদ্ধীকৃতদেবকার্যস্যার্যচারুদত্তস্য ত্বয়োপনেতব্য ইতি।]

(চারুদত্তো গৃহীত্বা সচিন্তঃ স্থিতঃ)

বিদূষকঃ—ভো ! কিং ইদং চিন্তীঅদি ? [ভোঃ, কিমিদং চিন্ত্যতে ?]

চারুদত্তঃ—বয়স্য !

সুখং হি দুঃখান্যনুভূয় শোভতে ঘনান্ধকারেষ্বিব দীপদর্শনম্।
সুখাত্তু যো যাতি নরো দরিদ্রতাং ধৃতঃ শরীরেণ মৃতঃ স জীবতি ॥১০॥

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স ! মরণাদো দালিদ্দাদো বা কদরং দে রোঅদি ? [ভো বয়স্য ! মরণাদ্দারিদ্র্যাদ্বা কতরত্তে রোচতে ?]

চারুদত্তঃ—বয়স্য !

দারিদ্র্যান্মরণাদ্বা মরণং মম রোচতে ন দারিদ্র্যম্।
অল্পক্লেশং মরণং দারিদ্র্যমনন্তকং দুঃখম্ ॥১১॥

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স ! অলং সন্তপ্পিদেণ। পণইজণসংকামিদবিহবস্স সুরজণপীদ-সেসস্স পডিবচ্চন্দস্স বিঅ পরিক্খও বি দে অহিঅদরং রমণীও। [ভো বয়স্য ! অলং সন্তপ্তেন। প্রণয়িজনসংক্রামিতবিভবস্য সুরজনপীতশেষস্য প্রতিপচ্চন্দ্রস্যেব পরিক্ষয়োঽপি তেঽধিকতরং রমণীয়ঃ।]

চারুদত্তঃ—বয়স্য ! ন মমার্থান্প্রতি দৈন্যম্। পশ্য,—

এতত্তু মাং দহতি যদ্গৃহমস্মদীয়ং
ক্ষীণার্থমিত্যতিথয়ঃ পরিবর্জয়ন্তি।
সংশুষ্কসান্দ্রমদলেখমিব ভ্রমন্তঃ
কালাত্যয়ে মধুকরাঃ করিণঃ কপোলম্ ॥১২॥

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স! এদে খু দাসীএ পুত্তা অত্থকল্লবত্তা বরডাভীদা বিঅ গোবালদা-

রআঅরণ্ণে জহিং জহিং ণ খজ্জন্তি তহিং তহিং গচ্ছন্তি। [ভো বয়স্য ! এতে খলু দাস্যাঃপুত্রা অর্থকল্যবর্তা বরটাভীতা ইব গোপালদারকা অরণ্যে যত্র যত্র ন খাদ্যন্তে তত্র তত্র গচ্ছন্তি।

চারুদত্তঃ—বয়স্য !

সত্যং ন মে বিভবনাশকৃতাস্তি চিন্তা ভাগ্যক্রমেণ হি ধনানি ভবন্তি যান্তি।
এতত্তু মাং দহতি নষ্টধনাশ্রয়স্য যৎসৌহৃদাদপি জনাঃ শিথিলীভবন্তি ॥১৩॥

অপি চ,—

দারিদ্র্যাদ্ধ্রিয়মেতি হ্রীপরিগতঃ প্রভ্রশ্যতে তেজসো
নিস্তেজাঃ পরিভূয়তে পরিভবান্নির্বেদমাপদ্যতে।
নির্বিণ্ণঃ শুচমেতি শোকপিহিতো বুদ্ধ্যা পরিত্যজ্যতে
নির্বুদ্ধিঃ ক্ষয়মিত্যহো নিধনতা সর্বাপদামাস্পদম্ ॥১৪॥

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স ! তং জেব অত্থকল্লবত্তঅং সুমরিঅ অলং সন্তাপিদেণ। [ভো বয়স্য তমেবার্থকল্যবর্তং স্মৃত্বালং সন্তাপিতেন।]

চারুদত্তঃ—বয়স্য ! দারিদ্র্যং হি পুরুষস্য,—

নিবাসশ্চিন্তায়াঃ পরপরিভবো বৈরমপরং
জুগুপ্সা মিত্রাণাং স্বজনজনবিদ্বেষকরণম্।
বনং গন্তুং বুদ্ধির্ভবতি চ কলত্রাৎপরিভবো
হৃদিস্থঃ শোকাগ্নির্ন চ দহতি সন্তাপয়তি চ ॥১৫॥

তদ্বয়স্য ! কৃতো ময়া গৃহদেবতাভ্যো বলিঃ। গচ্ছ, ত্বমপি চতুষ্পথে মাতৃভ্যো বলিমুপহর।

বিদূষকঃ—ণ গমিস্সং। [ন গমিষ্যামি।]

চারুদত্তঃ—কিমর্থম্ ?

বিদূষকঃ—জদো এব্বং পূইজ্জন্তা বি দেবণা ণ দে পসীদন্তি, তা কো গুণো দেবেসু অচ্চিদেসু ? [যত এবং পূজ্যমানা অপি দেবতা ন তে প্রসীদন্তি, তৎকো গুণো দেবেষ্বর্চিতেষু ?।]

চারুদত্তঃ—বয়স্য ! মা মৈবম্, গৃহস্থস্য নিত্যোঽয়ং বিধিঃ ;

তপসা মনসা বাগ্‌ভিঃ পূজিতা বলিকর্মভিঃ।
তুষ্যন্তি শমিনাং নিত্যং দেবতাঃ কিং বিচারিতৈঃ ॥১৬॥

তদ্গচ্ছ, মাতৃভ্যো বলিমুপহর।

বিদূষক—ভো। ণ গমিস্সং ; অণ্ণো কো বি পউঞ্জীঅদু। মম উণ বম্হণস্স সব্বং জ্জেব বিপরীদং পরিণমদি। আদংসগদা বিঅ ছাআ বামাদো দক্খিণা দক্খিণাদো বামা। অণ্ণং চ এদাএ পদোসবেলাএ ইধ রাঅমগ্গে গণিআ বিডা চেডা রাঅবল্লহা অ পুরিসা সঞ্চরন্তি। তা মণ্ডুঅলুদ্ধস্স কালসপ্পস্স মূসিও বিঅ অহিমুহাবডিদো বজ্‌ঝো দাণিং ভবিস্সং। তুমং ইধ উববিট্ঠো কিং করিস্সসি ? [ভোঃ ! ন গমিষ্যামি ; অন্যঃ কোঽপি প্রযুজ্যতাম্। মম পুনর্ব্রাহ্মণস্য সর্বমেব বিপরীতং পরিণমতি। আদর্শগতেব ছায়া বামতো দক্ষিণা দক্ষিণতো বামা। অন্যচ্চৈতস্যাং প্রদোষবেলায়ামিহ রাজমার্গে গণিকা বিটাশ্চেটা রাজবল্লভাশ্চ পুরুষাঃ সঞ্চরন্তি। তস্মান্মণ্ডূকলুব্ধস্য কালসর্পস্য মূষিক ইবাভিমুখাপতিতো বধ্য ইদানীং

ভবিষ্যামি। ত্বমিহ উপবিষ্টঃ কিং করিষ্যসি ?]
চারুদত্তঃ—ভবতু, তিষ্ঠ তাবৎ ; অহং সমাধিং নির্বর্তয়ামি।

(নেপথ্যে)

তিষ্ঠ বসন্তসেনে ! তিষ্ঠ।

(ততঃ প্রবিশতি বিটশকারচেটৈরনুগম্যমানা বসন্তসেনা)

বিটঃ - বসন্তসেনে ! তিষ্ঠ তিষ্ঠ ;
কিং ত্বং ভয়েন পরিবর্তিতসৌকুমার্যা নৃত্যপ্রয়োগবিশদৌ চরণৌ ক্ষিপন্তী।
উদ্বিগ্নচঞ্চলকটাক্ষবিসৃষ্টদৃষ্টির্ব্যাধানুসারচকিতা হরিণীব যাসি ॥১৭॥

শকারঃ—চিষ্ঠ বশন্তশেণিএ ! চিষ্ঠ,
কিং যাশি ধাবশি পলায়শি পক্খলন্তী
বাশূ ! পশীদ ণ মলিশ্শশি চিষ্ঠ দাব।
কামেণ দজ্ঝাদি হু মে হডক তবশ্শী
অংগাললাশিপডিদে বিঅ মংশখণ্ডে ॥১৮॥

[তিষ্ঠ বসন্তসেনিকে ! তিষ্ঠ.
কিং যাসি ধাবসি পলায়সে প্রস্খলন্তী
বাসু ! প্রসীদ ন মরিষ্যসি তিষ্ঠ তাবৎ !
কামেন দহ্যতে খলু মে হৃদয়ং তপস্বি
অঙ্গাররাশিপতিতমিব মাংসখণ্ডম্ ॥]

চেটঃ—অজ্জুকে ! চিট্ঠ, চিট্ঠ,
উত্তাশিতা গচ্ছশি অত্তিকা মে শংপুণ্ণপচ্ছা বিঅ গিম্হমোরী।
ওবগ্গদী শামিঅভট্টকে মে বণ্ণে গডে কুক্কুড়শাবকেব্ব ॥১৯॥

[আর্যে ! তিষ্ঠ তিষ্ঠ,
উত্রাসিতা গচ্ছস্যান্তিকান্মম সম্পূর্ণপক্ষেব গ্রীষ্মময়ূরী।
অববল্গতি স্বামিভট্টারকো মম বনে গতঃ কুক্কুটশাবক ইব ॥]

বিটঃ—বসন্তসেনে ! তিষ্ঠ তিষ্ঠ,
কিং যাসি বালকদলীব বিকম্পমানা রক্তাংশুকং পবনলোলদশং বহন্তী।
রক্তোৎপলপ্রকরকুড্মলমুৎসৃজন্তী টঙ্কৈর্মনঃশিলগুহেব বিদার্যমাণা ॥২০॥

শকারঃ—চিষ্ট বসন্তসেনিএ। চিষ্ট,
মম মঅণমণংগণং মম্মথং বড্ঢঅন্তী
ণিশি অ শঅণকে মে ণিদ্দঅং আক্খিবন্তী।
পশলশি ভঅভীদা পক্খলন্তী খলন্তী
মম বশমণুজাদা লাবণশ্শেব কুন্তী ॥২১॥

[তিষ্ঠ বসন্তসেনে ! তিষ্ঠ,
মম মদনমনঙ্গং মন্মথং বর্ধয়ন্তী নিশি চ শয়নকে মম নিদ্রমাক্ষিপন্তী।
প্রসরসি ভয়ভীতা প্রস্খলন্তী স্খলন্তী মম বশমনুযাতা রাবণস্যেব কুন্তী ॥]

বিটঃ—বসন্তসেনে !
কিং ত্বং পদৈর্মম পদানি বিশেষয়ন্তী ব্যালীব যাসি পতগেন্দ্রভয়াভিভূতা।
বেগাদহং প্রবিসৃতঃ পবনং ন রুন্ধ্যাং ত্বন্নিগ্রহে তু বরগাত্রি ! ন মে প্রযত্নঃ ॥২২॥

শকারঃ—ভাবে ভাবে !

এশা ণাণকমূশিকামকশিকামচ্ছাশিকা লাশিকা
ণিণ্ণাশা কুলণাশিকা অকশিকা কামস্স মঞ্জূশিকা ।
এশা বেশবহূ শুবেশণিলআ বেশংগণা বেশিআ
এশে শে দশণামকে ময়ি কলে অজ্জাবি মং ণেচ্ছদি ॥২৩॥

[ভাব ভাব !

এষা নাণকমোষিকামকশিকা মৎস্যাশিকা লাসিকা
নির্ণাসা কুলনাশিকা অবশিকা কামস্য মঞ্জুষিকা ।
এষা বেশবধূঃসুবেশনিলয়া বেশাঙ্গনা বেশিকা
এতান্যস্যা দশ নামকানি ময়া কৃতান্যদ্যাপি মাং নেচ্ছতি ॥]

বিটঃ— প্রসরসি ভয়বিক্লবা কিমর্থং প্রচলিতকুণ্ডলঘৃষ্টগণ্ডপার্শ্বা ।
বিটজননখঘট্টিতেব বীণাজলধরগর্জিত ভীতসারসীব ॥২৪॥

শকারঃ—ঝাণঝণন্তবহুভূশণশদ্দমিশং কিং দোব্বদী বিঅ পলাঅশি লামভীদা ? ।
এশে হলামি শহশ ত্তি জধা হণূমে বিশ্শাবশুশ্শ বহিণিং বিঅ তং শুভদ্দং ॥২৫॥
[ঝণঝণমিতি বহুভূষণশব্দমিশ্রং কিং দ্রৌপদীব পলায়সে রামভীতা ? ।
এষ হরামি সহসেতি যথা হনূমান্ বিশ্বাবসোর্ভগিনীমিব তাং সুভদ্রাম্ ॥]

চেটঃ—

লামেহি অ লাঅবল্লহং তো খাহিশি মচ্ছমংশকং ।
এদেহিং মচ্ছমংশকেহিং শুণআ মডঅং ণ শেবন্দি ॥২৬॥
[রময় চ রাজবল্লভং ততঃ খাদিষ্যসি মৎস্যমাংসকম্ ।
এতাভ্যাং মৎস্যমাংসাভ্যাং শ্বানো মৃতকং ন সেবন্তে ॥]

বিটঃ—ভবতি বসন্তসেনে !

কিং ত্বং কটীতটনিবেশিতমুদ্বহন্তী
তারাবিচিত্ররুচিরং রশনাকলাপম্
বক্ত্রেণ নির্মথিতচূর্ণমনঃ শিলেন
ত্রস্তাদ্ভুতং নগরদৈবতবৎপ্রয়াসি ॥২৭॥

শকারঃ—

অম্হেহিং চণ্ডং অহিশাশিঅন্তী বণে শিআলী বিঅ কুক্কুলেহিং ।
পলাশি শিগ্ঘং তুলিদং শবেগ্গং শবেণ্টণং মে হলঅং হলন্ত ॥২৮॥
[অস্মাভিশ্চণ্ডমভিসার্যমাণা শৃগালীব কুক্কুরৈঃ ।
পলায়সে শীঘ্রং ত্বরিতং সবেগং সবৃন্তং মম হৃদয়ং হরন্তী ॥]

বসন্তসেনা—পল্লবআ পল্লবআ ! পরহুদিএ পরহুদিএ ! [পল্লবক পল্লবক ! পরভৃতিকে পরভৃতিকে !]

শকারঃ—(সভয়ম্) ভাবে ভাবে ! মণুশ্শে !
[ভাব ভাব ! মনুষ্যা মনুষ্যাঃ !]

বিটঃ—ন ভেতব্যং ন ভেতব্যম্ ।

বসন্তসেনা—মাহবিএ মাহবিএ ! [মাধবিকে মাধবিকে !]

বিটঃ—(সহাসম্) মূর্খ ! পরিজনোহন্বিষ্যতে]

শকারঃ—ভাবে ভাবে। ইথিঅং অণ্ণেশদি। [ভাব ভাব! স্ত্রিয়মন্বেষয়তি।]
বিটঃ—অথ কিম্।
শকারঃ—ইশ্যিআণং শদং মালেমি।
শূলে হগে। [স্ত্রীণাং শতং মারয়ামি। শূরোঽহম্।]
বসন্তসেনা—(শূন্যমবলোক্য) হন্ধী হন্ধী, কধং পরিঅণো বি পরিব্ভট্টো। এত্থ মাএ অপ্পাণঅং জ্জেব্ব রক্খিদব্বো। [হা ধিক্ হা ধিক্, কথং পরিজনোঽপি পরিভ্রষ্টঃ। অত্র ময়াত্মা স্বয়মেব রক্ষিতব্যঃ।]
বিটঃ—অন্বিষ্যতামন্বিষ্যতাম্।
শকারঃ—বশন্তশেণিএ। বিলব বিলব পলহূদিঅং বা পল্লবঅং বা শব্বং বা বশন্তমাশং। মএ অহিশালিঅন্তীং তুমংকে পলিত্তাইশ্শদি?

কিং ভীমশেণে জমদগ্গিপুত্তে কুন্তীশূদে বা দশকন্ধলেবা।
এসে হগে গেহ্নিয় কেশহত্থে দুশ্শাশণশ্শাণুকিদিং কলেমি ॥ ২৯ ॥

ণং পেক্খ ণং পেক্খ,—

অশী শুতিক্খে বলিদে অ মত্থকে
কপ্পেম শীশং উদ মালএম বা।
অলং তবেদেণ পলাইদেণ
মুমুক্খু জে হোদি ণ শে খু জীঅদি ॥৩০॥

[বসন্তসেনিকে! বিলপ বিলপ পরভৃতিকাং বা পল্লবকং বা সর্বং বা বসন্তমাসম্। ময়াভিসার্যমাণাং ত্বাং কঃ পরিত্রাস্যতে?

কিং ভীমসেনো জমদগ্নিপুত্রঃ কুন্তীসুতো বা দশকন্ধরো বা।
এষোঽহং গৃহীত্বা কেশহস্তে দুঃশাসনস্যানুকৃতিং করোমি ॥

ননু প্রেক্ষস্ব ননু প্রেক্ষস্ব,

অসিঃ সুতীক্ষ্ণো বলিতং চ মস্তকং
কল্পয়ে শীর্ষমুত মারয়ামি বা
অলং তবৈতন পলায়িতেন মুমুক্ষু
র্যো ভবতি ন স খলু জীবতি ॥]

বসন্তসেনা—অজ্জ! অবলা ক্খু অহং। [আর্য! অবলা খল্বহম্।]
বিটঃ—অত এব ধ্রিয়সে।
শকারঃ—অদো জ্জেব্ব ণ মালীঅশি। [এত এব ন মার্যসে।]
বসন্তসেনা—(স্বগতম্) কধং অণুণও বি সে ভঅং উপ্পাদেদি? ভোদু এব্বং দাব। (প্রকাশম্) অজ্জ! ইমাদো কিং পি অলংকরণং তক্কীঅদি।
[কথমনুনয়োঽপ্যস্য ভয়মুৎপাদয়তি। ভবতু এবং তাবৎ। আর্য! অস্মাৎ কিমপ্যলঙ্করণং তর্ক্যতে।
বিটঃ—শান্তং পাপং শান্তং পাপম্। ভবতি বসন্তসেনা! পুষ্পমোষমর্হত্যুদ্যানলতা। তৎকৃতমলঙ্করণৈঃ।
বসন্তসেনা—তা কিং খু দাণিং। [তৎ কিং খল্বিদানীম্।]
শকারঃ—হগ্গে বলপুলিশমণুশ্শে বাশুদেবকে কামইদব্বে। [অহং বরপুরুষমনুষ্যো বাসুদেবঃ কাময়িতব্যঃ।]

বসন্তসেনা—(সক্রোধম্) সন্তং পাবং। অবেহি, অণজ্জং মন্তেশি। [শান্তং পাপম্। অপেহি, অনার্যং মন্ত্রয়সি।]

শকারঃ—(সতালিকং বিহস্য) ভাবে ভাবে! পেক্খ দাব। মং অন্তলেন শুশিণিদ্ধা এশা গণিআদালিআ ণং। জেণ মং ভণাদি—'এহি। শান্তে শি। কিলিন্তে শি' ত্তি। হগ্গে ণ গামন্তলং ণ ণগলন্তলং বা গডে। অজ্জুকে! শবামি ভাবশ্শ শীশং অত্তণকেহিং পাদেহিং। তব জ্জেব্ব পশ্চাণুপশ্চিআএ আহিন্তন্তে শন্তে কিলিন্তে ম্হি শংবুত্তে। [ভাব ভাব! প্রেক্ষস্ব তাবৎ। মামন্তরেণ স্নিগ্ধেষা গণিকাদারিকা ননু। যেন মাং ভণতি 'এহি। শ্রান্তোঽসি। ক্লান্তোঽসি' ইতি। অহং ন গ্রামান্তরং ন নগরান্তরং বা গতঃ। ভট্টালিকে। শপে ভাবস্য শীর্ষমাত্মীয়াভ্যাং পাদাভ্যাম্! তবৈব পৃষ্টানুপৃষ্ঠিকয়াহিণ্ডমানঃ শ্রান্তঃ ক্লান্তোঽস্মি সংবৃত্তঃ।]

বিটঃ—(স্বগতম্) অয়ে, কথং শান্তমিত্যভিহিতে শ্রান্ত ইত্যবগচ্ছতি মূর্খঃ ? (প্রকাশম্) বসন্তসেনে! বেশবাসবিরুদ্ধমভিহিতং ভাবত্যা।

পশ্য,—

তরুণজনসহায়শ্চিন্ত্যতাং বেশবাসো
বিগণয় গণিকা ত্বং মার্গজাতা লতেব।
বহসি হি ধনহার্যং পণ্যভূতং শরীরং
সমমুপচর ভদ্রে! সুপ্রিয়ং চাপ্রিয়ং চ ॥৩১॥

অপি চ,—

বাপ্যাং স্নাতি বিচক্ষণো দ্বিজবরো মূর্খোঽপি বর্ণাধমঃ
ফুল্লাং নাম্যতি বায়সোঽপি হি লতাং যানামিতা বর্হিণা।
ব্রহ্মক্ষত্রবিশস্তরন্তি চ যয়া নাবা তয়ৈবেতরে
ত্বং বাপীব লতেব নৌরিব জনং বেশ্যাসি সর্বং ভজ ॥৩২॥

বসন্তসেনা—গুণো খু অণুরাঅস্স কারণং, ণ উণ বলক্কারো। [গুণঃ খল্বনুরাগস্য কারণম্, ন পুনর্বলাৎকারঃ।]

শকারঃ—ভাবে ভাবে! এশা গব্ভদাশী কামদেবাঅদণুজ্জাণাদো পহুদি তাহ দলিদ্দচালুদত্তাহ অণুলত্তা ণ মং কামেদি। বামদো তশ্শ ঘলং। জধা তব মম অ হত্থাদো ণ এশা পলিব্ভংশদি তধা কলেদু ভাবে। [ভাব ভাব! এষা গর্ভদাসী কামদেবায়তনোদ্যানাৎ—প্রভৃতি তস্য দরিদ্রচারুদত্তস্যানুরক্তা ন মাং কাময়তে। বামতস্তস্য গৃহম্। যথা তব মম চ হস্তান্নৈষা পরিভ্রশ্যতি তথা করোতু ভাবঃ।]

বিটঃ—(স্বগতম্) যদেব পরিহর্তব্যং তদেবোদাহরতি মূর্খঃ। কথং বসন্তসেনার্যচারুদত্তমনুরক্তা? সুষ্ঠু খল্বিদমুচ্যতে—'রত্নং রত্নেন সঙ্গচ্ছতে' ইতি। তদ্গচ্ছতু, কিমনেন মূর্খেণ। (প্রকাশম্) কাণেলীমাতঃ! বামতস্তস্য সার্থবাহস্য গৃহম্।

শকারঃ—অ ধ ইং। বামদো তশ্শ ঘলং।
[অথ কিম্। বামতস্তস্য গৃহম্।]

বসন্তসেনা—(স্বগতম্) অম্মহে, বামদো তস্স গেহং ত্তি জং সচ্চং, অবরজ্ঝন্তেণ বি

দুজ্জণেণ উবকিদং, জেণ পিঅসঙ্গমং পাবিদং।
[আশ্চর্যম্, বামতস্তস্য গৃহমিতি যৎসত্যম্, অপরাধ্যতাপি দুর্জনেনোপকৃতম্, যেন প্রিয়সঙ্গমঃ প্রাপিতঃ]

শকারঃ—ভাবে ভাবে! বলিএ খু অন্ধআলে মাশলাশিপবিশ্টা বিঅ মশিগুডিআ দীশন্তী জ্জেব্ব পণশ্টা বশন্তশেণিআ। [ভাব ভাব! বলীয়সি খল্বন্ধকারে মাষরাশিপ্রবিষ্টেব মসীগুটিকা দৃশ্যমানৈব প্রণষ্টা বসন্তসেনা।]

বিটঃ—অহো, বলবানন্ধকারঃ। তথা হি,—

আলোকবিশালা মে সহসা তিমিরপ্রবেশবিচ্ছিন্না।
উন্মীলিতাপি দৃষ্টির্নিমীলিতেবান্ধকারেণ ॥৩৩॥

অপি চ,—

লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি বর্ষতীবাঞ্জনং নভঃ।
অসৎপুরুষসেবেব দৃষ্টির্বিফলতাং গতা ॥৩৪॥

শকারঃ—ভাবে ভাবে! অণ্ণেশামি বশন্তশেণিঅং। (ভাব ভাব! অন্বিষ্যামি বসন্তসেনিকাম্।)

বিটঃ—কাণেলীমাতঃ! অস্তি কিঞ্চিচ্চিহ্নং যদুপলক্ষয়সি।

শকারঃ—ভাবে ভাবে! কিং বিঅ? (ভাব ভাব! কিমিব?)

বিটঃ—ভূষণশব্দং সৌরভ্যানুবিদ্ধং মাল্যগন্ধং বা।

শকারঃ—শুণামি মল্লগন্ধং, অন্ধআলপূলিদাএ উণ ণাশিআএ ণ শুব্বত্তং পেক্খামি ভূশণশদ্দং। (শৃণোমি মাল্যগন্ধম্, অন্ধকারপূরিতয়া পুনর্নাসিকয়া ন সুব্যক্তং পশ্যামি ভূষণশব্দম্।)

বিটঃ—(জনান্তিকম্) বসন্তসেনে!

কামং প্রদোষতিমিরেণ ন দৃশ্যসে ত্বং
সৌদামিনীব জলদোদরসন্ধিলীনা।
ত্বাং সূচয়িষ্যতি তু মাল্যসমুদ্ভবোঽয়ং
গন্ধশ্চ ভীরু! মুখরাণি চ নূপুরাণি ॥৩৫॥

শ্রুতং বসন্তসেনে!

বসন্তসেনা—(স্বগতম্) সুদং গহিদং চ। (নাট্যেন নূপুরাণ্যুৎসার্য মাল্যানি চাপনীয় কিঞ্চিৎ পরিক্রম্য হস্তেন পরামৃশ্য) অম্মো, ভিত্তিপরামরিসসূচিদং পক্খদুআরাঅং খু এদং। জাণামি অ সঞ্জোএণ গেহস্স সংবুদং পক্খদুআরঅং। [শ্রুতং গৃহীতং চ। অহো, ভিত্তিপরামর্শসূচিতং পক্ষদ্বারকং খল্বেতৎ। জানামি চ সংযোগেন গেহস্য সংবৃতং পক্ষদ্বারকম্।]

চারুদত্তঃ—বয়স্য! সমাপ্তজপোঽস্মি। তৎ সাম্প্রতং গচ্ছ। মাতৃভ্যো বলিমুপহর।

বিদূষক—ভো, ন গমিস্সং। [ভোঃ, ন গমিষ্যামি।]

চারুদত্তঃ—ধিক্কষ্টম্,—

দারিদ্র্যাৎপুরুষস্য বান্ধবজনো বাক্যে ন সংতিষ্ঠতে
সুস্নিগ্ধা বিমুখীভবন্তি সুহৃদঃ স্ফারীভবন্ত্যাপদঃ।
সত্ত্বং হ্রাসমুপৈতি শীলশশিনঃ কান্তিঃ পরিম্লায়তে
পাপং কর্ম চ যৎপরৈরপি কৃতং তত্তস্য সম্ভাব্যতে ॥৩৬॥

অপি চ,—

সঙ্গং নৈব হি কশ্চিদস্য কুরুতে সম্ভাষতে নাদরাৎ
সম্প্রাপ্তো গৃহমুৎসবেষু ধনিনাং সাবজ্ঞমালোক্যতে।
দূরাদেব মহাজনস্য বিহরত্যল্পচ্ছদো লজ্জয়া
মন্যে নির্ধনতা প্রকামমপরং ষষ্ঠং মহাপাতকম্ ॥৩৭॥

অপি চ,—

দারিদ্র্য ! শোচামি ভবন্তমেব—
মস্মচ্ছরীরে সুহৃদিত্যুষিত্বা।
বিপন্নদেহে ময়ি মন্দভাগ্যে
মমেতি চিন্তা ক্ব গমিষ্যসি ত্বম্ ॥৩৮॥

বিদূষকঃ—(সবৈলক্ষ্যম্) ভো বঅস্স ! জই মএ গন্তব্বং, তা এসা বি মে সহাইণী রদণিআ ভোদু। [ভো বয়স্য ! যদি ময়া গন্তব্যম্, তদেষাপি মম সহায়িনী রদনিকা ভবতু।]

চারুদত্তঃ—রদনিকে ! মৈত্রেয়মনুগচ্ছ।

চেটী—জং অজ্জো আণবেদি। [যদার্য আজ্ঞাপয়তি]

বিদূষকঃ—ভোদি রদণিএ ! গেহ্ন বলিং পদীবং চ। অহং অবাবুদং পক্খদুআরঅং করেমি। (তথা করোতি) [ভবতি রদনিকে ! গৃহাণ বলিং প্রদীপং চ। অহমপাবৃতং পক্ষদ্বারকং করোমি।]

বসন্তসেনা—মম অব্ভুববত্তিণিমিত্তং বিঅ অবাবুদং পক্খদুআরঅং। তা জাব পবিসামি। (দৃষ্ট্বা) হদ্ধী হদ্ধী, কধং পদীবো। (পটান্তেন নির্বাপ্য প্রবিষ্টা) [মমাভ্যুপপত্তিনিমিত্তমিবাপাবৃতং পক্ষদ্বারকম্। তদ্যাবৎ প্রবিশামি। হা ধিক্, হা ধিক্, কথং প্রদীপঃ।]

চারুদত্তঃ—মৈত্রেয় ! কিমেতৎ ?

বিদূষকঃ—অবাবুদপক্খদুআরএণ পিণ্ডীভূদেণ বাদেণ ণিব্বাবিদো পদীবো। ভোদি রদণিএ ! ণিক্কম তুমং পক্খদুআরএণ। অহং পি অব্ভন্তরচদুস্সালাদো পদীবং পজ্জালিঅ আঅচ্ছামি। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ) [অপাবৃতপক্ষদ্বারেণ পিণ্ডীভূতেন বাতেন নির্বাপিতঃ প্রদীপঃ ভবতি রদনিকে ! নিষ্ক্রাম ত্বং পক্ষদ্বারকেণ। অহমপ্যভ্যন্তরচতুশালাতঃ প্রদীপং প্রজ্বাল্যাগচ্ছামি।]

শকারঃ—ভাবে ভাবে ! অন্নেশামি বসন্তশেণিঅং। [ভাব ভাব ! অন্বেষয়ামি বসন্তসেনিকাম্।]

বিটঃ—অন্বিষ্যতামন্বিষ্যতাম্।

শকারঃ—(তথা কৃত্বা) ভাবে ভাবে ! গহিদা গহিদা। [ভাব ভাব ! গৃহীতা গৃহীতা।]

বিটঃ—মূর্খ ! নন্বহম্।

শকারঃ—ইদো দাব ভবিঅ পঅন্তে ভাবে চিষ্টদু। (পুনরন্বিষ্য চেটং গৃহীত্বা) ভাবে ভাবে ! গহিদা গহিদা। [ইতস্তাবদ্ভূত্বা একান্তে ভাবস্তিষ্ঠতু। ভাব ভাব ! গৃহীতা গৃহীতা।]

চেটঃ—ভষ্টকে, চেডে হগে। [ভট্টারক ! চেটোঽহম্।]

শকারঃ—ইদো ভাবে, ইদো চেডে। ভাবে চেডে, চেডে ভাবে। তুম্হে দাব এঅন্তে

চ্যেট। (পুনরন্বিষ্য রদনিকাং কেশেষু গৃহীত্বা।) ভাবে ভাবে! শপদং গহিদা গহিদা বশন্তশেণিআ।

অন্ধআলে পলাঅন্তী মল্লগন্ধেণ শূইদা।
কেশবিন্দে পলামিশ্টা চাণক্কেণেব্ব দোব্বদী ॥৩৯॥

[ইতো ভাবঃ, ইতশ্চেটঃ। ভাবশ্চেটঃ, চেটো ভাবঃ। যুবাং তাবদেকান্তে তিষ্ঠতম্। ভাব ভাব! সাম্প্রতং গৃহীতা গৃহীতা বসন্তসেনিকা।

অন্ধকারে পলায়মানা মাল্যগন্ধেন সূচিতা।
কেশবৃন্দে পরামৃষ্টা চাণক্যেনেব দ্রৌপদী ॥]

বিটঃ— এষাসি বয়সো দর্পাৎকুলপুত্রানুসারিণী।
কেশেষু কুসুমাঢ্যেষু সেবিতব্যেষু কর্ষিতা ॥৪০॥

শকারঃ— এশাশি বাশূশিলশি শগহীদা কেশেশু বালেশু শিলোলুহেশু।
অক্কোশ বিক্কোশ লবাহিচণ্ডং শম্ভুং শিবং শংকলমীশলং বা ॥৪১॥

[এষাসি বাসু শিরসি গৃহীতা কেশেষু বালেষু শিরোরুহেষু।
আক্রোশ বিক্রোশ লপাধিচণ্ডং শম্ভুং শিবং শংকরমীশ্বরং বা ॥]

রদনিকা—(সভয়ম্) কিং অজ্জমিস্সেহিং ববসিদং। [কিমার্যমিশ্রৈর্ব্যবসিতম্।]

বিটঃ—কাণেলীমাতঃ! অন্য এবৈষ স্বরসংযোগঃ।

শকারঃ—ভাবে ভাবে! জধা দহিভত্তলুদ্ধাএ মজ্জালীএ শলপলিবত্তে হোদি, তধা দাশীএ ধীএ শলপলিবত্তে কডে। [ভাব ভাব! যথা দধিভক্তলুব্ধায়া মার্জারিকায়াঃ স্বরপরিবৃত্তির্ভবতি, তথা দাস্যাঃ পুত্র্যা স্বরপরিবৃত্তিঃ কৃতা।]

বিটঃ—কথং স্বরপরিবর্তঃ কৃতঃ। অহো চিত্রম্, অথবা কিমত্র চিত্রম্।

ইয়ং রঙ্গপ্রবেশেন কলানাং চোপশিক্ষয়া।
বঞ্চনাপণ্ডিতত্বেন স্বরনৈপুণ্যমাশ্রিতা ॥৪২॥

বিদূষকঃ—হী হী ভোঃ, পদোসমন্দমারুদেণ পশুবন্ধোবণীদস্স বিঅ ছাগলস্স হিঅঅং ফুরফুরাঅদি পদীবো। (উপসৃত্য রদনিকাং দৃষ্ট্বা) ভো রদণিএ। [আশ্চর্যং ভোঃ, প্রদোষমন্দমারুতেন পশুবন্ধোপনীতস্যেব ছাগলস্য হৃদয়ম্, ফুরফুরায়তে প্রদীপঃ। ভো রদনিকে!]

শকারঃ—ভাবে ভাবে! মণুশ্শে মণুশ্শে! [ভাব ভাব! মনুষ্যো মনুষ্যঃ।]

বিদূষকঃ—জুত্তং ণেদং, সরিসং ণেদং, জং অজ্জচারুদত্তস্স দলিদ্দদাএ সম্পদং পরপুরিসা গেহং পবেসিঅন্তি। [যুক্তং নেদম্, সদৃশং নেদম্, যদার্যচারুদত্তস্য দরিদ্রতয়া সাম্প্রতং পরপুরুষা গেহং প্রবিশন্তি।]

রদনিকা—অজ্জ মিত্তেঅ? পেক্খ মে পরিহবং! [আর্য মৈত্রেয়! প্রেক্ষস্ব মে পরিভবম্।]

বিদূষকঃ—কিং তব পরিহবো আদু অম্হাণং? [কিং তব পরিভবঃ অথবাহস্মাকম্?]

রদনিকা—ণং তুম্হাণং জেব্ব। [ননু যুষ্মাকমেব।]

বিদূষকঃ—কিং এস বলক্কারো? [কিমেষ বলাৎকারঃ?]

রদনিকা—অধ ইং। [অথ কিম্]

বিদূষকঃ—সচ্চং। [সত্যম্।]

রদনিকা—সচ্চং। [সত্যম্।]

বিদূষকঃ—(সক্রোধং দণ্ডকাষ্ঠমুদ্যম্য) মা দাব। ভো, সকে গেহে কুক্কুরো বি দাব চণ্ডো ভোদি, কিং উণ অহং বম্হণো। তা এদিণা অম্হারিসজণভাঅধেঅকুডিলেণ দণ্ডকট্ঠেণ দুট্ঠস্স বিঅ সুক্খাণবেণু অস্স মত্থঅং দে পহারেহিং কুট্টইস্সং। মাতাবৎ। ভোঃ, স্বকে গেহে কুক্কুরোঽপি তাবচ্চণ্ডো ভবতি, কিং পুনরহং ব্রাহ্মণঃ। তদেতেনাস্মাদৃশজনভাগধেয়কুটিলেন দণ্ডকাষ্ঠেন দুষ্টস্যেব শুষ্কবেণু-কস্য মস্তকং তে প্রহারৈঃ কুট্টয়িষ্যামি।]

বিটঃ—মহাব্রাহ্মণ! মর্ষয় মর্ষয়।

বিদূষকঃ—(বিটং দৃষ্টবা) ণ এত্থ এসো অবরজ্ঝাদি। (শকারং দৃষ্টবা) এসো খু এত্থ অবরজ্ঝদি। অরে রে রাঅসালঅ সণ্ঠাণঅ দুজ্জণ দুম্মণুস্স! জুত্তং ণেদং। জই বি ণাম তত্ত ভবং অজ্জচারুদত্তো দলিদ্দো সংবুত্তো, তা কিং তস্স গুণেহিং ণ অলংকিদা উজ্জইণী? জেণ তস্স গেহং পবিসিঅ পরিঅণস্স ঈরিসো উবমদ্দো করীঅদি।

মা দুগ্গদো ত্তি পরিহবো ণত্থি কদন্তস্স দুগ্গদো ণাম।
চারিত্তেণ বিহীণো অড্ঢো বিঅ দুগ্গদো হোই ॥৪৩॥

[নাত্র এষোঽপরাধ্যতি। এষ খল্বত্রাপরাধ্যতি। অরে রে রাজশ্যালক সংস্থানক দুর্জন দুর্মনুষ্য! যুক্তং নেদম্। যদ্যপি নাম তত্রভবানার্যচারুদত্তো দরিদ্রঃ সংবৃত্তঃ। তৎকিং তস্য গুণৈর্নালংকৃতোজ্জয়িনী? যেন তস্য গৃহং প্রবিশ্য পরিজনস্যেদৃশ উপমর্দঃ ক্রিয়তে।

মা দুর্গত ইতি পরিভবোনাস্তি কৃতান্তস্য দুর্গতো নাম।
চারিত্র্যেণ বিহীন আঢ্যোঽপি চ দুর্গতো ভবতি ॥]

বিটঃ—(সবৈলক্ষ্যম্) মহাব্রাহ্মণ! মর্ষয় মর্ষয়। অন্যজনশঙ্কয়া খল্বিদমনুষ্ঠিতম্, ন দর্পাৎ। পশ্য, সকামান্বিষ্যতেঽস্মাভিঃ

বিদূষকঃ—কিং ইঅং? [কিমিয়ম্।]

বিটঃ—শান্তং পাপম্।

কাচিৎস্বাধীনযৌবনা।
সা নষ্টা শঙ্কয়া তস্যাঃ প্রাপ্তেয়ং শীলবঞ্চনা ॥৪৪॥
সর্বথেদমনুনয়সর্বস্বং গৃহ্যতাম্। (ইতি খড়্গমুৎসৃজ্য কৃতাঞ্জলিঃ পাদয়োঃ পততি।

বিদূষকঃ—সপ্পুরিস! উট্ঠেহি উট্ঠেহি। অআণন্তেণ মএ তুমং উবালদ্ধো। সম্পদং উণ জাণন্তো অণুণেমি। [সৎপুরুষ! উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ। অজানতা ময়া ত্বমুপালব্ধঃ। সাম্প্রতং পুনর্জানন্ননুনয়ামি।]

বিটঃ—ননু ভবানেবাত্রানুনেয়ঃ। তদুত্তিষ্ঠামি সময়তঃ।

বিদূষকঃ—ভণাদু ভবং। [ভণতু ভবান্।]

বিটঃ—যদীমং বৃত্তান্তমার্যচারুদত্তস্য নাখ্যাস্যসি।

বিদূষকঃ—ণ কধইস্সং। [ন কথয়িষ্যামি।]

বিটঃ— এষ তে প্রণয়ো বিপ্র! শিরসা ধার্যতে ময়া।
গুণশস্ত্রৈর্বয়ং যেন শস্ত্রবন্তোঽপি নির্জিতাঃ ॥৪৫॥

শকারঃ—(সাসূয়ম্) কিং ণিমিত্তং উণ ভাবে! এদশ্শ দুশ্টবডুঅশ্শ কিবিণং অঞ্জলিং

কদুঅ পাএশু ণিবডিদ ? [কিং নিমিত্তং পুনর্ভাব ! এতস্য দুষ্টবটুকস্য কৃপণাঞ্জলিং কৃত্বা পাদয়োর্নিপতিতঃ ?]

বিটঃ—ভীতোঽস্মি।

শকারঃ—কশ্শ তুমং ভীদে ? [কস্মাত্ত্বং ভীতঃ ?]

বিটঃ—তস্য চারুদত্তস্য গুণেভ্যঃ।

শকারঃ—কে বিঅ তশ্শ গুণা জশ্শ গেহং পবিশিঅ অশিদশ্বং ণত্থি। [কে ইব তস্য গুণা যস্য গৃহং প্রবিশ্যাশিতব্যমপি নাস্তি।]

বিটঃ—মা মৈবম্,—

সোঽস্মদ্বিধানাং প্রণয়ৈঃ কৃশীকৃতো ন তেন কশ্চিদ্বিভবৈর্বিমানিতঃ।
নিদাঘকালেষ্বিব সোদকো হ্রদো নৃণাং স তৃষ্ণামপনীয় শুষ্কবান্ ॥৪৬॥

শকারঃ (সামর্ষম্) কে শে গব্ভদাশীঅ পুত্তে ?

শুলে বিক্কন্তে পণ্ডবে শেদকেদু পুত্তে লাধাএ লাবণে ইন্দদত্তে।
আহো কুন্তীএ তেণ লামেণ জাদে অশ্শত্থামে ধম্মপুত্তে জডাউ ॥৪৭॥
[কঃ স গর্ভদাস্যাঃ পুত্রঃ ?
শূরো বিক্রান্তঃ পাণ্ডবঃ শ্বেতকেতুঃ পুত্রো রাধায়া রাবণ ইন্দ্রদত্তঃ।
আহো কুন্ত্যাস্তেন রামেণ জাতঃ অশ্বত্থামা ধর্মপুত্রো জটায়ুঃ ॥

বিটঃ—মূর্খ ! আর্যচারুদত্তঃ খল্বসৌ,

দীনানাং কল্পবৃক্ষঃ স্বগুণফলনতঃ সজ্জনানাং কুটুম্বী
আদর্শঃ শিক্ষিতানাং সুচরিতনিকষঃ শীলবেলাসমুদ্রঃ।
সৎকর্তা নাবমন্তা পুরুষগুণনিধির্দক্ষিণোদারসত্ত্বো
হ্যেকঃ শ্লাঘ্যঃ স জীবত্যধিকগুণতয়া চোচ্ছ্বসন্তীব চান্যে ॥৪৮॥
তদিতো গচ্ছামঃ।

শকারঃ—অগেহ্ণিঅ বশন্তশেণিঅং ? [অগৃহীত্বা বসন্তসেনাম্ ?]

বিটঃ—নষ্টা বসন্তসেনা।

শকারঃ—কধং বিঅ ? [কথমিব ?]

বিটঃ— অন্ধস্য দৃষ্টিরিব পুষ্টিরিবাতুরস্য মূর্খস্য বুদ্ধিরিব সিদ্ধিরিবালসস্য।
স্বল্প স্মৃতের্ব্যসনিনঃ পরমেব বিদ্যা ত্বাং প্রাপ্য সা রতিরিবারিজনে প্রনষ্টা ॥৪৯॥

শকারঃ—অগেহ্ণিঅ বশন্তশেণিঅং ণ গমিশ্শং। [অগৃহীত্বা বসন্তসেনাং ন গমিষ্যামি।]

বিটঃ—এতদপি ন শ্রুতং ত্বয়া ?

আলানে গৃহ্যতে হস্তী বাজী বল্গাসু গৃহ্যতে।
হৃদয়ে গৃহ্যতে নারী যদীদং নাস্তি গম্যতাম্ ॥৫০॥

শকারঃ—যদি গচ্ছশি, গচ্ছ তুমং। হগে ণ গমিশ্শং। [যদি গচ্ছসি, গচ্ছ ত্বম্। অহং ন গমিষ্যামি।]

বিটঃ—এবম্ ; গচ্ছামি। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

শকারঃ—গডে খু ভাবে অভাবং। (বিদূষকমুদ্দিশ্য) আল কাকপদশীশমশ্তকা দুষ্ট-বডুঅকা ! উববিশ উববিশ। [গতঃ খলু ভাবোঽভাবম্। অরে কাকপদশীর্ষ-মস্তক দুষ্টবটুক ! উপাবিশোপাবিশ।]

বিদূষকঃ—উববেসিদা জেব্ব অম্হে। [উপবেশিতা এব বয়ম্।]

শকারঃ—কেণ ? [কেন ?]
বিদ্‌ষকঃ—কঅন্তেণ। [কৃতান্তেন।]
শকারঃ—উটোহি উটোহি। [উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ।]
বিদ্‌ষকঃ—উট্‌ঠিস্সামো। [উত্থাস্যামঃ।]
শকারঃ—কদা ? [কদা ?]
বিদ্‌ষকঃ—জদা প্‌ণো বি দেব্বং অণ্‌উলং ভবিস্সদি। [যদা প্‌নরপি দৈবমন্‌কূলং ভবিষ্যতি।]
শকারঃ—অলে, লোদ লোদ। [অরে, র্‌দিহি র্‌দিহি।]
বিদ্‌ষকঃ—রোদাবিদা জেব্ব অহ্মে। [রোদিতা এব বয়ম্‌।]
শকারঃ—কেণ ? [কেন ?]
বিদ্‌ষকঃ—দ্‌গ্গদীএ। [দ্‌র্গত্যা।]
শকারঃ—অলে, হশ হশ। [অরে, হস হস।]
বিদ্‌ষকঃ—হসিস্সামো। [হসিষ্যামঃ।]
শকারঃ—কদা ? [কদা ?]
বিদ্‌ষকঃ—প্‌ণো বি রিদ্ধীএ অজ্জ চার্‌দত্তস্স। [প্‌নরপি ঋদ্ধ্যাচার্‌দত্তস্য।]
শকার—অলে দ্‌শ্টবড্‌অকা ! ভণেশি মম বঅণেণ তং দলিদ্দচাল্‌দত্তং—এশা শশ্‌বণ্ণা শহিলণ্ণা ণবণাডঅদংশণ্‌ট্‌ঠিদা শ্‌ত্ত ধালিব্ব বশন্তশোণিআ ণাম গণিআদালিআ কামদেবাঅদণ্‌জ্জাণাদো পহ্‌দি তুমং অণ্‌লত্তা অহ্মেহিং বলক্কালাণ্‌ণীঅমাণা তুহ গেহং পবিশ্টা। তা জই মম হশ্তে শঅং জ্জেব্ব পট্টাবিঅ এণং শমপ্পেশি, তদো অধিঅলণে ববহালং বিণা লহ্‌ং ণিজ্জাদমাণাহ তব মএ অন্‌বন্ধা পীদী হ্‌বিশ্শদি। আদ্‌ অণিজ্জাদমাণাহ আমলণন্তিকে বেলে হ্‌বিশ্শদি। অবি অ পেক্‌খ পেক্‌খ,

> কশ্চাল্‌কা গোছজলিত্তবেশ্টা
> শাকে অ শ্‌ক্‌খে তলিদে হ্‌মংশে।
> মত্তে অ হেমন্তিঅলাত্তিশিদ্ধে
> লীণে অ বেলে ণহ্‌ হোদি প্‌দী ॥৫১॥

শোত্তকং ভণিশি, লত্তকং ভণেশি। তধা ভণেশি জধাহগ্গে অত্তণকেলিকাক পাশাদবালগ্গকবোদবালিঅ উববিশ্টে শ্‌ণামি তধ্‌ জদি ণ ভণেশি, তা কবাল-তলপ্প বিশ্টং কিথং বিঅ মশ্তঅং দে মডমডাইশ্শং। [অরে দ্‌ষ্টবটুক ! ভণিষ্যসি মম বচনেন তং দরিদ্রচার্‌দত্তকম্‌ 'এষা সসুবর্ণা সহিরণ্যা নবনাটক-দর্শনোত্থিতা স্‌ত্রধারীব বসন্তসেনানাম্নী গণিকাদারিকা কামদেবায়তনোদ্যানাৎ-প্রভৃতি ত্বামন্‌রক্তাস্মাভির্বলাৎকারান্‌নীয়মানা তব গেহং প্রবিষ্টা। তদ্যদি মম হস্তে স্বয়মেব প্রস্থাপ্যৈনাং সমর্পয়সি, ততোঽধিকরণে ব্যবহারং বিনা লঘ্‌ নির্যাতয়তস্তব ময়ান্‌বন্ধা প্রীতির্ভবিষ্যতি। অথবাঽনির্যাতয়তো মরণান্তিকং বৈরং ভবিষ্যতি। অপি চ প্রেক্ষস্ব,

> ক্‌ষ্মাণ্ডী গোময়লিপ্তবৃন্তা শাকং চ শ্‌ষ্কং তলিতং খল্‌ মাংসম্‌।
> ভক্তং চ হৈমন্তিকরাত্রিসিদ্ধং লীনায়াং চ বেলায়াং ন খল্‌ ভবতি প্‌তি ॥

শোভনং ভণিষ্যসি সকপটং ভণিষ্যসি। তথা ভণিষ্যসি যথাহমাত্মকীয়ায়াং

প্রাসাদবালাগ্রকপোতপালিকায়ামুপবিষ্টঃ শৃণোমি। অন্যথা যদি ভণসি, তদা কপাটতলপ্রবিষ্টং কপিত্থগুলিকমিব মস্তকং তে মডমডায়িষ্যামি।

বিদূষকঃ—ভণিস্সং। [ভণিষ্যামি।]

শকারঃ—(অপবার্য) চেডে! গডে শচ্চকং চ্ছেজ্জ ভাবে। [চেটঃ গতঃ সতমেব ভাবঃ।]

চেটঃ—অধ ইং। [অথ কিম্।]

শকারঃ—তা শিগ্ঘং অবক্কমহ্ম। [তচ্ছীঘ্রমপক্রমভাবঃ।]

চেটঃ—তা গেহ্নদু ভস্টকে অশিং। তদ্গৃহ্ণাতু ভট্টারকোঽসিম্।]

শকারঃ—তব চ্ছেজ্জ হত্থে চিষ্টদু। তবৈব হস্তে তিষ্ঠতু।]

চেটঃ—এশে ভস্টালকে। গেহ্নদু ণ ভস্টকে অশিং। [এষ ভট্টারকঃ। গৃহ্ণাত্বেনং ভট্টারকোঽসিম্।]

শকারঃ—(বিপরীতং গৃহীত্বা)

ণিক্বক্কলং মূলকপেশিবণ্ণং খংধেণ ঘেত্তুণ অ কোশশুত্তম্।
কুক্কেহিং কুক্কীহিং অ বুক্কঅন্তে জধা শিআলে শলণং পলামি ॥৫২॥
[নির্বল্কলং মূলকপেশিবর্ণং স্কন্ধেন গৃহীত্বা চ কোশসুপ্তম্।
কুক্কুরৈঃ কুক্কুরীভিশ্চ বুক্ক্যমানো যথা শৃগালঃ শরণং প্রয়ামি ॥]

(পরিক্রম্য নিষ্ক্রান্তৌ)

বিদূষকঃ—ভোদি রদণিএ ণ হু দে অঅং অবমাণো তত্থভবদো চারুদত্তস্স ণিবেদইদব্বো। দোগ্গচ্চপীডিঅস্স মন্নে দিউণদরা পীডা হুবিস্সদি। [ভবতি রদনিকে! ন খলু তেঽয়মপমানস্তত্রভবতশ্চারুদত্তস্য নিবেদয়িতব্যঃ। দৌর্গত্যপীড়িতস্য মন্যে দ্বিগুণতরা পীড়া ভবিষ্যতি।]

রদনিকা—অজ্জ মিত্তেঅ! রদণিআ খু অহং সঞ্জদমুহী। [আর্য মৈত্রেয়! রদনিকা খল্বহং সংযতমুখী।

বিদূষকঃ—এবং ণেদং। [এবমিদম্।]

চারুদত্তঃ—(বসন্তসেনামুদ্দিশ্য) রদনিকে! মারুতাভিলাষী প্রদোষসময়শীতার্তো রোহসেনঃ। ততঃ প্রবেশ্যতামভ্যন্তরময়ম্। অনেন প্রাবারকেন ছাদয়ৈনম্। (ইতি প্রাবারকং প্রযচ্ছতি।)

বসন্তসেনা—(স্বগতম্) কধং পরিঅণো ত্তি মং অবগচ্ছদি। (প্রাবারকং গৃহীত্ব সমাঘ্রায় চ স্বগতং সস্পৃহম্) অম্মহে, জাদীকুসুমবাসিদো পাবারও। অণুদাসীণং সে জ্জোব্বণং পডিভাসেদি। [কথং পরিজন ইতি মামবগচ্ছতি। আশ্চর্যম্, জাতীকুসুমবাসিতঃ প্রাবারকঃ। অনুদাসীনমস্য যৌবনং প্রতিভাসতে।]

(অপবারিতকেন প্রাবৃণোতি)

চারুদত্তঃ—ননু রদনিকে রোহসেনং গৃহীত্বাভ্যন্তরং প্রবিশ।

বসন্তসেনা (স্বগতম্। মন্দভাইণী খু অহং তুহ অব্ভংতরস্স। [মন্দভাগিনী খল্বহং তবাভ্যন্তরস্য।]

চারুদত্তঃ—ননু রদনিকে! প্রতিবচনমপি নাস্তি। কষ্টম্,—

যদা তু ভাগ্যক্ষয়পীড়িতাং দশাং
নরঃ কৃতান্তোপহিতাং প্রপদ্যতে।

তদাস্য মিত্রাণ্যপি যান্ত্যমিত্রতাং
চিরানুরক্তোঽপি বিরজ্যতে জনঃ ॥৫৩॥

(রদনিকামুপসৃত্য)

বিদূষকঃ — ভো, ইঅং সা রঅণিআ। [ভোঃ, ইয়ং সা রদনিকা।]

চারুদত্তঃ—ইয়ং সা রদনিকা। ইয়মপরা কা? অবিজ্ঞাতাবসক্তেন দূষিতা মম বাসসা।

বসন্তসেনাঃ—(স্বগতম্) ণং ভূসিদা। [ননু ভূষিতা।]

চারুদত্তঃ— ছাদিতা শরদভ্রেণ চন্দ্রলেখেব দৃশ্যতে ॥৫৪॥

অথবা, ন যুক্তং পরকলত্রদর্শনম্।

বিদূষকঃ – ভো, অলং পরকলত্তদংসণসংকাএ। এসা বসন্তসেণা কামদেবাঅদণুজ্জাণাদো পহুদি ভবন্তমনুরক্তা। [ভোঃ অলং পরকলত্রদর্শনশংকয়া। এষা বসন্তসেনা কামদেবায়তনোদ্যানাৎ প্রভৃতি ত্বামনুরক্তা।]

চারুদত্তঃ—অরে, ইয়ং বসন্তসেনা। (স্বগতম্)

যয়া মে জনিতঃ কামঃ ক্ষীণে বিভববিস্তরে।
ক্রোধঃ কুপুরুষস্যেব স্বগাত্রেষ্বেব সীদতি ॥৫৫॥

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স! এসো খু রাঅসালো ভণাদি। [ভো বয়স্য! এষ খলু রাজশ্যালো ভণতি!]

চারুদত্তঃ—কিম্?

বিদূষকঃ—এসা সস্লবণ্ণা সহিরণ্ণা ণবণাডঅদংসণুট্ঠিদা সুত্তধালি ব্ব বসন্তসেণা ণাম গণিআদালিআ কামদেবাঅদণুজ্জাণাদো পহুদি তুমং অণুলত্তা অহ্মেহিং বলক্কারাণুণীঅমাণা তুহ গেহং পবিট্ঠা। [এষা সস্বর্ণা সহিরণ্যা নবনাটকদর্শনোত্থিতা সূত্রধারীব বসন্তসেনানাম্নী গণিকাদারিকা কামদেবায়তনোদ্যানাৎ প্রভৃতি ত্বামনুরক্তাস্মাভির্বলাৎকারানানীয়মানা তব গেহং প্রবিষ্টা।]

বসন্তসেনা—(স্বগতম্) বলক্কারাণুণীঅমাণেত্তি জং সচ্চং, অলংকিদহ্মি এদেহিং অক্খরেহিং। [বলাৎকারানুনীয়মানেতি যৎসত্যম্, অলঙ্কৃতাস্ম্যেতৈরক্ষরৈঃ।]

বিদূষকঃ— তা জই মম হত্থে সঅং জ্জেব্ব পট্ঠাবিঅ এণং সমপ্পেসি, তা অধিঅরণে ববহারং বিনা লহুং ণিজ্জাদমাণাহ তব মএ অনুবন্ধা পীদী হুবিস্সদি। অন্নধা আমরণং বেরং হুবিস্সদি। [তদ্যদি মম হস্তে স্বয়মেব প্রস্থাপ্যৈনাং সমর্পয়সি, ততোঽধিকরণে ব্যবহারং বিনা লঘু নির্যাতয়তস্তব ময়ানুবন্ধা প্রীতির্ভবিষ্যতি। অন্যথাঽঽমরণং বৈরং ভবিষ্যতি।]

চারুদত্তঃ—(সাবজ্ঞম্) অজ্ঞোঽসৌ। (স্বগতম্) অয়ে, কথং দেবতোপস্থানযোগ্যা যুবতিরিয়ম্? তেন খলু তস্যাং বেলায়াম্,—

প্রবিশ গৃহমিতি প্রতোদ্যমানা ন চলতি ভাগ্যকৃতাং দশামবেক্ষ্য।
পুরুষপরিচয়েন চ প্রগল্ভং ন বদতি যদ্যপি ভাষতে বহূনি ॥৫৬॥

(প্রকাশম্) ভবতি বসন্তসেনে! অনেনাবিজ্ঞানাদপরিজ্ঞাতপরিজনোপচারেণাপরাদ্ধোঽস্মি। শিরসা ভবতীমনুনয়ামি।

বসন্তসেনা—এদিণা অণুচিদভূমিআরোহণেণ অবরদ্ধা অজ্জং সীসেণ পণমিঅ পসাদেমি। [এতেনানুচিতভূমিকারোহণেনাপরাদ্ধাঽহমার্যং শীর্ষেণ প্রণম্য প্রসাদয়ামি।]

বিদূষকঃ— ভো, দুবে বি তুহ্মে সুখং পণমিঅ কলমকেদারা অন্নোন্নং সীসেণ সীসং

সমাঅদা। অহং পি ইমিণা করহজাণুসরিসেণ সীসেণ জবেবি তুহ্মে পসাদেমি। [ভোঃ, দ্বাবপি যুবাং সুখং প্রণম্য কলমকেদারাবন্যোন্যং শীর্ষেণ শীর্ষং সমাগতৌ। অহমপ্যমুনা করভজানুসদৃশেন শীর্ষেণ দ্বাবপি যুবাং প্রসাদয়ামি।]

(ইত্যুত্তিষ্ঠতি)

চারুদত্তঃ—ভবতু, তিষ্ঠতু প্রণয়ঃ।

বসন্তসেনা—(স্বগতম্) চদুরো মধুরো অ অঅং উবণ্ণাসো। ণ জুত্তং অজ্জ এরিসেণ ইধ আঅদাএ মএ পডিবাসিজ্জং। ভেদু, এব্বং দাব ভণিস্সং। (প্রকাশম্) অজ্জ! জই এব্বং অহং অজ্জস্স অণুগ্গেজ্ঝা তা ইচ্ছে অহং ইমং অলঙ্কারঅং অজ্জস্স গেহে ণিক্খিবিদুং। অলঙ্কারস্স ণিমিত্তং এদে পাবা অনুসরন্তি। [চতুরো মধুরশ্চায়মুপন্যাসঃ। ন যুক্তমদ্যেদৃশেনেহাগতয়া ময়া প্রতিবস্তুম্। ভবতু, এবং তাবদ্ভণিষ্যামি। আর্য! যদ্যেবমহমার্যস্যানুগ্রাহ্যা তদিচ্ছাম্যহমিমমলঙ্কারকমার্যস্য গেহে নিক্ষেপ্তুম্। অলঙ্কারস্য নিমিত্তমেতে পাপা অনুসরন্তি।]

চারুদত্তঃ—অযোগ্যমিদং ন্যাসস্য গৃহম্।

বসন্তসেনা—অজ্জ! অলিঅং। পুরিসেসু ণাসা ণিক্খিবিঅন্তি, ণ উণ গেহেসু। [আর্য! অলীকম্। পুরুষেষু ন্যাসা নিক্ষিপ্যন্তে, ন পুনর্গেহেষু।]

চারুদত্তঃ—মৈত্রেয়; গৃহ্যতাময়মলঙ্কারঃ।

বসন্তসেনা—অণুগ্গহীদ ম্হি। [অনুগৃহীতাস্মি]

(ইত্যলঙ্কারমর্পয়তি)

বিদূষকঃ—(গৃহীত্বা) সোত্থি ভোদীএ। [স্বস্তি ভবত্যৈ।]

চারুদত্তঃ—ধিঙ্ মূর্খ! ন্যাসঃ খল্বয়ম্।

বিদূষকঃ—(অপবার্য) জই এব্বং তা চোরেহিং অবহরীঅদু। [যদ্যেবং তদা চোরৈরপহ্রিয়তাম্।]

চারুদত্তঃ—অচিরেণৈব কালেন।

বিদূষকঃ—এসো সে অহ্মাণং বিণ্ণাসো। [এষোঽস্যা অস্মাকং বিন্যাসঃ।]

চারুদত্তঃ—নির্যাতয়িষ্যে।

বসন্তসেনা—অজ্জ! ইচ্ছে অহং ; ইমিনা অজ্জেণ অণুগচ্ছিজ্জন্তী সকং গেহং গন্তুং। [আর্য! ইচ্ছাম্যহমনেনার্যেণানুগম্যমানা। স্বকং গেহং গন্তুম্।]

চারুদত্তঃ—মৈত্রেয়! অনুগচ্ছ তত্রভবতীম্।

বিদূষকঃ—তুমঃ জ্জেব্ব এদং কলহং সগামিণীং অণুগচ্ছন্তো রাঅহংসো বিঅ সোহসি। অহং উণ বহ্মণো তহিং জণেহিং চউপ্পহোবণীদো উবহারো কুক্কুরেহিং বিঅ খজ্জমাণো বিবজ্জিস্সং। [ত্বমেবৈতাং কলহং সগামিণীমনুগচ্ছন্ রাজহংস ইব শোভসে। অহং পুনর্ব্রাহ্মণো যত্র তত্র জনৈশ্চতুষ্পথোপনীত উপহারঃ কুক্কুরৈরিব খাদ্যমানো বিপৎস্যে।]

চারুদত্তঃ—এবং ভবতু। স্বয়মেবানুগচ্ছামি তত্রভবতীম্। তদ্রাজমার্গবিশ্বাসযোগ্যাঃ প্রজ্বাল্যন্তাং প্রদীপিকাঃ।

বিদূষকঃ—বজ্জমাণআ! পজ্জালেহি পদীবিআও। [বর্ধমানক! প্রজ্বালয় প্রদীপিকান্।]

চেটী—(জনান্তিকম্) অলে, তেল্লেণ বিনা পদীবিআও পজ্জালীঅন্তি। [অরে, তৈলেন বিনা প্রদীপিকাঃ প্রজ্বাল্যন্তে।]

বিদূষকঃ—(জনান্তিকম্) হী তাও খু অহ্মাণং পদীবিআও অবমাণিদনিদ্ধণকামুআ বিঅ গণিআ ণিস্সিণেহাও দাণিং সংবুত্তা। [আশ্চর্যম্, তাঃ খল্বস্মাকং প্রদীপিকা অপমানিতনির্ধনকামুকা ইব গণিকা নিঃস্নেহা ইদানীং সংবৃত্তাঃ।]

চারুদত্তঃ—মৈত্রেয়! ভবতু, কৃতং প্রদীপিকাভিঃ।

পশ্য,—

উদয়তি হি শশাঙ্কঃ কামিনীগণ্ডপাণ্ডু-
গ্রহগণপরিবারো রাজমার্গপ্রদীপঃ।
তিমিরনিকরমধ্যে রশ্ময়ো যস্য গৌরাঃ
স্রুতজল ইব পঙ্কে ক্ষীরধারাঃ পতন্তি ॥৫৭॥

(সানুরাগম্) ভবতি বসন্তসেনে! ইদং ভবত্যা গৃহম্। প্রবিশতু ভবতী।

(বসন্তসেনা সানুরাগমবলোকয়ন্তী নিষ্ক্রান্তা।)

চারুদত্তঃ—বয়স্য! গতা বসন্তসেনা, তদেহি। গৃহমেব গচ্ছাবঃ।

রাজমার্গো হি শূন্যোঽয়ং রক্ষিণঃ সঞ্চরন্তি চ।
বঞ্চনা পরিহর্তব্যা বহুদোষা হি শর্বরী ॥৫৮॥

(পরিক্রম্য) ইদং চ সুবর্ণভাণ্ডং রক্ষিতব্যঃ ত্বয়া রাত্রৌ, বর্ধমানকেনাপি দিবা।

বিদূষকঃ—জধা ভবং আণবেদি। [যথা ভবানাজ্ঞাপয়তি]

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

॥ ইতি মৃচ্ছকটিকেঽলঙ্কারন্যাসো নাম প্রথমোঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × × ×

(প্রবিশ্য)

চেটী—অত্তাএ অজ্জআসআসং সন্দেসেণ পেসিদম্হি। তা জাব পবিসিঅ অজ্জআসআসং গচ্ছামি। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) এসা অজ্জআ হিঅএণ কিংপি আলিহন্তী চিট্ঠদি। তা জাব উবসপ্পামি। [মাত্রার্যাসকাশং সন্দেশেন প্রেষিতাস্মি। তদ্যাবৎ প্রবিশ্যার্যাসকাশং গচ্ছামি। এষার্যা হৃদয়েন কিমপ্যালিখন্তী তিষ্ঠতি। তদ্যাবদুপসর্পামি।]

(ততঃ প্রবিশত্যাসনস্থা সোৎকণ্ঠা বসন্তসেনা মদনিকা চ)

বসন্তসেনা—হঞ্জে! তদো তদো? [চেটি! ততস্ততঃ?]

চেটী—অজ্জএ ণ কিংপি মন্তেসি। কিং তদো তদো? [আর্যে! ন কিমপি মন্ত্রয়সি। কিং ততস্ততঃ?]

বসন্তসেনা—কিং মএ ভণিদং? [কিং ময়া ভণিতম্?]

চেটী—তদো তদো ত্তি। [ততস্ততঃ ইতি।]

বসন্তসেনা—(স্রূক্ষেপম্) আং, এব্বং। [আং, এবম্।]

(উপসৃত্য)

প্রথমা চেটী—অজ্জএ! অত্তা আদিসদি—'ণ্হাদা ভবিঅ দেবদাণং পূঅং ণিব্বত্তেহি' ত্তি

আর্যে ! মাতাঽদিশতি—'স্নাতা ভূত্বা দেবতানাং পূজাং নির্বর্তয়' ইতি ।]

বসন্তসেনা—হঞ্জে ! বিণ্ণবেহি অত্তং— 'অজ্জ ণ ন্হাইস্সং । তা বম্হণো জ্জেব্ব পূঅং ণিব্বত্তেদু'ত্তি । [চেটি ! বিজ্ঞাপয় মাতরম্—'অদ্য ন স্নাস্যামি । তদ্ব্রাহ্মণ এব পূজাং নির্বর্তয়তু' ইতি ।]

চেটী—জং অজ্জআ আণবেদি । [যদার্যাজ্ঞাপয়তি ।]

(ইতি নিষ্ক্রান্তা)

মদনিকা—অজ্জএ ! সিণেহো পুচ্ছদি ণ পুরোভাইদা, তা কিং ণেদং ? [আর্যে ! স্নেহঃ পৃচ্ছতি, ন পুরোভাগিতা, তৎ কিং ন্বিদম্ ?]

বসন্তসেনা—মদণিএ ! কেরিসিং মং পেক্খসি ? [মদনিকে ! কীদৃশীং মাং প্রেক্ষসে ?]

মদনিকা—অজ্জাআএ সুণ্ণহিঅঅত্তণেণ জাণামি হিঅঅগদং কংপি অজ্জআ অহিলসদি ত্তি । [আর্যায়াঃ শূন্যহৃদয়ত্বেন জানামি হৃদয়গতং কমপ্যার্যাভিলষতীতি ।]

বসন্তসেনা—সুট্ঠু তুএ জাণিদং । পরহিঅঅগ্গহণপণ্ডিআ মদণিআ খু তুমং । [সুষ্ঠু ত্বয়া জ্ঞাতম্ । পরহৃদয়গ্রহণপণ্ডিতা মদনিকা খলু ত্বম্ ।]

মদনিকা - পিঅং মে পিঅং । কামো খু ণাম এসো ভঅবং । অণুগহিদো মহুসবো তরুণজণস্স । তা কধেদু অজ্জআ, কিং রাআ রাঅবল্লহো বা সেবীঅদি ? [প্রিয়ং মে প্রিয়ম্ । কামঃ খলু নামৈষ ভগবান্ ॥ অনুগৃহিতো মহোৎসবস্তরুণজনস্য । তৎকথয়ত্বার্যা, কিং রাজা রাজবল্লভো বা সেব্যতে ?]

বসন্তসেনা— হঞ্জে ! রমিদুমিচ্ছামি, ণ সেবিদুং । [চেটি ! রন্তুমিচ্ছামি ন সেবিতুম্]

মদমিকা—বিজ্জাবিসেসালংকিদো কিং কো বি বম্হণজুআ কামীঅদি ? [বিদ্যাবিশেষালংকৃতঃ কিঃ কোঽপি ব্রাহ্মণযুবা কাম্যতে ?]

বসন্তসেনা— পূঅণীও মে বম্হণজণো । [পূজণীয়ো মে ব্রাহ্মণজনঃ ।]

মদনিকা—কিং অণেঅণঅরাভিগমণজণিদবিহববিত্থারো বাণিঅজুআ বা কামীঅদি ? [কিমনেকনগরাভিগমনজনিতবিভববিস্তারো বাণিজ্জযুবা বা কাম্যতে ?]

বসন্তসেনা—হঞ্জে ! উবারূঢসিণেহং পি পণইজণং পরিচ্চইঅ দেসন্তরগমণেণ বাণিঅজণো মহন্তং বিওঅজং দুক্খং উপ্পাদেদি । [চেটি ! উপারূঢস্নেহমপি প্রণয়িজনং পরিত্যজ্য দেশান্তরগমনেন বাণিজ্জনো মহদ্বিয়োগজং দুঃখমুৎপাদয়তি ।]

মদনিকা—অজ্জএ ! ণ রাআ, ণ রাঅবল্লহো, ণ বম্হণো ণ বাণিঅজণো, তা কো দাণিং সো ভট্টিদারিআএ কামীঅদি ? [আর্যে ! ন রাজা, ন রাজবল্লভঃ, ন ব্রাহ্মণঃ, ন বাণিজ্জনঃ, তৎ ক ইদাণীং স ভর্তৃদারিকয়া কাম্যতে ?]

বসন্তসেনা— হঞ্জে ! তুমং মএ সহ কামদেবাঅদণুজ্জাণং গদা আসি । [চেটি ! ত্বং ময়া সহ কামদেবায়তনোদ্যানং গতাসীঃ ।]

মদনিকা—অজ্জএ ! গদম্হি । [আর্যে ! গতাস্মি ।]

বসন্তসেনা— তহ বি মং উদাসীণা বিঅ পুচ্ছসি ? [তথাপি মামুদাসীনেব পৃচ্ছসি ?]

মদনিকা - জাণিদং, কিং সো জ্জেব্ব জেণ অজ্জআ সরণাঅদা অব্ভুববণ্ণা ? [জ্ঞাতম্, কিং সএব যেনার্যা শরণাগতাভ্যুপপন্না ?]

বসন্তসেনা - কিং ণামহেত্ত খু সো ? [কিং নামধেয়ঃ খলু সঃ ।]

মদনিকা—সো খু সেট্‌ঠিচত্তরে পডিবসদি। [স খলু শ্রেষ্ঠিচত্বরে প্রতিবসতি !]

বসন্তসেনা—অই ! ণামং সে পুচ্ছিদাসি। [অয়ি ! নামাস্য পৃষ্টাসি।]

মদনিকা—সো খু অজ্জএ ! সুগহীদণামহেও অজ্জাচারুদত্তো ণাম। [স খলু আর্যে ! সুগৃহীতনামধেয় আর্যচারুদত্তো নামো।]

বসন্তসেনা—(সহর্ষম) সাহু মদণিএ ! সাহু। সুট্‌ঠু তুএ জাণিদং। [সাধু মদনিকে ! সাধু। সুষ্ঠু ত্বয়া জ্ঞাতম্‌।]

মদনিকা—(স্বাগতম) এব্বং দাব। (প্রকাশম্‌) অজ্জএ ! দলিদ্দো খু সো সুণীঅদি। [এবং তাবৎ। আর্যে ! দরিদ্রঃ খলু স শ্রূয়তে।]

বসন্তসেনা—অদো জ্জেব কামীঅদি। দলিদ্দপুরিসসংকন্তমণা খু গণিআ লোএ অবঅণীআ ভোদি। [অত এব কাম্যতে। দরিদ্রপুরুষসংক্রান্তমনাঃ খলু গণিকা লোকেঽবচনীয়া ভবতি।]

মদনিকা—অজ্জএ ! কিং হীণকুসুমং সহআরপাদবং মহুঅরীও উণ সেবন্তি ? (আর্যে ! কিং হীনকুসুমং সহকারপাদপং মধুকর্যঃ পুনঃ সেবন্তে।)

বসন্তসেনা—আদো জ্জেব তাও মহুঅরীও বুচ্চন্তি। (অতএব তা মধুকর্যঃ উচ্যন্তে।)

মদনিকা—অজ্জএ ! জই সো মণীসিদো তা কীস দাণিং সহসা ণ অহিসারীঅদি ? (আর্যে, যদি স মনীষিতস্তৎ কিমর্থমিদানীং সহসা নাভিসার্যতে ?)

বসন্তসেনা—হঞ্জে ! সহসা অহিসারিঅন্তো পচ্চুঅআরদুব্বলদাএ, মা দাব, জণো দুল্লহদংসণো পুণো ভবিস্সদি। (চেটি ! সহসাভিসার্যমাণঃ প্রত্যুপকার-দুর্বলতয়া, মা তাবৎ, জনো দুর্লভদর্শনঃ পুনর্ভবিষ্যতি।)

মদনিকা—কিং অদো জ্জেব সো অলংকারও তস্স হত্থে ণিক্‌খিত্তো। (কিমত এব সোঽলঙ্কারতস্য হস্তে নিক্ষিপ্তঃ।)

বসন্তসেনা হঞ্জে ! সুট্‌ঠু দে জাণিনং। (চেটি ! সুষ্ঠু ত্বয়া জ্ঞাতম্‌।)

(নেপথ্যে)

অলে ভট্টা ! দশসুবণ্ণাহ লুদ্ধ জুদকরু পপলীণু পপলীণু। তা গেহ্ন গেহ্ন। চিট্‌ঠ চিট্‌ঠ, দুলাৎপদিট্টো সি। (অরে ভট্টারক ! দশসুবর্ণস্য রুদ্ধো দ্যূতকরঃ প্রপলায়িতঃ প্রপলায়িতঃ। তদ্‌গৃহাণ গৃহাণ। তিষ্ঠ তিষ্ঠ, দূরাৎ প্রদৃষ্টোঽসি।

(প্রবিশ্যাপটীক্ষেপেণ সংভ্রান্তঃ)

সংবাহকঃ—হীমাণহে, কাট্ট এশেজুদিঅলভাবে।

ণববন্ধণমুক্কাএ বিঅ গদ্দহীএ হা তাডিদো ম্হি গদ্দহীএ।
অঙ্গলাঅমুক্কাএ বিঅ শত্তীএ ঘডুক্কো বিঅ ঘাদিদো ম্হি শত্তীএ ॥১॥
লেখঅবাডহিঅঅং শহিঅং দট্‌ঠূণ ঝত্তি পব্ভট্‌ঠে।
এহ্নিং মগ্গণিবডিদে কং ণু খু শলণং পপজ্জে ॥২॥

তা জাব এদে শহিঅজুদিঅলা অন্নদো মং অন্নেশন্তি, তাব হক্কে বিপ্পডীবেহিং পাদেহিং এদং শুন্নদেউলং পবিশিঅ দেবীভবিশ্শং। (আশ্চর্যম, কষ্ট এব দ্যূতকরভাবঃ।)

নববন্ধনমুক্তয়েব গর্দভ্যা হা তাডিতোঽস্মি গর্দভ্যা।
অঙ্গরাজমুক্তয়েব হা শক্ত্যা ঘটোৎকচ ইব ঘাতিতোঽস্মি শক্ত্যা ॥

লেখকব্যাপৃতহৃদয়ং সভিকং দৃষ্ট্বা ঘটিতি প্রভ্রষ্টঃ।
ইদানীং মার্গনিপতিতঃ কং নু খলু শরণং প্রপদ্যে ॥

[তদ্যাবদেতৌ সভিকদ্যূতকরাবন্যতো মামন্বিষ্যতঃ, তাবদহং বিপরীতাভ্যাং পাদাভ্যামেতচ্ছূন্যদেবকুলং প্রবিশ্য দেবী ভবিষ্যামি।]

(বহুবিধং নাট্যং কৃত্বা তথা স্থিতঃ।)

(ততঃ প্রবিশতি মাথুরো দ্যূতকরশ্চ)

মাথুরঃ—অলে ভট্টা ! দশসুবন্নাহ লুদ্ধু জুদকরু পপলীণু পপলীণু। তা গেহ্ণ গেহ্ণ। চিট্ঠ চিট্ঠ। দূরাৎ পদিট্ঠোসি। [অরে ভট্টারক ! দশসুবর্ণস্য রুদ্ধো দ্যূতকরঃ প্রপলায়িতঃ প্রপলায়িতঃ। তদ্গৃহাণ গৃহাণ। তিষ্ঠ তিষ্ঠ, দূরাৎ প্রদৃষ্টোঽসি।]

দ্যূতকরঃ—

জই বজ্জসি পাদালং ইন্দং শলণং চ সম্পদং জাসি।
সহিঅং বজ্জিঅ একং রুদ্দো বিণ রকিখদুং তরই ॥৩॥

[যদি ব্রজসি পাতালমিন্দ্রং শরণং চ সাম্প্রতং যাসি। সভিকং বর্জয়িত্বৈকং রুদ্রোঽপি ন রক্ষিতুং তরতি ॥]

মাথুরঃ—

কহিং কহিং সুসাহিঅবিপ্পলম্ভআ পলাসি লে ভঅপালিবেবিদঙ্গআ।
পদে পদে সমবিসমং খলন্তআ কুলং জসং অইকসণং কলেন্তআ ॥৪॥

কুত্র কুত্র সুসভিকবিপ্রলম্ভক !
পলায়সে রে ভয়পরিবেপিতাঙ্গকে।
পদে পদে সমবিষমং স্খলন্
কুলং যশোঽতিকৃষ্ণং কুর্বন্ ॥]

দ্যূতকরঃ—(পদং বীক্ষ্য) এসো বজ্জদি। ইঅং পণট্টা পদবী। [এষ ব্রজতি। ইয়ং প্রনষ্টা পদবী।]

মাথুরঃ—(আলোক্য, সবিতর্কম্) অলে বিপ্পদীবু পাদু। পডিমাসুন্নং দেউলু। (বিচিন্ত্য) ধুত্তু জুদকরু বিপ্পদীবেহিং পাদেহিং দেউলং পবিট্ঠো। [অরে, বিপ্রতীপৌ পাদৌ। প্রতিমাশূন্যং দেবকুলম্। ধূর্তো দ্যূতকরো বিপ্রতীপাভ্যাং পাদাভ্যাং দেবকুলং প্রবিষ্টঃ।]

দ্যূতকরঃ—তা অণুসরেহ্ম। [ততোঽনুসরাবঃ।]

মাথুরঃ—এব্বং ভোদু। [এবং ভবতু।]

(উভৌ দেবকুলপ্রবেশং নিরূপয়তঃ, দৃষ্ট্বান্যোন্যং সংজ্ঞাপ্য)

দ্যূতকরঃ—কধং কট্ঠময়ী পডিমা ? [কথং কাষ্ঠময়ী প্রতিমা ?]

মাথুরঃ—অলে, ণ হু ণ হু, শৈলপডিমা।

(ইতি বহুবিধং চালয়তি সংজ্ঞাপ্য চ) এব্বং ভোদু। এহি, জুদং কিলেহ্ম।

[অরে, ন খলু ন খলু, শৈলপ্রতিমা। এবং ভবতু। এহি, দ্যূতেন ক্রীড়াবঃ।

(ইতি বহুবিধং দ্যূতং ক্রীড়তি)

সংবাহকঃ—(দ্যূতেচ্ছাবিকারসম্বরণং বহুবিধং কৃত্বা, স্বগতম্) অলে,

কত্তাশদ্দে নিন্নাণঅশ্শ হলই হডকং মনুশ্শশ্শ।
ঢক্কাশদ্দে ঝ ণডাধিবশ্শ পব্ভট্টলজ্জশ্শ ॥৫॥
জাণামি ণ কীলিশ্শং শুমেলুশিহলপধণশণ্ণিহং জুঅং।
তব বি হু কোইলমহুলে কত্তাশদ্দে মণং হলদি ॥৬॥

[অরে, মত্তাশব্দো নির্নাণকস্য হরতি হৃদয়ং মনুষ্যস্য।
ঢক্কাশব্দ ইব নরাধিপস্য প্রভ্রষ্টরাজস্য ॥
জানামি ন ক্রীড়িষ্যামি সুমেরুশিখরপতনসন্নিভং দ্যূতম্।
তথাপি খলু কোকিলমধুরঃ কত্তাশব্দো মনো হরতি ॥]

দ্যূতকরঃ—মম পাঠে, মম পাঠে। [মম পাঠে, মম পাঠে।]

মাথুরঃ—ণ হু ; মম পাঠে মম পাঠে। [ন খলু ; মম পাঠে মম পাঠে।]

সংবাহকঃ—(অন্যতঃ সহসোপসৃত্য) ণং মম পাঠে। [ননু মম পাঠে।]

দ্যূতকরঃ—লদ্ধে গোহে। [লব্ধঃ পুরুষঃ।]

মাথুরঃ—(গৃহীত্বা) অলে পেদণ্ডা! গহীদোসি। পঅচ্ছ তং দশসুবণ্ণং। [অরে, লুপ্তদণ্ড! গৃহীতোঽসি। প্রযচ্ছ তদ্দশসুবর্ণম্।]

সংবাহকঃ—অজ্জ দইশ্শং। [অদ্য দাস্যামি।]

মাথুরঃ—অহুণা পঅচ্ছ। [অধুনা প্রযচ্ছ।]

সংবাহকঃ—দইশ্শং। পশাদং কলেহি। [দাস্যামি। প্রসাদং কুরু।]

মাথুরঃ—অলে, ণং সম্পদং পঅচ্ছ। [অরে, ননু সাম্প্রতং প্রযচ্ছ।]

সংবাহকঃ—শিলু পডদি। [শিরঃ পততি।] (ইতি ভূমৌ পততি)

(উভৌ বহুবিধং তাড়য়তঃ)

মাথুরঃ—এসু তুমং হু জুদিঅরমণ্ডলীএ বদ্ধোসি। [এষ ত্বং খলু দ্যূতকরমণ্ডল্যা বদ্ধোঽসি।]

সংবাহকঃ—(উত্থায়, সবিষাদম্) কধং জুদিঅলমণ্ডলীএ বদ্ধো ম্হি। হী, এশে অম্হাণং জুদিঅলাণং অলঙ্ঘণীএ শমএ। তা কুদো দইশ্শং ? (কথং দ্যূতকরমণ্ডল্যা বদ্ধোঽস্মি। কষ্টম্, এষোঽস্মাকং দ্যূতকরাণামলঙ্ঘনীয়ঃ সময়ঃ। তস্মাৎ কুতো দাস্যামি ?)

মাথুরঃ—অলে, গণ্ডে কুলু কুলু। (অরে, গণ্ডঃ ক্রিয়তাম্ !)

সংবাহকঃ—এব্বং কলেমি। (দ্যূতকরমুপস্পৃশ্য) অদ্ধং তে দেমি, অদ্ধং মে মুঞ্চদু। (এবং করোমি। অর্ধং তুভ্যং দদামি, অর্ধং মে মুঞ্চতু।)

দ্যূতকরঃ—এব্বং ভোদু। (এবং ভবতু।)

সংবাহকঃ—(সভিকমুপগম্য) অদ্ধশ্শ গণ্ডে কলেমি। অদ্ধং পি মে অজ্জো মুঞ্চদু। (অর্ধস্য গণ্ডং করোমি। অর্ধমপি মে আর্যো মুঞ্চতু।)

মাথুরঃ- কো দোসু ? এব্বং ভোদু। (কো দোষঃ ? এবং ভবতু।)

সংবাহকঃ—(প্রকাশম্) অজ্জ। অদ্ধে তুএ মুক্কে। (আর্য ! অর্ধং ত্বয়া মুক্তম্।)

মাথুরঃ—মক্কে। (মুক্তম্।)

সংবাহকঃ—(দ্যূতকরং প্রতি) অদ্ধে তুএ বি মুক্কে। (অর্ধং ত্বয়াপি মুক্তম্।)

দ্যূতকরঃ—মুক্কে ॥ (মুক্তম্।)

সংবাহকঃ—সম্পদং গমিশ্শং। (সাম্প্রতং গমিষ্যামি।)

মাথুরঃ—পঅচ্ছ তং দশসুবণ্ণং, কহিং গচ্ছসি ? (প্রযচ্ছ তং দশসুবর্ণম্। কুত্র গচ্ছসি ?

সংবাহকঃ—পেক্খধ পেক্খধ ভট্টালআ ! হা, সম্পদং ভ্জেব্ব এক্কাহ অদ্ধে গণ্ডে কডে, অবলাহ অদ্ধে মুক্কে। তহবি মং অবলং শম্পদং ভ্জেব্ব মগ্গদি। (প্রেক্ষধবং প্রেক্ষধবং ভট্টারকাঃ ! হা, সাম্প্রতমেব একস্যার্ধে গণ্ডঃ কৃতঃ, অপরস্যার্ধং মুক্তম্। তথাপি মামবলং সাম্প্রতমেব যাচতে।)

মাথুরঃ—(গৃহীত্বা) ধুত্তু ! মাথুরু অহং নিউণু। এত্থ তুএ ণ অহং ধুত্তিজ্জামি। তা পঅচ্ছ তং পেদণ্ডআ ! সব্বং সুবণ্ণং সম্পদং। (ধূর্ত ! মাথুরোঽহং নিপুণঃ। অত্র নাহং ধূর্তেয়ামি। তৎপ্রযচ্ছ তং লুপ্তদণ্ডক, সর্বং সুবর্ণং সাম্প্রতম্।)

সংবাহকঃ—কুদো দইশ্শং ? (কুতো দাস্যামি ?)

মাথুরঃ—পিদরু বিক্কিণিঅ পঅচ্ছ। (পিতরঃ বিক্রীয় প্রযচ্ছ।)

সংবাহকঃ—কুদো মে পিদা ? (কুতো মে পিতা ?)

মাথুরঃ—মাদরু বিক্কিণিঅ পঅচ্ছ। (মাতরং বিক্রীয় প্রযচ্ছ।)

সংবাহকঃ—কুদো মে মাদা ? (কুতো মে মাতা ?)

মাথুরঃ—অপ্পাণং বিক্কিণিঅ পঅচ্ছ। (আত্মানং বিক্রীয় প্রযচ্ছ।)

সংবাহকং—কলেধ পশাদং ণেধ মং লাজমগ্গং। (কুরুত প্রসাদম্। নয়ত মাং রাজমার্গম্।)

মাথুরঃ—পসরু। (প্রসর।)

সংবাহকঃ—এব্বং ভোদু। (পরিক্রামতি) অজ্জা ! কিণিধ ম্মং ইমশ্শ শহিঅশ্শ হত্থাদো দশোহিং শুবণ্ণকেহিং। (দৃষ্ট্বা আকাশে) কিং ভণাধ—'কিং কলইশ্শশি' ত্তি ? গেহে দে কম্মকলে হুবিশ্শং। কধং ? অদইঅ পডিবঅণং গদে ? ভোদু এব্বং ইমং অণ্ণং ভণইশ্শং। (পুনস্তদেব পঠতি) কধং এশে বি মং অবধীলিঅ গদে। হা, অজ্জচালুদত্তশ্স বিহবে বিহডিদে এশে বড্ঢামি মন্দভাএ। (এবং ভবতু। আর্যাঃ ! ক্রীণীধবং মামস্য সভিকস্য হস্তাদ্দশভিঃ সুবর্ণকৈঃ। কিং ভণত—'কিং করিষ্যসি' ইতি ? গেহে তে কর্মকরো ভবিষ্যামি। কথং অদত্বা প্রতিবচনং গতঃ ? ভবত্বেবম্, ইমমন্যং ভণিষ্যামি। কথং এষোঽপি মামবধীর্য গতঃ ? হা, আর্যচারুদত্তস্য বিভবে বিঘটিতে এষ বর্তে মন্দভাগ্যঃ।)

মাথুরঃ—ণং দেহি। (ননু দেহি।)

সংবাহকঃ—কুদো দইশ্শং ? (কুতো দাস্যামি ?)

(ইতি পততি)

(মাথুরঃ কর্ষতি)

সংবাহকঃ—অজ্জা ! পলিপাঅধ পলিত্তাঅধ।

(আর্যাঃ ! পরিত্রায়ধবং পরিত্রায়ধবম্।)

(ততঃ প্রবিশতি দর্দুরকঃ)

দর্দুরকঃ—ভোঃ ! দ্যূতং হি নাম পুরুষস্যাসিংহাসনং রাজ্যম্।

ন গণয়তি পরাভবং কুতশ্চিদ, ধরতি দদাতি চ নিত্যমর্থজাতম্।

নৃপতিরিব নিকামমায়দর্শী বিভববতা সমুপাস্যতে জনেন ॥৭॥

অপি চ,—

দ্রব্যং লব্ধং দ্যুতেনৈব দারা মিত্রং দ্যুতেনৈব।
দত্তং ভুক্তং দ্যুতেনৈব সর্বং নষ্টং দ্যুতেনৈব ॥৮॥

অপি চ,—

ত্রেতাহৃতসর্বস্বঃ পাবরপতনাচ্চ শোষিতশরীরঃ।
নর্দিতদর্শিতমার্গঃ কটেন বিনিপাতিতো যামি ॥৯॥

(অগ্রতোঽবলোক্য) অয়মস্মাকং পূর্বসভিকো মাথুর ইত এবাভিবর্ততে। ভবতু, অপক্রমিতুং ন শক্যতে। তদবগুণ্ঠয়াম্যাত্মানম্। (বহুবিধং নাট্যং কৃত্বা স্থিতঃ, উত্তরীয়ং নিরীক্ষ্য)

অয়ং পটঃ সূত্রদরিদ্রতাং গতো হ্যয়ং পটশ্ছিদ্রশতৈরলংকৃতঃ।
অয়ং পটঃ প্রাবরিতুং ন শক্যতে হ্যয়ং পটঃ সংবৃত এব শোভতে ॥১০॥

অথবা কিময়ং তপস্বী করিষ্যতি? যো হি

পাদেনৈকেন গগনে দ্বিতীয়েন চ ভূতলে।
তিষ্ঠাম্যুল্লম্বিতস্তাবদ্যাবত্তিষ্ঠতি ভাস্করঃ ॥১১॥

মাথুরঃ—দাপয় দাপয়। [দাপয় দাপয়।]

সংবাহকঃ—কুদো দইশ্শং? [কুতো দাস্যামি?]

(মাথুরঃ কর্ষতি)

দর্দুরকঃ—অয়ে, কিমেতদগ্রতঃ? (আকাশে) কিং ভবানাহ 'অয়ং দ্যুতকরঃ সভিকেন খলীক্রিয়তে, ন কশ্চিন্মোচয়তি' ইতি? নন্বয়ং দর্দুরো মোচয়তি। (উপসৃত্য) অন্তরমন্তরম্। (দৃষ্ট্বা) অয়ে, কথং মাথুরো ধূর্তঃ? অয়মপি তপস্বী সংবাহকঃ,—

যঃ স্তব্ধং দিবসান্তমানতশিরা নাস্তে সমুল্লম্বিতো
যস্যোদ্ধর্ষণলোষ্টকৈরপি সদা পৃষ্ঠে ন জাতঃ কিণঃ।
যস্যৈতচ্চ ন কুক্কুরৈরহরহর্জঙ্ঘান্তরং চর্ব্যতে
তস্যাত্যায়তকোমলস্য সততং দ্যুতপ্রসঙ্গেন কিম্? ॥১২॥

ভবতু, মাথুরং তাবৎসান্ত্বয়ামি। (উপগম্য) মাথুর! অভিবাদয়ে।

(মাথুরঃ প্রত্যভিবাদয়তে)

দর্দুরকঃ—কিমেতৎ?

মাথুরঃ—অঅং দশসুবণ্ণং ধালেদি। [অয়ং দশসুবর্ণং ধারয়তি।]

দর্দুরকঃ—ননু কল্যবর্তমেতৎ?

মাথুরঃ—(দর্দুরস্য কক্ষাতললুণ্ঠীকৃতং পটমাকৃষ্য) ভট্টা! পশ্শত পশ্শত। জজ্জর-পডপ্পাবুদো অঅং পুলিসো দশসুবণ্ণং কল্লবত্তং ভণাদি। [ভর্তারঃ! পশ্যত পশ্যত। জর্জরপটপ্রাবৃতোঽয়ং পুরুষো দশসুবর্ণং কল্যবর্তং ভণতি।]

দর্দুরকঃ—অরে মূর্খ! নন্বহং দশসুবর্ণান্ কটকরণেন প্রযচ্ছামি। তৎ কিং যস্যাস্তি ধনং স কিং ক্রোড়ে কৃত্বা দর্শয়তি? অরে,

দুর্বর্ণোঽসি বিনষ্টোঽসি দশস্বর্ণস্য কারণাৎ।
পঞ্চেন্দ্রিয়সমাযুক্তো নরো ব্যাপাদ্যতে ত্বয়া ॥১৩॥

মাথুরঃ—ভট্টা ! তুএ দশসুবণ্ণ কল্লবত্ত। মএ এসু বিহকু। [ভর্তঃ ! তব দশসুবর্ণঃ কল্যবর্তঃ মমৈষ বিভবঃ।]

দর্দুরকঃ—যদ্যেবম্. শ্রূয়তাং তর্হি। অন্যাংস্তাবদ্দশসুবর্ণানস্যৈব প্রযচ্ছ। অয়মপি দ্যূতংশীলয়তু।

মাথুরঃ—তং কিং ভোদু ? [তৎ কিং ভবতু ?]

দর্দুরকঃ—যদি জেষ্যতি তদা দাস্যতি।

মাথুর—অহ ণ জিণাদি ? [অথ ন জয়তি ?]

দর্দুরকঃ—তদা ন দাস্যতি।

মাথুরঃ—অহ ণ জুত্তং জম্পিদং। এব্বং অক্খন্তো তুমং পঅচ্ছ ধুত্তআ ! অহং পি ণাম মাথুরু ধুত্তু জুদং মিত্তা আদংসআমি আগ্নস্স বি অহং ণ বিভেমি। ধুত্তা ! খণ্ডিঅবুত্তোসি তুমং। [অথ ন যুক্তং জল্পিতুম। এবমাচক্ষাণস্ত্বং প্রযচ্ছ ধূর্তক ! অহমপি নাম মাথুরো ধূর্তো দ্যূতং মিথ্যা দর্শয়ামি ! অন্যস্মাদপ্যহং ন বিভেমি। ধূর্ত ! খণ্ডিতবৃত্তোঽসি ত্বম্।]

দর্দুরকঃ—অরে, কঃ খণ্ডিতবৃত্তঃ ?

মাথুরঃ—তুমং হু খণ্ডিঅবুত্তো। [ত্বং খলু খণ্ডিতবৃত্তঃ।]

দর্দুরকঃ—পিতা তে খণ্ডিতবৃত্তঃ ! (সংবাহকস্যাপক্রমিতুং সংজ্ঞাং দদাতি।)

মাথুরঃ—গোসাবিআপুত্তা ! ণং এব্বং জ্জেব জুদং তুএ সেবিদং ? বেশ্যাপুত্র ! নন্বেবমেব দ্যূতং ত্বয়া সেবিতম্ ?]

দর্দুরকঃ—ময়ৈবং দ্যূতমাসেবিতম্।

মাথুরঃ—অলে সংবাহআ ! পঅচ্ছ তং দশসুবণ্ণং। [অরে সংবাহক ! প্রযচ্ছ তদ্দশসুবর্ণম্।]

সংবাহকঃ—অজ্জ দইশ্শং, দাব দইশ্শং। [অদ্য দাস্যামি, তাবদ্দাস্যামি।]

(মাথুরঃ কর্ষতি)

দর্দুরক—মূর্খ ! পরোক্ষে খলীকর্তুং শক্যতে, ন মমাগ্রতঃ খলীকর্তুম্।

(মাথুরঃ সংবাহকমাকৃষ্য ঘোণায়াং মুষ্টিপ্রহারং দদাতি, সংবাহকঃ সশোণিতং মূর্চ্ছাং নাটয়ন্ ভূমৌ পততি, দর্দুরক উপসৃত্যান্তরয়তি ; মাথুরো দর্দুরকং তাড়য়তি ; দর্দুরকো বিপ্রতীপং তাড়য়তি)

মাথুরঃ—অলে অলে দুট্ঠ ছিণ্ণালিআপুত্তঅ ! ফলং পি পাবিহসি। [অরে অরে দুষ্ট পুংশ্চলীপুত্রক ! ফলমপি প্রাপ্স্যসি]

দর্দুরকঃ—অরে মূর্খ ! অহং ত্বয়া মার্গগত এব তাড়িতঃ। শ্বো যদি রাজকুলে তাড়য়িষ্যসি, তদা দ্রক্ষ্যসি।

মাথুরঃ—এসু পেক্খিস্সং। [এষ প্রেক্ষিষ্যে]

দর্দুরকঃ—কথং দ্রক্ষ্যসি ?

মাথুরঃ—(প্রসার্য চক্ষুষী) এব্বং পেক্খিস্সং। [এবং প্রেক্ষিষ্যে]

(দর্দুরকো মাথুরস্য পাংশুনা চক্ষুষী পূরয়িত্বা সংবাহকস্যাপক্রমিতুং সংজ্ঞাং দদাতি ; মাথুরোঽক্ষিণী নিগৃহ্য ভূমৌ পততি, সংবাহকোঽপক্রামতি)

দর্দুরকঃ—(স্বগতম্) প্রধানসভিকো মাথুরো ময়া বিরোধিতঃ। তন্নাত্র যুজ্যতে স্থাতুম্। কথিতং চ মম প্রিয়বয়স্যেন শর্বিলকেন, যথা কিল 'আর্যকনামা

গোপালদারকঃ সিদ্ধাদেশেন সমাদিষ্টো রাজা ভবিষ্যতি' ইতি। সর্বশ্চাস্মদ্বিধো জনস্তমনুসরতি। তদহমপি তৎসমীপমেব গচ্ছামি। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

সংবাহকঃ—(সত্রাসং পরিক্রম্য, দৃষ্ট্বা) এশে কশ্শ বি অণপাবুদপকখদুয়ালকে গুহে ॥ তা এত্থ পাবিশিশ্শং। (প্রবেশং রূপয়িত্বা, বসন্তসেনামালোক্য) অজ্জে! শলণাগদে ম্হি।] এতৎকস্যাপ্যনপাবৃতপক্ষদ্বারকং গেহম্। তদত্র প্রবিশামি। আর্যে! শরণাগতোঽস্মি]

বসন্তসেনা—অভঅং সরণাগদস্স। হঞ্জে! ঢক্কেহি পকখদুআরঅং। [অভয়ং সরণাগতস্য। চেটি! পিধেহি পক্ষদ্বারকম্]

(চেটী তথা করোতি)

বসন্তসেনা—কুদো দে ভঅং? [কুতস্তে ভয়ম্?]

সংবাহকঃ—অজ্জে! ধণিকাদো। [আর্যে! ধনিকাৎ।]

বসন্তসেনা—হঞ্জে! সম্পদং অবাবুণু পকখদুআরঅ। [চেটী! সাম্প্রতমপাবৃণু পক্ষদ্বারকম্।]

সংবাহকঃ—(আত্মগতম্) কধং ধণিকাদো তুলিদং শে ভঅকালণং? শুট্ঠু খু এশ্বং বুচ্চদি,—

জে অত্তবলং জাণিঅ ভালং তুলিদং বহেই মাণুশে।
তাহং খলণং ণ জায়দি ণ অ কন্তালগডে বিবজ্জদি ॥১৪॥

এত্থ লকখিদম্হি। [কথং ধনিকাত্তুলিতমস্যা ভয়কারণম্? সুষ্ঠু খল্বেবমুচ্যতে,—

য আত্মবলং জ্ঞাত্বা ভারং তুলিতং বহতি মনুষ্যঃ।
তস্য স্খলনং ন জায়তে ন চ কান্তারগতো বিপদ্যতে ॥

অত্র লক্ষিতোঽস্মি]

মাথুরঃ—(অক্ষিণী প্রমৃজ্য, দ্যূতকরং প্রতি) অলে, দেহি দেহি। [অরে, দেহি দেহি।]

দ্যূতকরঃ—ভট্টা! জাবদেব অম্হে দদ্দুরেণ কলহায়িদা তাবদেব সো গোহো অবক্কন্তো। [ভর্তঃ! যাবদেব বয়ং দর্দুরেণ কলহায়িতাস্তাবদেব স পুরুষোঽপক্রান্তঃ।

মাথুরঃ—তস্স জুদকলস্স মুট্ঠিপহালেণ ণাসিকা ভগ্গা আসি। তা এহি, রুহিরপহং অণুসরেম। [তস্য দ্যূতকরস্য মুষ্টিপ্রহারেণ নাসিকা ভগ্নাসীৎ। তদেহি, রুধিরপথমনুসরাবঃ।]

(অনুসৃত্য)

দ্যূতকরঃ—ভট্টা! বসন্তসেণাগেহং পাবিট্ঠো সো। [ভর্তঃ! বসন্তসেনাগৃহং প্রবিষ্টঃ সঃ।]

মাথুরঃ—ভুদাইং সুবণ্ণাইং। (ভূতানি সুবর্ণানি।]

দ্যূতকরঃ—লাঅউলং গদুঅ ণিবেদেম্হ। [রাজকুলং গত্বা নিবেদয়াবঃ।]

মাথুরঃ—এসো ধুত্তো অদো ণিক্কমিঅ অন্নত্ত গমিস্সদি। তা উঅরোধেণেব্ব গেহ্ণেম্হ। [এষ ধূর্তোঽিতো নিষ্ক্রম্যান্যত্র গমিষ্যতি। তদুপরোধেনৈব গৃহ্ণীবঃ।]

(বসন্তসেনা মদনিকায়াঃ সংজ্ঞাং দদাতি)

মদনিকা—কুদো অজ্জো? কো বা অজ্জো? কস্স বা অজ্জো? কিং বা বিত্তিং অজ্জো উবজীঅদি? কুদো বা ভঅং। [কুত আর্যঃ? কো বার্যঃ। কস্য বার্যঃ? কাং বা বৃত্তিমার্য উপজীবতি? কুতো বা ভয়ম্?]

সংবাহকঃ—শূণাদু অজ্জআ। অজ্জএ! পাডলিউত্তে মে জম্মভূমি। গহবইদালকে হগে। সংবাহঅশ্শ বিত্তিং উবজীআমি! [শৃণোত্বার্যা। আর্যে! পাটলিপুত্রং মে জন্মভূমিঃ। গৃহপতিদারকোঽহম্। সংবাহকস্য বৃত্তিমুপজীবামি।]

বসন্তসেনা—সুউমারা খু কলা সিক্খিদা অজ্জেণ। [সুকুমারা খলু কলা শিক্ষিতার্যেণ]

সংবাহকঃ—অজ্জএ! কলেত্তি শিক্খিদা, আজীবিআ দাণিং সম্বুত্তা। [আর্যে! কলেতি শিক্ষিতা, আজীবিকেদানীং সংবৃত্তা।]

চেটী—অদিণিব্বিন্নং অজ্জেণ পতিবঅণং দিন্নং তদো তদো? [অতিনির্বিণ্ণমার্যেণ প্রতিবচনং দত্তম্। ততস্ততঃ?]

সংবাহকঃ—তদো অজ্জএ! এশে ণিজগেহে আহিণ্ডকাণং মুহাদো শুণিঅ অপুব্বদেশদংশণকুদূহলেণ ইহ আগদে। ইহ বি মএ পবিশিঅ উজ্জইণিং একে অজ্জে শুশ্শূশিদে। জে তালিশে পিঅদংশণে পিঅবাদী, দইঅ ণ কিত্তেদি, অবকিদং বিশূমলেদি। কিং বহুণা পলন্তেণ। দক্খিণদাএ পলকেলঅং বিঅ অত্তাণঅং অবগচ্ছদি, শলণাগঅবচ্ছলে অ। [তত আর্যে! এষ নিজগৃহে আহিণ্ডকানাং মুখাচ্ছ্রুত্বাঽপূর্বদেশদর্শনকুতূহলেনেহাগতঃ। ইহাপি ময়া প্রবিশ্যোজ্জয়িনীমেক আর্যঃ শুশ্রূষিতঃ। যস্তাদৃশঃ প্রিয়দর্শনঃ প্রিয়বাদী, দত্ত্বা ন কীর্তয়তি, অপকৃতং বিস্মরতি। কিং বহুনা প্রলপিতেন। দক্ষিণতয়া পরকীয়মিবাত্মানমবগচ্ছতি, শরণাগতবৎসলশ্চ।]

চেটী—কো দাণিং অজ্জআএ মণোরহাহুত্তস্স গুণাইং চোরিঅ উজ্জইনিং অলঙ্করেদি? [ক ইদানীমার্যায়া মনোরথাভিমুখস্য গুণাংশ্চোরয়িত্বোজ্জয়িনীমলং করোতি?]

বসন্তসেনা—সাহু হঞ্জে! সাহু; মএ বি এব্বং জ্জেব্ব হিঅএণ মন্তিদং। [সাধু চেটি! সাধু; ময়াপ্যেবমেব হৃদয়েন মন্ত্রিতম্।]

চেটী—অজ্জ! তদো তদো? [আর্য! ততস্ততঃ?]

সংবাহকঃ—অজ্জএ! শে দাণিং অণুক্কোশকিদেহিং পদাণেহিং...। [আর্যে! ইদানীমনুক্রোশকৃতৈঃ প্রদানৈঃ···।]

বসন্তসেনা—কিং উবরদবিহবো সংবুত্তো? [কিমুপরতবিভবঃ সংবৃত্তঃ?]

সংবাহকঃ—অণাচক্খিদে জ্জেব্ব কধং অজ্জআএ বিন্নাদং? [অনাখ্যাতমেব কথমার্যয়া বিজ্ঞাতম্?]

বসন্তসেনা—কিং এত্থ জাণীঅদি? দুল্লহা গুণা বিহবা অ। অপেএসু তডাএসু বহুদরং উদঅং ভোদি। [কিমত্র জ্ঞাতব্যম্? দুর্লভা গুণা বিভবাশ্চ। অপেয়েষু তড়াগেষু বহুতরমুদকং ভবতি।]

চেটী—অজ্জ! কিং ণামধেও খু সো? (আর্য! কিং নামধেয়ঃ খলু সঃ?)

সংবাহকঃ—অজ্জে! কে দাণিং তশ্শ ভূদলমিঅংকশ্শ ণামং ণ জাণাদি। শো খু শেট্ঠিচত্তলে পডিবশাদি। শলাহণিজ্জণামধেএ অজ্জ চালুদত্তে ণাম। (আর্যে! ক ইদানীং তস্য ভূতলমৃগাঙ্কস্য নাম ন জানাতি। স খলু শ্রেষ্ঠিচত্বরে প্রতিবসতি। শ্লাঘনীয়নামধেয় আর্যচারুদত্তো নাম।)

বসন্তসেনা—(সহর্ষমাসনাদবতীর্য) অজ্জস্স অত্তণকেরকং এদং গেহং? হঞ্জে। দেহি সে আসণং। তালবেণ্টঅং গেহ্ন। পরিস্সমো অজ্জস্স বাধেদি। (আর্য-

স্যাত্মীয়মেতদ্গেহম্। চেটি! দেহ্যস্যাসনম্। তালবৃন্তকং গৃহাণ। পরিশ্রম আর্যস্য বাধতে।)

(চেটী তথা করোতি)

সংবাহকঃ—(স্বগতম্) কধং অজ্জচালুদত্তস্স ণমেশংকিত্তণেণ ঈদিশে মে আদলে। শাহু অজ্জচালুদত্তো! শাহু, পুহবীএ তুমং এক্কে জীবশি; শেষে উণ শশদি। (ইতি পাদয়োর্নিপত্য) ভোদু অজ্জএ! ভোদু; আশণে নিশীদদু অজ্জআ। (কথমার্যচারুদত্তস্য নামসংকীর্তনেনেদৃশো ম আদরঃ? সাধু আর্যচারুদত্ত! সাধু পৃথিব্যাং ত্বমেকো জীবসি। শেষঃ পুনর্জনঃ শ্বসিতি। ভবত্বার্যে! ভবত্বার্যে! ভবতু; আসনে নিষীদত্বার্যা।)

বসন্তসেনা—(আসনে সমুপবিশ্য) অজ্জ! কুদো সে ধণিও? (আর্য! কুতঃ স ধনিকঃ?)

সংবাহকঃ— শক্কাল ধণে খু শজ্জণে কাহ ণ হোই চলাচলে ধণে।
জে পূইদুং পি ণ জাণাদি শে পূআবিশেশং পি জাণাদি ॥১৫॥
(সৎকার ধনঃ সজ্জনঃ কস্য ন ভবতি চলাচলং ধনম্।
যঃ পূজয়িতুমপি ন জানাতি স পূজাবিশেষমপি জানাতি ॥)

বসন্তসেনা—তদো তদো? (ততস্ততঃ?)

সংবাহকঃ—তদো তেণ অজ্জেণ শবিত্তী পলিচালকে কিদো ম্হি। চালিত্তাবশেশে অ তস্সিং জুদোবজীবী ম্হি শংবুত্তে। তদো ভাঅধেঅবিশমদাএ দশশুবণ্ণঅং জুদে হালিদ। (ততস্তেনার্যেণ সবৃত্তিঃ পরিচারকঃ কৃতোঽস্মি। চারিত্র্যাবশেষে চ তস্মিন্দ্যূতোপজীব্যস্মি সংবৃত্তঃ। ততো ভাগধেয়বিষমতয়া দশসুবর্ণং দ্যূতে হারিতম্।)

মাথুরঃ—উচ্ছাদিদো ম্হি, মুসিদো ম্হি। (উৎসাহিতোস্মি, মুষিতোঽস্মি।)

সংবাহকঃ—এদে দে শহিঅজুদিঅলাং মং অণুশন্ধেঅতি। শম্পদং শুণিঅ অজ্জআ পমাণং। (এতৌ তৌ সভিকদ্যূতকরৌ মামনুসন্ধত্তঃ। সাম্প্রতং শ্রুত্বার্যা প্রমাণম্।)

বসন্তসেনা—মদণিএ! বাসপাদববিসংঠুলদাএ পক্খিণো ইদো তদো বি আহিণ্ডতি। হঞ্জে! তা গচ্ছ। এদাণং সহিঅজুদিরাণং, অঅং অজ্জো ত্তেব পডিবাদেত্তি, ইমং হত্থাভরণঅং তুমং দেহি। (মদনিকে, বাসপাদপবিসংষ্ঠুলতয়া পক্ষিণ ইতস্ততোঽপ্যাহিণ্ডন্তে। চেটি! তদগচ্ছ। এতয়োঃ সভিকদ্যূতকরয়োঃ, অয়মার্য এব প্রতিপাদয়তীতি, ইদং হস্তাভরণং ত্বং দেহি।) (ইতি হস্তাৎ কটকমাকৃষ্য চেট্যাঃ প্রযচ্ছতি।)

চেটী—(গৃহীত্বা) জং অজ্জআ আণবেদি। (যদার্যাজ্ঞাপয়তি।) (ইতি নিষ্ক্রান্তা)

মাথুরঃ—উচ্ছাদিদো ম্হি, মুসিদো ম্হি। (উৎসাদিতোঽস্মি, মুসিতোঽস্মি।)

চেটী—জধা পদে উদ্ধং পেক্খন্তি, দীহং ণীসসন্তি, বিসূরঅন্তি অহিলহন্তি অ দুআরণিহিদলোঅণা, তধা তক্কেমি, এদে দে সহিঅজুদিঅরা হুবিস্সন্তি। (উপগম্য) অজ্জ! বন্দামি। (যথৈতাবূর্ধ্বং প্রেক্ষেতে, দীর্ঘং নিশ্বসতঃ বিচারয়ত অভিলপতশ্চ দ্বারনিহিতলোচনৌ, তথা তর্কয়ামি, এতৌ তৌ সভিকদ্যূতকরৌ ভবিষ্যতঃ। আর্য! বন্দে।)

মাথুরঃ—সুহং তুএ হোদু। (সুখং তব ভবতু।)

চেটী—অজ্জ! কদমো তুম্হাণাং সহিও? (আর্য! কতরো যুবয়োঃ সভিকঃ?)

মাথুরঃ— কস্স তুহুং তণুমজ্ঝে অহরেণ রদদট্ঠদুম্বিণীদেণ।
জম্পসি মণোহলবঅণং আলোঅন্তী কডক্খেণ ॥১৬॥
ণত্থি মম বিহবো, অণ্ণত্ত ধব্জ।
(কস্য ত্বং তনুমধ্যে অধরেণ রতদন্তদুর্বিনীতেন।
জল্পসি মনোহরবচনমালোকয়ন্তী কটাক্ষেণ ॥
নাস্তি মম বিভবঃ, অন্যত্র ব্রজ।)

চেটী—জই ঈদিসাইং ণং মন্তেসি, তা ণ হোসি জুদিঅরো। অত্থি কো বি তুমাণং ধারও? (যদীদৃশানি ননু মন্ত্রয়সি, তদ ন ভবসি দ্যূতকরঃ। অস্তি কোঽপি যুষ্মাকং ধারকঃ?)

মাথুরঃ—অত্থি, দশসুবণ্ণং ধালেদি। কি তস্স? (অস্তি, দশসুবর্ণং ধারয়তি। কিং তস্য?)

চেটী—তস্স কারণাদো অজ্জআইমং হত্থাভরণং পডিবাদেদি। ণহি ণহি, সো জ্জেব পডিবাদেদি। (তস্য কারণাদার্যেদং হস্তাভরণং প্রতিপাদয়তি। নহি নহি, স এব প্রতিপাদয়তি।)

মাথুরঃ—(সহর্ষং গৃহীত্বা) অলে, ভণেশি তুং কুলপুত্তং—'ভুদং তুএ গণ্ডু। আঅচ্ছ, পুণো জুদং রমহ'। (অরে, ভণসি তং কুলপুত্রম্—ভুতস্তব গণ্ডঃ। আগচ্ছ পুনর্দ্যূতং রমস্ব'।)

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

চেটী—(বসন্তসেনামুপসৃত্য) অজ্জএ! পডিতুট্ঠা গদা সহিঅজুদিঅরা। (আর্যে! পরিতুষ্টৌ গতৌ সভিকদ্যূতকরৌ।)

বসন্তসেনা—তা গচ্ছদু অজ্জ বন্ধুঅণো সমস্সসদু। (তদ্গচ্ছতু অদ্য বন্ধুজনঃ সমাশ্বসিতু।)

সংবাহকঃ—অজ্জএ! জই এব্বং তা ইঅং কলা পলিঅণহত্থগদা কলীঅদু। (আর্যে! যদ্যেবং তদিয়ং কলা পরিজনহস্তগতা ক্রিয়তাম্।)

বসন্তসেনা—অজ্জ! জস্স কারণাদো ইঅং কলা সিক্খীআদি, সো জ্জেব অজ্জেণ সুস্সূসিদপুব্বো সুস্সূসিদব্বো। (আর্য! যস্য কারণাদিয়ং কলা শিক্ষ্যতে, স এবার্যেণ শুশ্রূষিতপূর্বঃ শুশ্রূষিতব্যঃ।)

সংবাহকঃ—(স্বগতম্) অজ্জআএ ণিউঅং পচ্চাদিট্ঠো ম্হি। কধং পচ্চুবকলিশ্শং। (প্রকাশম্) অজ্জএ! অহং এদিণা জুদিঅলাবমাণেণ শক্কশমণকে হুবিশ্শং। তা শংবাহকে জুদিঅলে শক্কশমণকে শম্বুত্তেতি শুমলিদব্বা অজ্জআএ এদে অক্খলু। (আর্য়া নিপুণং প্রত্যাদিষ্টোঽস্মি। কথং প্রত্যুপকরিষ্যে? আর্যে! অহমেতেন দ্যূতকরাপমানেন শাক্যশ্রমণকো ভবিষ্যামি। তৎ সংবাহকো দ্যূতকরঃ শাক্যশ্রণকঃ সংবৃত্ত ইতি স্মর্তব্যান্যার্যয়ৈতান্যক্ষরাণি।)

বসন্তসেনা—অজ্জ! অলং সাহসেণ। (আর্য! অলং সাহসেন।)

সংবাহকঃ—অজ্জএ! কলে ণিচ্চএ, (ইতি পরিক্রম্য)।

জ্নেণ তং কদং মে জং বীহুখং জণশ্শ শব্বশ্শ ।
এণহিং পাঅডশীশে ণলিন্দমগ্গেণ বিহলিশ্শং ॥১৭॥

(আর্যে ! কুতো নিশ্চয়ঃ,
দ্যুতেন তৎকৃতং মে যদ্বিহস্তং জনস্য সর্বস্য ।
ইদাণীং প্রকটশীর্ষো নরেন্দ্রমার্গেণ বিহরিষ্যামি ॥

(নেপথ্যে কলকলঃ)

সংবাহকঃ—(আকর্ণ্য) অলে, কিং ণ্নেদং ? (আকাশে) কিং ভণাধ—'এশে খু বশন্তশেণআএ খুণ্টমোডকে ণাম দুট্ঠহত্থী বিঅলেদি' ত্তি ? অহো, অজ্জআএ গন্ধগঅং পেক্খিশ্শং গদুঅ । অহবা কিং মম এদিণা ? জধাববশিদং অণুচিট্ঠিশ্শং । (অরে, কিং স্বিদম্ ? কিং ভণত—'এষ খলু বসন্তসেনায়াঃ খুণ্টমোডকো নাম দুষ্টহস্তী বিচরতি' ইতি ? অহো, আর্যায়া গন্ধগজং প্রেক্ষিষ্যে গত্বা । অথবা কিং মমৈতেন ? যথাব্যবসিতমনুষ্ঠাস্যামি ।) (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

(ততঃ প্রবিশত্যপটীক্ষেপেণ প্রহৃষ্টো বিকটোজ্জ্বলবেষঃ কর্ণপূরকঃ)

কর্ণপূরকঃ—কহিং কহিং অজ্জআ ? (কুত্র কুত্রার্যা ?)

চেটী—দুম্মণুস্স কিং তে উব্বেঅকালণং, জং অগ্গদো বট্ঠিদং অজ্জঅং ণ পেক্খসি । (দুর্মনুষ্য ! কিং ত উদ্বেগকারণম্ ! যদগ্রতোঽবস্থিতামার্যাং ন প্রেক্ষসে ।)

কর্ণপূরকঃ—(দৃষ্ট্বা) অজ্জএ ! বন্দামি । (আর্যে ! বন্দে ।)

বসন্তসেনা—কণ্ণউরঅ পরিতুট্টমুহো লক্খীঅসি । তা কিং ণ্নেদং ? (কর্ণপূরক ! পরিতুষ্টমুখো লক্ষ্যসে । তৎ কি স্বিদম্ ?)

কর্ণপূরকঃ—(সবিস্ময়ম্) অজ্জএ ! বঞ্চিদাসি, জাএ অজ্জ কণ্ণউরঅস্স পরক্কমো ণ দিট্ঠো । (আর্যে ! বঞ্চিতাসি, যয়াদ্য কর্ণপূরকস্য পরাক্রমো ন দৃষ্টঃ ।)

বসন্তসেনা—কণ্ণউরঅ ! কিং কিং ? (কর্ণপূরক ! কিং কিম্ ?)

কর্ণপূরকঃ—সুণাদু অজ্জআ জো সো অজ্জআএ খুণ্টমোডত্ত ণাম দুট্ঠহত্থী, সো আলাণখম্ভং ভঞ্জিঅ মহমেত্থং বাবাদিঅ মহন্তং সংখোহং করন্তো রাঅমগ্গং ওদিণ্ণো । তদো এত্থন্তরে উগ্ঘুট্টং জণেণ—

অবণেধ বালঅজণং তুরিদং আরুহধ রুক্খপাসাদং ।
কিং ণ হু পেক্খধ পুরদো দুট্টো হত্থী ইদো এদি ॥১৮॥

অবি অ,—

বিচলই ণেউরজুঅলং ছিজ্জন্তি অ মেহলা মণিক্খইআ ।
বলআ অ সুন্দরদরা রঅণংকুরজালপডিবদ্ধা ॥১৯॥

তদো তেণ দুট্ঠহত্থিণা কলচরণদণেহিং ফুল্লণলিণিং বিঅ ণঅরিং উজ্জইণিং অবগাহমাণেণ সমাসাদিদো পরিব্বাজও । তচ্চ পরিব্ভট্টদণ্ডকুণ্ডিআভাঅণং সীঅরেহিং সিঞ্চিঅ দন্তন্তরে ক্খিত্তং পেক্খিঅ পুণো বি উগ্ঘুট্টং জণেণ - 'হা পরিব্বাজও বাবাদীঅদি' ত্তি । (শৃণোত্বার্যা । যঃ স আর্যায়াঃ খুণ্টমোটকো নাম দুষ্টহস্তী স আলানস্তম্ভং ভঙ্ক্ত্বা মহামাত্রং ব্যাপাদ্য মহান্তং সংক্ষোভং কুর্বন্ রাজমার্গমবতীর্ণঃ । ততোঽত্রান্তরে উদ্ঘুষ্টং জনেন—

অপনয়ত বালকজনং ত্বরিতমারোহত বৃক্ষপ্রাসাদম্ ।
কিং ন খলু প্রেক্ষধবং পুরতো দুষ্টো হস্তীইত এতি ॥

অপি চ,—

বিচলতি নূপুরযুগলং ছিদ্যন্তে চ মেখলা মণিখচিতাঃ।
বলয়াশ্চ সুন্দরতরা রত্নাঙ্কুরজালপ্রতিবদ্ধাঃ ॥

ততস্তেন দুষ্টহস্তিনা করচরণরদনৈঃ ফুল্লনলিনীমিব নগরীমুজ্জয়িনীমবগাহমানেন সমাসাদিতঃ পরিব্রাজকঃ। তং চ পরিভ্রষ্টদণ্ডকুণ্ডিকাভাজনং শীকরৈঃ সিক্ত্বা দন্তান্তরে ক্ষিপ্তং প্রেক্ষ্য পুনরপ্যুদ্ঘুষ্টং জনেন—'হা, পরিব্রাজকো ব্যাপাদ্যতে' ইতি]

বসন্তসেনা—(সসম্ভ্রমম্) অহো পমাদো, অহো পমাদো। [অহো প্রমাদঃ, অহো প্রমাদঃ]

কর্ণপূরকঃ—অলং সম্ভমেণ ; সুণাদু দাব অজ্জআ। তদো বিচ্ছিন্নবিসংঠুলসিঙ্খলাকলাবঅং উব্বহন্তং দন্তন্তরপরিগ্গহিদং পরিব্বাজঅং উব্বহন্তং তং পেক্খিঅ কণ্ণউরএণ মএ, ণহি ণহি, অজ্জআএ অণ্ণপিণ্ডউট্টেণ দাসেন, বামচলণেণ জূদলেক্খঅং উগ্ঘুসিঅ তুরিদং আবণাদো লোহদণ্ডং গেহ্নিঅ আআরিদো সো দুট্ঠহত্থী। [অলং সম্ভ্রমেণ ; শৃণোতু তাবদার্যা। ততো বিচ্ছিন্নবিসংষ্ঠুলশৃঙ্খলাকলাপমুদ্বহন্তং দন্তান্তরপরিগৃহীতং পরিব্রাজকমুদ্বহন্তং তং প্রেক্ষ্য কর্ণপূরকেণ ময়া—নহি নহি, আর্যায়া অন্নপিণ্ডপুষ্টেন দাসেন, বামচরণেন দ্যূতলেখকং উদ্ধুষ্যোদ্ধুষ্য ত্বরিতমাপণাল্লোহদণ্ডং গৃহীত্বাকারিতঃ স দুষ্টহস্তী]

বসন্তসেনা—তদো তদো ? (ততস্ততঃ ?)

কর্ণপূরকঃ— আহণিঊণ সরোসং তং হত্থিং বিঞ্ঝ সৈলসিহরাভং !
মো আবিত্ত মএ সো দন্তন্তরসংঠিত্ত পরিব্বাজও ॥২০॥
(আহত্য সরোষং তং হস্তিনং বিন্ধ্যশৈলশিখরাভম্।
মোচিতো ময়া স দন্তান্তরসংস্থিতঃ পরিব্রাজকঃ ॥)

বসন্তসেনা—সুট্ঠু দে কিদং ; তদো তদো ? (সুষ্ঠু ত্বয়া কৃতম্ ; ততস্ততঃ ?)

কর্ণপূরকঃ—তদো অজ্জএ ! 'সাহু রে কণ্ণউরঅ ! সাহু' ত্তি এত্তিঅমেত্তং ভণন্তী, বিসমভরক্কন্তা বিঅ ণাবা, একদো পল্হত্থা সঅলা উজ্জইণী আসি। তদো অজ্জএ ! এক্কেণ সুণ্ণাইং আহরট্ঠাণাইং পরামুসিঅ উদ্ধং পেক্খিঅ দীহং ণীসসিঅ অঅং পাবারও মম উবরি ক্খিত্তো। (তত আর্যে ! 'সাধু রে কর্ণপূরক ! সাধু' ইত্যেতাবন্মাত্রং ভণন্তী, বিষমভরাক্রান্তা ইব নৌঃ একতঃ পর্যস্তা সকলোজ্জয়িন্যাসীৎ। তত আর্যে। একেন শূন্যান্যাভরণস্থানানি পরামৃশ্য ঊর্ধ্বং প্রেক্ষ্য দীর্ঘং নিঃশ্বস্যায়ং প্রাবারকো মমোপরি ক্ষিপ্তঃ।)

বসন্তসেনা—কণ্ণউরঅ ! জাণীহি দাব কিং এসো জাদীকুসুমবাসিদো পাবারও ন বেত্তি। (কর্ণপূরক ! জানীহি তাবৎকিমেষ জাতীকুসুমবাসিতঃ প্রাবারকো ন বেতি)

কর্ণপূরকঃ—অজ্জএ ! মদগন্ধেণ সুট্ঠু তং গন্ধং ণ জাণামি। (আর্যে ! মদগন্ধেন সুষ্ঠু তং গন্ধং ন জানামি)

বসন্তসেনা—ণামং পি দাব পেক্খ। (নামাপি তাবৎপ্রেক্ষস্ব)

কর্ণপূরকঃ—ইমং ণামং, অজ্জআ এব্ব বাএদু। (ইদং নাম, আর্যৈব বাচয়তু)। (ইতি প্রাবারকমুপনয়তি)

বসন্তসেনা—অজ্জ চারুদত্তস্স। (আর্য চারুদত্তস্য) (ইতি বাচয়িত্বা সস্পৃহং গৃহীত্বা প্রাবৃণোতি)

চেটী—কণ্ণউরঅ! সোহদি অজ্জআএ পাবারও। (কর্ণপূরক! শোভত আর্যায়াঃ প্রাবারকঃ)

কর্ণপূরকঃ—আং সোহদি অজ্জআএ পাবারও। (আং শোভত আর্যায়াঃ প্রাবারকঃ)

বসন্তসেনা—কণ্ণউরঅ! ইদং দে পারিতোসিঅং। (কর্ণপূরক! ইদং তে পারিতোষিকম্) (ইত্যাভরণং প্রযচ্ছতি)

কর্ণপূরকঃ—(শিরসা গৃহীত্বা প্রণম্য চ) সম্পদং সুঠ্ঠু সোহদি অজ্জআএ পাবারও। (সাম্প্রতং সুষ্ঠু শোভত আর্যায়াঃ প্রাবারকঃ)

বসন্তসেনা—কণ্ণউরঅ! এদাএ বেলাএ অজ্জচারুদত্তো? (কর্ণপূরক! এতস্যাং বেলায়াং কুত্রার্যচারুদত্তঃ?)

কর্ণপূরকঃ—এদেণ জ্জেব মগ্গেণ পবুত্তো গেহং। (এতেনৈব মার্গেণ প্রবৃত্তো গেহম্)

বসন্তসেনা—হঞ্জে! উবরিদণং অলিন্দঅং আরুহিঅ অজ্জাচারুদত্তং পেক্খেম্হ। (চেটি! উপরিতনমলিন্দকমারুহ্যার্যচারুদত্তং পশ্যামঃ)

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি দ্যূতকরসংবাহকো নাম দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ ॥

×××××××××××× তৃতীয়োঽঙ্ক ××××××××××××

(ততঃ প্রবিশতি চেটঃ)

চেটঃ— সুঅণে খু ভিচ্চাণুকম্পকে শামিএ ণিদ্ধণকে বি শোহদি।
পিশুণে উণ দব্বগব্বিদে দুক্কলে ক্খু পলিণামদালুণে ॥১॥

অবি অ,—

শশ্শপলকবলদ্দে ণ শক্কি বালিদুং
অণ্ণপশত্তকলত্তে ণ শক্কি বালিদুম্।
জুদপশত্তমণুশ্শে ণ শক্কি বালিদুং
জে বি শহাবিঅদোশে ণ শক্কি বালিদুম্ ॥২॥

কা বি বেলা অজ্জচারুদত্তশ্শ গন্ধব্বং শুণিদুং গদশ্শ। অদিক্কমদি অদ্ধলত্তী। অজ্জ বি ণ আঅচ্ছদি। তা জাব বাহিলদুআলশালাএ গদুঅ শুবিশ্শং।
[সুজনঃ খলু ভৃত্যানুকম্পকঃ স্বামী নির্ধনকোঽপি শোভতে।
পিশুনঃ পুনর্দ্রব্যগর্বিতো দুষ্করঃ খলু পরিণামদারুণঃ ॥]

অপি চ,—

সস্যলম্পট বলীবর্দো ন শক্যো বারয়িতু-
মন্যপ্রসক্তকলত্রং ন শক্যং বারয়িতুম্।
দ্যূতপ্রসক্তমনুষ্যো ন শক্যো বারয়িতুং
যোঽপি স্বাভাবিকদোষো ন শক্যো বারয়িতুম্ ॥

কাপি বেলার্যচারুদত্তস্য গান্ধর্বং শ্রোতুং গতস্য। অতিক্রামত্যর্ধরজনী। অদ্যাপি

নাগচ্ছতি। তদ্যাবদ্বহির্দ্বারশালায়াং গত্বা স্বপ্স্যামি।]

(ইতি তথা করোতি)

(ততঃ প্রবিশতি চারুদত্তো বিদূষকশ্চ।)

চারুদত্তঃ—অহো অহো ! সাধু সাধু, রেভিলেন গীতম্। বীণা হি নামাসমুদ্রোত্থিতং রত্নম্। কুতঃ—

উৎকণ্ঠিতস্য হৃদয়ানুগুণা বয়স্যা
সংকেতকে চিরয়তি প্রবরো বিনোদঃ।
সংস্থাপনা প্রিয়তমা বিরহাতুরাণাং
রক্তস্য রাগপরিবৃদ্ধিকরঃ প্রমোদঃ ॥৩॥

বিদূষকঃ—ভো, এহি। গেহং গচ্ছেহ্ম। [ভোঃ, এহি। গৃহং গচ্ছাবঃ।]

চারুদত্তঃ—অহো, সুষ্ঠু ভাবরেভিলেন গীতম্।

বিদূষকঃ—মম দাব দুবেহিং জ্জেব্ব হস্সং জাঅদি। ইত্থিআএ সক্কঅং পঠন্তীএ, মণুস্সেণ অ কাঅলীং গাঅন্তেণ। ইত্থিআ দাব সক্কঅং পঠন্তী, দিন্নণবণস্সা বিঅ গিট্টী, অহিঅং সুসুআঅদি। মণুস্সো বি কাঅলীং গাঅন্তো, সুক্খসুমণোদামবেট্টিদো বুড্‌ঢপুরোহিদো বিঅ মন্তং জবন্তো, দিঢ়ং মেণ রোঅদি। [মম তাবদ্‌দ্বাভ্যামেব হাস্যং জায়তে। স্ত্রিয়া সংস্কৃতং পঠন্ত্যা, মনুষ্যেণ চ কাকলীং গায়তা। স্ত্রী তাবৎ সংস্কৃতং পঠন্তী, দত্তনবনস্যেব গৃষ্টিঃ, অধিকং সুসুশব্দং করোতি। মনুষ্যোঽপি কাকলীং গায়ন্, শুষ্কসুমনোদামবেষ্টিতো বৃদ্ধপুরোহিত ইব মন্ত্রং জপন্, দৃঢ়ং মে ন রোচতে।]

চারুদত্তঃ—বয়স্য ! সুষ্ঠু খল্বদ্য গীতং ভাবরেভিলেন। ন চ ভবান্ পরিতুষ্টঃ।

রক্তং চ নাম মধুরং চ সমং স্ফুটং চ ভাবান্বিতং চ ললিতং চ মনোহরং চ।
কিংবা প্রশস্তবচনৈর্বহুভির্মদুক্তৈরন্তর্হিতা যদি ভবেদ্বনিতেতি মন্যে ॥৪॥

অপি চ,—

তং তস্য স্বরসংক্রমং মৃদুগিরঃ শ্লিষ্টং চ তন্ত্রীস্বনং
বর্ণানামপি মূর্চ্ছনান্তরগতং তারং বিরামে মৃদুম্।
হেলাসংযমিতং পুনশ্চ ললিতং রাগদ্বিরুচ্চারিতং
যৎ সত্যং বিরতেঽপি গীতসময়ে গচ্ছামি শৃণ্বন্নিব ॥৫॥

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স ! আবণন্তররচ্ছাবিভাএসু সুহং কুক্কুরা বি সুত্তা। তা গেহং গচ্ছেহ্ম। (অগ্রতোঽবলোক্য) বঅস্স ! পেক্‌খ পেক্‌খ। এসো বি অন্ধআরস্স বিঅ অবআসং দেন্তো অন্তরিক্‌খপাসাদাদো ওদরদি ভঅবং চন্দো। [ভো বয়স্য ! আপণান্তররথ্যাবিভাগেষু সুখং কুক্কুরা অপি সুপ্তাঃ। তদ্‌গৃহং গচ্ছাবঃ। বয়স্য ! পশ্য পশ্য। এষোঽপ্যন্ধকারস্যেবাবকাশং দদদন্তরিক্ষপ্রাসাদাদবতরতি ভগবাংশ্চন্দ্রঃ।]

চারুদত্তঃ—সম্যগাহ ভবান্।

অসৌ হি দত্ত্বা তিমিরাবকাশমস্তং ব্রজত্যুন্নতকোটিরিন্দুঃ।
জলাবগাঢ়স্য বনদ্বিপস্য তীক্ষ্ণং বিষাণাগ্রমিবাবশিষ্টম্ ॥৬॥

বিদূষকঃ—ভো, এদং অহ্মাণং গেহং। বড্‌ঢমাণঅ বড্‌ঢমাণঅ ! উগ্ঘাটেহি দুআরঅং। [ভোঃ ইদমস্মাকং গেহম্। বর্ধমানক, বর্ধমানক ! উদ্ঘাটয় দ্বারম্।]

চেটঃ—অজ্জমিত্তেঅস্স শলশঞ্জোএ শ্নূণীঅদি। আগদে অজ্জচালুদত্তে। তা জাব দুআলঅং শে উগ্ঘাটেমি। (তথা কৃত্বা) অজ্জ! বন্দামি। মিত্তেঅ! তুমং পি বন্দামি। এথ বিত্থিণ্ণে আপণে ণিশীদদু অজ্জা। [আর্যমৈত্রেয়স্য স্বর-সংযোগঃ শ্রূয়তে। আগত আর্যচারুদত্তঃ। তদ্যাবদ্দ্বারমস্যোদ্ঘাটয়ামি। আর্য! বন্দে। মৈত্রেয়! ত্বামপি বন্দে। অত্র বিস্তীর্ণআসনে নিষীদতমার্যৌ।]

(উভৌ নাট্যেন পবিশ্যোপবিশতঃ)

বিদূষকঃ—বড্ঢমাণঅ! রঅণিঅং সদ্দাবেহি পাদাইং ধোইদুং। (বর্ধমানক! রদনিকামাকারয় পাদৌ ধাবিতুম্।)

চারুদত্তঃ—(সানুকম্পম্) অলং সুপ্তজনং প্রবোধয়িতুম্।

চেটঃ—অজ্জমিত্তেঅ! অহং পাণিঅং গেহ্ন। তুমং পাদাইং ধাবেহি। (আর্যমৈত্রেয়। অহং পানীয়ং গহ্লামি। তুং পাদৌ ধাব।)

বিদূষকঃ—(সক্রোধম্) ভো বঅস্স! এসো দাণিং দাসীএ পুত্তো ভবিঅ পাণিঅং গহ্নেদি। মং উণ বহ্মণং পাদাইং ধোবাবেদি। (ভো বয়স্য! এষ ইদানীং দাস্যাঃ পুত্রো ভূত্বা পানীয়ং গৃহ্লাতি। মাং পুনর্ব্রাহ্মণং পাদৌ ধাবয়তি।)

চারুদত্তঃ—বয়স্য মৈত্রেয়! ত্বমুদকং গৃহাণ। বর্ধমানকঃ পাদৌ প্রক্ষালয়তু।

চেটঃ—অজ্জমিত্তেঅ! দেহি উদঅং। (আর্যমৈত্রেয়। দেহ্যুদকম্।)

(বিদূষকস্তথা করোতি, চেটশ্চারুদত্তস্য পাদৌ প্রক্ষাল্যাপসরতি)

চারুদত্তঃ—দীয়তাং ব্রাহ্মণস্য পাদোদকম্।

বিদূষকঃ—কিং মম পাদোদএহিং? ভূমিএ জ্জেব্ব মএ তাড়িদগদ্দহেণ বিঅ পুণো বি লোট্ঠিদব্বং। (কিং মম পাদোদকৈঃ? ভূম্যামেব ময়া তাড়িতগর্দভেনেব পুনরপি লোঠিতব্যম্।)

চেটঃ—অজ্জমিত্তেঅ! বহ্মণে খু তুমং। (আর্যমৈত্রেয়! ব্রাহ্মণঃ খলু ত্বম্।)

বিদূষকঃ—জধা সব্বণাগাণং মজ্ঝে ডুণ্ডুহো, তধা সব্ববহ্মণাণং মজ্ঝে অহং বহ্মণো। (যথা সর্বনাগানাং মধ্যে ডুণ্ডুভঃ, তথা সর্বব্রাহ্মণানাং মধ্যেঽহং ব্রাহ্মণঃ।)

চেটঃ—অজ্জমিত্তেঅ! তধা বি ধোইশ্শং (তথা কৃত্বা) অজ্জমিত্তেঅ। এদং তং শুবণ্ণ-মণ্ডঅং মম দিবা, তুহ লত্তিং চ। তা গেহ্ন। (আর্যমৈত্রেয়! তথাপি ধাবিষ্যামি। আর্যমৈত্রেয়! এতত্তৎসুবর্ণভাণ্ডং মম দিবা, তব রাত্রৌ চ, তদ্গৃহাণ।)

(ইতি দত্ত্বা নিষ্ক্রান্তঃ)

বিদূষকঃ—(গৃহীত্বা) অজ্জ বি এদং চিট্ঠদি। কিং এত্থ উজ্জইণীএ চোরে বি ণত্থি, জো এদং দাসীএ পুত্তং ণিদ্দাচোরং ণ অবহরদি। ভো বঅস্স! অব্ভন্তর-চতুস্সালঅং পবেসআমি ণং। (অদ্যাপ্যেতত্তিষ্ঠতি। কিমত্রোজ্জয়িন্যাং চৌরোঽপি নাস্তি, য এতং দাস্যাঃ পুত্রং নিদ্রাচৌরং নাপহরতি। ভো বয়স্য! অভ্যন্তর-চতুঃশালকং প্রবেশয়াম্যেনম্।)

চারুদত্তঃ—

অলং চতুঃশালমিমং প্রবেশ্য প্রকাশনারীধৃত এষ যস্মাৎ।
তস্মাৎস্বয়ং ধারয় বিপ্র! তাবদ্যাবন্ন তস্যাঃ খলু ভোঃ সমর্প্যতে ॥৭॥

(নিদ্রাং নাটয়ন্, 'তং তস্য স্বরসংক্রমং ইত্যাদি পুনঃ পঠতি।)

বিদূষকঃ—অবি ণিদ্দাঅদি ভবম্? (অপি নিদ্রাতি ভবান্?)

চারুদত্তঃ—অথ কিম্।

ইয়ং হি নিদ্রা নয়নাবলম্বিনী ললাটদেশাদুপসর্পতীব মাম্।
অদৃশ্যরূপা চপলা জরেব যা মনুষ্যসত্ত্বং পরিভূয় বর্ধতে ॥৮॥

বিদূষকঃ—তা সুবেহ্ম। (তৎস্বপিবঃ।) (নাট্যেন স্বপিতি।)

(ততঃ প্রবিশতি শর্বিলকঃ)

শর্বিলকঃ—

কৃত্বা শরীরপরিণাহসুখপ্রবেশং শিক্ষাবলেন চ বলেন চ কর্মমার্গম্।
গচ্ছামি ভূমিপরিসর্পণঘৃষ্টপার্শ্বো নির্মুচ্যমান ইব জীর্ণতনুর্ভুজঙ্গঃ ॥৯॥
(নভোঽবলোক্য সহর্ষম্) অয়ে, কথমস্তমুপগচ্ছতি স ভগবান্মৃগাঙ্কঃ।

তথা হি,—

নৃপতিপুরুষশঙ্কিতপ্রচারং পরগৃহদূষণনিশ্চিতৈকবীরম্।
ঘনপটলতমোনিরুদ্ধতারা রজনিরিয়ং জননীব সংবৃণোতি ॥১০॥

বৃক্ষবাটিকাপরিসরে সন্ধিং কৃত্বা প্রবিষ্টোঽস্মি মধ্যমকম্। তদ্যাবদিদানীং চতুঃশালকমপি দূষয়ামি। ভোঃ,

কামং নীচমিদং বদন্তু পুরুষাঃ স্বপ্নে চ যদ্বর্ধতে
বিশ্বস্তেষু চ বঞ্চনাপরিভবশ্চৌর্যং ন শৌর্যং হি তৎ।
স্বাধীনা বচনীয়তাপি হি বরং বদ্ধো ন সেবাঞ্জলি-
র্মার্গো হ্যেষ নরেন্দ্রসৌপ্তিকবধে পূর্বং কৃতো দ্রৌণিনা ॥১১॥

তৎ কস্মিন্নুদ্দেশে সন্ধিমুৎপাদয়ামি।

দেশঃ কো নু জলাবসেকশিথিলো যস্মিন্ন শব্দো ভবে-
দ্ভিত্তীনাং চ ন দর্শনান্তরগতঃ সন্ধিঃ করালো ভবেৎ।
ক্ষারক্ষীণতয়া চ লোষ্টককৃশং জীর্ণং ক্ব হর্ম্যং ভবে-
ৎকস্মিন্ স্ত্রীজনদর্শনং চ ন ভবেৎস্যাদর্থসিদ্ধিশ্চ মে ॥১২॥

(ভিত্তিং পরামৃশ্য) নিত্যাদিত্যদর্শনোদকসেচনেন দূষিতেয়ং ভূমিঃ ক্ষারক্ষীণা। মূষিকোৎকরশ্চেহ। হন্ত সিদ্ধোঽয়মর্থঃ। প্রথমমেতৎস্কন্দপুত্রাণাং সিদ্ধিলক্ষণম্। অত্র কর্মপ্রারম্ভে কীদৃশমিদানীং সন্ধিমুৎপাদয়ামি। ইহ খলু ভগবতা কনকশক্তিনা চতুর্বিধঃ সন্ধ্যুপায়ো দর্শিতঃ। তদ্যথাপক্কেষ্টকানামাকর্ষণম্, আমেষ্টকানাং ছেদনম্, পিণ্ডময়ানাং সেচনম্, কাষ্ঠময়ানাং পাঠনমিতি। তদত্র পক্কেষ্টকে ইষ্টিকাকর্ষণম্। তত্র—

পদ্মব্যাকোশং ভাস্করং বালচন্দ্রং বাপী বিস্তীর্ণং স্বস্তিকং পূর্ণকুম্ভম্।
তৎকস্মিন্ দেশে দর্শয়াম্যাত্মশিল্পং দৃষ্ট্বা শ্বোযং যদ্বিস্ময়ং যান্তি পৌরাঃ ॥১৩॥
তদত্র পক্কেষ্টকে পূর্ণকুম্ভ এব শোভতে। তমুৎপাদয়ামি।
অন্যাসু ভিত্তিষু ময়া নিশি পাটিতাসু ক্ষারক্ষতাসু বিষমাসু চ কল্পনাসু।
দৃষ্ট্বা প্রভাতসময়ে প্রতিবেশিবর্গো দোষাংশ্চ মে বদতি কর্মণি কৌশলং চ ॥১৪॥

নমো বরদায় কুমারকার্তিকেয়ায়, নমঃ কনকশক্তয়ে ব্রহ্মণ্যদেবায় দেবব্রতায়, নমো ভাস্করনন্দিনে, নমো যোগাচার্যায় যস্যাহং প্রথমঃ শিষ্যঃ। তেন চ পরিতুষ্টেন যোগরোচনা মে দত্তা।

অনয়া হি সমালব্ধং ন মাং দ্রক্ষ্যন্তি রক্ষিণঃ ।।
শস্ত্রং চ পতিতং গাত্রে রুজং নোৎপাদয়িষ্যতি ॥১৫॥

(তথা করোতি) ধিক্কষ্টম্ । প্রমাণসূত্রং মে বিস্মৃতম্ । (বিচিন্ত্য) আং, ইদং যজ্ঞোপবীতং প্রমাণসূত্রং ভবিষ্যতি। যজ্ঞোপবীতং হি নাম ব্রাহ্মণস্য মহদুপকরণদ্রব্যম্, বিশেষতোঽস্মদ্বিধস্য। কুতঃ—

এতেন মাপয়তি ভিত্তিষু কর্মমার্গমেতেন মোচয়তি ভূষণসংপ্রয়োগান্ ।
উদ্ঘাটকো ভবতি যন্ত্রদৃঢ়ে কপাটে দষ্টস্য কীটভুজগৈঃ পরিবেষ্টনং চ ॥১৬॥

মাপয়িত্বা কর্ম সমারভে। (তথা কৃত্বাবলোক্য চ). একলোষ্টাবশেষোঽয়ং সন্ধিঃ। ধিক্কষ্টম্, অহিনা দষ্টোঽস্মি। (যজ্ঞোপবীতেনাঙ্গুলীং বদ্ধ্বা বিষবেগং নাটয়তি ; চিকিৎসাং কৃত্বা) স্বস্থোঽস্মি। (পুনঃ কর্ম কৃত্বা দৃষ্ট্বা চ) অয়ে, জ্বলতি প্রদীপঃ। তথা হি,—

শিখাপ্রদীপস্য সুবর্ণপিঞ্জরা মহীতলে সন্ধিমুখেন নির্গতা।
বিভাতি পর্যন্ততমঃ সমাবৃতা সুবর্ণরেখেব কষে নিবেশিতা ॥১৭॥

(পুনঃ কর্ম কৃত্বা) সমাপ্তোঽয়ং সন্ধিঃ। ভবতু, প্রবিশামি। অথবা ন তাবৎ প্রবিশামি। প্রতিপুরুষং নিবেশয়ামি। (তয়া কৃত্বা) অয়ে, ন কশ্চিৎ। নমঃ কার্তিকেয়ায়। (প্রবিশ্য, দৃষ্ট্বা চ) অয়ে, পুরুষদ্বয়ং সুপ্তম্। ভবতু, আত্মরক্ষার্থং দ্বারমুদ্ঘাটয়ামি। কথং জীর্ণত্বাদ্গৃহস্য বিরৌতি কপাটম্ ? তদ্যাবৎসলিলমন্বেষয়ামি। ক নু খলু সলিলং ভবিষ্যতি ? (ইতস্ততো দৃষ্ট্বা সলিলং গৃহীত্বা ক্ষিপন্, সশঙ্কম্) মা তাবদ্ভূমৌ পতচ্ছব্দমুৎপাদয়েৎ। ভবতু এবং তাবৎ। (পৃষ্ঠেন প্রতীক্ষ্য কপাটমুদ্ঘাট্য চ) ভবতু এবং তাবৎ। ইদানীং পরীক্ষে কিং লক্ষ্যসুপ্তম্, উত পরমার্থসুপ্তমিদং দ্বয়ম্। (ত্রাসয়িত্বা পরীক্ষ্য চ) অয়ে, পরমার্থসুপ্তেনানেন ভবিতব্যম্। তথা হি,—

নিঃশ্বাসোঽস্য ন শঙ্কিতঃ সুবিশদস্তুল্যান্তরং বর্ততে
দৃষ্টির্গাঢ়নিমীলিতা ন বিকলা নাভ্যন্তরে চঞ্চলা।
মাত্রং স্রস্তশরীরসন্ধিশিথিলং শয্যাপ্রমাণাধিকং
দীপং চাপি মর্ষয়েদভিমুখং স্যাল্লক্ষ্যসুপ্তং যদি ॥১৮॥

(সমন্তাদবলোক্য) অয়ে ! কথং মৃদঙ্গঃ, অয়ং দর্দুরং, অয়ং পণবঃ, ইয়মপি বীণা, এতে বংশাঃ, অমী পুস্তকাঃ ; কথং নাট্যাচার্যস্য গৃহমিদম্। অথবা ভবনপ্রত্যয়াৎপ্রবিষ্টোঽস্মি। তৎকিং পরমার্থদরিদ্রোঽয়ম্, উত রাজভয়াচ্চৌরভয়াদ্বা ভূমিষ্ঠং দ্রব্যং ধারয়তি। তন্মমাপি নাম শর্বিলকস্য ভূমিষ্ঠং দ্রব্যম্। ভবতু, বীজং প্রক্ষিপামি। (তথা কৃত্বা) নিক্ষিপ্তং বীজং ন ক্বচিৎ স্ফারীভবতি। অয়ে, পরমার্থদরিদ্রোঽয়ম্। ভবতু গচ্ছামি।

বিদূষকঃ—(উৎস্বপ্নায়তে) ভো বঅস্স ! সন্ধী বিঅ দিস্সদি, চোরং বিঅ পেক্খামি, তা গেহ্হদু ভবং এদং সুবণ্ণভণ্ডঅং। (ভো বয়স্য ! সন্ধিরিব দৃশ্যতে, চৌরমিব পশ্যামি, তদ্গৃহ্নাতু ভবানিদং সুবর্ণভাণ্ডম্)

শর্বিলকঃ—কিং ন খল্বয়মিহ মাং প্রবিষ্টং জ্ঞাত্বা দরিদ্রোঽস্মীত্যুপহসতি ? তৎ কিং ব্যাপদয়ামি উত লঘুত্বাদুৎস্বপ্নায়তে ? (দৃষ্ট্বা) অয়ে, জর্জরস্নানশাটীনিবদ্ধং দীপপ্রভয়োদ্দীপিতং সত্যমেবৈতদলঙ্করণভাণ্ডম্। ভবতু, গৃহ্নামি। অথবা ন

যন্ত্বং তুল্যাবস্থং কুলপুত্রজনং পীড়য়িতুম্, তদ্‌গচ্ছামি।

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স! সাবিদোসি গোবম্হণকামাএ জই এদং সুবণ্ণমণ্ডঅং ণ গেহ্নসি। (ভো বয়স্য! শাপিতোঽসি গোব্রাহ্মণকাম্যয়া, যদ্যেতৎসুবর্ণভাণ্ডং ন গৃহ্নাসি)

শর্বিলকঃ—অনতিক্রমণীয়া ভগবতী গোকাম্যা ব্রাহ্মণকাম্যা চ তদ্‌গৃহ্নামি। অথবা জ্বলতি প্রদীপঃ। অস্তি চ ময়া প্রদীপনির্বাপণার্থমাগ্নেয়ঃ কীটো ধার্যতে। তং তাবৎপ্রবেশয়ামি, তস্যায়ং দেশকালঃ। এষ মুক্তো ময়া কীটো যাত্বেবাস্য দীপস্যোপরি মণ্ডলৈর্বিচিত্রৈর্বিচরিতুম্। এষ পক্ষদ্বয়ানিলেন নির্বাপিতো ভদ্রপীঠেন ধিক্‌কৃতমন্ধকারম্। অথবা ময়াপ্যস্মদ্‌ব্রাহ্মণকুলেন ধিক্‌কৃতমন্ধকারম্। অহং হি চতুর্বেদবিদোঽপ্রতিগ্রাহকস্য পুত্রঃ শর্বিলকো নাম ব্রাহ্মণো গণিকামদনিকার্থমকার্যমনুতিষ্ঠামি। ইদানীং করোতি ব্রাহ্মণস্য প্রণয়ম্।

(ইতি জিঘৃক্ষতি)

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স! সীদলো দে অগ্গহত্থো। (ভো বয়স্যশীতলস্তেঽগ্রহস্তঃ)

শর্বিলকঃ—ধিক্ প্রমাদঃ। সলিলসম্পর্কাচ্ছীতলো মেঽগ্রহস্তঃ। ভবতু, কক্ষয়োর্হস্তং প্রক্ষিপামি! (নাট্যেন সব্যহস্তমুষ্ণীকৃত্য গৃহ্নাতি)

বিদূষকঃ—গহিদং। (গৃহীতম্)

শর্বিলকঃ—অনতিক্রমণীয়োঽয়ং ব্রাহ্মণপ্রণয়ঃ, তদ্‌গৃহীতম্।

বিদূষকঃ—দাণিং বিক্কিণিদপণ্ণো বিঅ বাণিও, অহং সুহং সুবিস্সং (ইদাণীং বিক্রীতপণ্য ইব বণিক্, অহং সুখং সুপ্স্যামি)

শর্বিলকঃ—মহাব্রাহ্মণ! স্বপিহি বর্ষশতম্। কষ্টমেবং মদনিকাগণিকার্থে ব্রাহ্মণকুলং তমসি পাতিতম্, অথবা আত্মা পাতিতঃ।

ধিগস্তু খলু দারিদ্র্যমনির্বেদিতপৌরুষম্।
যদেতদ্‌গর্হিতং কর্ম নিন্দামি চ করোমি চ ॥১৯॥

তদ্যাবন্মদনিকায়া নিষ্ক্রয়ণার্থং বসন্তসেনাগৃহং গচ্ছামি। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) অয়ে, পরশব্দ ইব। মা নাম রক্ষিণঃ। ভবতু স্তম্ভীভূত্বা তিষ্ঠামি। অথবা মমাপি নাম শর্বিলকস্য রক্ষিণঃ। যোঽহং

মার্জারঃ ক্রমণে মৃগঃ প্রসরণে শ্যেনো গ্রহালুঞ্চনে
সুপ্তাসুপ্তমনুষ্যবীর্যতুলনে শ্বা সর্পণে পন্নগঃ।
মায়া রূপশরীরবেশরচনে বাগ্‌দেশভাষান্তরে
দীপো রাত্রিষু সঙ্কটেষু ডুডুমো বাজী স্থলে নৌর্জলে॥২০॥

অপি চ,—

ভুজগ ইব গতৌ গিরিঃ স্থিরত্বে পতগপতেঃ পরিসর্পণে চ তুল্যঃ।
শশ ইব ভুবনাবলোকনেঽহং বৃক ইব চ গ্রহণে বলে চ সিংহঃ ॥২১॥

(প্রবিশ্য)

রদনিকা—হদ্ধী হদ্ধী, বাহিরদুআরসালাএ পসুত্তো বড্‌ঢমাণও। সোবি এত্থ ণ দীসই। ভোদু। অজ্জমিত্তেঅং সদ্দাবেমি। (হা ধিক্, বহির্দ্বারশালায়াং প্রসুপ্তো বর্ধমানকঃ। সোঽপ্যত্র ন দৃশ্যতে। ভবতু আর্যমৈত্রেয়মাহ্বয়ামি)।

(ইতি পরিক্রামতি)

শর্বিলকঃ—(রদনিকাং হন্তুমিচ্ছতি, নিরূপ্য) কথং স্ত্রী। ভবতু, গচ্ছামি।
(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

রদনিকা—(গত্বা, সত্রাসম্) হদ্ধী হদ্ধী, অহ্মাণং গেহে সন্ধিং কপ্পিঅ চোরো ণিক্কমতি। ভোদু, মিত্তেঅং গজঅ পবোধেমি। (বিদূষকমুপগম্য) অজ্জমিত্তেঅ! উট্ঠেহি উট্ঠেহি। অহ্মাণং গেহে সন্ধিং কপ্পিঅ চোরো ণিক্কন্তো। (হা ধিক্ হা ধিক্ অস্মাকং গৃহে সন্ধিং কল্পয়িত্বা চৌরো নিষ্ক্রামতি। ভবতু মৈত্রেয়ং গত্বা প্রবোধয়ামি। আর্যমৈত্রেয়! উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ। অস্মাকং গেহে সন্ধিং কল্পয়িত্বা চৌরো নিষ্ক্রান্তঃ)

বিদূষকঃ—(উত্থায়) আঃ দাসীএ ধীএ! কিং ভণাসি—'চোরং কপ্পিঅ সন্ধী ণিক্কন্তো? (আঃ দাস্যাঃ পুত্রিকে! কিং ভণসি—চৌরঃ কল্পয়িত্বা সন্ধিং নিষ্ক্রান্তঃ)

রদনিকা—হদাস! অলং পরিহাসেণ! কিং ণ পেক্খসি এণং? (হতাশ! অলং পরিহাসেন। কিং ন প্রেক্ষস এনম্?)

বিদূষকঃ—আঃ দাসীএ ধীএ! কিং ভণসি—'দুদিঅং বিঅ দুআরঅং উগ্ঘাডিদং' ত্তি! ভো বঅস্স চারুদত্ত! উট্ঠেহি উট্ঠেহি। অহ্মাণং গেহে সন্ধিং দইঅ চোরো ণিক্কন্তো। (আ দাস্যাঃপুত্রিকে! কিং ভণসি—'দ্বিতীয়মিব দ্বারমনুদ্ঘাটিতম্' ইতি। ভো বয়স্য চারুদত্ত! উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ, অস্মাকং গেহে সন্ধিং দত্ত্বা চৌরো নিষ্ক্রান্তঃ)

চারুদত্তঃ—ভবতু, ভোঃ! অলং পরিহাসেন!

বিদূষকঃ—ভো! ণ পরিহাসো। পেক্খদু ভবং। (ভোঃ! ন পরিহাসঃ, প্রেক্ষতাং ভবান্)

চারুদত্তঃ—কস্মিন্নুদ্দেশে?

বিদূষকঃ—ভো। এসো। (ভোঃ! এষঃ)

চারুদত্তঃ—(বিলোক্য) অহো দর্শনীয়োঽয়ং সন্ধিঃ—

উপরিতলনিপাতিতেষ্টকোঽয়ং শিরসি তনুর্বিপুলশ্চ মধ্যদেশে।
অসদৃশজনসম্প্রয়োগভীরোর্হৃদয়মিব স্ফুটিতং মহাগৃহস্য ॥২২॥

কথমস্মিন্নপি কর্মণি কুশলতা?

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স! অঅং সন্ধী দুর্বোহং জ্জেব দিণ্ণো ভবে—আদু আগন্তুএণ, সিক্খিদুকামেণ বা। অণ্ণধা ইধ উজ্জইণীএ কো অহ্মাণং ঘরবিহবং ণ জাণাদি? (ভো বয়স্য! এব সন্ধির্দ্বাভ্যামেব দত্তো ভবেৎ—অথবাঽঽগন্তুকেন, শিক্ষিতু-কামেন বা। অন্যথাত্রোজ্জয়িন্যাং কোঽস্মাকং গৃহবিভবং ন জানাতি?)

চারুদত্তঃ— বৈদেশ্যেন কৃতো ভবেন্মম গৃহে ব্যাপারমভ্যস্যতা
নাসৌ বেদিতবান্ ধনৈর্বিরহিতং বিস্রব্ধসুপ্তং জনম্।
দৃষ্টবা প্রাঙ্মহতীং নিবাসরচনামস্মাকমাশান্বিতঃ
সন্ধিচ্ছেদনখিন্ন এব সুচিরং পশ্চান্নিরাশো গতঃ ॥২৩॥

ততঃ সুহৃদ্ভ্যঃ কিমসৌ কথয়িষ্যতি তপস্বী—'সার্থবাহসুতস্য গৃহং প্রবিশ্য ন কিঞ্চিন্ময়া সমাসাদিতম্' ইতি!

বিদূষকঃ—ভো! কধং তং জ্জেব্ব চোরহদং অনুসোচসি? তেণ চিন্তিদং মহন্তং এদং গেহং। ইদো রঅণমণ্ডঅং সুঅণ্ণমণ্ডঅং বা ণিক্কামিস্সং। (স্মৃত্বা, সবিষাদমাত্ম-

গতম্) কহিং তং সুবণ্ণভণ্ডঅং। (পুনরনুস্মৃত্য, প্রকাশম্) ভো বঅস্স ! তুমং সব্বকালং ভণাসি—'মুক্‌খো মিত্তেঅও ; অপণ্ডিদো মিত্তেঅও' ত্তি। সুট্‌ঠু মএ কিদং তং সুবণ্ণভণ্ডঅং ভবদো হত্থে সমপ্পঅন্তেণ। অণ্ণধা দাসীএ পুত্তেণ অবহিদং ভবে। (ভো ! কথং তমেব চৌরহৃতকমনুশোচসি ? তেন চিন্তিতং মহদেতন্মগৃহম্। ইতো রত্নভাণ্ডং সুবর্ণভাণ্ডং বা নিষ্ক্রাময়িষ্যামি। কুত্র তৎ সুবর্ণভাণ্ডম্ ! ভো বয়স্য ! ত্বং সর্বকালং ভণসি – 'মূর্খো মৈত্রেয়ঃ, অপণ্ডিতো মৈত্রেয়ঃ' ইতি। সুষ্ঠু ময়া কৃতং তৎসুবর্ণভাণ্ডং ভবতো হস্তে সমর্পয়তা। অন্যথা দাস্যাঃপুত্রেণাপহৃতং ভবেৎ।)

চারুদত্তঃ—অলং পরিহাসেন।

বিদূষকঃ—ভো ! জহ ণাম অহং মুক্‌খো তা কিং পরিহাসস্স বি দেশআলং ণ জাণামি।
(ভোঃ ! যথা নামাহং মূর্খস্তৎকিং পরিহাসস্যাপি দেশকালং ন জানামি)

চারুদত্তঃ—কস্যাং বেলায়াম্ ?

বিদূষকঃ—ভো ! জদা তুমং মএ ভণিদোসি—'শীদলো দে অংগহত্থো'। [ভোঃ ! জদা ত্বং ময়া ভণিতোঽসি—'শীতলস্তেঽগ্রহস্ত ঃ'।]

চারুদত্তঃ—কদাচিদেবমপি স্যাৎ। (সর্বতো নিরূপ্য, সহর্ষম্) বয়স্য ! দিষ্ট্যা তে প্রিয়ং নিবেদয়ামি।

বিদূষকঃ—কিং ণ অবহিদং ? [কিং নাপহৃতম্।]

চারুদত্তঃ—হৃতম্।

বিদূষকঃ—তধা বি কিং পিঅং ? [তথাপি কিং প্রিয়ম্।]

চারুদত্তঃ—যদসৌ কৃতার্থো গতঃ।

বিদূষকঃ—ণাসো খু সো। [ন্যাসঃ খলু সঃ।]

চারুদত্তঃ—কথং ন্যাসঃ। (মোহমুপগতঃ)

বিদূষকঃ—সমস্সদু ভবং। জই ণাসো চোরেণ অবহিদো তুমং কি মোহং উবগদো।
[সমাশ্বসিতু ভবান্। যদি ন্যাসশ্চোরেণাপহৃতস্ত্বং কিং মোহমুপগতঃ।]

চারুদত্তঃ—(সমাশ্বস্য) বয়স্য !

কঃ শ্রদ্ধাস্যতি ভূতার্থং সর্বো মাং তুলয়িষ্যতি।
শংকনীয়া হি লোকেঽস্মিন্নিষ্প্রতাপা দরিদ্রতা ॥২৪॥

ভোঃ ! কষ্টম্—

যদি তাবৎকৃতান্তেন প্রণয়োঽর্থেষু মে কৃতঃ।
কিমিদানীং নৃশংসেন চারিত্রমপি দূষিতম্ ॥২৫॥

বিদূষকঃ—অহং খু অবলবিস্সং—'কেণ দিন্নং, কেণ গহিদং, কো বা সক্‌খি' ত্তি।
[অহং খল্বপলপিষ্যামি—'কেন দত্তম্, কেন গৃহীতম, কো সাক্ষী' ইতি।]

চারুদত্তঃ—অহমিদানীমনৃতমভি ধাস্যে।

ভৈক্ষ্যেণাপ্যর্জয়িষ্যামি পুনর্ন্যাসপ্রতিক্রিয়াম্ !
অনৃতং নাভিধাস্যামি চারিত্রভ্রংশকারণম্ ॥২৬॥

রদনিকা—তা জাব অজ্জা ধুদাএ গদুঅ ণিবেদেমি। [তদ্যাবদার্যা ধূতায়ৈ গত্বা নিবেদয়ামি।]

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

(ততঃ প্রবিশতি চেট্যা সহ চারুদত্তবধূঃ)

বধূঃ—(সসম্ভ্রমম্) অই, সচ্চং অবরিক্খদসরীরো অজ্জউত্তো অজ্জমিত্তেএণ সহ।
[অয়ি। সত্যমপরিক্ষতশরীর আর্যপুত্র আর্যমৈত্রেয়েণ সহ।]

চেটী—ভট্টিণি ! সচ্চং কিং তু জো সো বেস্সাজণকেরকো অলংকারও সো অবহিদো।
(ভর্ত্রি ! সত্যম্, কিং তু যঃ স বেশ্যাজনস্যালংকারকঃ সোঽপহৃতঃ।)

(বধূর্মোহং নাটয়তি)

চেটী— সমস্সসদু অজ্জা ধূদা। (সমাশ্বসিত্বার্যা ধূতা।)

বধূঃ—(সমাশ্বস্য) হঞ্জে কিং ভণাসি—'অবরিক্খদসরীরো অজ্জউত্তে' ত্তি। বরং দাণিং সো সরীরেণ পরিক্খদো, ণ উণ চারিত্তেণ। সম্পদং উজ্জইণীএ জণো এব্বং মন্তইস্সদিদরিদ্দদাএ অজ্জউত্তেণ জ্জেব ঈদিসং অকজ্জং অণুচিট্ঠিদং' ত্তি। (ঊর্ধ্বমবলোক্য, নিঃশ্বস্যচ) ভঅবং কতন্ত ! পোক্খরবত্তপাডিদজলবিন্দুচণ্ডলেহিং কীলসি দলিদ্দপুরিসভাঅধেএহিং। ইঅং চ মে একা মাদুঘরলদ্ধা রঅণাবলী চিট্ঠদি। এদং পি অজিসোণ্ডীরদাএ অজ্জউত্তো ণ গেহ্ণিস্সদি। হঞ্জে ! অজ্জমিত্তেঅং দাব সদ্দাবেহি। (চেটি ! কিং ভণাসি—'অপরিক্ষতশরীর আর্যপুত্র' ইতি। বরমিদানীং স শরীরেণ পরিক্ষতঃ। ন পুনশ্চারিত্রেণ সাম্প্রতমুজ্জয়িন্যাংজন এবং মন্ত্রয়িষ্যতি—'দরিদ্রতয়ার্যপুত্রেণৈবদৃশমকার্যমনুষ্ঠিতম্' ইতি। ভগবন্ কৃতান্ত ! পুষ্করপত্রপাতিতজলবিন্দুচণ্ডলৈঃ ক্রীড়সি দরিদ্রপুরুষভাগধেয়ৈঃ। ইয়ং চ মে একা মাতৃগৃহলব্ধা রত্নাবলী তিষ্ঠতি। এতামপ্যতিশৌণ্ডীরতয়ার্যপুত্রো ন গ্রহিষ্যতি। চেটি ! আর্যমৈত্রেয়ং তাবদাহ্বয়।)

চেটী—জং অজ্জা ধূদা আণবেদি। (বিদূষকমুপগম্য) অজ্জমিত্তেঅ ! ধূদা দে সদ্দাবেদি।
(যদার্যা ধূতাজ্ঞাপয়তি। আর্যমৈত্রেয় ! ধূতা ত্বামাহ্বয়তি।)

বিদূষকঃ—কহিং সা ? (কুত্র সা ?)

চেটী—এসা চিট্ঠদি, উবসপ্প। (এষা তিষ্ঠতি, উপসর্প।)

বিদূষকঃ—(উপসৃত্য) সোত্থি ভোদীএ। (স্বস্তি ভবত্যাঃ।)

বধূঃ—অজ্জ ! বন্দামি। অজ্জ ! পোরত্থিমামুহো হোহি। (আর্য ! বন্দে। আর্য ! পুরস্তান্মুখো ভব।)

বিদূষকঃ—এসো ভোদি ! পোরত্থিমামুহো সংবুত্তো ম্হি। (এষ ভবতি ! পুরস্তান্মুখঃ সংবৃত্তোঽস্মি।)

বধূঃ—অজ্জ ! পডিচ্ছ ইমং। (আর্য ! প্রতীচ্ছেমাম্।)

বিদূষকঃ—কিং ণ্ণেদং ? (কিং স্বিদম্।)

বধূঃ—অহং খু রঅণসাট্ঠিং উববসিদা আসি। তহিং জধাবিহবাণুসারেণ বহ্মণো পডিগ্গাহিদব্বো। সো অণ পডিগ্গাহিদো, তা তস্স কিদে পড়িচ্ছ ইমং রঅণমালিঅং। (অহং খলু রত্নষষ্ঠীমুপোষিতাসম্। তত্র যথাবিভবানুসারেণ ব্রাহ্মণঃ প্রতিগ্রাহিতব্যঃ। স চ ন প্রতিগ্রাহিতঃ, তত্তস্য কৃতে প্রতীচ্ছেমাং রত্নমালিকাম্।)

বিদূষকঃ—(গৃহীত্বা) সোত্থি, গমিস্সং ; পিঅবঅস্সস্স নিবেদেমি। (স্বস্তি, গমিষ্যামি প্রিয়বয়সস্য নিবেদয়ামি।)

বধূঃ—অজ্জমিত্তেঅ। মা গু মং লজ্জাবেহি। (আর্যমৈত্রেয়। মা খলু মাং লজ্জিতাং কুরু।) (ইতি নিষ্ক্রান্তা)

বিদূষকঃ—(সবিস্ময়ম্) অহো সে মহাণুভাবদা। (অহো, অস্যা মহানুভাবতা।)

চারুদত্তঃ—অয়ে, চিরয়তি মৈত্রেয়ঃ। মা নাম বৈক্লব্যাদকার্যং কুর্যাৎ। মৈত্রেয়, মৈত্রেয়।

বিদূষকঃ—(উপসৃত্য) এসো ম্হি। গেহ্ন এদং। (রত্নাবলীং দর্শয়তি) (এষোঽস্মি, গৃহাণৈতাম্।)

চারুদত্তঃ—কিমেতৎ।

বিদূষকঃ—ভো, জং দে সরিসদারসঙ্গহস্স ফলং। (ভোঃ, যত্তে সদৃশদারসংগ্রহস্য ফলম্।)

চারুদত্তঃ—কথং ব্রাহ্মণী মামনুকম্পতে? কষ্টম্, ইদানীমস্মি দরিদ্রঃ।

আত্মভাগ্যক্ষতদ্রব্যঃ স্ত্রীদ্রব্যেণানুকম্পিতঃ।
অর্থতঃ পুরুষো নারী যা নারী সাঽর্থতঃ পুমান্ ॥২৭॥

অথবা, নাহং দরিদ্রঃ, যস্য মম

বিভবানুগতা ভার্যা সুখদুঃখসুহৃদ্ভবান্।
সত্যং চ ন পরিভ্রষ্টং যদ্দরিদ্রেষু দুর্লভম্ ॥২৮॥

মৈত্রেয়! গচ্ছ রত্নাবলীমাদায় বসন্তসেনায়াঃ সকাশম্। বক্তব্যা চ সা মদ্বচনাৎ যৎখল্বস্মাভিঃ সুবর্ণভাণ্ডমাত্মীয়মিতি কৃত্বা বিশ্রম্ভাদ্দ্যূতে হারিতম্; তস্য গৃহ্যতামিয়ং রত্নাবলী ইতি।

বিদূষকঃ—মা দাব অকখাইদস্স অভুত্তস্স অপ্পমুল্লস্স চোরেহিং অবহিদস্স কারণাদো চতুঃ সমুদ্দসার ভূদা রঅণাবলী দীঅদি। (মা তাবদখাদিতস্যাভুক্তস্যাল্পমূল্যস্য চৌরেরপহৃতস্য কারণাচ্চতুঃ সমুদ্রসারভূতা রত্নাবলী দীয়তে।)

চারুদত্তঃ—বয়স্য! মা মৈবম্—

যং সমালম্ব্য বিশ্বাসং ন্যাসোঽস্মাসু তয়া কৃতঃ।
তস্যৈতন্মহতো মূল্যং প্রত্যয়স্যৈব দীয়তে ॥২৯॥

তদ্বয়স্য! অস্মচ্ছরীরপৃষ্টিকয়া শাপিতোঽসি, নৈনামগ্রাহয়িত্বাত্রাগন্তব্যম্। বর্ধমানক।

এতাভিরিষ্টিকাভিঃ সন্ধিঃ ক্রিয়তাং সুসংহতঃ শীঘ্রম্।
পরিবাদবহলদোষান্ন যস্য রক্ষাং পরিহরামি ॥৩০॥

বয়স্য মৈত্রেয়! ভবতাপ্যকৃপণশৌণ্ডীর্যমভিধাতব্যম্।

বিদূষকঃ—ভো, দলিদ্দো কিং অকিবণং মন্তেদি। (ভোঃ! দরিদ্রঃ কিমকৃপণং মন্ত্রয়তি।)

চারুদত্তঃ—অদরিদ্রোঽস্মি সখে। (যস্য মম 'বিভবানুগতা ভার্যা'—ইত্যাদি পুনঃ পঠতি) তদ্গচ্ছতু ভবান্; অহমপি কৃতশৌচঃ সন্ধ্যামুপাসে।

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি সন্ধিচ্ছেদো নাম তৃতীয়োঽঙ্কঃ ॥

(ততঃ প্রবিশতি চেটী)

চেটী—আণত্তহ্মি অত্তাএ অজ্জআএ সআসং গন্তুম্। এসা অজ্জআ চিত্তফলঅণিসণ্ণদিট্ঠী মদণিআএ সহ কিংপি মন্তঅন্তী চিট্ঠদি। তা জাব উবসপ্পামি। (আজ্ঞপ্তাস্মি মাত্রার্যায়াঃ সকাশং গন্তুম্। এষার্যা চিত্রফলকনিষণ্ণদৃষ্টির্মদনিকয়া সহ কিমপি মন্ত্রয়ন্তী তিষ্ঠতি। তদ্যাবদুপসর্পামি।)

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দিষ্টা বসন্তসেনা মদনিকা চ)

বসন্তসেনা—হঞ্জে মদনিএ! অবি সুসদিসী ইঅং চিত্তাকিদী অজ্জচারুদত্তস্স। (চেটি মদনিকে! অপি সুসদৃশীয়ং চিত্রাকৃতিরার্যচারুদত্তস্য।)

মদনিকা—সুসাদিসী। (সুসদৃশী।)

বসন্তসেনা—কধং তুমং জাণাসি? (কথং ত্বং জানাসি?)

মদনিকা—জেণ অজ্জআএ সুসিণিদ্ধা দিট্ঠী অণুলগ্গা (যেনার্যায়াঃ সুস্নিগ্ধা দৃষ্টিরনুলগ্না।)

বসন্তসেনা—হঞ্জে! কিং বেসবাসদাক্খিণ্ণেণ মদণিএ! এব্বং ভণাসি। (চেটি! কিং বেশবাসদাক্ষিণ্যেন মদনিকে! এবং ভণাসি।)

মদনিকা—অজ্জএ! কিঃ জো জ্জেব জণো বেসে পত্তিবসদি, সো জ্জেব অলীঅ-দক্খিণো ভোদি? (আর্যে! কিঃ য এব জনো বেশে প্রতিবসতি, স এবালীক-দক্ষিণো ভবতি।)

বসন্তসেনা—হঞ্জে! ণাণাপুরিসসঙ্গেণ বেস্সাজণো অলীঅদক্খিণো ভোদি। (চেটি! নানাপুরুষসঙ্গেন বেশ্যাজনোঽলীকদক্ষিণো ভবতি।)

মদনিকা—জদো দাব অজ্জআএ দিট্ঠী ইদো অভিরমদি হিঅঅং চ, তস্স কারণং কিং পুচ্ছীঅদি। (যতস্তাবদার্যায়া দৃষ্টিরিহাভিরমতে হৃদয়ং চ, তস্য কারণ কিং পৃচ্ছ্যতে।)

বসন্তসেনা—হঞ্জে! সহীজণাদো উবহণীঅদাং রক্খামি। (চেটি, সখীজনাদুপ-হসণীয়তাং রক্ষামি।)

মদনিকা—অজ্জএ! এব্বং ণেদং। সহীজণচিত্তাণুবত্তী অবলাজণো ভোদি। (আর্যে! এবং নেদম্। সখীজনচিত্তানুবর্ত্যবলাজনো ভবতি।)

প্রথমা চেটী—(উপসৃত্য) অজ্জএ! অত্তা আণবেদি—'গহিদাবগুণ্ঠং পক্খদ্বারে সজ্জং পবহণম্। তা গচ্ছ' ত্তি। (আর্যে! মাত্যজ্ঞাপয়তি গৃহীতাবগুণ্ঠনং পক্ষদ্বারে সজ্জং প্রবহণম্। তদ্গচ্ছ' ইতি।)

বসন্তসেনা—হঞ্জে! কিং অজ্জচারুদত্তো মং! ণইস্সদি। (চেটি! কিমার্যচারুদত্তো মাং নেষ্যতি।)

চেটী—অজ্জএ! জেণ পবহণেণ সহ সুবণ্ণদসসাহস্সিও অলংকারও অণুপ্পেসিদো। আর্যে! যেন প্রবহণেন সহ সুবর্ণদশসাহস্রিকোঽলঙ্কারোঽনুপ্রেষিতঃ।)

বসন্তসেনা—কো উণ সো। (কঃ পুনঃ সঃ।)

চেটী—এসো জ্জেব রাঅস্সালো সণ্ঠাণও। (এষ এব রাজশ্যালঃ সংস্থানকঃ।)

বসন্তসেনা—(সক্রোধম্) অবেহি মা পুণো এব্বং ভণিস্সসি। (অপেহি, মা পুনরেবং ভণিষ্যসি।)
চেটী—পসীদদু পসীদদু অজ্জআ। সন্দেসেণ ম্হি পেসিদা।) প্রসীদতু প্রসীদত্বার্যা। সন্দেশেনাস্মি প্রেষিতা।)
বসন্তসেনা—অহং সন্দেসস্স জ্জেব কুপ্পামি। (অহং সন্দেশস্যৈব কুপ্যামি।)
চেটী—তা কিংতি অত্তং বিণ্ণবিস্সং। (তৎ কিমিতি মাতরং বিজ্ঞাপয়িষ্যামি।)
বসন্তসেনা—এব্বং বিণ্ণাবিদব্বা—'জই মং জীঅন্তীং ইচ্ছসি, তা এব্বং ণ পুণো অহং অত্তাএ আণ্ণাবিদব্বা'। (এবং বিজ্ঞাপয়িতব্য—'যদি মাং জীবন্তীমিচ্ছসি, তদেবং ন পুনরহং মাত্রাঽজ্ঞাপয়িতব্যা'।)
চেটী—জধা দে রোঅদি। (যথা তে রোচতে।) (ইতি নিষ্ক্রান্তা)

(প্রবিশ্য)

শর্বিলকঃ— দত্ত্বা নিশায়া বচনীয়দোষং নিদ্রাং চ জিত্বা নৃপতেশ্চ রক্ষ্যান্।
স এষ সূর্যোদয়মন্দরশ্মিঃ ক্ষপাক্ষয়াচ্চন্দ্র ইবাস্মি জাতঃ ॥১॥

অপি চ,—

যঃ কশ্চিত্ত্বরিতগতির্নিরীক্ষতে মাং সম্ভ্রান্তং দ্রুতমুপসর্পতি স্থিতং বা।
তং সর্বং তুলয়তি দূষিতোঽন্তরাত্মা স্বৈর্দোষৈর্ভবতি হি শঙ্কিতো মনুষ্যঃ ॥২॥

ময়া খলু মদনিকায়াঃ কৃতে সাহসমনুষ্ঠিতম্।

পরিজনকথাসক্তঃ কশ্চিন্নরঃ সমুপেক্ষিতঃ
ক্বচিদপি গৃহং নারীনাথং নিরীক্ষ্য বিবর্জিতম্।
নরপতিবলে পার্শ্বায়াতে স্থিতং গৃহদারুব-
দ্ব্যবসিতশতৈরেবংপ্রায়ৈর্নিশা দিবসীকৃতা ॥৩॥

(ইতি পরিক্রামতি)

বসন্তসেনা—হঞ্জে! ইমং দাব চিত্তফলঅং মম সঅণীএ ঠাবিঅ তালবেণ্টঅং গেহ্নিঅ লহু আঅচ্ছ। (চেটী! ইমং তাবিচ্চত্রফলকং মম শয়নীয়ে স্থাপয়িত্বা তালবৃন্তং গৃহীত্বা লঘ্বাগচ্ছ।)
মদনিকা—জং অজ্জআ আণবেদি। (যদার্যাজ্ঞাপয়তি।)
(ইতি ফলকং গৃহীত্বা নিষ্ক্রান্তা)
শর্বিলকঃ—ইদং বসন্তসেনায়া গৃহম্। তদ্যাবৎপ্রবিশামি। (প্রবিশ্য) ক্ব নু ময়া মদনিকা দ্রষ্টব্যা।

(ততঃ প্রবিশতি তালবৃন্তহস্তা মদনিকা)

শর্বিলকঃ—(দৃষ্ট্বা) অয়ে ইয়ং মদনিকা।

মদনমপি গুণৈর্বিশেষয়ন্তী রতিরিব মূর্তিমতী বিভাতি যেয়ম্।
মম হৃদয়মনঙ্গবহ্নিতপ্তং ভৃশমিব চন্দনশীতলং করোতি ॥৪॥

মদনিকে!

মদনিকা—(দৃষ্ট্বা) অম্মো, কধং সব্বিলও। সব্বিলঅ! সাঅদং দে, কহিং তুমং। (আশ্চর্যম্, কথং শর্বিলক! স্বাগতং তে। কুত্র ত্বম্।)
শর্বিলকঃ—কথয়িষ্যামি।

(ইতি সানুরাগমন্যোন্যং পশ্যতঃ)

বসন্তসেনা—চিরঅদি মদণিআ। কথং এসা কেনাবি প্‌রিসকেণ সহ মন্তঅন্তী চিট্‌ঠদি। জধা অদিসিণিদ্ধাএ ণিচ্চলদিট্‌ঠীএ আপিবন্তী বিঅ এদং ণিজ্ঝাঅদি তধা তক্কেমি, এসো সো জণো এদং ইচ্ছদি অভুজিস্সং কাদ্‌ম্‌। তা রমদ্‌ রমদ্‌ মা কস্সাবি পীদিচ্ছেদো ভোদ্‌। ণ খ্‌ সদ্দাবিস্সম্‌। (চিরয়তি মদনিকা। তৎ কুত্র ন্‌ খল্‌ সা। কথমেষা কেনাপি প্‌র্‌ষকেণ সহ মন্ত্রয়ন্তী তিষ্ঠতি। যথাতিস্নিগ্ধয়া নিশ্চলদৃষ্ট্যা পিবন্তী বৈতং নিধ্যায়তি তথা তর্কয়ামি, এষ স জন এনামিচ্ছত্যভুজিষ্যাং কর্ত্‌ম্‌। তদ্রমতাং রমতাং মা কস্যাপি প্রীতিচ্ছেদো ভবতু। ন খল্বাকারয়িষ্যামি।)

মদনিকা—সৃব্বিলঅ! কধেহি। (শর্বিলক। কথয়।)

(শর্বিলকঃ সশঙ্কং দিশোঽবলোকয়তি)

মদনিকা—সব্বিলঅ! কিং ণ্নেদং সসংকো বিঅ লক্‌খীঅসি। (শর্বিলক! কিং ন্বিদং সশঙ্ক ইব লক্ষ্যসে।)

শর্বিলকঃ—বক্ষ্যে ত্বাং কিঞ্চিদ্রহস্যম্‌। তদ্বিবিক্তমিদম্‌।

মদনিকা—অধ ইং। (অথ কিম্‌।)

বসন্তসেনা—কধং পরমরহস্সং। তা ণ স্‌ণিস্সম্‌। (কথং পরমরহস্যম্‌। তন্ন শ্রোষ্যামি।)

শর্বিলকঃ—মদণিকে! কিং বসন্তসেনা মোক্ষ্যতি ত্বাং নিষ্ক্রয়েণ।

বসন্তসেনা—কধং মম সম্বন্ধিণী কধা। তা স্‌ণিস্সং ইমিণা গবক্‌খেণ ওবারিদসরীরা। (কথং মম সম্বন্ধিনী কথা। তচ্ছ্রোষ্যাম্যনেন গবাক্ষেণাপবারিতশরীরা।)

মদনিকা—সব্বিলঅ! ভণিদা মএ অজ্জআ। তদো ভণাদি—'জই মম ছন্দো তদা বিণা অত্থং সব্বং পরিজণং অভুজিস্সং করইস্সম্‌'। অধ সব্বিলঅ। কুদো দে এত্তিও বিহবো, জেণ মং অজ্জআসআসাদো মোআইস্সসি। (শর্বিলক! ভণিতা ময়ার্যা। তদা ভণতি—'যদি মম ছন্দস্তদা বিনাঽর্থং সর্বং পরিজনমভুজিষ্যং করিষ্যামি। অথ শর্বিলক! কুতস্ত এতাবান্‌ বিভবঃ, যেন মামার্যাসকাশান্‌ মোচয়িষ্যসি।)

শর্বিলকঃ— দারিদ্র্যেণাভিভূতেন ত্বৎস্নেহান্‌গতেন চ।
অদ্য রাত্রৌ ময়া ভীর্‌! ত্বদর্থে সাহসং কৃতম্‌ ॥৫॥

বসন্তসেনা—পসণ্ণা সে আকিদী, সাহসকম্মাদএ উণ উব্বেঅণীআ। (প্রসন্নাস্যাকৃতিঃ সাহসকর্মতয়া প্‌নর্‌দ্বেজনীয়া।)

মদনিকা—সব্বিলঅ! ইত্থীকল্লবত্তস্স কারণেণ উহঅং পি সংসএ বিণিক্‌খিত্তং। (শর্বিলক! স্ত্রীকল্যবর্তস্য কারণেনোভয়মপি সংশয়ে বিনিক্ষিপ্তম্‌।)

শর্বিলকঃ—কিং কিম্‌।

মদনিকা—সরীর চারিত্তং চ। (শরীরং চারিত্র্যঞ্চ।)

শর্বিলকঃ—অপণ্ডিতে! সাহসে শ্রীঃ প্রতিবসতি।

মদনিকা—সব্বিলঅ! অখণ্ডিদচারিত্তো সি। তা ণ খ্‌ দে মম কারণাদো সাহসং করন্তেণ অচ্চন্তবির্‌দ্ধং আচারিদম্‌। (শর্বিলক! অখণ্ডিতচারিত্র্যোঽসি। তন্ন খল্‌ ত্বয়া মম কারণাৎ সাহসং কুর্বতাত্যন্তবির্‌দ্ধমাচরিতম্‌।)

শর্বিলকঃ— নো মুষ্ণাম্যবলাং বিভূষণবতীং ফুল্লামিবাহং লতাং
বিপ্রস্বং ন হরামি কাঞ্চনমথো যজ্ঞার্থমভ্যুদ্ধৃতম্ ।
ধাত্র্যুৎসঙ্গগতং হরামি ন তথা বালং ধনার্থী ক্বচি-
ৎকার্যাকার্যবিচারিণী মম মতিশ্চৌর্যেঽপি নিত্যং স্থিতা ॥৬॥

তদ্বিজ্ঞাপ্যতাং বসন্তসেনা,—
'অয়ং তব শরীরস্য প্রমাণাদিব নির্মিতঃ ।
অপ্রকাশো হ্যলংকারো মৎস্নেহাদ্ধার্যতামিতি' ॥৭॥

মদনিকা—সাহসিঅ ! অপ্পকাশো অলংকারও। অঅং চ জণো ত্তি দাবেবি ণ জুজ্জদি । তা উবণেহি দাব । পেক্খামি এদং অলংকারঅম্ । (শর্বিলক ! অপ্রকাশোঽলংকারঃ । অয়ং চ জন ইতি স্বয়মপি ন যুজ্যতে । তদুপনয় তাবৎ । পশ্যাম্যেনমলংকারম্ ।)

শর্বিলকঃ—ইদমলংকরণম্ । (ইতি সাশংকং সমর্পয়তি ।)

মদনিকা—(নিরূপ্য) দিট্ঠপুরুব্বো বিঅ অঅং অলংকারও । তা ভণেহি কুদো দে এসো । (দৃষ্টপূর্ব ইবায়মলংকারঃ । তদ্ভণ কুতস্তে এষঃ ।)

শর্বিলকঃ—মদনিকে ! কিং তবানেন । গৃহ্যতাম্ ।

মদনিকা—(সরোষম্) জই মে পচ্চঅং ণ গচ্ছসি, তা কিংণিমিত্তং মং ণিক্কিণাসি । (যদি মে প্রত্যয়ং ন গচ্ছসি, তৎ কিং নিমিত্তং মাং নিষ্ক্রীণাসি ।)

শর্বিলকঃ—অয়ি, প্রভাতে ময়া শ্রুতং শ্রেষ্ঠিচত্বরে, যথা—'সার্থবাহস্য চারুদত্তস্য' ইতি।

(বসন্তসেনা মদনিকা চ মূর্চ্ছাং নাটয়তঃ)

শর্বিলকঃ—মদনিকে । সমাশ্বসিহি । কিমিদানীং ত্বম্—
বিষাদগ্রস্তসর্বাঙ্গী সম্ভ্রমভ্রান্তলোচনা ।
নীয়মানাঽভুজিষ্যাত্বং কম্পসে নানুকম্পসে ॥৮॥

মদনিকা—(সমাশ্বস্য) সাহসিঅ ! ণ খু তুএ মম কারণাদো ইমং অকজ্জং করন্তেন তস্সিং গেহে কো বি বাবাদিদো পরিক্খদো বা । (সাহসিক ! ন খলু ত্বয়া মম কারণাদিদমকার্যং কুর্বতা তস্মিন্ গেহে কোঽপি ব্যাপাদিতঃ পরিক্ষতো বা ।)

শর্বিলকঃ—মদনিকে ! ভীতে সুপ্তে ন শর্বিলকঃ প্রহরতি ; তন্ময়া ন কশ্চিদ্ ব্যাপাদিতো নাপি পরিক্ষতঃ ।

মদনিকা—সচ্চং সচ্চং । (সত্যং সত্যম্ ।)

শর্বিলকঃ—সত্যম্ ।

বসন্তসেনা—(সংজ্ঞাং লব্ধ্বা) অম্মহে, পচ্চুজ্জীবিদম্হি । (আশ্চর্যম্, প্রত্যুপজীবিতাস্মি ।)

মদনিকা—পিঅং পিঅং । (প্রিয়ং প্রিয়ম্ ।)

শর্বিলকঃ—(সের্ষ্যম্) মদনিকে ! কিং নাম প্রিয়মিতি ।
ত্বৎস্নেহবদ্ধহৃদয়ো হি করোম্যকার্যং সদ্বৃত্তপূর্বপুরুষেঽপি কুলে প্রসূতঃ ।
রক্ষামি মন্মথবিপন্নগুণোঽপি মানং মিত্রং চ মাং ব্যবদিশস্যপরং চ যাসি ॥৯॥

(সাকূতম্)
ইহ সর্বস্বফলিনঃ কুলপুত্রমহাদ্রুমাঃ ।
নিষ্ফলত্বমলং যান্তি বেশ্যাবিহগভক্ষিতাঃ ॥১০॥

অয়ং চ সুরতজ্বালঃ কামাগ্নিঃ প্রণয়েন্ধনঃ।
নরাণাং যত্র হূয়ন্তে যৌবনানি ধনানি চ ॥১১॥

বসন্তসেনা—(সস্মিতম্) অহো, সে অথাণে আবেও। (অহো, অস্যাস্থান আবেগঃ।)

শর্বিলকঃ—সর্বথা,—

অপণ্ডিতাস্তে পুরুষা মতো মে যে স্ত্রীষু চ শ্রীষু চ বিশ্বসন্তি।
স্ত্রিয়ো হি কুর্বন্তি তথৈব নার্যো ভুজঙ্গকন্যাপরিসর্পণানি ॥১২॥
স্ত্রীষু ন রাগঃ কার্যো রক্তং পুরুষং স্ত্রিয়ঃ পরিভবন্তি।
রক্তৈব হি রন্তব্যা বিরক্তভাবা তু হাতব্যা ॥১৩॥

সুষ্ঠু খল্বিদমুচ্যতে,—

এতা হসন্তি চ রুদন্তি চ বিত্তহেতোর্বিশ্বাসয়ন্তি পুরুষং ন তু বিশ্বসন্তি।
তস্মান্নরেণ কুলশীলসমন্বিতেন বেশ্যাঃ শ্মশানসুমনা ইব বর্জনীয়াঃ ॥১৪॥

অপি চ—

সমুদ্রবীচীব চলস্বভাবাঃ সন্ধ্যাভ্রলেখেব মুহূর্তরাগাঃ।
স্ত্রিয়ো হৃতার্থাঃ পুরুষং নিরর্থং নিষ্পীড়িতালক্তকবত্ত্যজন্তি ॥১৫॥

স্ত্রিয়ো নাম চপলাঃ,—

অন্যং মনুষ্যং হৃদয়েন কৃত্বা অন্যং ততো দৃষ্টিভিরাহ্বয়ন্তি।
অন্যত্র মুঞ্চন্তি মদপ্রসেকমন্যং শরীরেণ চ কাময়ন্তে ॥১৬॥

সুক্তং খলু কস্যাপি—

ন পর্বতাগ্রে নলিনী প্ররোহতি ন গর্দভা বাজিধুরং বহন্তি।
যবাঃ প্রকীর্ণা ন ভবন্তি শালয়ো ন বেশজাতাঃ শুচয়স্তথাঙ্গনাঃ ॥১৭॥

আঃ দুরাত্মন্ চারুদত্তহতক ! অয়ং ন ভবসি। (ইতি কতিচিৎ পদানি গচ্ছতি)
মদনিকা (অঞ্চলে গৃহীত্বা) অই অসম্বন্ধভাসঅ অসম্ভাবণীএ কুপ্পসি। (অয়ি অসম্বন্ধভাষক ! অসম্ভাবনীয়ে কুপ্যসি)

শর্বিলকঃ—কথমসম্ভাবনীয়ং নাম।

মদনিকা—এসো খু অলংকারও অজ্জআকেরও। (এষ খল্বলংকার আর্যাসম্বন্ধী।)

শর্বিলকঃ—ততঃ কিম্।

মদনিকা—স চ তস্স অজ্জস্স হত্থে বিণিকিখত্তো। (স চ তস্যার্যস্য হস্তে বিনিক্ষিপ্তঃ।)

শর্বিলকঃ—কিমর্থম্।

মদনিকা—(কর্ণে) এব্বং বিঅ। (এবমিব।)

শর্বিলকঃ—(সবৈলক্ষ্যম্) ভোঃ কষ্টম্—

ছায়ার্থং গ্রীষ্মসন্তপ্তো যামেবাহং সমাশ্রিতঃ।
অজানতা ময়া সৈব পত্রৈঃ শাখা বিযোজিতা ॥১৮॥

বসন্তসেনা—কধং এসো বি সন্তপ্পদি জ্জেব। তা অজাণন্তেণ এদিণা এব্বং অণুচিট্‌ঠিদম্। (কথমেষোঽপি সন্তপ্যতএব। তদজানতৈতেনৈবমনুষ্ঠিতম্।)

শর্বিলকঃ—মদনিকে ! কিমিদানীং যুক্তম্।

মদনিকা—ইত্থং তুমং জ্জেব্ব পণ্ডিও। (অত্র ত্বমেব পণ্ডিতঃ।)

শর্বিলকঃ—নৈবম্ ; পশ্য,—

স্ত্রিয়ো হি নাম খল্বেতা নিসর্গাদেব পণ্ডিতাঃ।
পুরুষাণাং তু পাণ্ডিত্যং শাস্ত্রৈরেবোপদিশ্যতে ॥১৯॥

মদনিকা—সব্বিলঅ ! জই মম বঅণং সুনীঅদি, তা তস্স জ্জেব মহাণুভাবস্স পডিণিজ্জাদেহি। (শর্বিলক ! যদি মম বচনং শ্রূয়তে, তদা তস্যৈব মহানুভাবস্য প্রতিনির্যাতয়।)

শর্বিলকঃ—মদনিকে ! যদ্যসৌ রাজকুলে মাং কথয়তি।

মদনিকা—ণ চন্দাদো আদবো হোদি। (ন চন্দ্রাদাতপো ভবতি।)

বসন্তসেনা—সাহু মদণিএ ! সাহু। (সাধু মদনিকে ! সাধু।)

শর্বিলকঃ—মদনিকে !

ন খলু মম বিষাদঃ সাহসেঽস্মিন্‌ভয়ং বা
কথয়সি হি কিমর্থং তস্য সাধোর্গুণাং স্ত্বম্।
জনয়তি মম খেদং কুৎসিতং কর্ম লজ্জাং
নৃপতিরিহ শঠানাং মাদৃশাং কিং ন কুর্যাৎ ॥২০॥

তথাপি নীতিবিরুদ্ধমেতৎ। অন্য উপায়শ্চিন্ত্যতাম্।

মদনিকা—সো অঅং অবরো উবাও। (সোঽয়মপর উপায়ঃ।)

বসন্তসেনা—কো খু অবরো উবাও হুবিস্সদি। (কঃ খল্বপর উপায়ো ভবিষ্যতি।)

মদনিকা—তস্স জ্জেব্ব অজ্জস্স কেরও ভবিঅ এদং অলংকারঅং অজ্জআএ উবণেহি। (তস্যৈবার্যস্য সম্বন্ধী ভূত্বৈমমলংকারকমার্যায়া উপনয়।)

শর্বিলকঃ—এবং কৃতে কিং ভবতি।

মদনিকা—তুমং দাব অচোরো, সো বি অজ্জো অরিণো, অজ্জআএ সকং অলংকারঅং উবগদং ভোদি। (ত্বং তাবদচোরঃ, সোঽপ্যার্যোঽনৃণঃ, আর্যয়া স্বকোঽলংকার উপগতো ভবতি।)

শর্বিলকঃ—নন্বতিসাহসমেতৎ।

মদনিকা—অই ! উবণেহি, অণ্ণধা অদিসাহসম্। (অয়ি ! উপনয়, অন্যথাতিসাহসম্।)

বসন্তসেনা—সাহু মদণিএ ! সাহু। অভুজিস্সএ বিঅ মন্তিদং। (সাধু মদনিকে ! সাধু। অভুজিষ্যয়েব মন্ত্রিতম্।)

শর্বিলকঃ— ময়াপ্তা মহতী বুদ্ধির্ভবতীমনুগচ্ছতা।
নিশায়াং নষ্টচন্দ্রায়াং দুর্লভো মার্গদর্শকঃ ॥২১॥

মদনিকা—তেণ হি তুমং ইমস্সি কামদেবগেহে মহুত্তঅং চিট্‌ঠ, জাব অজ্জআএ তুহ আগমণং ণিবেদেমি। (তেন হি ত্বমস্মিন্ কামদেবগেহে মুহূর্তকং তিষ্ঠ, যাবদার্যায়ৈ তবাগমনং নিবেদয়ামি।)

শর্বিলকঃ—এবং ভবতু।

মদনিকা—(উপসৃত্য) অজ্জএ ! এসো খু চারুদত্তস্স সআসাদো বম্হণো আঅদো। (আর্যে এষ খলু চারুদত্তস্য সকাশাদ্ ব্রাহ্মণ আগতঃ।)

বসন্তসেনা—হঞ্জে ! তস্স কেরও ত্তি কধং তুমং জাণাসি। (চেটি ! তস্য সম্বন্ধীতি কথং ত্বং জানাসি।)

মদনিকা—অজ্জএ ! অত্তণকেরঅং বি ণ জাণামি। (আর্যে ! আত্মসম্বন্ধিনমপি ন জানামি।)

বসন্তসেনা—(স্বগতং সশিরঃকম্পং, বিহস্য) জুজ্জদি, (প্রকাশম্) পবিসদু। (যুজ্যতে, প্রবিশতু।)

মদনিকা—জং অজ্জআ আণবেদি। (উপগম্য) পবিসদু সজ্জিলও। (যদার্যাজ্ঞাপয়তি। প্রবিশতু শর্বিলকঃ।)

শর্বিলকঃ—(উপসৃত্য, সবৈলক্ষ্যম্) স্বস্তি ভবত্যৈ।

বসন্তসেনা—অজ্জ! বন্দামি। উববিসদু অজ্জো। (আর্য! বন্দে। উপবিশত্বার্যঃ।)

শর্বিলকঃ—সার্থবাহস্ত্বাং বিজ্ঞাপয়তি– 'জর্জরত্বাদ্গৃহস্য দুরক্ষ্যমিদং ভাণ্ডম্; তদ্ গৃহ্যতাম্'। (ইতি মদনিকায়াঃ সমর্প্য স্থিতঃ।)

বসন্তসেনা—অজ্জ! মমাবি দাব পডিসন্দেসং তহিং অজ্জো ণেদু। (আর্য! মমাপি তাবৎ প্রতিসন্দেশং তত্রার্যো নয়তু।)

শর্বিলকঃ—(স্বগতম্) কস্তত্র যাসাতি (প্রকাশম্) কঃ প্রতিসন্দেশঃ।

বসন্তসেতা—পডিচ্ছদু অজ্জোমদণিঅম্ (প্রতীচ্ছত্বার্যো মদনিকাম্।)

শর্বিলকঃ—ভবতি! ন খল্ববগচ্ছম্।

বসন্তসেনা – অহং অবগচ্ছামি। (অহমবগচ্ছামি।)

শর্বিলকঃ – কথমিব।

বসন্তসেনা—অহং অজ্জচারুদত্তেণ ভণিদা—'জো ইমং অলংকারঅং সমপ্পইস্সদি, তস্স তুএ মদণিআ দাদব্বা'। তা সো জ্জেব এদং দে দেদিত্তি এব্বং অজ্জেণ অবগচ্ছিদব্বম্। (অহমার্যচারুদত্তেন ভণিতা—'য ইমমলংকারকং সর্পয়িষ্যতি, তস্য ত্বয়া মদনিকা দাতব্যা। তৎ স এবৈতাং তে দদাতীত্যেবমার্যেণাবগন্তব্যম্।)

শর্বিলকঃ—(স্বগতম্) অয়ে বিজ্ঞাতোঽহমনয়া। (প্রকাশম্) সাধু আর্যচারুদত্ত! সাধু;

গুণেষ্বেব হি কর্তব্যঃ প্রযত্নঃ পুরুষৈঃ সদা।
গুণযুক্তো দরিদ্রোঽপি নেশ্বরৈরগুণৈঃ সমঃ ॥২২॥

অপি চ,—

গুণেষু যত্নঃ পুরুষেণ কার্যো ন কিঞ্চিদপ্রাপ্যতমং গুণানাম্।
গুণপ্রকর্ষাদুড়ুপেন শম্ভোরলঙ্ঘ্যমুল্লঙ্ঘিতমুত্তমাঙ্গম্ ॥২৩॥

বসন্তসেনা—কো এত্থ পবহণিও। (কোঽত্র প্রবহণিকঃ।)

(প্রবিশ্য সপ্রবহণঃ)

চেটঃ—অজ্জএ! সজ্জং পবহণম্। (আর্যে! সজ্জং প্রবহণম্।)

বসন্তসেনা—হঞ্জে মঅণিএ! সুদিট্ঠং মং করেহি। দিণ্ণাসি। আরুহ পবহণম্। সুমরেসি মম্। (চেদি মদনিকে! সুদৃষ্টাং মাং কুরু। দত্তাসি। আরোহ প্রবহণম্। স্মরসি মাম্।)

মদনিকা—(রুদতী) পরিচ্চত্তম্হি অজ্জআএ। (পরিত্যক্তাস্ম্যার্যয়া।) (ইতি পাদয়োঃ পততি)

বসন্তসেনা – সম্পদং তুমং জ্জেব্ব বন্দণীআ সম্বুত্তা। তা গচ্ছ, আরুহ পবহণম্। সুমরেসি মম্। (সম্প্রতং ত্বমেব বন্দনীয়া সম্বৃত্তা। তদ্গচ্ছ, আরোহ প্রবহণম্। স্মরসি মাম্।)

শর্বিলকঃ—স্বস্তি ভবত্যৈ। মদনিকে!

সুদৃষ্টঃ ক্রিয়তামেষ শিরসা বন্দ্যতাং জনঃ!
যত্র তে দুর্লভং প্রাপ্তং বধূশব্দাবগুণ্ঠনম্ ॥২৪॥

(ইতি মদনিকয়া সহ প্রবহণমারুহ্য গন্তুং প্রবৃত্তঃ)

(নেপথ্যে)

কঃ কোঽত্র ভোঃ! রাষ্ট্রিয়ঃ সমাজ্ঞাপয়তি—'এষ খল্বার্যকো গোপালদারকো রাজা ভবিষ্যতীতি সিদ্ধাদেশপ্রত্যয়পরিত্রস্তেন পালকেন রাজ্ঞা ঘোষাদানীয় ঘোরে বন্ধনাগারে বদ্ধঃ। ততঃ স্বেষু স্বেষু স্থানেষ্বপ্রমত্তৈর্ভবদ্ভির্ভবিতব্যম্' ইতি।

শর্বিলকঃ—(আকর্ণ্য) কথং রাজ্ঞা পালকেন প্রিয়সুহৃদার্যকো মে বদ্ধঃ। কলত্রবাংশ্চাস্মি সংবৃত্তঃ। আঃ, কষ্টম্; অথবা

দ্বয়মিদমতীব লোকে প্রিয়ংনরাণাং সুহৃচ্চ বনিতা চ।
সম্প্রতি তু সুন্দরীণাং শতাদপি সুহৃদ্বিশিষ্টতমঃ ॥২৫॥

ভবতু, অবতরামি। (ইত্যবতরতি)

মদনিকা—(সাস্রমঞ্জলিং বদ্ধ্বা) এব্বং ণেদম্। তা পরং ণেদু মং অজ্জউত্তো সমীবং গুরুঅণাণম। (এবং নেদম্। তৎ পরং নয়তু মামার্যপুত্রঃ সমীপং গুরুজনানাম্)

শর্বিলকঃ—সাধু প্রিয়ে! সাধু; অস্মচ্চিত্তসদৃশমভিহিতম্। (চেটমুদ্দিশ্য) ভদ্র! জানীষে রেভিলস্য সার্থবাহস্যোদবসিতম্।

চেটঃ—অধ ইং (অথ কিম্)

শর্বিলকঃ—তত্র প্রাপয় প্রিয়াম্।

চেটঃ—জং অজ্জো আণবেদি। (যদার্য আজ্ঞাপয়তি)

মদনিকা—জধা অজ্জউত্তো ভণাদি, অপ্পমত্তেণ দাব অজ্জউত্তেণ হোদব্বম্। (যথার্যপুত্রো ভণতি অপ্রমত্তেন তাবদার্যপুত্রেণ ভবিতব্যম্) (ইতি নিষ্ক্রান্ত)

শর্বিলকঃ—অহমিদানীম্

জ্ঞাতীন্ বিটান্ স্বভুজবিক্রমলব্ধবর্ণান্ রাজাপমানকুপিতাংশ্চ নরেন্দ্রভৃত্যান্।
উত্তেজয়ামি সুহৃদঃ পরিমোক্ষণায় যৌগন্ধরায়ণ ইবোদয়নস্য রাজ্ঞঃ ॥২৬॥

অপি চ,—

প্রিয়সুহৃদমকারণে গৃহীতং রিপুভিরসাধুভিরাহিতাত্মশঙ্কৈঃ।
সরভসমভিপত্য মোচয়ামি স্থিতমিব রাহুমুখে শশাঙ্কবিম্বম্ ॥২৭॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

(প্রবিশ্য)

চেটঃ—অজ্জএ! দিট্ঠিআ বড্ঢসি। অজ্জচারুদত্তস্স সআসাদো বম্হণো আঅদো। (আর্যে! দিষ্ট্যা বর্ধসে। আর্যচারুদত্তস্য সকাশাদ্ব্রাহ্মণ আগতঃ)

বসন্তসেনা—অহো, রমণীঅদা অজ্জ দিবসস্স। তা হঞ্জে! সাদরং বন্ধুলেণ সমং পবেসেহি ণম্। (অহো, রমণীয়তাদ্য দিবসস্য। তচ্চেটি! সাদরং বন্ধুলেন সমং প্রবেশয়েনম্)

চেটী—জং অজ্জআ অণবেদি। (যদার্যাজ্ঞাপয়তি) (ইতি নিষ্ক্রান্তা)

(বিদূষকো বন্ধুলেন সহ প্রবিশতি)

বিদূষকঃ—হী হী ভো, অকচ্ছরণকিলেসবিণিজ্জিদেণ রক্খসরাআ রাবণো পুপ্ফকেণ বিমাণেণ গচ্ছদি। অহং উণ বহ্মণো অকিদতবচ্চরণকিলেসো বি ণরনারীজণেণ গচ্ছামি। (আশ্চর্যং ভোঃ তপশ্চরণক্লেশবিনির্জিতেন রাক্ষসরাজো রাবণঃ পুষ্পকেণ বিমানেন গচ্ছতি। অহং পুনর্ব্রাহ্মণোঽকৃততপশ্চরণক্লেশোঽপি নরনারীজনেন গচ্ছামি)

চেটী—পেক্খদু অজ্জো অহ্মকেরকং গেহদুআরম্। (প্রেক্ষতামার্যোঽস্মদীয়ং গেহদ্বারম্)

বিদূষকঃ—(অবলোক্য, সবিস্ময়ম্) অহো সলিলসিত্তমজ্জিদকিদহরিদোবলেবণস্স বিবিহসুঅন্ধিকুসুমোবহারচিত্তলিহিদভূমিভাঅস্স গঅণতলাঅলোঅণকোদূহলদূরুণ্ণামিদসীসস্স দোলাঅমাণাবলম্বিদেরাবণহত্থভমাইদমল্লিআদামগুণালংকিদস্স সমুচ্ছিদদন্তিদন্ততোরণবিভাসিদস্স মহারঅণোবরাত্তবসোহিণা পবণবলংদোলণাললন্তচঞ্চলগ্গহত্থেন 'ইদো এহি' ত্তি বাহরন্তেণ বিঅ মং সোহগ্গপডাআণিবহেণোবসো লিদস্স তোরণধরণত্থংভবেদিঅণিত্খিত্তসমুল্লসন্তহরিদচূদপল্লবললামফটিহমঙ্গলকলশাভিরামোহঅপাস্সস্স মহাসুরবক্খথলদুব্ভেজ্জবজ্জণিরন্তরপডিবন্ধকণঅকবাডস্স গদুজণমণোরহাআসকরস্স বসন্তসেণাভবণদুআরস্স সস্সিরীঅদা। জং সচ্চং মাজ্ঝত্থস্স বি জনস্স বলাদ্দিট্টিং আআরেদি।

(অহো সলিলসিক্তমার্জিতকৃতহরিতোপলেওনয্য বিবিধসুগন্ধিকুসুমোপহারচিত্রলিখিতভূমিভাগস্য গগনতলাবলোকনকৌতূহলদূরোন্নামিতশীর্ষস্য দোলায়মানাবলম্বিতৈরাবণহস্তভ্রমাগতমল্লিকাদামগুণালংকৃতস্য সমুচ্ছ্রিতদন্তিদন্ততোরণাবভাসিতস্য মহারত্নোপরাগোপশোভিনা পবনবলান্দোলনাললচঞ্চলাগ্রহস্তেন 'ইত এহি' ইতি ব্যাহরতেব মাং সৌভাগ্যপতাকানিবহেনোপশোভিতস্য তোরণধরণস্তম্ভবেদিকানিক্ষিপ্তসমুল্লসদ্ধরিতচূতপল্লবললামস্ফটিকমঙ্গলকলশাভিরামোভয়পার্শ্বস্য মহাসুরবক্ষঃস্থলদুর্ভেদ্যবজ্রনিরন্তরপ্রতিবদ্ধকনককপাটস্য দুর্গতজনমনোরথায়াসকরস্য বসন্তসেনাভবনদ্বারস্য সশ্রীকতা। যৎ সত্যং মধ্যস্থস্যাপি জনস্য বলাদ্দৃষ্টিমাকারয়তি)

চেটী—এদু এদু। ইমং পঢ়মং পওট্ঠং পবিসদু অজ্জো। (এত্বেতু, ইমং প্রথমং প্রকোষ্ঠং প্রবিশত্বার্যঃ)

বিদূষকঃ—(প্রবিশ্যাবলোক্য চ) হী হী ভো, ইধো বি পঢ়মে পওট্ঠে সসিসংখমুণালসচ্ছাহাও বিণিহিদচুণ্ণমুট্ঠিপাণ্ডুরাও বিবিহরঅণপডিয়দ্ধকঞ্চণসোবাণসোহিদাও পাসাদপতিও ওলম্বিদমুত্তাদামেহিং ফটিহবাদাঅণমুহচন্দেহিং ণিজ্ঝাঅন্তী বিঅ উজ্জইণিম্। সোত্তিঅ বিঅ সুহোববিট্ঠো ণিদ্দাঅদি দোবারিও। সদহিণা কলসোদণেণ পলোহিদা ণ ভক্খন্তি বায়সা বলিং সুধানবণ্ণদাএ। আদিসদু ভোদী। (আশ্চর্যং ভোঃ, অত্রাপি প্রথমে প্রকোষ্ঠে শশিশঙ্খমৃণালসচ্ছায়া বিনিহিতচূর্ণমুষ্টিপাণ্ডুরা বিবিধরত্নপ্রতিবদ্ধকাঞ্চনসোপানশোভিতাঃ প্রাসাদপঙ্ক্তয়োঽবলম্বিতমুক্তাদামভিঃ স্ফটিকবাতায়নমুখচন্দ্রৈর্নির্ধ্যায়ন্তীবোজ্জয়িনীম্। শ্রোত্রিয় ইব সুখোপবিষ্টো নিদ্রাতি দৌবারিকঃ। সদধ্না কলমোদনেন প্রলোভিতা ন ভক্ষয়ন্তি বায়সা বলিং সুধাসবর্ণতয়া। আদিশতু ভবতী)

চেটী—এদু এদু অজ্জো। ইমং দুদিঅং পওট্ঠং পবিসদু অজ্জো। (এত্বেত্বার্যঃ। ইমং দ্বিতীয়ং প্রকোষ্ঠং প্রবিশত্বার্যঃ)

বিদূষকঃ—(প্রবিশ্যাবলোক্য চ) হী হী ভো, ইদো বি দুদিএ পওট্ঠে পজ্জন্তোবনীদজবসবুসকবলসুপুট্টা তেলব্ভঙ্গিদবিসাণা বন্ধা পবহণবইল্লা। অঅং অণ্ণদরো অবমাণিদো বিঅ কুলীণো দীহং ণীসসীদ সেরিহো। ইদো অ অবণীদজুজ্জস্স মল্লস্স বিঅ মদ্দীঅদি গীবা মেসস্স। ইদো ইদো অবরাণং অস্সাণং কেসকপ্পণা করীঅদি। অঅং অবরো পাতচ্চরো বিঅ দিঢ়বন্ধো মন্দুরাএ সাহামিও। (অন্যতোঽবলোক্য চ) ইদো অ কুরচ্চুঅতেল্লমিস্সং পিণ্ডং হত্থী পড়িচ্ছাবীঅদি মেথপুরিসেহিম্। আদিসদু ভোদী। (আশ্চর্যং ভোঃ, ইহাপি দ্বিতীয়ে প্রকোষ্ঠে পর্যন্তোপনীতযবসবুসকবলসুপুষ্টাস্তৈলাভ্যক্তবিষাণা বন্ধা প্রবহণবলীবর্দাঃ। অয়মন্যতরোঽবমানিত ইব কুলীনো দীর্ঘং নিঃশ্বসিতি সৈরিভঃ। ইতশ্চাপনীত যুদ্ধস্য মল্লস্যেব মর্দ্যতে গ্রীবা মেষস্য। ইত ইতোঽপরেষামশ্বানাং কেশকল্পনা ক্রিয়তে। অয়মপরঃ পাটচ্চর ইব দৃঢ়বন্ধো মন্দুরায়াং শাখামৃগঃ। ইতশ্চ কুরচ্যুততৈলমিশ্রং পিণ্ডং হস্তী প্রতিগ্রাহ্যতে মাত্রপুরুষৈঃ। আদিশতু ভবতী।)

চেটী—এদু এদু অজ্জো। ইমং তইঅং পওট্ঠং পবিসদু অজ্জো। (এত্বেত্বার্যঃ। ইমং তৃতীয়ং প্রকোষ্ঠং প্রবিশত্বার্যঃ।)

বিদূষকঃ—(প্রবিশ্য, দৃষ্টবা চ) হী হী ভো, ইদো বি তইএ পওট্ঠে ইমাইং দাব কুলউত্তজণোবস্সেণমিত্তং বিরাচিদাইং আসণাইম্। অদ্ধবাচিদো পাসঅপীঠে চিট্ঠই পোথও। এসো অ সাহীণমণিমঅসারিআসাহিদো পাসঅপীঠো। ইমে অ অবরে মঅণসন্ধিবিগ্গচদুরা বিবিহবণ্ণিআবিলিত্তচিত্তফলঅগ্গহত্থা ইদো তদো পরিব্ভমন্তি গণিআ বুড়ঢবিডা অ। আদিসদু ভোদী। (আশ্চর্যং ভোঃ। ইহাপি তৃতীয়ে প্রকোষ্ঠে ইমানি তাবৎ কুলপুত্রজনোপবেশননিমিত্তং বিরচিতান্যাসনানি। অর্ধবাচিতং পাশকপীঠে তিষ্ঠতি পুস্তকম্। এতচ্চ স্বাধীনমণিময়সারিকাসহিতং পাশকপীঠম্ ইমে চাপরে মদনসন্ধিবিগ্রহচতুরা বিবিধবর্ণিকাবিলিপ্তচিত্রফলকাগ্রহস্তা ইতস্ততঃ পরিভ্রমন্তি গণিকা বৃদ্ধবিটশ্চ। আদিশতু ভবতী।)

চেটী—এদু এদু অজ্জো। ইমং চউট্ঠং পওট্ঠং অজ্জো। (এত্বেত্বার্যঃ। ইমং চতুর্থং প্রকোষ্ঠং প্রবিশত্বার্যঃ।)

বিদূষকঃ—(প্রবিশ্যাবলোক্য চ) হীহী ভো,ইদো বি চউট্ঠে পওট্ঠে জুবদিকরতাডিদা জলধরা বিঅ গম্ভীরং ণদন্তি মুদঙ্গা, হীণপুণ্ণাও বিঅ গঅণাদো তারআও ণিবডন্তি কংসতালআ, মহুঅবিবরুঅং বিঅ মহুরং বজ্জদি বংসো। ইঅং অবরা ঈসাপ্পণঅকুবিদকামিনী বিঅ অঙ্কারোবিদা কররুহপরামরিসেন সারিজ্জদি বীণা। ইমাও অবরাও কুসুমরসমণাও বিঅ মহুঅরিও অদিমহুরং পগীদাও গণিআদারিআও ণচ্চঅন্তি, ণট্টঅং পঠিঅন্তি, সসিঙ্গারও। ওবগ্গিদা গবক্খেসু বাদং গেহ্নন্তি সলিলগ্গরীও। আদিসদু ভোদী। (আশ্চর্যং ভোঃ, ইহাপি চতুর্থে প্রকোষ্ঠে যুবতিকরতাড়িতা জলধরা ইব গম্ভীরং নদন্তি মৃদঙ্গা, ক্ষীণপুণ্যা ইব গগনাতারকা নিপতন্তি কাংস্যতালাঃ, মধুকরবিরুতমিব মধুরং বাদ্যতে বংশঃ। ইয়মপরের্ষ্যাপ্রণয়কুপিতকামিনীবাঙ্কারোপিতা কররুহপরামর্শেন সার্যতে বীণা। ইমা অপরাঃ কুসুমরসমনা ইব মধুকর্যোঽতিমধুরং প্রগীতা গণিকাদারিকা নর্ত্যন্তে, নাট্যং পাঠন্তে সশৃঙ্গারম্। অল্পবলিগতা গবাক্ষেষু

বাতং গৃহ্ণন্তি সলিলগর্গর্যঃ। আদিশতু ভবতী।)

চেটী—এদু এদু অজ্জো। ইমং পঞ্চমং পওট্ঠং পবিসদু অজ্জো। (এত্বেত্বার্যঃ! ইমং পঞ্চমং প্রকোষ্ঠং প্রবিশত্বার্যঃ।)

বিদূষকঃ—(প্রবিশ্য, দৃষ্ট্বা চ) হী হী ভো, ইদো বি পঞ্চমে পওট্ঠে অঅং দলিদ্দজণ-লোহুপ্পাদণঅরো অহরই উবচিদো হিংগুতেল্লগন্ধো। বিবিহসুরহিধূমুগ্গারেহিং ণিচ্চং সন্তাবিজ্জমাণং ণীসসদি বিঅ মহাণসং দুবারমুহেহিম্। অধিঅং উস্সুসাবেদি মং সাহিজ্জমাণবহুবিহভক্খভোঅণগন্ধো। অঅং অবরো পডচ্চরং বিঅ পোট্টিং ধোঅদি রূপিদারও। বহুবিহাহারবিআরং উবসাহেদি সূবআরো। বজ্ঝন্তি মোদআ, পচ্চন্তি অপূবআ। (আত্মগতম্) অবি দাণিং ইব বড্ঢিঅং ভুঞ্জস্থ ত্তি পাদোদঅং লহিস্সম্। (অন্যতোঽবলোক্য চ) ইদো গন্ধবচ্ছরগণেহিং বিঅ বিবিহালংকারসোহিদেহিং গণিআজণেহিং বন্ধুলেহিং অ জং সচ্চং সগ্গীঅদি এদং গেহম্। ভো! কে তুম্হে বন্ধুলা ণাম। (আশ্চর্যং ভোঃ, ইহাপি পঞ্চমে প্রকোষ্ঠেঽয়ং দরিদ্রজনলোভোৎপাদনকর আহরত্যুপচিতো হিঙ্গুতৈলগন্ধঃ। বিবিধসুরভিধূমোদ্গারৈর্নিত্যং সন্তাপ্যমানং নিঃশ্বসিতীব মহানসং দ্বারমুখৈঃ। অধিকমুৎসুকায়তে মাং সাধ্যমানবহুবিধভক্ষ্যভোজনগন্ধঃ। অয়মপরঃ পটচ্চরমিব হতপশুদরপেশিং ধাবতি রূপিদারকঃ। বহুবিধাহারবিকারমুপসাধয়তি সূপকারঃ। বধ্যন্তে মোদকাঃ। পচ্যন্তেঽপূপকাঃ। অপীদানীমিহ বর্ধিতং ভুঙ্ক্ষ্ব ইতি পাদোদকং লপ্স্যে। ইহ গন্ধর্বাপ্সরোগণৈরিব বিবিধালংকারশোভিতৈর্গণিকাজনৈর্বন্ধুলৈশ্চ যৎসত্যং স্বর্গায়িত ইদং গেহম্। ভোঃ, কে যূয়ং বন্ধুলা নাম।)

বন্ধুলাঃ—বয়ং খলু

পরগৃহললিতাঃ পরান্নপুষ্টাঃ পরপুরুষৈর্জনিতাঃ পরাঙ্গনাসু।
পরধননিরতা গুণেষ্ববাচ্যগজকলভা ইব বন্ধুলা ললামঃ ॥২॥

বিদূষকঃ—আদিসদু ভোদী। (আদিশতু ভবতী।)

চেটী—এদু এদু অজ্জো। ইমং ছট্ঠং পওট্ঠং পবিসদু অজ্জো। (এত্বেত্বার্যঃ। ইমং ষষ্ঠং প্রকোষ্ঠং প্রবিশত্বার্যঃ।)

বিদূষকঃ—(প্রবিশ্যাবলোক্য চ) হী হী ভো, ইদো বি ছট্ঠে পওট্ঠে অমূং দাব সুবণ্ণরঅণাণং কম্মতোরণাইং নীলরঅণবিণক্খিত্তাইং ইন্দাউহট্-ঠাণং বিঅ দরিসঅন্তি। বেদুরিঅমোত্তিঅপবালঅপুপ্ফরাঅইন্দণীলককেতরঅপদ্মরাঅমর-গঅপহুদিআইং রঅণবিসেসাইং অণ্ণোণ্ণং বিচারেন্তি সিপ্পিণো। বজ্ঝন্তি জাদরূবেহিং মানিক্কাইম্। ঘড়িজ্জন্তি সুবণ্ণালংকারা। রত্তসুত্তেণ গথীঅন্তি মোত্তিআভরণাইম্। ঘসীঅন্তি ধীরং বেদুরিআইম্। ছেদীঅন্তি সংখআ। সাণিজ্জন্তি পবালআ। সুক্খবিঅন্তি ওল্লবিদকুংকুমপত্থরা। সালীঅদি সল্লজ্জঅম্। বিস্সাদীঅদি চন্দণরসো। সঞ্জেঈঅন্তি গন্ধজুত্তীও। দীঅদি গণিআকামুকানং রসকপ্পূরম্ অম্বোলম্। অবলোঈঅদি সকডক্খঅম্। পঅট্টদি হাসো। পিবীঅদি অ অণবরঅং সসিক্কারং মইরা। ইমে চেডা, ইমা চেডিআও; ইমে অবরে অবধীরিদপুত্তদারবিত্তা মণুস্সা আসবকরআপীদমদি-রেহিং গণিআজণেহিং জে মুক্কা তে পিঅন্তি। আদিসদু ভোদী। (আশ্চর্যং ভোঃ,

ইহাপি ষষ্ঠে প্রকোষ্ঠেঽমূনি তাবৎস্বুবর্ণরত্নানাং কর্মতোরণানি নীলরত্নবিনিক্ষিপ্তানীন্দ্রায়ুধস্থানমিব দর্শয়ন্তি। বৈভূর্যমৌক্তিকপ্রবালকপুষ্পরাগেন্দ্রনীলকর্কেতরকপদ্মরাগমরকতপ্রভৃতীন্ রত্নবিশেষানন্যোন্যং বিচারয়ন্তি শিল্পিনঃ। বধ্যন্তে জাতরূপৈর্মাণিক্যানি। ঘট্যন্তে স্বুবর্ণালংকারাঃ। রক্তসূত্রেণ গ্রথ্যন্তে মৌক্তিকাভরণানি। ঘৃষ্যন্তে ধীরং বৈডূর্যাণি। ছিদ্যন্তে শঙ্খাঃ। শাণৈর্ঘৃষ্যন্তে প্রবালকাঃ। শোষ্যন্ত আর্দ্রকুঙ্কুমপ্রস্তরাঃ। সার্যতে কস্তুরিকা। বিশেষেণ ঘৃষ্যতে চন্দনরসঃ। সংযোজ্যন্তে গন্ধযুক্তয়ঃ। দীয়তে গণিকাকামুকয়োঃ সকর্পূরং তাম্বূলম্। প্রবর্ততে হাসঃ। পীয়তে চানবরতং সসীৎকারং মদিরা। ইমে চেটাঃ, ইমাশ্চেটিকাঃ, ইমে অপরেঽবধীরিতপুত্রদারবিত্তা মনুষ্যা আসবকরকাপীতমদিরৈর্গণিকাজনৈর্যে মুক্তাস্তে পিবন্তি। আদিশতু ভবতী।

চেটী—এদু এদু অজ্জো। ইমং সত্তমং পওট্ঠং পবিসদু অজ্জো। (এত্বেত্বার্যঃ। ইমং সপ্তমং প্রকোষ্ঠং প্রবিশত্বার্যঃ।)

বিদূষকঃ—(প্রবিশ্যাবলোক্য চ) হী হী ভো! ইদো বি সত্তমে পওট্ঠে স্বুসিলিটাবিহঙ্গবাডীসুহণিসণ্ণাইং অণ্ণোণ্ণচুম্বণপরাইং সুহং অনুভবন্তি পারাবদমিহুণাইম্। দহিভত্তপূরিদোদরো বহ্মণো বিঅ সুত্তং পঢ়দি পঞ্জরসুও। ইঅং অবরা সম্মাণণালদ্ধপসরা বিঅ ঘরদাসী অধিঅং কুরুকুরাঅদি মদণসারিআ। অণেঅফলরসাস্সাদহট্ঠকণ্ঠা কুম্ভদাসী বিঅ কুঅদি পরপুট্ঠা। আলম্বিদা নাগদন্তেসু পঞ্জরপরম্পরাত্ত। জোধীঅন্তি লাবআ। আলবীঅন্তি কবিঞ্জলা। পেসীঅন্তি পঞ্জরকবোদা। ইদো তদো বিবিহমণিচিত্তলিদো বিঅ অঅং সহরিসং ণচন্তো রবিকিরণসন্তুত্তং পক্খুক্খেবেহিং বিধুবেদি বিঅ পাসাদং ঘরমোরো। (অন্যতোঽবলোক্য চ) ইদো পিণ্ডীকিদা বিঅ চন্দপাদা পদগদিং সিক্খন্তা বিঅ কামিণীণং পচ্ছাদো পরিব্ভমন্তি রাঅহংসমিহুণা। এদে অবপে বুড্ঢমহল্লকা বিঅ ইদো তদো সঞ্চরন্তি ঘরসারসা। হী হী ভো, পস্মারণঅং কিদং গণিআএ ণাণাপক্খিসমূহেহিম্। জং সচ্চং খু ণন্দণবণং বিঅ মে গণিআঘরং পিতভাসদি। আদিসদু ভোদী! (আশ্চর্যং ভোঃ, ইহাপি সপ্তমে প্রকোষ্ঠে সুশ্লিষ্টবিহঙ্গ বাটীসুখনিষণ্ণান্যন্যোন্যচুম্বনপরাণি সুখমনুভ বন্তি পারাবতমিথুনানি। দধিভক্ত পূরিতোদরো ব্রাহ্মণ ইব সূক্তং পঠতি পঞ্জরশুকঃ। ইয়মপরা সম্মাননালব্ধপ্রসরেব গৃহদাসী অধিকং কুরকুরায়তে মদনসারিকা। অনেকফলরসাস্বাদপ্রহৃষ্টকণ্ঠা কুম্ভদাসীব কূজতি পরপুষ্টা। আলম্বিতা নাগদন্তেষু পঞ্জরপরম্পরাঃ। যোধ্যন্তে লাবকাঃ। আলাপ্যন্তে কপিঞ্জলাঃ। প্রেষ্যন্তে পঞ্জরকপোতাঃ। ইতস্ততো বিবিধমণিচিত্রিত ইবায়ং সহর্ষং নৃত্যন্ রবিকিরণসন্তপ্তং পক্ষোৎক্ষপৈর্বিধুবতীব প্রাসাদং গৃহময়ূরঃ। ইতঃ পিণ্ডীকৃতা ইব চন্দ্রপাদাঃ পদগতিং শিক্ষমাণানীব কামিণীনাং পশ্চাৎ পরিভ্রমন্তি রাজহংস মিথুনানি। এতেঽপরে বৃদ্ধমহল্লকা ইব ইতস্ততঃ সঞ্চরন্তি গৃহসারসাঃ। আশ্চর্যং ভো, প্রসারণং কৃতং গণিকয়া নানাপক্ষিসমূহৈঃ। যৎ সত্যং খলু নন্দনবমমিব মে গণিকাগৃহং প্রতিভাসতে। আদিশতু ভবতী।)।

চেটী—এদু এদু অজ্জো। ইমং অট্ঠমং পওট্ঠং পবিসদু অজ্জো। (এত্বেত্বার্যঃ। ইম-

মষ্টমং প্রকোষ্ঠং প্রবিশত্বার্যঃ।)

বিদূষকঃ—(প্রবিশ্যাবলোক্য চ) ভোদি ! কো এসো পট্টপাবারঅপাউদো অধিঅদরং অচ্চব্ভুদপুণরুত্তালং কারালংকিদো অঙ্গভঙ্গেহিং পরিক্খলন্তো ইদো তদো পরিব্ভমদি। (ভবতি ! ক এষ পট্টপ্রাবারকপ্রাবৃতোঽধিকতরমত্যদ্ভুতপুনরুক্তালংকারালঙ্কৃতোঽঙ্গ ভঙ্গৈঃ পরিস্খলন্নিতস্ততঃ পরিভ্রমতি।)

চেটী—অজ্জ ! এসো অজ্জআএ ভাদা ভোদি। (আর্য ! এষ আর্যায়া ভ্রাতা ভবতি।)

বিদূষকঃ—কেত্তিঅং তবচ্চরণং কদুঅ বসন্তসেণাএ ভাদা ভোদি। অধবা—

মা দাব জই বি এসো উজ্জলো সিণিদ্ধো অ সুঅন্ধো অ।
তহ বি মসাণবীধীএ জাদো বিঅ চম্পঅরুক্খো অণহিগমণীও লোঅস্স ॥২৯॥

(অন্যতোঽবলোক্য) ভোদি, এসা উণ কা ফুল্লপাবারঅপাউদা উবাণহজুঅলণিক্খিওতেল্লচিক্কণেহিং পাদেহিং উচ্চাসণে উববিট্ঠা চিট্ঠদি ? (কিয়ত্তপশ্চরণং কৃত্বা বসন্তসেনায়া ভ্রাতা ভবতি। অথবা, মা তাবদ্যদ্যপ্যেষ উজ্জ্বলঃ স্নিগ্ধশ্চ সুগন্ধশ্চ। তথাপি শ্মশানবীথ্যাং জাত ইব চম্পকবৃক্ষোঽনভিগমনীয়ো লোকস্য। ভবতি ! এষা পুনঃ কা পুষ্পপাবারকপ্রাবৃতোপানদ্যুগনিক্ষিপ্ততৈলচিক্কণাভ্যাং পাদাভ্যামুচ্চাসন উপবিষ্টা তিষ্ঠতি।)

চেট—অজ্জ ! এষা খু অহ্মাণং অজ্জআএ অত্তিআ। (আর্য ! এষা খল্বস্মাকমার্যায়া মাতা।)

বিদূষকঃ—অহো সে কবট্ঠডাইণীএ পোট্টবিত্থারো। তা কিং এদং পবেসিঅ মহাদেবং বিঅ দুআরসোহা ইহ ঘরে ণিম্মিদা। (অহো অস্যাঃ কপর্দকডাকিন্যা উদরবিস্তারঃ। তৎ কিমেতাং প্রবেশ্য মহাদেবমিব দ্বারশোভা ইহ গৃহে নির্মিতা।)

চেটী—হদাস ! মা এব্বং উবহস অহ্মাণং অত্তিঅম্। এসা খু চাউত্থিএণ পীড়ীঅদি। (হতাশ ! মৈবমুপহসাস্মাকং মাতরম্ ; এষা খলু চাতুর্থিকেন পীড্যতে।)

বিদূষকঃ—(সপরিহাসম্) ভঅবং চাউত্থিঅ ! এদিণা উবআরেণ মং পি বহ্মণং আলোএহি। (ভগবংশ্চাতুর্থিক। এতেনোপকারেণ মামপি ব্রাহ্মণমবলোক্য।)

চেটী—হদাস ! মরিস্সসি। (হতাশ ! মরিষ্যসি।)

বিদূষকঃ—(সপরিহাসম্) দাসীএ ধীএ ! বরং ঈদিসো শূণপীণজঠরো মুদো জ্জেব।

সীধুসুরাসবমত্তিআ এআবত্থং গদা হি অত্তিআ।
জই মরই এত্থ অত্তিআ ভোদি সিআলসহস্সপজ্জত্তিআ ॥৩০॥

ভোদি ! কিং তুহ্মাণং জাণবত্তা বহন্তি। (দাস্যাঃ পুত্রি ! বরমীদৃশঃ শূনপীনজঠরো মৃত এব।

সীধুসুরাসবমত্তা এতাবদবস্থা গতা হি মাতা ॥
যদি ম্রিয়তেঽত্র মাতা ভবতি শৃগালসহস্রপর্যাপ্তিকা ॥

ভবতি ! কিং যুষ্মাকং যানপাত্রাণি বহন্তি।)

চেটী—অজ্জ ! ণহি ণহি। (আর্য ! নহি নহি।)

বিদূষকঃ—কিং বা এত্ত পুচ্ছীঅদি। তুহ্মাণং খু পেম্মণিম্মলজলে মঅণসমুদ্দে ওণণিঅম্বজহণা জ্জেব জাণবত্তা মণহরণা। এব্বং বসন্তসেনাএ বহুবুত্তন্তং অট্ঠপওট্ঠং ভবণং পেক্খিঅ জং সচ্চং জাণামি, একত্থং বিঅ তিবট্ঠঅং দিট্টম্। পসংসিদুং ণত্থি মে বাআবিহবো। কিং দাব গণিআঘরো, অহবা কুবেরভবণ-

পরিচ্ছেদোত্তি। কহিং তুম্হাণং অজ্জআ। (কিং বাত্র পৃচ্ছ্যতে। যুষ্মাকং খলু প্রেমনির্মলজলে মদনসমুদ্রে স্তননিতম্বজঘনান্যেব যানপাত্রাণি মনোহরাণি। এবং বসন্তসেনায়া বহুবৃত্তান্তমষ্টপ্রকোষ্ঠং ভবনং প্রেক্ষ্য যৎসত্যং জানামি, একস্থমিব ত্রিবিষ্টপং দৃষ্টম্। প্রশংসিতুং নাস্তি মে বাগ্‌ বিভবঃ। কিং তাবদ্‌গণিকাগৃহম্, অথবা কুবেরভবনপরিচ্ছেদ ইতি। কুত্র যুষ্মাকমার্যা)

চেটী—অজ্জ! এসা রুক্‌খবাডিআএ চিট্‌ঠদি। তা পবিসদু অজ্জো। (আর্য। এষা বৃক্ষবাটিকায়াং তিষ্ঠতি। তৎপ্রবিশত্বার্যঃ।)

বিদূষকঃ—(প্রবিশ্য, দৃষ্ট্বা চ) হী হী ভো, অহো রক্‌খবাডিআএ এস্সিদীএদা। অচ্ছরীদিকুসুমপত্থারা রোবিদাঅণেঅপাদবা, নিরন্তরপাদবতলনিম্মিদা জুবদিজহণপ্পমাণা পট্টদোলা, সুবণ্ণজূধিআসেহালিআমালঈমল্লিআণোমালিআকুরবআঅদিমোত্তঅপ্পহুদিকুসুমেহিং সঅং ণিবভিদেহিং জং সচ্চং লহুকরেদি বিঅ ণন্দণবণস্স সস্সিরীঅদম্। (অন্যতোঽবলোক্য) অদো অ উদঅন্তসুরসঘপ্পহেহিং কমলরত্তোপ্পলেহিং সংজ্ঝাঅদি বিঅ দীহিআ। অবি অ—

এসো অসোঅবুচ্ছো ণবণিগ্গমকুসুমপল্লবো ভাদি।
সুভডো ব্ব সমরমজ্ঝে ঘণলোহিদপঙ্কচচ্চিক্কো ॥৩১॥

ভোদু, তা কহিং তুম্হাণং অজ্জআ। (আশ্চর্যং ভোঃ, অহো বৃক্ষবাটিকায়াঃ সশ্রীকতা। অচ্ছরীতিকুসুমপ্রস্তারা রোপিতানেকপাদপাঃ নিরন্তরপাদপতলনির্মিতা যুবতিজঘনপ্রমাণা পট্টদোলা, সুবর্ণযূথিকাশেফালিকাকালতীমল্লিকানবমল্লিকাকুরবকাতিমুক্তকপ্রভৃতিকুসুমৈঃ স্বয়ং নিপতিতৈর্যৎসত্যং লঘুকরোতীব নন্দনবনস্য সশ্রীকতাম্। ইতশ্চ উদয়ৎসূর্যসমপ্রভৈঃ কমলরক্তোৎপলৈঃ সন্ধ্যায়তে ইব দীর্ঘিকা।

অপি চ—

এষোঽশোকবৃক্ষো নবনির্গমকুসুমপল্লবো ভাতি।
সুভট ইব সমরমধ্যে ঘনলোহিতপঙ্কচর্চিকঃ ॥

ভবতু, তৎ কুত্র যুষ্মাকমার্যা।)

চেটী—অজ্জ! ওনামেহি দিট্‌ঠিং, পেক্‌খ অজ্জঅম্। (আর্য! অবনময় দৃষ্টিম্, পশ্যার্যাম্।)

বিদূষকঃ—(দৃষ্টা, উপসৃত্য) সোত্থি ভোদীএ। (স্বস্তি ভবত্যৈ।)

বসন্তসেনা—(সংস্কৃতমাশ্রিত্য) অরে মৈত্রেয়ঃ। (উত্থায়) স্বাগতম্, ইদমাসনম্; অত্রোপবিশ্যতাম্।

বিদূষকঃ—উপবিসদ ভোদী। (উপবিশতু ভবতী।) (উভাবুপবিশতঃ)

বসন্তসেনা—অপি কুশলং সার্থবাহপুত্রস্য।

বিদূষকঃ—ভোদি! কুশলম্। (ভবতি! কুশলম্।)

বসন্তসেনা—আর্য মৈত্রেয়! অপীদানীম্।

গুণপ্রবালং বিনয়প্রশাখং বিশ্রম্ভমূলং মহনীয়পুষ্পম্।
তং সাধুবৃক্ষং স্বগুণৈঃ ফলাঢ্যং সুহৃদ্বিহঙ্গাঃ সুখমাশ্রয়ন্তি ॥৩২॥

বিদূষকঃ—(স্বগতম্) সুট্‌ঠু উবলকিখদম্ দুট্টবিলাসিণীএ। (প্রকাশম্) অধঃ ইম্। (সুষ্ঠুপলক্ষিতং দুষ্টবিলাসিন্যা। অথ কিম্।)

বসন্তসেনা— অয়ে। কিমাগমনপ্রয়োজনম।

বিদূষকঃ—সুনাদু ভোদী। তত্তভবং চারুদত্তো সীসে অঞ্জলিং কদুঅ ভোদিং বিণবেদি। (শৃণোতু ভবতী। তত্রভবাংশ্চারুদত্তঃ শীর্ষেঽঞ্জলিং কৃত্বা ভবতীং বিজ্ঞপয়তি।)

বসন্তসেনা—(অঞ্জলিং বদ্ধা) কিমাজ্ঞাপয়তি।

বিদূষকঃ—মএ তং সুবণ্ণভণ্ডঅং বিস্সম্ভাদো অত্তণকেরকেত্তি কদুঅ জুদে হারিদম্। সো অ সহিও রাঅবত্তহারী ণ জাণীঅদি কহিং গদো ত্তি। (ময়া তৎসুবর্ণ-ভাণ্ডং বিস্রম্ভাদাত্মীয়মিতি কৃত্বা দ্যূতে হারিতম্। স চ সভিকো রাজবার্তাহারী ন জ্ঞায়তে কুত্র গত ইতি।)

চেটী—অজ্জএ! দিট্টিআ বড্ডসি। অজ্জো জুদঅরো সংবুত্তো। (আর্যে! দিষ্ট্যা বর্ধসে। আর্যো দ্যূতকরঃ সংবৃত্তঃ।)

বসন্তসেনা—(স্বগতম্) কধং চোরেণ অবহিদং পি সোণ্ডীরদাএ জুদে হারিদং ত্তি ভণাদি। আদো জ্জেব কামীঅদি। (কথং চোরেণাপহৃতমপি শৌণ্ডীরতয়া দ্যূতে হারিতমিতি ভণতি। অত এব কাম্যতে।)

বিদূষকঃ— তা তস্স কারণাদো গেহ্নদু ভোদী ইমং রঅণাবলিম্। (তত্তস্য কারণাদ্ গৃহ্ণাতু ভবতীমাং রত্নাবলীম্।)

বসন্তসেনা—(আত্মগতম্) কিং দংসেমি তংসেমি তং অলংকারঅম্। (বিচিন্ত্য) অধবা ণ দাব। কিং দর্শয়ামি তমলংকারম্। অথবা ন তাবৎ।)

বিদূষক—কিং দাব ণ গেহ্নদি ভোদী এদং রঅণাবলিম্। (কিং তাবন্ন গৃহ্ণাতি ভবতীমাং রত্নাবলীম্।)

বসন্তসেনা—(বিহস্য, সখীমুখং পশ্যন্তী) মিত্তেঅ! কধং ণ গেহ্নিস্সং রঅণাবলিম্। (ইতি গৃহীত্বা পার্শ্বে স্থাপয়তি, স্বগতম্) কধং ঝীণকুসুমাদো বি সহআর-পাদবাদো মঅরন্দবিন্দত ণিবডন্তি। (প্রকাশম্) অজ্জ! বিণ্ণবেহি তং জুদিঅরং মম বঅণেণ অজ্জচারুদত্তম্ – 'অহং পি পদোসো অজ্জং পেক্খিদুং আঅচ্ছামি' ত্তি। (মৈত্রেয়! কথং ন গ্রহীষ্যামি রত্নাবলীম্। কথং হীন-কুসুমাদপি সহকারপাদপান্মকরন্দবিন্দবো নিপতন্তি। আর্য! বিজ্ঞাপয় তং বচনেনার্যচারুদত্তম্—'অহমপি প্রদোষ আর্যং প্রেক্ষিতুমাগচ্ছামি' ইতি।)

বিদূষকঃ—(স্বগতম্) কিং অণ্ণং তহিং গদুঅ গেহ্নিস্সদি। (প্রকাশম্) ভোদি! ভণামি —(স্বগতম্) 'ণিঅত্তীঅদু-ইমাদো গণিআপসঙ্গাদো' ত্তি। (কিমন্যত্তত্র গত্বা গ্রহীষ্যতি। ভবতি! ভণামি—'নিবর্ততামস্মাদ্গণিকাপ্রসঙ্গাৎ' ইতি।)

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

বসন্তসেনা— হঞ্জে! গেহ্ন এদং অলংকারঅম্। চারুদত্তং অহিরমিদুং গচ্ছম্হ। (চেটি! গৃহাণৈতমলংকারম্। চারুদত্তমভিরন্তুং গচ্ছাবঃ।

চেটী— অজ্জএ! পেক্খ পেক্খ। উণ্ণমদি অকালদুদ্দিণম্। (আর্যে! পশ্য পশ্য, উন্নমত্যকালদুর্দিনম্।)

বসন্তসেনা— উদয়ন্তু নাম মেঘা ভবতু নিশা বর্ষমবিরতং পততু।
গণয়ামি নৈব সর্বং দয়িতাভিমুখেন হৃদয়েন ॥৩৩॥

হঞ্জে। হারং গেহ্নিঅ লহুং আঅচ্ছ। (চেটি! হারং গৃহীত্বা শীঘ্রমাগচ্ছ।)

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ 'মদনিকাশর্বিলকো' নাম চতুর্থোঽঙ্কঃ ॥

(ততঃ প্রবিশত্যাসনস্থঃ সোৎকণ্ঠশ্চারুদত্তঃ)

চারুদত্তঃ—(ঊর্ধ্বমবলোক্য) উন্নমত্যকালদুর্দিনম্। হুদেতৎ
আলোকিতং গৃহশিখণ্ডিভিরুৎকলাপৈহংসৈর্যিযাসুভিরপাকৃতমুন্মনস্কৈঃ।
আকালিকং সপদি দুর্দিনমন্তরীক্ষমুৎকণ্ঠিতস্য হৃদয়ং চ সমং রুণদ্ধি ॥১॥

অপি চ,—
মেঘো জলার্দ্রমহিষোদরভৃঙ্গনীলো বিদ্যুৎপ্রভারচিতপীতপটোত্তরীয়ঃ।
আভাতি সংহতবলাকগৃহীতশঙ্খঃ খং কেশবোঽপর ইবাক্রমিতুং প্রবৃত্তঃ ॥২॥

অপি চ,—
কেশবগাত্রশ্যামঃ কুটিলবলাকাবলীরচিতশঙ্খঃ।
বিদ্যুদ্গুণকৌশেয়শ্চক্রধর ইবোন্নতো মেঘঃ ॥৩॥
এতা নিষিক্তরজতদ্রবসন্নিকাশা ধারা জবেন পতিতা জলদোদরেভ্যঃ।
বিদ্যুৎপ্রদীপশিখয়া ক্ষণনষ্টদৃষ্টাশ্ছিন্না ইবাম্বরপটস্য দশাঃ পতন্তি ॥৪॥

সংসক্তৈরিব চক্রবাকমিথুনৈর্হংসৈঃ প্রডীনৈরিব
ব্যাবিদ্ধৈরিব মীনচক্রমকরৈর্হর্ম্যৈরিব প্রোচ্ছ্রিতৈঃ।
তৈস্তৈরাকৃতিবিস্তরৈরনুগতৈর্মেঘৈঃ সমভ্যুন্নতৈঃ
পত্রচ্ছেদ্যমিবেহ ভাতি গগনং বিশ্লেষিতৈর্বায়ুনা ॥৫॥

এতত্তদ্ধৃতরাষ্ট্রবক্ত্রসদৃশং মেঘান্ধকারং নভো
হৃষ্টো গর্জতি চাতিদর্পিতবলো দুর্যোধনো বা শিখী।
অক্ষদ্যূতজিতো যুধিষ্ঠির ইবাধ্বানং গতঃ কোকিলো
হংসাঃ সম্প্রতি পাণ্ডবা ইব বনাদজ্ঞাতচর্যাং গতাঃ ॥৬॥

(বিচিন্ত্য) চিরং খলু কালো মৈত্রেয়স্য বসন্তসেনায়াঃ সকাশং গতস্য। নাদ্যাপ্যাগচ্ছতি।

(প্রবিশ্য)

বিদূষকঃ- অহো গণিআএ লোভো অদক্খিণদা অ, জদো ণ কধা বি কিদা অণ্ণা। অণেকহা সিণেহাণুসারং ভণিঅ কিং পি, এবমেঅ গহিদা রঅণাবলী। এত্তিআএ ঋদ্ধীএ ণ তত্ত অহং ভণিদো—'অজ্জমিত্তেঅ ! বীসমীঅদু। মল্লকেণ পাণীঅং পি পিবিঅ গচ্ছীঅদু' ত্তি। তা মা দাব দাসীএ ধীআএ গণিআএ মুহং পি পেক্খিস্সম্। (সনির্বেদম্) সুট্ঠু খু বুচ্চদি—'অকন্দসমুত্থিদা পউমিণী, অবঞ্চত্ত বাণিত্ত, অচোরো সুবণ্ণআরো, অকলহো গামসমাগমো, অলুদ্ধা গণিআ ত্তি দুক্করং এদে সম্ভাবীঅন্তি'। তা পিঅবঅস্সং গদুঅ ইমাদো গণিআপসংগাদো ণিবত্তাবেমি। (পরিক্রম্য, দৃষ্টা) কধং পিঅবঅস্সো রুক্খবাডিআএ উববিট্টো চিট্ঠদি। তা জাব উবসপ্পামি। (উপসৃত্য) সোত্থি ভবদে। বড্ঢদু ভবম্। (অহো গণিকায়া লোভোঽদাক্ষিণতা চ। যতো ন কথাপি কৃতাঽন্যা। অনেকধা স্নেহানুসার ভণিত্বা কিমপি ; এবমেব গৃহীতা রত্নাবলী। এতাবত্যা ঋদ্ধ্যা ণ তয়াহং ভণিতঃ—'আর্যমৈত্রেয় ! বিশ্রম্যতাম্; মল্লকেন পাণীয়মপি পীত্বা গম্যতাম্' ইতি। তস্মা তাবদ্দাস্যাঃ পুত্র্যা গণিকায়া মুখমপি দ্রক্ষ্যামি। সুষ্ঠু খল্চ্যতে—'অকন্দসমুত্থিতা পদ্মিনী, অবঞ্চকো বণিক্, অচোরঃ সুবর্ণ-

কারঃ, অকলহো গ্রামসমাগমঃ, অলুব্ধা গণিকেতি দুষ্করমেতে সম্ভাব্যন্তে। তৎ প্রিয়বয়স্যং গত্বাস্মাস্গণিকাপ্রসঙ্গান্নিবর্তয়ামি। কথং প্রিয়বয়স্যো বৃক্ষবাটিকায়ামুপবিষ্টস্তিষ্ঠতি। তদ্যাবদুপসর্পামি। স্বস্তি ভবতে। বর্ধতাং ভবান্।)

চারুদত্তঃ—(বিলোক্য) অয়ে, সুহৃন্মে মৈত্রেয়ঃ প্রাপ্তঃ। বয়স্য! স্বাগতম্, আস্যতাম্।

বিদূষকঃ—উববিট্ঠো ম্হি। (উপবিষ্টোঽস্মি।)

চারুদত্তঃ—বয়স্য! কথয় তৎকার্যম্।

বিদূষকঃ—তং খু কজ্জং বিণট্ঠম্। (তৎ খলু কার্যং বিনষ্টম্।)

চারুদত্তঃ—কিং তয়া ন গৃহীতা রত্নাবলী?

বিদূষকঃ—কুদো অম্হাণং এত্তিঅং ভাঅধেঅম্। ণবণলিণকোমলং অঞ্জলিং মত্থএ কদুঅ পডিচ্ছিদা। (কুতোঽস্মাকমেতাবদ্ভাগধেয়ম্। নবনলিনকোমলমঞ্জলিং মস্তকে কৃত্বা প্রতীষ্ট্যা।)

চারুদত্তঃ—তৎ কিং ব্রবীষি বিনষ্টমিতি।

বিদূষকঃ—ভো! কধং ণ বিণট্ঠম্। জং অভুত্তপীদস্স চোরেহিং অবহিদস্স অপ্পমুল্লস্স সুবণ্ণভণ্ডঅস্স কারনাদো চতুস্সমুদ্দসারভূদা রঅণমালা হারিদা। (ভোঃ! কথং ন বিনষ্টম্। যদভুক্তপীতস্য চৌরৈরপহৃতস্যাল্পমূল্যস্য সুবর্ণভাণ্ডস্য কারণা চতুঃসমুদ্রসারভূতা রত্নমালা হারিতা।)

চারুদত্তঃ—বয়স্য! মা মৈবম্;

যং সমালম্ব্য বিশ্বাসং ন্যাসোঽস্মাসু তয়া কৃতঃ।
তস্যৈতন্মহতো মূল্যং প্রত্যয়স্যৈব দীয়তে ॥৭॥

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স। এদং পি মে দুদিঅং সন্দাবকারণং জং সহীষণদিণ্ণসণ্ণাএ পডন্তোবারিদং মুহং কদুঅ অহং উবহসিদো। তা অহং বম্হণো ভবিঅ দাণিং ভবন্তং সীসেণ পডিঅ বিণ্ণবেমি—‘নিবত্তীঅদু অপ্পা ইমাদো বহুপচ্চবাআদো গণিআপসংগাদো’। গণিআ ণাম পাদুঅন্তরপ্পবিট্ঠা বিঅ লেট্ঠুআ দুক্খেণ উণ ণিরাকরীঅদি। অবি অ, ভো বঅস্স! গণিআ হত্থী কাঅত্থও ভিক্খু চাটো রাসহো অ জহিং এদে ণিবসন্তি তহিং দুট্ঠা বিণ জাঅন্তি। (ভো বয়স্য এতমপি মে দ্বিতীয়ং সন্তাপকারণং যৎ সখীজনদত্তসংজ্ঞয়া পটান্তাপবারিতং মুখং কৃত্বাহমুপহসিতঃ। তদহং ব্রাহ্মণো ভূত্বেদানীং ভবন্তং শীর্ষেণ পতিত্বা বিজ্ঞাপয়ামি—‘নিবর্ত্যতামাত্মাস্সাদ্বহুপ্রত্যবায়স্গণিকাপ্রসঙ্গাৎ’। গণিকা নাম পাদুকান্তরপ্রবিষ্টেব লেষ্টুকা দুঃখেন পুনর্নিরাক্রিয়তে। অপি চ, ভো বয়স্য! গণিকা, হস্তী, কায়স্থো, ভিক্ষুঃ, চাটো, রাসভশ্চ যত্রৈতে নিবসন্তি তত্র দুষ্টা অপি ন জায়ন্তে।)

চারুদত্তঃ—বয়স্য! অলমিদানীং সর্বং পরিবাদমুক্ত্বা। অবস্থয়ৈবাস্মি নিবারিতঃ। পশ্য—

বেগং করোতি তুরগস্ত্বরিতং প্রযাতুং প্রাণব্যয়ান্ন চরণাস্তু তথা বহন্তি।
সর্বত্র যান্তি পুরুষস্য চলাঃ স্বভাবাঃ খিন্নাস্ততো হৃদয়মেব পুনর্বিশন্তি ॥৮॥

অপি চ, বয়স্য!

যস্যার্থাস্তস্য সা কান্তা ধনহার্যো হ্যসৌ জনঃ।
(স্বগতম্) ন গুণহার্যো হ্যসৌ জনঃ। (প্রকাশম্)
বয়মর্থৈঃ পরিত্যক্তা ননু ত্যক্তৈব সা ময়া ॥৯॥

বিদূষকঃ—(অধোঽবলোক্য, স্বগতম্) জধা এসো উদ্ধং পেক্খিঅ দীহং ণিস্সসদি, তধা তক্কেমি মএ বিণিবারিঅন্তস্স অধিঅদরং বড্‌ঢিদা সে উক্কণ্ঠা। তা সুট্‌ঠু খু এব্বং বুচ্চাদি—'কামো বামো'ত্তি। (প্রকাশম্) ভো বঅস্স! ভণিদং অ তাএ—'ভণেহি চারুদত্তম্'—অজ্জ পত্তসে মএ এখং আঅন্তব্বম্' ত্তি। তা তক্কেমি রঅণাবলীএ অপরিতুট্টা অবরং মগ্গিদুং আঅমিস্সদি ত্তি। (যথৈব উর্ধ্বং প্রেক্ষ্য দীর্ঘং নিঃশ্বসিতি, তথা তর্কয়ামি ময়া বিনিবার্যমাণস্যাধিকতরং বৃদ্ধাস্যোৎকণ্ঠা। তৎসুষ্ঠু খল্বেবমুচ্যতে—'কামো বামঃ' ইতি। ভো বয়স্য! ভণিতং চ তয়া 'ভণ চারুদত্তম্ অদ্য প্রদোষে ময়াত্রাগন্তব্যম্' ইতি। তত্তর্কয়ামি রত্নাবল্যা অপরিতুষ্টাঽপরং যাচিতুমাগমিষ্যতীতি।)

চারুদত্তঃ—বয়স্য! আগচ্ছতু, পরিতুষ্টা যাস্যতি।

চেটঃ—(প্রবিশ্য) অবেধ মাণহে।
জধা জধা বশ্শদি অব্ভ খণ্ডে তধা তধা তিম্মদি পুট্‌ঠিচম্মে।
জধা জধা লগ্গদি শীদবাদে তধা তধা বেবদি মে হলক্কে ॥১০॥
(প্রহস্য)
বংশং বাএ শত্তচ্ছিদ্দং শুশদ্দং বীণ বাএ শত্ততন্তিং ণদন্তিম্।
গীঅং গাএ গদ্দহশ্শাণুলুঅং কে মে গাণে তুম্বুলু ণালদে বা ॥১১॥
আণত্তমি অজ্জআএ বশন্তসেনাএ—'কুম্ভীলআ! গচ্ছ তুমা, মম আগমণং অজ্জ-চারুদত্তশ্শ ণিবেদেহি' ত্তি। তা জাব অজ্জচারুদত্তশ্শ গেহং গচ্ছামি। (পরিক্রম্য, প্রবিষ্টকেন দৃষ্ট্বা) এশে চালুদত্তে লুক্‌খবাডিআএ চিট্‌ঠদি। এশে বি শে দুট্টবড়ুকে! তা জাব উবশপ্পেমি। কধং ঢক্কিদে দুবালে লুক্‌খবাডিআএ। ভোদু, এদশ্শ দুট্টবড়ুকশ্শ শন্নং দেমি।
(ইতি লোষ্ট্রগুটিকাঃ ক্ষিপতি)
(অবেত মানবাঃ!
যথা যথা বর্ষত্যভ্রখণ্ডং তথা তথা তিম্যতি পৃষ্ঠচর্ম।
যথা যথা লগতি শীতবাতস্তথা তথা বেপতে মে হৃদয়ম্ ॥
বংশং বাদয়ামি সপ্তচ্ছিদ্রং সুশব্দং বীণাং বাদয়ামি সপ্ততন্ত্রীং নদন্তীম্।
গীতং গায়ামি গর্দভস্যানুরূপং কো মে গানে তুম্বুরুর্নারদো বা ॥
আজ্ঞাপ্তোঽস্ম্যার্যয়া বসন্তসেনয়া—'কুম্ভীলক! গচ্ছ ত্বম্। মমাগমনমার্যচারু-দত্তস্য নিবেদয়' ইতি। তদ্যাবদার্যচারুদত্তস্য গেহং গচ্ছামি। এষ চারুদত্তো বৃক্ষবাটিকায়াং তিষ্ঠতি। এষোঽপি স দুষ্ট বটুকঃ তদ্যাবদুপসর্পামি। কথমা-চ্ছাদিতং দ্বারং বৃক্ষবাটিকায়াঃ। ভবতু, এতস্য দুষ্টবটুকস্য সংজ্ঞাং দদামি।)

বিদূষকঃ—অএ, কো দাণিং এসো পাআরবেট্টিদং বিঅ কইত্থং মং লোট্টকেহিং তাডেদি।
[অয়ে! ক ইদানীমেষ প্রাকারবেষ্টিতমিব কপিত্থং মাং লোষ্টকৈস্তাড়য়তি।]

চারুদত্তঃ—আরামপ্রাসাদবেদিকায়াং ক্রীড়দ্ভিঃ পারাবতৈঃ পাতিতং ভবেৎ।

বিদূষকঃ—দাসীএ পুত্ত দুট্টপারাবঅ! চিট্‌ঠ চিট্‌ঠ। জাব এদিণা দণ্ডকট্‌ঠেণ

সুপক্কং বিঅ চূঅফলং ইমাদো পাসাদাদো ভুমীএ পাডইস্সম্। [দাস্যাঃ পুত্র দুষ্টপারাবত! তিষ্ঠ তিষ্ঠ যাবদেতেন দণ্ডকাষ্ঠেন সুপক্কমিব চূতফলমস্মাৎ-প্রাসাদাদ্ভূমৌ পাতয়িষ্যামি।] (ইতি দণ্ডকাষ্ঠমুদ্যম্য ধাবতি)

চারুদত্তঃ—(যজ্ঞোপবীতং আকৃষ্য) বয়স্য! উপবিশ। কিমনেন। তিষ্ঠতু দয়িতা-সহিতস্তপস্বী পারাবতঃ।

চেটঃ—কধং পারাবদং পেক্‌খদি, মং ণ পেক্‌খদি। ভোদু, অবরাএ লোট্টগুডিকাএ পুণো বি তাডইস্সম্। (কথং পারাবতং পশ্যতি, মাং ন পশ্যতি। ভবতু, অপরয়া লোষ্টগুটিকয়া পুনরপি তাড়য়িষ্যামি)। (তথা করোতি)

বিদূষকঃ—(দিশোঽবলোক্য) কধং কুম্ভীলও। তা জাব উবসপ্পামি। (উপসৃত্য, দ্বারমুদ্ঘাট্য) অরে কুম্ভীলঅ! পবিশ! সাঅদং দে। (কথং কুম্ভীলকঃ। তদ্যাবদুপসর্পামি। অরে কুম্ভীলক! পবিশ! স্বাগতং তে)

চেটঃ—(প্রবিশ্য) অজ্জ! বন্দামি। (আর্য! বন্দে)

বিদূষকঃ—অরে, কহিং তুমং ঈদিসে দুদ্দিণে অন্ধআরে আঅদো। (অরে কুত্র ত্বমীদৃশে দুর্দিনেঽন্ধকার আগতঃ)

চেটঃ—অলে, এশা শা। (অরে, এষা সা)

বিদূষকঃ—কা এস কা। (কৈষা কা)

চেটঃ—এশা শা। (এষা সা)

বিদূষকঃ—কিং দাণিং দাসীএ পুত্তা! দুব্ভিক্‌খকালে বুড্‌ঢরংকো বিঅ উদ্ধকং সাসাঅসি—'এসা সা সে'ত্তি। (কিমিদানীং দাস্যাঃপুত্র! দুর্ভিক্ষকালে বৃদ্ধ-রঙ্ক ইবোর্ধ্বকং শ্বাসায়সে—'এষা সা সা' ইতি)

চেটঃ—অলে, তুমং পি দাণিং ইন্দমহকামুকো বিঅ সুট্‌ঠু কিং কাকাঅসি—'কা কে' ত্তি। (অরে ত্বমপীদানীমিন্দ্রমহকামুক ইব সুষ্ঠু কিং কাকায়সে—'কা কা' ইতি)

বিদূষকঃ—তা কহেহি। (তৎ কথয়)

চেটঃ—(স্বগতম্) ভোদু এব্বং ভণিশ্শং; (প্রকাশম্) অলে, পহ্নং দে দইশ্শম্। (ভবতু, এবং ভণিষ্যামি। অরে, প্রশ্নংতে দাস্যামি)

বিদূষকঃ—অহং দে মুণ্ডে গোড্ডং দইস্সম্। (অহং তে মস্তকে পাদং দাস্যামি)

চেটঃ—অলে, জাণাহি দাব তেণ হি কশ্শিং কালে চূআ মোলেন্তি। (অরে, জানীহি তাবৎ; তেন হি কস্মিন্ কালে চূতা মুকুলিতা ভবন্তি)

বিদূষকঃ—অরে দাসীএ পুত্তা! গিহ্মে। (অরে দাস্যাঃপুত্র! গ্রীষ্মে)

চেটঃ—(সহাসম্) অলে ণহি ণহি। (অরে নহি নহি)

বিদূষকঃ—(স্বগতম্) কিং দাণিং এত্থ কহিস্সম। (প্রকাশম্) অরে, মুহুত্তঅং চিট্‌ঠ। (চারুদত্তমুপসৃত্য) ভো বঅস্স! পুচ্ছিস্সং দাব কস্সিং কালে চূআ মোলেন্তি। (কমিদানীমত্র কথয়িষ্যামি। অরে, মুহূর্তকং তিষ্ঠ। ভো বয়স্য! প্রক্ষ্যামি তাবৎ, কস্মিন্ কালে চূতা মুকুলিতা ভবন্তি)

চারুদত্তঃ—মূর্খ! বসন্তে।

বিদূষকঃ—(চেটমুপগম্য) মুক্‌খ! বসন্তে। (মূর্খ! বসন্তে)

চেটঃ—দুদিঅং দে পহ্নং দইশ্শন্। শুশমিদ্ধাণং গামাণং কা লক্‌খঅং কলেদি। (দ্বিতীয়ং তে প্রশ্নং দাস্যামি। সুসমৃদ্ধানাং গ্রামাণাং কা রক্ষাং করোতি)

বিদূষকঃ—অরে, রচ্ছা। (অরে, রথ্যা)
চেটঃ—(সহাসম্) অংল ণহি ণহি। (অরে, নহি নহি)
বিদূষকঃ—ভোদু, সংসএ পডিদম্হি। (বিচিন্ত্য) ভোদু, চারুদত্তং পুণো বি পুচ্ছিস্সম্। (পুনর্নিবৃত্য চারুদত্তঃ তথৈবোদাহরতি) (ভবতু, সংশয়ে পতিতোঽস্মি। ভবতি চারুদত্তং পুনরপি প্রক্ষ্যামি)
চারুদত্তঃ—বয়স্য! সেনা।
বিদূষকঃ—(চেটমুপগম্য) অরে দাসীএ পুত্তা! সেণা। (অরে দস্যোঃপুত্র! সেনা)
চেটঃ—অলে দুবে বি এক্কাশ্শং কদুঅ শিগ্ঘং ভণাহি! (অরে দ্বে অপ্যেকস্মিন্ কৃত্বা শীঘ্রং ভণ)
বিদূষকঃ—সেণাবসন্তে। (সেনাবসন্তে)
চেটঃ—ণং পলিবত্তিঅ ভণাহি। (ননু পরিবর্ত্য ভণ)
বিদূষকঃ—(কায়েন পরিবৃত্য) সেণাবসন্তে। (সেনাবসন্তে)
চেটঃ—অলে মুক্খ বডুকা! পদাইং পলিবত্তাবেহি। (অরে মূর্খং :বটুক! পদে পরিবর্তয়)
বিদূষকঃ—(পাদৌ পরিবর্ত্য) সেণাবসন্তে। (সেনাবসন্তে)
চেটঃ—অলে মুর্খ! অক্খলপদাইং পলিবত্তাবেহি। (অরে মূর্খ! অক্ষরপদে পরিবর্তয়)
বিদূষকঃ—(বিচিন্ত্য) বসন্তসেণা (বসন্তসেনা)
চেটঃ—এশা শা আঅদা। (এষা সাগতা)
বিদূষকঃ—তা জাব চারুদত্তস্স নিবেদেমি। (উপসৃত্য) ভো চারুদত্ত! ধণিত্ত দে আঅদো। (তদ্যাবচ্চারুদত্তস্য নিবেদয়ামি। ভো চারুদত্ত! ধনিকস্ত আগতঃ)।
চারুদত্তঃ—কুতোঽস্মৎকুলে ধনিকঃ।
বিদূষকঃ—জই কুলে ণত্থি, তা দুবারে অত্থি; এসা বসন্তসেণা আঅদা। যদি কুলে নাস্তি, তদ্দ্বারেঽস্তি; এষা বসন্তসেনাগতা)
চারুদত্তঃ—বয়স্য! কিং মাং প্রতারয়সি।
বিদূষকঃ—জই মে বঅণে ণ পত্তিআঅসি, তা এদং কুম্ভীলঅং পুচ্ছ। অরে দাসীএ পুত্তা কুম্ভীলঅ! উবসপ্প। (যদি মে বচনে ন প্রত্যয়সে, তদিমং কুম্ভীলকং পৃচ্ছ। অরে দাস্যাঃপুত্র কুম্ভীলক! উপসর্প)
চেটঃ—(উপসৃত্য) অজ্জ! বন্দামি। (আর্য! বন্দে)
চারুদত্তঃ—ভদ্র? স্বাগতম্; কথয় সত্যং প্রাপ্তা বসন্তসেনা।
চেটঃ—এশা শা আঅদা বশন্তশেণা। (এষা সাগতা বসন্তসেনা)
চারুদত্ত—(সহর্ষম্) ভদ্র! ন কদাচিৎ প্রিয়বচনং নিষ্ফলীকৃতং ময়া, তদ্গৃহ্যতাং পারিতোষিকম্। (ইত্যুত্তরীয়ং প্রযচ্ছতি)
চেটঃ—(গৃহীত্বা প্রণম্য, সপরিতোষম্) জাব অজ্জআএ ণিবেদেমি। (যাবদার্যায়া নিবেদয়ামি।) (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)
বিদূষকঃ—ভো! অবি জাণাসি, কিং ণিমিত্তং ঈদিসে দুদ্দিণে আঅদে ত্তি। (ভো! অপি জানাসি; কিং নিমিত্তমীদৃশে দুর্দিন আগতেতি।)
চারুদত্তঃ—বয়স্য! ন সম্যগবধারয়ামি।

বিদূষকঃ—মএ জাণিদম্। অপ্পমুল্লা রঅণাবলী, বহুমুল্লং সুবণ্ণভণ্ডঅং ত্তি ণ পরিতুট্টা অবরং মগ্গিদুং আঅদা। (ময়া জ্ঞাতম্। অল্পমূল্যা রত্নাবলী বহুমূল্যং সুবর্ণভাণ্ডমিতি ন পরিতুষ্টাঽপরং যাচিতুমাগতা।)

চারুদত্তঃ—(স্বগতম্) পরিতুষ্টা যাস্যতি। (ততঃ প্রবিশত্যুজ্জ্বলাভিসারিকাবেশেন বসন্তসেনা, সোৎকণ্ঠা ছত্রধারিণী, বিটশ্চ)

বিটঃ—(বসন্তসেনামুদ্দিশ্য)

অপদ্মা শ্রীরেষা প্রহরণমনঙ্গস্য ললিতং
কুলস্ত্রীণাং শোকো মদনবরবৃক্ষস্য কুসুমম্।
সলীলং গচ্ছন্তী রতিসময়লজ্জা প্রণয়িণী
রতিক্ষেত্রে রঙ্গে প্রিয়পথিকসার্থৈরনুগতা ॥১২॥

বসন্তসেনে! পশ্য পশ্য—
গর্জন্তি শৈলশিখরেষু বিলম্বিবিম্বা মেঘা বিযুক্তবনিতাহৃদয়ানুকারাঃ।
যেষাং রবেণ সহসোৎপতিতৈর্ময়ূরৈঃ খং বীজ্যতে মণিময়ৈরিব তালবৃন্তৈঃ ॥১৩॥
অপি চ,—

পঙ্কক্লিন্নমুখাঃ পিবন্তি সলিলং ধারাহতা দর্দুরাঃ
কণ্ঠং মুঞ্চতি বর্হিণঃ সমদনো নীপঃ প্রদীপায়তে।
সংন্যাসঃ কুলদূষণৈরিব জনৈর্মেঘৈর্বৃতশ্চন্দ্রমা
বিদ্যুন্নীচকুলোদ্গতেব যুবতির্নৈকত্র সংতিষ্ঠতে ॥১৪॥

বসন্তসেনা—ভাব! সুট্ঠু দে ভণিদম্। (ভাব! সুষ্ঠু তে ভণিতম্) এষা হি—
মূঢ়ে! নিরন্তরপয়োধরয়া ময়ৈব কান্তঃ সহাভিরমতে যদি কিং তবাত্র।
মাং গর্জিতৈরপি মুহুর্বিনিবারয়ন্তী মার্গং রুণদ্ধি কুপিতেব নিশা সপত্নী ॥১৫॥

বিটঃ—ভবতু এবং তাবৎ; উপালভ্যতাং তাবদিয়ম্।

বসন্তসেনা—ভাব! কিমনয়া স্ত্রীস্বভাবদুর্বিদগ্ধয়োপালব্ধয়া। পশ্যতু ভাবঃ

মেঘা বর্ষন্তু গর্জন্তু মুঞ্চন্ত্বশনিমেব বা।
গণয়ন্তি ন শীতোষ্ণং রমণাভিমুখাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥১৬॥

বিটঃ—বসন্তসেনা। পশ্য পশ্য, অয়মপরঃ

পবনচপলবেগঃ স্থূলধারাশরৌঘঃ স্তনিতপটহনাদঃ স্পষ্টবিদ্যুৎপতাকঃ।
হরতি করসমূহং খে শশাঙ্কস্য মেঘো নৃপ ইব পুরমধ্যে মন্দবীর্যস্য শত্রোঃ ॥১৭॥

বসন্তসেনা—এব্বং ণেদম্। তা কধং এসো অবরো (এবং খিদম্। তৎ কথমেষোঽপরঃ।)

এতৈরেব যদা গজেন্দ্রমলিনৈরাধ্মাতলম্বোদরৈ-
র্গর্জদ্ভিঃ সতড়িদ্বলাকশবলৈর্মেঘৈঃ সশল্যং মনঃ।
তৎ কিং প্রোষিতভর্তৃবধ্যপটহো হা হা হতাশো বকঃ
প্রাবৃট্ প্রাবৃড়িতি ব্রবীতি শঠধীঃ ক্ষারং ক্ষতে প্রক্ষিপন্ ॥১৮॥

বিটঃ—বসন্তসেনে! এবমেতৎ। ইদমপরং পশ্য—

বলাকা পাণ্ডুরোষ্ণীষং বিদ্যুদুৎক্ষিপ্তচামরম্।
মত্তবারণসারূপ্যং কর্তুকামমিবাম্বরম্ ॥১৯॥

বসন্তসেনা—ভাব! পেক্খ পেক্খ। (ভাব! পশ্য পশ্য।)

এতৈরার্দ্রতমালপত্রমলিনৈরাপীতসূর্যং নভো
বল্মীকাঃ শরতাড়িতা ইব গজাঃ সীদন্তি ধারাহতাঃ।
বিদ্যুৎকাঞ্চনদীপিকেব রচিতা প্রাসাদসঞ্চারিণী
জ্যোৎস্না দুর্বলভর্তৃকেব বনিতা প্রোৎসার্য মেঘৈর্হৃতা ॥২০॥

বিটঃ—বসন্তসেনে পশ্য পশ্য।
এতে হি বিদ্যুদ্গুণবদ্ধকক্ষা গজা ইবান্যোন্যমভিদ্রবন্তঃ।
শক্রাজ্ঞয়া বারিধরাঃ সধারা গাং রূপ্যরজ্জ্বেব সমুদ্ধরন্তি ॥২১॥

অপি চ, পশ্য—
মহাবাতাধ্মাতৈর্মহিষকুলনীলৈর্জলধরৈশ্চলৈর্বিদ্যুৎপক্ষৈর্জলধিভিরিবান্তঃ।
ইয়ং গন্ধোদ্দামা নবহরিতশষ্পাঙ্কুরবতী ধরা ধারাপাতৈর্মণিময়শরৈর্ভিদ্যত ইব ॥২২॥

বসন্তসেনা—ভাব! এসো অবরো! (ভাব! এষোঽপরঃ।)
এহ্যেহীতি শিখণ্ডিনা পটুতরং কেকাভিরাক্রন্দিতঃ
প্রোড্ডীয়েব বলাকয়া সরভসং সোৎকণ্ঠমালিঙ্গিতঃ।
হংসৈরুজ্ঝিতপঙ্কজৈরতিতরাং সোদ্বেগমুদ্বীক্ষিতঃ
কুর্বন্নঞ্জনমেচকা ইব দিশো মেঘঃ সমুত্তিষ্ঠতি ॥২৩॥

বিটঃ—এবমেতৎ; তথা হি পশ্য—
নিষ্পন্দীকৃতপদ্মষণ্ডনয়নং নষ্টক্ষপাবাসরং
বিদ্যুদ্ভিঃ ক্ষণনষ্টদৃষ্টতিমিরং প্রচ্ছাদিতাশামুখম্।
নিশ্চেষ্টং স্বপিতীব সম্প্রতি পয়োধারাগৃহান্তর্গতং
স্ফীতাম্ভোধরধামনৈকজলদচ্ছত্রাপিধানং জগৎ ॥২৪॥

বসন্তসেনা—ভাব এব্বং ণ্নেদম্। তা পেক্খ পেক্খ। (ভাব! এবং ন্বিদম্; তৎ পশ্য পশ্য।)
গতা নাশং তারা উপকৃতমসাধাবিব জনে
বিযুক্তাঃ কান্তেন স্ত্রিয় ইব ন রাজন্তি ককুভঃ।
প্রকামান্তস্তপ্তং ত্রিদশপতিশস্ত্রস্য শিখিনা
দ্রবীভূতং মন্যে পততি জলরূপেণ গগনম্ ॥২৫॥

অপি চ, পশ্য—
উন্নমতি নমতি বর্ষতি গর্জতি মেঘঃ করোতি তিমিরৌঘম্।
প্রথমশ্রীরিব পুরুষঃ করোতি রূপাণ্যনেকানি ॥২৬॥

বিটঃ—এবমেতৎ
বিদ্যুদ্ভির্জ্বলতীব সংবিহসতীবোচ্চৈর্বলাকাশতৈ-
র্মাহেন্দ্রেণ বিবল্গতীব ধনুষা ধারাশরোদ্গারিণা।
বিস্পষ্টাশনিনিস্বনেন রসতীবাঘূর্ণতীবানিলৈ-
র্নীলৈঃ সান্দ্রমিবাহিভির্জলধরৈর্ধূপায়তীবাম্বরম্ ॥২৭॥

বসন্তসেনা—
জলধর! নির্লজ্জস্ত্বং যস্মাৎ দয়িতস্য বেশ্ম গচ্ছন্তীম্।
স্তনিতেন ভীষয়িত্বা ধারাহস্তৈঃ পরামৃশসি ॥২৮॥

ভোঃ শক্র।

কিং তে হ্যহং পূর্বরতিপ্রসক্তা যত্ত্বং নদস্যম্বুদ ! সিংহনাদৈঃ ।
ন যুক্তমেতৎপ্রিয়কাঙ্ক্ষিতায়া মার্গং নিরোদ্ধুং মম বর্ষপাতৈঃ ॥২৯॥

অপি চ,—

যদ্বদহল্যাহেতোর্মৃষা বদসি শক্র ! গৌতমোঽস্মীতি ।
তদ্বন্মমাপি দুঃখং নিরপেক্ষ ! নিবার্যতাং জলদঃ ॥৩০॥

অপি চ,—

গর্জ বা বর্ষ বা শক্র ! মুঞ্চ বা শতশোঽশনিম্ ।
ন শক্যা হি স্ত্রিয়ো রোদ্ধুং প্রস্থিতা দয়িতং প্রতি ॥৩১॥
যদি গর্জতি বারিধরো গর্জতু তন্নাম নিষ্ঠুরাঃ পুরুষাঃ ।
অয়ি ! বিদ্যুৎপ্রমদানাং ত্বমপি চ দুঃখং ন জানাসি ॥৩২॥

বিটঃ—ভবতি ! অলমলমুপালম্ভেন । উপকারিণী তবেয়ম্,—

ঐরাবতোরসি চলেব সুবর্ণরজ্জুঃ
শৈলস্য মূর্ধ্নি নিহিতেব সিতা পতাকা ।
আখণ্ডলস্য ভবনোদরদীপিকেয়-
মাখ্যাতি তে প্রিয়তমস্য হি সন্নিবেশম্ ॥৩৩॥

বসন্তসেনা—ভাব ! এব্বং তং জ্জেব্ব এদং গেহম । (ভাব ! এবং তদেবৈতদ্গেহম্ ।)

বিটঃ—সকলকলাভিজ্ঞায়া ন কিঞ্চিদিহ তবোপদেষ্টব্যমস্তি । তথাপি স্নেহঃ প্রলাপয়তি । অত্র পবিশ্য কোপোঽত্যন্তং ন কর্তব্যঃ ।

যদি কুপ্যসি নাস্তিঃ রতিঃ, কোপেন বিনাঽথবা কুতঃ কামঃ ।
কুপ্য চ কোপয় চ ত্বং প্রসীদয় চ কান্তম্ ॥৩৪॥

ভবতু এবং তাবৎ । ভো ভোঃ ! নিবেদ্যতামার্যচারুদত্তায়

এষা ফুল্লকদম্বনীপসুরভৌ কালে ঘনোদ্ভাসিতে
কান্তস্যালয়মাগতা সমদনা হৃষ্টা জলার্দ্রালকা ।
বিদ্যুদ্বারিগর্জিতৈঃ সচকিতা ত্বদ্দর্শনা কাঙ্ক্ষিণী
পাদৌ নূপুরলগ্নকর্দমধরৌ প্রক্ষালন্তী স্থিতা ॥৩৫॥

চারুদত্তঃ—(আকর্ণ্য) বয়স্য । জ্ঞায়তাং কিমেতদিতি ।

বিদূষকঃ—জং ভবং আণবেদি । (বসন্তসেনামুপগম্য, সাদরম্) সোত্থি ভোদীএ । (যদ্ভবানাজ্ঞাপয়তি । স্বস্তি ভবত্যৈ ।)

বসন্তসেনা—অজ্জ ! বন্দামি । সাঅদং অজ্জস্স । (বিটং প্রতি) ভাব ! এসা ছত্তধারিআ ভাবিস্স জ্জেব্ব ভোদু । (আর্য ! বন্দে । স্বাগতমার্যস্য । ভবে ! এষা ছত্রধারিকা ভাবস্যৈব ভবতু ।)

বিটঃ—(স্বগতম্) অনেনোপায়েন নিপুণং প্রেষিতোঽস্মি । (প্রকাশম) এবং ভবতু ভবতি বসন্তসেনে !

সাটোপকূটকপটানৃতজন্মভূমেঃ শাঠ্যাত্মকস্য রতিকেলিকৃতশেয়স্য ।
বেশ্যাপণস্য সুরতোৎসবসংগ্রহস্য দাক্ষিণ্যপণ্যমুখনিষ্ক্রিয়াসিদ্ধিরস্তু ॥৩৬॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তো বিটঃ)

বসন্তসেনা—অজ্জ মিত্তেঅ ! কহিং তুহ্মাণং জূদিঅরো । (আর্য মৈত্রেয় ! কুত্র যুষ্মাকং দ্যূতকরঃ ।)

বিদূষকঃ—(স্বগতম্) হী হী ভো, জূদিঅরো ত্তি ভণন্তীএ অলংকিদো পিঅবঅস্সো। (প্রকাশম্) ভোদি! এসো খু সুক্খরুক্খবাড়িআএ। (আশ্চর্যম্, ভোঃ দ্যূতকর ইতি ভণন্ত্যালংকৃতঃ প্রিয়বয়স্যঃ। ভবতি! এষ খলু শুষ্কবৃক্ষবাটিকায়াম্।)

বসন্তসেনা—অজ্জ! কা তুম্হাণং সুক্খরুক্খবাডিআ বুচ্চদি। (আর্য! কা যুষ্মাকং শুষ্কবৃক্ষবাটিকোচ্যতে।)

বিদূষকঃ—ভোদি! জহিং ণ খাঈঅদি, ণ পীঈঅদি। (ভবতি! যত্র ন খাদ্যতে, ন পীয়তে।) (বসন্তসেনা স্মিতং করোতি)

বিদূষকঃ—তা পবিসদু ভোদী। (তস্মাৎ প্রবিশতু ভবতী।)

বসন্তসেনা—(জনান্তিকম্) এত্থ পবিসিঅ কিং মএ ভণিদব্বম্। (অত্র প্রবিশ্য কিং ময়া ভণিতব্যম্।)

চেটী—জূদিঅর! অবি সুহো দে পদোসো ত্তি। (দ্যূতকর! অপি সুখস্তে প্রদোষঃ। ইতি।)

বসন্তসেনা—অবি পারইস্সম্। (অপি পারয়িষ্যামি।)

চেটী—অবসরো জ্জেব্ব পায়ইস্সদি। (অবসর এব পারয়িষ্যতি।)

বিদূষকঃ—পবিসদু ভোদী। (প্রবিশতু ভবতী।)

বসন্তসেনা (প্রবিশ্যোপসৃত্য চ, পুষ্পৈস্তাড়য়ন্তী) অই জূদিঅর! অবি সুহো দে পদোসো। (অয়ি দ্যূতকর! অপি সুখস্তে প্রদোষঃ।)

চারুদত্তঃ—(অবলোক্য) অয়ে, বসন্তসেনা প্রাপ্তা। (সহর্ষমুত্থায়) অয়ি প্রিয়ে!

সদা প্রদোষো মম যাতি জাগ্রতঃ সদা চ মে নিঃশ্বসতো গতা নিশা।
ত্বয়া সমেতস্য বিশাললোচনে! মমাদ্য শোকান্তকরঃ প্রদোষকঃ ॥৩৭॥

তৎস্বাগতং ভবত্যৈ, ইদমাসনম্; অত্রোপবিশ্যতাম্।

বিদূষকঃ—ইদং আসণং, উববিসদু ভোদী। (ইদমাসনম্, উপবিশতু ভবতী।)

(বসন্তসেনা নাট্যেনাসীনা, ততঃ সর্ব উপবিশান্তি)

চারুদত্তঃ—বয়স্য! পশ্য পশ্য

বর্ষোদকমুদ্গিরতা শ্রবণান্তবিলম্বিনা কদম্বেন।
একঃ স্তনোঽভিষিক্তো নৃপসুত ইব যৌবরাজ্যস্থঃ ॥৩৮॥

তদ্বয়স্য! ক্লিন্নে বাসসী বসন্তসেনায়াঃ। অন্যে প্রধানবাসসী সমুপনীয়েতামিতি।

বিদূষকঃ—জং ভবং আণবেদি। (যদ্ভবানাজ্ঞাপয়তি।)

চেটী—অজ্জ মিত্তেঅ! চিট্ঠ তুমং; জ্জেব্ব অজ্জঅং সুস্সূসইস্সম্। (তথা করোতি) আর্য মৈত্রেয়! তিষ্ঠ ত্বম্; অহমেবার্যাং শুশ্রূষয়িষ্যামি।

বিদূষকঃ—(অপবারিতকেন) ভো বয়স্য! পুচ্ছামি দাব তত্তভোদিং কিং পি। (ভো বয়স্য! পৃচ্ছামি তাবত্তত্রভবতীং কিমপি।)

চারুদত্ত—এবং ক্রিয়তাম্।

বিদূষকঃ—(প্রকাশম্) অধ কিং ণিমিত্তং উণ ঈদিসে পণট্ঠচন্দালোএ দুদ্দিণ অন্ধআরে আআদা ভোদী। (অথ কিং নিমিত্তং পুনরীদৃশে প্রনষ্টচন্দ্রালোকে দুর্দিনান্ধকারে আগতা ভবতী।)

চেটী—অজ্জএ! উজ্জুও বহ্মণো। (আর্যে! ঋজুকো ব্রাহ্মণঃ।)

বসন্তসেনা—ণং ণিউণোত্তি ভণ্যাহি। (ননু নিপুণ ইতি ভণ।)

চেটী—এসা খু অজ্জআ এব্বং পুচ্ছিদুং আঅদা—'কেত্তিঅং তাএ রঅণাবলীএ মুল্লং, ত্তি। (এষা খল্বর্যা এবং প্রষ্টুমাগতা—'কিয়ত্তস্যা রত্নাবল্যা মূল্যম্' ইতি।)

বিদূষকঃ—(জনান্তিকম্) ভো! ভণিদং মএ—জধা অপ্পমুল্লা রঅণাবলী, বহুমুল্লং সুবণ্ণভণ্ডঅম্। ণ পরিতুট্ঠা অবরং মগ্গিদুং আঅদা। (ভোঃ! ভণিতং ময়া—যথাঽল্পমূল্যা রত্নাবলী, বহুমূল্যং সুবর্ণভাণ্ডম্। ন পরিতুষ্টা, অপরং যাচিতুমাগতা।)

চেটী—সা খু অজ্জআএ অত্তণকেরকেত্তি ভণিঅ জুদে হারিদা। সো অ সহিও রাঅবাথ-হারী ণ জাণীঅদি কহিং গদো ত্তি। (সা খল্বার্যয়া আত্মীয়েতি ভণিত্বা দ্যূতে হারিতা। স চ সভিংকা রাজবার্তাহারী ন জ্ঞায়তে কুত্র গত ইতি।)

বিদূষকঃ—ভোদি! মন্তিদং জ্জেব মন্তীঅদি। ভবতি! মন্ত্রিতমেব মন্ত্র্যতে।

চেটী—জাব সো অণ্ণেসীঅদি তাব এদং জ্জেব্ব গেহ্ণ সুবণ্ণভণ্ডঅম্। (যাবৎসোঽন্বিষ্যতে তাবদিদমেব গৃহাণ সুবর্ণভাণ্ডম্।) (ইতি দর্শয়তি)

(বিদূষকো বিচারয়তি)

চেটী—অদিমেত্তং অজ্জো ণিজ্ঝাঅদি। তা কিং দিট্ঠপুরুব্বো দে। (অতিমাত্রমার্যো নিধ্যায়তি। তৎ কিং দৃষ্টপূর্বস্তে।)

বিদূষকঃ - ভোদি! সিপ্পকুসলদাএ ও বন্ধেদি দিট্ঠিম্।)

চেটী - অজ্জ! বঞ্চিদোসি দিট্ঠীএ। তং জ্জেব এদং সুবণ্ণভণ্ডঅম্। (আর্য। বঞ্চিতোঽসি দৃষ্ট্যা। তদেবেদং সুবর্ণভাণ্ডম্।)

বিদূষকঃ—(সহর্ষম্) ভো বঅস্স! তং জ্জেব্ব এদং সুবণ্ণভণ্ডঅম্, জং অম্হাণং গেহে চোরেহিং অবহিদম্। (ভো বয়স্য! তদেবেদং তৎসুবর্ণভণ্ডম্, যদস্মাকং গৃহে চৌরৈরপহৃতম্।)

চারুদত্তঃ—বয়স্য!

যোঽস্মাভিশ্চিন্তিতো ব্যাজঃ কর্তুং ন্যাসপ্রতিক্রিয়াম্।
ত এব প্রস্তুতোঽস্মাকং কিং তু সত্যং বিড়ম্বনা ॥১৯॥

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স! সচ্চং সবামি বম্হণ্ণেণ। [ভো বয়স্য! সত্য শপে ব্রাহ্মণ্যেন।]

চারুদত্তঃ—প্রিয়ং ন প্রিয়ম্।

বিদূষকঃ—(জনান্তিকম্) ভো! পুচ্ছামি—ণং কুদো এদং সমাসাদিদং ত্তি। [ভোঃ! পুচ্ছামি—ননু কুত ইদং সমাসাদিতমিতি।]

চারুদত্তঃ—কো দোষঃ।

বিদূষকঃ—(চেট্যাঃ কর্ণে) এব্বং বিঅ। [এবমিব।]

চেটী—(বিদূষকস্য কর্ণে) এব্বং বিঅ। [এবমিব।]

চারুদত্তঃ—কিমিদং কথ্যতে। কিং বয়ং বাহ্যাঃ।

বিদূষকঃ—(চারুদত্তস্য কর্ণে) এব্বং বিঅ। [এবমিব।]

চারুদত্তঃ—ভদ্রে! সত্যং তদেবেদং সুবর্ণভাণ্ডম্।

চেটী—অজ্জ! অধ ইম্। [আর্য! অথ কিম্।]

চারুদত্তঃ—ভদ্রে! ন কদাচিৎ প্রিয়নিবেদনং নিষ্ফলীকৃতং ময়া। তদ্গৃহ্যতং পারিতোষিকমিদমঙ্গুলীয়ম্ (ইত্যনঙ্গুলীয়কং হস্তমবলোক্য লজ্জাং নাটয়তি।)

বসন্তসেনা—(আত্মগতম্) অদো জ্জেব্ব কামীঅসি। [অতএব কাম্যসে।]

চারুদত্তঃ—(জনান্তিকম্) ভোঃ! কষ্টম্ ;

ধনৈর্বিযুক্তস্য নরস্য লোকে কিং জীবিতেনাদিত এব তাবৎ।
যস্য প্রতীকারনিরথক ত্বাৎকোপপ্রসাদো বিফলীভবন্তি ॥৪০॥

অপি চ,—

পক্ষবিকলশ্চ পক্ষী শুষ্কশ্চ তরুঃ সরশ্চ জলহীনম্।
সর্পশ্চোদ্ধৃতদংষ্ট্রস্তুল্যং লোকে দরিদ্রশ্চ ॥৪১॥

অপি চ,—

শূন্যৈর্গৃহৈঃ খলু সমাঃ পুরুষা দরিদ্রাঃ
কূপৈশ্চ তোয়রহিতৈস্তরুভিশ্চ শীর্ণৈঃ।
যদ্দৃষ্টপূর্বজনসঙ্গমবিস্মৃতানা—
মেবং ভবন্তি বিফলাঃ পরিতোষকালাঃ ॥৪২॥

বিদূষকঃ—ভো! অলং আদিমেত্তং সন্তপ্পিদেণ। (প্রকাশং, সপরিহাসম্) ভোদি! সমপ্পিঅদু মমকেরিআ হ্বাণসাডিআ। [ভোঃ! অলমতিমাত্রং সন্তাপিতেন। ভবতি ঃ সমর্প্যতাং মম স্নানশাটিকা।]

বসন্তসেনা—অজ্জ চারুদত্ত। জুত্তং ণেদং ইমাএ রঅণাবলীএ ইমং জণং তুলইদুম্। [আর্য চারুদত্ত। যুক্তং নেদমনয়া রত্নাবল্যা ইমং জনং তুলয়িতুম্।]

চারুদত্তঃ—(সবিলক্ষস্মিতম্) বসন্তসেনে! পশ্য পশ্য।

কঃ শ্রদ্ধাস্যতি ভূতার্থং সর্বো মাং তুলয়িষ্যতি।
শংকনীয়া হি লোকেঽস্মিন্নিষ্প্রতাপা দরিদ্রতা ॥৪৩॥

বিদূষকঃ—হঞ্জে! কিং ভোদীএ ইধ জ্জেব্ব সুবিদব্বম্। [চেটি! কিং ভবত্যা ইহৈব স্বপ্তব্যম্।]

চেটী—(বিহস্য) অজ্জ মিত্তেঅ! অদিমেত্তং দাণিং অজ্জুঅং অত্তাণঅং দংসেসি। [আর্য মৈত্রেয়! অতিমাত্রমিদানীমৃজুমাত্মানং দর্শয়সি।]

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স! এসো খু ওসারঅন্তো বিঅ সুহোববিট্ঠং জণং পুণো বি বিত্থারিবারিধারাহিং পবিট্ঠো পজ্জণ্ণো। [ভো বয়স্য! এষ খল্বপসারয়ন্নিব সুখোপবিষ্টং জনং পুনরপি বিস্তারিবারিধারাভিঃ প্রবিষ্টঃ পর্জন্যঃ।]

চারুদত্তঃ—সম্যগাহ ভবান্,—

অমূর্হি ভিত্ত্বা জলদান্তরাণি পঙ্কান্তরাণীব মৃণালসূচ্যঃ।
পতন্তি চন্দ্রব্যসনাদিমুক্তা দিবোঽশ্রুধারা ইব বারিধারাঃ ॥৪৪॥

অপি চ,—

ধারাভিরার্যজনচিত্তসুনির্মলাভি—শ্চণ্ডাভিরর্জুনশরপ্রতিকর্কশাভিঃ।
মেঘাঃ স্রবন্তি বলদেবপটপ্রকাশাঃ শক্রস্য মৌক্তিকনিধানমিবোদ্গিরন্তঃ ॥৪৫॥

প্রিয়ে! পশ্য পশ্য

এতৈঃ পিষ্টতমালবর্ণকনিভৈরালিপ্তমাম্ভোধরৈঃ
সংসক্তৈরুপবীজিতং সরভিভিঃ শীতৈঃ প্রদোষানিলৈঃ।
এষাম্ভোদসমাগমপ্রণয়িণী স্বচ্ছন্দমভ্যাগতা
রক্তা কান্তমিবাম্বরং প্রিয়তমা বিদ্যুৎসমালিঙ্গতি ॥৪৬॥

(বসন্তসেনা শৃঙ্গারভাবং নাটয়ন্তী চারুদত্তমালিঙ্গতি ।)

চারুদত্তঃ—(স্পর্শং নাটয়ন্ প্রত্যালিঙ্গ্য)

ভো মেঘ ! গম্ভীরতরং নদ ত্বং তব প্রসাদাৎস্মরপীড়িতং মে ।
সংস্পর্শরোমাঞ্চিতজাতরাগং কদম্বপুষ্পত্বমুপৈতি গাত্রম্ ॥৪৭॥

বিদূষকঃ– দাসী এ পুত্ত দুদ্দিণ ! অণজ্জো দাণিং সি তুমং, জং অত্তভোদিং বিজ্জুআএ ভায়াবেসি । [দাস্যাঃপুত্র দুর্দিন ! অনার্য ইদানীমসি ত্বম্, যদত্রভবতীং বিদ্যুতাভীষয়সি ।]

চারুদত্তঃ—বয়স্য ! নার্হস্যুপালব্ধুম্,—

বর্ষশতমস্তু দুর্দিনমবিরতধারং শতহ্রদা স্ফুরতু ।
অস্মদ্বিধদুর্লভয়া যদহং প্রিয়য়া পরিষ্বক্তঃ ॥৪৮॥

অপি চ, বয়স্য !

ধন্যানি তেষাং খলু জীবিতানি যে কামিনীনাং গৃহমাগতানাম্ ।
আর্দ্রাণি মেঘোদকশীতলানি গাত্রাণি গাত্রেষু পরিষ্বজন্তি ॥৪৯॥

প্রিয়ে বসন্তসেনে !

স্তম্ভেষু প্রচলিতবেদিসঞ্চারন্তং শীর্ণত্বাৎকথমপি ধার্যতে বিতানম্ ।
এষা চ স্ফুটিতসুধাদ্রবানুলেপাৎ সংক্লিন্না সলিলভরেণ চিত্রভিত্তিঃ ॥৫০॥

(ঊর্ধ্বমবলোক্য) অয়ে ইন্দ্রধনুঃ ; প্রিয়ে ! পশ্য পশ্য—

বিদ্যুজ্জিহ্বেনেদং মহেন্দ্রচাপোচ্ছ্রিতায়তভুজেন ।
জলধরবিবৃদ্ধহনুনা বিজৃম্ভিতমিবান্তরিক্ষেণ ॥৫১॥

তদেহি, অভ্যন্তরমেব প্রবিশাবঃ (ইত্যুত্থায় পরিক্রামতি)

তালীষু তারং বিটপেষু মন্দ্রং শিলাসু রুক্ষং সলিলেষু চণ্ডম্ ।
সঙ্গীতবীণা ইব তাড্যমানাস্তালানুসারেণ পতন্তি ধারাঃ ॥৫২॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ দুর্দিনো নাম পঞ্চমোঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × ষষ্ঠোঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি চেটী)

চেটী—কধং অজ্জ বি অজ্জআ ণ বিবুজ্ঝাদি ? ভোদু, পবিসিঅ পডিবোধইস্সম্ । (কথমদ্যাপ্যার্যা ন বিবুধ্যতে । ভবতু, প্রবিশ্য প্রতিবোধয়িষ্যামি ।) (ইতি নাট্যেন পরিক্রামতি)

(ততঃ প্রবিশত্যাচ্ছাদিতশরীরা প্রসুপ্তা বসন্তসেনা)

চেটী—(নিরূপ্য) উত্থেদু উত্থেদু অজ্জআ । পভাদং সংবুত্তম্ । (উত্তিষ্ঠতূত্তিষ্ঠত্বার্যা । প্রভাতং সংবৃত্তম্ ।)

বসন্তসেনা—(প্রতিবুধ্য) কধং রত্তি জ্জেব পভাদং সংবুত্তম্ । (কথং রাত্রিরেব প্রভাতং সংবৃত্তম্ ।)

চেটী—অম্হাণং এসো পভাদো। অজ্জআএ উণ রত্তি জ্জেব্ব। (অস্মাকমেষ প্রভাতঃ। আর্যায়াঃ পুনা রাত্রিরেব।)

বসন্তসেনা—হঞ্জে! কহিং উণ তুম্হাণং জূদিঅরো। (চেটি! কুতঃ পুনর্যুষ্মাকং দ্যূতকর।)

চেটী—অজ্জএ! বড্ঢমাণঅং সমাদিসিঅ পুপ্ফকরণ্ডঅং জিণ্ণুজ্জাণং গদো অজ্জচারুদত্তো। (আর্যে! বর্ধমানকং সমাদিশ্য পুষ্পকরণ্ডকং জীর্ণোদ্যানং গত আর্যচারুদত্তঃ।)

বসন্তসেনা—কিং সমাদিসিঅ। (কিং সমাদিশ্য।)

চেটী—জোএহি রাত্তীএ পবহণং, বসন্তসেনা গচ্ছদুত্তি। (যোজয় রাত্রৌ প্রবহণম্ বসন্তসেনা গচ্ছত্বিতি।)

বসন্তসেনা—হঞ্জে! কহিং মএ গন্তব্বম্।
(চেটি! কুত্র ময়া গন্তব্যম্।)

চেটী—অজ্জএ! জহিং চারুদত্তো। (আর্যে! যত্র চারুদত্ত।)

বসন্তসেনা—(চেটীং পরিষ্বজ্য) হঞ্জে! সুট্ঠু ণ ণিজ্ঝাইদো রত্তীএ, তা অজ্জ পচ্চক্খং পেক্খিস্সম্। হঞ্জে! কিং পবিট্টা অহং ইহ অব্ভন্তরচদুস্সালঅম্। (চেটি! সুষ্ঠু ন নিধ্যাতো রাত্রৌ, তদদ্য প্রত্যক্ষং প্রেক্ষিষ্যে। চেটি! কিং প্রবিষ্টাহমিহাভ্যন্তরচতুঃশালকম্।)

চেটী—ন কেবলং অব্ভন্তরচদুস্সালঅং, সব্বজণস্স বি হিঅঅং পবিট্টা। (ন কেবলমভ্যন্তরচতুঃশালকম্ সর্বজনস্যাপি হৃদয়ং প্রবিষ্টা)

বসন্তসেনা—অবি সন্তপ্পদি চারুদত্তস্স পরিঅণো। (অপি সন্তপ্যতে চারুদত্তস্য পরিজনঃ।)

চেটী—জদো অজ্জআ গমিস্সদি। (যদার্যা গমিষ্যতি।)

বসন্তসেনা—তদো মএ পঢমং সন্তপ্পিদব্বং। (সানুনয়ম্) হঞ্জে! গেহ্ন এদং রঅণাবলিম্। মম বহিণীআএ অজ্জাধূদাএ গজুঅ সমপ্পেহি। ভণিদব্বং চ—'অহং সিরিচারুদত্তস্স গুণণিজ্জিদা দাসী, তদা তুম্হাণং পি। তা এসা তুহ জ্জেব্ব কণ্ঠাহরণং হোদু রঅণাবলী'। (তদা ময়া প্রথমং সন্তপ্তব্যম্। চেটি! গৃহাণৈতাং রত্নাবলীম্। মম ভগিন্যা আর্যাধূতায়ৈ গত্বা সমর্পয়। বক্তব্যং চ—'অহং শ্রীচারুদত্তস্য গুণনির্জিতা দাসী, তদা যুষ্মাকমপি। তদেষা তবৈব কণ্ঠাভরণং ভবতু রত্নাবলী'।)

চেটী—অজ্জএ! কুপিস্সদি চারুদত্তো অজ্জাএ দাব। (আর্যে! কুপিষ্যতি চারুদত্ত আর্যায়ৈ তাবৎ।)

বসন্তসেনা—গচ্ছ; ণ কুপিস্সদি। (গচ্ছ; ন কুপিষ্যতি।)

চেটী—(গৃহীত্বা) জং আণবেদি। (ইতি নিষ্ক্রম্য, পুনঃ প্রবিশতি) অজ্জএ! ভণাদি অজ্জা ধূদা—'অজ্জউত্তেণ তুম্হাণং পসাদীকিদা; ণ জুত্তং মম এদং গেণ্হিদুম্)। অজ্জউত্তো জ্জেব্ব মম আহরণবিসেসো ত্তি জাণাদু ভোদী'। (যদাজ্ঞাপয়তি। আর্যে! ভণত্যার্যা ধূতা—আর্যপুত্রেণ যুষ্মাকং প্রসাদীকৃতা; ন যুক্তং মমৈতাং গ্রহীতুম্। আর্যপুত্র এব মমাভরণবিশেষ ইতি জানাতু ভবতী।)

(ততঃ প্রবিশতি দারকং গৃহীত্বা রদনিকা)

রদনিকা—এহি বচ্ছ ! সঅডিআএ কীলম্ব। (এহি বৎস ! শকটিয়া ক্রীড়াবঃ।)

দারকঃ—(সকরুণম্) রদণিএ ! কিং মম পদাএ মট্টিপাসঅডিআএ। তং জ্জেব সোবণ্ণ-সঅডিঅং দেহি। (রদনিকে ! কিং মমৈতয়া মৃত্তিকাশকটিকয়া। তামেব সৌবর্ণশকটিকাং দেহি।)

রদনিকা—(সনির্বেদং নিঃশ্বস্য) জাদ ! কুদো অহ্মাণং সুবণ্ণববহারো। তাদস্স পুণো বি রিদ্ধীএ সুবণ্ণসঅডিআএ কীলিস্সসি। তা জাব বিণোদেমি ণম্। অজ্জআবসন্তসেণাএ সমীবং উবসপ্পিস্সম্। (উপসৃত্য) অজ্জএ ! পণমামি। (জাত ! কুতোঽস্মাকং সুবর্ণব্যবহারঃ। তাতস্য পুনরপি ঋদ্ধ্যা সুবর্ণশকটিকয়া ক্রীড়িষ্যসি। তদ্যাবদ্বিনোদয়াম্যেনম্। আর্যাবসন্তসেনায়াঃ সমীপমুপসর্পিষ্যামি। আর্যে ! প্রণমামি।)

বসন্তসেনা—রদণিএ ! সাঅদং দে ; কস্স উণ অঅং দারও। অণলংকিদসরীরো বি চন্দমুহো আণন্দেদি মম হিঅঅম্। (রদনিকে ! স্বাগতং তে ; কস্য পুনরয়ং দারকঃ। অনলঙ্কৃতশরীরোঽপি চন্দ্রমুখ আনন্দয়তি মম হৃদয়ম্।)

মদনিকা—এসো খু অজ্জাচারুদত্তস্স পুত্তো রোহসেণো ণাম। (এষ খল্বার্যচারুদত্তস্য পুত্রো রোহসেনো নাম)

বসন্তসেনা—(বাহু প্রসার্য) এহি মে পুত্তঅ ! আলিঙ্গ। (ইত্যঙ্ক উপবেশ্য) অণুকিদং অণেণ পিদুণো রূবম্। (এহি মে পুত্রক ! আলিঙ্গ। অনুকৃতমনেন পিতু রূপম্)

রদনিকা—ণ কেবলং রূবম, সীলং পি তক্কেমি। এদিণা অজ্জচারুদত্তো অত্তাণঅং বিণোদেদি। (ন কেবলং রূপম্, শীলমপি তর্কয়ামি। এতেনার্যচারুদত্ত আত্মানং বিনোদয়তি)

বসন্তসেনা—অধ কিং ণিমিত্তং এসো রোঅদি। (অথ কিং নিমিত্তমেষ রোদিতি)

রদনিকা—এদিণা পডিবেসিঅগহবইদারিঅকেরিআএ সুবণ্ণসঅডিআএ কীলিদম্। তেণ অ সা ণীদা। তদো উণ তং মগ্গন্তস্স মএ ইঅং মট্টিআসঅডিআ কদুঅ দিণ্ণা। তদো ভণাদি—'রদণিএ ! কিং মম এদাএ মট্টিআসঅডিআএ। তং জ্জেব সোবণ্ণসঅডিঅং দেহি' ত্তি। (এতেন প্রতিবেশিকগৃহপতিদারকস্য সুবর্ণশকটিকয়া ক্রীড়িতম্। তেন চ সা নীতা। ততঃ পুনস্তাং যাচতো ময়েয়ং মৃত্তিকাশকটিকা কৃত্বা দত্তা। ততো ভণতি—'রদনিকে ! কং মমৈতয়া মৃত্তিকাশকটিকয়া। তামেব সৌবর্ণকশটিকাং দেহি' ইতি)

বসন্তসেনা—হদ্ধী হদ্ধী, অঅং পি ণাম পরসম্পত্তীএ সন্তপ্পদি। ভঅবং কঅন্ত। পোক্খরবত্তপডিদজলবিন্দুসরিসেহিং কীলসি তুমং পুরিসভাঅধেএহিম্। (ইতি সাস্রা) জাদ ! মা রোদ ! সুবণ্ণসঅডিআএ কীলিস্সসি। (হা ধিক্ হা ধিক্ ; অয়মপি নাম পরসম্পত্ত্যা সন্তপ্যতে। ভগবন্ কৃতান্ত। পুষ্করপত্রপতিতজলবিন্দুসদৃশৈঃ ক্রীড়সি ত্বং পুরুষভাগধেয়ৈঃ। জাত ! মা রুদিহি। সৌবর্ণশকটিকয়া ক্রীড়িষ্যসি)

দারকঃ—রদণিএ ! কা এসা। (রদনিকে ! কৈষা)

বসন্তসেনা—দে পিদুণো গুণণিজ্জা দাসী। (তে পিতুর্গুণনির্জিদা দাসী)

রদনিকা—জাদ ! অজ্জআ দে জণণী ভোদি। (জাত, আর্যা তে জননী ভবতি।)

দারকঃ—রদণিএ ! অলিঅং তুমং ভণাসি ; জই অহ্মাণং অজ্জআ জণণী, তা কীস অলংকিদা। (রদনিকে ! অলীকং ত্বং ভণসি ; যদ্যস্মাকমার্যা জননী, তৎ কিমর্থমলঙ্কৃতা)

বসন্তসেনা—জাদ। মুদ্ধেণ মুহেণ অদিকরুণং মন্তেসি। (নাট্যেনাভরণান্যবতার্য রুদতী) এসা দাণিং দে জণণী সম্বুত্তা ; তা গেহ্ন এদং অলংকারঅম্, সোবণ্ণসঅডিঅং ঘডাবেহি। (জাত ! মুগ্ধেন মুখেনাতিকরুণং মন্ত্রয়সি। এষেদানীং তে জননী সংবৃত্তা ; তদ্‌গৃহাণৈতমলংকারম্, সৌবর্ণশকটিকাং কারয়)

দারকঃ—অবেহি, ণ গেহ্নিস্সম্ ; রোদসি তুমম্। (অপেহি, ন গ্রহিষ্যামি, রোদসি ত্বম্)

বসন্তসেনা—(অশ্রূণি প্রমৃজ্য) জাদ ণ রোদিস্সম্। গচ্ছ, কীল। (অলংকারৈর্মৃচ্ছকটিকাং পূরয়িত্বা) জাদ ! কারেহি সোবণ্ণসঅডিঅং। (জাত ! ন রোদিষ্যামি। গচ্ছ, ক্রীড়। জাত ! কারয় সৌবর্ণশকটিকাম্)

(ইতি দারকমাদায় নিষ্ক্রান্তা রদনিকা)

(প্রবিশ্য প্রবহণাধিরূঢ়ঃ)

চেটঃ—লদণিএ লদণিএ! ণিবেদেহি অজ্জআএ বশন্তশেণাএ—'ওহালিঅং পেক্খদুআলএ শজ্জং পবহণং চিট্ঠদি'। (রদনিকে রদনিকে ! নিবেদয়ার্যায়ৈ বসন্তসেনায়ৈ—'অপবারিতং পক্ষদ্বারকে সজ্জং প্রবহণং তিষ্ঠতি')

(প্রবিশ্য)

রদনিকা—অজ্জএ ! এসো বড্ঢমাণও বিণ্ণবেদি—'পক্খদুআরএ সজ্জং পবহণং' ত্তি ! (আর্যে ! এষ বর্ধমানকো বিজ্ঞাপয়তি—'পক্ষদ্বারে সজ্জং প্রবহণম্' ইতি)

বসন্তসেনা—হঞ্জে ! চিট্ঠদু মুহুত্তঅং ; জাব অহং অত্তাণঅং পসাধেমি। (চেটি ! তিষ্ঠতু মুহূর্তকম্ ; যাবদহমাত্মানং প্রসাধয়ামি)

রদনিকা—(নিষ্ক্রম্য) বড্ঢমাণআ ! চিট্ঠ মুহুত্তঅং ; জাব অজ্জআ অত্তাণঅং পসাধেদি। (বর্ধমানক ! তিষ্ঠ মুহূর্তকম্ ; যাবদার্যাত্মানং প্রসাধয়তি)

চেটঃ—হী হী ভো, মএ বি জাণথলকে বিশুমলিদে। তা জাব গেহ্নিঅ আঅচ্ছামি। এদে ণশ্শালজ্জুকড্ডআ বইল্লা। ভোদু, পবহণেণ জ্জেব গদাগদিং কলিশ্শম্। (হী হী ভোঃ ! ময়াপি যানাস্তরণং বিস্মৃতম্। তদ্যাবদ্গৃহীত্বাগচ্ছামি। এতৌ নাসিকারজ্জুকটুকৌ বলীবর্দৌ। ভবতু, প্রবহণেনৈব গতাগতিং করিষ্যামি)

(ইতি নিষ্ক্রান্তশ্চেটঃ)

বসন্তসেনা—হঞ্জে ! উবণেহি মে পসহণম্। অত্তাণঅং পসাধইস্সম্। (চেটি ! উপনয় মে প্রসাধনম্। আত্মানং প্রসাধয়িষ্যামি) (ইতি প্রসাধয়ন্তী স্থিতা)

(প্রবিশ্য প্রবহণাধিরূঢ়ঃ)

স্থাবরকশ্চেটঃ—আণত্তহ্মি লাঅশালঅশণ্ঠাণেণ—'থাবলআ ! পবহণং গেহ্নিঅ পুপ্ফকলণ্ডঅং জিণ্ণুজ্জাণং তুলিদং আঅচ্ছেহি' ত্তি। ভোদু, তহিং জ্জেব গচ্ছামি। বহধ বইল্লা ! বহধ। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) কধং গামশঅলেহিং লুদ্ধে মগ্গে। কিং দাণিং এখ কলইশ্শম্। (সাটোপম্) অলে লে, ওশলধ ওশলধ। (আকর্ণ্য) কিং ভণাধ—'এশে কশ্শকেলকে প্রবহণে' ত্তি। এশে লাঅশাল—অশণ্ঠাণকেলকে পবহণে ত্তি। তা শিগ্ঘং ওশলধ ! (অবলোক্য) কধং এশে অবলে শহিঅং বিঅ মং পেক্খিঅ শহশ জ্জেব জূদপলাইদে বিঅ জূদিঅলে ওহালিঅ অত্তাণিঅং

অপ্পদো অবক্কন্তে। তা কো উণ এশে। অধবা কিং মম এদিণা। তুলিদং গমিশ্শম্। অলে লে গামলুআ! ওশলধ ওশলধ। (আকর্ণ্য। কিং ভণাধ—'মুহুত্তঅং চিট্‌ঠ, চক্কপলিবট্টিং দেহি' ত্তি। অলে লে, লাঅশালঅশণ্ঠাণকেলকে হগে শূলে চক্কপলিবট্টিং দইশ্শম্। অধবা এশে এআঙ্গী তবশ্শী। তা এব্বং কলেমি। এদং 'পবহণং অজ্জ চালুদত্তশ্শ রুক্খবাডিআএ পক্খদুআএ থাবেমি। (ইতি প্রবহণং সংস্থাপ্য) এশে ম্হি আঅদে। (আজ্ঞপ্তোঽস্মি রাজশ্যালকসংস্থানেন—'স্থাবরক! প্রবহণং গৃহীত্বা পুষ্পকরণ্ডকং জীর্ণোদ্যানং ত্বরিতমাগচ্ছ ইতি। ভবতু, তত্রৈব গচ্ছামি। বহতং বলীবর্দাঃ! বহতম্। কথং গ্রামশকটৈ রুদ্ধো মার্গঃ। কিমিদানীমত্র করিষ্যামি। অরে রে, অপসরত অপসরত। কিং ভণথ—'এতৎ কস্য প্রবহণম্' ইতি। এতদ্রাজশ্যালকসংস্থানস্য প্রবহণমিতি। তচ্ছীঘ্রম-পসরত। কথমেষোঽপরঃ সভিকমিব মাং প্রেক্ষ্য সহসৈব দ্যূতপলায়িত ইব দ্যূতকরোঽপবার্যাত্মানমন্যতোঽপক্রান্তঃ। তৎ কঃ পুনরেষঃ। অথবা কিং মমৈতেন। ত্বরিতং গমিষ্যামি। অরে রে গ্রাম্যাঃ! অপসরত অপসরত। কিং ভণথ—'মুহূর্তকং তিষ্ঠ, চক্রপরিবৃত্তিং দেহি' ইতি। অরে রে, রাজশ্যালক-সংস্থানস্যাহং শূরশ্চক্রপরিবৃত্তিং দাস্যামি। অথবা এষ একাকী তপস্বী। তদেবং করোমি। এতৎ প্রবহণমার্যচারুদত্তস্য বৃক্ষবাটিকায়াঃ পক্ষদ্বারকে স্থাপয়ামি। এষোঽস্ম্যাগতঃ)। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

চেটী—অজ্জএ। ণেমিসদ্দো বিঅ সুণীঅদি। তা আঅদো পবহণো। (আর্যে! নেমিশব্দ ইব শ্রূয়তে। তদাগতং প্রবহণম্।)

বসন্তসেনা—হঞ্জে! গচ্ছ তুবরদি মে হিঅঅম্; তা আদেসেহি পক্খদুআলঅম্। (চেটি! গচ্ছ, ত্বরয়তি মে হৃদয়ম্; তদাদিশ পক্ষদ্বারম্।)

চেটী—এদু এদু অজ্জআ। (এত্বেত্বার্যা।)

বসন্তসেনা—(পরিক্রম্য) হঞ্জে! বীসম তুমম্। (চেটি! বিশ্রাম্য ত্বম্।)

চেটী—জং অজ্জআ আণবেদি। (যদার্যাজ্ঞাপয়তি।) (ইতি নিষ্ক্রান্তা)

বসন্তসেনা—(দক্ষিণাক্ষিস্পন্দং সূচয়িত্বা, প্রবহণমধিরুহ্য চ) কিং ণ্ণেদং ফুরদি দাহিণং লোঅণম্। অধবা চারুদত্তস্স জ্জেব দংসণং অণিমিত্তং পমজ্জইস্সদি। (কিং ন্বিদং স্ফুরতি দক্ষিণং লোচনম্। অথবা চারুদত্তস্যৈব দর্শনমনিমিত্তং প্রমার্জয়িষ্যতি।)

(প্রবিশ্য)

স্থাবরকশ্চেটঃ—ওশালিদা মএ শঅডা। তা জাব গচ্ছামি। (ইতি নাট্যেনাধিরুহ্য চালয়িত্বা, স্বগতম্) ভালিকে পবহণে। অধবা চক্কপলিবট্টিআএ পলিশ্শন্তশ্শ ভালিকে পবহণে পডিভাশেদি। ভোদু, গমিশ্শম্। জাধ গোণা! জাধ (অপসারিতা ময়া শকটাঃ। তদ্যাবদ্গচ্ছামি। ভারবৎপ্রবহণম্। অথবা চক্রপরিবর্তনেন পরিশ্রান্তস্য ভারবৎপ্রবহণং প্রতিভাসতে। ভবতু, গমিষ্যামি! যাতং গাবৌ! যাতম্।)

(নেপথ্যে)

অরে রে দোবারিআ! অপ্পমত্তা সএসু সএসু গুম্মট্‌ঠাণেসু হোধ। এসো অজ্জ গোবালদারও গুত্তিঅং ভঞ্জিঅ গুত্তিবালঅং বাবাদিঅ বন্ধণং ভেদিঅ পরিব্ভট্টো

অবক্কমদি, তা গেহ্ণধ গেহ্ণধ। (অরে রে দৌবারিকাঃ! অপ্রমত্তাঃ স্বেষু স্বেষু গুল্মস্থানেষু ভবত। এষোঽদ্য গোপালদারকো গুপ্তিং ভঙ্‌ক্ত্বা গুপ্তিপালকং ব্যাপাদ্য বন্ধনং ভিত্ত্বা পরিভ্রষ্টোঽপক্রামতি, তদ্গৃহ্ণীত গৃহ্ণীত।)

(প্রবিশ্যাপটীপেক্ষেণ সম্ভ্রান্ত একচরণলগ্ননিগড়োঽবগুণ্ঠিত আর্যকঃ পরিক্রামতি।)

চেটঃ—(স্বগতম্) মহন্তে ণঅলীএ শম্ভমে উপ্পণ্ণে। তা তুলিদং তুলিদং গমিশ্শম্। (মহান্নগর্যাং সম্ভ্রম উৎপন্নঃ। তত্ত্বরিতং ত্বরিতং গমিষ্যামি।) (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

আর্যকঃ— হিত্বাহং নরপতিবন্ধনাপদেশব্যাপত্তিব্যসনমহার্ণবং মহান্তম্।
পাদাগ্রস্থিতনিগড়ৈকপাশকর্ষী প্রভ্রষ্টো গজ ইব বন্ধনাদ্ভ্রমামি ॥১॥

ভোঃ, অহং খলু সিদ্ধাদেশজনিতপরিত্রাসেন রাজ্ঞা পালকেন ঘোষাদানীয় বিশসনে গূঢ়াগারে বন্ধনেন বদ্ধঃ। তস্মাচ্চ প্রিয়সুহৃচ্ছর্বিলকপ্রসাদেন বন্ধনাৎ-পরিভ্রষ্টোঽস্মি। (অশ্রূণি বিসৃজ্য)

ভাগ্যানি মে যদি তদা মম কোঽপরাধো যদ্বন্যনাগ ইব সংযমিতোঽস্মি তেন।
দৈবী চ সিদ্ধিরপি লঙ্ঘয়িতুং ন শক্যা, গম্যো নৃপো বলবতা সহ কো বিরোধঃ ॥২॥

তৎকুত্র গচ্ছামি মন্দভাগ্যঃ। (বিলোক্য) ইদং কস্যাপি সাধোরনাবৃতপক্ষদ্বারং গেহম্—

ইদং গৃহং ভিন্নমদত্তদণ্ডো বিশীর্ণসন্ধিশ্চ মহাকপাটঃ।
ধ্রুবং কুটুম্বী ব্যসনাভিভূতাং দশাং প্রপন্নো মম তুল্যভাগ্যঃ ॥৩॥

তদত্র তাবৎ প্রবিশ্য তিষ্ঠামি।

(নেপথ্যে)

জাধ গোণা, জাধ। (যাতং গাবৌ! যাতম্)

আর্যকঃ—(আকর্ণ্য) অয়ে, প্রবহণমিত এবাভিবর্ততে।

ভবেদ্গোষ্ঠীযানং ন চ বিষমশীলৈরধিগতং
বধূসংযানং বা তদভিগমনোপস্থিতমিদম্।
বহির্নেতব্যং বা প্রবরজনযোগ্যং বিধিবশা-
দ্বিবিক্তত্বাচ্ছূন্যং মম খলু ভবেদ্দৈববিহিতম্ ॥৪॥

(ততঃ প্রবহণেন সহ প্রবিশ্য)

বর্ধমানকশ্চেটঃ—হীমাণহে, আনীদে মএ জাণত্থলকে। লদণিএ। ণিবেদেহি অজ্জআএ বশন্তশেণাএ—'অবত্থিদে শজ্জে পবহণে অহিলুহিঅ পুপ্ফকলণ্ডঅং জিণ্ণুজ্জাণং গচ্ছদু অজ্জআ'। (আশ্চর্যম্, আনীতং ময়া যানাস্তরণম্। রদনিকে, নিবেদয়ার্যায়ৈ বসন্তসেনায়ৈ 'অবস্থিতং সজ্জং প্রবহণমধিরুহ্য পুষ্পকরণ্ডকং জীর্ণোদ্যানং গচ্ছত্বার্যা'।)

আর্যকঃ—(আকর্ণ্য) গণিকাপ্রবহণমিদম্। বহির্যানং চ। ভবতু, অধিরোহামি। (ইতি স্বৈরমুপসর্পতি)

চেটঃ—(শ্রুত্বা) কধং ণেউলশদ্দে। তা আঅদা খু অজ্জআ। অজ্জএ! ইমে ণশ্শাকডুআ বইল্লা। তা পিট্‌ঠদো জ্জেব আলুহদু অজ্জআ। (কথং নূপুরশব্দঃ। তদাগতা খল্বার্যা। আর্যে! ইমৌ নাসিকারজ্জুকটুকৌ বলীবর্দৌ। তৎ পৃষ্ঠত এবারোহত্বার্যা।)

(আর্যকস্তথা করোতি)

চেটঃ—পাদুপ্ফালচালিদাণং ণেউলাণং বীশন্তো শদ্দো, ভলক্কন্তে অ পবহণে। তথা তক্কেমি শম্পদং অজ্জআএ আলুঢাএ হোদব্বম্; তা গচ্ছামি। জাধ গোণা। জাধ। পাদোৎফালচালিতানাং নূপুরাণাং বিশ্রান্তঃ শব্দঃ, ভারাক্রান্তং চ প্রবহণম্। তথা তর্কয়ামি সাম্প্রতমার্যয়ারূঢ়য়া ভবিতব্যম্; তদ্গচ্ছামি। যাতং গাবৌ। যাতম্।) (ইতি পরিক্রামতি)

(প্রবিশ্য)

বীরকঃ—অরে রে, অরে জঅ-জঅমাণচন্দণঅ-মঙ্গল-ফুল্লভদ্দপ্পমুহা !

কিং অচ্ছধ বীসদ্ধা জো সো গোবালদারও বদ্ধো।
ভেত্তূণ সমং বচ্চই ণরবইহিঅং অ বন্ধণং চাবি ॥৫॥

অলে পুরাণিমে পদোলীদুআরে চিট্ঠ তুমম্। তুমং পি পচ্ছিমে, তুমং পি দক্খিণে, তুমং পি উত্তরে। জো বি এসো পাআরখণ্ডো, এদং অহিরুহিঅ চন্দণেণ সমং গদুঅ অবলোএমি। এহি চন্দণঅ! এহি, ইদো দাব। (অরে রে, অরে জয়-জয়মান-চন্দনক-মঙ্গল-পুষ্পভদ্রপ্রমুখাঃ !

কিং স্থ বিশ্রব্ধা গচ্ছথ যঃ স গোপালদারকো বদ্ধঃ।
ভিত্ত্বা সমং ব্রজতি নরপতিহৃদয়ং চ বন্ধনং চাপি ॥

অরে, পুরস্তাৎপ্রতোলীদ্বারে তিষ্ঠ ত্বম্, ত্বমপি পশ্চিমে, ত্বমপি দক্ষিণে, ত্বমপ্যুত্তরে। যোহপ্যেষ প্রাকারখণ্ডঃ, এনমধিরুহ্য চন্দনেন সমং গত্বাবলোকয়ামি। এহি চন্দনক! এহি। ইতস্তাবৎ।)

(প্রবিশ্য সম্ভ্রান্তঃ)

চন্দনকঃ—অরে রে বীরঅ বিসল্ল-ভীমঙ্গঅ-দণ্ডকালঅ-দণ্ড-সূরপ্পমুহা !

আঅচ্ছধ বীসত্থা তুরিঅং জত্তেহ লহু করেজ্জাহ।
লচ্ছী জেণ ণ রণ্ণোপহবই গোত্তন্তরং গন্তুম্ ॥৬॥

অবি অ,—

উজ্জাণেসু সহাসু অ মগ্গে ণঅরীঅ আবণে ঘোসে।
তং তং জোহহ তুরিঅং সঙ্কা বা জাঅএ জত্থ ॥৭॥
রে রে বীরঅ! কিং কিং দরিসেসি ভণাহি দাব বীসদ্ধম্।
ভেত্তূণ অ বন্ধণঅং কো সো গোবলেদারঅং হরই ॥৮॥
কস্সট্ঠমো দিণঅরো কস্স চউত্থো অ বট্টএ চন্দো।
ছট্ঠো অ ভগ্গবগহো ভূমিসুত্ত পঞ্চমো কস্স ॥৯॥
ভণ কস্স জম্মছট্ঠো জীবো ণবমো তহে অ সূরসুত্ত।
জীঅন্তে চন্দণএ কো সো গোবালদারঅং হরই ॥১০॥

(অরে রে বীরক-বিশল্য-ভীমাঙ্গদ-দণ্ডকাল-দণ্ডশূর-প্রমুখাঃ,

আগচ্ছথ বিশ্বস্তাস্ত্বরিতং যতধ্বং লঘু কুরুত।
লক্ষ্মীর্যেন ন রাজ্ঞঃ প্রভবতি গোত্রান্তরং গন্তুম্ ॥

অপি চ,—

উদ্যানেষু সভাসু চ মার্গে নগর্যামাপণে ঘোষে।
তং তমন্বেষয়ত ত্বরিতং শঙ্কা বা জায়তে যত্র ॥

রে রে বীরক ! কিং কিং দর্শয়সি ভণসি তবৌৎপ্রব্ধম্ ।
ভিত্ত্বা চ বন্ধনকং কঃ স গোপালদারকং হরতি ॥
কস্যাষ্টমো দিনকরঃ কস্য চতুর্থশ্চ বর্ততে চন্দ্রঃ ।
ষষ্ঠশ্চ ভার্গবগ্রহো ভূমিসুতঃ পঞ্চমঃ কস্য ॥
ভণ কস্য জন্মষষ্ঠো জীবো নবমস্তথৈব সূরসুতঃ ।
জীবতি চন্দনকে কঃ স গোপালদারকং হরতি ॥

বীরকঃ – ভড চন্দণআ !
অবহরই কোবি তুরিঅং চন্দনঅ সবামি তুজ্ঝ হিঅএ ণ।
(ভট চন্দনক !
অপহরতি কোঽপি ত্বরিতং চন্দদক শপে তব হৃদয়েন ।
বথার্ধোদিতদিনকরে গোপালদারকঃ খুটিতঃ ॥)

চেটঃ—জাধ গোণা ! জাধ। (যাতং গাবৌ । যাতম্ ।)

চন্দনকঃ—(দৃষ্টবা) অরে রে, পেক্খ পেক্খ ।
পহারিত্ত পবহণো বচ্চই মজ্ঝেণ রাঅমগ্গস্স ।
এদং দাব বিআরহ কস্স কহিং পরসিত্ত পবহণো ত্তি ॥১২॥
(অরে রে, পশ্য পশ্য
অপবারিতং প্রবহণং ব্রজতি মধ্যেন রাজমার্গস্য ।
এতত্তাবদ্বিচারয় কস্য কুত্র প্রোষিতং প্রবহণমিতি ॥)

বীরকঃ—(অবলোক্য) অরে পবহণবাহআ ! মা দাব এবং পবহণং বাহেহি । কস্সকেরকং এদং পবহণম্ । কো বা ইধ আরূঢো কহিং ববিজ্জই । (অরে প্রবহণবাহক ! মা তাবদেতৎ প্রবহণং বাহয় । কস্যৈতৎ প্রবহণম্ । কো বা ইহারূঢ় কুত্র বা ব্রজতি ।)

চেটঃ—এশে খু পবহণে অজ্জচালুদত্তাহ কেলকে । ইধ অজ্জআ বশন্তশেণা আলূঢ়া পুপ্ফকরণ্ডঅং জিণ্ণুজ্জাণং কীলিদুং চালুদত্তশ্শ ণীঅদি । [এতৎ খলু প্রবহণমার্যচারুদত্তস্য । ইহার্যা বসন্তসেনারূঢ়া পুষ্পকরণ্ডকং জীর্ণোদ্যানং ক্রীড়িতুং চারুদত্তস্য নীয়তে ।)

বীরকঃ—(চন্দনমুপসৃত্য) এসো পবহণবাহও ভণাদি—'অজ্জচালুদত্তস্স পবহণং বসন্তসেনা আলূঢ়া । পুপ্ফকরণ্ডঅং জিণ্ণুজ্জাণং ণীঅদু ত্তি । (এষ প্রবহণ-বাহকো ভণতি—'আর্যচারুদত্তস্য প্রবহণং বসন্তসেনারূঢ়া । পুষ্পকরণ্ডকং জীর্ণোদ্যানং নীয়তে' ইতি ।

চন্দনকঃ—তা গচ্ছদু (তদ্গচ্ছতু ।)

বীরকঃ—অণবলোইদো (অবনলোকিত এব) ।

চন্দকঃ—অধ কিম্ । (অথ কিম্ ।)

বীরকঃ—কস্স পচ্চএণ্ন । (কস্য প্রত্যয়েন ।)

চন্দনকঃ—অজ্জচারুদত্তস্স । (আর্যচারুদত্তস্য ।)

বীরকঃ—কো অজ্জচারুদত্তো, কা বা বসন্তসেণা, জেণ অণবলোইদং বজ্জই । (ক আর্যচারুদত্তঃ, কা বা বসন্তসেনা, যেনানবলোকিতং ব্রজতি ।)

চন্দনকঃ—অরে, অজ্জচারুদত্তং ণ জাণাসি, ণ বা বসন্তসেণিঅম্ । জই অজ্জচারুদত্তং

বসন্তসেণিঅং বা ণ জাণাসি, তা গঅণে জোহ্বাসহিদং চন্দংপি তুমং ণ জাণাসি।

কো তং গুণারবিন্দং সীলমিঅংকং জণো ণ জাণাদি।
আবণ্ণদুক্খমোক্খং চউসাঅরসারঅং রঅণম্‌ ॥১৩॥
দো ৰ্জেব পূঅণীআ ইহ ণঅরীএ তিলঅ ভূদা অ।
অজ্জা বসন্তসেণা ধম্মণিহী চারুদত্তো অ ॥১৪॥

(অরে আর্যচারুদত্তং ন জানাসি, ন বা বসন্তসেনাম্‌। যদ্যার্যচারুদত্তং বসন্তসেনাং বা ন জানাসি, তদা গগনে জ্যোৎস্নাসহিতং চন্দ্রমপি ত্বং ন জানাসি।

কস্তং গুণারবিন্দং শীলমৃগাঙ্কং জনো ন জানাতি।
আপন্নদুঃখমোক্ষং চতুঃ সাগরসারং রত্নম্‌ ॥
দ্বাবেব পূজণীয়াবিহ নগর্যাং তিলকভূতৌ চ।
আর্যা বসন্তসেনা ধর্মনিধিশ্চারুদত্তশ্চ ॥)

বীরকঃ— অরে চন্দণআ!

জাণামি চারুদত্তং বসন্তসেণং অ সুট্ঠু জাণামি।
পত্তে অ রাঅকজ্জে পিদরং পি অহং ণ জাণামি ॥১৫॥

(অরে চন্দনক!

জানামি চারুদত্তং বসন্তসেনাং চ সুষ্ঠু জাণামি।
প্রাপ্তে চ রাজকার্যে পিতরমপ্যহং ন জানামি ॥)

আর্যকঃ—(স্বগতম্‌) অয়ং মে পূর্ববৈরী, অয়ং মে পূর্ববন্ধুঃ ; যতঃ

এককার্য নিয়োগোঽপি নানয়োস্তুল্যশীলতা।
বিবাহে চ চিতায়াং চ যথা হুতভুজোর্দ্বয়োঃ ॥১৬॥

চন্দনকঃ—তুমং তন্তিলো সেণাবঈ রণ্ণো পচ্চইদো। এদে ধারিদা মএ বইল্লা। অবলোএহি। (ত্বং তন্তিল্লঃ সেনাপতী রাজ্ঞঃ প্রত্যয়িতঃ। এতৌ ধারিতো বলীবর্দৌ। অবলোকয়।

বীরকঃ— তুমং পি রণ্ণো পচ্চইদো বলবঈ। তা তুমং ৰ্জেব অবলোএহি। (ত্বমপি রাজ্ঞঃ প্রত্যয়িতো বলপতিঃ। তস্মাত্ত্বমেবাবলোকয়।)

চন্দনকঃ— মএ অবলোইদং তুএ অবলোইদং ভোদি। (ময়াবলোকিতং ত্বয়াবলোকিতং ভবতি।)

বীরকঃ— জং তুএ অবলোইদং তং রণ্ণা পালএণ অবলোইদম্‌। (যত্ত্বয়ালোকিতং তদ্রাজ্ঞা পালকেনাবলোকিতম্‌)

চন্দনকঃ—অরে, উণ্ণামেহি ধুরম্‌। (অরে, উন্নাময় ধুরম্‌।)

(চেটস্তথা করোতি)

আর্যকঃ—(স্বগতম্‌) অপি রক্ষিণো মামবলোকয়ন্তি। অশস্ত্রশ্চাস্মি মন্দভাগ্য। অথবা—

ভীমস্যানুকরিষ্যামি বাহুঃ শস্ত্রং ভবিষ্যতি।
বরং ব্যায়চ্ছতো মৃত্যুর্ন গৃহীতস্য বন্ধনে ॥১৭॥

অথবা সাহসস্য তাবদনবসরঃ।

(চন্দনকো নাট্যেন প্রবহণমারুহ্যাবলোকয়তি)

আর্যকঃ—শরণাগতোঽস্মি।

চন্দনকঃ—(সংস্কৃতমাশ্রিত্য) অভয়ং শরণাগতস্য।

আর্যকঃ— ত্যজতি কিল তং জয়শ্রীর্জহাতি চ মিত্রাণি বন্ধুবর্গশ্চ।
ভবতি চ সদোপহাস্যো যঃ খলু শরণাগতং ত্যজতি ॥১৮॥

চন্দনকঃ—কধং অজ্জও গোবালদারও সেণবিত্তাসিদো বিঅ পত্তরহো সাউণিঅস্স হথে ণিবজিদা। (বিচিন্ত্য) এসো অণবরাধো সরণাঅদো অজ্জচারুদত্তস্স পবহণং আরূঢো, পাণপ্পদস্স মে অজ্জসবিলঅস্স মিত্তম্। অণ্ণদো রাআণিত্তও। তা কিং দাণিং এথ জুত্তং অণুচিট্ঠিদুম্। অথবা জং ভোদু তং ভোদু, পঢমং জ্জেব অভঅং দিণ্ণম্।

ভীদাভঅপ্পদাণং দত্তস্স পরোবআররসিঅস্স।
জই হোই হোউ ণাসো তহবি হু লোএ গুণো জ্জেব ॥১৯॥

(সভয়মবতীর্য) দিট্টো অজ্জো—(ইত্যর্ধোক্তে) ণ, অজ্জআ বসন্তসেণা। তদো এসা ভণাদি—'জুত্তং ণেদং, সরিসং ণেদং, জং অহং অজ্জচারুদত্তঃ অহিসারিদু গচ্ছন্তী রাঅমগ্গে পরিভুদা'। (কথমার্যকো গোপালদারকঃ শ্যেনবিত্রাসিত ইব পত্ররথঃ শাকুনিকস্য হস্তে নিপতিতঃ। এষোঽনপরাধঃ শরণাগত [illegible] প্রবহণমারূঢঃ, প্রাণপদস্য মে আর্যশর্বিলকস্য মিত্রম্। অন্যতো রাজনিয়োগঃ। তৎ কিমিদানীমত্র যুক্তমনুষ্ঠাতুম্। অথবা যদ্ভবতু তদ্ভবতু, প্রথমমেবাভয়ং দত্তম্।

ভীতা ভয়প্রদানং দদতঃ পরোপকাররসিকস্য।
যদি ভবতি ভবতু নাশস্তথাপি খলু লোকে গুণ এব ॥

দৃষ্ট আর্যঃ—। ন, আর্যা বসন্তসেনা। তদেষা ভণতি,—'যুক্তং নেদম্, সদৃশং নেদম্, যদহমার্য—চারুদত্তমভিসর্তুং গচ্ছন্তী রাজমার্গে পরিভুতা।')

বীরকঃ—চন্দণআ ! এথ মহ সংসও সংসও সমুপ্পণ্ণো। (চন্দনক। অত্র মে সংশয়ঃ সমুৎপন্নঃ।)

চন্দনকঃ—কধং দে সংসও। (কথং তে সংশয়ঃ।)

বীরকঃ— সম্ভমঘগ্ঘরকণ্ঠো তুমং পি জাদো সি জং তুএ ভণিদম্।
দিট্ঠো মএ খু অজ্জো পুণো বি অজ্জা বসন্তসেণেত্তি ॥২০॥

এথ মে অপ্পচ্চও।
(সম্ভ্রমঘর্ঘরকণ্ঠস্ত্বমপি জাতোঽসি যত্ত্বয়া ভণিতম্।
দৃষ্টো ময়া খল্বার্যঃ পুনরপ্যার্যা বসন্তসেনেতি ॥
অত্র মেঽপ্রত্যয়ঃ।)

চন্দনকঃ—অরে, কো অপ্পচ্চও তুহ। বঅং দক্খিণত্তা অবত্তভাসিণো। খস-খত্তি-খডো-খডট্টোবিসঅ-কণ্ণাট-কণ্ণ-প্পাবরণঅ-দাবিড-চোল-চীণ-বর্বর-খের-খান-মুখ মধু-ঘাদপহুদাণং মিলিচ্ছজাদীণং অণেঅদেসভাসাভিণ্ণা জহেট্ঠং মন্তআম, দ্বিট্ঠো দিট্ঠ বা অজ্জো অজ্জআ বা। (অরে, কোঽপ্রত্যয়স্তব। বয়ং দাক্ষিণাত্যা অব্যক্তভাষিণঃ। খষ-খত্তিকড-কড়ট্ঠোবিল-কর্ণাট-কর্ণপ্রাবরণ-দ্রাবিড়-চোল-চীন-বর্বর-খের-খান-মুখ-মধুঘাত-প্রভৃতীনাং ম্লেচ্ছজাতীনামনেকদেশভাষাভিজ্ঞা যথেষ্টং মন্ত্রয়ামঃ, দৃষ্টো দৃষ্টা বা, আর্য আর্যা বা।)

বীরকঃ—ণং অহং পি পলোএমি। রাঅআণ্ণা এসা। অহং রণ্ণো পচ্চইদো। (নন্বহমপি

প্রলোকয়ামি। রাজাজ্ঞেষা। অহং রাজ্ঞঃ প্রত্যায়িতঃ।)

চন্দনকঃ— তা কিং অহং অপ্পচ্চইদো সম্বুত্তো। (তৎ কিমহমপ্রত্যয়িতঃ সংবৃত্তঃ।)

বীরকঃ—ণং সামিণিওও। (ননু স্বামিনিয়োগঃ।)

চন্দনকঃ—(স্বগতম্) অজ্জগোবালদারও অজ্জচারুদত্তস্স পবহণং অহিরুহিঅ অবক্কমদি ত্তি জই মহিজ্জদি, তদো অজ্জচারুদত্তো রণ্ণা সাসিজ্জই। তা কো এত্থ উবাও। (বিচিন্ত্য) কণ্ণাটকলহপ্পওঅং করেমি। (প্রকাশম্) অরে বীরঅ! মএ চন্দণকেণ পলোইদং পুণো কি তুমং পলোএসি। কো তুমম্। (আর্যগোপালদারক আর্যচারুদত্তস্য প্রবহণমধিরুহ্যাপক্রামতীতি যদি কথ্যতে তদার্যচারুদত্তো রাজ্ঞা শাস্যতে। তৎ কোঽত্রোপায়ঃ। কর্ণাটকলহপ্রয়োগং করোমি। অরে বীরক! ময়া চন্দনকেন প্রলোকিতং ত্বং প্রলোকয়সি। কস্ত্বম্।)

বীরকঃ—অরে, তুমং পি কো। (অরে, ত্বমপি কঃ।)

চন্দনকঃ—পূইজ্জন্তো মাণিজ্জন্তো তুমং অপ্পণো জাদিং ণ সুমরেসি। (পূজ্যমানো মান্যমানস্ত্বমাত্মনো জাতিং ন স্মরসি।)

বীরকঃ—(সক্রোধম্) অরে, কা মহ জাদী। অরে, কা মম জাতিঃ।)

চন্দনকঃ—কো ভণউ। (কো ভণতু।)

বীরকঃ—ভণউ। (ভণতু।)

চন্দনকঃ—অহবা ণ ভণামি,—

জাণন্তো বি হু জাদিং তুজ্ঝঅ ণ ভণামি সীলবিভবেণ।
চিট্‌ঠ মহচ্চিঅ মণে কিং চ কইত্থেণ ভগ্গেণ ॥২১॥

(অথবা ন ভণামি,—

জানন্নপি খলু জাতিং তব চ ন ভণামি শীলবিভবেন।
তিষ্ঠতু মমৈব মনসি কিং চ কপিত্থেন ভগ্নেন ॥)

বীরকঃ—ণং ভণউ, ভণউ। (ননু ভণতু, ভণতু।)

(চন্দনকঃ সংজ্ঞাং দদাতি)

বীরকঃ—অরে কিং ণেদম্। (অরে, কিং ন্বিদম্।)

চন্দনকঃ— সিণ্ণসিলাঅলহত্থো পুরিসাণং কুচ্চগণ্ঠিসণ্ঠবণো।
কত্তরিবাবুদহত্থো তুমং পি সেণাবঈ জাদো ॥২২॥
(শীর্ণশিলাতলহস্তঃ পুরুষাণাং কূর্চগ্রন্থিসংস্থাপনঃ।
কর্তরীব্যাপৃতহস্তস্ত্বমপি সেনাপতির্জাতঃ॥)

বীরকঃ—অরে চন্দণআ! তুমং পি মাণিজ্জন্তো অপ্পণো কেরিকং জাদিং ণ সুমরেসি। (অরে চন্দনক! ত্বমপি মান্যমান আত্মনো জাতিং ন স্মরসি।)

চন্দনকঃ—অরে, কা মহ চন্দণঅস্স চন্দবিসুদ্ধস্স জাদী। (অরে, কা মম চন্দনকস্য চন্দ্রবিশুদ্ধস্য জাতিঃ।)

বীরকঃ—কো ভণউ। (কো ভণতু।)

চন্দনকঃ—ভণউ, ভণউ। (ভণতু, ভণতু।)

(বীরকো নাট্যেন সংজ্ঞাং দদাতি)

চন্দনকঃ—অরে, কিং নেদম্। (অরে কিং ন্বিদম্।)

বীরকঃ—অরে, সুণাহি সুণাহি,—

জাদী তুজ্ঝ বিসুদ্ধা মাদা ভেরী পিদা বি দে পডহো।
দুম্মুহ ! করডঅভাদা তুমং পি সেণাবঈ জাদো ॥২৩॥

(অরে, শৃণু শৃণু,—
জাতিস্তব বিশুদ্ধ মাতা ভেরী পিতাপি তে পটহঃ।
দুর্মুখ ! করটকভ্রাতা ত্বমপি সেনাপতির্জাতঃ ॥)

চন্দনকঃ—(সক্রোধম্) অহং চন্দণস্ত চম্মারস্ত তা পলোএহি পবহণম্। (অহং চন্দনকশ্চর্মকারঃ, তৎ প্রলোকয় প্রবহণম্।)

বীরকঃ—অরে, পবহণবাহআ। পডিবত্তাবেহি পবহণম্। পলোইস্সম্। (অরে, প্রবহণবাহক ! পরিবর্তয় প্রবহণম্, প্রলোকয়িষ্যামি।)
(চেটস্তথা করোতি, বীরকঃ প্রবহণমারোঢ়ুমিচ্ছতি, চন্দনকঃ সহসা কেশেষু গৃহীত্বা পাতয়তি, পাদেন তাড়য়তি চ)

বীরকঃ—(সক্রোধমুত্থায়) অরে, অহং তুএ বীসথো রাআণ্ণতিং করেন্তো সহসা কেসেসু গেহ্নিঅ পাদেন তাড়িদো। তা সুণু রে, অহিঅরণমজ্ঝে জই দে চউরঙ্গং ণ কপ্পাবেমি, তদো ণ হোমি বীরও। [অরে, অহং ত্বয়া বিশ্বস্তো রাজাজ্ঞপ্তিং কুর্বন্ সহসা কেশেষু গৃহীত্বা পাদেন তাড়িতঃ। তচ্ছৃণু রে, অধিকরণমধ্যে যদি তে চতুরঙ্গং ন কল্পয়ামি, তদা ন ভবামি বীরকঃ।]

চন্দনকঃ—অরে ! রাঅউলং অহিঅরণং বা বচ্চ। কিং তুএ সুণঅসরিসেণ। [অরে ! রাজকুলমধিকরণং বা ব্রজ ॥ কিং ত্বয়া শুনকসদৃশেন।]

বীরকঃ—তথা। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

চন্দনকঃ—(দিশোঽবলোক্য) গচ্ছ রে পবহণবহিআ ! গচ্ছ। জই কো বি পুচ্ছেদি তদো ভণেসি—'চন্দণঅবীরএহিং অবলোইদং পবহণং বচ্চই। অজ্জে বসন্তসেণে ! ইমং চ অহিণ্ণাণং দে দেমি ॥ [গচ্ছ রে প্রবহণবাহক। গচ্ছ। যদি কোঽপি পৃচ্ছতি তদা ভণ—'চন্দনকবীরকাভ্যামবলোকিতং প্রবহণং ব্রজতি'। আর্যে বসন্তসেনে ! ইদং চাভিজ্ঞানং তে দদামি।] (ইতি খড়্গং প্রযচ্ছতি)

আর্যকঃ—(খড়্গং গৃহীত্বা, সহর্ষমাত্মগতম্)
অয়ে শস্ত্রং ময়া প্রাপ্তং স্পন্দনে দক্ষিণো ভুজঃ ॥
অনুকূলংচ সকলং হন্ত সংরক্ষিতো হ্যহম্ ॥২৪॥

চন্দনকঃ—অজ্জএ !
এত্থ মএ বিণ্ণবিদা পচ্চইদা চন্দণং পি সুমরেসি।
ণ ভণামি এস লুদ্ধো ণেহস্স রসেণ বোল্লামো ॥২৪॥
[আর্যে।
অত্র ময়া বিজ্ঞপ্ত প্রত্যয়িতা চন্দনমপি স্মরসি।
ন ভণাম্যেষ লুব্ধঃ স্নেহস্য রসেন ব্রূমঃ ॥

আর্যকঃ—চন্দনশ্চন্দ্রশীলাঢ্যো দৈবাদদ্য সুহৃন্মম।
চন্দনং ভোঃ স্মরিষ্যামি সিদ্ধাদেশতথা যদি ॥২৬॥

চন্দনকঃ—অভঅং তুহ দেউ হরো বিহ্নু বহ্মা রবী অ চন্দো অ।
হন্তূণ সত্তুবকখং সুম্ভণিসুম্ভে জধা দেবী ॥২৭॥

[অভয়ং তব দদাতু হরো বিষ্ণুর্ব্রহ্মা রবিশ্চ চন্দ্রশ্চ। হত্বা শত্রুপক্ষং শুম্ভনিশুম্ভৌ যথা দেবী ॥]

(চেটঃ প্রবহণেন নিষ্ক্রান্তঃ)

চন্দনকঃ—(নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) অরে! ণিক্কমন্তস্স মে পিঅবঅস্সো সব্বিলও পিট্ঠদো জ্জেব অণুলগ্গো গদো। ভোদু, পধাণদণ্ডধারও বীরও রাঅপচ্চঅআরো বিরোহিদো। তা জাব অহং পি পুত্তভাদুপডিবুদো এদং জ্জেব অণুগচ্ছামি। [অরে। নিষ্ক্রমতো মম প্রিয়বয়স্যঃ শর্বিলকঃ পৃষ্ঠত এবানুলগ্নো গতঃ। ভবতু, প্রধানদণ্ডধারকো বীরকো রাজপ্রত্যয়কারো বিরোধিতঃ। তদ্যাবদহমপি পুত্রভ্রাতৃপরিবৃত এতমেবানুগচ্ছামি।] (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

(ইতি প্রবহণবিপর্যয়ো নাম ষষ্ঠোঽঙ্কঃ।)

× × × × × × × × × × × × দ সপ্তমোঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি চারুদত্তো বিদূষকশ্চ)

বিদূষকঃ—ভো! পেক্খ পেক্খ পুপ্ফকরণ্ড অজিণ্ণুজ্জাণস্স সস্সিরীঅদাম্। [ভোঃ! পশ্য পশ্য পুষ্পকরণ্ডকজীর্ণোদ্যানস্য সশ্রীকতাম্।]

চারুদত্তঃ—বয়স্য! এবমেতৎ ; তথা হি

বণিজ ইব ভান্তি তরবঃ পণ্যানীব স্থিতানি কুসুমানি।
শুল্কমিব সাধয়ন্তো মধুকরপুরুষাঃ প্রবিকরন্তি ॥১॥

বিদূষকঃ—ভো! ইমং অসক্কাররমনীঅং সিলাঅলং উববিসদু ভবং। [ভোঃ! ইদমসংস্কাররমণীয়ং শিলাতলমুপবিশতু ভবান্।]

চারুদত্তঃ—(উপবিশ্য) বয়স্য! চিরয়তি বর্ধমানকঃ।

বিদূষকঃ—ভণিদো মএ বড্ঢমানও—'বসন্তসেণিঅং গেহ্নিঅ লহুং লহুং আঅচ্ছ' ত্তি। [ভণিতো ময়া বর্ধমানকঃ—'বসন্তসেনাং গৃহীত্বা লঘু লঘ্বাগচ্ছ' ইতি]

চারুদত্তঃ—তৎ কিং চিরয়তি।

কিং যাত্যস্য পুরঃ শনৈঃ প্রবহণং তস্যান্তরং মার্গতে
ভগ্নেঽক্ষে পরিবর্তনং প্রকুরুতে ছিন্নোঽথ বা প্রগ্রহঃ।
কর্মান্তোজ্ঝিতদারুবারিতগতির্মার্গান্তরং যাচতে
স্বৈরং প্রেরিতগোযুগঃ কিমথবা স্বচ্ছন্দমাগচ্ছতি ॥২॥

(প্রবিশ্য, গুপ্তার্যকপ্রবহণস্থঃ)

চেটঃ—জাধ গোণা! জাধ। [যাতং গাবৌ। যাতম্।]

আর্যকঃ—(স্বগতম্)

নরপতিপুরুষাণাং দর্শনাদ্ভীতভীতঃ সনিগড়চরণত্বাৎসাবশেষাপসারঃ।
অবিদিতমধিরূঢো যামি সাধোস্তু যানে পরভৃত ইব নীড়ে রক্ষিতো বায়সীভিঃ ॥৩॥

অহো, নগরাৎসুদূরমপক্রান্তোঽস্মি ; তৎ কিমস্মাৎ প্রবহণাদবতীর্য বৃক্ষবাটিকাগহনং প্রবিশামি। উতাহো প্রবহণস্বামিনং পশ্যামি। অথ বা কৃতং বৃক্ষবাটিকা-

গহনেন। অভ্যুপপন্নবৎসলঃ খলু তত্রভবানার্যচারুদত্তঃ শ্রূয়তে ; তৎ প্রত্যক্ষীকৃত্বা গচ্ছামি।

স তাবদস্মাদ্ব্যসনার্ণবোত্থিতং নিরীক্ষ্য সাধুঃ সমুপৈতি নিবৃতিম্।
শরীরমেতদ্গতমীদৃশীং দশাং ধৃতং ময়া তস্য মহাত্মনো গুণৈঃ ॥৪॥

চেটঃ—ইমং তং উজ্জাণাং, জাব উবশপ্পামি। (উপসৃত্য) অজ্জমিত্তেঅ! [ইদং তদুদ্যানম্, যাবদুপসর্পামি। আর্যমৈত্রেয়!]

বিদূষকঃ—ভো! পিঅং দে ণিবেদেমি। বড্ঢমাণও মন্তেদি। আগদাএ বসন্তসেনাএ হোদব্বম্। [ভোঃ! প্রিয়ং তে নিবেদয়ামি। বর্ধমানকো মন্ত্রয়তি। আগতয়া বসন্তসেনয়া ভবিতব্যম্।]

চারুদত্তঃ—প্রিয়ং ন প্রিয়ম্।

বিদূষকঃ—দাসীএ পুত্তা! কিং চিরইদো সি। [দাস্যাঃপুত্র! কিং চিরায়িতোঽসি।]

চেটঃ—অজ্জমিত্তেঅ! মা কুপ্প ; জাণত্থলকে বিশুমলিদে ত্তি কদুঅ গদাগদং কলেন্তে চিলইদেম্হি। [আর্যমৈত্রেয়! মা কুপ্য ; যানাস্তরণং বিস্মৃতমিতি কৃত্বা গতাগতং কুর্বংশ্চিরায়িতোঽস্মি।]

চারুদত্ত—বর্ধমানক! পরিবর্তয় প্রবহণম্। সখে মৈত্রেয়, অবতারয় বসন্তসেনাম্।

বিদূষকঃ—কিং ণিঅডেণ বন্ধা সে বড্ঢা, জেন সঅং ণ ওদরেদি। (উত্থায়, প্রবহণমুদ্ঘাট্য) ভো. ণ বসন্তসেনা' বসন্তসেণো খু এসো। [কিং নিগড়েন বন্ধাবস্থাঃ পাদৌ, যেন স্বয়ং নাবতরতি। ভোঃ! ন বসন্তসেনা, বসন্তসেনঃ খল্বেষঃ।]

চারুদত্তঃ—বয়স্য! অলং পরিহাসেন। ন কালমপেক্ষতে স্নেহঃ। অথ বা স্বয়মেবাবতারয়ামি। (ইত্যুত্তিষ্ঠতি)

আর্যকঃ—(দৃষ্টবা) অয়ে অহমেব প্রবহণস্বামী। ন কেবলং শ্রুতিরমণীয়ো দৃষ্টিরমণীয়োঽপি। হন্ত, রক্ষিতোঽস্মি।

চারুদত্তঃ—(প্রবহণমধিরুহ্য, দৃষ্টবা চ) অয়ে, তৎ কোঽয়ম্।

করিকরসমবাহুঃ সিংহপীনোন্নতাংসঃ পৃথুতরসমবক্ষাস্তাম্রলোলায়তাক্ষঃ।
কথমিদমসমানং প্রাপ্ত এবংবিধো যো বহতি নিগড়মেকং পাদলগ্নং মহাত্মা ॥৫॥

ততঃ কো ভবান্।

আর্যকঃ—শরণাগতো গোপালপ্রকৃতিরার্যকোঽস্মি।

চারুদত্তঃ—কিং ঘোষাদানীয় যোঽসৌ রাজা পালকেন বন্ধঃ।

আর্যকঃ—অথ কিম্।

চারুদত্তঃ— বিধিনৈবোপনীতস্ত্বং চক্ষুর্বিষয়মাগতঃ।
অপি প্রাণানহং জহ্যাং ন তু ত্বাং শরণাগতম্ ॥৬॥

(আর্যকো হর্ষং নাটয়তি)

চারুদত্তঃ—বর্ধমানক! চরণান্নিগড়মপনয়।

চেটঃ—জং অজ্জো আণবেদি। (তথা কৃত্বা) অজ্জ! অবণীদাইং নিগলাইম্। [যদার্য আজ্ঞাপয়তি। আর্য! অপনীতানি নিগড়ানি।]

আর্যকঃ—স্নেহময়ান্যন্যানি দৃঢ়তরাণি দত্তানি।

বিদূষকঃ—সঙ্গচ্ছেহি ণিঅডাইম্! এসো বি মুক্কো। সম্পদং অম্হে বচ্চিস্সামো।

[সংগচ্ছন্ব নিগড়ানি। এষোঽপি মুক্তঃ। সাম্প্রতং বয়ং ব্রজিষ্যামঃ।]
চারুদত্তঃ—ধিক্, শান্তম্।
আর্যকঃ—সখে চারুদত্ত! অহমপি প্রণয়েনেদং প্রবহণমারূঢ়ঃ; তৎক্ষন্তব্যম্।
চারুদত্তঃ—অলংকৃতোঽস্মি স্বয়ংগ্রাহপ্রণয়েন ভবতা।
আর্যকঃ—অভ্যনুজ্ঞাতো ভবতা গন্তুমিচ্ছামি।
চারুদত্তঃ—গম্যতাম্।
আর্যকঃ—ভবতু, অবতরামি।
চারুদত্তঃ—সখে! নাবতরিতব্যম্। প্রত্যগ্রাপনীতসংযমনস্য ভবতোঽলঘুসঞ্চারা গতিঃ। সুলভপুরুষসঞ্চারেঽস্মিন্প্রদেশে প্রবহণং বিশ্বাসমুৎপাদয়তি, তৎপ্রবহণেনৈব গম্যতাম্।
আর্যকঃ—যথাহ ভবান্।
চারুদত্তঃ—ক্ষেমেণ ব্রজ বান্ধবান্
আর্যকঃ—ননু ময়া লব্ধো ভবান্ বান্ধবঃ
চারুদত্তঃ—স্মর্তব্যোঽস্মি কথান্তরেষু ভবতা
আর্যকঃ - স্বাত্মাপি বিস্মর্যতে।
চারুদত্তঃ—ত্বাং রক্ষন্তু পথি প্রয়ান্তমমরাঃ
আর্যকঃ—সংরক্ষিতোঽহং ত্বয়া
চারুদত্তঃ—স্বৈর্ভাগ্যৈঃ পরিরক্ষিতোঽসি
আর্যকঃ—ননু হে তত্রাপি হেতুর্ভবান্ ॥৭॥
চারুদত্তঃ—যদুদ্যতে পালকে মহতী রক্ষা ন বর্ততে, তচ্ছীঘ্রমপক্রমাতু ভবান্।
আর্যকঃ—এবম্, পুনর্দর্শনায়। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)
চারুদত্তঃ - কৃত্বৈবং মনুজপতের্মহদ্ব্যলীকং স্থাতুং হি ক্ষণমপি ন প্রশস্তমস্মিন্।
মৈত্রেয়! ক্ষিপ নিগড়ং পুরাণকূপে পশ্যেয়ুঃ ক্ষিতিপতয়ো হি চারদৃষ্ট্যা ॥৮॥
(বামাক্ষিস্পন্দনং সূচয়িত্বা) সখে মৈত্রেয়! বসন্তসেনাদর্শনোৎসুকোঽয়ং জনঃ। পশ্য—

অপশ্যতোঽদ্য তাং কান্তাং বামং স্ফুরতি লোচনম্।
অকারণপরিত্রস্তং হৃদয়ং ব্যথতে মম ॥৯॥

তদেহি, গচ্ছাবঃ। (পরিক্রম্য) কথমভিমুখমনাভ্যুদয়িকং শ্রমণকদর্শনম্। (বিচার্য) প্রবিশত্বয়মনেন পথা। বয়মপ্যনেনৈব পথা গচ্ছামঃ।

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইত্যার্যকাপবাহনং নাম সপ্তমোঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × অষ্টমোঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশত্যার্দ্রচীবরহস্তো ভিক্ষুঃ)

ভিক্ষুঃ—অজ্জা! কলেধ ধম্মশঞ্চঅম,—

শঞ্জম্মধ ণিঅপোটং ণিচ্চং জগ্গেধ ঝাণপডহেণ।
বিশমা ইন্দিঅচোলা হলন্তি চিলশঞ্চিদং ধম্মম্ ॥১॥

অবি অ, অণিচ্চদাএ পেক্খিঅ ণবলং দাব ধম্মাণং শলণম্হি।
পঞ্চজণ জেণ মালিদা ইত্থিঅ মালিঅ গাম লক্খিদে।
অবলে ক চণ্ডাল মালিদে অবসং বি শে ণল শগ্গ গাহদি ॥২॥
শিল মুণ্ডিদে তুণ্ড মুণ্ডিদে চিত্ত ণ মুণ্ডিদ কীশ মুণ্ডিদে।
জাহ উণ অ চিত্ত মুণ্ডিদে শাহু শুট্ঠু শিল তাং মুণ্ডিদে ॥৩॥

গিহিদকশাওদএ এশে চীবলে, জাব এদং লাট্ঠিঅশালকাহ্কেলকে উজ্জাণে পবিশিঅ পোক্খলিণীএ পক্খালিঅং লহুং লহুং অবক্কমিশ্শং—

[অজ্ঞাঃ। কুরুত ধর্মসঞ্চয়ম,—
সংযচ্ছত নিজোদরং নিত্যং ভাগৃত ধ্যানপটহেন।
বিষমা ইন্দ্রিয়চৌরা হরন্তি চিরসঞ্চিতং ধর্মম্ ॥৪॥

অপি চ,—অনিত্যতয়া প্রেক্ষ্য কেবলং তাবদ্ধর্মাণাং শরণমস্মি।
পঞ্চজনা যেন মারিতা অবিদ্যাং মারয়িত্বা গ্রামো রক্ষিতঃ।
অবলঃ ক চণ্ডালো মারিতোঽবশ্যমপি স নরঃ স্বর্গং গাহতে ॥
শিরো মুণ্ডিতং তুণ্ডং মুণ্ডিতং চিত্তং ন মুণ্ডিতং কিমর্থং মুণ্ডিতম্।
যস্য পুনশ্চ চিত্তং মুণ্ডিতং সাধু সুষ্ঠু শিরস্তস্য মুণ্ডিতম্ ॥৫॥

গৃহীতকষায়োদকমেতচ্চীবরম্, যবেদেতদ্রাষ্ট্রিয়শ্যালকস্যোদ্যানে প্রবিশ্য পুষ্করিণ্যাং প্রক্ষাল্য লঘু লঘ্বপক্রমিষ্যামি]। (পরিক্রম্য, তথা করোতি)

(নেপথ্যে)

শকারঃ—চিষ্ঠ লে দুষ্টশমণকা! চিষ্ঠ। [তিষ্ঠ রে দুষ্ট শ্রমণক! তিষ্ঠ]

ভিক্ষুঃ—(দৃষ্ট্বা সভয়ম্) হী অবিদ, মাণহে এশে শে লাঅশালশণ্ঠাণে আঅদে। এক্কেণ ভিক্খুণা অবলাহে কিদে, অণ্ণং পি জহিং জহিং ভিক্খুং পেক্খদি, তহিং তহিং গোণং শ্ব ণাশং বিণ্ধিঅ ওবাহেদি; তা কহিং অশলণে শলণং গমিশ্শম্। অথবা ভট্টালকে জ্জেব বুদ্ধে মে শলণে। [আশ্চর্যম্, এষ স রাজশ্যালসংস্থানক আগতঃ, একেন ভিক্ষুণাপরাধে কৃতেঽন্যমপি যত্র যত্র ভিক্ষুং পশ্যতি, তত্র তত্র গামিব নাসাং বিদ্ধ্বাপবাহয়তি; তৎকুত্রাশরণঃ শরণং গমিষ্যামি। অথবা ভট্টারক এব বুদ্ধো মে শরণম্]

(প্রবিশ্য, সখড়্গেন বিটেন সহ)

শকারঃ—চিষ্ঠ লে দুষ্টশমণকা! চিষ্ঠ; আবাণঅমঞ্ঝপবিষ্টশ্শ বিঅ লক্তমূলঅশ্শ শীশং দে মোডইশ্শম্। (ইতি তাড়য়তি) [তিষ্ঠ রে দুষ্টশ্রমণক! তিষ্ঠ; আপানকমধ্যপ্রবিষ্টস্যেব রক্তমূলকস্য শীর্ষং তে ভঙ্ক্ষ্যামি]

বিটঃ—কাণেলীমাতঃ! ন যুক্তং নির্বেদধৃতকষায়ং ভিক্ষুং তাড়য়িতুম্। তৎ কিমনেন। ইদং তাবৎ সুখোপগম্যমুদ্যানং পশ্যতু ভবান্ ॥
অশরণশরণপ্রমোদভূতৈর্বনতরুভিঃ ক্রিয়মাণচারুকর্ম।
হৃদয়মিব দুরাত্মনামগুপ্তং নবমিব রাজ্যমনির্জিতোপভোগ্যম্ ॥৬॥

ভিক্ষুঃ—শাঅদং; পশীদদু উবাশকে। [স্বাগতম্; প্রসীদতুপাসকঃ]

শকারঃ—ভাবে! পেক্খ পেক্খ, আক্কোশদি মম্। [ভাব! পশ্য পশ্য, আক্রোশতি মাম্]

বিটঃ—কিং ব্রবীতি।

শকারঃ—উবাশকে ত্তি মং ভণাদি, কিং হগ্গে ণাবিদে। [উপাসক ইতি মাং ভণতি, কিমহং নাপিতঃ]

বিটঃ—বুদ্ধোপাসক ইতি ভবন্তং স্তৌতি।

শকারঃ—থুণু শমণকা ! থুণু। [স্তুনু শ্রমণক ! স্তুনু]

ভিক্ষুঃ—তুমং ধণ্ণে, তুমং পুণ্ণে। [ত্বং ধন্যঃ, ত্বং পুণ্যঃ]

শকারঃ—ভাবে ! ধণ্ণে পুণ্ণে ত্তি মং ভণাদি॥ কিং হগ্গে শলাবকে কোশ্টকে কোম্ভকালে বা। [ভাব ! ধন্যঃ পুণ্য ইতি মাং ভণতি। কিমহং শলাবকঃ (চার্বাকঃ) কোষ্টকং কুম্ভকারো বা]

বিটঃ—কাণেলীমাতঃ ! ননু 'ধন্যস্ত্বম্', 'পুণ্যস্তম্' ইতি ভবন্তং স্তৌতি।

শকারঃ—ভাবে ! তা কীশ এশে ইধ আগদে। [ভাব ! তৎকিমর্থমেষ ইহাগতঃ]

ভিক্ষুঃ—ইদং চীবলং পক্খালিদুম্। [ইদং চীরবং প্রক্ষালয়িতুম্]

শকারঃ—অলে দুশ্টশমণকা ! এশে মম বহিণীবদিণা শব্বুজ্জাণাণং পবলে পুপ্ফকলণ্ডুজ্জাণে দিণ্ণে, জহিং দার শুণহকা শিআলা দাণিঅং পিঅন্তি। হগ্গে বি পবলপুলিশে মণুশকে ণ হ্লাআমি ; তহিং তুমং পুক্খলিণীএ পুলাণকুলুত্থজুশশবণ্ণাইং উশ্শগন্দিআইং চীবলাইং পক্খালেশি। তা তুমং এক্কপহালিঅং কলেমি। [অরে দুষ্টশ্রমণক! এতস্মম ভাগিণীপতিনা সর্বোদ্যানানাং প্রবরং পুষ্পকরোণ্ডোদ্যানং দত্তম্, যত্র তাবচ্ছুনকাঃ শৃগালাঃ পানীয়ং পিবন্তি। অহমপি প্রবরপুরুষো মনুষ্যকো ন স্নামি ; তত্র ত্বং পুষ্করিণ্যাং পুরাণকুলিত্থযূষসবর্ণান্যুগ্রগন্ধীনি চীবরাণি প্রক্ষালয়সি। তত্ত্বামেকপ্রহারিকং করোমি]

বিটঃ—কাণেলীমাতঃ ! তথা তর্কয়ামি যথানেনা—চিরপ্রব্রজিতেন ভবিতব্যম্।

শকারঃ—কধং ভাবে জাণদি। [কথং ভাবো জানাতি]

বিটঃ—কিমত্র জ্ঞেয়ম্। পশ্য

অদ্যাপ্যস্য তথৈব কেশবিরহাদ্গৌরী ললাটচ্ছবিঃ
কালস্যাল্পতয়া চ চীবরকৃতঃস্কন্ধে ন জাতঃ কিণঃ।
নাভ্যস্তা চ কষায়বস্ত্ররচনা দূরং নিগূঢ়ান্তরং
বস্ত্রান্তং চ পটোচ্ছ্রায়াৎপ্রশিথিলং স্কন্ধে ন সংতিষ্ঠতে ॥৭॥

ভিক্ষুঃ—উবাশকে ! এব্বম্। অচিলপব্বজিদে হগ্গে [উপাসক ! এবম্। অচিরপ্রব্রজিতোঽহম্]

শকারঃ—তা কীশং তুমং জাতমেত্তক জ্জেব ণ পব্বজিদে। [তৎ কিমর্থং ত্বং জাতমাত্র এব ন প্রব্রজিতঃ] (ইতি তাড়য়তি)

ভিক্ষুঃ—ণমো বুদ্ধশ্শ। [নমো বুদ্ধায়]

বিটঃ—কিমনেন তাড়িতেন তপস্বিনা। মুচ্যতাম্ ; গচ্ছতু।

শকারঃ—অলে ! চিশ্ট দাব জাব শম্পধালেমি। [অরে ! তিষ্ঠ তাবৎ ; যাবৎ সম্প্রধারয়ামি]

বিটঃ—কেন সার্ধম।

শকারঃ—অত্তণো হডক্কেণ। [আত্মনো হৃদয়েন]

বিটঃ—হন্ত, ন গতঃ।

শকারঃ—পুত্তকা হডক্কা ! ভশ্তকে পুত্তকে এশে শমণকে অধি ণাম কিং গচ্ছদু, কিং

কিং চিশ্টদু। (স্বগতম্) ণাবি গচ্ছদু, ণাবি চিশ্টদু। (প্রকাশম্) ভাবে শম্পদালিদং মএ হডক্কেণ শহ। এশে মহ হডক্কে ভণাদি। [পুত্রক হৃদয়! ভট্টারক পুত্রক! এষ শ্রমণকোঽপি নাম কিং গচ্ছতু, কিং তিষ্ঠতু। নাপি গচ্ছতু, নাপি তিষ্টতু। ভাব! সম্প্রধারিতং ময়া হৃদয়েন সহ। এতন্মম হৃদয়ং ভণতি]

বিটঃ—কিং ব্রবীতি।

শকারঃ—সাবি গচ্ছদু, মাবি চিশ্টদু। মাবি উশশদু, মাবি নীশশদু; ইধ জ্জেব পভিঅ মলেদু। [সাপি গচ্ছতু, মাপি তিষ্ঠতু, মাপ্যুচ্ছ্বসিতু, মাপি নিঃশ্বসিতু। ইহৈব ঝটিতি পতিত্বা ম্রিয়তাম্।]

ভিক্ষুঃ—ণমো বুদ্ধশ্শ; শলণাগদম্হি। [নমো বুদ্ধায়; শরণাগতোঽস্মি।]

বিটঃ—গচ্ছতু।

শকারঃ—ণং শমএণ। [ননু সময়েন।]

বিটঃ—কীদৃশঃ সময়ঃ।

শকারঃ—তধা কদ্দমং ফেলদু, জধা পাণিঅং পংকাইলং ণ হোদি। অধবা পাণিঅং পুঞ্জীকদুঅ কদ্দমে ফেলদু। [তথা কর্দমং প্রক্ষিপতু, যথা পানীয়ং পংকাবিং ন ভবতি অথবা পানীয়ং পুঞ্জীকৃত্য কর্দমে ক্ষিপতু।]

বিটঃ—অহো মূর্খতা,—

বিপর্যস্ত মনশ্চেষ্টৈঃ শিলাশকলবর্ম্মভিঃ।
মাংসবৃক্ষৈরিয়ং মূর্খৈর্ভারাক্রান্তা বসুন্ধরা ॥৬॥

(ভিক্ষুর্নাটোনাক্রোশতি)

শকারঃ—কিং ভণাদি। [কিং ভণতি।]

বিটঃ—স্তৌতি ভবন্তম্।

শকারঃ—থুণু থুণু, পুণো বি থুণু। [স্তুনু স্তুনু, পুনরপি স্তুনু।]

(তথা কৃত্বা নিষ্ক্রান্তো ভিক্ষুঃ)

বিটঃ—কাণেলীমাতঃ! পশ্যোদ্যানস্য শোভাম্

অমী হি বৃক্ষাঃ ফলপুষ্পশোভিতাঃ কঠোরনিষ্পন্দলতোপবেষ্টিতাঃ।
নৃপাজ্ঞয়া রক্ষিজনেন পালিতা নরাঃ সদারা ইব যান্তি নির্বৃতিম্ ॥৭॥

শকারঃ—শুষ্টু ভাবে ভণাদি।

বহুকুসুমবিচিত্তিদা অ ভুমী কুশুমভলেণ বিণামিদা অ লুক্খা।
দুমশিহললদাঅলম্বমাণা পণশফলা বিঅ বাণলা ললন্তি ॥৮॥

[সুষ্ঠু ভাবে ভণতি

বহুকুসুমবিচিত্রিতা চ ভূমিঃ কুসুমভরেণ বিনামিতাশ্চ বৃক্ষাঃ।
দ্রুমশিখরলতাবলম্বমানাঃ পনসকলানীব বানরা ললন্তি ॥]

বিটঃ—কাণেলীমাতঃ। ইদং শিলাতলমধ্যাস্যতাম্।

শকারঃ—এশে ম্হি আখিদে। (ইতি বিটেন সহোপবিশতি) ভাবে। অজ্জ বি তং বশন্তশেণিঅং শুমলামি। দুজ্জণবঅণং বিঅ হতক্কাদো ণ ওশলদি। [এখোচ্ছ-স্ম্যাসিতঃ। ভাব। অদ্যাপি তাং বসন্তসেনাং স্মরামি। দুর্জনবচনমিব হৃদয়ান্নাপসরতি।]

বিটঃ—(স্বগতম্) অথা নিরস্তোঽপি স্মরতি তাম্।

অথবা

স্ত্রীভির্বিমানিতানাং কাপুরুষাণাং বিবর্ধতে মদনঃ।
সৎপুরুষস্য স এব তু ভবতি মৃদুনৈব বা ভবতি ॥৯॥

শকারঃ—ভাবে। কা বি বেলা থাবলকচেডশ্শ ভণিদশ্শ 'পবহণং গেহ্নিঅ লহুং লহুং আঅচ্ছে ত্তি। অজ্জ বি ণ আঅচ্ছদি ত্তি। বিলম্বি বুভুক্খিদে। মজ্ঝণ্হে ণ শক্কীঅদি পাদেহিং গন্তুং। তা পেক্খ পেক্খ।

ণহমজ্ঝগদে শূলে দুপ্পেক্খে কুবিদবাণলশধলচ্ছে ॥
ভূমী দঢ়শন্তত্তা হদপুত্তশদেব গন্ধালী ॥১০॥

[ভাব। কাপি বেলা স্থাবরকচেটস্য ভণিতস্য 'প্রবহণং গৃহীত্বা লঘু লঘ্বাগচ্ছ' ইতি। অদ্যাপি নাগচ্ছতীতে। চিরমস্মি বুভুক্ষিতঃ। মধ্যাহ্নে ন শক্যতে পাদাভ্যাং গন্তুম্। তৎ পশ্য পশ্য

নভোমধ্যগতঃ সূর্যো দুঃপ্রেক্ষ্যঃ কুপিতবানরসদৃক্ষঃ।
ভূমির্দৃঢ়সন্তপ্তা হতপুত্রশতেব গান্ধারী ॥]

বিটঃ—এবমেতৎ

ছায়াসু প্রতিমুক্তশষ্পকবলং নিদ্রায়তে গোকুলং
তৃষ্ণার্তৈশ্চ নিপীয়তে বনমৃগৈরুষ্ণং পয়ঃ সারসম্।
সন্তাপাদতিশঙ্কিতৈর্ন নগরীমার্গো নরৈঃ সেব্যতে
তপ্তাং ভূমিমপাস্য চ প্রবহণং মন্যে ক্বচিৎ সংস্থিতম্ ॥১১॥

শকারঃ—ভাবে।

শিলশি মম ণিলীণে ভাব শুজ্জশ্শ পাদে শউণিখগবিহঙ্গা লুক্খশাহাশু লীণা।
ণলপুলিশমণুশ্শা উহ্নদীহং শশন্তা ঘলশলণণিশণ্ণা আদবং ণিব্বহন্তি ॥১২॥
ভাবে। অজ্জ বি শে চেড়ে ণাঅচ্ছদি। অত্তণো বিণোদণণিমিত্তং কিং পি গাইশ্শং (ইতি গায়তি) ভাবে। ভাবে। শুদং তুএ জং মএ গাইদম্।
শিরসি মম নিলীনো ভাব সূর্যস্য পাদঃ শকুনিখগবিহঙ্গা বৃক্ষশাখাসু লীনাঃ।
নরপুরুষমনুষ্যা উষ্ণদীর্ঘং শ্বসন্তো গৃহশরণনিষণ্ণা আতপং নির্বহন্তি ॥
ভাব, অদ্যাপি স চেটো নাগচ্ছতি। আত্মনো বিনোদননিমিত্তং কিমপি গাস্যামি। ভাব ভাব। শ্রুতং ত্বয়া যন্ময়া গীতম্।]

বিটঃ—কিমুচ্যতে। গন্ধর্বো ভবান্।

শকারঃ—কধং গন্ধব্বে ণ ভবিশ্শম্

হিংগুজ্জলে জীলকভদ্দমুশ্তে বচাহ গণ্ঠীস গুডা অ শুণ্ঠী।
এশে মএ শেবিদ গন্ধজুত্তী কধং হুগ্গে মধুলশ্শলে ত্তি ॥১৩॥
ভাবে! পুণো বি দাব গাইশ্শম্। (তথা করোতি) ভাবে ভাবে! শুদং তুএ জং কএ গাইদম্। [কথং গন্ধর্বো ন ভবিষ্যামি।
হিঙ্গুজ্জ্বলা জীরকভদ্রমুস্তা বচায়া গ্রন্থিঃ সগুড়া চ শুণ্ঠী।
এষা ময়া সেবিকা গন্ধযুক্তিঃ কথং নাহং মধুরস্বর ইতি ॥
ভাব! পুনরপি তাবদ্গাস্যাসি। ভাব ভাব! শ্রুতং ত্বয়া যন্ময়া গীতম্।]

বিটঃ—কিমুচ্যতে—গন্ধর্বো ভবান্।

শকারঃ—কধং গন্ধব্বে ণ ভবামি।

হিঙ্গুজ্জলে দিণ্ণমলীচচুণ্ণে বগ্ঘালিদে তেল্লঘিএণ মিশ্শে।
ভুত্তে মএ পালহুদীঅমংশে কধং ণ হগ্গে মধুলশ্শলোত্তি ॥১৪॥
ভাবে! অজ্জ বি চেডে ণাঅচ্ছদি। [কথং গন্ধর্বো ন ভবামি।
হিঙ্গুজ্জ্বলং দত্তমরীচচূর্ণং ব্যাঘারিতং তৈলঘৃতেন মিশ্রম্।
ভুক্তং ময়া পারভৃতীয়মাংসং কথং নাহং মধুরস্বর ইতি ॥
ভাব! অদ্যাপি চেটো নাগচ্ছতি।]

বিটঃ—স্বস্থো ভবতু ভবান্, সংপ্রত্যেবাগমিষ্যতি।

(ততঃ প্রবিশতি প্রবহণাধিরূঢ়া বসন্তসেনা চেটশ্চ)

চেটঃ—ভীদে খু হগ্গে, মজ্ঝণ্হিকে শুজ্জে। মা দাণিং কুবিদে লাঅশালশণ্ঠাণে হুবিশ্শদি। তা তুলিদং বহামি। জাধ গোণা! জাধ। [ভীত খল্বহম্, মাধ্যাহ্নিকঃ সূর্যঃ। নেদানীং কুপিতো রাজশ্যালসংস্থানকো ভবিষ্যতি। ত্বরিতং বহমি। যাতং গাবৌ যাতমা।]

বসন্তসেনা—হন্ধী হন্ধী, ণ হু বড্ঢমাণঅস্স অঅং সরসঞ্জোও। কিং ণেদম। কিং খু অজ্জচারুদত্তেণ বাহণপাডিস্সমং পরিহন্তেণ অণ্ণো মণুস্সো অণ্ণং পবহণং পেসিদং ভবিস্সদি। ফুরদি দাহিণং লোঅণং বেবদি মে হিঅঅং, সুণ্ণাও দিসাও, সবং জ্জেব বিসংঠুলং পেক্খামি। [হা ধিকং হা ধিকং, ন খলু ব[illegible]ং স্বরসংযোগঃ। কিং শিবদম্; কিং নু খল্বাচার্যচারুদত্তেন বাহনপরিশ্রমং পরিহরতান্যো মনুষ্যোঽন্যাৎপ্রবহণং প্রেষিতং ভবিষ্যতি। স্ফুরতি দক্ষিণং লোচনম্, বেপতে মে হৃদয়ম্, শূন্যা দিশঃ, সর্বমেব বিসংঠুলং পশ্যামি।]

শকারঃ—(নেমিঘোষমাকর্ণ্য) ভাবে ভাবে! আগদে পবহণে। (ভাব ভাব! আগতং প্রবহণম্।]

বিটঃ—কথং জানাসি।

শকারঃ—কিং ণ পেক্খদি ভাবে। বুড্ঢশুঅলে বিঅ ঘুলঘুলাঅমাণে লক্খীঅদি। [কিং ন পশ্যতি ভাবঃ। বৃদ্ধশূকর ইব ঘুরঘুরায়মাণং লক্ষ্যতে।]

বিটঃ—(দৃষ্টবা) সাধু লক্ষিতম্ অয়মাগতঃ।

শকারঃ—পুত্তকা থাবলকা চেডা! আগদে শি। [পুত্রক স্থাবরক চেট! আগতোঽসি।]

চেটঃ—অধ ইম্। [অথ কিম্।]

শকারঃ—পবহণে বি আগদে। [প্রবহণমপ্যাগতম্]

চেটঃ—অধ ইম্। [অথ কিম্।]

শকারঃ—গোণা বি আগদে। [গাবাবপ্যাগতৌ]

চেটঃ—অধ ইম্। [অথ কিম্।]

শকারঃ—তুমং পি আগদে। [ত্বমপ্যাগতঃ।]

চেটঃ—(সহাসম্) ভট্টকে! অহং পি আগদে। [ভট্টারক! অহমপ্যাগতঃ।]

শকারঃ—তা পবেশেহি পবহণম্। [তৎ প্রবেশয় প্রবহণম্।]

চেটঃ—কদলেণ মগ্গেণ। [কতরেণ মার্গেণ।]

শকারঃ—তা পবেশেহি পবহণম্। [তৎ প্রবেশয় প্রবহণম্।]

চেটঃ—কদলেণ মগ্গেণ। [কতরেণ মার্গেণ।]

শকারঃ—এদেণ জ্জেব পগাল খণ্ডেণ। [এতেনৈব প্রাকার খণ্ডেন।]

চেটঃ—ভট্টকে! গোণা মলেন্তি। পবহণে বি ভজ্জেদি। হগে বি চেডে মলামি। [ভট্টারক। বৃষভৌ ম্রিয়েতে। প্রবহণমপি ভজ্যতে। অহমপি চেটো ম্রিয়ে।]

শকারঃ—অলে! লাঅশালকে হগে; গোণা মলে, অবলে কীণিশ্শম্। পবহণে ভগ্গে, অবলং ঘডাইশ্শম্; তুমং মলে, অন্নে পবহণবাহকে হুবিশ্শদি। [অরে! রাজশ্যালকোঽহম্; বৃষভৌ মৃতৌ, অপরৌ ক্রেষ্যামি। প্রবহণং ভগ্নম্, অপরং কারয়িষ্যামি। ত্বং মৃতঃ অন্যাঃ প্রবহণবাহকো ভবিষ্যতি।]

চেটঃ—শব্বং উববন্নং হুবিশ্শদি, হগে অত্তণকেলকে ণ হুবিশ্শম্। [সর্বমুপপন্নং ভবিষ্যতি, অহমাত্মীয়ো ন ভবিষ্যামি।]

শকারঃ—অলে! শব্বং পি ণশ্শদু; পগালখণ্ডেণ পবেশেহি পবহণম্। [অরে! সর্বমপি নশ্যতু; প্রাকারখণ্ডেণ প্রবেশয় প্রবহণম্।]

চেটঃ—বিভজ্জ লে পবহণ! শমাং শামিণা বিভজ্জ। অন্নে পবহণে ভোদু। ভট্টকে গদুঅ ণিবেদেমি। (প্রবিশ্য) কধং ন ভগ্গে। ভট্টকে! এশে উবত্থিদে পবহণে। [বিভঞ্জ রে প্রবহণ! সমং স্বামিনা বিভঞ্জ। অন্যৎ প্রবহণং ভবতু। ভট্টারকং গত্বা নিবেদয়ামি। কথং ন ভগ্নম্। ভট্টারক! এতদুপ-স্থিতং প্রবহণম্।]

শকারঃ—ণ ছিন্না গোণা। ণ মলা লজ্জ। তুমং পি ণ মলে। [ন ছিন্নৌ বৃষভৌ। ন মৃতা রজ্জবঃ। ত্বমপি ন মৃতঃ।]

চেটঃ—অধ ইম্। [অথ কিম্।]

শকারঃ—ভাবে! আঅচ্ছ; পবহণং পেক্খামি। ভাবে! তুমং পি মে গুলু পলমগুলু। পেক্খীঅশি শাদলকে অব্ভন্তলকেত্তি পুলক্কলণীএত্তি তুমং দাব পবহণং অগ্গদো অহিলুহ ([ভাব! আগচ্ছ! প্রবহণং পশ্যাবঃ। ভাব! ত্বমাপি মম গুরুঃ পরমগুরু। প্রেক্ষ্যসে সাদরকোঽভ্যন্তরক ইতি পুরস্করণীয় ইতি ত্বং তাবৎ প্রবহণামগ্রতোঽধিরোহ।]

বিটঃ—এবং ভবতু। (ইত্যারোহতি)

শকারঃ—অধবা চিশ্ট তুমম্। তুহ বপ্পকেলকে পবহণে জেণ তুমম্। তুহ বপ্পকেলকে পবহণে, জেণ তুমং অগ্গদো অহিলুহশি। হগে পবহণশামী; অগ্গদো পবহণং অহিলুহামি। [অথবা তিষ্ঠ ত্বম্। তব পিতৃসম্বন্ধি প্রবহণম্, যেন ত্বম-গ্রতোঽধিরোহসি। অহং প্রবহণস্বামী; অগ্রতঃ প্রবহণমধিরোহামি।]

বিটঃ—ভবানেবং ব্রবীতি।

শকারঃ—অই বি হগে এব্বং ভণামি, তধা বি তুহ এশে আদলে 'অহিলুহ ভস্টকে' ত্তি ভণিদুম্। [যদ্যপ্যহমেবং ভণামি, তথাপি তবৈষ আচারঃ 'অধিরোহ ভট্টারক'! ইতি ভণিতুম্।]

বিটঃ—আরোহতু ভবান্।

শকারঃ—এশে শম্পদং অহিলুহামি। পুত্তকা থাবলকা চেডা! পলিবত্তাবেহি পবহণম্। [এষ সাম্প্রতমধিরোহামি। পুত্রক স্থাবরক চেটঃ! পরিবর্তয় প্রবহণম্।]

চেটঃ—(পরাবর্ত্য) অহিলুহেদু ভট্টালকে। [অধিরোহতু ভট্টারকঃ।]

শকারঃ—(অধিরুহ্যাবলোক্য চ শঙ্কাং নাটয়িত্বা, ত্বরিতমবতীর্য, বিটং কণ্ঠেঽবলম্ব্য)

ভাবে ভাবে। মলেশি মলেশি। পবহণাধিলূঢ়া লক্খশি চোলে বা পডিবশদি। তা জই লক্খশী, তদো উমে বি মূশে। অধ চোলে, তদো উমে বি খজ্জে। [ভাব ভাব॥ মৃতোঽসি মৃতোঽসি। প্রবহণাধিরূঢ়া রাক্ষসী চৌরো বা প্রতিবসতি। তদ্যদি রাক্ষসী, তদোভাবপি মুষিতৌ। অথ চৌরঃ তদোভবাপি খাদিতৌ।]

বিটঃ—ন ভেতব্যম্। কুতোঽত্র বৃষভযানে রাক্ষস্যাঃ সঞ্চারঃ। মা নাম তে মধ্যাহ্নার্কতাপাচ্ছিন্নদৃষ্টেঃ স্থাবরকস্য সকঞ্চুকা ছায়াং দৃষ্ট্বা ভ্রান্তিরুৎপন্না।

শকারঃ—পুত্তকা থাবলকা চেডা! জীবেশি। [পুত্রক স্থাবরক চেট! জীবসি।]

চেটঃ—অধ ইম্। [অথ কিম্।]

শকারঃ— ভাবে! পবহণাহিং ইত্থিআ পডিবশদি; তা অবলোএহি।] ভাব! প্রবহণান্তঃ স্ত্রী প্রতিবসতি; তদবলোকয়।]

বিটঃ—কথং স্ত্রী

অবনতশিরসঃ প্রযাম শীঘ্রং পথি বৃষভা ইব বর্ষতাড়িতাক্ষাঃ।
মম হি সদসি গৌরবপ্রিয়স্য কুলজনদর্শনকাতরং হি চক্ষুঃ॥১৫॥

বসন্তসেনা—(সবিস্ময়মাত্মগতম্) কধং মম ণঅণাণং আআসআরো জ্জেব্ব রাঅসালও। তা সংসইদহ্মি মন্দভাআ। এসো দাণিং মম মন্দভাইণীএ উসরক্খেত্তপডিদো বিঅ বীঅমুট্ঠী নিপ্ফলো ইধ আগমণো সংবুত্তো। তা কিং এত্থ করইস্সম্। [কথং মম নয়নয়োরায়াসকর এব রাজশ্যালঃ। তৎ সংশয়িত্যাস্মি মন্দভাগ্যা। এতদিজানীং মম মন্দভাগিন্যা উষরক্ষেত্রপতিত ইব বীজমুষ্টির্নিষ্ফলমিহাগমনং সংবৃত্তম্। তৎ কিমত্র করিষ্যামি।]

শকারঃ—কাদলে খু এশে বুড্ঢচেতে পবহণং ণাবলোএদি! ভাবে! আলোএহি পবহণম্। [কাতর খল্বেষ বৃদ্ধচেটঃ প্রবহণং নাবলোকয়তি। ভাব, আলোকয় প্রবহণম্।]

বিটঃ—কো দোষঃ। ভবত্বেবং তাবৎ।

শকারঃ—কধং শিআলা উড্ডেন্তি, বাঅশা বচ্চেন্তি। তা জাব ভাবে অক্খীহিং ভক্খীঅদি দন্তেহিং পেক্খীঅদি, তাব হগে পলাইশ্শম্। [কথং শৃগালা উড্ডীয়ন্তে, বায়সা ব্রজন্তি। তদ্যাবদ্ভাবোঽক্ষিভ্যাং ভক্ষ্যতে দন্তৈঃ প্রেক্ষ্যতে; তাবদহং পলায়িষ্যে।]

বিটঃ—(বসন্তসেনাং দৃষ্ট্বা, সবিষাদমাত্মগতম্) কথময়ে, মৃগী ব্যাঘ্রমনুসরতি। ভোঃ, কষ্টম্;

শরচ্চন্দ্রপ্রতীকাশং পুলিনান্তরশায়িনম্।
হংসী হংসং পরিত্যজ্য বায়সং সমুপস্থিতা॥১৬॥

(জনান্তিকম্) বসন্তসেনে! ন যুক্তমিদম্, নাপি সদৃশমিদম্;

পূর্বং মানাদবজ্ঞায় দ্রব্যার্থে জননীবশাৎ।

বসন্তসেনা—ণ। [ন] (ইতি শিরশ্চালয়তি)

বিটঃ— অশৌণ্ডীর্যস্বভাবেন বেশভাবেন মন্যতে॥১৭॥

ননুক্তমেব ময়া ভবতীং প্রতি—'সমমুপচর ভদ্রে, সুপ্রিয়ং চাপ্রিয়ং চ।'

বসন্তসেনা—পবহণবিপজ্জাসেণ আগদা। সরণাগদম্হি। [প্রবহণবিপর্যাসেনাগতা। শরণাগতাস্মি।]

বিটঃ—ন ভেতব্যং ন ভেতব্যম্; ভবতু। এনং বঞ্চয়ামি। (শকারমুপগম্য) কাণেলী-মাতঃ সত্যং রাক্ষস্যেবাত্র প্রতিবসতি।

শকারঃ—ভাবে ভাবে! জই লক্খশী পতিবশদি, তা কীশ ণ তুমং মুশেদি। অধ চোলে, তা কিং তুমং ণ ভক্খিদে। [ভাব ভাব! যদি রাক্ষসী প্রতিবসতি; তৎকথং ন ত্বাং মুষ্ণাতি। অথ চৌরং তদা কিং ত্বং ন ভক্ষিতং।]

বিটঃ—কিমনেন নিরূপিতেন। যদি পুনরুদ্যানপরম্পরয়া পদ্ভ্যামেব নগরীমুজ্জয়িনীং প্রবিশাবঃ, তদা কো দোষঃ স্যাৎ।

শকারঃ—এবং কিদে কিং ভোদি। [এবং কৃতে কিং ভবতি।]

বিটঃ—এবং কৃতে ব্যায়ামঃ সেবিতো ধুর্যাণাং চ পরিশ্রমঃ পরিহৃতো ভবতি।

শকারঃ—এবং ভোদু। থাবলআ চেডা! ণেহ পবহণম্। অথবা চিষ্ঠ! চিষ্ঠ; দেবদাণং বম্হণাণং চ অগ্গদো চলণেণ গচ্ছামি। ণহি ণহি, পবহণং অহিলুহিঅ গচ্ছামি জেণ দূলদো মং পেক্খিঅ ভণিশ্শন্তি—'এশে শে লশ্টিঅশালে ভশ্টলেকে গচ্ছদি'। [এবং ভবতু। স্থাবরক চেট! নয় প্রবহণম্। অথবা তিষ্ঠ তিষ্ঠ; দেবতানাং ব্রাহ্মণানাং চাগ্রতশ্চরণেন গচ্ছামি। নহি নহি, প্রবহণমধিরুহ্য গচ্ছামি, যেন দূরতো মাং প্রেক্ষ্য ভণিষ্যন্তি—'এষ স রাষ্ট্রিয়শালো ভট্টারকো গচ্ছতি'।]

বিটঃ—(স্বগতম্) দুষ্করং বিষমৌষধীকর্তুম্। ভবতু। এবং তাবৎ। (প্রকাশম্) কাণেলীমাতঃ! এষা বসন্তসেনা ভবন্তমভিসারয়িতুমাগতা।

বসন্তসেনা—সন্তং পাবং সন্তং পাবম্। [শান্তং পাপম্, শান্তং পাপম্।]

শকারঃ—(সহর্ষম্) ভাবে ভাবে, মং পবলপুলিশং মণুশ্শং বাশুদেবকম্। [ভাব ভাব! মাং প্রবরপুরুষং মনুষ্যং বাসুদেবকম্।]

বিটঃ—অথ কিম্।

শকারঃ—তেণ হি অপুব্বা শিলী শমাশাদিদা। তশ্শিং কালে মএ লোশাবিদা, শম্পদং পাদেশুং পডিঅ পশাদেমি। [তেন হ্যপূর্বা শ্রীঃ সমাসাদিতা। তস্মিন্কালে ময়া রোষিতা, সাম্প্রতং পাদয়োঃ পতিত্বা প্রসাদয়ামি।]

বিটঃ—সাধ্বভিহিতম্।

শকারঃ—এশে পাদেশুং পডেমি। (ইতি বসন্তসেনামুপসৃত্য) অত্তিকে, অম্বিকে! শৃণু মম বিজ্ঞপ্তিম্।

এশে পডামি চলণেশু বিশালণেত্তে! হশ্তঞ্জলিং দশণহে তব শুদ্ধদন্তি!
জং তং মএ অবকিদং মদণাতুলেন তং তম্মিদাশি বলগত্তি! তব ম্হি দাশে ॥১৮॥
[এষ পাদয়োঃ পতামি। মাতঃ, অম্বিকে! শৃণু মম বিজ্ঞপ্তিম্।
এষ পতামি চরণয়োর্বিশালনেত্রে! হস্তাঞ্জলিং দশনখে তব শুদ্ধদন্তি!
যত্তব ময়াপকৃতং মদনাতুরেণ তৎক্ষামিতাসি বরগাত্রি! তবাস্মি দাসঃ ॥

বসন্তসেনা—(সক্রোধম্) অবেহি, অণজ্জং মন্তেসি। [অপেহি, অনার্যং মন্ত্রয়সি।]
(ইতি পাদেন তাড়য়তি)

শকারঃ — (সক্রোধম্)

জে চূণ্বিদে অম্বিকমাদুকেহিং গদেণ দেবাণ বি জে পণামম্ ।
শে পাডিদে পাদতলেণ মুণ্ডে বণে শিআলেণ জধা মুদঙ্গে ॥১৯॥

অলে থাবলআ চেডা ! কহিং তুএ এশা শমাশাদিদা ।

[যচ্চুম্বিতমম্বিকামাতৃকাভির্গতং ন দেবানামপি যৎ প্রণামম্ ।
তৎপাতিতং পাদতলেন মুণ্ডং বনে শৃগালেন যথা মৃতাঙ্গম্ ॥

অরে স্থাবরক চেট ! কুত্র ত্বয়ৈষা সমাসাদিতা ।]

চেটঃ—ভট্টকে, গামশঅলেহিং লুদ্ধে লাঅমগ্গে । তদো চালুদত্তশ্শ লুক্‌খবাডিআএ পবহণং থাবিঅ তহিং ওদলিঅ জাব চক্কপলিবট্টিঅং কলেমি, তাব এশা পাবহণবিপজ্জাশেণ ইহ আলুঢে ত্তি তক্কেমি । [ভট্টক, গ্রামশকটৈ রুদ্ধো রাজমার্গঃ । তদা চারুদত্তস্য বৃক্ষবাটিকায়াং প্রবহণং স্থাপয়িত্বা তত্রাবতীর্য যাবচ্চক্রপরিবৃত্তিং করোমি, তাবদেষা প্রবহণবিপর্যাসেনেহারূঢেতি তর্কয়ামি ।]

শকারঃ—কধং পবহণবিপজ্জাশেণ আগদা, ণ মং অহিশালিদুম্ । তা ওদল ওদল মমকেল কাদো পবহণাদো । তুমং তং দলিদ্দশত্থবাহপুত্তকং অহিশালেশি । মমকেলকাইং গোণাইং বাহেশি । তা ওদল ওদল গব্ভদাশি ! ওদল ওদল ! [কথং প্রবহণবিপর্যাসেনাগতা, ন মামভিসারয়িতুম্ । তদবতরাবতর মদীয়াৎপ্রবহণাৎ । ত্বং তং দরিদ্রসার্থবাহপুত্রকমভিসরসি । মদীয়ৌ গাবৌ বাহয়সি । তদবতরাবতর গর্ভদাসি ! অবতরাবতর ।]

বসন্তসেনা—তং অজ্জচারুদত্তং অহিসারেসি ত্তি জং সচ্চং, অলংকিদহ্মি ইমিণা বঅণেণ । সম্পদং জং ভোদু তং ভোদু ॥ [তমার্যচারুদত্তমভিসরসীতি যৎ সত্যম্, অলংকৃতাঽস্ম্যমুনা বচনেন । সাম্প্রতং যদ্ভবতি তদ্ভবতি ।]

শকারঃ—এদেহিং দে দশণহুপ্পলমণ্ডলেহিং হত্থেহিং চাডুশদতাডণলম্পডেহিম্ ।
কট্টামি দে বলতণুং ণিঅজাণকাদো কেশেশু বালিদইঅং বি জহা জডাউ ॥২০॥
[এতাভ্যাং তে দশনখোৎপলমণ্ডলাভ্যাং হস্তাভ্যাং চাটুশততাড়নলম্পটাভ্যাম্ ।
কর্ষামি তে বরতনুং নিজযানকাৎকেশেষু বালিদয়িতামিব যথাজটায়ুঃ ॥]

বিটঃ— অগ্রাহ্যা মূর্ধজেষ্বেতাঃ স্ত্রিয়ো গুণসমন্বিতাঃ ।
ন লতাঃ পল্লবচ্ছেদমর্হন্ত্যুপবনোদ্ভবাঃ ॥২১॥

তদুত্তিষ্ঠ ত্বম্, অহমেনামবতারয়ামি । বসন্তসেনে । অবতীর্যতাম্ ।

(বসন্তসেনাবতীর্যৈকান্তে স্থিতা)

শকারঃ—(স্বগতম্) জে শে মম বঅণাবমাণেণ তদা লোশগ্গী শন্ধুক্‌খিদে, অজ্জ এদাএ পাদপ্পহালেণ অণেণ পজ্জলিদে, তং শম্পদং মালেমি ণম্ । ভোদু, এব্বং দাব । (প্রকাশম্) ভাবে ভাবে !

জদিচ্ছশি লম্বদশাবিশালং পাবালঅং শুত্তশদেহিং জুত্তম্ ।
মংশং চ খাদুং তহ তুশ্টি কাদুং চুহূ চুহূ চুক্কু চুহূ চুহূত্তি ॥২২॥

[যঃ স মম বচনাবমানেন তদা রোষাগ্নিঃ সন্ধুক্ষিতঃ অদ্যৈতস্যাঃ পাদপ্রহারেণানেন প্রজ্বলিতঃ । তৎ সাম্প্রতং মারয়াম্যেনাম্ । ভবতু এবং তাবৎ । ভাব ভাব !
যদীচ্ছসি লম্বদশাবিশালং প্রাবারকং সূত্রশতৈর্যুক্তম্ ।
মাংসং চ খাদিতুং তথা তুষ্টিং কর্তুং চুহূ চুহূ চুক্কু চুহূ চুহূ ইতি ॥]

বিটঃ—ততঃ কিম্।

শকারঃ—মম পিঅং কলেহি। [মম প্রিয়ং কুরু।]

বিটঃ—বাঢ়ং করোমি বর্জয়িত্বা ত্বকার্যম্।

শকারঃ—ভাবে! অকজ্জাহ গন্ধে বি ণত্থি। লক্খণী কাবি ণত্থি। [ভাব! অকার্যস্য গন্ধোঽপি নাস্তি। রাক্ষসী কাপি নাস্তি।]

বিটঃ—উচ্যতাং তর্হি।

শকারঃ—মালেহি বশন্তশেণিতম্। [মারয় বসন্তসেনাম্।]

বিটঃ—(কর্ণৌ পিধায়)

বালাং স্ত্রিয়ং চ নগরস্য বিভূষণং চ বেশ্যামবেশসদৃশপ্রণয়োপচারাম্।
এনামনাগসমহং যদি ঘাতয়ামি কেনোড়ুপেন পরলোকনদীং তরিষ্যে ॥২৩॥

শকারঃ—অহং তে ভেডকং দইশ্শম্। অন্নং চ, বিবিত্তে উজ্জাণে ইধ মালন্তং কো তুমং পেক্খিশ্শদি। [অহং ত উড়ুপং দাস্যামি অন্যচ্চ বিবিক্তে উদ্যান ইহ মারয়ন্তং ত্বাং প্রেক্ষিষ্যতে।]

বিটঃ—পশ্যন্তি মাং দশদিশো বনদেবতাশ্চ চন্দ্রশ্চ দীপ্তকিরণশ্চ দিবাকরোঽয়ম্।
ধর্মানিলৌ চ গগনং চ তথান্তরাত্মা ভূমিস্তথা সুকৃতদুষ্কৃতসাক্ষিভূতা ॥২৪॥

শকারঃ—তেণ হি পডন্তোবালিদং কদুঅ মালেহি। [তেন হি পটান্তাপবারিতাং কৃত্বা মারয়।]

বিটঃ—মূর্খ! অপধ্বস্তোঽসি।

শকারঃ—অধম্মভীলু এশে বুড্ঢকোলে। ভোদু, থাবলঅং চেণ্ড অণুণেমি। পুত্তকা থাবলকা চেডা! শোবন্নখণ্ডুআইং দইশ্শম্। [অধর্মভীরুরেষ বৃদ্ধকোলঃ। ভবতু, স্থাবরকং চেটমনুনয়ামি। পুত্রক স্থাবরক চেট! সুবর্ণকটকানি দাস্যামি।]

চেটঃ—অহং পি পহিলিশ্শম্। [অহমপি পরিধাস্যামি।]

শকারঃ—শোবন্নং দে পীঢ়কে কালইশ্শম্। [শৌবর্ণং তে পীটকং কারয়িষ্যামি।]

চেটঃ—অহং পি উবিশিশ্শম্। [অহমপ্যুপবেক্ষ্যামি।]

শকারঃ—শব্বং দে উচ্ছিশ্টঅং দইশ্শম্। [সর্বং ত উচ্ছিষ্টং দাস্যামি।]

চেটঃ—অহং পি খাইশ্শম্। [অহমপি খাদিষ্যামি।]

শকারঃ—শব্বচেডাণং মহত্তলকং কলইশ্শম্। [সর্বচেটানাং মহত্তরকং কারয়িষ্যামি।]

চেটঃ—ভট্টকে! হুবিশ্শম্। [ভট্টক! ভবিষ্যামি]

শকারঃ—তা মন্নেহি মম বঅণম। [তন্মন্যস্ব মম বচনম্।]

চেটঃ—ভট্টকে! শব্বং কলেমি বজ্জিঅ অকজ্জম্। [ভট্টক! সর্বং করোমি বর্জয়িত্বাঽকার্যম্।]

শকারঃ—অকজ্জাহ গন্ধে বি ণত্থি। [অকার্যস্য গন্ধোঽপি নাস্তি।]

চেটঃ—ভণাদু ভট্টকে। [ভণতু ভট্টকঃ]

শকারঃ—এণং বশন্তশেণিঅং মালেহি। [এনাং বসন্তসেনাং মারয়।]

চেটঃ—পশীদদু ভট্টকে। ইঅং মএ অণজ্জেণ তজ্জা পবহণপলিবত্তণেণ আণীদা। [প্রসীদতু ভট্টকঃ। ইয়ং ময়ানার্যেণার্যা প্রবহণপরিবর্তনেনানীতা।]

শকারঃ—অলে চেডা! তবাবি ণ পহবামি। [অরে চেট! তবাপি ন প্রভবামি।]

চেটঃ—পহবদি ভট্টকে শলীলাহ, ণ চালিত্তাহ। তা পশীদদু পশীদদু ভট্টকে। ভাআমি

খু অহম্। [প্রভবতি ভট্টকঃ শরীরস্য, ন চারিত্রস্য। তৎ প্রসীদতু প্রসীদতু ভট্টকঃ। বিভেমি খল্বহম্]

শকারঃ— তুমং মম চেডে ভবিঅ কশ্শ ভাআশি। [ত্বং মম চেটো ভূত্বা কস্মাদ্বিভেষি।]

চেটঃ—ভট্টকে ! পললোঅশ্শ। [ভট্টক ! পরলোকাৎ]

শকারঃ – কে শে পললোএ। [কঃ স পরলোকঃ।]

চেটঃ ভট্টকে ! শুকিদদুক্কিদশ্শ পলিণামে। [ভট্টক ! সুকৃতদুষ্কৃতস্য পরিণামঃ।]

শকারঃ—কেলিশে শুকিদশ্শ পলিণামে। [কীদৃশঃ সুকৃতস্য পরিণামঃ।]

চেটঃ—জাদিশে ভট্টকে বহুশুবণ্ণমণ্ডিদে। [যাদৃশো ভট্টকো বহুসুবর্ণমণ্ডিতঃ।]

শকারঃ—দুক্কিদশ্শ কেলিশে। (দুষ্কৃতস্য কীদৃশঃ।)

চেটঃ—জাদিশে হগ্গে পলপিণ্ডভক্খকে ভুদে, তা অকজ্জং ণ কলইশ্শম্। (যাদৃশোঽহং পরপিণ্ডভক্ষকো ভূতঃ, তদকার্যং ন করিষ্যামি।)

শকারঃ—অলে ! ণ মালিশ্শশি। (অরে ! ন মারয়িষ্যসি)

(ইতি বহুবিধং তাড়য়তি)

চেটঃ— পিট্টেদু ভট্টকে, মালেদু ভট্টকে, অকজ্জং ণ কলইশ্শম্।

জেণ ম্হি গব্ভদাশে বিণিম্মিদে ভাঅধেঅদোশেহিম্।
অহিঅং চ ণ কীণিশ্শং তেণ অকজ্জং পলিহলামি ॥২৫॥

(তাড়য়তু ভট্টকঃ, মারয়তু ভট্টকঃ, অকার্যং ন করিষ্যামি।

যেনাস্মি গর্ভদাসো বিনির্মিতো ভাগধেয়দোষৈঃ।
অধিকং চ ন ক্রীণিষ্যামি তেনাকার্যং পরিহরামি ॥)

বসন্তসেনা ভাব ! শরণাগদ ম্হি। (ভাব ! শরণাগতাস্মি।)

বিটঃ—কাণেলীমাতঃ ! মর্ষয় মর্ষয়। সাধু স্থাবরক সাধু।

অপ্যেষ নাম পরিভূতদশো দরিদ্রঃ প্রেষ্যঃ পরত্র ফলমিচ্ছতি নাস্য ভর্তা।
তস্মাদমী কথমিবাদ্য ন যান্তি নাশং যে বর্ধয়ন্ত্যসদৃশং সদৃশং ত্যজন্তি ॥২৬॥

অপি চ,

রন্ধ্রানুসারী বিষমঃ কৃতান্তো যদস্য দাস্যং তব চেশ্বরত্বম্।
শ্রিয়ং ত্বদীয়াং যদয়ং ন ভুঙ্‌ক্তে যদেতদাজ্ঞাং ন ভবান্ করোতি ॥২৭॥

শকারঃ—(স্বগতম্) অধম্মভিলুএ বুড্ঢখোডে ! পললোঅভিলু এশে গব্ভদাশে। হগ্গে লাট্টিঅশালে কশ্শ ভাআমি বলপুলিশমণুশ্শে। (প্রকাশম্) অলে গব্ভদাশে চেডে ! গচ্ছ তুমং। ওবলকে পবিশিঅ বীশন্তে এঅন্তে চিষ্ট। [অধর্মভীরুকো বৃদ্ধশৃগালঃ। পরলোকভীরুরেষ গর্ভদাসঃ ! অহং রাষ্ট্রিয়শ্যালঃ কস্মাদ্বিভেমি বরপুরুষমনুষ্যঃ। অরে গর্ভদাস চেট ! গচ্ছ ত্বম্ ! অপবারকে প্রবিশ্য বিশ্রান্ত একান্তে তিষ্ঠ।]

চেটঃ— জং ভট্টকে আণবেদি ! (বসন্তসেনামুপসৃত্য) অজ্জএ ! এত্তিকে মে বিহবে। [যদ্ভট্টক আজ্ঞাপয়তি। আর্যে ! এতাবান্ মে বিভবঃ।] (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

শকারঃ—(পরিকরং বধ্নন্) চিষ্ট বশন্তশেণিএ ! চিষ্ট ; মালইশ্শম্। [তিষ্ঠ বসন্তসেনে ! তিষ্ঠ ; মারয়িষ্যামি।]

বিটঃ—আঃ, মমাগ্রতো ব্যাপাদয়িষ্যসি। (ইতি গলে গৃহ্ণাতি)

শকারঃ –(ভূমৌ পততি) ভাবে ! ভশ্টকং মালেদি। (ইতি মোহং নাটয়তি, চেতনাং লব্ধা)

শব্বকালং মএ পুস্টে মংশেণ অ ঘিএণ অ।
অজ্জ কজ্জে শমুপণ্ণে জাদে মে বেলিএ কধম্ ॥২৮॥

(বিচিন্ত্য) ভোদু, লদ্ধে মএ উবাএ। দিণ্ণা বুড্‌ঢখোডেণ শিলশ্চালণশণ্ণা। তা এদং পেশিঅ বশন্তশেণিঅং মালইশ্শম্। এব্বং দাব। (প্রকাশম্) ভাবে! জং তুমং মএ ভণিদে, তং কধং হগ্গে এব্বং বড্‌ঢকেহিং মল্লকপ্পমাণেহিং কুলেহিং জাদে অকজ্জং কলেমি। এব্বং এদং অঙ্গীকলাবেদুং মএ ভণিদম্। [ভাবে ভট্টকং মারয়তি।

সর্বকালং ময়া পুষ্টো মাংসেন চ ঘৃতেন চ।
অদ্য কার্যে সমুৎপন্নে জাতো মে বৈরী কথম্ ॥

ভবতু; লব্ধো ময়োপায়ঃ। দত্তা বৃদ্ধশৃগালেন শিরশ্চালনসংজ্ঞা। তদেতং প্রেষ্য বসন্তসেনাং মারয়িষ্যামি। এবং তাবৎ। ভাব! যত্ত্বং ময়া ভণিতঃ, তৎ কথমহমেবং বৃহত্তরৈঃ মল্লকপ্রমাণৈঃ কুলৈর্জাতোঽকার্যং করোমি। এবমেতদঙ্গী-কারয়িতুং ময়া ভণিতম্।]

বিটঃ— কিং কুলেনোপদিষ্টেন, শীলমেবাত্র কারণম্।
ভবন্তি সুতরাং স্ফীতাঃ সুক্ষেত্রে কণ্টকিদ্রুমাঃ ॥২৯॥

শকারঃ—ভাবে! এশা তব অগ্গদো লজ্জাঅদি, ণ মং অঙ্গীকলেদি, তা গচ্ছ। থাবলঅচেডে মএ পিশ্টিদে গদে বি। এশে পলাইঅ গচ্ছদি। তা তং গেহ্ণিঅ আঅচ্ছদু ভাবে। [ভাব! এষা তবাগ্রতো লজ্জতে, ন মামঙ্গীকরোতি। তদ্গচ্ছ, স্থাবরকচেটো ময়া তাড়িতো গতোঽপি। এষ প্রপলায্য গচ্ছতি। তস্মাত্তং গৃহীত্বাগচ্ছতু ভাবঃ।]

বিটঃ—(স্বগতম্)
অস্মৎসমক্ষং হি বসন্তসেনা শৌণ্ডীর্যভাবান্ন ভজেত মূর্খম্।
তস্মাৎকরোম্যেষ বিবিক্তমস্যা বিবিক্তবিশ্রম্ভরসো হি কামঃ ॥৩০॥
(প্রকাশম্) এবং ভবতু, গচ্ছামি।

বসন্তসেনা—(পটান্তে গৃহীত্বা) ণং ভণামি শরণাগদম্হি। [ননু ভণামি শরণাগতাস্মি।]

বিটঃ—বসন্তসেনে! ন ভেতব্যং ন ভেতব্যং; কাণেলীমাতঃ! বসন্তসেনা তব হস্তে ন্যাসঃ।

শকারঃ—এব্বং; মম হস্তে এশা ণাশেণ চিশ্টদু। [এবম্; মম হস্তে এষা ন্যাসেন তিষ্ঠতু।]

বিটঃ—সত্যম্।

শকারঃ—শচ্চম্। [সত্যম্]

বিটঃ—(কিঞ্চিদ্গত্বা) অথবা ময়ি গতে নৃশংসো হন্যাদেনাম্। তদপবারিতশরীরঃ পশ্যামি তাবদস্য চিকীর্ষিতম্। (ইত্যেকান্তে স্থিতঃ)

শকারঃ—ভোদু, মালইশ্শম্! অথবা কবডকাবডিকে এশে বম্হণে বুড্‌ঢখোডে কদাবি ওবালিদশলীলে গডিঅ শিআলে ভবিঅ হুলুভুলিং কলেদি। তা এদশ্শ বঞ্চণাণিমিত্তং এব্বং দাব কলইশ্শম্। (কুসুমাবচয়ং কুর্বন্নাত্মানং মণ্ডয়তি) বাশু বাশু, বসন্তশেণিএ! এহি। [ভবতু, মারয়িষ্যামি। অথবা কপটকাপটিক এষ ব্রাহ্মণো বৃদ্ধশৃগালঃ কদাচিদপবারিতশরীরো গত্বা শৃগালো ভূত্বা কপটং করোতি।

তদেতস্য বঞ্চনানিমিত্তমেবং তাবৎ করিষ্যামি। বালে বালে বসন্তসেনে! এহি।]

বিটঃ—অয়ে, কামী সংবৃত্তঃ। হন্ত, নির্বৃতোঽস্মি, গচ্ছামি। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

শকারঃ— শুবণ্ণঅং দেমি পিঅং বদেমি শীশেণ শবেষ্টণেণ।
তধা বি মাং ণেচ্ছসি শুদ্ধদন্তি! কিং সেবঅং কষ্টমআ মণুশ্শা ॥৩১॥
[সুবর্ণকং দদামি প্রিয়ং বদামি পতামি শীর্ষেণ সবেষ্টনেন।
তথাপি মাং নেচ্ছসি শুদ্ধদন্তি! কিং সেবকং কষ্টময্যাঃ ॥

বসন্তসেনা—কো এত্থ সন্দেহো। (অবনতমুখী 'খলচরিত' ইত্যাদিশ্লোকদ্বয়ং পঠতি)
খলচরিত নিকৃষ্ট! জাতদোষঃ
কথমিহ মাং পরিলোভসে ধনেন।
সুচরিতচরিতং বিশুদ্ধদেহং
ন হি কমলং মধুপাঃ পরিত্যজন্তি ॥৩২॥
যত্নেন সেবিতব্যঃ পুরুষঃ কুলশীলবান্ দরিদ্রোঽপি।
শোভা হি পণস্ত্রীণাং সদৃশজনমাশ্রয়ঃ কামঃ ॥৩৩॥

অবি অ, সহআরপাদবং সেবিঅ ণ পলাসপাদবং অঙ্গীকরিস্সম্। [কোঽত্র সন্দেহঃ। অপি চ, সহকারপাদপং সেবিত্বা ন পলাশপাদপমঙ্গীকরিষ্যামি।]

শকারঃ—দাশীএ ধীএ! দলিদ্দচালুদত্তকে শহআলেপাদবে কডে, হগ্গে উণ পলাশে ভণিদে, কিংশুকে বি ণ কডে। এব্বং তুমং মে গালিং দেন্তী অজ্জ বি তং জ্জেব চালুদত্তকং শুমলেশি। [দাস্যাঃ পুত্রি! দরিদ্রচারুদত্তকঃ সহকারপাদপঃ কৃতঃ, অহং পুনঃ পলাশো ভণিতঃ। কিংশুকোঽপি ন কৃতঃ। এবং ত্বং কস্যাং গালীং দদত্যদ্যাপি তমেব চারুদত্তকং স্মরসি।]

বসন্তসেনা—হিঅঅগদো জ্জেব্ব কিং ত্তি ন সুমরীঅদি। [হৃদয়গত এব কিমিতি ন স্মর্যতে।]

শকরঃ—অজ্জ বি দে হিঅঅগদং তুমং চ শমং জ্জেব মোডেমি। তা দলিদ্দশত্থবাহঅমণুশ্শকামুকিণি! চিশ্ট চিশ্ট। [অদ্যাপি তে হৃদয়গতং ত্বাং চ সমমেব মোটয়ামি। তদ্দরিদ্রসার্থবাহকমনুষ্যকামুকিনি! তিষ্ঠ তিষ্ঠ।]

বসন্তসেনা—ভণ ভণ, পুণো বি ভণ সলাহণিআইং পদাইং অক্খরাইং। [ভণ ভণ, পুনরপি ভণ শ্লাঘনীয়ান্যেতান্যক্ষরাণি।]

শকারঃ—পলিত্তাঅদু দাশীএ পুত্তে দলিদ্দচালুদত্তকে তুমম্। [পরিত্রায়তাং দাস্যাঃ পুত্রো দরিদ্রচারুদত্তকস্ত্বাম্।

বসন্তসেনা—পরিত্তাঅদি জদি মং পেক্খদি। [পরিত্রায়তে যদি মাং প্রেক্ষতে।]

শকারঃ— কিং শে শক্কে বালিপুত্তে মহিন্দে লম্ভাপুত্তে কালণেমীশুবন্ধু।
লুদ্দে লাআ দোণপুত্তে জড়াউ চাণক্কে বা ধুন্ধুমালে তিশংকু ॥৩৪॥

অথবা, এদে বি দে ণ লক্খন্তি।
চাণক্কেণ জধা শীদা মালিদা ভালদে জুএ।
এব্বং দে মোডইশ্শামি জডাউব্ব বিঅ দোব্বদিম্ ॥৩৫॥
(ইতি তাড়য়িতুমুদ্যতঃ)

[কিং স সক্রো বালিপুত্রো মহেন্দ্রো রম্ভাপুত্রঃ কালনেমিঃ সুবন্ধুঃ।
রুদ্রো রাজা দ্রোণপুত্রো জটায়ুশ্চাণক্যো বা ধুন্ধুমারস্ত্রিশঙ্কুঃ।]

অথবা, এতেঽপি ত্বাং ন রক্ষন্তি।

চাণক্যেন যথা সীতা মারিতা ভারতে যুগে।
এবং ত্বাং মোটয়িষ্যামি জটায়ুরিব দ্রৌপদীম্ ॥]

বসন্তসেনা—হা অত্তে! কহিং সি। হা অজ্জচারুদত্ত! এসো জণো অসংপুন্নমণোরধো জ্জেব্ব বিবজ্জদি, তা উদ্ধং অক্কন্দইস্সম্। অধবা বসন্তসেনা উদ্ধং অক্কন্দদি ত্তি লজ্জণীঅং খু এদম্। ণমো অজ্জচারুদত্তস্স। [হা মাতঃ। কুত্রাসি। হা আর্যচারুদত্ত! এষ জনোঽসম্পূর্ণমনোরথ এব বিপদ্যতে, তদূর্ধ্বমাক্রন্দয়িষ্যামি। অথবা বসন্তসেনোর্ধ্বমাক্রন্দতীতি লজ্জনীয় খল্বেতৎ। নম আর্যচারুদত্তায়।]

শকারঃ—অজ্জ বি গব্ভদাশী তশ্শ জ্জেব পাবশ্শ ণামং গেহ্ণদি। (ইতি কণ্ঠে পীড়য়ন্) শুমল গব্ভদাশি। শুমল। [অদ্যাপি গর্ভদাসী তস্যৈব পাপস্য নাম গৃহ্ণাতি। স্মর গর্ভদাসি। স্মর।]

বসন্তসেনা—ণমো অজ্জচারুদত্তস্স। [নম আর্যচারুদত্তায়।]

শকারঃ—মল গব্ভদাশি! মল। [ম্রিয়তাং গর্ভদাসী! ম্রিয়তাম্।]

(নাট্যেন কণ্ঠে নিপীড়য়ন্ মারয়তি)

(বসন্তসেনা মূর্চ্ছিতা নিশ্চেষ্টা পততি)

শকারঃ—(সহর্ষম্)

এদং দোশকলণ্ডিঅং অবিণঅশ্শাবাসভূদং খলং
লত্তং তশ্শ কিলাগদশ্শ লমণে কালাগদং আঅদম্।
কিং এশে শমুদাহলামি ণিঅং বাহূণ শূলত্তণং
নীশাশে বি মলেই অম্ব শুমলা শীদা জধা ভালদে ॥৩৬॥
ইচ্ছন্তং মম ণেচ্ছিতি ত্তি গণিআ লোশেণ মে মালিদা
শুন্নে পুপ্ফকলণ্ডকে ত্তি শহশা পাশেণ উত্তাশিদা।
শেবাবঞ্চিদভাদুকে মন পিদা মাদেব শা দোপ্পদী
জে শে পেক্খদি ণেদিশং ববশিদং পুত্তাহ শূলত্তণম্ ॥৩৭॥

ভোদু, শম্পদং বুড্ঢখোড়ে আগমিশ্শদি ত্তি। তা ওশালিঅ চিষ্টামি।

[এতাং দোষকরণ্ডিকামবিনয়স্যাবাসভূতাং খলাং
রক্তাং তস্য কিলাগতস্য রমণে কালাগতামাগতাম্।
কিমেষ সমুদাহরামি নিজকং বাহ্বোঃ শূরত্বং
নিঃশ্বাসাপি ম্রিয়তেঽম্বা সুভৃতা সীতা যথা ভারতে ॥
ইচ্ছন্তং মাং নেচ্ছতীনি গণিকা রোষেণ ময়া মারিতা
শূন্যে পুষ্পকরণ্ডক ইতি সহসা পাশেনোত্ত্রাসিতা।
সেবাবঞ্চিতভ্রাতৃকা মম পিতা মাতেব সা দ্রৌপদী
যোঽসৌ পশ্যতি নেদৃশং ব্যবসিতং পুত্রস্য শূরত্বম্ ॥

ভবতু, সাম্প্রতং বৃদ্ধশৃগাল আগমিষ্যতীতি। ততোঽপসৃত্য তিষ্ঠামি।]

(তথা করোতি)

(প্রবিশ্য, চেটেন সহ)

বিটঃ—অনুনীতো ময়া স্থাবরকশ্চেটঃ। তদ্যাবৎ কাণেলীমাতরং পশ্যামি। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) অয়ে, মার্গ এব পাদপো নিপতিতঃ। অনেন চ পততা স্ত্রী

ব্যাপাদিতা। ভোঃ পাপ! কিমিদমকার্যমনুষ্ঠিতং ত্বয়া। তবাপি পাপিনঃ পতনাৎ স্ত্রীবধদর্শনেনাতীব পাতিতা বয়ম্। অনিমিত্তমেতৎ, যৎ সত্যং বসন্তসেনাং প্রতি শঙ্কিতং মে মনঃ। সর্বথা দেবতাঃ স্বস্তি করিষ্যন্তি (শকারমুপসৃত্য) কাণেলীমাতঃ! এবং ময়ানুনীতঃ স্থাবরকশ্চেটঃ।

শকারঃ—ভাবে! শাঅদং দে! পুশ্তকা থাবলকা চেডা! তবাবি শাঅদম্। [ভাব স্বাগতং তে। পুত্রক স্থাবরক চেট! তবাপি স্বাগতম্।]

চেটঃ—অধ ইম্। [অথ কিম্।]

বিটঃ—মদীয়ং ন্যাসমুপনয়।

শকারঃ—কীদিশে ণাশে। [কীদৃশোন্যাসঃ।]

বিটঃ—বসন্তসেনা।

শকারঃ—গডা। [গতা।]

বিটঃ—ক্ব।

শকারঃ—ভাবশ্শ জ্জেব পিশ্টদো। [ভাবস্যৈব পৃষ্ঠতঃ।]

বিটঃ—(সবিতর্কম্) ন গতা খলু সা তয়া দিশা।

শকারঃ—তুমং কদমাএ দিশাএ গডে। [ত্বং কতময়া দিশা গতঃ।]

বিটঃ—পূর্বয়া দিশা।

শকারঃ—শা বি দক্খিণাএ গডা। [সাপি দক্ষিণয়া গতা।]

বিটঃ—অহং দক্ষিণয়া।

শকারঃ—শা বি উত্তলাএ। [সাপ্যুত্তরয়া।]

বিটঃ—অত্যাকুলং কথয়সি, ন শুধ্যতি মেহন্তরাত্মা; তৎকথয় সত্যম্।

শকারঃ—শবামি ভাবশ্শ শীশং অত্তণকেলকেহিং পাদেহিম্। তা শণ্ঠাবেহি বিঅঅম্। এশা মএ মালিদা। [শপে ভাবস্য শীর্ষমাত্মীয়াভ্যাং পাদাভ্যাম্, ততঃ সংস্থাপয় হৃদয়ম্। এষা ময়া মারিতা।]

বিটঃ—(সবিষাদম্) সত্যং ব্যাপাদিতা!

শকারঃ—জই মম বঅণে ন পত্তিআঅশি, তা পেক্খ পঢ়মং লশ্টিঅশালশণ্ঠাণাহ শুলত্তণম্। [যদি মম বচনে ন প্রত্যয়সে, তৎ পশ্য প্রথমং রাষ্ট্রিয়শ্যালসংস্থানস্য শূরত্বম্।] (ইতি দর্শয়তি)

বিটঃ—হা হতোঽস্মি মন্দভাগ্যঃ। (ইতি মূর্চ্ছিতঃ পততি)

শকারঃ—হী হী, উবলদে ভাবে। [হী হী, উপরতো ভাবঃ।]

চেটঃ—শমশ্শশদু শমশ্শদু ভাবে। অবিচালিঅং পবহণং আণন্তেণ জ্জেব মএ পঢ়মং মালিদা। [সমাশ্বসিতু সমাশ্বসিতু ভাবঃ। অবিচারিতং প্রবহণমানয়তৈব ময়া প্রথমং মারিতা।]

বিটঃ—(সমাশ্বস্য, সকরুণম্) হা বসন্তসেনে!

দাক্ষিণ্যোদকবাহিণী বিগলিতা যাতা স্বদেশং রতি-
হা হালঙ্কৃতভূষণে সুবদনে ক্রীড়ারসোদ্ভাসিনি!
হা সৌজন্যনাদি প্রহাসপুলিনে হা মাদৃশ্যামাশ্রয়ে!
হা হা নশ্যতি মন্মথস্য বিপণি সৌভাগ্যপণ্যাকরঃ ॥৩৮॥

(সাস্রম্) কষ্টং ভোঃ! কষ্টম্।

কিং নু নাম ভবেৎকার্যমিদং যেন ত্বয়া কৃতম্ ।
অপাপা পাপকল্পেন নগরশ্রীর্নিপাতিতা ॥৩৯॥

(স্বগতম্) অয়ে ! কদাচিৎ পাপ ইদমকার্যং ময়ি সংক্রাময়েৎ । ভবতু, ইতো গচ্ছামি । (ইতি পরিক্রামতি)

(শকার উপগম্য ধারয়তি)

বিটঃ—পাপ ! মা মা স্প্রাক্ষীঃ । অলং ত্বরা । গচ্ছাম্যহম্ ।

শকারঃ—অলে ! বশন্তশেণিঅং শঅং জ্জেব মালিঅ মং দূশিঅ কহিং পলাঅশি । শম্পদং ঈদিসে হগো অণাধে পাবিদে । [অধে ! বসন্তসেনাং স্বয়মেব মারয়িত্বা মাং দূষয়িত্বা কুত্র পলায়সে । সাম্প্রতমীদৃশোঽহমনাথঃ প্রাপ্তঃ]

বিটঃ—অপধ্বস্তোঽসি ।

শকারঃ— অত্থং শদং দেমি শূবণ্ণঅং দে কহাবণং দেমি শারাডিঅং দে ।
এশে দূশদ্দাণ ফলক্কমে মে শামণ্ণএ ভোদূ মণূশশআণম্ ॥৪০॥
[অর্থং শতং দদামি সুবর্ণকং তে কার্ষাপণং দদামি সবোডিণং তে ।
এষ দোষস্থানং পরাক্রমো মে সানান্যকো ভবতু মনুষ্যকাণম্ ॥]

বিটঃ—ধিক্, তবৈবাস্তু ।

চেটঃ—শন্তং পাবম্ । [শান্তং পাপম্] (শকারো হসতি)

বিটঃ— অপ্রীতির্ভবতু বিমুচ্যতাং হি হাসো ধিক্প্রীতিং পরিভবকারিকামনার্যাম্ ।
মা ভূচ্চ ত্বয়ি মম সঙ্গতং কদাচিদাচ্ছিন্নং ধনুরিব নির্গুণং ত্যজামি ॥৪১॥

শকারঃ—ভাবে ! পশীদ পশীদ । এহি । ণলিণীএ পবিশিঅ কীলেম্ব । [ভাব ! প্রসীদ প্রসীদ । এহি । নলিন্যাং প্রবিশ্য ক্রীড়াবঃ]

বিটঃ—অপতিতমপি তাবৎসেবমাণং ভবন্তং পতিতমিব জনোঽয়ং মন্যতে মামনার্যম্ ।
কথমহমনুষায়াং ত্বাং হতস্ত্রীকমেনং পুনরপি নগরস্ত্রীশঙ্কিতার্ধাক্ষিদৃষ্টম্ ॥৪২॥
(সকরুণম্) বসন্তসেনে !

অন্যাস্যামপি জাতৌ মা বেশ্যা ভূস্ত্বং হি সুন্দরি !
চারিত্র্যগুণসম্পন্নে জায়েথা বিমলে কুলে ॥৪৩॥

শকারঃ—মম কেলকে পুষ্ফকলণ্ডজিণ্ণুজ্জাণে বশন্তশেণিঅং মালিঅ কহিং পলাঅশি । এহি, মম আবুত্তশ্শ অগ্গদো ববহালং দেহি । [মদীয়ে পুষ্পকরণ্ডকজীর্ণোদ্যানে বসন্তসেনাং মারয়িত্বা কুত্র পলায়সে । এহি, মম আবুত্তস্যাগ্রতো ব্যবহারং দেহি]
(ইতি ধারয়তি)

বিটঃ—আঃ, তিষ্ঠ জাল্ম ! (ইতি খড়্গমাকর্ষতি)

শকারঃ—(সভয়মপসৃত্য) কিং লে, ভীদেশি, তা গচ্ছ । [কিং রে, ভীতোঽসি । তদ্গচ্ছ]

বিটঃ - (স্বগতম্) ন যুক্তমবস্থাতুম্ । ভবতু, যত্রার্যশর্বিলকচন্দনকপ্রভৃতয়ঃ সন্তি, তত্র গচ্ছামি । (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

শকারঃ—ণিধণং গচ্ছ । অলে থাবলকা পুত্তকা ! কীলিশে মএ কডে । [নিধং গচ্ছ । অরে স্থাবরক পুত্রক ! কীদৃশং ময়া কৃতম্]

চেটঃ—ভট্টকে । মহন্তে অকজ্জে কডে । [ভট্টক ! মহদকার্যং কৃতম্]

শকারঃ—অলে চেডে ! কিং ভণাশি অকজ্জ কডেত্তি । ভোদু, এব্বং দাব । (নানাভরণান্যবতার্য) গেহ্ন এদং অলংকারঅং মএ তাব দিণ্ণে । জেত্তিকে বেলে অলংকলেমি

তেত্তিকং বেলং মম। অণ্ণং তব। [অরে চেট ! কিং ভণস্যকার্যং কৃতমিতি। ভবতু, এবং তাবৎ। গৃহাণেমমলংকারম্। ময়া তাবদ্দত্তম্। যাবত্যাং বেলায়ামলঙ্করোমি তাবতীং বেলা মম। অন্যদা তব]

চেটঃ—ভট্টকে জ্জেব এদে শোহন্তি, কিং মম এদেহিম্। [ভট্টক এবৈতে শোভন্তে, কিং মমৈতৈঃ]

শকারঃ—তা গচ্ছ এদাইং গোণাইং গেহ্নিঅ মম কেলকাএ পাশাদবালগ্গপদোলিকাএ চিট্‌ঠ। জাব হগ্গে আঅশ্চামি। [তদ্গচ্ছ, এতৌ বৃষভৌ গৃহীত্বা মদীয়ায়াং প্রাসাদবালাগ্রপ্রতোলিকায়াং তিষ্ঠ। যাবদহমাগচ্ছামি]

চেটঃ—জং ভট্টকে আণবেদি। [যদ্ভট্টক আজ্ঞাপয়তি] (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

শকারঃ—অত্তপলিত্তাণে ভাবে গদে অদংশণম্। চেডং বি পাশাদবালগ্গপদোলিকাএ ণিগলগুলিদং কদুঅ থাবইশ্শম্। এব্বং মন্তে লক্‌খিদে ভোদি, তা গচ্ছামি। অধবা পেক্‌খামি দাব এদম্। কিং এশা মলা আদু পুণো বি মালইশ্শম্। (অবলোক্য) কধং শুমলা। ভোদু, এদিণা পাবালএণ পচ্ছাদেমি ণম্। অধবা ণামং কিদে এশে। তা কে বি অজ্জপুলিশে পচ্চহিজাণেদি। ভোদু, এদিণা বাদালীপুঞ্জিদেণ শুক্‌খপণ্ণপুডেণ পচ্ছাদেমি। (তথা কৃত্বা, বিচিন্ত্য) ভোদু, এব্বং দাব। শম্পদং অধিঅলণং গচ্ছিঅ ববহালং লিহাবেমি, জহা অত্থশ্শ কালণাদো শত্থবাহচালুদত্তাকেণ মমকেলকং পুষ্ফকলণ্ডকং জিণ্ণুজ্জাণং পবেশিঅ বশন্তশেণিআ বাবাদিদে ত্তি।

চালুদত্তবিণাশায় কলেমি কবডং ণবম্।
ণঅলীএ বিশুদ্ধাএ পশুঘাদং ব্ব দালুণম্ ॥৪৪॥

ভোদু, গচ্ছামি। (ইতি নিষ্ক্রম্য, দৃষ্ট্বা সভয়ম্) অবিদ মাদিকে। জেণ জেণ গচ্ছামি মগ্গেণ তেণ জ্জেব এশে দুট্ঠশমণকে গহিদকশাওদকং চীবলং গেহ্নিঅ আঅচ্ছদি। এশে মএ ণাশং চিছদিঅ বাহিদে কিদবেলে কদাবি মং পেক্‌খিঅ এদেণ মালিদে ত্তি পআইশ্শদি। তা কধং গচ্ছামি। (অবলোক্য) ভোদু, এদং অদ্ধপডিদং পাআলখণ্ডং উল্লঙ্ঘিঅ গচ্ছামি।

এশে ম্হি তুলিদতুলিদে লঙ্কাণঅলীএ গঅণে গচ্ছন্তে।
ভূমিএ পাআলে হণুমশিহলে বিঅ মহেন্দে ॥৪৫॥

[আত্মপরিত্রাণে ভাবো গতোঽদর্শনম্। চেটমপি প্রাসাদবালাগ্রপ্রতোলিকায়াং নিগড়পূরিতং কৃত্বা স্থাপয়িষ্যামি। এবং মন্ত্রো রক্ষিতো ভবতি, তদ্গচ্ছামি। অথবা পশ্যামি তাবদেনাম্—কিমেষা মৃতা। অথবা পুনরপি মারয়িষ্যামি। কথং সুমৃতা। ভবতু, এতেন প্রাবারকেণ প্রচ্ছাদয়াম্যেনাম্। অথবা নামাঙ্কিত এষঃ, তৎকোঽপ্যার্যপুরুষঃ প্রত্যভিজ্ঞাস্যতি। ভবতু, এতেন বাতালীপুঞ্জিতেন শুষ্কপর্ণপুটেন প্রচ্ছাদয়ামি। ভবতু, এবং তাবৎ। সাম্প্রতমধিকরণং গত্বা ব্যবহারং লেখয়ামি, যথা—অর্থস্যাকারণাৎ সার্থবাহকচারুদত্তকেন মদীয়ং পুষ্পকরণ্ডকং জীর্ণোদ্যানং প্রবেশ্য বসন্তসেনা ব্যাপাদিতেতি।

চারুদত্তবিনাশায় করোমি কপটং নবম্।
নগর্যাং বিশুদ্ধায়াং পশুঘাতমিব দারুণম্ ॥

ভবতু, গচ্ছামি। অবিদ মাদিকে। যেন যেন গচ্ছামি মার্গেণ, তেনৈবৈষ দুষ্ট-

শ্রমণকো গৃহীতকষায়োদকং চীবরং গৃহীত্বাগচ্ছতি। এষ ময়া নাসাং ছিত্বা বাহিতঃ কৃতবৈরঃ কদাপি মাং প্রেক্ষ্যৈতেন মারিতেতি প্রকাশয়িষ্যতি। তৎ কথং গচ্ছামি। ভবতু, এতমর্ধপতিতং প্রাকারখণ্ডমুল্লঙ্ঘ্য গচ্ছামি।

এষোঽস্মি ত্বরিতত্বরিতো লঙ্কানগর্যাং গগনে গচ্ছন্।
ভূম্যাং পাতালে হনূমচ্ছিখর ইব মহেন্দ্রঃ ॥] (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

(প্রবিশ্যাপটীক্ষেপেণ)

সংবাহকো ভিক্ষুঃ—পক্খালিদে এশে মএ চীবলখণ্ডে। কিং ণু হু শাহাএ শুক্খাবইশ্শম্। ইধ বাণলা বিলুম্পন্তি। কিং ণু হু ভূমীএ ধূলীদোশে হোদি, তা কহিং পশালিঅ শুক্খাবইশ্শম্। (দৃষ্ট্বা) ভোদু, ইধ বাদালীপুঞ্জিদে শুক্খবত্তসণ্ডএ পশালইশ্শম্। (তথা কৃত্বা) ণমো বুদ্ধশ্শ। (ইত্যুপবিশতি) ভোদু, ধম্মক্খলাইং উদাহলামি। ('পঞ্চজ্জণ জেণ মালিদা' ইত্যাদি পূর্বোক্তং পঠতি) অধবা অলং মম এদেণ শগ্গেণ। জাব তাএ বশন্তশেণিআএ বুদ্ধোবাশিআএ পচ্চুবআলং ণ কলেমি, জাএ দশাণং শুবণ্ণকাণং কিদে জূদিঅলেহিং ণিক্কীদে, তদো পহুদি তাএ কীদং বিঅ অত্তাণঅং অবগচ্ছামি। (দৃষ্ট্বা) কিং ণু খু পণ্ণোদলে শমুশ্শশদি। অথবা

বাদাদবেণ তত্তা চীবলতোএণ তিম্মিদা পত্তা।
এদে বিথিণ্ণপত্তা মণ্ণে পত্তা বিঅ ফুলন্তি ॥৪৬॥

[প্রক্ষালিতমেতন্ময়া চীবরখণ্ডম্। কিং নু খলু শাখায়াং শুষ্কং করিষ্যামি। ইহ বানরা বিলুম্পন্তি। কিং নু খলু ভূম্যাম্ ধূলীদোষো ভবতি। তৎ কুত্র প্রসার্য শুষ্কং করিষ্যামি। ভবতু, ইহ বাতালীপুঞ্জিতে শুষ্কপত্রসঞ্চয়ে প্রসারয়িষ্যামি। নমো বুদ্ধায়। ভবতু, ধর্মাক্ষরাণ্যুদাহরামি। অথবালং মমৈতেন স্বর্গেণ। যাবত্তস্যা বসন্তসেনায়া বুদ্ধোপাসিকায়াঃ প্রত্যুপকারং ন করোমি, যয়া দশানাং সুবর্ণকানাং কৃতেন দ্যূতকারাভ্যাং নিষ্ক্রীতঃ, ততঃ প্রভৃতি তয়া ক্রীতমিবাত্মানমবগচ্ছামি। কিং নু খলু পর্ণোদরে সমুচ্ছ্বসিতি। অথবা

বাতাতপেন তপ্তানি চীবরতোয়েন স্তিমিতানি পত্রাণি।
এতানি বিস্তীর্ণ পত্রাণি মন্যে পক্ষিণ ইব স্ফুরন্তি ॥]

(বসন্তসেনা সংজ্ঞাং লব্ধা, হস্তং দর্শয়তি)

ভিক্ষুঃ—হা হা, শুদ্ধালংকালভূশিদে ইত্থিআহত্থে ণিক্কমদি। কধং দুদিএ বি হত্থে। (বহুবিধং নির্বর্ণ্য) পচ্চভিআণামি বিঅ এদং হত্থম্। অধবা, কি বিচালেণ। শচ্চং শে জ্জেব হত্থে জেণ মে অভঅং দিণ্ণম্। ভোদু, পেক্খিশ্শম্। (নাট্যেনোদ্ঘাট্য দৃষ্ট্বা, প্রত্যভিজ্ঞায় চ) শা জ্জেব বুদ্ধোবাশিআ। [হা হা, শুদ্ধালংকারভূষিতঃ স্ত্রীহস্তো নিষ্ক্রামতি। কথং দ্বিতীয়োঽপি হস্তঃ। প্রত্যভিজানামীবৈতং হস্তম্। অথবা, কিং বিচারেণ। সত্যং স এব হস্তো যেন মেঽভয়ং দত্তম্। ভবতু, পশ্যামি। সৈব বুদ্ধোপাসিকা।]

(বসন্তসেনা পানীয়মাকাঙ্ক্ষতি)

ভিক্ষুঃ—কধং উদঅং মগ্গেদি। দূলে চ দিগ্ঘিআ। কিং দাণিং এত্থ কলইশ্শম্। ভোদু, এদং চীবলং শে উবলি গালইশ্শম্। [কথং উদকং যাচতে। দূরে চ

দীর্ঘিকা, কিমিদানীমত্র করিষ্যামি। ভবতু, এতচ্চীবরমস্যা উপরি গালয়িষ্যামি।] (তথা করোতি।)

(বসন্তসেনা সংজ্ঞাং লব্ধোত্তিষ্ঠতি, ভিক্ষুঃ পটান্তেন বীজয়তি)

বসন্তসেনা—অজ্জ ! কো তুমং। (আর্য ! কস্তম্।)

ভিক্ষুঃ—কিং মং ণ শুমলেদি বুদ্ধোবাশিআ দশশুবণ্ণণিক্কীদম্। (কিং মাং ন স্মরতি বুদ্ধোপাসিকা দশসুবর্ণনিষ্ক্রীতম্।)

বসন্তসেনা—সুমরামি, ণ উণ জধা অজ্জো ভণাদি। বরং অহং উবরদা জ্জেব। (স্মরামি, ন পুনর্যথার্যো ভণতি। বরমহমুপরতৈব।)

ভিক্ষুঃ—বুদ্ধোবাশিএ ! কিং ণেদম্। (বুদ্ধোপাসিকে ! কিং ন্বিদম্।)

বসন্তসেনা (সনির্বেদম্।) জং সরিসং বেসভাবস্স। (যৎ সদৃশং বেশভাবস্য।)

ভিক্ষুঃ—উট্ঠেদু উট্ঠেদু বুদ্ধোবাশিআ এদং পাদবসমীবজাদং লদং ওলম্বিঅ। (উত্তিষ্ঠতূত্তিষ্ঠতু বুদ্ধোপাসিকৈতাং পাদপসমীজাতাং লতামবলম্ব্য।) ইতি লতাং নাময়তি)

(বসন্তসেনা গৃহীত্বোত্তিষ্ঠতি)

ভিক্ষুঃ—এদশ্শিং বিহালে মম ধম্মবহিণিআ চিট্ঠদি। তহিং শমশ্শশিদমআ ভবিঅ উবাশিআ গেহং গমিশ্শদি। তা শেণং শেণং গচ্ছদু বুদ্ধোবাশিআ। (ইতি পরি ক্রামতি, দৃষ্ট্বা) ওশলধ অজ্জা ! ওশলধ ! এশা তলুণী ইত্থিআ, এশো ভিকখুত্তি শুদ্ধে মম এশে ধম্মে।

হত্থশঞ্জদো মুহশঞ্জদো ইন্দিয়শঞ্জদো শে খু মাণুশে।
কিং কলেদি কাঅউলে তশ্শ পললোও হত্থে নিচ্চলে ॥৪৭॥

(এতোস্মিন্ বিহারে মম ধর্মভগিনী তিষ্ঠতি। তত্র সমাশ্বস্তমনা ভুত্বোপাসিকা গেহং গমিষ্যতি॥ তচ্ছনৈঃ শনৈর্গচ্ছতু বুদ্ধোপাসিকা। অপসরত আর্যাঃ। অপসরত। এষা তরুণী স্ত্রী, এষ ভিক্ষুরিতি শুদ্ধো মমৈষ ধর্মঃ।)

হস্তসংযতো মুখসংযতঃ ইন্দ্রিয়সংযতঃ স খলু মনুষ্যঃ।
কিং করোতি রাজকুলং তস্য পরলোকো হস্তে নিশ্চলঃ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ)

॥ ইতি বসন্তসেনামোটনো নামাষ্টমোঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × **নবমোঽঙ্কঃ** × × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি শোধনকঃ)

শোধনকঃ—আণত্তম্হি অধিঅরণভোইএহিং—'অরে সোহণআ ! ববহারমণ্ডবং গদুঅ আসণাইং সজ্জীকরেহি ত্তি। তা জাব অধিঅরণমণ্ডবম্ সজ্জিদুং গচ্ছামি (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) এদং অধিঅরণমণ্ডবম্। এদং পবিসামি। (প্রবিশ্য), সংমার্জ্যাসনমাধায় বিবিত্তং কারিদং মএ অধিঅরণমণ্ডবম্। বিরইদা মএ আসণা। তা জাব অধিঅরণিআণং উণ ণিবেদেমি। (পরিক্রম্যাবালাক্য চ) কধং এসো রাট্ঠিঅস্সালো দুট্ঠদুজ্জণমণুস্সো ইদো এব্ব আঅচ্ছদি। তা দিট্ঠিপধং পরিহরিঅ গমিস্সম্। (আজ্ঞপ্তোঽস্ম্যধিকরণভোজকৈঃ—'অরে শোধনক ! ব্যব-

হারমণ্ডপং গত্বাসনানি সজ্জীকুরু' ইতি। তদ্যাবদধিকরণমণ্ডপং সজ্জিতুং গচ্ছামি। এষোঽধিকরণমণ্ডপঃ। এষ প্রবিশামি। বিবিক্তঃ কারিতো ময়াধিকরণমণ্ডপঃ। বিরচিতানি ময়াসনানি। তদ্যাবদধিকরণিকানাং পুনর্নিবেদয়ামি। কথমেষ রাষ্ট্রিয়শ্যালো দুষ্টদুর্জনমনুষ্য ইত এবাগচ্ছতি। তদ্দৃষ্টিপথং পরিহৃত্য গমিষ্যামি।)

(ইত্যেকান্তে স্থিতঃ)

(ততঃ প্রবিশত্যুজ্জ্বলবেষধারী শকারঃ)

শকারঃ— হ্নাদেহং শলিলজলেহিং পাণিএহিং উজ্জাণে উববণকাণণে ণিশণ্ণে।
ণালীহিং শহ জুবদীহিং ইশ্তিআহিং গন্ধব্বেহিং শুবিহিদএহিং অঙ্গকেহিম ॥১॥
খণেণ গণ্ঠী খণজূলকে মে খণেণ বালা খলকুন্তলে বা।
খণেণ মুক্কে খণ উদ্ধচূডে চিত্তে বিচিত্তে হুগে লাঅশালে ॥২॥
অবি, অ বিশগণ্ঠিগব্ভ পরিশ্টেণ বিঅ কীড এণ অন্তলং মগ্গমাণেণ পাবিদং মএ মহদন্তলম্। তা কশ্শ এদং কিবিণচেশ্টিঅং পাডইশ্শম্। (স্মৃত্বা) আং, শুমলিদং মএ। দলিলদচালুদত্তশ্শ এদং কিবিণচেশ্টিঅং পাডইশ্শম্। অণ্ণং চ, দলিদ্দে খু শে। তশ্শ শব্বং শম্ভাবীঅদি। ভোদু, অধিঅলণমণ্ডবং গদুঅ তগ্গদো ববহালং লিহাবইশ্শম্, জধা—চালুদত্তকেণ বশন্তশেণিআ মোডিঅ মালিদা। তা জাব অধিঅলণমণ্ডবং জ্জেব্ব গচ্ছামি। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) এশং তং অধিঅলণমণ্ডবম্। এত্থ পবিশামি। (প্রবিশ্যাবলোক্য চ) কধং আশণাহং দিণ্ণইং চিশ্টন্তি। জাব আঅশ্শন্তি অধিঅলণভোইআ; দাব এদশ্শিং দুব্বচত্তলে মুহুত্তঅং উববিশিঅ পডিবালইশ্শম্।
(স্নাতোঽহং সলিলজলৈঃ পাণীয়ৈরুদ্যান উপবনকাননে নিষণ্ণঃ।
নারীভিঃ সহ যুবতীভিঃ স্ত্রীভির্গন্ধর্বৈঃ সুবিহিতৈরঙ্গকৈঃ ॥
ক্ষণেণ গ্রন্থিঃ ক্ষণ জূলিকা মে ক্ষণেন বালাঃ ক্ষণকুন্তলা বা।
ক্ষণেন মুক্তাঃ ক্ষণ মূর্ধচূড়াশ্চিত্রো বিচিত্রোঽহং রাজশ্যালঃ ॥
অপি চ, বিষগ্রন্থিগর্ভপ্রবিষ্টেনেব কীটকেনান্তরং মার্গমাণেন প্রাপ্তং ময়া মহদন্তরম্। তৎ কস্যেদং কৃপণচেষ্টিতং পাতয়িষ্যামি। আং, স্মৃতং ময়া! দরিদ্রচারুদত্তস্যেদং কৃপণচেষ্টিতং পাতয়িষ্যামি। অন্যাচ্চ, দরিদ্রঃ খলং সঃ। তস্য সর্বং সম্ভাব্যতে। ভবতু, অধিকরণমণ্ডপং গত্বাঽগ্রতো ব্যবহারং লেখয়িষ্যামি, যথা—চারুদত্তেন বসন্তসেনা মোটয়িত্বা মারিতা। তদ্যাবদধিকরণ মণ্ডপমেব গচ্ছামি। এষ সোঽধিকরণমণ্ডপঃ (অত্র প্রবিশামি। কথমাসনানি দত্তানি তিষ্ঠন্তি। যাবদাগচ্ছন্ত্যধিকরণ ভোজকাঃ, তাবদেতস্মিন্ দূর্বাচত্বরে মুহূর্তমুপবিশ্য প্রতিপালয়িষ্যামি।)

(তথা স্থিতঃ)

শোধনকঃ—(অন্যতঃ পরিক্রম্য, পুরো দৃষ্ট্বা) এদে অধিঅরণিআ আঅচ্ছন্তি; তা জাব উবসপ্পামি। (এতেঽধিকরণিকা আগচ্ছন্তি; তদ্যাবদুপসর্পামি।)
(ইত্যুপসর্পতি)

(ততঃ প্রবিশতি শ্রেষ্ঠিকায়স্থাদিপরিবৃতোঽধিকরণিকঃ)

অধিকরণিকঃ—ভো ভোঃ শ্রেষ্ঠিকায়স্থৌ!

শ্রেষ্ঠিকায়স্থৌ—আণবেদু অজ্জো। (আজ্ঞাপয়ত্বার্যঃ)
অধিকরণিকঃ—অহো! ব্যবহারপরাধীনতয়া দুষ্করং খলু পরচিত্তগ্রহণমধিকরণিকৈঃ

ছন্নং কার্যমুপক্ষিপন্তি পুরুষা ন্যায়েন দূরীকৃতং
স্বান্দোষান্ কথয়ন্তি নাধিকরণে রাগাভিভূতাঃ স্বয়ম্।
তৈঃ পক্ষাপরপক্ষবর্ধিত বলৈর্দোষৈর্নৃপঃ স্পৃশ্যতে
সংক্ষেপাদপবাদ এব সুলভো দ্রষ্টুর্গুণো দূরতঃ ॥৩॥

অপি চ,—

ছন্নং দোষমুদাহরন্তি কুপিতা ন্যায়েন দূরীকৃতাঃ
স্বান্দোষান্ কথয়ন্তি নাধিকরণে সন্তোঽপি নষ্টা ধ্রুবম্।
যে পক্ষাপরপক্ষদোষসহিতাঃ পাপানি সংকুর্বতে
সংক্ষেপাদপবাদ এব সুলভো দ্রষ্টুর্গুণো দূরতঃ ॥৪॥

যতোঽধিকরণিকঃ খলু

শাস্ত্রজ্ঞঃ কপটানুসারকুশলো বক্তা ন চ ক্রোধন-
স্তুল্যো মিত্রপরস্বকেষু চরিতং দৃষ্টৈব দত্তোত্তরঃ।
ক্লীবান্ পালয়িতা শঠান্ ব্যথয়িতা ধর্ম্যো ন লোভান্বিতো
দ্বার্ভাবে পরতত্ত্ববদ্ধহৃদয়ো রাজ্ঞশ্চ কোপাপহঃ ॥৫॥

শ্রেষ্ঠিকায়স্থৌ—অজ্জস্স বি ণাম গুণে দোসো ত্তি বুচ্চদি। জই এব্বং, তা চন্দালোএ বি অন্ধআরো ত্তি বুচ্চদি। (আর্যস্যাপি নাম গুণে দোষ ইত্যুচ্যতে। যদ্যেবম্, তদা চন্দ্রালোকেঽপ্যন্ধকার ইত্যুচ্যতে।)
অধিকরণিকঃ—ভদ্র শোধনক! অধিকরণমণ্ডপস্য মার্গমাদেশয়।
শোধনকঃ—এদু এদু অধিঅরণভোইত্ত! এদু। (এত্বেত্বধিকরণভোজক! এতু)

(ইতি পরিক্রামন্তি)

শোধনকঃ—এদং অধিঅরণমণ্ডবম্। তা পবিসন্তু অধিঅরণভোইআ। (অয়মধিকরণমণ্ডপঃ, তৎ প্রবিশন্ত্বধিকরণভোজকাঃ।)

(সর্বে চ প্রবিশন্তি)

অধিকরণিকঃ—ভদ্র শোধনক! বহির্নিষ্ক্রম্য জ্ঞায়তাম্ 'কঃ কঃ কার্যার্থী' ইতি।
শোধনকঃ—জং অজ্জো আণবেদি। (ইতি নিষ্ক্রম্য) অজ্জা। অধিঅরণিআ ভণন্তি—'কো কো ইধ কজ্জথী' ত্তি। (যদার্য আজ্ঞাপয়তি। আর্যাঃ! অধিকরণিকা ভণন্তি—'কঃ ক ইহ কার্যার্থী' ইতি।)
শকারঃ—(সহর্ষম্) উবস্থিএ অধিঅলণিএ। (সাটোপং পরিক্রম্য) হগে বলপুলিশে মণুশ্শে বাশুদেবে লাষ্টিঅশালে লাঅশালে কজ্জ থী। (উপস্থিতা অধিকরণিকাঃ। অহং বরপুরুষো মনুষ্যো বাসুদেবো রাষ্ট্রিয়শ্যালো রাজশ্যালঃ কার্যার্থী।)
শোধনকঃ—(সসম্ভ্রমম্) হীমাদিকে পঢমং জ্জেব রাট্ঠিঅসালো কজ্জথী। ভোদু অজ্জ! মুহুত্তং চিট্ঠ। দাব অধিঅরণিআণং ণিবেদেমি। (উপগম্য) অজ্জা! এসো খু রাট্ঠিঅসালো কজ্জথী ববহারং উবত্থিদো। (হন্ত, প্রথমমেব রাষ্ট্রিয়শ্যালঃ কার্যার্থী। ভবতু, আর্য! মুহূর্তং তিষ্ঠ। তাবদধিকরণিকানাং নিবেদয়ামি। আর্যাঃ; এষ খলু রাষ্ট্রিয়শ্যালঃ কার্যার্থী ব্যবহারমুপস্থিতঃ।)
অধিকরণিকঃ—অথং প্রথমমেব রাষ্ট্রিয়শ্যালঃ কার্যার্থী। যথা সূর্যোদয়ে উপরাগো

মহাপুরুষনিপাতমেব কথয়তি। শোধনক! ব্যাকুলেনাদ্য ব্যবহারেণ ভবিতব্যম্। ভদ্র! নিষ্ক্রম্যোচ্যতাম—'গচ্ছদ্য, ন দৃশ্যতে তব ব্যবহারঃ' ইতি।

শোধনকঃ—জং অজ্জো আণবেদি ত্তি। (নিষ্ক্রম্য, শকারমুপগম্য) 'অজ্জ! অধিঅরণিআ ভণন্তি—'অজ্জ! গচ্ছ। ণ দীসদি তব ববহারো ত্তি'। (যদার্য আজ্ঞাপয়তীতি। আর্য! অধিকরণিকা ভণন্তি 'অদ্য গচ্ছ। ন দৃশ্যতে তব ব্যবহারঃ'।)

শকারঃ—(সক্রোধম্) আঃ, কিং ণ দীশদি মম ববহালে। জই ণ দীশদি, তদো আবুত্তং লাআণং পালঅং বহিণীবদিং বিণ্ণবিঅ বহিণিং অত্তিকং চ বিণ্ণবিঅ এদং অধিঅলণিঅং দূলে ফেলিঅ এত্থ অণ্ণং অধিঅলণিঅং ঠাবইশ্শম্। (আঃ, কিং ন দৃশ্যতে মম ব্যবহারঃ! যদি ন দৃশ্যতে, তদাবুত্তং রাজানং পালকং ভগিনীপতিং বিজ্ঞাপ্য ভগিনীং মাতরং চ বিজ্ঞাপ্যৈতমধিমরণিকং দূরীকৃত্যা-ত্রান্যমধিকরণিকং স্থাপয়িষ্যামি।)

(ইতি গন্তুমিচ্ছতি)

শোধনকঃ—অজ্জ রাট্ঠিঅশালঅ! মুহুত্তঅং চিট্ঠ। দাব অধিঅরণিআণং নিবেদেমি। (অধিকরণিকমুপগম্য) এসো রাট্ঠিঅশালো কুবিদো ভণাদি। (আর্য রাষ্ট্রিয়-শ্যাল! মুহূর্তং তিষ্ঠ। তবদধিকরণিকানাং নিবেদয়ামি। এষ রাষ্ট্রিয়শ্যালঃ কুপিতো ভণতি।) (ইতি তদুক্তং ভণতি)

অধিকরণিকঃ—সর্বমস্য মূর্খস্য সম্ভাব্যতে। ভদ্র! উচ্যতাম্—'আগচ্ছ, দৃশ্যতে তব ব্যবহারঃ'।

শোধনকঃ—(শকারমুপগম্য) অজ্জ! অধিঅরণিআ ভণন্তি—'আঅচ্ছ, দীসদি তব ববহারো'; তা পবিসদু অজ্জো। (আর্য! অধিকরণিকা ভণন্তি—'আগচ্ছ, দৃশ্যতে তব ব্যবহারঃ'; তৎ প্রবিশত্বার্যঃ।)

শকারঃ—হী, পঢ়মং ভণন্তি—'ণ দীশদি, শম্পদং দীশদি' ত্তি। তা ণাম ভীদভীদা অধিঅলণভোইআ। জেত্তিঅং হগ্গে ভণিশ্শং তেত্তিঅং পত্তিআবইশ্শম্। ভোদু, পবিশামি (প্রবিশ্যোপসৃত্য) শুশুহং অম্হাণং, তুম্হাণংপি শুহং দেমি ণ দেমি অ। (হী, প্রথমং ভণন্তি ন দৃশ্যতে, সাম্প্রতং দৃশ্যত ইতি। তন্নাম ভীতভীতা অধিকরণভোজকাঃ, যদ্যদহং ভণিষ্যামি তত্তৎপ্রত্যায়য়িষ্যামি। ভবতু, প্রবিশামি। সুসুখমস্মাকম্, যুষ্মাকমপি সুখং দদামি ন দদামি চ।)

অধিকরণিকঃ—(স্বগতম্) অহো, স্থিরসংস্কারতা ব্যবহারার্থিনঃ। (প্রকাশম্) উপবিশ্যতাম্।

শকারঃ—আং অত্তণকেলকাশে ভুমী। তা জহিং মে লোঅদি তহিং উববিশামি। (শ্রেষ্ঠিনং প্রতি) এশ উববিশামি। (শোধনকং প্রতি) ণং এত্থ উববিশামি। (ইত্যাধিকরণিমস্তকে হস্তং দত্ত্বা) এশ উববিশামি। (শোধনকং প্রতি) ণং এত্থ উববিশ্বামি ((ইত্যাধিকরণিক মস্তকে হস্তং দত্ত্বা) এশ উপবিশামি। (আং আত্মীয়ৈষা ভূমিঃ। তদ্যত্র মহ্যং রোচতে তত্রোপবিশামি। এষ উপবিশামি। নন্বত্রোপবিশামি। এষ উপবিশামি)। (ইতি ভূমাবুপবিশতি)

অধিকরণিকঃ—ভবান্ কার্যার্থী।

শকারঃ—অধ ইম্। (অথ কিম্)

অধিকরণিকঃ—তৎ কার্যং কথয়।

শকারঃ—কণ্ণে কজ্জং কথইশ্শম্। এশ্বং বড্ডকে মল্লকপ্পমাণাহ কুলে হগ্গে জাদে।
লাঅশশুলে মম পিদা লাআ তাদশ্শ হোই জামাদা।
লাঅশিআলে হগ্গে মমাবি বহিণীবদী লাআ ॥৬॥
(কর্ণে কার্যং কথয়িষ্যামি। এবং বর্হতি মল্লকপ্রমাণস্য কুলেঽহং জাতঃ।
রাজশ্বশুরো মম পিতা রাজা তাতস্য ভবতি জামাতা।
রাজশ্যালোঽহং মমাপি ভগিনীপতী রাজা ॥)

অধিকরণিকঃ—সর্বং জ্ঞায়তে,
কিং কুলেনোপদিষ্টেন শীলমেবাত্র কারণম্।
ভবন্তি নিতরাং স্ফীতাঃ সুক্ষেত্রে কণ্টকিদ্রুমাঃ ॥৭॥
তদুচ্যতাং কার্যম্।

শকারঃ—এশ্বং ভণামি, অবলদ্ধাহ বি ণ অ মে কিং পি কলইশ্শদি, তদো তেন বহিণীবদিণা পরিতুশ্টেণ মে কীলিদুং শশ্বুজ্জাণাণং পবলে পুপ্ফকলণ্ডকজিণ্ণুজ্জাণে দিণ্ণে। তহিং চ পেক্খিদুং অণুদিঅহং শোশাবেদুং শোধাবেদুং পোখাবেদুং লুণাবেদুং গচ্ছামি। দেব্বজোএণ পেক্খামি, ণ পেক্খামি বা, ইত্থিআশলীলং ণিবডিদম্। (এবং ভণামি, অপরাদ্ধস্যাপি ন চ মে কিমপি করিষ্যতি, ততস্তেন ভগিণীপতিনা পরিতুষ্টেন চ ক্রীড়িতুং রক্ষিতুং সর্বোদ্যানানাং প্রবরং পুষ্পকরণ্ডকজীর্ণোদ্যানং দত্তম্। তত্র চ প্রেক্ষিতুমনুদিবসং শুষ্কং কারয়িতুং শোধয়িতুং পুষ্টং কারয়িতুং লুণং কারয়িতুং গচ্ছামি। দৈবযোগেন পশ্যামি ; ন পশ্যামি বা, স্ত্রীশরীরং নিপতিতম্)

অধিকরণিকঃ—অথ জ্ঞায়তে কা স্ত্রী বিপন্নেতি !

শকারঃ— হংহো অধিঅলণভোইআ ! কিং তি ণ জাণামি। তং তাদিশিং ণঅলমণ্ডণং কণ্ণশদভুশণিঅং কেণ বি কুপুত্তেণ অত্থকল্লবত্তশ্শ কালণাদো শুণ্ণং পুপ্ফকলণ্ডকজিণ্ণুজ্জাণং পবেশিঅ বাহুপাশবলক্কালেণ বশন্তশেণিআ মালিদা, ণ মএ। (অহো অধিকরণভোজকাঃ। কিমিতি ন জানামি। তাং তাদৃশীং নগরমণ্ডণং কাঞ্চনশতভূষণাং কেনাপি কুপুত্রেণার্থকল্যবর্তস্য কারণাচ্ছূন্যং পুষ্পকরণ্ডকজীর্ণোদ্যানং প্রবেশ্য বাহুপাশবলাৎকারেণ বসন্তসেনা মারিতা, ণ ময়া)।

(ইত্যর্ধোক্তে মুখমাবৃণোতি)

অধিকরণিকঃ—অহো নগররক্ষিণাং প্রমাদঃ। ভোঃ শ্রেষ্ঠিকায়স্থৌ ! ণ ময়েতি ব্যবহারপদং প্রথমমভিলিখ্যতাম্।

কায়স্থঃ—জং অজ্জো আণবেদি। (তথা কৃত্বা) অজ্জ ! লিহিদম্। (যদার্য আজ্ঞাপয়তি। আর্য ! লিখিতম্)।

শকারঃ—(স্বগতম্) হীমাদিকে, উত্তলাঅন্তেণ বিঅ পাঅশপিণ্ডালকেণ অজ্জ মএ অত্তা এশ্ব ণিণ্ণাশিদো। ভোদু, এশ্বং দাব। (প্রকাশম্) অহো অধিঅলণভোইআ ! ণং ভণামি, মএ জ্জেব দিশ্টা। কিং কোলাহলং কলেধ। (আশ্চর্যম্, ত্বরাং কুর্বাণেনেব পায়সপিণ্ডারকেণাদ্য ময়াত্মৈব নির্নাশিতঃ। ভবতু। এবং তাবৎ। অহো অধিকরণভোজকাঃ ! ননু ভণামি, ময়ৈব দৃষ্টা। কিং কোলাহলং কুরুতে)। (ইতি পাদেন লিখিতং প্রোঞ্ছতি)

অধিকরণিকঃ – কথং ত্বয়া জ্ঞাতং যথা খল্বর্থনিমিত্তং বাহুপাশেন ব্যাপাদিতা।

শকারঃ—হংহো, ণূণং পডিশূণাএ মোঘট্‌ট্‌ঠণাএ গীবালিআএ ণিশূবণ্ণকেহিং আহলণট্‌ঠাণেহিং তক্কেমি। (হংহো, নূনং পরিশূন্যয়া মোঘস্থানয়া গ্রীবালিকয়া নিঃস্বুবর্ণকৈরাভরণস্থানৈস্তর্কয়ামি।)

শ্রেষ্ঠিকায়স্থৌ—জূজ্জদি বিঅ। (যূজ্যত ইব।)

শকারঃ—(স্বগতম) দিশ্টিআ পচ্ছুজ্জীবিদ ম্হি। অবিদ মাদিকে। (দিষ্ট্যা প্রত্যুজ্জীবিতোহস্মি। অবিদ মাদিকে।)

শ্রেষ্ঠিকায়স্থৌ—ভো! কং এসো ববহারো অবলম্বদি। (ভোঃ কমেষ ব্যবহারোঽবলম্বতে।)

অধিকরণিকঃ—ইহ হি দ্বিবিধো ব্যবহারঃ।

শ্রেষ্ঠিকায়স্থৌ—কেরিসো। (কীদৃশঃ।)

অধিকরণিকঃ—বাক্যানুসারেণ, অর্থানুসারেণ চ। যস্তাবদ্বাক্যানুসারেণ, স খল্বর্থিপ্রত্যর্থিভ্যঃ। যশ্চার্থানুসারেণ স চাধিকরণিকবুদ্ধিনিষ্পাদ্যঃ।

শ্রেষ্ঠিকায়স্থৌ—তা বসন্তসেণামাদরং অবলম্বদি ববহারো। (তদ্বসন্তসেনামাতরমবলম্বতে ব্যবহারঃ।)

অধিকরণিকঃ—এবমিদম্‌। ভদ্র শোধনক! বসন্তসেনামাতরমনুদ্বেজয়ন্নাহ্বয়।

শোধনকঃ—তধা। (ইতি নিষ্ক্রম্য, গণিকামাত্রা সহ প্রবিশ্য) এদু এদু অজ্জা। (তথা, এত্বেত্বার্যা।)

বৃদ্ধা—গদা মে দারিআ মিত্তঘরঅং অত্তণো জোব্বণং অনুভবিদুম্‌। এসো উণ দীহাউ ভণাদি—'আঅচ্ছ, অবিঅরণিও সদ্দাবেদি ; তা মোহপরবসং বিঅ অত্তাণঅং অবগচ্ছামি। হিঅঅং মে থরথরেদি। অজ্জ। আদেসেহি মে অধিঅরণমণ্ডিবস্স মগ্গম্‌। (গতা মে দারিকা মিত্রগৃহমাত্মনো যৌবনমনুভবিতুম্‌। এষ পুনর্দীর্ঘায়ুর্ভণতি—'আগচ্ছ, অধিকরণিক আহ্বয়তি ; তন্মোহপরবশমিবাত্মানমবগচ্ছামি। হৃদয়ং মে প্রকম্পতে। আর্য! আদিশ মহ্যমধিকরণমণ্ডপস্য মার্গম্‌।)

শোধনকঃ—এদু এদু অজ্জা। (এত্বেত্বার্যা।) (উভৌ পরিক্রামতঃ) এদং অধিঅরণমণ্ডব। এত্থ পবিসদু অজ্জা। (এষোঽধিকরণমণ্ডপঃ। অত্র প্রবিশত্বার্যা।)

(ইতুভৌ প্রবিশতঃ)

বৃদ্ধা—(উপসৃত্য) সুহং তুহ্মাণং ভোদু ভাবমিস্সাণম্‌। (সুখং যুষ্মাকঃ ভবতু ভাবমিশ্রাণাম্‌।)

অধিকরণিকঃ—ভদ্রে। স্বাগতম্‌ ; আস্যতাম্‌।

বৃদ্ধা—তধা। (তথা।) (ইত্যুপবিষ্টা)

শকারঃ—(সাক্ষেপণম্‌) আগদাশি বুড্ঢকুট্টিণি। আগদাশি। (আগতাসি বৃদ্ধকুট্টিণি! আগতাসি।)

অধিকরণিকঃ—অয়ে ত্বং কিল বসন্তসেনায়া মাতা।

বৃদ্ধা—অধ ইম্‌। (অথ কিম্‌।)

অধিকরণিকঃ—অথেদানীং বসন্তসেনা ক্ব গতং।

বৃদ্ধা—মিত্তঘরঅম্‌। (মিত্রগৃহম্‌।)

অধিকরণিকঃ—কিং নামাধেয়ং তস্যা মিত্রম্।

বৃদ্ধা—(স্বগতম্) হদ্ধী হদ্ধী ; অদিলজ্জণীয়অং খু এদম্। (প্রকাশম্) জণস্স পুচ্ছণীও অঅং অত্থো, ণ উণ অধিঅরণিঅস্স। (হা ধিক্ হা ধিক্, অতিলজ্জনীয়ং খল্বিদম্। জনস্য পৃচ্ছনীয়োঽয়মর্থঃ, ন পুনরধিকরণিকস্য।)

অধিকরণিকঃ—অলং লজ্জয়া ; ব্যবহারস্ত্বাং পৃচ্ছতি।

শ্রেষ্ঠিকায়স্থৌ—ববহারো পুচ্ছদি। ণত্থি দোসো, কধেহি। (ব্যবহারঃ পৃচ্ছতি। নাস্তি দোষঃ, কথয়।)

বৃদ্ধা—কধং ববহারো। জই এব্বং, তা সুণন্তু অজ্জমিস্সা। সো খু সত্থবাহবিণঅদত্তস্স ণত্তিও, সাঅরদত্তস্স তণও, সুগহীদণামহেও অজ্জচারুদত্তো ণাম, সেট্‌ঠিচত্তরে পডিবসদি। তহিং মে দারিআ জোব্বণসুহং অণুভবদি। (কথং ব্যবহারঃ। যদ্যেবং, তদা শৃণ্বন্ত্বার্যমিশ্রাঃ। স খলু সার্থবাহবিনয়দত্তস্য নপ্তা, সাগরদত্তস্য তনয়ঃ, সুগৃহীতনামধেয় আর্যচারুদত্তো নাম, শ্রেষ্ঠিচত্বরে প্রতিবসতি। তত্র মে দারিকা যৌবনসুখমনুভবতি।)

শকারঃ—শুদং অজ্জেহিম্। লিহীঅন্দু। এদে অক্‌খলা। চালুদত্তেণ শহ মম বিবাদে। (শ্রুতমার্যৈঃ। লিখ্যন্তামেতান্যক্ষরাণি। চারুদত্তেন সহ মম বিবাদঃ।)

শ্রেষ্ঠিকায়স্থৌ—চারুদত্তো মিত্তো ত্তি ণত্থি দোসো। (চারুদত্তো মিত্রমিতি নাস্তি দোষঃ।)

অধিকরণিকঃ—ব্যবহারোঽয়ং চারুদত্তমবলম্বতে।

শ্রেষ্ঠিকায়স্থৌ—এব্বং বিঅ। (এবমিব।)

অধিকরণিকঃ—ধনদত্ত ! বসন্তসেনার্যচারুদত্তস্য গৃহং গতেতি লিখ্যতাং ব্যবহারস্য প্রথমঃ পাদঃ। কথমার্যচারুদত্তোঽপ্যস্মাভিরাহ্বায়য়িতব্যঃ। অথবা ব্যবহারস্তমাহ্বায়তি। ভদ্র শোধনক ! গচ্ছ। আর্যচারুদত্তং স্বৈরমসম্ভ্রান্তমনুদ্বিগ্নং সাদরম্ আহ্বয় প্রস্তাবেন—'অধিকরণিকস্ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি' ইতি।

শোধনকঃ—জং অজ্জো আণবেদি। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ চারুদত্তেন সহ প্রবিশ্য চ) এদু এদু অজ্জো। (যদার্য আজ্ঞাপয়তি। এত্বেত্বার্যঃ।)

চারুদত্ত—(বিচিন্ত্য)

> পরিজ্ঞাতস্য মে রাজ্ঞা শীলেন চ কুলেন চ।
> যৎ সত্যমিদমাহ্বানমবস্থামভিশঙ্কতে ॥৮॥

(সবিতর্কং, স্বগতম্)

> জ্ঞাতো ন কিং স খলু বন্ধনবিপ্রযুক্তো মার্গাগতঃ প্রবহণেন ময়াপনীতঃ।
> চারেক্ষণস্য নৃপতেঃ শ্রুতিমাগতো বা যেনাহমেবমভিযুক্ত ইব প্রযামি ॥৯॥

অথবা কিং বিচারিতেন। অধিকরণমণ্ডপমেব গচ্ছামি। ভদ্র শোধনক ! অধিকরণস্য মার্গমাদেশয়।

শোধনকঃ—এদু এদু অজ্জো। (এত্বেত্বার্যঃ।)

(ইতি পরিক্রামতঃ)

চারুদত্তঃ—(সশঙ্কম্) তৎ কিমপরম্।

রূক্ষস্বরং বাশতি বায়সোঽয়মমাত্যভৃত্যা মুহুরাহ্বয়ন্তি।
সব্যং চ নেত্রং স্ফুরতি প্রসহ্য মমানিমিত্তানি হি খেদয়ন্তি ॥১০॥

শোধনকঃ—এদু এদু অজ্জো সৈরং অসম্ভন্তম্। (এত্বেত্বার্যঃ স্বৈরমসম্ভ্রান্তম্।)

চারুদত্ত—(পরিক্রম্যাগ্রতোঽবলোক্য চ)
শুষ্কবৃক্ষস্থিতো ধ্বাংক্ষ আদিত্যাভিমুখস্তথা।
ময়ি চোদয়তে বামং চক্ষুর্ঘোরমসংশয়ম্ ॥১১॥
(পুনরন্যতোঽবলোক্য) অয়ে! কথময়ং সর্পঃ।
ময়ি বিনিহিতদৃষ্টির্ভিন্ননীলাঞ্জনাভঃ স্ফুরিতবিততজিহ্বঃ শুক্লদংষ্ট্রাচতুষ্কঃ।
অভিপততি সরোষোর্জিহ্মিতাধ্মাতকুক্ষির্ভুজগপতিরয়ং মে মার্গমাক্রম্য সুপ্তঃ ॥১২॥

অপি চ, ইদম্
স্খলতি চরণং ভূমৌ ন্যস্তং ন চার্দ্রতমা মহী
স্ফুরতি নয়নং, বামো বাহুর্মুহুশ্চ বিকম্পতে।
শকুনিরপরশ্চায়ং তাবদ্বিরৌতি হি নৈকশঃ
কথয়তি মহাঘোরং মৃত্যুং ন চাত্র বিচারণা ॥১৩॥

সর্বথা দেবতাঃ স্বস্তি করিষ্যন্তি।

শোধনকঃ—এদু এদু অজ্জো। ইমং অধিঅরণমণ্ডবং পবিসদু অজ্জো। (এত্বেত্বার্যঃ। ইমমধিকরণমণ্ডপং প্রবিশত্বার্যঃ।)

চারুদত্তঃ—(প্রবিশ্য, সমন্তাদবলোক্য) অহো, অধিকরণমণ্ডপস্য পরা শ্রীঃ। ইহ হি
চিন্তাসক্তনিমগ্নমন্ত্রিসলিলং দূতোর্মিশংখাকুলং
পর্যন্তস্থিতচারনক্রমকরং নাগাশ্বহিংস্রাশ্রয়ম্।
নানাবাশককংকপক্ষিরচিতং কায়স্থসর্পাস্পদং
নীতিক্ষুণ্ণতটং চ রাজকরণং হিংস্রৈঃ সমুদ্রায়তে ॥১৪॥

ভবতু। (প্রবিশন্শিরোভিঘাতমভিনীয়, সবিতর্কম্) অহহ, ইদমপরম্
সব্যং মে স্পন্দতে চক্ষুর্বিরৌতি বায়সস্তথা।
পন্থাঃ সর্পেণ রুদ্ধোঽয়ং, স্বস্তি চাস্মাসু দৈবতঃ ॥১৫॥
তাবৎ প্রবিশামি। (ইতি প্রবিশতি)

অধিকরণিকঃ—অয়মসৌ চারুদত্তঃ। য এষঃ
ঘোণোন্নতং মুখমপাঙ্গবিশালনেত্রং
নৈতদ্ধি ভাজনমকারণদূষণানাম্।
নাগেষু গোষু তুরগেষু তথা নরেষু
নহ্যাকৃতিঃ সুসদৃশং বিজহাতি বৃত্তম্ ॥১৬॥

চারুদত্তঃ—ভোঃ! অধিকৃতেভ্যঃ স্বস্তি। হংহো নিযুক্তাঃ! অপি কুশলং ভবতাম্।

অধিকরণিকঃ—(সসম্ভ্রমম্) স্বাগতমার্যস্য। ভদ্র শোধনকঃ! আর্যস্যাসনমুপনয়।

শোধনকঃ—(আসনমুপনীয়) এদং আসণম্। এথ উববিসদু অজ্জো। (ইদমাসনম্। অত্রোপবিশত্বার্যঃ।)

(চারুদত্ত উপবিশতি)

শকারঃ—(সক্রোধম্) আগদেশি লে ইশ্তিআঘাদআ! আগদেশি। অহো ণাঅ ববহালে, অহো ধম্মে ববহালে; জং এদাহ ইশ্থিআঘাদকাহ আশণে দীঅদি। (সগর্বম্)

ভোদু ণং দীঅদু। (আগতোঽসি রে স্ত্রীঘাতক! আগতোঽসি। অহো ন্যায্যো ব্যবহারঃ, অহো ধর্ম্যো ব্যবহারঃ, যদেতস্মৈ স্ত্রীঘাতকায়াসনং দীয়তে। ভবতু, ননু দীয়তাম্।)

অধিকরণিকঃ—আর্য চারুদত্ত! অস্তি ভবতোঽস্যা আর্যায়া দুহিত্রা সহ প্রসক্তিঃ প্রণয়ঃ প্রীতির্বা।

চারুদত্তঃ কস্যাঃ।

অধিকরণিকঃ—অস্যাঃ। (ইতি বসন্তসেনামাতরং দর্শয়তি)

চারুদত্তঃ—(উত্থায়) আর্যে! অভিবাদয়ে।

বৃদ্ধা—জাদ! চিরং মে জীব। (স্বগতম্) অঅং সো চারুদত্তো। সুণিক্খিত্তং খু দারিআএ জোব্বণম্। (জাত! চিরং মে জীব। অয়ং স চারুদত্ত। সুনিক্ষিপ্তং খলু দারিকয়া যৌবনম্।)

অধিকরণিকঃ—আর্য! গণিকা তব মিত্রম্।

(চারুদত্তো লজ্জাং নাটয়তি)

শকারঃ—লজ্জাএ ভীলুদাএ বা চালিত্তং অলিএ নিগুহিদুম্।
শঅং মালিঅ অত্থকালণাএ দাণিং গুহেদি ণ তং হি ভস্টকে ॥১৭॥
(লজ্জয়া ভীরুতয়া বা চারিত্রমলীকং নিগুহিতুম্।
স্বয়ং মারয়িত্বার্থকারণাদিদানীং গুহতি ন তদ্ধি ভট্টকঃ ॥)

শ্রেষ্ঠিকায়স্থৌ—অজ্জচারুদত্ত! ভণাহি। অলং লজ্জাএ; ববহারো খু এসো। (আর্য চারুদত্ত! ভণ। অলং লজ্জয়া। ব্যবহারঃ খল্বেষঃ।)

চারুদত্তঃ—(সলজ্জম্) ভো অধিকৃতাঃ। ময়া কথমীদৃশং বক্তব্যম্—যথা গণিকা মম মিত্রমিতি। অথবা যৌবনমত্রাপরাধ্যতি, ন চারিত্র্যম্।

অধিকরণিকঃ—

ব্যবহারঃ সবিঘ্নোঽয়ং ত্যজ লজ্জাং হৃদি স্থিতোম্।
ব্রূহি সত্যমলং ধৈর্যং ছলমত্র ন গৃহ্যতে ॥১৮॥

অলং লজ্জয়া, ব্যবহারস্ত্বাং পৃচ্ছতি।

চারুদত্তঃ—অধিকৃত! কেন সহ মম ব্যবহারঃ।

শকারঃ—(সাটোপম্) অলে! মএ শহ ববহালে। (অরে! ময়া সহ ব্যবহারঃ।)

চারুদত্তঃ—ত্বয়া সহ মম ব্যবহারঃ সুদুঃসহঃ।

শকারঃ—অলে ইশ্তিআঘাদআ! ত্বং তাদিশিং লঅণশদভুশিণতং বশন্তশেণিঅং মালিঅ, শম্পদং কবডকাবডিকে ভবিঅ ণিগুহেশি। (অরে স্ত্রীঘাতক! তাং তাদৃশীং রত্নশতভূষণাং বসন্তসেনাং মারয়িত্বা, সাম্প্রতং কপটকাপটিকো ভূত্বা, নিগূহসি।)

চারুদত্তঃ—অসম্বদ্ধঃ খল্বসি।

অধিকরণিকঃ—আর্যচারুদত্ত! অলমনেন; ব্রূহি সত্যম্। অপি গণিকা তব মিত্রম্।

চারুদত্তঃ—এবমেব।

অধিকরণিকঃ—আর্য! বসন্তসেনা ক্ব।

চারুদত্তঃ—গৃহং গতা।

শ্রেষ্ঠিকায়স্থৌ—কধং গদা, কদা গদা, গচ্ছন্তী বা কেণ অণুগদা। (কথং গতা, কদা গতা, গচ্ছন্তী বা কেনানুগতা)

চারুদত্তঃ—(স্বগতম্) কিং প্রচ্ছন্ন গতেতি ব্রবীমি।

শ্রেষ্টিকায়স্থৌ—অজ্জ ! কধেহি। (আর্য ! কথয়।)

শকারঃ—মম কেলকং পুপ্ফকলণ্ডকজিণ্ণুজ্জাণং পবেশিঅ অত্থণিমিত্তং বাহুপাশবলক্কালেণ মালিদা। অএ ! শম্পদং বদশি ঘলং গদে ত্তি। (মদীয়ং পুষ্পকরণ্ডকজীর্ণোদ্যানং প্রবেশ্যার্থনিমিত্তং বাহুপাশবলাৎকারেন মারিতা। অয়ে ! সাম্প্রতং বদসি গৃহং গতেতি।)

চারুদত্তঃ—আঃ, অসম্বদ্ধপ্রলাপিন্ !

অভ্যুক্ষিতোঽসি সলিলৈর্ন বলাহকানাং চাষাগ্রপক্ষসদৃশং ভৃশমন্তরালে।
মিথ্যৈতদাননমিদং ভবতস্তথা হি হেমন্তপদ্মমিব নিষ্প্রভতামুপৈতি ॥১৯॥

অধিকরণিকঃ—(জনান্তিকম্)

তুলনং চাদ্রিরাজস্য সমুদ্রস্য চ তারণম্।
গ্রহণং চানিলস্যেব চারুদত্তস্য দূষণম্ ॥২০॥

(প্রকাশম্) আর্যচারুদত্তঃ খল্বসৌ কথমিদমকার্যং করিষ্যতি। ('ঘোণা' ইত্যাদি পঠতি)

শকারঃ—কিং পক্খবাদেণ। ববহালে দীশদি। (কিং পক্ষপাতেন। ব্যবহারো দৃশ্যতে।)

অধিকরণিকঃ—অপেহি, মূর্খ !

বেদার্থান্প্রাকৃতস্ত্বং বদসি ন চ তে জিহ্বা নিপতিতা,
মধ্যাহ্নে বীক্ষসেঽর্কং ন তব সহসা দৃষ্টির্বিচলিতা।
দীপ্তাগ্নৌ পাণিমন্তঃ ক্ষিপসি স চ তে দগ্ধো ভবতি নো
চারিত্র্যাচ্চারুদত্তং চলয়সি ন তে দেহং হরতি ভূঃ ॥২১॥

আর্যচারুদত্তঃ কথমকার্যং করিষ্যতি।

কৃত্বা সমুদ্রমুদকোচ্ছ্রয়মাত্রশেষং দত্তানি যেন হি ধনান্যনপেক্ষিতানি।
স শ্রেয়সাং কথমিবৈকনিধির্মহাত্মা পাপং করিষ্যতি ধনার্থমবৈরিজুষ্টম্ ॥২২॥

বৃদ্ধা—হদাস ! জো তদাণিং ণাসীকিদং সুবণ্ণভণ্ডঅং রত্তিং চোরেহিং অবহিদং ত্তি তস্স কারণাদো চদুস্সমুদ্দসারভূদং রঅণাবলিং দেদি, সো দাণিং অত্থকল্লবত্তস্স কালণাদো ইমং অকজ্জং করেদি। হা জাদে ! এহি মে পুত্তি ! (হতাশ ! যস্তদাণীং ন্যাসীকৃতং সুবর্ণভাণ্ডং রাত্রৌ চৌরৈরপহৃতমিতি তস্য কারণাচ্চতুঃসমুদ্রসারভূতাং রত্নাবলীং দদাদি, স ইদানীমর্থকল্যবর্তস্য কারণাদিদমকার্যং করোতি। হা জাতে ! এহি মে পুত্রি !) (ইতি রোদিতি)

অধিকরণিকঃ—আর্য চারুদত্ত ! কিমসৌ পদ্ভ্যাং গতা, উত প্রবহণেনেতি।

চারুদত্তঃ—ননু মম প্রত্যক্ষং ন গতা। তন্ন জানে কিং পদ্ভ্যাং গতা, উত প্রবহণেনেতি।

(প্রবিশ্য, সামর্ষঃ)

বীরকঃ— পাদপ্পহারপরিভববিমাণণাবদ্ধগরুঅবেরস্স।
অণুসোঅন্তস্স ইঅং কধং পি রত্তী পভাদা মে ॥২৩॥

তা জাব অধিঅরণমণ্ডবং উবসপ্পামি। (প্রবেশ্টকেন) সুহং অজ্জমিস্সাণম্।

(পাদপ্রহারপরিভববিমাননাবদ্ধগুরুকবৈরস্য।
অনুশোচত ইয়ং কথমপি রাত্রিঃ প্রভাতা মে ॥
তদ্যাবদধিকরণমণ্ডপমুপসর্পামি। সুখমার্যমিশ্রাণাম্।)

অধিকরণিকঃ—অয়ে নগররক্ষাধিকৃতো বীরকঃ। বীরক ! কিমাগমনপ্রয়োজনম্ ।

বীরকঃ—হী, বন্ধণভেঅণসম্ভমে অজ্জকং অন্নেসন্তো, ওবাড়িদং পবহণং বচ্চদি ত্তি বিআরং করন্তো অন্নেসন্তো, 'অরে ! তুএ বি আলোইদে, মএ বি আলোইদব্বো' ত্তি ভণন্তো জ্জেব চন্দণমহত্তরএণ পাদেণ তাড়িদো ম্হি। এদং সুণিঅ অজ্জমিস্সা পমাণম্। (হী, বন্ধনভেদনসম্ভ্রমে আর্যকমন্বেষয়ন্ অপবারিতং প্রবহণং ব্রজতীতি বিচারং কুর্বন্নন্বেষয়ন্, 'অরে ! ত্বয়াপ্যালোকিতম্, ময়াপ্যালোকিতব্যম্' ইতি ভণন্নেব চন্দনমহত্তরকেণ, পাদেন তাড়িতোঽস্মি। এতচ্ছ্রুত্বার্যমিশ্রাঃ প্রমাণম্।)

অধিকরণিকঃ—ভদ্র ! জাণীষে কস্য তৎ প্রবহণমিতি।

বীরকঃ—ইমস্স অজ্জচারুদত্তস্স। বসন্তসেণা আরূঢ়া পুপ্ফকরণ্ডকজিণ্ণুজ্জাণং কীলিদুং ণীঅদি ত্তি শবহণবাতণ কহিদম্। (অস্যার্যচারুদত্তস্য। বসন্তসেনারূঢ়া পুষ্পকরণ্ডকজীর্ণোদ্যানং ক্রীড়িতুং নীয়ত ইতি প্রবহণবাহকেন কথিতম্।)

শকারঃ—পুণো বি শুদং অজ্জেহি। (পুনরপি শ্রুতমার্যৈঃ।)

অধিকরণিকঃ— এষ ভো। নির্মলজ্যোৎস্না রাহুণা গ্রস্যতে শশী।
জলং কূলাবপাতেন প্রসন্নং কলুষায়তে ॥২৪॥

বীরক ! পশ্চাদিহ ভবতো ন্যায়ং দ্রক্ষ্যামঃ য এষোঽধিকরণদ্বার্যশ্বস্তিষ্ঠতি তমেনমারুহ্য গত্বা পুষ্পকরণ্ডকোদ্যানং দৃশ্যতামস্তি তত্র কাচিদ্বিপন্না স্ত্রী ন বেতি।

বীরকঃ—জং অজ্জো আণবেদি। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ, প্রবিশ্য চ) গদো ম্হি তহিম্। দিট্ঠং চ মএ ইত্থিআকলেবরং সাবএহিং বিলুপ্পন্তম্। (যদার্য আজ্ঞাপয়তি ! গতোঽস্মি তত্র। দৃষ্টং চ ময়া স্ত্রীকলেবরং শ্বাপদৈর্বিলুপ্যমানম্।)

শ্রেষ্ঠিকায়স্থৌ—কধং তুএ জাণিদং ইত্থিআকলেবরং ত্তি। (কথং ত্বয়া জ্ঞাতং স্ত্রীকলেবরমিতি।)

বীরকঃ—সাবসেসেহিং কেসহত্থপাণিপাদেহিং উবলক্খিদং মএ। (সাবশেষৈঃ কেশহস্তপাণিপাদৈরুপলক্ষিতং ময়া।

অধিকরণিকঃ—অহো ! ধিক্ বৈষম্যং লোকব্যবহারস্য।
যথা যথেদং নিপুণং বিচার্যতে তথা তথা সংকটমেব দৃশ্যতে।
অহো স্বসন্না ব্যবহারনীতয়ো মতিস্তু গৌঃ পংকগতেব সীদতি ॥২৫॥

চারুদত্তঃ—(স্বগতম্)
যথৈব পুষ্পং প্রথমে বিকাশে সমেত্য পাতুং মধুপাঃ পতন্তি।
এবং মনুষ্যস্য বিপত্তিকালে ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলী ভবন্তি ॥২৬॥

অধিকরণিকঃ—আর্যচারুদত্ত ! সত্যমভিধীয়তাম্।

চারুদত্তঃ—দুষ্টাত্মা পরগুণমৎসরী মনুষ্যো রাগান্ধঃ পরমিহ হন্তুকামবুদ্ধিঃ।
কিং যো যদ্বদতি মৃষৈব জাতিদোষাত্তদ্গ্রাহ্যং ভবতি ন তদ্বিচারণীয়ম্ ॥২৭॥

অপি চ,—
যোঽহং লতাং কুসুমিতামপি পুষ্পহেতোরাকৃষ্য নৈব কুসুমাবচয়ং করোমি।
সোঽহং কথং ভ্রমরপক্ষরুচৌ সুদীর্ঘে কেশে প্রগৃহ্য রুদতীং প্রমদাং নিহন্মি ॥২৮॥

শকারঃ—হংহো অধিঅলণভোইআ ! কিং তুহ্মে পক্খবাদেণ। ববহালং পেক্খধং

জ্জেণ অজ্জ বি এশে হদাশচাল্দত্তে আশণে ধালীঅদি। (হং হো অধিকরণ-ভোজকাঃ। কিং যয়ং পক্ষপাতেন। ব্যবহারং পশ্যত ; যেনাদ্যাপ্যেষ হতাশং চারুদত্ত আসনে ধার্যতে।)

অধিকরণিকঃ—ভদ্র শোধনক। এবং ক্রিয়তাম্।

(শোধনকস্তথা করোতি)

চারুদত্তং—বিচার্যতাম্। ভো অধিকৃতাঃ! বিচার্যতাম্। (ইত্যাসনাদবতীর্য ভূমাবুপবিশতি)

শকারঃ—(স্বগতম্, সহর্ষং নর্তিত্বা) হী, অণেণ মএ কডে পাবে অন্নশ মশ্তকে নিবডিদে। তা জহিং চালুদত্তাকে উববিশদি তহিং হগ্গে উববিশামি। (তথা কৃত্বা) চালুদত্তা! পেক্খ পেক্খ মম্। তা ভণ ভণ মএ মালিদে ত্তি। (হী, অনেন ময়া কৃতং পাপমন্যস্য মস্তকে নিপতিতম্। যদ্যত্র চারুদত্ত উপবিশতি তত্রাহমুপবিশামি। চারুদত্ত! পশ্য পশ্য মাম্। তদ্ভণ ভণ ময়া মারিতেতি।)

চারুদত্তঃ—ভো অধিকৃতাঃ ('দুষ্টাত্মা' ইত্যাদি পূর্বোক্তং পঠতি, সনিঃশ্বাসং, স্বগতম্)

মৈত্রেয় ভোঃ! কিমিদমদ্য মমোপঘাতো
হা ব্রাহ্মণি! দ্বিজকুলে বিমলে প্রসূতা।
হা রোহসেন! হি ন পশ্যসি মে বিপত্তিং
মিথ্যৈব নন্দসি পরব্যসনেন নিত্যম্ ॥২৯॥

(প্রেষিতশ্চ ময়া তদ্বার্তান্বেষণায় মৈত্রেয়ো বসন্তসেনাসকাশং শকটিকানিমিত্তং চ তস্য প্রদত্তান্যলং করণানি প্রত্যর্পয়িতুম্ ; তৎ কথং চিরয়তে।

(ততঃ প্রবিশতি গৃহীতাভরণো বিদূষকঃ)

বিদূষকঃ—পেসিদো ম্হি অজ্জচারুদত্তেণ বসন্তসেণাসআসং, তহিং অলংকরণাইং গেহ্নিঅ, জধা—'অজ্জমিত্তেঅ! বসন্তসেণাএ বচ্ছো রোহসেণো অত্তণো অলঙ্কারেণ অলঙ্করিঅ জণণীসআসং পেসিদো। ইমস্স আহরণং দাদব্বং ণ উণ গেণ্হিদব্বম্। তা জাব বসন্তসেণাসআসং জ্জেব্ব গচ্ছামি। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ আকাশে) কধং ভাবরেভিলো। ভো ভাবরেভিল! কিং নিমিত্তং তুমং উব্বিগ্গো উব্বিগ্গে বিঅ লক্খীঅসি। (আকর্ণ্য) কিং ভণাসি—'পিঅবঅস্সো চারুদত্তো অধিঅরণ-মণ্ডবে সদ্দাইদো ত্তি। তা ণ হু অপ্পেণ কজ্জেণ হোদব্বম্। (বিচিন্ত্য) তা পচ্ছা বসন্তসেনাসআসং গমিস্সম্। অধিঅরণমণ্ডবং দাব গমিস্সম্। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) ইদং অধিঅরণমণ্ডবম্। তা জাব পবিসামি। (প্রবিশ্য) সুহং অধিঅরণভোইঅণম্। কহিং মম পিঅবঅস্সো। (প্রেষিতোঽস্ম্যার্য-চারুদত্তেন বসন্তসেনাসকাশম্, তত্রালঙ্করণানি গৃহীত্বা, যথা—'আর্যমৈত্রেয়! বসন্তসেনয়া বৎসো রোহসেন আত্মনোঽলঙ্কারেণালঙ্কৃত্য জননীসকাশং প্রেষিতঃ। অস্য আভরণং দাতব্যম, ন পুনর্গ্রহীতব্যম্ ; তৎ সমর্পয়' ইতি। তদ্যাবদ্বসন্ত-সেনাসকাশমেব গচ্ছামি। কথং ভাবরেভিলঃ। ভো ভাবরেভিল! কিং নিমিত্তং ত্বমুদ্বিগ্ন উদ্বিগ্ন ইব লক্ষ্যসে। কিং ভণাসি—'প্রিয়বয়স্যশ্চারুদত্তোঽধিকরণ-মণ্ডপ আহূতঃ' ইতি। তন্ন খল্বল্পেন কার্যেণ ভবিতব্যম্। তৎ পশ্চাদ্বসন্ত-সেনাসকাশং গমিষ্যামি। অধিকরণমণ্ডপং তাবদ্গমিষ্যামি। অয়মধিকরণমণ্ডপঃ।

তদ্যাবৎ প্রবিশামি। সুখমধিকরণভোজকানাম্। কুত্র মম প্রিয়বয়স্যঃ।)
অধিকরণিকঃ—নন্বেষ তিষ্ঠতি।
বিদূষকঃ—বঅস্স! সোত্থি দে। (বয়স্য! স্বস্তি তে।)
চারুদত্তঃ—ভবিষ্যতি।
বিদূষকঃ—অবি ক্খেমং দে। (অপি ক্ষেমং তে।)
চারুদত্তঃ—এতদপি ভবিষ্যতি।
বিদূষকঃ—ভো বঅস্স! কিং ণিমিত্তং উব্বিগ্গো বিঅ লক্খীঅসি। কুদো বা সন্দাইদো। (ভো বয়স্য! কিং নিমিত্তমুদ্বিগ্ন উদ্বিগ্ন ইব লক্ষ্যসে। কুতো বাহূতঃ।)
চারুদত্তঃ—বয়স্য!

মযা খলু নৃশংসেন পরালোকমজানতা।
স্ত্রী রতির্বাবিশেষেণ শেষমেবোঽভিধাস্যতি ॥৩০॥

বিদূষকঃ—কিং কিম্। (কিং কিম্।)
চারুদত্তঃ—(কর্ণে) এবমেতৎ।
বিদূষকঃ—কো এব্বং ভণাদি। (ক এবং ভণতি।)
চারুদত্তঃ—(সংজ্ঞয়া শকারং দর্শয়তি) নন্বেষ তপস্বী হেতুভূতঃ কৃতান্তো মাং ব্যাহরতি।
বিদূষকঃ—(জনান্তিকম্) এব্বং কীস ণ ভণীয়দি—গেহং গদে ত্তি। (এবং কিমর্থং ন ভণ্যতে—গৃহং গতেতি।)
চারুদত্তঃ—উচ্যমানমপ্যবস্থাদোষান্ন গৃহ্যতে।

বিদূষকঃ—ভো ভো অজ্জা! জেণ দাব পুরট্ঠাবণবিহারারামদেউলতডাগকূবজূবেহিং অলঙ্কিদা ণঅরী উজ্জইণী, সো অণীসো অত্থকল্লবত্তকারণাদো এরিসং অকজ্জং অণুচিট্ঠদি ত্তি। (সক্রোধম্) অরে রে কাণেলীসুদা রাঅশ্শালসণ্ঠাণআ উস্সুঙ্খলআ কিদজণদোসভণ্ডআ বহূ সুবণ্ণমণ্ডিতমক্কডআ! ভণ ভণ মম অগ্গদো, জো দাণিং মম পিঅবঅস্সো কুসুমিদং মাধবীলদং পি আঅট্ঠিঅ কুসুমাবচঅং ণ করেদি কদা বি আঅট্ঠিদাএ পল্লবচ্ছেদো তোদি ত্তি, সো কধং এরিসং অকজ্জং উহঅলোঅবিরুদ্ধং করেদি। চিট্ঠ রে কুট্টণিপুত্তা। চিট্ঠ। জাব এদিণা তব হিঅঅকুডিলেণ দণ্ডঅট্ঠেণ মত্থঅং দে সদখণ্ডং করেমি। (ভো ভো আর্যাঃ! যেন তাবৎ পুরস্থাপনবিহারারামদেবালয়তড়াগকূপযূপৈরলঙ্কৃতা নগর্যুজ্জয়িনী, সোঽনীশোঽর্থাকল্যবর্তকারণাদীদৃশমকার্যমনুতিষ্ঠতীতি। অরে রে কুলটাপুত্র ব্যজশ্যালসংস্থানক উচ্ছৃঙ্খলক কৃতজনদোষভাণ্ড বহুসুবর্ণমণ্ডিতমর্কটক! ভন ভন মমাগ্রতঃ, য ইদানীং মম প্রিয়বয়স্যঃ কুসুমিতাং মাধবীলতামপ্যাকৃষ্য কুসুমাবচয়ং ন করোতি কদাপ্যাকৃষ্টতয়া পল্লবচ্ছেদো ভবতীতি, স কথমীদৃশমকার্যমুভয়লোকবিরুদ্ধং করোতি। তিষ্ঠ রে কুট্টনীপুত্র! তিষ্ঠ। যাবদেতেন তব হৃদয়কুটিলেন দণ্ডকাষ্ঠেন মস্তকং তে শতখণ্ডং করোমি।)

শকারঃ—(সক্রোধম্) শুণন্তু শুণন্তু অজ্জমিশ্শা! চালুদত্তকেণ শহ মম বিবাদে ববহালে বা; তা কীশ এশে কাকপদশীশমস্তকা মএ শিলে শদখণ্ডে কলেদি। মা দাব; লে দাসীএ পুত্তা, দুট্টবডুকা! (শৃণ্বন্তু শৃণ্বন্ত্বার্যমিশ্রাঃ! চারুদত্তেন সহ মম বিবাদো ব্যবহারো বা! তৎ কিমর্থমেষ কাকপদশীর্ষমস্তকো মম শিরঃ

শতখণ্ডং করোতি। মা তাবৎ ; রে দাস্যাঃ পুত্র দুষ্টবটুক !)
(বিদূষকো দণ্ডকাষ্ঠমুদ্যম্য পূর্বোক্তং পঠতি ; শকারঃ সক্রোধমুত্থায় তাড়য়তি ; বিদূষকঃ প্রতীপং তাড়য়তি ; অন্যোঽন্যং তাড়য়তঃ ; বিদূষকস্য কক্ষদেশাদাভরণানি পতন্তি)

শকারঃ—(তানি গৃহীত্বা, দৃষ্টবা সমাধ্বসম্) পেক্খন্তু পেক্খন্তু অজ্জা ! এদে খু তাএ তবস্সিণীএ কেলকা অলঙ্কালা। (চারুদত্তমুদ্দিশ্য) ইমশ্শ অত্থকল্লবত্তশ্শ কালণাদো এশা মালিদা বাবাদিদা অ। (পশ্যন্তু পশ্যন্ত্বার্যাঃ। এতে খলু তস্যাস্তপস্বিন্যা অলঙ্কারাঃ। অস্যার্থকল্যবর্তস্য কারণাদেষা মারিতা ব্যাপাদিতা চ।)

(অধিকৃতাঃ সর্বেঽধোমুখাঃ স্থিতা)

চারুদত্তঃ—(জনান্তিকম্)

অয়মেবংবিধে কালে দৃষ্টো ভূষণবিস্তরঃ।
অস্মাকং ভাগ্যবৈষম্যাৎ পতিতঃ পাতয়িষ্যতি ॥৩১॥

বিদূষকঃ—ভো ! কীস ভূদত্থং ণ ণিবেদীঅদি। (ভোঃ ! কিমর্থং ভূতার্থো ন নিবেদ্যতে।

চারুদত্তঃ—বয়স্য !

দুর্বলং নৃপতেশ্চক্ষুর্নৈতত্তত্ত্বং নিরীক্ষতে।
কেবলং বদতো দৈন্যমশ্লাঘ্যং মরণং ভবেৎ ॥৩২॥

অধিকরণিকঃ—কষ্টং ভোঃ ! কষ্টম্।

অঙ্গারকবিরুদ্ধস্য প্রক্ষীণস্য বৃহস্পতেঃ।
গ্রহোঽয়মপর পার্শ্বে ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ ॥৩৩॥

শ্রেষ্ঠিকায়স্থৌ—(বিলোক্য, বসন্তসেনামাতরমুদ্দিশ্য) অবহিদা দাব অজ্জ এদং সুবণ্ণভণ্ডঅং অবলোএদু, সো জ্জেব্ব এসো ণ বেত্তি। (অবহিতা তাবদার্যেদং সুবর্ণভাণ্ডমবলোকয়তু তদেবেদং ন বেতি।)

বৃদ্ধা—(অবলোক্য) সরিসো এসো, ণ উণ সো। (সদৃশমেতদ্ ন পুনস্তৎ।)

শকারঃ—আং বুড্ঢকুট্টিণি ! অক্খীহিং মন্তিদং বাআএ মুকিদম্। (আং, বৃদ্ধকুট্টনি। অক্ষিভ্যাং মন্ত্রিতং বাচা মুকিতম্।)

বৃদ্ধা—হদাস ! অবেহি। (হতাশ ! অপেহি।)

শ্রেষ্ঠিকায়স্থৌ—অপ্পমত্তং কধেহি, সো জ্জেব এসো ণ বেত্তি। (অপ্রমত্তং কথয়, তদেবৈতন্ন বেতি।)

বৃদ্ধা—অজ্জ ! সিপ্পিকুসলদাএ ওবন্ধেদি দিট্টিম্। ণ উণ সো। (আর্য ! শিল্পিকুশলতয়াববধ্নাতি দৃষ্টিম্। ন পুনস্তৎ।)

অধিকরণিকঃ—ভদ্রে ! অপি জানাস্যেতান্যাভরণানি।

বৃদ্ধা—ণং ভণামি, ণ হু ণু অণভিজাণিদো। অহ বা কদা বি সিপ্পিণা ঘড়িদো ভবে। (ননু ভণামি, ন খলু ন খল্বনভিজ্ঞাতঃ। অথবা কদাপি শিল্পিনা ঘটিতো ভবেৎ।)

অধিকরণিকঃ—পশ্য শ্রেষ্ঠিন্ !

বস্ত্বন্তরাণি সদৃশানি ভবন্তি নূনং রূপস্য ভূষণগুণস্য চ কৃত্রিমস্য।
দৃষ্টবা ক্রিয়ামনুকরোতি হি শিল্পিবর্গঃ সাদৃশ্যামেব কৃতহস্ততয়া চ দৃষ্টম্ ॥৩৪॥

শ্রেষ্ঠিকায়স্থৌ—অজ্জচারুদত্তস্স কেরকাইং এদাইম্। (আর্যচারুদত্তীয়ান্যেতানি।)
চারুদত্তঃ—ন খলু ন খলু।
শ্রেষ্ঠিকায়স্থৌ—তা কস্স। (তদা কস্য।)
চারুদত্তঃ—ইহাত্রভবত্যা দুহিতুঃ।
শ্রেষ্ঠিকায়স্থৌ—কধং এদাইং তাএ বিওঅ গদাইং। (কথমেতানি তস্যা বিয়োগং গতানি।)
চারুদত্তঃ—এবং গতানি। আং ইদম্।
শ্রেষ্ঠিকায়স্থৌ—অজ্জ চারুদত্ত ! এত্থং সচ্চং বত্তব্বম্ ; পেক্খ পেক্খ

সচ্চেণ সুহং খু লব্ভই সচ্চালাবে ণ হোই পাবম্।
সচ্চং ত্তি দুবেবি অক্খরা মা সচ্চং অলিএণ গুহেহি ॥৩৫॥

(আর্যচারুদত্ত ! অত্র সত্যং বক্তব্যম্ ; পশ্য পশ্য

সত্যেন সুখং খলু লভ্যতে সত্যালাপে ন ভবতি পাপম্।
সত্যমিতি দ্বে অপ্যক্ষরে মা সত্যমলীকেন গুহয় ॥)

চারুদত্তঃ—আভরণান্যাভরণানীতি। ন জানে, কিংত্বস্মদ্গৃহাদানীতানীতি জানে।
শকারঃ—উজ্জাণং পবেশিঅ পঢমং মালেশি। কবডকাবডিআএ শম্পদং ণ গুহেশি।
(উদ্যানং প্রবেশ্য প্রথমং মারয়সি ॥ কপটকাপটিকতয়া সাম্প্রতং নিগূহসি)
অধিকরণিকঃ—আর্য চারুদত্ত ! সত্যমভিধীয়তাম্,—

ইদানীং সুকুমারেঽস্মিন্নিঃশঙ্কং কর্কশাঃ কশাঃ।
তব গাত্রে পতিষ্যন্তি সহাস্মাকং মনোরথৈঃ ॥৩৬॥

চারুদত্তঃ— অপাপানাং কুলে জাতে ময়ি পাপং ন বিদ্যতে।
যদি সম্ভাব্যতে পাপমপাপেন চ কিং ময়া ॥৩৭॥

(স্বগতম্) ন চ মে বসন্তসেনাবিরহিতস্য জীবিতেন কৃত্যম্। (প্রকাশম্) ভোঃ ! কিং বহুনা

ময়া কিল নৃশংসেন লোকদ্বয়মজানতা।
স্ত্রীরত্নং চ বিশেষেণ শেষমেষোঽভিধাস্যতি ॥৩৮॥

শকারঃ—বাবাদিদা। অলে ! তুমং পি ভণ, মএ বাবাদিদেত্তি। (ব্যাপাদিতা। অরে ! ত্বমপি ভণ, ময়া ব্যাপাদিতেতি)
চারুদত্তঃ—ত্বয়ৈবোক্তম্।
শকারঃ—শুণেধ শুণেধ ভট্টালকা ! এদেণ মালিদা। এদেণ জ্জেব শংশএ ছিন্নে। এদশ্শ দলিদ্দচালুদত্তশ্শ শালীলে দণ্ডে ধালীঅদু। (শৃণুত শৃণুত ভট্টারকাঃ ! এতেন মারিতা। এতেনৈব সংশয়শ্ছিন্নঃ। এতস্য দারিদ্রচারুদত্তস্য শারীরো দণ্ডো ধার্যতাম্)
অধিকরণিকঃ—শোধনক ! যথাহ রাষ্ট্রিয়ঃ। ভো রাজপুরুষা !! গৃহ্যতাময়ং চারুদত্তঃ।

(রাজপুরুষা গৃহ্ণন্তি)

বৃদ্ধা—পসীদন্তু পসীদন্তু অজ্জমিস্সা ! (জো দাব চোরেহিং অবহিস্স'—ইত্যাদি পূর্বোক্তং পঠতি) তা জদি বাবাদিতা মম দারিআ বাবাদিদা। জীবদু মে দীহাউ। অণ্ণং চ, অত্থিপচ্চত্থিণ্ণং ববহারো। অহং অত্থিণী। তা মুঞ্চধ এদম্। (প্রদীদন্তু প্রসীদন্ত্বার্যমিশ্রাঃ ; তদ্যদি ব্যাপাদিতা মম দারিকা,

ব্যাপাদিতা। জীবতু মে দীর্ঘায়ুঃ। অন্যচ্চ অর্থিপ্রত্যর্থিনোর্ব্যবহারঃ। অহমর্থিনী। তেনমুঞ্চতৈনম্)

শকারঃ—অবেহি গব্ভদাশি! গচ্ছ, কিং তব এদিণা। (অপেহি গর্ভদাসি! গচ্ছ! কিং তবৈতেন)

অধিকরণিকঃ—আর্যে! গম্যতাম্। হে রাজপুরুষাঃ। নিষ্ক্রাময়তৈনাম্।

বৃদ্ধা—হা জাদ! হা পুত্তঅ! (হা জাত! হা পুত্রক)। (ইতি রুদতী নিষ্ক্রান্তা)

শকারঃ—(স্বগতম্) কডং মএ এদশ্শ অত্তণো শলিশম্। শম্পদং গচ্ছামি।' (কৃতং ময়ৈতস্যাত্মনঃ সদৃশম্, সাম্প্রতং গচ্ছামি)॥ (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

অধিকরণিকঃ—আর্য চারুদত্ত! নির্ণয়ে বয়ং প্রমাণম্; শেষে তু রাজা তথাপি শোধনক! বিজ্ঞাপ্যতাং রাজা পালকঃ—

অয়ং হি পাতকী বিপ্রো ন বধ্যো মনুরব্রবীৎ।
রাষ্ট্রাদস্মাত্তু নির্বাস্যো বিভবৈরক্ষতৈঃ সহ ॥৩৯॥

শোধনকঃ—জং অজ্জো আণবেদি। (ইতি নিষ্ক্রম্য পুনঃ প্রবিশ্য, সাস্রম্) অজ্জা! গদম্হি তহিং'। রাআ পালও ভণাদি—'জেণ অত্থকল্লবত্তস্স কালণাদো বসন্তসেণা বাবাদিদা, তং তাইং জ্জেব আহরণাইং গলে বন্ধিঅ ডিণ্ডিমং তাড়িঅ দক্খিণমসাণং ণইঅ সূলে ভঞ্জেধ' ত্তি। জো কো বি অবরো এরিসং অকজ্জং অনুচিট্‌ঠদি সো এদিণা সণিআরদণ্ডেণ সাসীঅদি। (যদার্য আজ্ঞাপয়তি, আর্যাঃ। গতোঽস্মি তত্র। রাজা পালকো ভণতি—'যেনার্থকল্যবর্তস্য কারণাদ্বসন্তসেনা ব্যাপাদিতা, তং তান্যেবাভরণানি গলে বদ্ধ্বা ডিণ্ডিমং তাড়য়িত্বা দক্ষিণশ্মশানং নীত্বা শূলে ভঙ্‌ক্ত' ইতি। যঃ কোঽপ্যপর ঈদৃশমকার্যমনুতিষ্ঠতি স এতেন সনিকারদণ্ডেন শাস্যতে।

চারুদত্তঃ—অহো, অবিমৃশ্যকারী রাজা পালকঃ। অথবা—

ঈদৃশে ব্যবহারাগ্নৌ মন্ত্রিভিঃ পরিপাতিতাঃ।
স্থানে খলু মহীপালা গচ্ছন্তি কৃপণাং দশাম্ ॥৪০॥

অপিচ—

ঈদৃশৈঃ শ্বেতকাকীয়ৈ রাজ্ঞঃ শাসনদূষকৈঃ।
অপাপানাং সহস্রাণি হন্যন্তে চ হতানি চ ॥৪১॥

সখে মৈত্রেয়! গচ্ছ, মদ্বচনাদম্বামপশ্চিমমভিবাদয়স্ব। পুত্রং চ মে রোহসেনং পরিপালয়স্ব।

বিদূষকঃ—মূলে ছিণ্ণে কুদো পাদবস্স পালণম্। (মূলে ছিন্নে কুতঃ পাদপস্য পালনম্)

চারুদত্তঃ—মা মৈবম্;

নৃণাং লোকান্তরস্থানাং দেহপ্রতিকৃতিঃ সুতঃ।
ময়ি যো বৈ তব স্নেহো রোহসেনে স যুজ্যতাম্ ॥৪২॥

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স! অহং তে পিঅবঅস্সো ভবিঅ তুএ বিরহিদাইং পাণাইং ধারেমি। (ভো বয়স্য! অহং তে প্রিয়বয়স্যো ভূত্বা ত্বয়া বিরহিতান্ প্রাণান্ ধারয়ামি)

চারুদত্তঃ—রোহসেনমপি তাবদ্দর্শয়।

বিদূষকঃ—এব্বং, জুজ্জদি। (এবম্, যুজ্যতে)

অধিকারণিকঃ—ভদ্র শোধনক! অপসার্যতাময়ং বটুঃ।

(শোধনকস্তথা করোতি)

অধিকরণিকঃ—কঃ কোঽত্র ভোঃ। চাণ্ডালানাং দীয়তামাদেশঃ।

(ইতি চারুদত্তং বিসৃজ্য, নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে রাজপুরুষাঃ)

শোধনকঃ—ইদো আঅচ্ছদু অজ্জো। (ইত আগচ্ছত্বার্যঃ)

চারুদত্তঃ—(সকরুণম্, 'মৈত্রেয় ভোঃ! কিমিদমদ্য' ইত্যাদি পঠতি ; আকাশে)

বিষসলিলতুলাগ্নিপ্রার্থিতে মে বিচারে
ক্রকচমিহ শরীরে বীক্ষ্য দাতব্যমদ্য।
অথ রিপুবচনাদ্বা ব্রাহ্মণং মাং নিহংসি
পতসি নরকমধ্যে পুত্রপৌত্রৈঃ সমেতঃ ॥৪৩॥

অয়মাগতোঽস্মি।

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি ব্যবহারো নাম নবমোঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × দশমোঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি চাণ্ডালদ্বয়েনানুগম্যমানশ্চারুদত্তঃ)

উভৌ—

তহ্মিং ণ কলঅ কালণ ণববহবন্ধণঅণে ণিউণা।
অচিলেণ শীশছেঅণশূলালোবেশু কুশলহ্ম ॥১॥
(তৎ কিং ন কলয় কারণং নববধবন্ধনয়নে নিপুণৌ।
অচিরেণ শীর্ষচ্ছেদনশূলারোপেষু কুশলৌ স্বঃ ॥

ওশলধ অজ্জা! ওশলধ। এশে অজ্জচালুদত্তে।

দিণ্ণকলবীলদামে গহিদে অহ্মেহিং বজ্ঝপুলিসেহিং।
দীবে ব্ব মন্দণেহে থোঅং থোঅং খঅং জাদি ॥২॥

অপসরতার্যাঃ অপসরত। এষ আর্যচারুদত্তঃ

দত্তকরবীরদামা গৃহীত আবাভ্যাম বধ্যপুরুষাভ্যাম্
দীপ ইব মন্দাস্নহ স্তোকং স্তোকং ক্ষয় যাতি ॥)

চারুদত্তঃ—(সবিষাদম্)

নয়নসলিলসিক্তং পাংশুরুক্ষীকৃতাঙ্গং
পিতৃবনসুমনোভির্বেষ্টিতং মে শরীরম্।
বিরসমিহ রটন্তো রক্তগন্ধানুলিপ্তং
বলিমিব পরিভোক্তং বায়সাস্তর্কয়ন্তি ॥৩॥

চাণ্ডালৌ—ওশলধ অজ্জা! ওশলধ।

কিং পেক্খ ছিজ্জন্তং শপ্পুলিশং কালপলশুধালাহিং।
শুঅণশউণাধিবাশং শজ্জণপুলিশদ্দুমং এদম্ ॥৪॥

আঅচ্ছ লে চালুদত্তা! আঅচ্ছ। (অপসরতার্যাঃ! অপসরত।

কিং পশ্যত ছিদ্যমানং সৎপুরুষং কালপরশুধারাভিঃ।
সুজনশকুনাধিবাসং সজ্জনপুরুশদ্রুমমেতৎ ॥)

আগচ্ছ রে চারুদত্ত ! আগচ্ছ।)

চারুদত্তঃ—পুরুষভাগ্যানামচিন্ত্যাঃ খলু ব্যাপারাঃ, যদহমীদৃশীং দশামনুপ্রাপ্তঃ।

সর্বগাত্রেষু বিন্যস্তৈ রক্তচন্দনহস্তকৈঃ।
পিষ্টচূর্ণাবকীর্ণশ্চ পুরুষোঽহং পশূকৃতঃ ॥৫॥

(অগ্রতো নিরূপ্য) অহো, তারতম্যং নরাণাম্। (সকরুণম্)

অমী হি দৃষ্টবা মদুপেতমেতন্মর্ত্যং ধিগস্ত্বিত্যুপজাতবাষ্পাঃ।
অশক্নুবন্তঃ পরিরক্ষিতুং মাং স্বর্গং লভস্বেতি বদন্তি পৌরাঃ ॥৬॥

চাণ্ডালৌ—ওশলধ অজ্জা ! ওশলধ। কিং পেক্খধ।

ইন্দে পবাহিঅন্তে গোপ্পশবে শংকমং চ তালাণম্
শুপুলিশপাণবিপত্তী চত্তালি ইমে ণ দট্ঠব্বা ॥৭॥

(অপসরতার্যাঃ অপসরত। কিং পশ্যত।

ইন্দ্রঃ প্রবাহ্যমাণো গোপ্রসবঃ সংক্রমশ্চ তারাণাম্।
সুপুরুষপ্রাণবিপত্তিশ্চত্বার্যেতানি ন দ্রষ্টব্যানি ॥)

একঃ—হণ্ডে আহীন্তা ! পেক্খ পেক্খ।

ণঅলীপধাণভূদে বজ্ঝীঅন্তে কদন্তঅণ্ণাএ।
কিং লুঅদি অন্তলিক্খে আদু অণব্ভে পত্তদি বজ্জে ॥৮॥

(অরে আহীন্ত ! পশ্য পশ্য।

নগরীপ্রধানভূতে বধ্যমানে কৃতান্তাজ্ঞয়া ॥
কিং রোদিত্যন্তরিক্ষমথবাহনভ্রে পততি বজ্রম্ ॥)

দ্বিতীয়ঃ—অলে গোহা !

ণ অ লুঅদি অন্তলিক্খে ণেঅ অণব্ভে পডদি বজ্জে !
মহিলাশমূহমেহে নিবডদি ণঅণম্বু ধারাহিং ॥৯॥

অবি অ,—

বজ্ঝম্মি ণীঅমাণে জণশ্শ শব্বশ্শ লোদমাণশ্শ।
ণঅণশলিলেহিং শিত্তে লচ্ছাদোণ উণ্ণমই লেণূ ॥১০॥

(অরে গোহ !

ন চ রোদিত্যন্তরিক্ষং নৈবানভ্রে পততি বজ্রম্।
মহিলাসমূহমেঘান্নিপততি নয়নাম্বু ধারাভিঃ ॥

অপি চ,—

বধ্যে নীয়মানে জনস্য সর্বস্য রুদতঃ।
(নয়ন সলিলৈঃ সিক্তো রথ্যাতো নোন্নমতি রেণুঃ ॥)

চারুদত্তঃ—(নিরূপ্য, সকরুণম্)

এতাঃ পুনর্হর্ম্যগতাঃ স্ত্রিয়ো মাং বাতায়নার্ধেন বিনিঃসৃতাস্যাঃ।
হা চারুদত্তেত্যভি ভাষমাণা বাষ্পং প্রণালীভিরিবোৎ সৃজন্তি ॥১১॥

চাণ্ডালৌ—আঅচ্ছ লে চালুদত্তা ! আঅচ্ছ। ইমং ঘোষণট্ঠাণম্। আহণেধ ডিণ্ডিমং ঘোশেধ ঘোশণম্। (আগচ্ছ রে চারুদত্ত ! আগচ্ছ। ইদং ঘোষণস্থানম্। আহত ডিণ্ডিমম্, ঘোষয়ত ঘোষণম্।)

উভৌ—শুণোধ অজ্জা ! শুণোধ। এশে শত্থবাহবিণঅদত্তশ্শ ণত্থিকে শাঅলদত্তশ্শ

পুত্তকে অজ্জচালুদত্তে ণাম। এদিণা কিল অকজ্জকালিণা গণিআ বশন্তশেণা-অত্থকল্লবত্তশ্শ কালনাদো শুণ্ণং পুপ্ফকলণ্ডআজিণ্ণুজ্জাণং পবেশিঅ বাহুপাশ-বলক্কালেণ মালিদে ত্তি, এশে শলোত্তে গহিদে, শঅং অ পডিবণ্ণে। তদো লণ্ণা পালএণ অহ্মে আণ্ণত্তা এদং মালেদুম্। জদি অবলে ঈদিসং উভঅলোঅবিলুদ্ধং অকজ্জং কলেদি তং পি লাআ পালএ এব্বং জ্জেব শাশদি। (শৃণুতার্যাঃ শৃণুত। এষ সার্থবাহবিনয়দত্তস্য নপ্তা সাগরদত্তস্য পুত্রক আর্যচারুদত্তো নাম। এতেন কিলাকার্যকারিণা গণিকা বসন্তসেনার্থকল্যবর্তস্য কারণাচ্ছূন্যং পুষ্পকরণ্ডকজীর্ণোদ্যানাং প্রবেশ্য বাহুপাশবলাৎকারেণ মারিতেতি এষ সলোপ্ত্রো গৃহীতঃ, স্বয়ং চ প্রতিপন্নঃ। ততো রাজ্ঞা পালকেন বয়মাজ্ঞপ্তো এতং মারয়িতুম্। যদ্যপর ঈদৃশমুভয়লোকবিরুদ্ধমকার্যং করোতি তমপি রাজা পালক এবমেব শাস্তি।)

চারুদত্তঃ—(সনির্বেদং স্বগতম্)

মখশতপরিপূতং গোত্রমুদ্ভাসিতং মে
সদসি নিবিড়চৈত্যব্রহ্মঘোষৈঃ পুরস্তাৎ।
মম মরণদশায়াং বর্তমানস্য পাপৈ-
স্তদসদৃশমনুষ্যৈর্ঘুষ্যতে ঘোষণায়াম্ ॥১২॥

(উদ্বীক্ষ্য, কর্ণো পিধায় হা প্রিয়ে বসন্তসেনে !

শশিবিমলময়ূখশুভ্রদন্তি ! সুরুচিরবিদ্রুমসন্নিভাধরৌষ্ঠি !
তব বদনভবামৃতং নিপীয় কথমবশে হ্যযশোবিষং পিবামি ॥১৩॥

উভৌঃ— ওশলধ অজ্জা ! ওশলধ !

এশে গুণলঅণণিহী শজ্জণদুক্খাণ উত্তলণশেদূ।
অশুবণ্ণঅং মণ্ডণঅং অবণীঅদি অজ্জ ণঅলীদো ॥১৪॥

অণ্ণং চ,—

শব্বে খু হোই লোএ লোএ শুহশণ্ঠিদাণ তত্তিল্লঃ।
বিহিবডিদাণং ণলাণং পিঅকালী দুল্লহো হোদি ॥১৫॥

(অপসরতার্যাঃ ! অপসরত !

এষ গুণরত্ননিধিঃ সজ্জনদুঃখানামত্তরসেতুঃ।
অসুবর্ণং মণ্ডনকমপনীয়তেঽদ্য নগরীতঃ ॥

অন্যচ্চ,—

সর্বঃ খলু ভবতি লোকে লোকঃ সুখসংস্থিতানাং চিন্তাযুক্তঃ।
বিনিপতিতানাং নরাণাং প্রিয়কারী দুর্লভো ভবতি ॥)

চারুদত্তঃ—(সর্বতোঽবলোক্য)

অমী হি বস্ত্রান্তনিরুদ্ধবক্ত্রাঃ প্রযান্তি মে দূরতরং বয়স্যাঃ।
পরোঽপি বন্ধুঃ সুখসংস্থিতস্য মিত্রং ন কশ্চিদ্বিষমস্থিতস্য ॥১৬॥

চাণ্ডালো—ওশালণং কিদম্। বিবিত্তং লাঅমগ্গম্। তা আণেধ এদং দিণ্ণবজ্ঝচিহ্নং।
(অপসারণং কৃতম্, বিবিক্তো রাজমার্গঃ; তদানয়তৈনং দত্তবধ্যচিহ্নম্।)
(চারুদত্তো নিঃশ্বস্য, 'মৈত্রেয় ! ভোঃ কিমিদমদ্য' ইত্যাদি পঠতি।)

(নেপথ্যে)

হা তাদ ! হা পিঅবঅস্স ! (হা তাত ! হা প্রিয়বয়স্য !)

চারুদত্তঃ—(আকর্ণ্য সকরুণম) ভোঃ স্বজাতিমহত্তর ! ইচ্ছাম্যহং ভবতঃ সকাশাৎ প্রতিগ্রহং কর্তুম্ ।

চাণ্ডালো—কিং অম্হাণং হত্থাদো পডিগ্গহং কলেশি । (কিমস্মাকং হস্তাৎ প্রতিগ্রহং করোষি ।)

চারুদত্তঃ—শান্তং পাপম্ ; নাপরীক্ষ্যকারী দুরাচারঃ পালক ইব চণ্ডালঃ তৎ পরলোকার্থং পুত্রমুখং দ্রষ্টুমভ্যর্থয়ে ।

চাণ্ডালো—এব্বং কলীঅদু । (এবং ক্রিয়তাম্ ।)

(নেপথ্যে)

হা তাদ ! হা আবুক (হা তাত ! হা পিতঃ !)

(চারুদত্তঃ শ্রুত্বা, সকরুণম্, 'ভোঃ ! স্বজাতিমহত্তর' ইত্যাদি পঠতি ।)

চাণ্ডালো—অলে পউলা ! খণং অন্তলং দেধ । এসে অজ্জচালুদত্তে পুত্তমুহং পেক্খদু । (নেপথ্যাভিমুখম্) অজ্জ ! ইদো ইদো । আঅচ্ছ লে দালআ ! আঅচ্ছ । (হে পৌরাঃ ক্ষণমন্তরং দত্ত । এষ আর্যচারুদত্তঃ পুত্রমুখং পশ্যতু ! আর্য ! ইত ইতঃ । আগচ্ছ রে দারক ! আগচ্ছ ।)

(ততঃ প্রবিশতি দারকমাদায় বিদূষকঃ)

বিদূষকঃ—তুবরদু তুবরদু ভদ্দমুহো । পিদা দে মারিদুং ণীঅদি । (ত্বরতাং ত্বরতাং ভদ্রমুখঃ । পিতা তে মারয়িতুং নীয়তে ।)

দারকঃ—হা তাদ ! হা আবুক ! (হা তাত ! হা পিতঃ ।)

বিদূষকঃ—হা পিঅবঅস্স ! কহিং মএ তুমং পেক্খিদব্বো । (হা প্রিয়বয়স্য ! কুত্র ময়া ত্বং দ্রষ্টব্যঃ ।)

চারুদত্তঃ—(পুত্রং মিত্রং চ বীক্ষ্য) হা পুত্র ! হা মৈত্রেয় ! (সকরুণম্) ভোঃ, কষ্টম্ ।

চিরং খলু ভবিষ্যামি পরলোকে পিপাসিতঃ ।
অত্যল্পমিদমস্মাকং নিবাপোদকভোজনম্ ॥১৭॥

কিং পুত্রায় প্রযচ্ছামি । (আত্মানমবলোক্য যজ্ঞোপবীতং দৃষ্ট্বা) আং ইদং তাবদস্তি মম চ

অমৌক্তিকমসৌবর্ণং ব্রাহ্মণানাং বিভূষণম্ ।
দেবতানাং পিতৃণাং চ ভাগো যেন প্রদীয়তে ॥১৮॥

(ইতি যজ্ঞোপবীতং দদাতি ।)

চাণ্ডালো—আঅচ্ছ লে চালুদত্ত ! আঅচ্ছ । (আগচ্ছ রে চারুদত্তঃ ! আগচ্ছ ।)

দ্বিতীয়ঃ—অলে ! অজ্জচালুদত্তং ণিলুববদেণ ণামেণ আলবেশি । অলে ! পেক্খ

অব্ভুদএ অবশাণে তহে অ লত্তিন্দিবং অহদমগ্গা ।
উদ্দামে ব্ব কিশোলী ণিঅদী খু পডিচ্ছিদুং জাদি ॥১৯॥

অন্নং চ,—

শুক্খা বি বদেশা শে কিং বিণমিঅমথ্থএণ কাঅব্বম্ ।
লাহুগহিদে বি চন্দে ণ বন্দণীএ জণপদশ্শ ॥২০॥

(অরে, আর্যচারুদত্তং নিরূপপদেন নাম্নালপসি। অরে পশ্য—
অভ্যুদয়েঽবসানে তথৈব রাত্রিন্দিবমহতমার্গা।
উদ্দামেব কিশোরী নিয়তিঃ খলু প্রত্যেষিতুং যাতি॥
অন্যচ্চ,—
শুষ্কা অপি প্রদেশা অস্য কিং বিনমিতমস্তকেন কর্তব্যম্।
রাহুগৃহীতোঽপি চন্দ্রো ন বন্দনীয়ো জনপদস্য॥)

দারকঃ—অরে রে চাণ্ডলো! কহিং মে আবুকং নেধ। (অরে রে চাণ্ডলোঃ! কুত্র মম পিতরং নয়ত।)

চারুদত্তঃ—বৎস!
অংসেন বিভ্রৎকরবীরমালামালাং স্কন্ধেন শূলং হৃদয়েন শোকম্।
আঘাতমদ্যাহমনুপ্রযামি শামিত্রমালব্ধুমিবাধ্বরেঽজঃ॥২১॥

চাণ্ডলৌ—দালআ!
ণ হু অহ্মে চাণ্ডালা চাণ্ডালকুলম্মি জাদপুব্বা বি।
জে অহি ভবশ্তি শাহুং তে পাবা তে অ চাণ্ডালা॥২২॥
(দারক!
ন খলু বয়ং চাণ্ডালাশ্চাণ্ডালকুলে জাতপূর্বা অপি।
যেঽভিভবন্তি সাধুং তে পাপাস্তে চ চাণ্ডালাঃ॥)

দারকঃ—তা কীস মারেধ আবুকম্। (তৎ কিমর্থং মারয়ত পিতরম্।)

চাণ্ডালৌ—দীহাও, অত্ত লাআণিওও খু অবলজ্ঝদি, ণ হু অহ্মে। (দীর্ঘায়ুঃ! অত্র রাজনিয়োগঃ খল্বপরাধ্যতি, ন খলু বয়ম্।)

দারকঃ—বাবাদেধমম্, মুঞ্চধ আবুকম্। (ব্যাপাদয়ত মাম্, মুঞ্চত পিতরম্।)

চাণ্ডালঃ—দীহাও। এবং ভণান্ত চিলং মে জীব। (দীর্ঘায়ুঃ। এবং ভণংশ্চিরং মে জীব।)

চারুদত্তঃ—(সাস্রং পুত্রং কণ্ঠে গৃহীত্বা)
ইদং তৎস্নেহসর্বস্বং সমমাঢ্যদরিদ্রয়োঃ।
অচন্দনমনোশীরং হৃদয়স্যানুলেপনম্॥২৩॥
('অংসেন বিভ্রৎ' ইত্যাদি পুনঃ পঠতি, অবলোক্য স্বগতম্, 'অমী হি বস্ত্রান্ত-নিরুদ্ধবক্ত্রাঃ' ইত্যাদি পুনঃ পঠতি)

বিদূষকঃ—ভো ভদ্দমুহা মুঞ্চধ পিঅবয়স্সং চালুদত্তম্,; মং বাবদেধ। (ভো ভদ্রমুখাঃ। মুঞ্চত প্রিয়বয়স্যং চারুদত্তম্; মাং ব্যাপাদয়ত।)

চারুদত্তঃ—শান্তং পাপম্। (দৃষ্টবা স্বগতম্) অদ্যাবগচ্ছামি। ('সমসংস্থিত' ইত্যাদি পঠতি, প্রকাশম্ 'এতাঃ পুনর্হর্ম্যগতাঃ স্ত্রিয়ো মাম্' ইত্যাদি পুনঃ পঠতি)

চণ্ডালঃ—ওশলধ অজ্জা। ওশলধ।
কিং পেক্খধ শপ্পুলিশং অজশবশেণ প্পণট্টজীবাশম্।
কুবে খণ্ডিদপাশং কঞ্চণকলশংব্ব ডুব্বন্তম্॥২৪॥
(অপসরতার্যাঃ অপসরত।

কিং পশ্যত সৎপুরুষময়শোবশেন প্রনষ্টজীবাশম।
কূপে খণ্ডিতপাশঃ কাঞ্চনকলশমিব মজ্জন্তম্ ॥

(চারুদত্তঃ সকরুণম্, 'শশিবিমলময়ূখ—' ইত্যাদি পঠতি)

অপরঃ—অলে, পুণো বি ঘোশেহি। (অরে, পুনরপি ঘোষয়।)

(চাণ্ডালস্তথা করোতি)

চারুদত্তঃ—প্রাপ্তোঽহং ব্যসনকৃশাং দশামনার্যাং যত্রেদং ফলমপি জীবিতাবসানম্।
এষা চ ব্যথয়তি ঘোষণা মনো মে শ্রোতব্যং যদিদমসৌ ময়া হতেতি ॥২৫॥

(ততঃ প্রবিশতি প্রাসাদস্থো বদ্ধঃ স্থাবরকঃ)

স্থাবরকঃ—(ঘোষণামাকর্ণ্য, সবৈক্লব্যম্) কধং অপাবে চালুদত্তে বাবাদীঅদি। হগ্গে ণিঅলেণ শামিণা বদ্ধিদে। ভোদু আক্কন্দামি। শুণা ধ অজ্জা! শুণাধ। অত্থি দাণিং মএ পাবেণ পবহণপডিবত্তেণ পুপ্ফকলণ্ডঅজিণ্ণুজ্জাণং বশন্তশেণা ণীদা। তদো মম শামিণা মং ণ কামেশিণি কদুঅ বাহুপাশবলক্কালেণ মালিদা, ণ উণ এদিণা অজ্জেণ। কধং বিদূলদাএ ণ কো বি শুণাদি। তা কিং কলেমি। অত্তাণঅং পাডেমি। (বিচিন্ত্য) জই এব্বং কলেমি, তদা অজ্জাচালুদত্তে ণ ববাদীঅদি। ভোদু, ইমাদো পাশাদাবালগ্গপদোলিকাদো এদিণা জিণ্ণগবক্খেণ অত্তাণঅং ণিক্খিবামি। বলং হগ্গে উবলদে, ণ উণ এশে কুলপুণ্ণবিহগাণং বাশপাদবে অজ্জচালুদত্তে। এব্বং জই বিবজ্জামি লদ্ধে মএ পললোএ। (ইত্যাত্মানং পাতয়িত্বা) হী হী, ণ উবলদম্হি। ভগ্গে মে দণ্ডণিঅলে। তা চাণ্ডালঘোশং শমন্নেশামি (দৃষ্টোপসৃত্য) হংহো চাণ্ডালা! অন্তলং অন্তলং। (কথমপাপশ্চারুদত্তো ব্যাপাদ্যতে। অহং নিগড়েন স্বামিনা বদ্ধঃ। ভবতু, শৃণুত। অস্তীদানীং ময়া পাপেন প্রবহণপরিবর্তেন পুষ্পকরণ্ডকজীর্ণোদ্যানং বসন্তসেনা নীতা। ততো মম স্বামিনা মাং ন কাময়স্য ইতি কৃত্বা বাহুপাশ-বলাৎকারেণ মারিতা, ন পুনরেতেনার্যেণ। কথং বিদূরতয়া ন কোঽপি শৃণোতি। তৎ কিং করোমি। আত্মানং পাতয়ামি। যদ্যেবং করোমি, তদার্য-চারুদত্তো ন ব্যাপাদ্যতে। ভবতু, অস্যাঃ প্রাসাদবালাগ্রপ্রতোলিকাত এতেন জীর্ণগবাক্ষেণাত্মানং নিক্ষিপামি। বরমহমুপরতঃ, ন পুনরেষ কুলপুত্রবিহগানাং বাসপাদপ আর্যচারুদত্তঃ। এবং যদি বিপদ্যে লব্ধো ময়া পরলোকঃ। আশ্চর্যম্, নোপরতোঽস্মি। ভগ্নো মে দণ্ডনিগড়ঃ। তচ্চাণ্ডালঘোষং সমন্বিষ্যামি। হংহো চাণ্ডালাঃ! অন্তরমন্তরম্।)

চাণ্ডালৌ—অলে! কে অন্তলং মগ্গেদি। (অরে! কোঽন্তরং যাচতে)

(চেটঃ 'শুণাধ' ইতি পূর্বোক্তং পঠতি)

চারুদত্তঃ—অয়ে!

কোঽয়মেবং বিধে কালে কালপাশস্থিতে ময়ি।
অনাবৃষ্টিহতে শস্যে দ্রোণমেঘ ইবোদিতঃ ॥২৬॥

ভোঃ! শ্রুতং ভবদ্ভিঃ,—

ন ভীতো মরণাদস্মি কেবলং দূষিতং যশঃ।
বিশুদ্ধস্য হি মে মৃত্যুঃ পুত্রজন্মসমো ভবেৎ ॥২৭॥

অন্যচ্চ,—

তেনাস্ম্যকৃতবৈরেণ ক্ষুদ্রেণাত্মল্পবুদ্ধিনা।
শরেণেব বিষাক্তেন দূষিতেনাপি দূষিত ॥২৮॥

চাণ্ডালৌ—থাবলঅ! অবি শচ্চং ভণাশি। (স্থাবরক! অপি সত্যং ভণসি।)

চেটঃ—শচ্চম্; হগে বিমা কশ্শ বি কধইশ্শশি ণ পাশাদবালগ্গপদোলিকাএ দণ্ডণিঅলেণ বন্ধিঅ ণিক্খিত্তে। (সত্যম্; অহমপি মা কস্যাপি কথয়িষ্যসীতি প্রাসাদবালাগ্রপ্রতোলিকায়াং দণ্ডনিগড়েন বদ্ধ্বা নিক্ষিপ্তঃ।)

(প্রবিশ্য)

শকারঃ—(সহর্ষম্) মংশেণ তিক্খামিলকেণ ভত্তে শামেন শূপেণ সমচ্ছকেণ।
ভুত্তং মএ অত্তণঅশ্শ গেহে শালিশ্শ কূলেন গূলোদণেণ ॥২৯॥

(কর্ণং দত্ত্বা) ভিন্নকংশখংখণাএ চাণ্ডালবাআএ শলশঞ্জোএ জধা অএশে উক্খালিদে বজ্ঝডিণ্ডিমশদ্দে পডহাণং অ শূণীঅদি, তধা তক্কেমি, দলিদ্দচালুদত্তাকে বজ্ঝাট্ঠাণং ণীঅদি ত্তি। তা পেক্খিশ্শম্। শত্তুবিণাশে ণাম মম মহন্তে হলকশ্শ পলিদোশে হোদি। শূদং অ মএ, জে বি কিল শত্তুং বাবাদঅন্তং পেক্খদি, তশ্শ অন্নশ্শিং জম্মন্তলে অক্খিলোগে ণ হোদি। মএ খু বিশগণ্ঠিগব্ভপবিট্ঠেণ বিঅ কীডএণ কিং পি অন্তলং মগ্গমাণেণ উপ্পাজিদ তাহ দলিদ্দচালুদত্তাহ বিণাশে। শম্পদং অত্তণ কেলিকাএ পাশাদবালগ্গপদোলিকাএ অহিলুহিঅ অত্তণো পলক্কমং পেক্খামি। (তথা কৃত্বা, দৃষ্ট্বা চ) হী হী, এদাহ দলিদ্দচালুদত্তাহ বজ্ঝং ণীঅমাণাহ এবড্ঢে জণশম্মদ্দে, জং বেলং অহ্মালিশে পবলে বলমণুশ্শে বজ্ঝং ণীঅদি তং বেলং কেদিশং ভবে। (নিরীক্ষ্য) কধম্। এশে শে ণববলদ্দকে বিঅ মণ্ডিদে দক্খিণং দিশং ণীঅদি। অধ কিং ণিমিত্তং মম কেলিকাএ পাশাদবালগ্গপদোলিকাএ শমীবে ঘোশণা ণিবডিদা, ণিবালিদা অ। (বিলোক্য) কধং থাবলকে চেডে বি ণত্থি ইধ। মা ণাম তেণ ইদো গদুঅ মন্তভেদে কেডে ভবিশ্শদি। তা জাব ণং অণ্ণেশামি।

[মাংসেন তিক্তাম্লেন ভক্তং শাকেন সূপেন সমৎস্যকেন।
ভুক্তং ময়াত্মনো গেহে শালীয়কূরেণ গুড়োদনেন ॥

ভিন্নকাংস্যবৎসংখণায়াশ্চাণ্ডালবাচায়াঃ স্বরসং যোগঃ। যথা চৈষ উদ্গীতো বধ্যডিণ্ডিমশব্দঃ পটহানাং চ শ্রূয়তে, তথা তর্কয়ামি,দরিদ্রচারুদত্তকো বধ্যস্থানং নীয়ত ইতি। তৎ প্রেক্ষিষ্যে। শত্রুবিনাশো নাম মম মহান্‌হৃদয়স্য পরিতোষো ভবতি। শ্রুতং চ ময়া, যোঽপি কিল শত্রুং ব্যাপাদ্যমানং পশ্যতি, তস্যান্যস্মিঞ্জন্মান্তরেঽক্ষিরোগো ন ভবতি। ময়া খলু বিষগ্রন্থিগর্ভপ্রবিষ্টেনেব কীটকেন কিমপ্যন্তরং মৃগয়মাণেনোৎপাদিতস্তস্য দরিদ্রচারুদত্তস্য বিনাশঃ। সাম্প্রতমাত্মীয়ায়াং প্রাসাদবালাগ্রপ্রতোলিকায়ামধিরুহ্যাত্মনঃ পরাক্রমং পশ্যামি। হী হী, এতস্য দরিদ্রচারুদত্তস্য বধ্যং নীয়মানস্যৈতাবাঞ্জনসংমর্দঃ, যস্যাং বেলায়ামস্মাদৃশঃ পবরো বরমানুষো বধ্যং নীয়তে তস্যাং বেলায়াং কীদৃশো ভবেৎ। কথং এষ স নববলীবর্দ ইব মণ্ডিতো দক্ষিণাং দিশং নীয়তে। অথ কিং নিমিত্তং মদীয়ায়াঃ প্রাসাদবালাগ্রপ্রতোলিকায়াঃ সমীপে ঘোষণা নিপাতিতা, নিবারিতা

চ। কথং স্থাবরকচেটোঽপি নাস্তীহ। মা নাম তেনেতো গত্বা মন্ত্রভেদঃ কৃতো ভবিষ্যতি। তদ্যাবদেনমন্বিষ্যামি।] (ইত্যবতীর্যোপসর্পতি)

চেটঃ—(দৃষ্টবা) ভষ্টালকা! এশে শে আগদে। [ভট্টারকাঃ! এষ স আগতঃ]

চাণ্ডালৌ— ওশলধ দেধ মগ্গং দালং ঢক্কেধ হোধ তুহ্নীআ।
অবিণঅতিক্খবিশাণে দুট্টবইল্লে ইদো এদি ॥৩০॥
[অপসরত দত্ত মার্গং দ্বারং পিধত্ত ভবত তুষ্ণীকাঃ।
অবিনয়তীক্ষ্ণবিষাণো দুষ্টবলীবর্দ ইব এতি ॥]

শকারঃ—অলে অলে! অন্তলং অন্তলং দেধ! (উপসৃত্য) পুত্তকা থাবলকা চেডা! এহি গচ্ছম্হ। [অরে অরে, অন্তরমন্তরং দত্ত। পুত্রক স্থাবরক চেটক! এহি গচ্ছাবঃ]

চেটঃ—হী হী, অণজ্জ! বশন্তশেণিঅং মালিঅ ণ পলিতুশ্টেশি। শম্পদং পণইজণকপ্পপাদবং অজ্জচালুদত্তং নালইদুং ববশিদেশি। [হী হী অনার্য! বসন্তসেনাং মারয়িত্বা ন পরিতুষ্টোঽসি। সাম্প্রতং প্রণয়িজনকল্পপাদপমার্যচারুদত্তং মরেয়িতুং ব্যবসিতোঽসি।]

শকারঃ—ণ হি লত্তণকুম্ভশলিশে হগে ইশ্বিঅং বাবাদেমি। [ন হি রত্নকুম্ভসদৃশোঽহং স্ত্রিয়ং ব্যাপাদয়ামি।]

সর্বে—অহো, তুএ মারিদা। ণ অজ্জচারুদত্তেণ। [অহো, ত্বয়া মারিতা, ন আর্যচারুদত্তেন।]

শকারঃ—কে এব্বং ভণাদি। ক এবং ভণতি।)

সর্বে—(চেটমুদ্দিশ্য) ণং এসো সাহূ। (নন্বেষ সাধুঃ।)

শকারঃ—(অপবার্য, সভয়ম্) অবিদ মাদিকে, অবিদ মাদিকে, কধং থাবলকে চেডে শুট্ঠু ণ মএ শঞ্জদে। এশে খু মম অকজ্জশ্শ শক্খী। (বিচিন্ত্য) এব্বং দাব কলইশ্শমম্। (প্রকাশম্) অলীঅং ভষ্টালকা! হংহো, এশে চেডে শুবন্ন-চোলিআএ মএ গহিদে পিশ্টিদে ম্যালিদে বন্ধে অ। তা কিদবেলে এশে জং ভণাদি কিং শচ্চম্। (অপবারিতকেন চেটস্য কটকং প্রযচ্ছতি, স্বৈরকম্) পুত্তকা থাবলা চেডা! এদং গেহ্নিঅ অন্নধা ভণাহি। (হন্ত, কথং স্থাবরকশ্চেটঃ সুষ্ঠু ন ময়া সংযতঃ। এষ খলু মমাকার্যস্য সাক্ষী। এবং তাবৎ করিষ্যামি। ওলীকং ভট্টারকাঃ। অহো, এষ চেটঃ সুবর্ণচোরিকয়া ময়া গৃহীতস্তাড়িতো মারিতো বদ্ধশ্চ। তৎ কৃতবৈর এব যদ্ভণতি কিং সত্যম্। পুত্রক স্থাবরক চেট! এতদ্‌গৃহীত্বাঽন্যথা ভণ।)

চেটঃ—(গৃহীত্বা) পেক্খধ পেক্খধ ভট্টালক! হংহো, শুবন্নেণ মং পলোভেদি। (পশ্যত পশ্যত ভট্টারকাঃ! অহো, সুবর্ণেন মাং প্রলোভয়তি।)

শকার—(কটকমাচ্ছিদ্য) এশে শে শুবন্নকে; জশ্শ কালণাদো মএ বন্ধে। (সক্রোধম্) চাণ্ডালা! মএ খু এশে শুবন্নভণ্ডালে নিউত্তে শুবন্নং চোলঅন্তে মালিদে পিশ্টিদে; তা জদি ণ পত্তিআঅধ তা পিশ্টিং দাব পেক্খধ। (এতত্তৎ সুবর্ণকম্, যস্য কারণান্ময়া বদ্ধঃ। হংহো চাণ্ডালাঃ! ময়া খল্বেষ সুবর্ণ ভাণ্ডারে নিযুক্তঃ সুবর্ণং চোরয়ন্মারিতস্তাড়িতঃ; তদ্যদি ন প্রত্যয়ধ্বং তদা পৃষ্ঠং তাবৎ পশ্যত।)

চাণ্ডালো—(দৃষ্ট্বা) শোহণং ভণাদি। বিতত্তে চেডে কিং ণ পলবদি। (শোভনং ভণতি। বিতপ্তশ্চেটঃ কিং ন প্রলপতি।)

চেটঃ—হীমাদিকে, ঈদিশে দাশভাবে, জং শচ্চং কং পি ণ পত্তিআঅদি। (সকরুণম্) অজ্জচালুদত্ত! এত্তিকে মে বিহবে। (হন্ত, ঈদৃশো দাসভাবঃ, যৎ সত্যং কমপি ন প্রত্যায়য়তি। আর্য চারুদত্ত! এতাবান্ মে বিভবঃ।)

(ইতি পাদয়োঃ পততি)

চারুদত্তঃ—(সকরুণম্)

উত্তিষ্ঠ ভোঃ! পতিতসাধুজনানুকম্পিন্নিষ্কারণোপগতবান্ধব ধর্মশীল!

যত্ন কৃতোঽপি সুমহান্মম মোক্ষণায় দৈবং ন সংবদতি, কিং ন কৃতং ত্বয়াদ্য ॥৩১॥

চাণ্ডালো—ভট্টকে! পিট্টিঅ এদং চেডং ণিক্খালেহি। (ভট্টক! তাড়য়িত্বৈতং চেটং নিষ্কাসয়।)

শকারঃ—ণিক্কম লে। (ইতি নিষ্ক্রময়তি) অলে চাণ্ডালা! কিং বিলম্বেধ মালেধ এদম্। (নিষ্ক্রাম রে। অরে অরে চাণ্ডালাঃ! কিং বিলম্বধ্বম্। মারয়তৈনম্।)

চাণ্ডালো—জদি তুবলশি তা শঅং জ্জেব মালেহি। (যদি ত্বরয়সে তা স্বয়মেব মারয়।)

রোহসেনঃ—অলে চাণ্ডালা! মং মারেধ; মুঞ্চঅ আবুকম্। (অরে চাণ্ডালাঃ! মাং মারয়ত; মুঞ্চত পিতরম্।)

শকারঃ—শপুত্তং জ্জেব এদং মালেধ। (সপুত্রমেবৈতং মারয়ত।)

চারুদত্তঃ—সর্বমস্য মূর্খস্য সম্ভাব্যতে। তদ্গচ্ছ পুত্র; মাতুঃ সমীপম্।

রোহসেনঃ কিং মএ গদেণ কাদব্বম্। (কিং ময়া গতেন কর্তব্যম্।)

চারুদত্তঃ— আশ্রমং বৎস! গন্তব্যং গৃহীত্বাদেব মাতরম্।

মা পুত্র! পিতৃদোষেণ ত্বমপ্যেবং গমিষ্যাসি ॥৩২॥

তদ্বয়স্য। গৃহীত্বৈনং ব্রজ।

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স! এব্বং তুএ জাণিদম্। তুএ বিণা অহং পাণাইং ধারেমি ত্তি। (ভো বয়স্য! এবং ত্বয়া জ্ঞাতম্। ত্বয়া বিনাহং প্রাণান্ ধারয়ামীতি।)

চারুদত্তঃ—বয়স্য! স্বাধীনজীবিতস্য ন যুজ্যতে তব প্রাণপরিত্যাগঃ।

বিদূষকঃ—(স্বগতম্) জুত্তং মেদম্, তধা বি ণ সক্কুণোমি পিঅবঅস্সবিরোহিদো পাণাইং ধারেদুং ত্তি। তা বক্ষণীএ দারঅং সমপ্পিঅ পাণপরিচ্চাএণ অত্তণো পিঅবঅস্সং অণুগমিস্সম্। (প্রকাশম্) ভো বঅস্স! পরাণেমি এদং লহুম্। যুক্তং স্বিদম্। তথাপি ন শক্নোমি প্রিয়বয়স্যবিরহিতঃ প্রাণান্ ধর্তুমিতি। তদ্ব্রাহ্মণ্যৈ দারকং সমর্প্য প্রাণপরিত্যাগেনাত্মনঃ প্রিয়বয়স্যমনুগমিষ্যামি। ভো বয়স্য! পরানয়াম্যেতং লঘু।) (ইতি সকণ্ঠগ্রহং পাদয়োঃ পততি)

(দারকোঽপি রুদন্ পততি)

শকারঃ—অলোণং ভণামি শপুত্তাকং চালুদত্তাকং বাবাদেধ ত্তি। (অরে! ননু ভণামি সপুত্রকং চারুদত্তং ব্যাপাদয়তেতি।)

(চারুদত্তো ভয়ং নাটয়তি)

চাণ্ডালো—ণহি অম্মাণং ঈদিশী লাআণত্তী, জধা শপুত্তং চালুদত্তং বাবাদেধ ত্তি। তা ণিক্কম লে দালআ! ণিক্কম। (ইতি নিষ্ক্রাময়তঃ) ইমং তইঅং ঘোশণট্ঠাণম্।

তাডেধ ডিণ্ডিমম্। (ন হ্যস্মাকমীদৃশী রাজাজ্ঞপ্তিঃ, যথা সপুত্রং চারুদত্তং ব্যাপাদয়তেতি। তন্নিষ্ক্রাম রে দারক! নিষ্ক্রাম। ইদং তৃতীয়ং ঘোষণাস্থানম্। তাড়য়ত ডিণ্ডিমম্।) (পুনর্ঘোষয়ন্তঃ)

শকারঃ—(স্বগতম্) কধং এশে ণ পত্তিআঅন্তি পোলা। (প্রকাশম্) হংহো চালুদত্তা বড়ুকা! ণ পত্তিআঅদি এশে পোলজণে। তা অত্তণকেলিকাএ জীহাএ ভণাহি মএ বশন্তশেণা মালিদেত্তি। (কথমেতে ন প্রত্যয়ন্তে পৌরাঃ। অরে চারুদত্ত বটুক! ন প্রত্যয়ত এষ পৌরজনঃ। তদাত্মীয়য়া জিহ্বয়া ভণ—'ময়া বসন্তসেনা মারিতা' ইতি।)

(চারুদত্তস্তুষ্ণীমাস্তে)

শকারঃ—অলে চণ্ডালগোহে! ণ ভণাদি চালুদত্তবড়ুকে। তা ভণাবেধ ইমিণা জজ্জল-বংশখণ্ডেণ শংখলেণ তালিঅ তালিঅ। (অরে চাণ্ডালমনুষ্য! ন ভণতি চারুদত্তবটুকঃ। তদ্ভণয়তানেন জর্জরবংশখণ্ডেন শৃংখলেন তাড়য়িত্বা তাড়য়িত্বা।)

চাণ্ডালঃ—(প্রহারমুদ্যম্য) ভো চালুদত্ত! ভণাহি। (ভোশ্চাবদত্ত! ভণ।)

চারুদত্তঃ—(সকরুণম্)

প্রাপ্যৈতদ্ব্যসনমহার্ণবপ্রপাতং ন ত্রাসো ন চ মনসোঽস্তি মে বিষাদঃ।
একো মাং দহতি জনাপবাদবহ্নির্বক্তব্যং যদিহ ময়া হতা প্রিয়েতি ॥৩৩॥

(শকারঃ পুনস্তথৈব)

চারুদত্তঃ—ভো ভোঃ পৌরাঃ! (ময়া খলু নৃশংসেন'—ইত্যাদি পুনঃ পঠতি।)

শকারঃ—বাবাদিদা। (ব্যাপাদিতা)

চারুদত্তঃ—এবমস্তু।

প্রথমচাণ্ডালঃ—অলে, তব অত্ত বজ্ঝপালিআ। (অরে, তবাত্র বধ্যপালিকা।)

দ্বিতীয় চাণ্ডালঃ—অলে, তব। (অরে, তব)

প্রথমঃ—অলে, বজ্ঝপালিআএ লেক্খঅং কলেম্ব। (ইতি বহুবিধং লেখকং কৃত্বা) অলে, জদি মম কেলিকা বজ্ঝপালিআ, তা চিট্ঠদু দাব মুহুত্তঅম্। (অরে, বধ্যপালিকায়া লেখং কুর্মঃ। অরে, যদি মদীয়া বধ্যপালিকা, তদা তিষ্ঠতু তাবন্মুহূর্তকম্।)

দ্বিতীয়ঃ—কিং নিমিত্তম্। (কিং নিমিত্তম্।)

প্রথমঃ—অলে, ভণিদো ম্হি পিদুণা শগ্গং গচ্ছন্তেণ, জধা—পুত্ত বীরঅ! জই তুহ বজ্ঝপালিআ হোদি, মা শহশা বাবাদঅশি বজ্ঝম্। (অরে, ভণিতোঽস্মি পিতা স্বর্গং গচ্ছতা, যথা—পুত্র বীরক! যদি তব বধ্যপালিকা ভবতি, মা সহসা ব্যাপাদয়সি বধ্যম্।)

দ্বিতীয়ঃ—অলে, কিং ণিমিত্তম্। (অরে, কিং নিমিত্তম্।)

প্রথমঃ—কদা বি কোবি শাহু অত্থং দইঅ বজ্ঝং মোআবেদি। কদাবি লগ্নো পুত্তে ভোদি, তেণ বদ্ধাবেণ শব্ববজ্ঝাণং মোক্খে হোদি। কদাবি হত্থী বন্ধং খণ্ডেদি, তেন শম্ভমেণ বজ্ঝে মুক্কে হোদি। কদাবি লাঅপলিবট্টে হোদি, তেণ শব্ববজ্ঝাণং মোক্খে হোদি। (কদাপি কোঽপি সাধুরর্থং দত্ত্বা বধ্যং মোচয়তি। কদাপি রাজ্ঞঃ পুত্রো ভবতি, তেন বৃদ্ধিমহোৎসবেন সর্ববধ্যানাং মোক্ষো ভবতি। কদাপি হস্তি বন্ধং খণ্ডয়তি, তেন সম্ভ্রমেণ বধ্যো মুক্ত ভবতি। কদাপি রাজপরিবর্তো

ভবতি, তেন সর্ববধ্যানাং মোক্ষো ভবতি।)

শকারঃ—কিং কিং লাঅপলিবত্তে হোদি। [কিং কিং রাজপরিবর্তো ভবতি]

চাণ্ডালঃ—অলে, বজ্ঝপালিআএ লেক্খঅং কলেম্হা। [অরে, বধ্যপালিকাযা লেখং কুর্মঃ]

শকারঃ—অলে, শিগ্ঘং মালেধ চালুদত্তাকম্। [অরে, শীঘ্রং মারয়ত চারুদত্তম্]

(ইত্যুক্ত্বা চেটং গৃহীত্বৈকান্তে স্থিতঃ)

চাণ্ডালঃ—অজ্জচালুদত্ত! লাঅণিও খু অবলজ্কাদি, ণ খু অম্হে চাণ্ডালা; তা শুমলেহি জং শুমলিদব্বম্। [আর্যচারুদত্ত! রাজনিয়োগঃ খল্বপরাধ্যতি, ন খলু বয়ং চাণ্ডালাঃ; তৎস্মর্তব্যম]

চারুদত্তঃ— প্রভবতি যদি ধর্মো দূষিতস্যাপি মেঽদ্য
প্রবলপুরুষবাক্যৈর্ভাগ্যদোষাৎ কথঞ্চিৎ।
সুরপতিভবনস্থা যত্র যত্র স্থিতা বা
ব্যপনয়তু কলঙ্কং স্বস্বভাবেন সৈব ॥৩৪॥

ভোঃ! ক্ব তাবন্ময়া গন্তব্যম্।

চাণ্ডালঃ—(অগ্রতো দর্শয়িত্বা) অলে, এদ দীশদি দক্খিণমশাণং, জং পেক্খিঅ বজ্ঝা ঝত্তি পাণাইং মুঞ্চন্তি। পেক্খ পেক্খ—
অদ্ধং কলেবলং পডিবুত্তং কট্টন্তি দীহগোমাআ।
অদ্ধং পি শুললগ্গং বেশং বিঅ অট্টহাশশ্শ ॥৩৫॥

[অরে এতদ্দৃশ্যতে দক্ষিণশ্মশানম্, যৎ প্রেক্ষ্য বধ্যা ঝটিতি প্রাণান্ মুঞ্চন্তি। পশ্য পশ্য—
অর্ধং কলেবরং প্রতিবৃত্তং কর্ষন্তি দীর্ঘগোমায়বঃ।
অর্ধমপি শূললগ্নং বেশ ইবাট্টহাসস্য ॥]

চারুদত্তঃ—হা, হতোঽস্মি মন্দভাগ্যঃ। (ইতি সাবেগমুপবিশতি)

শকারঃ—ণ দাব গমিশ্শম্। চালুদত্তাকং বাবাদঅন্তং দাব পেক্খামি। (পরিক্রম্য, দৃষ্ট্বা) কধং উববিশ্টে। (ন তাবদ্গমিষ্যামি চারুদত্তকং ব্যাপাদ্যমানং তাবৎ পশ্যামি। কথমুপবিষ্টঃ।)

চাণ্ডালঃ–চারুদত্তা! কিং ভীদোশি। (চারুদত্ত! কিং ভীতোঽসি।)

চারুদত্তঃ—(সহসোত্থায়) ('মূর্খ! ন ভীতো মরণাদস্মি কেবলং দূষিতং যশঃ' ইত্যাদি পুনঃ পঠতি।)

চাণ্ডালঃ—অজ্জচালুদত্ত! গঅণদলে পডিবশন্তা চন্দশুজ্জা বি বিপত্তিং লহন্তি, কিং উণা জণা মলণভীলুআ মাণবা বা। লোএ কোবি উট্ঠিদো পডদি, কোবি পডিদোবি উট্ঠেদি। উট্ঠন্তপডন্তাহ বশণপাডিআ শবশ্শ উণ অত্থি! এদাইং হিঅএ কদুঅ সন্ধালেহি অত্তণেঅম্। (দ্বিতীয়চাণ্ডালং প্রতি) এদং চউট্ঠং ঘোশনট্ঠানং; তা উগ্ঘোশম্হ। (আর্যচারুদত্ত! গগনতলে প্রতিবসন্তৌ চন্দ্রসূর্যাবপি বিপত্তিং লভেতে, কিং পুনর্জনা মরণভীরুকা মানবা বা। লোকে কোঽপ্যুত্থিতঃ পততি, কোঽপি পতিতোঽপ্যুত্তিষ্ঠতে। উত্তিষ্ঠৎপততো বসনপাতিকা শবস্যা পুনরস্তি। এতানি হৃদয়ে কৃত্বা সন্ধারয়াত্মানম্। এতচ্চতুর্থং ঘোষণাস্থানম্, তদুদ্ঘোষয়াবঃ।)

(পুনস্তথৈবোদ্ঘোষয়তঃ)

চারুদত্তঃ—হা প্রিয়ে বসন্তসেনে ! ('শশিবিমলময়ূখ—' ইত্যাদি পুনঃ পঠতি)
(ততঃ প্রবিশতি সসম্ভ্রমা বসন্তসেনা ভিক্ষুশ্চ)

ভিক্ষুঃ—হীমাণহে, অট্ঠাণেপলিশ্শন্তং শমশ্শাশিঅ বশন্তশেণিঅং ণঅন্তে অণুগ্গহিদদ্ম্হি পব্বজ্জাএ। উবাশিকে ! কহিং তুম ণইশ্শম্। (আশ্চর্যম্, অস্থানপরিশ্রান্তাং সমাশ্বাস্য বসন্তসেনিকাং নয়ন্ননুগৃহীতোঽস্মি প্রব্রজ্যয়া। উপাসিকে ! কুত্র ত্বাং নেষ্যামি।)

বসন্তসেনা—অজ্জাচারুদত্তস্স জ্জেব গেহম্। তস্স দংসণেণ মিঅলাঞ্ছণস্স বিঅ কুমুদিণিং আণন্দেহি মম্। (আর্যচারুদত্তস্যেব গেহম্। তস্য দর্শনেন মৃগলাঞ্ছনস্যেব কুমুদিনীমানন্দময় মাম্।)

ভিক্ষুঃ—(স্বগতম্) কদলেণ মগ্গেন পবিশামি। (বিচিন্ত্য) লাঅমগ্গেণ জ্জেব পবিশামি। উবাশিকে ! এহি, ইমং লাঅমগ্গম্ ; (আকর্ণ্য) কিং ণু হু এশে লাঅমগ্গে মহন্তে কলঅলে শুণীঅদি। [কতরেণ মার্গেণ প্রবিশামি। রাজমার্গেণৈব প্রবিশামি। উপাসিকে ! এহি, অয়ং রাজমার্গঃ ; কিং নু খল্বেষ রাজমার্গে মহান্ কলকলঃ শ্রূয়তে।)

বসন্তসেনা—(অগ্রতো নিরূপ্য) কধং পুরদো মহাজনসমূহো। অজ্জ ! জাণাহি দাব কিং ণেদং ত্তি ! বিসমভরকন্তা বিঅ বসুন্ধরা এঅবাসোণ্ণদা উজ্জইণী বট্টদি। (কথং পুরতো মহাজনসমূহঃ। আর্য ! জানীহি তাবৎ কিং ন্বিদমিতি। বিষমভরক্রান্তেব বসুন্ধরা একবাসোন্নতোজ্জয়িনী বর্ততে।)

চাণ্ডালঃ—ইমং অ পচ্ছিমং ঘোশণট্ঠাণং, তা তালেধ ডিণ্ডিমম্। উগ্ঘোশেধ ঘোষণম্। (তথা কৃত্বা) ভো চালুদত্ত ; পডিবালেহি। মা ভাআহি, লহুং জ্জেব মালীঅশি ! (ইদং চ পশ্চিমং ঘোষণাস্থানম্, তত্তাড়য়ত ডিণ্ডিমম্। উদ্ঘোষয়ত ঘোষণাম্। ভোশ্চারুদত্ত ! প্রতিপালয়। মা ভৈঃ, শীঘ্রমেব মার্যসে।)

চারুদত্তঃ—ভগবত্যো দেবতাঃ !

ভিক্ষুঃ—(শ্রুত্বা, সসম্ভ্রমম্) উবাশিকে! তুমং কিল চারুদত্তেণ মালিদাশিত্তি চালুদত্তো-মালিদুং ণীঅদি। (উপাসিকে ! ত্বং কিল চারুদত্তেন মারিতাসীতি চারুদত্তো মারয়িতুং নীয়তে।)

বসন্তসেনা—(সসম্ভ্রম্) হদ্ধী হদ্ধী কধং মম মন্দভাহণীএ কিদে অজ্জচালুদত্তো বাবাদীঅদি। ভো ! তুরিদং আদেসেহি মগ্গম্। (হা ধিক্ হা ধিক্, কথং মম মন্দভাগিন্যাঃ কৃত আর্যচারুদত্তো, ব্যাপাদ্যতে ! ভোঃ ! ত্বরিতং ত্বরিতমাদিশ মার্গম্।)

ভিক্ষুঃ—তুবলজ তুবলজ বুদ্ধোবাশিআ অজ্জচালুদত্তং জীঅন্তং শমশ্শাশিদুম্। অজ্জা ! অন্তলং অন্তলং দেধ। (ত্বরতাং ত্বরতাং-বুদ্ধোপাসিকার্যচারুদত্তং জীবন্তং সমাশ্বাসয়িতুম্। আর্যাঃ ! অন্তরমন্তরং দত্ত।)

বসন্তসেনা—অন্তরং অন্তরম্। [অন্তরমন্তরম্।]

চাণ্ডালঃ—অজ্জাচালুদত্ত ! শামিণিওও অবলজ্ঝদি। ত্য শুমলেহি জং শুমলিদব্বম্। (আর্যচারুদত্ত ! স্বামিনিয়োগোঽপরাধ্যতি। তৎ স্মর যৎ স্মর্তব্যম্।)

চারুদত্তঃ—কিং বহুনা। ('প্রভবতি—' ইত্যাদি শ্লোকং পঠতি)

চাণ্ডালঃ—(খড়্গমাকৃষ্য) অজ্জচালুদত্ত ! উত্তাণে ভবিঅ সমং চিট্ঠ। একপ্পহালেণ

মালিঅ তুমং শগ্গং ণেম্ব। (আর্যচারুদত্ত! উত্তানো ভূত্বা সমং তিষ্ঠ! এক প্রহারেণ মারয়িত্বা ত্বাং স্বর্গং নয়ামঃ।)

(চারুদত্তস্তথা তিষ্ঠতি)

চাণ্ডালঃ—(প্রহর্তুমহীতে, খড়্গপতনং হস্তাদভিনয়ন্) হী, কধং
আঅড্টিঠ্দে শলোশং মুট্ঠীএ মুট্ঠিণা গহীদে বি।
ধলণীএ কীশ পডিদে দালুণকে অশণিশান্নিহে খগ্গে ॥৩৬॥
জধা এদং শবুত্তম্, তধা তক্কেমি ণ বিবজ্জদি অজ্জচালুদত্তে ত্তি। ভঅবদি শহ্যবাশিণি! পশীদ পশীদ। অবি ণাম চালুদত্তশ্শ মোক্খে ভবে, তদো অণুগহীদং তুএ চাণ্ডালউলং ভবে। (হী, কথম্
আকৃষ্টঃ সরোষং মুষ্টৌ মুষ্টিনা গৃহীতোঽপি।
ধরণ্যাং কিমথং পতিতো দারুণকোঽশনিসন্নিভঃ খড়্গঃ ॥
যথৈতৎসংবৃত্তম্, তথা তর্কয়ামি ন বিপদ্যত আর্যচারুদত্ত ইতি। ভগবতি সহ্যবাসিনি! প্রসীদ প্রসীদ! অপি নাম চারুদত্তস্য মোক্ষো ভবেৎ, তদানুগৃহীতং ত্বয়া চাণ্ডালকুলং ভবেৎ।)

অপরঃ—জধাণত্তং অণুচিট্ঠম্ব। (যথাজ্ঞপ্তমনুতিষ্ঠাবঃ।)

প্রথমঃ—ভোদু, এব্বং কলেম্ব। (ভবতু, এবং কুর্বঃ।)

(ইত্যুভৌ চারুদত্তং শূলে সমারোপয়িতুমিচ্ছতঃ)

(চারুদত্তঃ 'প্রভবতি—' ইত্যাদি পুনঃ পঠতি)

ভিক্ষুর্বসন্তসেনা চ—(দৃষ্ট্বা) অজ্জা! মা দাব মা দাব। অজ্জা! এসা অহং মন্দভাইণী, জাএ কারণাদো এসো বাবাদীঅদি। (আর্যাঃ! মা তাবন্মা তাবৎ। আর্যাঃ! এষাহং মন্দভাগিণী যস্যাঃ কারণাদেব ব্যাপাদ্যতে।)

চাণ্ডালঃ—(দৃষ্ট্বা)
কা উণ তুলিদং এণা অংশপডন্তেণ চিউলভালেণ।
মা মেত্তি বাহলন্তী উট্ঠিদহত্থা ইদো এদি ॥৩৭॥
(কা পনস্ত্বরিতমেষাংসপততা চিকুরভারেণ।
মা মেতি ব্যাহরন্ত্যুত্থিতহস্তেত এতি ॥)

বসন্তসেনা—অজ্জচারুদত্ত! কিং ণেদম্। (আর্যচারুদত্ত! কিং ন্বিদম্।)
(ইত্যুরসি পততি)

ভিক্ষুঃ—অজ্জচালুদত্ত। কিং ণেদম্। (আর্যচারুদত্ত! কিং ন্বিদম্।) (ইতি পাদয়োঃ পততি)

চাণ্ডালঃ—(সভয়মুপসৃত্য) কধং বশন্তশেণা। ণং খু অম্হেহিং শাহু ণ বাবাদিদে। (কথং বসন্তসেনা। ননু খল্বস্মাভিঃ সাধুর্ন ব্যাপাদিতঃ।)

ভিক্ষুঃ—(উত্থায়) অলে, জীবদি চালুদত্তে। (অরে, জীবতি চারুদত্তঃ।)

চাণ্ডালঃ—জীবদি বশ্শশদম্। (জীবতি বর্ষশতম্।)

বসন্তসেনা—(সহর্ষম্) পচ্চুজ্জীবিদম্হি। (প্রত্যুজ্জীবিতাস্মি।)

চাণ্ডালঃ—তা জাব এদং বুত্তং লাইণো জণ্ণবাডশ্শ ণিবেদেম্ব। (তদ্যাবদেতদ্বৃত্তং রাজ্ঞো যজ্ঞবাটগতস্য নিবেদয়াবঃ।)

(ইতি নিষ্ক্রামতঃ)

শকারঃ—(বসন্তসেনাং দৃষ্ট্বা, সত্রাসম,) হীমাদিকে, কেণ গব্ভদাশী জীবাবিদা। উক্কন্তাইং মে পাণাইম্। ভোদু, পলাইশ্শম্। (আশ্চর্যম্, কেন গর্ভদাসী জীবনং প্রাপিতা। উৎক্রান্তা নে প্রাণাঃ। ভবতু, পলায়িষ্যে।) (ইতি পলায়তে।)

চাণ্ডালঃ—(উপসৃত্য) অলে, গং অম্মাণং ঈদিশী লাআণত্তী—জেণ শা বাবাদিদা, তং মালেধ ত্তি। তা লট্ঠিঅশালঅং জ্জেব অণ্ণেশম্হ। (অরে, নন্দস্মা—কমীদৃশী রাজাজ্ঞপ্তিঃ—যেন সা ব্যাপাদিতা, তং মারয়তেতি। তদ্রাষ্ট্রিয়শ্যালমেবান্বিষ্যাবঃ।] (ইতি নিষ্ক্রান্তো)

চারুদত্তঃ—(সবিস্ময়ম্)

কেয়মভ্যুদ্যতে শাস্ত্র মৃত্যুবক্তৃগতে ময়ি।
অনাবৃষ্টিহতে সস্যে দ্রোণ বৃষ্টিরিবাগতা ॥৩৮॥

(অবলোক্যচ)

বসন্তসেনা কিমিয়ং দ্বিতীয়া সমাগতা সৈব দিবঃ কিমিত্থম্।
ভ্রান্তং মনঃ পশ্যতি বা মমৈনাং বসন্তসেনা ন মৃতাথ সৈব ॥৩৯॥

অথবা,—

কিং নু স্বর্গাৎপুনঃ প্রাপ্তা মম জীবাতুকাম্যয়া।
তস্যা রূপানুরূপেণ কিমুতান্যেয়মাগতা ॥৪০॥

বসন্তসেনা—(সাস্রমুত্থায়, পাদয়োর্নিপত্য) অজ্জচালুদত্ত! সা জ্জেব অহং পাবা, জাএ কারণাদো ইঅং তুএ অতারিসী অবত্থা পাবিদা (আর্যচারুদত্ত! সৈবাহং পাপা, যস্যাঃ কারণাদিয়ং ত্বয়াসদৃশ্যবস্থা প্রাপ্তা।)

(নেপথ্যে)

অচ্চরিঅং অচ্চরিঅম্ জীবাদি বসন্তসেনা। (আশ্চর্যমাশ্চর্যম্, জীবতি বসন্তসেনা।) (ইতি সর্বে পঠন্তি।)

চারুদত্তঃ—(আকর্ণ্য সহসোত্থায় স্পর্শসুখমভিণীয় নিমীলিতাক্ষ এব হর্ষগদ্গদাক্ষরম্)
প্রিয়ে! বসন্তসেনা ত্বম্!

বসন্তসেনা—সা জ্জেবাহং মন্দভাআ। (সৈবাহং মন্দভাগ্যা।)

চারুদত্তঃ—(নিরূপ্য, সহর্ষম্) কথং বসন্তসেনৈব। (সানন্দম্)

কুতো বাষ্পাম্বুধারাভিঃ স্নপয়ন্তী পয়োধরৌ।
ময়ি মৃত্যুবশং প্রাপ্তে বিদ্যেব সমুপাগতা ॥৪১॥

প্রিয়ে বসন্তসেনে!

ত্বদর্থমেতদ্বিনিপাত্যমানং দেহং ত্বয়ৈব প্রতিমোচিতং মে।
অহো প্রভাবঃ প্রিয়সঙ্গমস্য মৃতোঽপি কো নাম পুনর্ধ্রিয়েত ॥৪২॥

অপি চ প্রিয়ে! পশ্য,—

রক্তং তদেব বরবস্ত্রমিয়ং চ মালা কান্তাগমেন হি বরস্য যথা বিভাতি।
এতে চ বধ্যপটহধ্বনরস্তথৈব জাতা বিবাহপটধ্বনিভিঃ সমানঃ ॥৪৩॥

বসন্তসেনা—অদিদক্খিণদাএ কিং ণ্ণেদং বেবসিদং অজ্জেণ। [অতিদক্ষিণতয়া কিং শ্বিদং ব্যবসিতমার্যেণ]

চারুদত্তঃ—প্রিয়ে! ত্বং কিল ময়া হতেতি—

পূর্বানুবন্ধবৈরেণ শত্রুণা প্রভবিষ্ণুণা।
নরকে পততা তেন মনাগস্মি নিপাতিতঃ ॥৪৪॥

বসন্তসেনা—(কর্ণৌ পিধায়) সন্তং পাবং ; তেণ ক্মি রাঅসালেণ বাবাদিদা। [শান্তং পাপম্ ; তেনাস্মি রাজশ্যালেন ব্যাপাদিতা]

চারুদত্তঃ—(ভিক্ষুং দৃষ্ট্বা) অয়মপি কঃ।

বসন্তসেনা—তেণ অণজ্জেণ বাবাদিদা ; এদিণা অজ্জেণ জীবাবিদম্হি। [তেনানার্যেণ ব্যাপাদিতা। এতেনার্যেণ জীবং প্রাপিতাস্মি]

চারুদত্তঃ—কস্ত্বনকারণবন্ধুঃ।

ভিক্ষুঃ—ণ পচ্চভিজাণাদি মং অজ্জো। অহং শে অজ্জশ্শ চলণশম্বাহচিন্তএ শম্বাহকে ণাম। জূদিঅলেহিং গহিদে এদাএ উবাশিকাএ অজ্জশ্শ কেলকে ত্তি অলংকালপণণিক্কীদে ম্হি। তেণ জূদণিব্বেদেণ শক্কশমণক শংবুত্তে ম্হি। এশা বি অজ্জা পবহণবিপজ্জাশেণ পুপ্ফকলণ্ডকজিণ্ণুজ্জাণং গদা। তেণ অ অনজ্জেণ ণ মং বহু মণ্ণেশি ত্তি বাহুপাশবলক্কালেণ মালিদা মএ দিট্টা। [ন প্রত্যভিজানাতি মামার্যঃ। অহং স আর্যস্য চরণসম্বাহচিন্তয়া সংবাহকো নাম দ্যূতকরৈগৃহীতএতয়োপাসিকযার্যস্যাত্মীয় ইত্যলংকারপণ—নিষ্ক্রীতোঽস্মি। তেন চ দ্যূতনির্বেদেন শাক্যশ্রমণকঃ সংবৃত্তোঽস্মি। এষাপ্যার্যা প্রবহণবিপর্যাসেন পুষ্পকরণ্ডকজীর্ণোদ্যানং গতা। তেন চানার্যেণ ন মাং বহুমন্যস ইতি বাহুপাশবলাৎকারেণ মারিতা ময়া দৃষ্টা]

(নেপথ্যে কলকলঃ)

জয়তি বৃষভকেতুর্দক্ষযগ্নস্য হন্তা
তদনু জয়তি ভেত্তা যণ্মুখঃ ক্রৌঞ্চশত্রুঃ।
তদনু জয়তি কৃৎস্নাং শুভ্রকৈলাসকেতুং
বিনিহতবরবৈরী চার্যকো গাং বিশালাম্ ॥৪৫॥

(প্রবিশ্য, সহসা)

শর্বিলকঃ—

হত্বা তং কুনৃপমহং হি পালকং স্তদ্রাজ্যে দ্রুতমভিষিচ্য চার্যকং তম্।
অস্যাজ্ঞাং শিরসি নিধায় শেষভূতাং মোক্ষোঽহং ব্যসনগতং চ চারুদত্তম্ ॥৪৬॥
হত্বা রিপুং তং বলনস্তহীনং পৌরান্সমাশ্বাস্য পুনঃ প্রকর্ষাৎ।
প্রাপ্তং সমগ্রং বসুধাধিরাজ্যং রাজ্যং বলারেরিব শত্রুরাজ্যম্ ॥৪৭॥

(অগ্রতো নিরূপ্য) ভবতু ; অত্র তেন ভবিতাম্, যত্রায়ং জনপদসমবায়। অপি নামামমারম্ভঃ ক্ষিতিপতেরার্যকস্যার্যচারুদত্তস্য জীবেতন সফলঃ স্যাৎ। (ত্বরিততরমুপসৃত্য) অপযাত জাল্মা ! (দৃষ্ট্বা, সহর্ষম্) অপি ধ্রিয়তে চারুদত্তঃ সহ বসন্তসেনায়া। সম্পূর্ণাঃ খল্বমৎস্বামিনো মনোরথাঃ !

দিষ্ট্যা ভো ব্যসনমহার্ণবাদপারাদুত্তীর্ণং গুণধৃতয়া সুশীলবত্যা।
নাবেব প্রিয়তময়া চিরাম্নিরীক্ষ্যে জ্যোৎস্নাঢ্যং শশিনমিবোপরাগমুক্তম ॥৪৮॥

তৎ কৃতমহাপাতঃ কথমিবৈনমুপসর্পামি। (অথবা) সর্বত্রার্জবং শোভতে। (প্রকাশমুপসৃত্য বদ্ধাঞ্জলিঃ) আর্যচারুদত্ত !

চারুদত্তঃ—ননু কো ভবান্।

শর্বিলকঃ— যেন তে ভবনং ভিত্ত্বা ন্যাসাপহরণং কৃতম্।
সোঽহং কৃতমহাপাপস্ত্বামেব শরণং গতঃ ॥৪৯॥

চারুদত্তঃ—সখে! মৈবম্; ত্বয়াসৌ প্রণয়ঃ কৃতঃ। (ইতি কণ্ঠে গৃহ্নাতি)

শর্বিলকঃ—অন্যচ্চ,—
আর্যকেণার্যবৃত্তেন কুলং মানং চ রক্ষতা।
পশুবদ্যজ্ঞবাটস্থো দুরাত্মা পালকো হতঃ ॥৫০॥

চারুদত্তঃ—কিম্।

শর্বিলকঃ— ত্বদ্যানং যঃ সমারুহ্য যতস্ত্বাং শরণং পুরা।
পশুবদ্বিততে যজ্ঞে হতস্তেনাদ্য পালকঃ ॥৫১॥

চারুদত্তঃ—শর্বিলক! যোঽসৌ পালকেন ঘোষাদানীয় নিষ্কারণং কূটাগারে বদ্ধ আর্যকনামা ত্বয়া মোচিতঃ।

শর্বিলকঃ—যথাহ তত্রভবান্।

চারুদত্তঃ—প্রিয়ং ন প্রিয়ম্।

শর্বিলকঃ—প্রতিষ্ঠিতমাত্রেণ তব সুহৃদার্যকেণোজ্জয়িন্যাং বেণাতটে কুশাবত্যাং রাজ্যমতিসৃষ্টম্। তৎপ্রতিমান্যতাং প্রথমঃ সুহৃৎপ্রণয়ঃ। (পরিবৃত্য) অরে রে আনীয়তাময়ং পাপো রাষ্ট্রিয়শঠঃ।

চারুদত্তঃ—অস্মদ্গুণোপার্জিতং রাজ্যম্।

(নেপথ্যে)

যদাজ্ঞাপয়তি শর্বিলকঃ।

শর্বিলকঃ—আর্য নম্বয়মার্যকো রাজা বিজ্ঞাপয়তি—'ইদং ময়া যুস্মদ্গুণোপার্জিতং রাজ্যম্; তদুপযুজ্যতাম্'।

(নেপথ্যে)

অরে রে রাষ্ট্রিয়শ্যালক! এহ্যেহি। স্বস্যাবিনয়স্য ফলমনুভব।

(ততঃ প্রবিশতি পুরুষৈরধিষ্ঠিতঃ পশ্চাদ্বাহুবদ্ধঃ শকারঃ)

শকারঃ—হীমাদিকে,
এব্বং দুলমদিক্কন্তে উদ্দামে বিঅ গদ্দহে।
আণীদে খু হগে বদ্ধে হুতে অগ্গে শ্ব দুক্কলে ॥৫২॥

(দিশোঽবলোক্য) শমন্তদো উবট্ঠিদে এশে লশ্টিঅবন্ধে। তা কং দাণিং অশলণে শলণং বজামি। (বিচিন্ত্য) ভোদু, তং জ্জেব অব্ভুববন্নশলণবচ্ছলং গচ্ছামি। (ইত্যুপসৃত্য) অজ্জচালুদত্ত! পলিত্তাআহি পলিত্তাআহি। (আশ্চর্যম্,
এবং দুরমতিক্রান্ত উদ্দাম ইব গর্দভঃ।
আনীতঃ খল্বহং বদ্ধঃ কুক্কুরোঽন্য ইব দুষ্করঃ ॥
সমন্ততং উপস্থিত এষ রাষ্ট্রিয়বন্ধঃ। তৎকামিদানীমশরণঃ শরণং ব্রজামি। ভবতু, তমেবাভ্যুপপন্নশরণবৎসলং গচ্ছামি। আর্যচারুদত্ত! পরিত্রায়স্ব পরিত্রায়স্ব।)

(ইতি পাদয়োঃ পততি)

(নেপথ্যে)

অজ্জচালুদত্ত! মুঞ্চ মুঞ্চ, বাবাদেম্হ এদম্। (আর্যচারুদত্ত! মুঞ্চ মুঞ্চ, ব্যাপাদয়ামৈতম্।)

শকারঃ—(চারুদত্তং প্রতি) ভো অশলণশলণে ! পলিত্তাআহি। (ভো অশরণশরণ ! পরিত্রায়স্ব।)

চারুদত্তঃ—(সানুকম্পম্) অহহ, অভয়মভয়ং শরণাগতস্য।

শর্বিলকঃ - (সাবেগম্) আঃ, অপনীয়তাময়ং চারুদত্তপার্শ্বাৎ। (চারুদত্তং প্রতি) ননুচ্যতাং কিমস্য পাপস্যানুষ্ঠীয়তামিতি ;

আকর্ষন্তু সুবদ্ধৈবনং শ্বভিঃ সংখ্যাদ্যতামথ।
শূলে বা তিষ্ঠতামেষ পাট্যতাং ক্রকচেন বা ॥৫৩॥

চারুদত্তঃ—কিমহং যদ্ব্রবীমিতৎ ক্রিয়তে।

শর্বিলকঃ—কোঽত্র সন্দেহঃ।

শকার—ভস্টালআ চালুদত্ত ! শলণাগদে ম্হি। তা পলিত্তাআহি পলিত্তাআহি। জং তুএ শলিশং তং কলেহিং পুণো ণ ঈদিশং কলিশ্শম্। (ভট্টারক চারুদত্ত ! শরণাগতোঽস্মি। তৎ পরিত্রায়স্ব পরিত্রায়স্ব। তত্তব সদৃশং তৎ কুরু ; পুনর্নেদৃশং করিষ্যামি।)

(নেপথ্যে)

পৌরাঃ ! বাবাদেধ, কিং ণিমিত্তং পাদকী জীবাবীঅদি। (পৌরাঃ ! ব্যাপাদয়ত, কিং নিমিত্তং পাতকী জীব্যতে।)

(বসন্তসেনা বধ্যমালাং চারুদত্তস্য কণ্ঠাদপনীয় শকারস্যোপরি ক্ষিপতি)

শকারঃ গব্ভদাশীধীএ ! পশীদ পশীদ। ণ উণ মালইশ্শম্। তা পলিত্তাআহি। (গর্ভদাসীপুত্রি ! প্রসীদ প্রসীদ। ণ পুনর্মারয়িষ্যামি। তৎ পরিত্রায়স্ব।)

শর্বিলকঃ—অরে অরে, অপনয়ত। আর্যচারুদত্ত ! আজ্ঞাপ্যতাম্—কিমস্য পাপস্যানুষ্ঠীয়তাম্।

চারুদঃত্ত—কিমহং যদ্বষীমি তৎ ক্রিয়তে।

শর্বিলকঃ—কোঽত্র সন্দেহঃ।

চারুদত্তঃ—সত্যম্।

শর্বিলকঃ—সত্যম্।

চারুদত্তঃ—যদ্যেবং শীঘ্রময়ম্—

শর্বিলকঃ—কিং হন্যতাম্।

চারুদত্তঃ—নহি নহি মুচ্যতাম্।

শর্বিলকঃ—কিমর্থম্।

চারুদত্তঃ শত্রুঃ কৃতাপরাধঃ শরণমুপেত্য পাদয়োঃ পতিতঃ। শস্ত্রেণ ন হন্তব্য,

শর্বিলকঃ—এবম্, তর্হি শ্বভিঃ খাদ্যতাম্।

চারুদতঃ - নহি, উপকারহতস্তু কর্তব্যঃ ।।৫৪।।

শর্বিলকঃ—অহো, আশ্চর্যম্ কিং করোমি। বদত্বার্যঃ।

চারুদত্তঃ —তন্মুচ্যতাম্।

শর্বিলকঃ—মুক্তো ভবতু।

শকারঃ—হীমাদিকে, পচ্চুজ্জীবিদে ম্হি। (আশ্চর্যম্, প্রত্যুজ্জীবিতোঽস্মি।)

(ইতি পুরুষৈঃ সহ নিষ্ক্রান্তঃ)

(নেপথ্যে কলকলঃ)

(পুনর্নেপথ্যে)

এসা অজ্জচারুদত্তস্স বহূআ অজ্জা ধূদা পদেবসণঞ্চলে বিলগ্গন্তং দারঅং আক্খিবন্তী ৰাপ্ফভরিদঅণেহিং জণেহিং ণিবারিজ্জমাণা পজ্জলিদে পাৰএ পবিসদি। (এষার্যচারুদত্তস্য বধূরার্যা ধূতা পদেবসনাঞ্চলে বিলগন্তং দারকমাক্ষিপন্তী বাষ্পভরিতনয়নৈর্জনৈর্নিবার্যমাণা প্রজ্বলিতে পাবকে প্রবিশতি।)

শর্বিলকঃ—(আকর্ণ্য, নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) কথং চন্দনকঃ। চন্দনক ! কিমেতৎ।

চন্দনকঃ—(প্রবিশ্য) কিং ণ পেক্খদি অজ্জো। মহারাঅপাসাদংজক্খিণেণ মহন্তো জণসংমদ্দো বট্টদি ('এসো' ইত্যাদি পুনঃ পঠতি) কধিদং অ মএ তীএ, জধা—'অজ্জে! মা সাহসং করেহি। জীবদি অজ্জচারুদত্তো' ত্তি। পরন্তু দুক্খবাবুদাএ কো সুণেদি, কো পত্তিআএদি। (কিং ন পশ্যত্যার্যঃ। মহারাজপ্রাসাদং দক্ষিণেন মহাঞ্জনসংমর্দো বর্ততে। কথিতং চ ময়া তস্যৈ, যথা—'আর্যে ! মা সাহসং কুরুষ্ব। জীবত্যার্যচারুদত্তঃ' ইতি। পরন্তু দুঃখব্যাপৃততয়া কঃ শৃণোতি, কঃ প্রত্যয়তে।)

চারুদত্তঃ—(সোদ্বেগম্) হা প্রিয়ে! জীবত্যপি ময়ি কিমেতদ্ব্যবসিতম্। ঊর্ধ্বমবলোক্য দীর্ঘং নিঃশ্বস্য চ)

ন মহীতলস্থিতিসহানি ভবচ্চরিতানি চারুচরিতে যদপি।
উচিতং তথাপি পরলোকসুখং ন পতিব্রতে! তব বিহায় পতিম্ ॥৫৫॥

(ইতি মোহমুপগতঃ)

শর্বিলকঃ—অহো প্রমাদঃ

ত্বরয়া সর্পণং তত্র মোহমার্যোঽত্র চাগতঃ।
হা ধিক্প্রযত্নবৈফল্যং দৃশ্যতে সর্বতোমুখম্ ॥৫৬॥

বসন্তসেনা—সমস্সসিদু অজ্জো। তত্ত গদুঅ জীবাবেদু অজ্জাম্; অন্নধা অধীরত্তণেণ অণখো সম্ভাবীঅদি। (সমাশ্বসিত্বার্যঃ। তত্র গত্বা জীবয়ত্বার্যাম্; অন্যথা ধীরত্বেনানর্থঃ সম্ভাব্যতে।)

চারুদত্তঃ—(সমাশ্বস্য, সহসোত্থায় চ) হা প্রিয়ে! ক্বাসি। দেহি মে প্রতিবচনম্।

চন্দনকঃ—ইদো ইদো অজ্জো। (ইত ইত আর্যঃ।)

(ইতি সর্বে পরিক্রামন্তি)

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দিষ্টা ধূতা চেলাঞ্চলমাকর্ষন্বিদূষকেণানুগম্যমানো রোহসেনো রদনিকা চ)

ধূতা—(সাস্রম্) জাদ! মুঞ্চেহি মম্। মা বিগ্ঘং করেহি। ভীআমি অজ্জউত্তস্স অমঙ্গলাকণ্ণণদো। (জাত! মুঞ্চ মাম্। মা বিঘ্নং কুরুষ্ব। বিভেম্যার্যপুত্রস্যামঙ্গলাকর্ণনাৎ।) (ইত্যুত্থায়াঞ্চলমাকৃষ্য, পাবকাভিমুখং পরিক্রামতি)

রোহসেনঃ—মাদ অজ্জএ! পডিবালেহি মম্। তুএ বিণা ণ সক্কুণোমি জীবিদং ধারেদুম্। (মাতরার্যে! প্রতিপালয় মাম্। ত্বয়া বিনা ন শক্নোমি জীবিতং ধর্তুম্।)

(ইতি ত্বরিতমুপসৃত্য, পুনরঞ্চলং গৃহ্ণাতি)

বিদূষকঃ—ভোদীএ দাব বহ্মণীএ ভিণ্ণত্তণেণ চিদাধিরোহণং পাবং উদাহরন্তি রিসীও। (ভবত্যাস্তাবদ্ব্রাহ্মণ্যা ভিন্নত্বেন চিতাধিরোহণং পাপমুদাহরন্তি ঋষয়ঃ।)

ধূতা—বরং পাবাচরণে। ণ উণ অজ্জউত্তস্স অমঙ্গলাকণ্ণণম্। (বরং পাপাচরণম্। ন পুনরার্যপুত্রস্যামঙ্গলাকর্ণনম্।)

শর্বিলকঃ—(পুরোঽবলোক্য) আসন্নহুতবহার্যা। তত্ত্বর্যতাং ত্বর্যতাম্।

(চারুদত্তস্ত্বরিতং পরিক্রামতি)

ধূতা—রঅণিএ, ! অবলম্ব দারঅম্, জাব অহং সমীহিদং করেমি। (রদনিকে ! অবলম্বস্ব দারকম্, যাবদহং সমীহিতং করোমি।)

চেটী—(সকরুণম্) অহং পি পধোবদেসিণি হ্মি ভট্টিণীএ। (অহমপি পথোপদেশিন্যস্মি ভট্টিন্যাঃ।)

ধূতা—(বিদূষকমবলোক্য) অজ্জো দাব অবলম্বেদু ! (আর্যস্তাবদবলম্বতাম্)

বিদূষকঃ—(সাবেগম্) সমীহিদসিদ্ধিএ পউণেত্ত বহ্মণো অগ্গদো কাদব্বো। অদো ভোদীএ অহং অগ্গণী হোমি। (সমীহিতসিদ্ধৌ প্রবৃত্তেন ব্রাহ্মণোঽগ্রে কর্তব্যঃ। অতো ভবত্যা অহমগ্রণীর্ভবামি।)

ধূতা—কধং পচ্চাদিট্ঠহ্মি দুবেহিম্। (বালকমালিঙ্গ্য) জাদ ! তুমং জ্জেব পজ্জবট্ঠাবেহি অত্তাণং অহ্মাণং তিলোদঅদাণাঅ।

অদিক্কন্তে কিং মণোরহেহিম্। (সনিঃশ্বাসম্) ণ খু অজ্জউত্তো তুমং পজ্জবট্ঠাবিস্সদি। (অথং প্রত্যাদিষ্টাস্মি দ্বাভ্যাম্। জাত ! ত্বমেব পর্যবস্থাপয়ামানমস্মাকং তিলোদকদানায়। অতিক্রান্তে কিং মনোরথৈঃ। ন খল্বার্যপুত্রস্ত্বাং পর্যবস্থাপয়িষ্যতি।)

চারুদত্তঃ—(আকর্ণ্য, সহসোপসৃত্য) অহমেব পর্যবস্থঃপয়ামি বালিশম্। (ইতি বালকং বাহুভ্যামুত্থাপ্য, বক্ষসালিঙ্গতি।)

ধূতা—(বিলোক্য) অহ্মহে, অজ্জউত্তস্স জ্জেব্ব সরসংজোও। (পুনর্নিপুণং নিরূপ্য, সহর্ষম্) দিট্ঠিআ অজ্জউত্তো জ্জেব এসো। পিঅং মে পিঅং। (আশ্চর্যম্, আর্যপুত্রস্যৈব স্বরসংযোগঃ। দিষ্ট্যার্যপুত্র এবৈষঃ। প্রিয়ং মে প্রিয়ম্।)

বালকঃ—(বিলোক্য সহর্ষম্) অম্মো, আবুকো মং পরিস্সজদি। (ধূতাং প্রতি) অজ্জএ ! বড্ঢবীঅসি। আবুকো জ্জেব মং পজ্জবট্ঠাবেদি। (আশ্চর্যম্, পিতা মা পরিষ্বজতি। আর্যে ! বর্ধসে। তাত এব মাং পর্যবস্থাপয়তি।) (ইতি প্রত্যালিঙ্গতি)

চারুদত্তঃ—(ধূতাং প্রতি)

হা প্রেয়সি ! প্রেয়সি বিদ্যমানে কোঽয়ং কঠোরো ব্যবসায় আসীৎ।
অম্ভোজিনীলোচনমুদ্রণং কিং ভানাবনস্তঙ্গমিতে করোতি ॥৫৭॥

ধূতা—অজ্জউত্ত ! অদো জ্জেব সা অচেতণেত্তি চুম্বীঅদি। (আর্যপুত্র ! অতএব সাঽচেতনেতি চুম্ব্যতে।)

বিদূষকঃ—(দৃষ্টবা, সহর্ষম্) হী হী ভো, এদেহিং জ্জেব অচ্ছীহিং পিঅবঅস্সো পেক্খীঅদি। অহো মদীএ পহাবো, জদো জলণপ্পবেশব্ববসাএণ জ্জেব পিঅসমাগমং পাবিদা (চারুদত্তং প্রতি) জেদু জেদু পিঅবঅস্সো। (আশ্চর্যং ভোঃ ! এতাভ্যামেবাক্ষিভ্যাং প্রিয়বয়স্যঃ প্রেক্ষ্যতে। অহো সত্যাঃ প্রভাবঃ, যতো জ্বলনপ্রবেশব্যবসায়েনৈব প্রিয়সমাগমং প্রাপিতা। জয়তু জয়তু প্রিয়বয়স্যঃ।)

চারুদত্তঃ—এহি মৈত্রেয় ! (ইত্যালিঙ্গতি)

চেটী—অহো সংবিধাণঅম্‌। অজ্জ! বন্দামি। (অহো সংবিধানকম্‌। আর্য! বন্দে।) (ইতি চারুদত্তস্য পাদয়োঃ পততি)

চারুদত্তঃ—(পৃষ্ঠে করং দত্ত্বা) রদনিকে! উত্তিষ্ঠ। (ইত্যুত্থাপয়তি)

ধূতা—বসন্তসেনাং দৃষ্ট্বা) দিট্‌ঠিআ কুসলিণো বহিণিআ। (দিষ্ট্যা কুশলিণী ভগিনী।)

বসন্তসেনা—অহুণা কুসলিণী সংবুত্তম্হি। (অধুনা কুশলিনী সংবৃত্তাস্মি।)

(ইত্যন্যোন্যমালিঙ্গতঃ)

শর্বিলকঃ—দিষ্ট্যা জীবিতসুহৃদ্বর্গ আর্যঃ।

চারুদত্তঃ—যুষ্মৎপ্রসাদেন।

শর্বিলকঃ—আর্যে বসন্তসেনে। পরিতুষ্টো রাজা ভবতীং বধূশব্দেনানুগৃহ্ণাতি।

বসন্তসেনা—অজ্জ! কদত্থম্হি। (আর্য! কৃতার্থাস্মি।)

শর্বিলকঃ—(বসন্তসেনামবগুণ্ঠ্য চারুদত্তং প্রতি) আর্য! কিমস্য ভিক্ষোঃ ক্রিয়তাম্‌।

চারুদত্তঃ—ভিক্ষো! কিং তব বহুমতম্‌!

ভিক্ষুঃ—ইমং ঈদিশং অণিচ্চত্তণং পেক্‌খিঅ দিউণতলে মে পব্বজ্জাএ বহুমাণে সম্বুত্তে। (ইহমীদৃশমনিত্যত্বং প্রেক্ষ্য দ্বিগুণতরো মম প্রব্রজ্যায়াং বহুমানঃ সংবৃত্তঃ।)

চারুদত্তঃ—সখে! দৃঢ়োঽস্য নিশ্চয়ঃ। তৎ পৃথিব্যাং সর্ববিহারেষু কুলপতিরয়ং ক্রিয়তাম্‌।

শর্বিলকঃ—যথাহার্যঃ।

ভিক্ষুঃ—পিঅং ণো পিঅম্‌। (প্রিয়ং নঃ প্রিয়ম্‌।)

বসন্তসেনা—সম্পদং জীবাবিদম্হি। (সাম্প্রতং জীবাপিতাস্মি।)

শর্বিলকঃ—স্থাবরকস্য কিং ক্রিয়তাম্‌।

চারুদত্তঃ—সুবৃত্ত অদাসো ভবতু। তে চাণ্ডলোঃ সর্বচাণ্ডালানামধিপতয়ো ভবন্তু। চন্দনকঃ পৃথিবীদণ্ডপালকো ভবতু। তস্য রাষ্ট্রিয়শ্যালস্য যথৈব ক্রিয়া পূর্বমাসীৎ, বর্তমানে তথৈবাস্যাস্তু।

শর্বিলকঃ—এবং, যথাহার্যঃ; পরমেনং মুঞ্চ মুঞ্চ; ব্যাপাদয়ামি!

চারুদত্তঃ—অভয়ং শরণাগতস্য। (শত্রুঃ কৃতাপরাধঃ, ইত্যাদি পঠতি।)

শর্বিলকঃ—তদুচ্যতাং কিং তে ভূয়ং প্রিয়ং করোমি।

চারুদত্তঃ—অতঃ পরমপি প্রিয়মস্তি—

লব্ধা চারিত্র্যশুদ্ধিশ্চরণনিপতিতঃ শত্রুরপ্যেষ মুক্তঃ,
প্রোৎখাতারাতিমূলঃ প্রিয়সুহৃদচলামার্যকঃ শাস্তি রাজা।
প্রাপ্তা ভূয়ঃ প্রিয়েয়ং প্রিয়সুহৃদি ভবান্‌সঙ্গতো মে বয়স্যো,
লভ্যং কি চাতিরিক্তং যদপরমধুনা প্রার্থয়েঽহং ভবন্তম্‌ ॥৫৮॥
কাংশ্চিত্তুচ্ছয়তি প্রপূরয়তি বাকাংশ্চিন্নয়ত্যুন্নতিং
কাংশ্চিৎপাতবিধৌ করোতি চ পুনঃ কাংশ্চিন্নয়ত্যাকুলান্‌।
অন্যোন্যং প্রতিপক্ষসংহতিমিমাং লোকস্থিতিং বোধয়ন্নেষ
ক্রীড়তি কূপযন্ত্রঘটিকান্যায়প্রসক্তো বিধিঃ ॥৫৯॥

তথাপীদমস্তু ভরতবাক্যম্‌—

ক্ষীরিণ্যঃ সন্তু গাবো, ভবতী বসুমতী সর্বসম্পন্নসস্যা,
পর্জন্যঃ কালবর্ষী সকলজনমনোনন্দিনো বান্তু বাতাঃ।
মোদন্তাং জন্মভাজঃ, সততমভিমতা ব্রাহ্মণাঃ সন্তু সন্তঃ
শ্রীমন্তঃ, পান্তু পৃথ্বীং প্রশমিতরিপবো ধর্মনিষ্ঠাশ্চ ভূপাঃ ॥৬০॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ সংহারো নাম দশমোঽঙ্কঃ ॥